শ্রীমন্মহাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-

প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

[শ্রীশ্রীসুখবর্ত্তিনী-সমেতা]

Shri KESHABJI GOUDIYA MATH
Mathura (U.P.)

বঙ্গানুবাদ

[প্রথম খণ্ড]

Shri Keshabji Goudiya Math
Kans Tilla, Agra Road
Mathura-281001 U.P.

শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক-শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত-শ্রীচৈতন্যশিক্ষাষ্টক

প্রভৃতি বহুগ্রন্থের সম্পাদক-প্রণেতা

শ্রীমণীন্দ্র নাথ গুহ

প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ ইঞ্জিনীয়ার (পি. ডব্লু. ডি. পঃ বঃ)

কর্তৃক

বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও সম্পাদিত

প্রকাশিকা ঃ
শ্রীসাবিত্রী গুহ
(পুরাণ-বৈষ্ণবদর্শন তীর্থ)
শ্রীরাধারমণ মন্দির
বৃন্দাবন

গ্রন্থকার কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রাপ্তিস্থান

(১) শ্রীসাবিত্রী গুহ
১২৮ শ্রীরাধারমণ মন্দির (বৃন্দাবন)

(২) মহেশ লাইব্রেরী
২/১শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা—১২

(৩) সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী
কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর
শ্রীশ্রীহরিদাস শাস্ত্রী
শ্রীগদাধর গৌরহরি প্রেস
কালিয়দহ বৃন্দাবন

আনুকূল্য – আটত্রিশ টাকা

* শ্রীশ্রীগৌরহরি *

উৎসর্গ পত্র

পঞ্চশততম শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব
মহামহোৎসবের উপচারস্বরূপে

নিবেদিত হল এ-গ্রন্থ রত্ন

মদীয় শ্রীগুরুদেব

(ওঁ বিষ্ণুপাদ)

নিত্যলীলা

প্রবিষ্ট

সিদ্ধান্তখনি

নামবিজ্ঞানাচার্য

বহু গ্রন্থ প্রণেতা

বাগ্মীপ্রবর শ্রীগৌরগতপ্রাণ

শ্রীমৎ কানুপ্রিয় গোস্বামিপ্রভুপাদের

শ্রীকরকমলে

ভক্তিভরে।

* শ্রীশ্রীগৌরহরির্জয়তি *

আশীর্বাণী

শ্রীশ্রীগৌরহরি পদারবিন্দ মকরন্দ পানোন্মত্ত মধুব্রত শ্রীল শ্রীযুক্ত কবিকর্ণপুর গোস্বামিপাদ বিরচিত শ্রীশ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ কৃত সুখবর্তনী নামক টীকার আনুগত্যে গদ্য-পদ্যাদির মূলানুগত বঙ্গানুবাদ আজ পর্য্যন্ত কোন মহানুভব প্রকাশে সাহসী হন নাই। শ্রীগুরুকৃপা বিভাবিতান্তঃকরণ শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র নাথ গুহ ভক্তপ্রবর কর্ত্তৃক উক্ত গ্রন্থখানির সাবীলল বঙ্গানুবাদ সুচারুরূপে সকলের বোধগম্য বঙ্গ ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়াছেন।

ইহা গুরুকৃপা ব্যতীত কখনই সম্ভব হইতে পারে না। শ্রীচৈতন্যাব্দ প্রায় পাঁচশত বৎসরের মধ্যে এইরূপ মূল, টীকা, ও প্রাঞ্জল গৌরভাষা সম্বলিত সর্বাঙ্গ সুন্দর অতি বিলক্ষণ সুসজ্জিত সংস্করণ আদৌ প্রকাশ হয় নাই; সুতরাং স্বপ্রকাশক স্বমহিমায়-মহীয়ান্ শ্রীগ্রন্থখানি স্বাত্ম-প্রকাশে বৈষ্ণব সমাজের সুদীর্ঘ কালের অভাব মোচন করত গৌড়ীয় গ্রন্থ ভাণ্ডারে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর এক অভিনব অবদান ঘোষণা করিয়াছেন। ইহাতে যে বৈষ্ণবগণের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণকমলে সকাকু প্রার্থনা জানাইতেছি, তিনি এই প্রকার গোস্বামিগ্রন্থসমূহের কলেবর সংস্কার পূর্ব্বক রসিক ভক্তবৃন্দের আনন্দ বর্ধন করুন। আশাকরি শ্রীশ্রীগোস্বামিগণ প্রণীত এইরূপ প্রাচীন গ্রন্থ সমূহের সানুবাদ মূল, টীকা, বৈষ্ণব-জগতে বহুল প্রচার তৎকর্ত্তৃক সাধিত হউক, ইনি শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীশ্রীচন্দ্রোদয় নাটক গ্রন্থদ্বয়েরও সুললিত বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করিয়াছেন। অলমিতি বিস্তরেণ—

শ্রীশ্রীগুরু বৈষ্ণব দাসানুদাস—

শ্রীপ্রিয়াচরণ দাস

ভাগবতভূষণ

গোবর্ধন, মথুরা

* শ্রীশ্রীগৌর বিধুর্জয়তি *

পূর্বাভাষ

শ্রীনীলাচল ধাম। রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গৌড়ের বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত মিলন সুখের মধু-স্মৃতি বুকে বহন ক'রে পরমোৎকণ্ঠাভরে তথায় সমাগত হয়েছেন। প্রভুর সহিত ভক্তবৃন্দের মিলনকালে পার্ষদ-প্রধান শ্রীল শিবানন্দসেন তাঁর তিন পুত্রকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণ বন্দন করাচ্ছেন। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রটির প্রতি প্রভুর স্নেহসিক্ত করুণ-দৃষ্টি নিবদ্ধ। সহাস্য-বদনে প্রভু শিবানন্দের বদনপানে চেয়ে তার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। শিবানন্দ বল্লেন—'প্রভু! এর নাম 'পরমানন্দদাস।' 'ও—এই সেই পুরীদাস'? বলে প্রভু হাস্‌তে হাস্‌তে স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ বালকের মুখে স্পর্শ করালেন। ভাগ্যবান্ বালক পুরীদাস বাল্য-স্বভাবে প্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ দু'হাতে ধরে মাতৃস্তন্যের মতো চোষণ করলেন। মাধুর্য-মূরতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধুর্যামৃত তড়িৎ প্রবাহের মতো বালকের মধ্যে সঞ্চারিত হ'ল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বিষয়টি এইভাবে বর্ণিত হয়েছে—

"পূর্বে যবে শিবানন্দ প্রভুস্থানে আইলা।
তবে মহাপ্রভু তারে কহিতে লাগিলা।।
এবার তোমার যেই হইবে কুমার।
'পুরীদাস' বলি নাম ধরিহ তাহার।।
তবে মায়ের গর্ভে হয় সেইত কুমার।।
শিবানন্দ ঘরে গেলে জন্ম হৈল তার।।
প্রভু আজ্ঞায় নাম ধরিল 'পরমানন্দদাস'।
'পুরীদাস' বলি প্রভু করে পরিহাস।।
শিবানন্দ যবে সেই বালকে মিলাইল।
মহাপ্রভু পদাঙ্গুষ্ঠ তার মুখে দিল।।"

(অন্ত্যলীলা—১২শ পরিচ্ছেদ)।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পদাঙ্গুষ্ঠ চোষণের ফলে প্রভুর অপার করুণারসাভিষিক্ত এই পুরীদাস সপ্তম বৎসর বয়সে বিনা অধ্যয়নে প্রভুর আদেশে শ্রীকৃষ্ণের মধুর রসময় বর্ণনাশ্লোক প্রকাশ করলেন—

"শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম
বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি!"

'যিনি ব্রজসুন্দরীগণের শ্রবণযুগলের নীলকমল, নয়নের অঞ্জন এবং বক্ষঃস্থলের ইন্দ্রনীলমণির হার প্রভৃতি নিখিল ভূষণস্বরূপ, সেই শ্রীহরির জয় হোক্।'

"সাত বৎসরের বালক নাহি অধ্যয়ন।
ঐছে শ্লোক করে লোকের চমৎকার মন।।
চৈতন্যপ্রভুর এই কৃপার মহিমা।
ব্রহ্মা-আদি দেব যার নাহি পায় সীমা।।"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য—১৬শ পরিচ্ছেদ)।

উত্তরকালে এই বালকই কবিকর্ণপূর নামে অসাধারণ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অর্জন করে শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দের লীলাতত্ত্বসমৃদ্ধ বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করলেন। শ্রীল কবিকর্ণপূর একাধারে শ্রেষ্ঠ আলঙ্কারিক ও মহাকবি। তাঁর অলৌকিক ও অসাধারণ কবিত্বশক্তি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ, শ্রীচৈতন্যচরিত-মহাকাব্য এবং শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকাদি থেকে জ্ঞাত হওয়া যায়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর করুণাতেই যে তাঁর মধ্যে এই মহীয়সী কবিত্ব-শক্তির আবির্ভাব হয়েছিল, এ কথা তিনি স্বয়ংই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের শেষে উল্লেখ করেছেন—"যস্যোচ্ছিষ্ট প্রসাদাদয়মজনি মম প্রৌঢ়িমা-কাব্যরূপী" অর্থাৎ 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট প্রসাদে (পদাঙ্গুষ্ঠ চোষণে) আমার মধ্যে এই অপূর্ব কাব্য রচনার শক্তি জন্মেছে।' বিশেষত তাঁর শ্রীচৈতন্য-করুণোদিত বাগ্‌বিভূতি মধুরাদপি-মধুর ব্রজলীলা বর্ণনময় এই 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' গ্রন্থখানা একদিকে যেমন অসাধারণ অনুপ্রাস ও প্রসাদাদি কাব্যগুণ-গুম্ফিত হয়ে সংস্কৃতজ্ঞ কাব্যরসামোদী পণ্ডিতগণের চমৎকারিত্ব জন্মায়, অপরদিকে তেমনি শ্রীপাদের স্বতঃপ্রণোদিতভাবের প্রেরণায় উৎসারিত ভক্তিমন্দাকিনীর ধারা বর্ণনা-পারিপাট্যে উচ্ছলিত হয়ে গ্রন্থাস্বাদন-কারী সুধী ভক্তবৃন্দের চিত্তভূমিকে ভক্তিরসে সুরসিত করে।

শ্রীপাদ তাঁর অলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে উত্তম কবির লক্ষণ নির্ণয়ে লিখেছেন—

"সবীজোহি কবির্জ্ঞেয়ঃ স সর্ব্বাগম কোবিদঃ।
সরস প্রতিভাশালী যদিস্যাদুত্তমস্তদা।।"

'যিনি সবীজ বা কাব্যোৎপাদক প্রাক্তন সংস্কার বিশিষ্ট অলঙ্কারাদি বহুশাস্ত্রজ্ঞ এবং সরস প্রতিভা-শালী—তিনিই উত্তমকবি।' অপ্রাকৃত ভাগবতরস পরিবেষণ-নিপুণ শ্রীপাদের সর্বাগমকোবিদত্ব, সরস প্রতিভা ও সর্বোপরি শ্রীচৈতন্যকরুণোদিত ভক্তিরসের সুদিব্য সংস্কার একত্র সম্মিলিত হ'য়ে যেন বিশ্বপাবন ত্রিবেণী ধারার মতো এই 'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ' রূপে বিশ্বে প্রকাশিত হয়েছেন। সুরসিক ভক্তবৃন্দ এই পাবনী ধারায় নিত্য সুখ-সন্তরণে পরানির্বৃতি লাভ করে থাকেন। ভক্তিলোভাতুর বিশ্বমানবও এই মহাতীর্থে অবগাহন করলে (শ্রীগ্রন্থের শ্রবণ কীর্ত্তন করলে) অচিরায় অন্তরের বাসনা-মালিন্য পরিহার করে ভক্তিরসের আস্বাদনে পরানন্দ লাভে যে ধন্য হবেন - এ বিষয়ে অণুমাত্রও সন্দেহ নেই।

আনন্দ বা সুখ দার্শনিক বস্তু। বিশ্বমানব নিয়ত আনন্দের অনুসন্ধানে ছুটে চলেছে। কিন্তু তারা অধিক-সংখ্যকই প্রকৃত আনন্দের লক্ষ্যহারা। এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে তারা শান্তিবারির আশায় বিষয় মরীচিকার পানে ধাবিত হ'য়ে সুখের বিনিময়ে প্রতিনিয়ত দুঃখ বেদনার ঘাত-প্রতিঘাতে জর্জরিত হচ্ছে। অভ্রান্ত-দৃষ্টি শাস্ত্র ও মহাজনগণ তাদের প্রকৃত আনন্দের সন্ধান দিতে গিয়ে বিষয়মুখী চিত্তবৃত্তিকে ভগবদুন্মুখ করার জন্যই উপদেশ দিয়েছেন। স্বরূপভ্রান্ত নিত্যকৃষ্ণদাস জীব সাধন ভজন দ্বারা ক্রমশ দেহ-দৈহিকাদির বন্ধন শিথিল ক'রে স্বরূপাভিমানে ভগবৎসেবা লাভ করে ধন্য হয়,—ইহাই নিখিল সাধু-শাস্ত্রের উপদেশের সারমর্ম। মাধুর্যঘন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধামাধবের পরম মাধুর্যময় লীলাধাম শ্রীবৃন্দাবন ভগবৎসেবারসাস্বাদনের শ্রেষ্ঠতম স্থান। এই বিশ্ব মায়ার কারাগার হলেও চরম সান্ত্বনার বিষয় এই যে এখানে চিন্ময় প্রেমধাম শ্রীবৃন্দাবন প্রকটিত রয়েছেন। প্রকৃতির পরপারে শ্রীবৈকুণ্ঠের শিরোপরি-স্থিত চিন্ময়ধাম আনন্দবৃন্দাবন প্রপঞ্চতীরে অবতীর্ণ হ'য়ে বিশ্বজীবের প্রতি অশেষ করুণারাশি প্রকাশ করেছেন। চিন্ময়ধাম মৃন্ময় বিশ্বে এসে এর সংস্পর্শে কিছুমাত্রও মায়ামলিন না হ'য়ে বরং মায়াতীত লোক অপেক্ষাও অধিকতর সুশোভিতই হয়েছেন, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের 'প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি' ইত্যাদি ব্রহ্মস্তুতির ব্যাখ্যায় লিখেছেন—প্রদীপ যেমন প্রকাশ্য দিবালোক অপেক্ষা অন্ধকার রাত্রেই অধিকতর সুশোভিত হয়, হীরকরত্ন যেমন শ্বেত-পাত্র অপেক্ষা নীল পীতাদি রংএর কাচের পাত্রে অধিকতর শোভা পায়, তেমনি শ্রীবৈকুণ্ঠের শিরোপরিস্থিত শ্রীধাম এই মায়াময় বিশ্বপ্রপঞ্চে অবতীর্ণ হ'য়ে সমধিক চমৎকৃতিপ্রদই হয়েছেন। শ্রীবৃন্দাবনবাসিগণ শ্রীকৃষ্ণ-সেবা সুখের প্রয়াসী, তাঁরা সতত সেবারসানন্দে মগ্ন। সংসার-বিষজ্বালায় দগ্ধ মানব-চিত্তও ব্রজাভিমুখী হলে ক্রমশ ব্রজরসের অমৃতসিঞ্চনে পরম সুশীতল হয়ে শ্রীগোবিন্দের প্রেমসেবানন্দলাভে চিরকৃতার্থ হয়ে থাকে—এই পরমতত্ত্বের ইঙ্গিত দিতে গিয়েই বোধ হয় শ্রীপাদ তাঁর এই ব্রজরসবর্ণনময় শ্রীগ্রন্থের নাম রেখেছেন—'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'। সুতরাং ইহা শ্রীগ্রন্থের অন্বর্থ বা সার্থকসংজ্ঞা। শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদও লিখেছেন, এই চম্পূ অর্থাৎ গদ্য-পদ্যময়ী চিত্রকাব্য আনন্দসমূহকে পালন করেন বা ইহাতে আনন্দস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবন সম্বন্ধীয় চরিত্র বর্ণিত হয়েছে বলেই গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে—'আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ'।(১।১৫—সুখবর্ত্তনী ব্যাখ্যা)।

শ্রুতি শ্রীভগবৎ-স্বরূপের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—'রসো বৈ সঃ' "আনন্দং ব্রহ্ম", অর্থাৎ পরমতত্ত্বস্বরূপ শ্রীভগবান্ রসস্বরূপ বা আনন্দস্বরূপ। আবার রসপিপাসু জীবগণকে এই রসাস্বাদনে প্রোৎ-সাহিত করতে গিয়ে বলেছেন—"রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি," অর্থাৎ এই রসস্বরূপ শ্রীভগবানকে আস্বাদন করেই আনন্দকামী জীব প্রকৃত আনন্দাস্বাদনে সমর্থ হয়। কিন্তু সেই চিদ্ঘনমূর্তি শ্রীভগবানকে আস্বাদন করার প্রণালী কি, মায়াবদ্ধ জীবের নিকট সেই তুরীয় পরব্রহ্মের রসরূপতার অভিব্যক্তিই বা কিরূপ হইতে পারে—এইরূপ প্রশ্ন স্বতঃই জেগে উঠে। এই ধরণের প্রশ্নের উত্তরে শাস্ত্র মহাজন বলেছেন—পরব্রহ্ম শ্রীভগবান্ তুরীয় তত্ত্ব হলেও তাঁর নাম, রূপ, গুণ ও লীলারূপেই তাঁর রসরূপতার অভিব্যক্তি হয়ে থাকে। বিশেষত লীলাবিজৃম্ভিত

নামরসের অনুভব ব্যতীত ভগবৎস্বরূপের কোন ধারনাই সম্ভবপর হয় না। কেননা, তিনি লীলাময় বলেই তিনি রসময়। যেহেতু লীলাই রসের প্রাণ। লীলা স্বভাবতঃই মধুময়ী—অশেষ আস্বাদন চমৎকারিতায় পূর্ণ।

এই লীলা বিজৃম্ভিত নামরসের মুখ্যরূপে বর্ণনার অভাবেই ভগবান্ বেদব্যাস বেদবিভাগ, ব্রহ্মসূত্রাদি প্রণয়ন করেও চিত্তে শান্তিলাভ করতে পারেন নি। পরে শ্রীনারদের উপদেশে সমাহিত চিত্তে শ্রীগোবিন্দের রসরূপতার সম্যক্ অনুভব প্রাপ্ত হয়ে শ্রীকৃষ্ণনামলীলাবর্ণন-প্রধান অখিল বেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত প্রণয়ন করেই চিত্তে পরা-শান্তি লাভ করেছিলেন—এ কথা শ্রীমদ্ভাগবতেই বর্ণিত রয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের বাঙ্ময় মূর্ত্তি। অনন্ত-মধুর শ্রীকৃষ্ণলীলাবর্ণনময় দশমস্কন্ধটি তাঁর ফুল্ল-মুখারবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ এবং অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি বলে শ্রীকৃষ্ণলীলার মধুরতা সর্বাধিক। বিশেষতঃ তাঁর পরম মাধুর্যময়ী ব্রজলীলার তুলনা নেই। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্যভাবের লীলায় লীলার মাধুর্যটি ভালভাবে ফুটে উঠে না, সম্ভ্রম সঙ্কোচ উদিত হয়ে আস্বাদনে বাধা ঘটায়। শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময়ী ব্রজলীলার নিষেবনে চিত্ত সম্ভ্রম সঙ্কোচমুক্ত হয়ে লীলারসের অকুণ্ঠ আস্বাদন লাভে ধন্য হয়। শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনেই সর্বাদ্ভুত-চমৎকার-লীলা-কল্লোলবারিধি। সুতরাং নিগম কল্পতরু-গলিত-রসময় ফল শ্রীমদ্ভাগবতের বৃন্দাবনলীলাটিই পরম সুরসাল। এই অংশই শ্রীপাদের আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থের বর্ণনার বিষয় বস্তু।

একেত পরম মাধুর্যময় ও প্রেমরসময় ব্রজলীলা,তদুপরি মাধুর্যলীলা বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত শ্রীপাদের বর্ণনা-ভঙ্গীতে মাধুর্যের প্লাবন জেগেছে—গ্রন্থখানা যেন ভাদরের নদীর মতো সুরসাল লীলারসে কানায় কানায় ভরা। উচ্ছলিত তটিনী যেমন তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুল্‌তে তুল্‌তে খরতরনাদে সিন্ধুর দিকে ছুটে যায়, শ্রীপাদের কাব্য তটিনীতে তেমনি বিচিত্র অনুপ্রাসের তরঙ্গাবলি ধ্বনি হ'তে ধ্বন্যন্তর সৃষ্টি করে বিচিত্র রসের প্রকাশ করতে করতে অসীমের দিকে প্রবাহিত !

রসাবেশ, সৌন্দর্য, মাধুর্য এবং প্রসাদাদি গুণ কাব্যরচনার শক্তিবিশেষ। মহাকবিগণের বাণী দিব্য আনন্দরস স্বয়ংই নিঃস্যন্দিত করে অলৌকিক স্ফূর্তিশীল প্রতিভা বিশেষ প্রকাশ করে থাকে। অলঙ্কার-শাস্ত্রে প্রতিভার সংজ্ঞা এইরূপ দেওয়া হয়েছে—

"প্রজ্ঞা নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা মতা।
তদনুপ্রাণনাৎ জীবেৎ বর্ণনা নিপুণঃ কবিঃ ॥"

কাব্যরচনায় যে নব নব প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি, তাকেই প্রতিভা বলা হয়। উহা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই বর্ণনা-নিপুণ কবি জীবিত থাকেন, অর্থাৎ ঐ প্রতিভা ভিন্ন শ্রেষ্ঠ কাব্যরচনা সর্ব্বথা অসম্ভব। সাধারণ আলঙ্কা-রিকগণের মতে শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাব্যপ্রতিভা একটি অলৌকিক বস্তু, এর থেকেই কাব্যাদিতে রসের সঞ্চার হয়ে থাকে। অপ্রাকৃত ভক্তিরসশাস্ত্রকারগণ কিন্তু প্রাকৃত কাব্যের লক্ষিতব্য রসকে প্রাকৃত মনোবৃত্তি বিশেষ,

মায়িক বা গুণময় বলেই মনে করেন। সুতরাং আলঙ্কারিকগণের মতে কাব্যরস 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদর' বলে কথিত হ'লেও ভক্তগণের মতে উহা ভগবদ্‌ভক্তি থেকে উত্থিত আনন্দসিন্ধুর এককণার আভাস মাত্রই। এ বিষয়ে ধ্বন্যালোকে শ্রীপাদ আনন্দবর্ধনাচার্যের একটি অতি সুন্দর উক্তি দৃষ্ট হয়—

"যা ব্যাপারবতী রসান্ রসয়িতুং কাচিৎ কবীনাং নবা
দৃষ্টির্যা পরিনিষ্ঠিতার্থ বিষয়োন্মেষা চ বৈপশ্চিতী।
তে দ্বে অপ্যবলম্ব্য বিশ্বমনিশং নির্ব্বর্ণয়ন্তো বয়ম্
শ্রান্তা, নৈব চ লব্ধমব্ধিশয়ন ত্বদ্ভক্তিতুল্যং সুখম্ ।।"

'কবিগণের যে প্রতিভা-দৃষ্টি বিভাবাদি দ্বারা স্থায়ীভাব সমূহকে ক্ষণে ক্ষণে নব নব বৈচিত্রীযুক্ত করে রসতা প্রাপ্ত করাতে সক্ষম, আর পণ্ডিতগণের যে পাণ্ডিত্যদৃষ্টি তত্ত্বনিশ্চয়ে প্রবল, আমরা এই দু'প্রকার দৃষ্টি দ্বারা বিশ্বকে নিঃশেষে বর্ণন করে পরিশ্রান্ত হয়েছি, কিন্তু হে সাগর-শায়িন্! তোমার ভক্তিসুখের তুল্য সুখ কুত্রাপি প্রাপ্ত হই নি।' 'সাগর শায়িন্' সম্বোধনের তাৎপর্য এই যে, যিনি পরিশ্রান্ত, শয়নসুখাস্বাদন-কারীর প্রতি তাঁর বহু মানদান যুক্তিযুক্ত। 'হে ভগবন্! তোমার একবিন্দু ভক্তিরসের আস্বাদন দান করে ভক্তিহীন বৃথা আনন্দাস্বাদন-প্রয়াসশ্রান্তি দূর কর'—ইহাই ব্যঞ্জিতার্থ। ভাগবতরস-বর্ণন-নিপুণ মহাকবিগণের মতে কেবল কাব্য-প্রতিভাই রসাস্বাদনের হেতু নয়, কিন্তু অশেষ চমৎকারিত্বপূর্ণ ভাগবতী রতিই রসাস্বাদনের মুখ্য হেতু। এ বিষয়ে শ্রীমৎ রূপ গোস্বামিপাদ লিখেছেন—

"এতেষাস্তু তথাভাবে ভগবৎকাব্যনাট্যয়োঃ।
সেবামাহুঃ পরং হেতুং কেচিত্তৎপক্ষরাগিণঃ।।
কিন্তু তত্র সুদুস্তর্কমাধুর্যাদ্ভুতসম্পদঃ।
রতেরস্যাঃ প্রভাবোঽয়ং ভবেৎ কারণমুত্তমম্।।"

(ভঃ রঃ সিঃ—২।৫।৯০-৯১)।

অর্থাৎ 'কাব্যনাট্য পক্ষপাতী পণ্ডিতগণ ভাবের বিভাবনাদি বিষয়ে ভগবৎ কাব্যনাট্যের সেবাকেই হেতু বলে নির্দ্দেশ করেন, কিন্তু সুদুস্তর্ক-মাধুর্যরূপ-অদ্ভুত সম্পত্তিশালিনী ভাগবতী রতির প্রভাবই এবিষয়ে উত্তম কারণ।' শ্রীপাদ কর্ণপূরের অন্তর্নিহিত ভক্তিরসমাধুরী তাঁর অপ্রাকৃত কাব্য-প্রতিভায় সুব্যক্ত হয়ে তাঁর এই অলৌকিক মাধুর্যময় ব্রজরসের বর্ণনা যে সুরসিক ভক্তগণের হৃদয়ক্ষেত্রকে ভক্তিরসে আপ্লাবিত করবে—এতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত ব্রজলীলার রসমাধুরী শ্রীপাদের স্বচ্ছন্দ-ভাব ও সাবলীল ভাষায় বর্ণিত হয়ে সৎ-সামাজিকের কি অপূর্ব আস্বাদ্য হয়েছে,—ইহা স্বানুভববেদ্য; প্রকাশের ভাষা নেই। শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত রাসরসের বৈচিত্রীরূপে শ্রীপাদ সুদিব্য নায়ক-নায়িকা শ্রীশ্রীরাধামাধবের বসন্তোৎসব, হোরীলীলা, হিন্দোলালীলাদি অপূর্ব পরিপাটীর সহিত বর্ণনা করেছেন। শ্রীগ্রন্থের মহত্ব এতই

বিশাল এবং বিপুল যে, এর মহিমা প্রকাশ করতে যাওয়া স্বপ্রকাশ সূর্যকে প্রদীপ দিয়ে প্রকাশ করার মতোই হাস্যাস্পদ চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নয়। ভক্তসামাজিক শ্রীগ্রন্থের আস্বাদনে একথার সত্যতা উপলব্ধি করবেন।

এই সুবিশাল সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ সামান্য কিছু এখানে ওখানে প্রকাশিত দেখা যায় কিন্তু সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। এই অভাব সমগ্র বাঙ্গালী জাতির, বিশেষ করে সংস্কৃতানভিজ্ঞ ভক্তগণের পক্ষে যে প্রভূত-গুরুত্বপূর্ণ, একথা গ্রন্থের রসাস্বাদনকারী ব্যক্তিমাত্রেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দের অপার করুণায় ব্রজবাসনিষ্ঠ, পরমভাগবত ও বহু ভক্তিগ্রন্থের সুলেখক শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রনাথ গুহ মহাশয় এবিষয়ে প্রেরণা প্রাপ্ত হয়ে এই দুরূহকার্যে হস্তক্ষেপ করে সুমহৎ সেবাব্রতে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর এই মহৎচেষ্টা শুধু প্রশংসনীয়ই নয়, বিস্ময়াবহও বটে; কারণ বিপুল ধৈর্য্য ও অটুট অধ্যবসায় ব্যতীত এত সুবৃহৎ রহস্যময় সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করা সম্ভবপর নয়। তাঁর অন্যতম বৈশিষ্ট্য এইযে, তিনি পরম নামনিষ্ঠ ভাগবত। শ্রীনামের অনুকম্পায় তিনি এই সেবাব্রতে আশাতীতভাবে জয়লাভ করেছেন। তাঁর অনুবাদের ভাষা প্রাঞ্জল এবং সুললিত,তাঁর অনুবাদ ভাবমাধুর্যে সর্বোপরি তাঁর ভক্তিভাবিত হৃদয়ের আবেগোচ্ছ্বাসে ভরপুর। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'সুখবর্ত্তিনী' টীকার যথাস্থানে সন্নিবেশ করে তিনি পণ্ডিতগণেরও গ্রন্থাস্বাদনে পরমোপকার সাধন করেছেন। শ্রীশ্রীকুণ্ডেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রার্থনা করি—অনুবাদক দীর্ঘজীবন ও অটুট স্বাস্থ্য লাভ করে এইভাবে শ্রীশ্রীগোস্বামিপাদগণের বাণীর মাধুর্য্য সাধারণের নিকট সুলভ করে দিয়ে তাঁর অজস্র করুণালাভে ধন্য হোন্। সুধীজন অনুবাদের রসমাধুরী আস্বাদন করলেই তাঁর এই সুবিপুল পরিশ্রম সার্থক হবে।—ইত্যলম্।

রাধাকুণ্ড (বৃন্দাবন)
২১শে পৌষ
১৩৮৮

শ্রীশ্রীরাধাকুণ্ডাশ্রয়ী
দীন—অনন্তদাস

* শ্রীগৌরহরি *

সম্পাদকীয়

নিবেদন

সূচনা ঃ একদিন শ্রীবৃন্দাবনে যমুনার কূলে ১০৮ শ্রী বাবা কিশোরী-কিশোরানন্দ মহারাজের ইষ্টগোষ্ঠী সভাতে বাবার কৃপাসঞ্চারে উদ্বুদ্ধ এই সম্পাদকের মুখে শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ পাঠ হচ্ছে—

সা পুনরুচে,—তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভী-,স্ত্যং কিমদ্য দধিভাণ্ডমভাঙ্ক্ষীঃ।
গোপাল—মাতরেবমপরং ন করিষ্যে, পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিম্ ॥ ৬।৫

অর্থাৎ—যশোমা বলছেন—আরে দুষ্টু ছেলে তাড়নে যদি তোমার এত ভয়, তবে আজ দধিভাণ্ড ভাঙ্গতে গেলে কেন ?

গোপাল—মা আর করব না। হাত থেকে এ-যষ্টি ফেলে দাও-না বলছি।

শুনতে শুনতে বাবার ভাবোদয় হল। চোখে জল। অঙ্গে শিহরণ। রসগ্রাহী জনের এমনই হয়। পাণ্ডবজননী কুন্তিদেবীর মোহ শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায়—'সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি'—ভাঃ—১।৮।৩১। অর্থাৎ কুন্তিদেবী বলছেন, 'স্বয়ং ভয়ও যাঁর ভয়ে ভীত সেই অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বরের অহো, মায়ের ভয়ে এই ভীতি! কাজল-ধোয়া অশ্রুলিপ্ত এ মুখটি আমাকে মোহিত করে ফেলছে।'—রাত পোহাতেই সকলের অজ্ঞাতসারে বাবা চলে গেলেন সেই দামবন্ধন-স্থলী গোকুলে। পাঠ বন্ধ হল। পাঠ বন্ধ হলেও বাবার চোখের জল যে রসের ইঙ্গিত দিয়ে গেল তা আমার মনো-খাদে প্রবাহিত হয়ে লেখনী মুখে আজও ঝরে পড়ছে।

অতীন্দ্রিয় রসজগতের সঙ্গে মায়াবদ্ধ জীবের সংযোগসূত্র একমাত্র শ্রীভগবৎকরুণা—সেই করুণা-দেবীর বাহন শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ সম্বল করে দুরূহ কার্য শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূর অনুবাদে ব্রতী হয়েছিলাম ছ-বৎসর পূর্বে। আজও কাজ চলছে।

গ্রন্থ পরিচয় ঃ এই মহাগ্রন্থ ২২টি স্তবকে বিভক্ত। মঙ্গলাচরণ ও চিৎভূমি শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সমৃদ্ধি বর্ণনের পর শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধ অবলম্বনে নন্দোৎসব থেকে আরম্ভ করে রাসলীলা পর্যন্ত সমগ্র লীলা—অধিকন্তু হোরিকা, ঝুলন, বৃষভানুরাজগৃহে নন্দাদির নিমন্ত্রণ-লীলাদি বিস্তারিত হয়েছে যমকানুপ্রাসাদিতে

মণ্ডিত হয়ে চিত্তচমৎকারীভাবে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর মানসপুত্র মহাকবি কর্ণপূরের কলমে। মাধুর্যলীলার পরিবেষণে কবি সিদ্ধ হস্ত। ধ্বনির ধ্বন্যন্তর-উদ্গারে ও গুম্ফন কৌশলে যে অপূর্ব রমণীয়তা সৃজন হয়েছে এই মহাগ্রন্থে তা সৎকাব্যামোদি জনমাত্রেরই পরম আস্বাদ্য।

এই গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ এক দুরূহ ব্যাপার। শব্দ ব্যবহারে পরম কুশলী কবি স্বচ্ছন্দে বিহার করে চলেছেন অনন্ত শব্দ সমুদ্রে— যমকে-অনুপ্রাসে-অলঙ্কারে-সন্ধি-সমাসে এক জমজমাট ব্যাপার— যেন কঠিন প্রস্তরের এক একটি বিশাল চাপ, যার অন্তর্দেশে প্রবাহিত অমৃতনিন্দি অফুরন্ত রসধারা। লেখনীর গুণে গদ্য-গুলিও হয়ে উঠেছে ছন্দময়—যেন ভাবের হাওয়ায় দোল খেয়ে তরঙ্গায়িত হয়ে চলেছে। পদ্য, সে তো মধুমতী নববধূ অমৃত সমান— কঠিন হতেই জানে না। প্রতিটিই এক একটি কাব্য।

ভাষার বন্ধন কঠিন। এই কঠিন বন্ধন খুলবার চাবিকাঠি সার্থক নামা 'সুখবর্তনী' টীকা হাতে রস-লোক থেকে এলেন রসিককুল-মুকুটমণি শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ, যা আমাদের মতো অর্বাচীনের জন্য খুলে দিয়েছে এই রত্নভাণ্ডারের দ্বার। এই টীকার সম্পূর্ণ অনুসরণেই প্রস্তুত সংস্করণে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে সর্বত্র, যথা—'লীলায়তনৈরপি অলীলা-যতনৈঃ শাখিভিরাকীর্ণম্' এ-বাক্যটিকে টীকায় এই ভাবে বিভক্ত করে অর্থ করা হয়েছে—লীলা + আয়তনৈরপি + অলি + ইলা + অযতনৈঃ + শাখিভিরাকীর্ণম্'। এতে অর্থ এলো, শ্রীবৃন্দা-বনের এই বৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী হয়েও যত্নাভাবেও সুলভ ভ্রমর-গুঞ্জনে মুখরিত। (বিরোধাভাস অলঙ্কার)। সর্বত্রই এই একই রীতি।

পুনরায় এই গ্রন্থের রস আস্বাদনের পক্ষে কঠিন বাধা যা, তা হলো ভাবের দুরধিগম্যতা। আমাদের জড়ীয় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্বজাতীয় সূক্ষ্ম জড়ই ধরা যায় না, আর বিজাতীয় চিৎবস্তু যে ধরা যাবে না তা তো বলাই বাহুল্য। যদিও জড়বিদ্যার পণ্ডিতগণের কখনও চিৎজগতের ব্যাপারে অনধিকার চর্চা করতে গিয়ে ফাঁপরে পড়তে দেখা যায়। চিৎজগতের রসগ্রাহী জনের পক্ষে যা হয়ে পড়ে হাস্যাস্পদ। এই দুরধিগম্যতা লক্ষ্য করে মহাকবি এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বলেছেন—'গতে স্বস্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতন্যভগবৎ-, পরীবারে পশ্চাদ্গতবতী চ যস্মিন্নিজপদম্। বিলুপ্তা বৈদগ্ধী-প্রণয়রসরীতির্বিগলিতা; নিরালম্বো জাতঃ সুকবি-কবিতায়াঃ পরিমলঃ ।।' অর্থাৎ প্রস্তুত কাব্যে যা বর্ণিত হবে সেই রস ও প্রেম সমগ্রভাবে আস্বাদনের লোক না দেখে কবি দুঃখ করে বলছেন—

শ্রীচৈতন্যভগবানের পরিকরগণ নিজ নিজ অভীষ্টস্থানে চলে গেলে এবং তিনি নিজেও প্রপঞ্চা-গোচর নিজধামে চলে গেলে রসগ্রাহী শ্রোতার অভাব বশতঃ কাব্যবৈদগ্ধী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রণয়রসরীতি বিগলিত হয়ে গিয়েছে, সুকবির কবিতা-পরিমল নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছে।

ব্রজপ্রণয়রসরীতি ঃ

রসলোক-দর্শনের বীক্ষণযন্ত্র নানাবিধ আছে—যন্ত্র যত উন্নতমানের হয় দর্শনও তত সুন্দর ও স্বচ্ছ

হয়। শ্রীগৌরহরি এই জগতে আসবার পূর্বে এই জগতে সবচেয়ে উত্তম যে যন্ত্রটীর কথা জানা ছিল তা হলো 'শুদ্ধা বৈধীভক্তি যন্ত্র'(বিদ্যাপতি, জয়দেবাদি গৌরপরিকরই—গৌর আগমনোৎসবের প্রাক্‌কর্ম সমাধানে তাঁদের পূর্বে আগমন।) যাতে ধরা পড়ে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য-মূর্তি—বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণাদি। এ যেন মহারাজ-চক্রবর্তী মন্ত্রী-সেনাপতি সব সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজসভায় মহা জাকজমকের সহিত সিংহাসনে সমাসীন। এখানে দূর থেকে 'ত্রাহি ত্রাহি মধুসূদন' বলে স্তব করা চলে কিন্তু কাছে গিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরা যায় না। শ্রীগৌরহরি এই জগতে নিয়ে এলেন সর্বোন্নতমানের একটি 'বীক্ষণযন্ত্র'—'উন্নতোজ্জ্বলরসগর্ভা প্রেমভক্তি,' যার স্থিতি একমাত্র ব্রজে–'অনর্পিত চরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্'। এই বীক্ষণযন্ত্রে গোবিন্দকে ব্রজে দেখা গেলো এক অভিনব মধুর মুগ্ধ রূপে—মা যশোদার কোলের ছেলে, শ্রীদাম সুদাম সখাগণের প্রাণের কানাই, গোপসুন্দরীগণের গোপন প্রেমের বুক জোরা ধন।

ছ'দিনের ছোট্ট একটি শিশু যাশোমার কোলে শুয়ে হাত পা নাড়ছে—কংস প্রেরিত বালঘাতিনী ভয়ঙ্করী পুতনা রাক্ষসী অতি অদ্ভুত সুন্দরী মাতৃবেশে স্তনে বিষ মাখিয়ে নিকটে এসে দাঁড়াতেই প্রাকৃত শিশুর মতো মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চোখ পিট্ পিট্ করতে লাগল, কত-না মুগ্ধতা। রাক্ষসী কোলে তুলে নিতেই মাতৃস্তন চুষণচ্ছলেই মহা বলশালী রাক্ষসীর বধ হয়ে গেল অনায়াসে। নবশিশু ভাবের কিছুমাত্র উল্লঙ্ঘন হল না। মহৈশ্বর্যের প্রকাশ হল, অথচ সেখানে উপস্থিত কারুর মনকে স্পর্শ করল না। বাৎসল্য-রসসমুদ্রে মগ্ন মা যশোদা রসাস্বাদনে মুগ্ধ হয়ে ভাবলেন—নারায়ণই এ যাত্রা রক্ষা করলেন। শ্রীদামসুদামাদি বালকদের কখনও 'কাঁধে চড়ে, কখনও চড়ায়। একবিন্দু সম্ভ্রম নেই কোথাও। আবার কখনও শ্রীরাধার গৃহ-কোণে সারা রাত্রি জাগরণ। দ্বারোদঘাটনে বলয়-ঝঙ্কারে হৃদয়ে মধুর গুঞ্জন, আবার তখনই জড়তীর কে-ও কে-ও ধ্বনিতে শঙ্কা-নিরাশার বেদন।

শ্রীব্রহ্মা শিবাদিরও অভিবন্দিত, আত্মারাম, আপ্তকাম সর্বজ্ঞ ভগবানের এই যে মুগ্ধতা এ বুঝবার শক্তি ভক্তগণেরও হতো না যদি-না শ্রীগৌরহরি এসে জগতের জীবকে বোঝাতেন। শ্রীভগবানের স্বরূপ হল ঐশ্বর্য-মাধুর্যপূর্ণ তত্ত্ববিশেষ। ঐশ্বর্য-মাধুর্যের পূর্ণ বিকাশ একমাত্র এই ব্রজের কৃষ্ণেই দেখা যায়। কিন্তু দেখা গেলেও ঐশ্বর্য এখানে থাকে ঢাকা, সম্পূর্ণ ভাবে। মাধুর্যের অন্তরালে থেকে মাধুর্যকে বাড়িয়ে তোলাই হল এর কাজ। মাধুর্যই হল ভগবত্তাসার। কাজেই পূর্ণ মাধুর্যময় শ্রীভগবানের আস্বাদন হল জীবের পক্ষে পূর্ণ প্রাপ্তি, যার উপর আর কিছু নেই। তা এ-ব্রজেই পাওয়া যায়।

স্বকীয়া পরকীয়া ভাবঃ

এখানে আর একটি বিশেষ কথা হল ব্রজের মধুররসরীতি—যা সমস্ত রসের মধ্যমণি। ব্রজজন মাত্রেরই চিত্ত স্বাভাবিক ভাবেই কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্যময়ী সেবার বাসনায় ভরপুর। তাঁরা যা কিছু করেন সব এই সেবা বাসনায় উবুদ্ধ হয়েই করেন। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যেও এই ব্রজজনসাধারণ ভাবেই এই একই সেবা-

ভাব প্রবাহমানা। তবে এদের ভাবের কিছু বিশেষত্ব আছে, তা হল এই ভাবের গতির উদ্দামতা। এই উদ্দাম গতিকে আবার উচ্ছলিত করে তোলা হয়েছে যোগমায়ার এক কৌশলে—ভাবের রাজ্যে এক অঘটন ঘটনায়। ব্রজের গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া নিত্যকান্তা নিত্যপ্রেয়সী। এই নিত্যপ্রেয়সীত্ব ভিতের উপরে যোগমায়ার কৌশলে রচিত হল পরকীয়াত্ব ভাবের কারুকার্যময় বিশাল এক অট্টালিকা। প্রচ্ছন্ন কামুকতা-বামতা-দুর্লভতা—'কভু মিলে কভু না-মিলে দৈবের ঘটন' এই নানা বাধা ভাবকে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে আকাশ-চুম্বি করে তুললো। তাই দেখা যায় আমাদের আচার্য শ্রীজীবপাদ পরকীয়ারূপ বিশাল আকাশচুম্বি অট্টালিকার সুদৃঢ় ভিত গেঁথে উঠালেন সুদৃঢ় বন্ধনে, যদিও তাঁর লক্ষ্য সর্বসময়েই ঐ আকাশচুম্বি অট্টালিকাটির দিকেই। তাই তাঁর লেখার মধ্যে মাঝে মাঝে ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঐ পরকীয়াবাদ সমর্থক কথারই—তবে সে ইঙ্গিত শুধু রসিকভক্তগণ-বেদ্য। আর এই ভিতের উপর পরবর্তী কালের আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ নির্মাণ করলেন পরকীয়াবাদ রূপ অট্টালিকা, তা-ও অতি সুদৃঢ় বন্ধনেই।

ব্রজের এই পরকীয়ারস—কামগন্ধ হীন, বিশুদ্ধ, নির্মল, ত্রিভুবন-পাবন। 'কামগন্ধ হীন স্বাভাবিক গোপীপ্রেম নির্মল উজ্জ্বল শুদ্ধ যেন দগ্ধ হেম॥'—(চৈঃ চঃ আঃ ৪।২১০)। তাই ব্রজের এই পরকীয়া রসের আলোচনা করতে দেখা যায় মুক্তকুলশিরোমণি শ্রীব্যাসদেবের তপস্যালব্ধ পুত্র শ্রীল শুকমুনিকে ৬৪ সহস্র কর্মী জ্ঞানী-ভক্তের সমাজে পরীক্ষিত মহারাজের সম্মুখে—আর মহারাজ গঙ্গাতটে প্রায়োপবেশনে জীবনের শেষ মুহূর্তে এ-লীলা শ্রবণে তন্ময়। কৌরবকুল বৃদ্ধপিতামহ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ভীষ্ম কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে মহাপ্রয়াণের পথে শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় এই ব্রজগোপীদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ—'ললিতগতিবিলাস বল্গুহাস' ইত্যাদি (বৃঃ ভাঃ—২।৫।২০১)। দ্বারকার শুদ্ধভক্তপ্রধান উদ্ধব এই গোপীদের পদরেণু কামনা করছেন বার বার—'আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাম্' ইত্যাদি। এ সব থেকেই বোঝা যায় ব্রজের এই পরকীয়ারস কত মধুর, কত পবিত্র।

প্রাপ্ত্যুপায়ঃ

এই রসটি দেওয়ার জন্যই এই জগতে যিনি এসেছেন—('অনর্পিত চরীং চিরাৎ') সেই পরতত্ত্বসীমা শ্রীগৌরহরি বলছেন—'চেতোদর্পণ মার্জনং " পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্তনম্'। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষের সহিত জয়যুক্ত হোন্—এ চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, সংসাররূপ মহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করে, মঙ্গলরূপ কুমুদের প্রকাশ-বিষয়ে চন্দ্রতুল্য, ভক্তিরাণীর প্রাণস্বরূপ, আনন্দসমুদ্রের বৃদ্ধিকারক, **প্রতিপদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদনদায়ী** এবং সর্বেন্দ্রিয়কে আনন্দে আপ্লুতকারী।

তাহলে শ্রীগৌরহরির নিজের মুখের কথাতেই পাওয়া যাচ্ছে, শ্রীনামসঙ্কীর্তন প্রতিপদেই পূর্ণামৃত ব্রজ-রসের আস্বাদনদায়ী। তাই বিদগ্ধমাধবে রসাচার্য শ্রীরূপপাদ পৌর্ণমাসীদেবীর মুখে বললেন—'নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী।' 'কি কহব নামের মাধুরী। কেমন অমিয়া দিয়া কে জানে গড়িল ইহা কৃষ্ণ এই দুই আঁখর করি॥'

এই নামরসের ভিতর দিয়েই সাধকের শ্রীগৌরকৃপায় ব্রজের পরকীয়া রসরাজ্যে প্রবেশ হয় যথাক্রমে—'গোবিন্দপ্রেমভাজামপি ন চ কলিতং যদ্রহস্যং স্বয়ং তন্নাম্নৈব প্রাদুরাসীদবতরতি পরে যত্র তং নৌমি গৌরম্ ।।' (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতম্ -১১৩)—

অর্থাৎ—গোবিন্দের প্রেমসেবাপরায়ণ ভক্তগণেরও যা অলভ্য সেই **নিগূঢ় প্রেম** যাঁর আবির্ভাবে স্বয়ং নাম গ্রহণের দ্বারা এসে উদিত হয়েছিল সেই গৌরহরিকে আমি স্তব করছি। নাম হল সমস্ত ধর্মক্রমের বীজ—'**বীজং** ধর্মক্রমস্য' শ্রীরূপপাদের পদ্যাবলীতে ধৃত। 'কৃষ্ণ নাম **বীজ** তাহে না হয় অঙ্কুর'—চৈঃ চঃ আদি। কাজেই লীলারাজ্যে প্রবেশ করতে হলে, আস্বাদন করতে হলে এই পরকীয়া রস (শ্রীরাধার চিত্তের ভাব) বীজধর্মী শ্রীনামপ্রভুকে সর্বশ্রেষ্ঠবুদ্ধিতে একান্ত ভাবে আশ্রয় অবশ্য করতে হবে—শ্রীনাম প্রভুই হাত ধরে আশ্রিতকে শ্রীরাধার কুঞ্জে পৌঁছে দিবেন যথাক্রমে, 'ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি' এ প্রতিজ্ঞা যে তাঁরই। শ্রীভক্তিসন্দর্ভে ২৫৫ প্রকরণে শ্রীজীবপাদ সাধনের এইরূপ ক্রম লিখেছেন—নামশ্রবণ-নামকীর্তন-অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে নাম স্মরণ – তৎপর ক্রমে ক্রমে রূপ-গুণ-লীলা স্মরণ।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন : শ্রীশ্রীরাধারমণের সেবায়িত শ্রীশ্রীপুরুষোত্তম গোস্বামিপ্রভু তাঁর নিজের গৃহে নির্জনে শান্তিতে গ্রন্থসেবার সুযোগ দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ তাঁরই সুযোগ্য পুত্র শ্রীচৈতন্যপ্রেমসংস্থার পরিচালক শ্রীশ্রীবৎস গোস্বামিপ্রভুর নিকট, যিনি তাঁর গ্রন্থাগার থেকে একখণ্ড শ্রীআনন্দবৃন্দাবনচম্পূ সংস্কৃত মূল গ্রন্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন।

এই গ্রন্থের অনুবাদে প্রথম উৎসাহদাতা বাবা কিশোরী কিশোরানন্দ মহারাজ। তাঁর কৃপাশীর্বাদেই এ-গুরুভার এতদিন বহন করে চলেছি। এ গ্রন্থ-প্রকাশনে তাঁর মুখে যে হাসি ফুটবে তাতেই আমার পরিশ্রমের সার্থকতা। স্বভাবউদার-নিরভিমান-পরদুঃখে কাতর-গোস্বামিগ্রন্থের প্রতি মমতাভরা হৃদয়-সজ্জন-পরমভাগবত-পণ্ডিতপ্রবর সর্বশ্রী শ্রীগোবর্ধনবাসী প্রিয়াচরণ দাস বাবাজী মহারাজ ভাগবতভূষণ ও শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী অনন্ত দাস বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবদর্শনাচার্য প্রমুখ বৈষ্ণবগণ আজ বহুদিন উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করে আছেন এই গ্রন্থের প্রকাশনের জন্য। আজ যে তাঁদের অপেক্ষার শান্তি করতে পারছি এই আমার পরম লাভ। বিশেষতঃ উপর্যুক্ত বাবাজী মহারাজদ্বয় যথাক্রমে এই গ্রন্থের একটি আশীর্বাণী ও ভূমিকা লিখে পাঠিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করলেন। এইগ্রন্থের প্রকাশিকা আমার ভিঁয়ান ঘরের টেষ্টার (*Taster*)—প্রধান-সহায়িকা আমাদের শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সংসারের সমস্ত দায়দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়ে আমাকে একান্তভাবে গ্রন্থ সেবার সুযোগ দেওয়াতেই এইরূপ বৃহৎ কার্যও সুসমাধার পথে আসতে পেরেছে আজ। শ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্র তাঁর মঙ্গল করুন।

বৃহৎকার্য। ত্রুটি-বিচ্যুতি, ভ্রম-প্রমাদাদি হওয়ারই সম্ভাবনা। সহৃদয় সুধীগণ কৃপাপূর্বক যথাযোগ্য সংশোধন করত গ্রন্থের রসাস্বাদন করবেন—ইহাই প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীহরিবাসর তিথি
গৌরাব্দ ৪৯৫ ২১শে পৌষ ১৩৮৮

শ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাস
শ্রীমণীন্দ্রনাথ গুহ

* শ্রীগৌরহরি *

বিষয় সূচী

স্তবক পৃষ্ঠা

প্রথম স্তবক ১—৬৭

মঙ্গলাচরণ। অপ্রাকৃত লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবনের শোভা সমৃদ্ধি। বর্ষাহর্ষাদি নানাবিধ বিভাগের ঋতু। যমুনা। লতামন্দির। গোবর্ধন। নন্দীশ্বর। শ্রীকৃষ্ণের পরিকর—শ্রীনন্দ-যশোদা, সখাগণ, শ্রীরাধাদি প্রেয়সীবর্গ, অন্যান্য ব্রজজন, গো-গোবৎস-বৃষ। লীলারহস্য।

দ্বিতীয় স্তবক ৬৮—৮৫

প্রাদুর্ভাব লীলা—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবের প্রয়োজন, পরিকরগণের ও শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব। বালকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন। শ্রীনন্দোৎসব।

তৃতীয় স্তবক ৮৬—৯৬

পুতনাবধলীলা—সুন্দরী মাতৃবেশে পুতনার আগমন, বিষস্তন চুষণ-ছলে পুতনা বধ, যশোদার বিলাপ ও পুত্র প্রাপ্তি, পুতনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কৃপাপ্রাপ্তি।

চতুর্থ স্তবক ৯৭—১১৩

শকটভঞ্জনলীলা—পার্শ্বপরিবর্তন ক্রিয়া, শকট ভঞ্জন, যশোদা বিলাপ। তৃণাবর্তবধলীলা—তৃণাবর্তের আগমন, তৃণাবর্তের রূপ, বালকৃষ্ণ হরণ, তৃণাবর্ত বধ, যশোদা বিলাপ। ব্রজজনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্ফূর্তি

পঞ্চম স্তবক ১১৪—১৫০

ছেলেখেলা মাধুরী—নামকরণ, ননীচুরি, চাঁদধরণে আবদার, গোশালা চত্বরে খেলা, গোপী-অঙ্গনে খেলা, গোপীর নালিশের উত্তরে কৃষ্ণের উক্তি, জননীর শাসন, পিতার আদর, পথে পথে ধূলিখেলা, মৃদ্‌ভক্ষণ।

ষষ্ঠ স্তবক ১৫১—১৮৬

দামবন্ধন লীলা—দধিমন্থনকালে মা যশোদার শোভা, মন্থনভাণ্ড ভেঙ্গে পলায়নপর গোপালের পশ্চাৎ মার ধাবন, মায়ের বন্ধনে উদ্যম, গোপালের বন্ধন অঙ্গীকার। যমলার্জুন ভঞ্জন, যমলার্জুনের স্তুতি। গোপালের প্রাতর্ভোজন। ফল বিক্রয়কারিণী কৃপা। গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরামর্শ। শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার উদ্যোগপর্ব। যমুনার ওপারে গমনপর্ব।

সপ্তম স্তবক ১৮৭—২৫৪

শ্রীকৃষ্ণাগমনে বৃন্দাবনের শোভা। বৎসচারণ লীলা। বৎসাসুর বধ। বকাসুর বধ। বেণুগান অভ্যাস। পুলিন ভোজন লীলা—ভোজ্যদ্রব্যসহ বনযাত্রা, রাখালবেশে কৃষ্ণ ও গোপ শিশুগণ, বনভোজনপথে কৃষ্ণসঙ্গে গোপশিশুদের আনন্দহুল্লোড়,বনভোজনপথে অঘাসুর বধ, অঘাসুরের কৃষ্ণে প্রবেশ, দেবদেবীগণের আনন্দোৎসব, সখ্যরসে নিমজ্জিত রাখালগণের কৃষ্ণসঙ্গে পুনর্যাত্রা, ভোজনস্থলী নির্বাচন, বনভোজনোৎসব, ব্রহ্মার গো-গোপাল হরণ, মুগ্ধের মতো অনুসন্ধানপর কৃষ্ণের ব্রহ্মমায়া ভেদ, কৃষ্ণের বৎস-গোপালাদি অপূর্ব সৃষ্টি, আত্মভূত বৎস—বৎসপালদের দর্শনে মায়েদের অপূর্ব ভাব, বলরামের মোহ ও রহস্য-উদ্ঘাটন, মায়ামুগ্ধ ব্রহ্মার কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শন, ব্রহ্মস্তব, ভোজনলীলা সমাপ্তি। উত্তরগোষ্ঠপথে ব্রজপুরে প্রবেশ।

অষ্টম স্তবক ২৫৫—৩০৪

কৈশোর লীলায় পূর্বরাগ - কৃষ্ণের পৌগণ্ড-কৈশোর অবস্থা বর্ণন, শ্রীরাধাদি গোপীগণের পৌগণ্ড কৈশোর অবস্থা বর্ণন, সখীসমাজে সংলাপ, কৃষ্ণদর্শনার্থে চন্দ্রশালিকা-তলে আরোহণ। কন্যাকা গোপীগণের কৃষ্ণধ্যান, বিদগ্ধ কেলিশুকের দৌত্য। কৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব। ধেনাকাসুর বধ।

নবম স্তবক ৩০৫ – ৩৩৮

কালিয়-দমন লীলা কালিয়ের বিষে বিষাক্ত যমুনা, গো-গোপগণের বিষজলপান ও উদ্ধার, কৃষ্ণের বিষহ্রদে ঝম্পদান ও দাপাদাপি, কালিয় বেষ্টনে কৃষ্ণ, ব্রজবাসিগণের ভয় ও বিলাপ, বলদেব কর্তৃক সান্ত্বনা, কালিয় মস্তকে কৃষ্ণের নৃত্য, কৃষ্ণ কর্তৃক অভয়দান ও কালিয় কর্তৃক স্তব, ব্রজবাসিগণ কর্তৃক কৃষ্ণাভ্যর্থনা, হ্রদতটে রাত্রিবাস।

দশম স্তবক ৩৩৯ - ৩৭৪

পূর্বানুরাগিণীদের সখীসঙ্গে চিত্তোদ্ঘাটন। বকুলমালার মুখে কৃষ্ণচিত্তোদ্ঘাটন। বৃষভানুরাজার ঘরে ব্রজরাজের সপরিবারে নিমন্ত্রণ রন্ধনার্থে রাধার পিতৃগৃহে আগমন, শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিমন্ত্রণ বার্তা জ্ঞাপন, কৃষ্ণসহ সপরিবারে ব্রজরাজের বৃষভানুপুরে গমন, যশোমা কর্তৃক রাধার পাকশালা দর্শন, কীর্তিদা কর্তৃক রাধা ও শ্যামা-ললিতাকে পরিবেশনে নিয়োগ, ক্রমপরিপাটিতে উপবেশন ও হাস-পরিহাসের সহিত ভোজন। কৃষ্ণের জন্য নিত্য রন্ধনে রাধার নিয়োগ। কৃষ্ণের চন্দ্রাবল্যাদি সঙ্গ। যোগমায়া দ্বারা গোপন প্রেমের সমাধান।

একাদশ স্তবক ৩৭৫—৪৬৪

গ্রীষ্মঋতু বিহার—ঋতু বর্ণন, প্রলম্বাসুর বধ লীলা, মুঞ্জাটবী দাবানল পান, উত্তরগোষ্ঠপথে চন্দ্রশালিকা-আরূঢ়া গোপীসহ চোখে চোখে মিলন। চন্দ্রশালিকা থেকে গোপীগণের গোদোহনলীলা দর্শন।

বর্ষাঋতু বিহার—ঋতু বর্ণন, রাধার পূর্বরাগ। যোগমায়ার লীলা-সমাধান। রাধার নব সঙ্গম। যাবটে শ্যামা সখীসঙ্গে রসোদগার।

শরৎঋতু বিহার—ঋতু বর্ণন, শরৎবিহারে বেণুগীত। ধন্যানি কন্যাগণের কাত্যায়ণী ব্রত আরম্ভ।

"সুস্নিগ্ধদীর্ঘঘনকুঞ্চিতকেশপাশং, মন্দভ্রমদ্ভ্রমরকাবলিভব্যভালম্ ।
সুভ্রূলতং স্বলকমুন্নতচারুনাসং, প্রেয়ং ভবিষ্যতি কদাস্য পদ্মম্ ।।

মাধুর্য্যসিন্ধুমধি যস্য ভবেন্নিপাত-,স্তৎ কেবলং মধুরিমাণমুরীকরোতি ।
উষ্ণীষ-সীমনি সহেলগতা মুরারে-,র্গোচ্ছন্দরজ্জুরপি মজ্জতি রম্যতায়াম্ ।।

রত্নোল্লসন্মকরকুণ্ডলতাণ্ডবেন, বিভ্রাজমানতমমস্য কপোলবিম্বম্ ।
তাম্বূলগন্ধিরদনচ্ছদবন্ধুজীবৈ-,র্ধন্যাঃ পরং প্রমুদিতাঃ পরিপূজয়ন্তি ।।

শ্রীবৎসকৌস্তুভ-রমাবনমালিকানাং লক্ষ্মীভরেণ পরয়াপি চ হারভাসা ।
বিভ্রাজমানপরিণাহমমুষ্য বক্ষঃ, কা নাম বামনয়নেচ্ছতি ন প্রবেষ্টুম্ ॥",

* শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ *

শ্রীমন্মহাকবি-শ্রীল-কবিকর্ণপুর-গোস্বামি-প্রভুপাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূঃ

প্রথমঃ স্তবকঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

১। বন্দে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজ-প্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গরাগঃ স্বতঃ।
কাশ্মীরং তলশোণিমোপরিতনঃ কস্তূরিকাং নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তি-লহরী নির্ব্যাজমাতন্বতে॥

শ্রীশ্রীল-বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তি-পাদ-বিরচিতা

শ্রীশ্রীসুখবর্ত্তনী

[শ্রীশ্রীমদানন্দবৃন্দাবনচম্পূ-টীকা]

প্রথমঃ স্তবকঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো জয়তি

বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাং, দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুধৈদ্রু প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া।
ইত্যাজ্ঞাপয়তেব যেন নিদধে শ্রীকর্ণপূরাননে, বাল্যে স্বাঙ্ঘ্রিদলামৃতং গতিরসৌ চৈতন্যচন্দ্রোঽস্তু নঃ॥১॥

শ্রীশ্রীসুখবর্তনী-অনুবর্তী মূলানুবাদ

মঙ্গলাচরণঃ

১। শ্রীকৃষ্ণপদযুগলের বন্দনা করছি যথায় হরিণনয়না ব্রজাঙ্গনাদের স্তন নিরন্তর আলিঙ্গনরূপ সখ্যতায় বদ্ধ থাকায় ওর কুঙ্কুমাদি স্নিগ্ধ অঙ্গরাগ প্রলেপ তথায় স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত অবস্থায় প্রকাশিত হচ্ছে। শ্রীচরণযুগল-তলের অরুণিমা ব্রজাঙ্গনা-স্তনাগ্রবর্তী কুঙ্কুমকে, উপরের নীলিমা স্তনাধোমণ্ডলবর্তী মৃগমদকে, আর নখচন্দ্রকান্তি-লহরী স্তনমধ্যমণ্ডলবর্তী চন্দনকে অকপটে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে।

২। শোণস্নিগ্ধাঙ্গুলি-দলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ
শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈঃ।
ভক্তশ্রদ্ধামধু নখমহঃপুঞ্জকিঞ্জল্কজালং
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পূতনারেঃ॥

নিতান্তনৈসর্গিককৃষ্ণসার-,লীলাঢ্যমুচ্চৈঃ পদমাত্মনীনম্।
শ্রীরূপসম্মত্যনুকূলমেব, পূর্বৈঃ শ্রিতং সংশ্রয়তে সুমেধাঃ॥২॥
নন্দোৎসবাদিরাসান্তাং হোলিদোলাদিকাধিকাম্। শ্রীকৃষ্ণলীলাং জগ্রন্থ কর্ণপূরো মহাকবিঃ॥৩॥
একেন স্তবকেনাহ বৃন্দারণ্যং তদাস্পদম্। বাল্যলীলাং ততঃ ষড়্ভিঃ প্রাদুর্ভাবমুখাং হরেঃ॥৪॥
ততস্তু পঞ্চদশভির্লীলাং কৈশোরবর্তিনীম্। এবং দ্ব্যধিকয়া চম্পূর্বিংশত্যা স্তবকৈঃ কৃতা॥৫॥

১। অথ সোঽয়ং কবিমুকুটমণিরাস্বাদিত-চরণসৌরভ্যঃ পুনরপি মনোমধুপরাজেন উপভুজ্যমানাপূর্ব-নব-নব-মাধুর্য-সম্পত্তিঃ শ্রীভগবচ্চরণকমলমানন্দাবেশেন বন্দমান এব তন্নির্দেশ-পরমমঙ্গল-সুধাধারা-পরম্পরয়া নির্ম্মীয়মাণে প্রত্যূহ-তাপানুদ্‌গম-গমকেঽপি প্রবন্ধে সদাচারসম্মাননার্থমবশ্যকর্ত্তব্যং মঙ্গলাচরণমপ্যনুষঞ্জয়তি—বন্দে ইতি। অহং কৃষ্ণপদারবিন্দ-যুগলং বন্দে, যস্মিন্ কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলে কুরঙ্গীদৃশাং প্রস্তোষ্যমাণত্বাদ্‌ব্রজসুন্দরীণামঙ্গরাগঃ স্বতঃ স্বভাবসিদ্ধঃ সন্ বিলসতি। অত্র যস্মিন্নিতি পদং তৎপদনিরপেক্ষমেব। যথোক্তং কাব্যপ্রকাশে—(৭।১৮৮) "যচ্ছব্দস্তূত্তরবাক্যার্থগতত্বেনোপাত্তঃ সামর্থ্যাৎ পূর্ববাক্যার্থ-গতস্য তচ্ছব্দস্যোপাদানং নাপেক্ষতে; যথা—সাধু চন্দ্রমসি পুষ্করৈঃ কৃতং, মীলিতং যদভিরামতাধিকে। উদ্যতা জয়িনি কামিনীমুখে, তেন সাহসমনুষ্ঠিতং পুনঃ॥" ইতি। কীদৃশে? তাসাং বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে—বক্ষোজয়োঃ স্তনয়োঃ প্রণয়ঃ প্রেম আশ্লেষলক্ষণং সখ্যং বা যস্য তথাভূতীকৃতে; অর্থাত্তাভিরেবেত্যর্থঃ। যদ্বা, বক্ষোজাভ্যামেব প্রণয়ীকৃতে, প্রণয়োঽস্যাস্তীতি প্রণয়ী তথাভূতীকৃতে। তথাভাবস্য সদাতনত্বেঽপি "যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ" ইতিবদভূততদ্ভাববিবক্ষামাত্রেণৈব চ্বিপ্রত্যয়ঃ। অভূততদ্ভাবোঽত্র প্রাকট্যসময়মাত্রদৃষ্ট্যা বা। তেন তাসাং স্তনাশ্লেষেণ যদ্যপি তদীয়োঽঙ্গরাগোঽপি চরণদ্বয়ে সম্ভবতি, তথাপি ত্রৈকালিক-তৎসঙ্গসূচনার্থং স্বভাবাদেবাসৌ তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। যদ্বা, নিরন্তরতদাশ্লেষাত্তত্তদঙ্গরাগপ্রলেপঃ পৌনঃপুন্যেনৈব স্বাভাবিকতাং গতশ্চরণকমল-তলাদেঃ শোণিমাদি-গুণোঽভূদিত্যুৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ। তমেব বিবৃণোতি—তলশোণিমা চরণযুগলতলস্যারুণিমা কাশ্মীরং স্তনাগ্রমণ্ডলবর্তি-কুঙ্কুমম্। উপরিতন উপরিস্থঃ নীলীমা শ্যামতা কস্তূরিকাং স্তনাধোমণ্ডলবর্তি-মৃগমদম্; তথা নখচন্দ্রাণাং কান্তিতরঙ্গঃ শ্রীখণ্ডং স্তনমধ্যমণ্ডলবর্তি-চন্দনম্; নির্ব্যাজং যথা স্যাত্তথা তত্তদেবেদম্, ন তু শোণিমাদিকমিত্যেবমাতন্বতে বিস্তারয়ন্তি জ্ঞাপয়ন্তি তলশোণিমাদয় ইতি। কাশ্মীরস্য জাতিভেদেন হিঙ্গুলবর্ণত্বমপি প্রসিদ্ধম্; যথা—(ভা০ ১০।২৯।৩) "রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্"; (ভা০ ১০।৪৬।৪৫) "ত্বিষ্যৎকপোলারুণকুঙ্কুমাননাঃ" ইত্যস্য সংক্ষেপ-শ্রীবৈষ্ণবতোষিণ্যাং ব্যাখ্যা চ—বাহ্লীকদেশোদ্ভবকুঙ্কুমস্যারুণ্যমভিব্যক্তমিতি। অতএবামরে তৎপর্য্যায়ে—"রক্তসঙ্কোচ-পিশুনং ধীর-লোহিতচন্দনম্" ইতি অভিধানান্তরে চ—"কুঙ্কুমং রুধিরং রক্তমসৃগুক্তঞ্চ পীতনম্" ইতি। বর্ণভেদেন নামভেদ ইতি॥

২। বর্ণিতমেবার্থমবিতৃপ্ত্যা পুনরত্যন্ত-সর্বোৎকৃষ্টতমত্বপ্রতিপাদকাংশবিশেষমাবিষ্কৃত্য বর্ণয়ংস্তথাভূত এব তত্র স্বাভীষ্টবস্তুপ্রার্থনয়া ব্যঞ্জয়তি—শোণেতি। পূতনারেঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চরণকমলং নোঽস্মান্ পাতু, স্বসম্বাহনাদি-দানেন রক্ষতু,

---

২। অরুণ-স্নিগ্ধ অঙ্গুলিদলে শোভিত, শ্রীরাধার স্তনমুকুলদ্বয়ের কুঙ্কুমচূর্ণরূপ পরাগের দ্বারা অনুরঞ্জিত, ভক্তশ্রদ্ধারূপ মধুতে পূর্ণ, নখজ্যোতিরূপ কেশর রাজিতে উজ্জ্বল, জঙ্ঘারূপ নাল সমন্বিত পূতনারি শ্রীকৃষ্ণের চরণকমল আমাদের পালন করুন।

৩। মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধি ভজন স্বর্ণাম্বুজানাং বনং
কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈরুপচিতঃ সৎপ্রেমহেমাচলঃ।
ভক্তাম্ভোধরধোরণী-বিজয়িনী নিষ্কম্পশম্পাবলি-
র্দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যকৃষ্ণো হরিঃ॥

সেবায়াং নিয়োজনার্থং রক্ষতু। পূতনারেরিত্যেতৎপ্রতিবন্ধকদুরিতকূটদমনে তৎকৃপৈব গতিরিতি ভাবঃ। কীদৃশম্? শোণাঃ স্নিগ্ধা অঙ্গুলয় এব দলকুলং যত্র তৎ; শ্রীরাধায়াঃ স্তনাবেব মুকুলৌ, তয়োঃ কুঙ্কুমচূর্ণরূপৈঃ পরাগৈরেব তদাশ্লেষলব্ধৈর্জাতরাগম্, অন্যস্য পরাগৈরন্যস্য রাগবত্ত্বেত্যাশ্চর্য্যম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? ভক্তানাং শ্রদ্ধৈব মধু যত্র তৎ। সত্যামেব শ্রদ্ধায়াং তন্মাধুর্য্যানুভবাৎ শ্রদ্ধৈব মধ্বিত্যুপচারেণোচ্যতে—সাতত্যেন তদাধিক্যে প্রবর্ত্তনার্থম্। সা চ ভক্তানামেব সম্ভবেত্তথাপি ভক্তপদোপাদানাদ্রুচ্যুত্তরকালভবা বিশিষ্টৈরাসক্তিরূপা জ্ঞেয়া। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—(১।৩।১২) "শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি" ইত্যত্র 'শ্রদ্ধা'-পদস্য তথা ব্যাখ্যানান্ন তু প্রাথমিক্যেব সামান্যভূতা, তদানীং মাধুর্য্যানুভবযোগ্যতানুপপত্তেরিতি। জন্মে এব নালে যস্য তৎ॥

৩। তদেবং তচ্চরণারবিন্দমাধুরী-বর্ণনেনাত্মনস্তৎসেবৈকলালসত্বমভিব্যজ্য পুনস্তমেব কলিযুগাবির্ভাবিত-গৌরস্বরূপং স্বলোচন-সাক্ষাদনুভূতচর-সৌন্দর্য-মাধুর্যং ভগবন্তং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং বর্ণয়তি—মাধুর্যৈরিতি। চৈতন্যনামা কৃষ্ণশ্চৈতন্যকৃষ্ণঃ; শাকপার্থিবাদিঃ;—প্রেম্ণা ভক্তচেতোহরণাৎ, স্বমাধুর্যেণ স্বপর্যন্ত-বৈকুণ্ঠনাথাদি-সর্বচেতোহরণাদ্বা হরিঃ; বিজয়তাম্—বিশেষেণ স্বাংশেভ্যোঽপি পরমোৎকর্ষমাবিষ্করোতু। কীদৃশঃ? ভজনানি নববিধানি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদীন্যেব স্বর্ণাম্বুজানি বিরল-প্রচারত্বাদ্ভক্ত-সরোবরাবির্ভাবিত্বাচ্চ তেষাং বনং তদ্রূপঃ। অনেন শ্রবণাদিসাধনভক্তিময়স্বরূপত্বং গৌরাকৃতিত্বং ভক্তমনোমধুকরামোদকত্বঞ্চোক্তম্। কীদৃশং বনম্? মাধুর্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধি। অম্বুজপক্ষে—মাধুর্যৈরেব মধুভিরিতি মধুনামপাত্র বৈলক্ষণ্যম্। ভজনপক্ষে—সাধনদশায়ামপি তেষাং শ্রবণাদীনাং কেবলরাগপ্রবর্ত্ত্যমানত্বেন ঐশ্বর্যজ্ঞাননিরপেক্ষতয়া তত্তদদ্ভুতলীলাদিনিষ্ঠানাং যানি মাধুর্যাণি রোচকত্বলক্ষণানি, তান্যেব মাদকত্বান্মধূনি তৈঃ সুগন্ধি সুগর্বযুক্তম্, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথাদি-বিষয়েভ্যো ভজনেভ্যোঽপ্যাত্মপরমোৎকর্ষাবিষ্কারাৎ, কিং পুনর্জ্ঞানযোগাদিভ্য ইতি;—"গন্ধো গন্ধক আমোদে লেশে সম্বন্ধিগর্বয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। অনেন স্বমাধুর্যামোদিত-নিখিলভুবনত্বমুক্তম্। পুনঃ কীদৃশঃ? সতাং শোভমানানাং প্রেম্ণাং মহারাশিরূপত্বাৎ হেমাচলঃ কনকগিরির্মেরুঃ। তত্র সতামিতি জাত্যা, হেমাচল ইতি প্রমাণেন চ প্রেম্ণামন্যপ্রেমত উৎকর্ষঃ সূচিতঃ। অনেন পূর্বোক্ততাদৃশ-শ্রবণাদি-সাধনভক্তি-জনিত-সাধ্যপ্রেমভক্তিময়স্বরূপত্বমপ্যুক্তম্। তথাভূতাচলঃ কীদৃশঃ? ভজনপ্রবৃত্তিকারণানি কারুণ্যান্যেবামৃতানি তন্ময়ৈর্নির্ঝরৈরুপচিতঃ। বাস্তবী কারুণ্যশক্তিঃ প্রেমভক্তিনিষ্ঠৈব তদাধারেষূদয়মানা প্রতীয়তে,—প্রেমাংশং বিনা তস্যাস্তত্রানুদয়দর্শনাৎ। তথা হ্যুক্তং ভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ জাতরতিভক্তনিরূপণে—(ভ০ র০ সি০ ২।১।২৭৬) "উৎপন্নরতয়ঃ সম্যক্" ইত্যাদিনা সাধকভক্তস্য জাতরতিত্বমুদাহৃতঞ্চৈকাদশস্কন্ধবচনম্—(ভা০ ১১।২।৪৬) "প্রেম-মৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ" ইতি। ন সাধকভক্তেঽপি তাদৃশকৃপাদি সম্ভবতীতি। অনেন স্বকৃপামৃতধারাস্নপিতজগজ্জীবকত্বমুক্তম্। অথোৎপন্নপ্রেমৈকভগবৎসাক্ষাৎস্বরূপপ্রকাশচমৎকারেণ স্বাধারমলঙ্করোতীতি দ্যোতয়ন্ বিশিনষ্টি—নিষ্কম্পানাং স্থিরাণাং শম্পানাং বিদ্যুতামাবলিঃ শ্রেণী তদ্রূপঃ। সা কীদৃশী? ভক্তা এবাম্ভোধরাঃ প্রেমামৃতবর্ষণশীলত্বাত্তেষাং ধোরণী শ্রেণী তত্রৈব বিজয়িনী পরমোৎকর্ষেণ

৩। মাধুর্যমধুদ্বারা সৌরভান্বিত, ভজনের স্বর্ণকমলবনস্বরূপ, কারুণ্যামৃত নির্ঝরের দ্বারা সমৃদ্ধিমান, সৎপ্রেমসুমেরু পর্বত সদৃশ, ভক্তমেঘশ্রেণীতে বিজয়িনী বিদ্যুৎমালাস্বরূপ আমাদের কুলদেবতা চৈতন্যকৃষ্ণহরি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজমান হউন।

৪। নমস্যামোঽস্যৈব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ, প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ।
সমানপ্রেমাণঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ॥

৫। গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং, নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতম্।
যদাস্যাদুন্মীলন্নিরবকরবৃন্দাবনরহঃ-,কথাস্বাদং লব্ধ্বা জগতি ন জনঃ কাপি রমতে॥

স্থায়িনী। অনেন প্রেমভক্তিমজ্জনমাত্রলভ্যসাক্ষাৎস্বরূপপ্রকাশত্বমুক্তম্। তদেবং তদীয়-শুদ্ধসত্ত্ববিশেষস্বরূপত্বমেব প্রথমং ভক্তেষু শ্রবণ-কীর্তনাদিরূপেণ তিষ্ঠতি, তদেব দৃঢ়াভ্যাসেনাসক্ত্যা অনশ্বরস্বরূপমেব প্রেমরূপতামাপদ্যতে। তৎপ্রেম্নৈব সপরিকর-ভগবৎসাক্ষাৎস্বরূপ-প্রকাশানুভব-চমৎকারতাং প্রাপ্নোতীতি বৈষ্ণবসিদ্ধান্তোঽপি ধ্বনিত ইতি॥

৪। বৎসলহৃদঃ—অর্থান্মাদৃশেষু সর্বেষু। যেঽমী স্বরূপাদ্যাঃ—শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরামানন্দরায়-শ্রীরূপ-শ্রীসনাতনাদ্যাঃ। কীদৃশাঃ? অস্য প্রভোরেব সমানপ্রেমাণঃ; যদ্বা, পরস্পরমেব সমানাস্তারতম্যেন মাদৃশৈর্লক্ষয়িতুমশক্যাঃ প্রেমা যেষাং তে; তানপি নুমঃ স্তুমঃ। অপিকারাৎ অদ্বৈতাদীনপি নুমঃ। তানপি নমস্যাম ইত্যুভয়ত্রৈবোভয়ং যোজনীয়ম্। প্রভোরদ্বৈতাদীন্ প্রভোঃ স্বরূপাদ্যা ইতি শ্লেষভঙ্গ্যা তচ্ছক্তিময়া-এব ত ইতি বোধিতম্॥

৫। অবনিদেবা বিপ্রাস্তদ্বংশে বিধুং চন্দ্রম্, তেন বিপ্রান্বয়স্য সমুদ্রত্বমুক্তম্। ভুবঃ পৃথিব্যা ভূষারত্নমিব (রঘুবংশে ১।৩) "উদ্বাহুরিব বামনঃ" ইতি, (শ্রীগীতগোবিন্দে ১২।২) "ক্ষণমুপকুরু শয়নোপরি মামিব নূপুরমনুগতিশূরম্" ইতি, (সাহিত্যদর্পণে ৪।১২) "একাবয়বসংস্থেন ভূষণেনেব কামিনী" ইত্যাদিপ্রয়োগদর্শনাৎ "ইবেন সহ নিত্যসমাস-বচনবিভক্ত্য-লোপঃ ইত্যস্য প্রায়িকত্বপ্রতিপাদনাদ্ব্যস্তপ্রয়োগোঽয়ং নানুপপন্ন ইতি। চন্দ্রোঽপি শিবমূর্তের্ভূষারত্নং ভবতি। অস্য বিভোঃ শ্রীচৈতন্যদেবস্য, যদাস্যাদ্যন্মুখাৎ উন্মীলন্ত্যা নিরবকরায়া নির্দোষায়া বৃন্দাবনস্য রহঃসম্বন্ধিকথায়া আস্বাদং লব্ধ্বা, তস্য বিধুত্ব তন্মুখোদ্গীর্ণত্বেন কথায়া অমৃতত্বমিতি ভাবঃ। কাপি জগতি ভোগ্যস্থানে ন রমতে নাসক্তো ভবতি, বৃন্দাবন এব শীঘ্রমাগচ্ছতীতি ভাবঃ, ইতি স্বস্য বৃন্দাবনবাসে হেতুরপি দর্শিতঃ। অত্র যদ্যপি শ্রীগুরুবন্দনানন্তরমেব দেবতাবন্দনং শ্রীসূতাদিষু দর্শনাৎ সদাচারপ্রাপ্তম্, তথাপি শ্রীশুকাদৌ বিপর্যয়েণাপি দর্শনাদবিরুদ্ধমেবেদম্। কিংবা, বস্তুতো দীক্ষা-গুরুরপ্যস্য শ্রীভগবানেব শ্রীচৈতন্যঃ, তদাজ্ঞাপারবশ্যেনৈব গুর্বন্তরাশ্রয়ণম্। তথা হি কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—(অন্ত্য০ ১২।৪৫—৫০, ১৬।৬৬—৭৪) একদা মহাপ্রভুর্দ্বিত্রিপ্রিয়সহচরসঙ্গী স্বপার্ষদপ্রবরস্যৈতৎ-পিতুঃ শ্রীশিবানন্দসেনস্য রথযাত্রা-

---

৪। (শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর পরিকরবর্গকে প্রণাম করতে গিয়ে কবিবর বলছেন—) শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রিয় পরিজন, মাদৃশ সর্বজনের উপর বৎসল চিত্ত, সমস্ত জগতের কলুষ কালিমা নাশক প্রভু অদ্বৈতাচার্য প্রমুখকে প্রণাম করছি; আর শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীরায়রামানন্দ, শ্রীরূপ-সনাতনাদিকেও আমি প্রণাম করছি; এঁরা সবাই মহাপ্রভুর সমান প্রেমী, সমান গুণশালী, তুল্য করুণাশালী, মহাপ্রভুর মতই সরস ও মধুর এঁরা।

৫। (স্বীয় শ্রীগুরুদেবের বন্দনা করতে গিয়ে কবিবর বলছেন :—)

আমার শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করছি—যাঁর নাম শ্রীনাথ—যিনি ব্রাহ্মণবংশরূপ সমুদ্রকে উল্লসিত করতে চন্দ্রসম—যিনি পৃথিবীর ভূষারত্নের মত এবং এই মহাপ্রভুর অতি প্রিয়পাত্র—আর যে একবার এঁর মুখবিগলিত নির্মল বৃন্দাবন-রহকথার আস্বাদন লাভ করেছেন তিনি আর এই জগতের কোন ভোগ্যস্থানে আসক্ত হন না। (এ কথার ধ্বনি হচ্ছে—তিনি বৃন্দাবনেই শীঘ্র চলে আসেন, এর দ্বারা নিজেরও শ্রীবৃন্দাবন-বাসের হেতু দর্শিত হল।)

৬। গতে স্বস্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতন্যভগবৎ-,পরীবারে পশ্চাদ্গতবতি চ যস্মিন্নিজপদম্।
বিলুপ্তা বৈদগ্ধী-প্রণয়রসরীতির্বিগলিতা, নিরালম্বো জাতঃ সুকবি-কবিতায়াঃ পরিমলঃ॥

৭। তব স্তবং কিং করবাণি বাণি, প্রাণী ন বক্তুং ক্ষমতে ত্বদীহাম্।
যতঃ সুবদ্ধৈব তনোষি মানং, তমন্যথা সন্তমপি ক্ষিণোষি॥

দর্শনচ্ছলেন স্বচরণান্তিকমাগতস্তাবাসমাগতস্তেন চ সসম্ভ্রমং বন্দিতচরণকমলস্তত্র চ বাল্যবিলাসং প্রপঞ্চয়ন্তং পঞ্চষড়্বর্ষবয়সং (শ্রীমৎপরমানন্দপুরীপাদপ্রসাদাৎ পুরুষোত্তমক্ষেত্রজাতত্বাৎ পুরীদাসনামানমেতং) পিত্রা কারিতবন্দনমালোক্য "সাধুস্তবায়ং পুত্রো জাতঃ" ইত্যভিনন্দ্য কৃপয়ৈতচ্ছিরসি চরণং দিধীর্ষুর্বাল্যাবেশেন মুখং ব্যাদত্তবন্তমেনং কৌতুকেন চরণাঙ্গুষ্ঠমাস্বাদয়ামাস, দিব্যকাব্যকর্তৃত্বশক্তিমপালক্ষিতং সঞ্চারয়ামাস, বদ বদ কৃষ্ণ কৃষ্ণেত্যুবাচ চ। ততোঽসৌ শিশুরুৎফুল্লমুখো ব্রূহি ব্রূহীতি পিত্রাদিভিঃ প্রযুজ্যমানোঽপি যদি নাজুগাদ, প্রভুরপি বিস্ময়মভিনীয় "বিশ্বমেব কৃষ্ণনাম গ্রাহয়িতুমহমশকম্, ন পুনরেনমেকমেব" ইত্যুবাচ। তদা শ্রীস্বরূপগোস্বামিভিরুক্তম্—"ভগবতা স্বয়মেব স্বনামমহামন্ত্রমুপদিষ্টোঽস্মি, কথং পুনস্তমুচ্চৈরুচ্চারয়ামি' ইত্যেবমস্য গম্ভীরহৃদয়ঃ নুমীয়তে" ইতি। পরেদ্যুরপি "বৎস! বদ কিঞ্চিৎ" ইত্যুক্ত এব প্রভুণা শীঘ্রং পদ্যমেকং ববন্ধ—(আর্যাশতকে ১) "শ্রবসোঃ কুবলয়মক্ষ্ণো-,রঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম। বৃন্দাবনতরুণীনাং, মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি॥" ততঃ সন্তুষ্টেন ভগবতা কবিকর্ণপুর ইতি নাম তদ্দিনমারভ্য কৃতবতা তদভীষ্টমন্ত্ররাজমপি হৃদৈব স্বয়মুপদিশ্যাপি লোকরীতিখ্যাপনায় সময়ে শ্রীনাথপণ্ডিতদ্বারাপি পুনরসাবুপদিদিশ ইতি॥

৬। প্রারিপ্সিতে কাব্যে বর্ণয়িতব্যস্য রসস্য প্রেম্ণশ্চ সামস্ত্যেনাস্বাদকানদৃষ্ট্বা খিদ্যন্নাহ—নিজপদং প্রপঞ্চাগোচরং নিজধাম, প্রকাশবিশেষমিত্যর্থঃ। তদানীং তৎপরীবারাণাং কিয়তাং প্রাকট্যেঽপি তচ্ছোকব্যাকুলত্বেন বৈদগ্ধ্যাস্ফুরণাবিষ্কারেণ তদন্তিক-গমনোন্মুখত্বেন চ গত ইত্যুক্তম্, ভাবিকালদৃষ্ট্যা বা। পরিমলশ্চর্বণা-বিশেষ-বিমর্দোত্থ আস্বাদচমৎকাররূপ-মনোহর-গন্ধঃ;—"বিমর্দোত্থে পরিমলো গন্ধে জনমনোহরে" ইত্যমরঃ। তেন কবিতায়াঃ পুষ্পমঞ্জরীত্বারোপেণাস্বাদনীয়-রসত্বং ধ্বনিতম্। নিরালম্বস্তদাস্বাদক-তাদৃশরসিকভক্তমধুপানাং বিরলপ্রচারত্বাদিতি ভাবঃ॥

৭। শ্রীভগবৎপ্রসাদজনিত-বৈচিত্রীকাং স্ববাণীং সংবোধয়ংস্তয়া শ্রীভগবন্তমেব স্তোতুং প্রতিজানীতে—তবেতি। সুষ্ঠু বদ্ধৈব সতী মানমাদরং তনোষি, অন্যথা ন সুষ্ঠু বদ্ধা সতী বর্তমানমপি তং মানং ক্ষিণোষি নাশয়সি। যেন দৃঢ়ং বধ্যসে, তস্যৈব মানং বিস্তারয়সীতি বিচিত্রা তব চেষ্টা ইত্যর্থঃ। অতঃ কিমিতি স্তবং করবাণি, সুষ্ঠু বধ্নামোবেতি ভাবঃ॥

বিজ্ঞপ্তি ঃ

৬। (প্রস্তুত কাব্যে বর্ণিত রস ও প্রেম সাকল্যে আস্বাদন করবার লোকের অভাব দেখে দুঃখিত হয়ে কবিবর বলছেন—) শ্রীচৈতন্যভগবানের পরিকরগণ নিজ নিজ অভীষ্টস্থানে চলে গেলে এবং তিনি নিজেও প্রপঞ্চাগোচর নিজধামে চলে গেলে রসগ্রাহী শ্রোতার অভাব বশতঃ কাব্যবৈদগ্ধী বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রণয়রসরীতি বিগলিত হয়ে গিয়েছে, সুকবির কবিতা-পরিমল নিরাশ্রয় হয়ে গিয়েছে॥

৭। (শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রসাদজনিত বিচিত্র স্ববাণীর সংবোধন করতে গিয়ে তাঁর দ্বারা শ্রীভগবানেরই স্তুতি করছেন কবিবর—) হে মাতঃ বাণী আপনার স্তুতি আমি কি দিয়ে করব—আপনার বিচিত্র লীলা কোনও প্রাণীই বর্ণন করতে সমর্থ নয়, কারণ কাব্য অলঙ্কারগুণাদিরজ্জুর দৃঢ় বন্ধনে বদ্ধ হলেই বন্ধনকারীর মান আপনি বাড়িয়ে তোলেন, আর বন্ধন আলগা হলে কবির প্রস্তুত মানও আপনি নাশ করে দেন। (আপনার এ ব্যবহার বিচিত্র—এর আর স্তব কি করব—সুষ্ঠু বন্ধনে বেঁধেই ফেলি।)

৮। মাতর্বাণি তবানিশং করুণয়া লব্ধপ্রমোদা বয়ং
কিং নু ত্বাং স্তুমহে ত্বয়ৈব যজতাং তোয়েন কস্তোয়ধিম্ ।
এতৎ প্রত্যুপকুর্মহে ভগবতঃ কৃষ্ণস্য লীলামৃত-
স্রোতস্যেব নিমজ্জয়ামি ভবতীং নোত্থেয়মস্মাৎ পুনঃ ॥

৯। আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাং, নাত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টিঃ ।
সর্বতস্তিমিরমস্যতি দীপো, নাত্মমূলতিমিরং বিনিহন্তি ॥

৮। ননু প্রণয়রসনয়া হৃদি বদ্ধোঽপি ভক্তৈর্ভগবান্ স্তূয়ত এবেত্যতঃ স্তবে কো দোষঃ ? তত্রাহ—তব করুণয়া লব্ধঃ প্রমোদো যৈস্তে বয়ং কিং নু ভোঃ ! ত্বয়ৈব বাণ্যৈব ত্বাং বাণীং স্তুমহে। জলেনৈব জলধিং জলাশয়ং কঃ পূজয়তু, স্তবনসাধনস্যান্যস্যাভাবান্ন স্তুমহে ইত্যর্থঃ। ত্বৎকর্তৃকানন্দদানস্য এতদেব প্রত্যুপকরণং কুর্মহে। কৃষ্ণস্যৈব লীলামৃত-স্রোতস্যেব নিমজ্জয়াম্যেবেত্যর্থসৌন্দর্যাদেবকারস্ত্রিধৈব যোজনীয়ঃ। অস্মাদমৃতস্রোতসো ভবত্যা পুনর্নোত্থাতব্যমিতি;—"স্রোতোঽম্বুবেগেন্দ্রিয়য়োঃ" ইতি বিশ্বঃ ॥

৯। ননু পূর্বপূর্ব-মহাকবিকৃত-কাব্যেষ্বপ্যর্বাচীনৈর্মম্মটভট্টাদিভির্দোষোত্থাপনাৎ কাব্যনির্মাণে কোঽয়মাগ্রহঃ ? সত্যম্, যে বিদ্বাংসঃ পরকৃতে কাব্যে দোষান্ বিচিন্বন্তি, তৎকৃতেঽপ্যন্যে তথৈবেত্যনবস্থিতিরিবেত্যর্থান্তরন্যাসেনাহ—তনুভাজামাত্মনঃ প্রিয়তয়া হেতুনা আত্মা হি প্রিয়ো ভবতীত্যত আত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টির্ন স্যাৎ, কিন্তু সা পরকৃতিষ্বেব স্যাদিত্যর্থঃ। যথা দীপো দীপান্তর-তিমিরমস্যতি দূরীকরোতি, ন আত্মমূলতিমিরং দীপমূলস্থমন্ধকারম্; দীপান্তরেণ তস্যাপি নাশঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ ॥

৮। (হে কবি শোন, প্রণয়রজ্জুতে হৃদয়ে বদ্ধ হয়েও ভক্তের দ্বারা ভগবান স্তুতই হয়ে থাকেন, স্তবে আর দোষ কি ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

হে মাতঃ বাণি, আপনার সদা উচ্ছলিত করুণাতেই আমরা আনন্দ লাভ করছি—আপনারই বাণী দ্বারা বাণীরূপা আপনাকে কি পূজা করবো—জলেরই দ্বারা জলনিধির পূজা কে করে—আপনার করুণাজাত আনন্দের প্রত্যুপকার হিসাবে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলামৃতস্রোতে নিমজ্জিত করে দিচ্ছি আপনাকে—হে দেবী, এখান থেকে যেন আর উঠবেন না।

৯। (ওহে কবিবর পূর্ব পূর্ব মহাকবিকৃত কাব্যে নবীন কবি মম্মট ভট্টাদি দোষ উত্থাপন করে, কাজেই কাব্য নির্মাণে এই আগ্রহের কি প্রয়োজন—এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

সত্য, যে বিদ্বান্ পরকৃত কাব্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়, তার কাব্যেও আবার অন্যে দোষ খুঁজে বেড়ায়—এতে মনে করার কিছু নাই—এই কথাকে অর্থান্তর-ন্যাস অলঙ্কারের দ্বারা বুঝাতে গিয়ে কবিবর বলছেন—)

প্রাণী মাত্রেরই নিজের আত্মাই প্রিয় হয়ে থাকে—সেই জন্য স্বকৃতকর্মে দোষদৃষ্টি হয় না—দীপ চতুর্দিকের অন্ধকার নাশ করে কিন্তু তার নিজের নিম্নস্থ অন্ধকার নাশ করে না।

১০। নির্ম্মলেঽপি সুজনাঃ স্বচরিত্রে, দোষমেব পুরতঃ প্রথয়ন্তে।
উজ্জ্বলেঽপি সতি ধাম্নি পুরস্তাদ্-,ধূমমেব বমতি স্ফুটমগ্নিঃ ॥

১১। অর্থাদি-পর্যাকলনং বিনাপি, প্রহ্লাদয়ন্তে সুকবের্বচাংসি।
বিনাবগাহাদপি দৃষ্টিমাত্রা-,ন্মনঃ পুনন্ত্যেব হি পুণ্যনদ্যঃ ॥

১২। তাবৎ পদানি জায়ন্তে নির্দ্দোষাণি পৃথক্ পৃথক্।
যাবৎ স্বরসনাসূচ্যা তানি গ্রথ্নাতি নো কবিঃ ॥

১৩। নির্ম্মলয়সি ভুবনতলং, সততাক্ষিপ্তেন পরমলেন।
খলরসনে সম্মার্জনি, তদপি চ ভীতির্ভবৎস্পর্শে ॥

১০। সাধূনাং কবীনাং পুনরন্য এব স্বভাব ইত্যাহ—পুরতঃ প্রথমেব, প্রথয়ন্তে খ্যাপয়ন্তি, পর্যালোচয়ন্তীত্যর্থঃ। স্বচরিত্রে স্বক্রিয়ায়াম্, ন তু পরকৃতে। ধাম্নি স্বীয়তেজসি নির্মলেঽপি সতি ॥

১১। ধ্বনি-গুণালঙ্কারাদ্যবগাহন-সমর্থ এব জনে কাব্যমিদং সফলীভবিষ্যতি, নান্যত্রেতি চেদত আহ—অর্থাদীতি। অর্থাদীনামর্থশব্দগুণালঙ্কাররসানাং পর্যালোচনং বিনাপি। মনঃ পুনন্তি, কিং পুনর্দেহেন্দ্রিয়াদীন্। পুণ্যনদ্যঃ শ্রীগঙ্গাদ্যাঃ ॥

১২। নন্থ পরকরিষ্যমাণং দোষাসঞ্জনং কিমিতি প্রথমং স্বয়মেবোরীকুরুষে, নির্দোষৈরেব পদৈঃ কিমিতি ন নিবধ্নাসি? তত্রাহ—তাবদিতি। মিলিতানি কৃত্বা রসনাসূচ্যা গ্রন্থনে নির্দোষীকরণমতিদুষ্করমেবেতি ভাবঃ। তেন সহৃদয়হৃদয়বিক্ষেপকা রসাপকর্ষকা দোষা এব হেয়াঃ, কেচিদ্যমকানুপ্রাসাদ্যনুরোধেনোপাদেয়া অপি সর্বথা নির্দোষস্য কাব্যস্যৈকান্তমসম্ভবাদিতি প্রাচীনৈরপ্যুক্তমিতি ॥

১৩। গুণালঙ্কাররসোৎকর্ষেঽপি কেবলং দোষমেব যে গৃহ্নন্তি, তে পরকীর্তিলোপচিকীর্ষবঃ খলা দূরে পরিহার্যা ইত্যাহ—নির্মলয়সীতি। হে খলজিহ্বে! সম্মার্জনি! স্বর্ণমণিময়স্থলেঽপি কথঞ্চিদলক্ষিতমকিঞ্চিৎকরং সূক্ষ্মতৃণশর্করাদি-

---

১০। (সাধু কবিদের স্বভাব কিন্তু অন্য প্রকার—তাই বলা হচ্ছে—)

নিজ কর্ম নির্মল হলেও সুজনগণ প্রথমে দোষই প্রচার করে থাকেন—নিজ তেজে উজ্জ্বল হলেও অগ্নি প্রথমে ধূমই উদ্গিরণ করে থাকে।

১১। (ধ্বনি-গুণালঙ্কারাদিতে অবগাহন-সমর্থ-জনেতেই এই কাব্য সফলতা প্রাপ্ত হয়, অন্যত্র নহে—এই রূপ যদি বলা যায় তার উত্তরে বলা হচ্ছে, 'অর্থাদীতি'—)

অর্থ-শব্দ-গুণ-অলঙ্কার এবং রসের আলোচনা বিনাই সুকবির বাক্য চিত্তকে অত্যন্ত আনন্দিত করে তোলে যেমন গঙ্গাদি পুণ্য নদী বিনা-অবগাহনেই দৃষ্টিমাত্র মনকে নিশ্চয়ই পবিত্র করে থাকে।

১২। (পরের দোষ নিজের উপর প্রথমেই কেন আরোপ করছেন—নির্দোষ পদের দ্বারা কেন-না কাব্য-রচনার কাজে লেগে যাচ্ছেন—এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

শব্দ যতক্ষণ পৃথক পৃথক থাকে, কবির রসনাসূচে গ্রথিত না হয় ততক্ষণই নির্দোষ থাকে ॥

১৩। (গুণালঙ্কার-রসোৎকর্ষ সম্পন্ন কাব্যেও যে ব্যক্তি কেবল দোষই দর্শন করে সেই পরকীর্তি-লোপ-চেষ্টিত খলকে দূরে পরিহার করাই উচিত—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

হে খলজিহ্বে, সম্মার্জনী, যদিও সতত পরনিক্ষিপ্ত মলে অপরিষ্কৃত স্থান তুমি পরিষ্কার করে থাক

১৪ । ন লবোঽপি লবেন চ ব্যথায়াঃ, পরিবৃদ্ধৌ বিদুনোতি যস্য সর্ব্বঃ।
ন খলো নখলোমতো মতোঽন্য-,স্তমবদ্ধাঃ কিল কে ন সংত্যজেয়ুঃ ॥

১৫ । আনন্দবৃন্দাবন-নামধেয়াং চম্পূমিমাং কৃষ্ণচরিত্রচিত্রাম্ ।
মনোবিনোদায় রসগ্রহাণাং, চক্রে স্ব-মোদায় চ কর্ণপূরঃ ॥

১৬ । যথা তথা স্যুঃ কুসুমানি মালা, চিত্রায়তে গুম্ফন-কৌশলেন ।
তত্রাপি চেত্তানি সুসৌরভাণি, ভবন্তি রম্যাণি তদা পুনঃ কিম্ ॥

খণ্ডরূপং মলমেব গ্রহীতুং তত্র পবিত্রে স্থানে নিজস্পর্শাদপাবিত্র্যমপি কর্তুং প্রবিশতীতি ভাবঃ ॥

১৪ । যস্য লবেন ছেদেন ব্যথায়া লবোঽপি লেশোঽপি ন ভবতি, যস্য পরিবৃদ্ধৌ সত্যাং সর্বো জনো বিদুনোতি, বিশেষেণোপতপ্তো ভবতি; দুনোতিরয়মকর্মকোঽপ্যস্তি;—(৩৷৩) "দেহি সুন্দরি! দর্শনং মম মন্মথেন দুনোমি" ইত্যাদি শ্রীগীতগোবিন্দাদিদৃষ্টত্বাৎ। তথাভূতান্নখলোমতঃ খলোঽন্যো ন মতঃ, ন জ্ঞাতঃ। যে নখা যানি লোমানি চ ছেদয়িতুমিষ্টানি, তৎস্বরূপ এব খলোঽনুভূতস্তাদ্ধর্ম্যাদিত্যর্থঃ। তমেতাদৃশমবদ্ধাঃ স্বতন্ত্রাঃ কিল নিশ্চিতং কে ন সংত্যজেয়ুঃ ? যে বদ্ধাস্তৎপারবশ্যবন্ধনে পতিতাস্ত এব ন ত্যজেয়ুরিতি। নখলোমাঽপি কারাগারস্থা এব ন ত্যজেয়ুরিত্যনেনাপি সাধর্ম্যম্,—তমিত্যস্য পুংস্ত্বনির্দেশো দার্ষ্টান্তিকপক্ষস্যৈব প্রাধান্যাৎ। পূর্বত্র তনুভাক্শব্দোক্তানাং বিদুষাং পরকৃত-কাব্যদোষোদ্ধৃত্যা তন্নিষ্ঠরসালঙ্কার-গুণাদি-প্রকাশকত্বেন চ ঘটপটাদিনিষ্ঠতিমিরমাত্রহারকত্বেত্তদ্রূপাদিপ্রকাশকদীপেন সাধর্ম্যম্। খলানাং পুনঃ সতোঽপি গুণালঙ্কারাদীনাচ্ছাদ্য কাব্যলোপচিকীর্ষয়া কেবলদোষাসঞ্জনমেব কুর্বতাং মুখপাণ্যাদি-সৌন্দর্যাচ্ছাদক-দেহ-শোষক-নখলোম-সাধর্ম্যমিতি বিবেকঃ। আত্মন ইত্যাদিদ্বয়ং সামান্যত এব সাধূনামুত্তমত্ব-তারতম্য-জ্ঞাপকম্। তথা নির্মলয়সীত্যাদিদ্বয়ং খলানামধমত্ব-তারতম্যজ্ঞাপকমিত্যেবং পদ্যচতুষ্টয়ং মধ্যপদ্যদ্বয়ানুরোধেন কাব্যপ্রকরণ এব ব্যাখ্যাতমিতি ॥

১৫ । ইমাং চম্পূং "গদ্যপদ্যময়ী যা সা চম্পূরিত্যভিধীয়তে" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণাম্. আনন্দানাং বৃন্দমবতি পালয়তি তথাভূতং নামধেয়ং যস্যাস্তাম্। শ্লেষেণ—আনন্দরূপং বৃন্দাবনং বৃন্দাবন-সম্বন্ধিকৃষ্ণচরিত্রঞ্চ বর্ণনীয়ত্বেন বর্ততে যত্র তন্নামধেয়ং যস্যাস্তাম্। শ্লেষেণ—কর্ণপূর ইতি রসগ্রহাণাং কর্ণাবানন্দেন পূরয়তীতি কবিকর্ণপূর ইতি নাম্নো ভগবতা কৃতত্বাৎ স্বকথনদোষসহনেনাপি তন্নির্দেশঃ। তত্রাপ্যতিলজ্জয়া কবি-শব্দাপ্রয়োগঃ ॥

১৬ । সুসৌরভাণি—দশমস্কন্ধ-সম্বন্ধি-কৃষ্ণচরিত্ররূপত্বেন রম্যাণি—তত্রাপি বৃন্দাবনীয়ত্বেন সর্বচিত্তাকর্ষকত্বাৎ ॥

তথাপি তোমার স্পর্শে ভয় হয়।

১৪ । যার ছেদনে ব্যথার লেশমাত্র হয় না, যার বৃদ্ধিতে সর্বজনের বিশেষ দুঃখ হয় সেই নখ ও লোম থেকে খলকে ভিন্ন করে জানা যায় না। পিঞ্জরাবদ্ধ নয় অর্থাৎ মুক্ত এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে এতাদৃশ খলকে সম্যক্‌রূপে ত্যাগ না করে।

১৫ । রসগ্রাহী জনের মনোবিনোদের জন্য এবং নিজের আনন্দের জন্য 'কর্ণপূর' নামা আমি কৃষ্ণচরিত্রে চিত্রিত আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ নামে এই চম্পূ রচনা করলাম।

১৬ । পুষ্প যেমনই হোক না কেন গুম্ফন-কৌশলের মালা বিচিত্র সুন্দর হয়—এর উপর যদি আবার ঐ পুষ্প সুগন্ধযুক্ত এবং মনোরম হয় তবে আর বলবার কি আছে। (শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধোক্ত শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র এই কাব্যের বিষয় বলে এ সুগন্ধযুক্ত আর সর্বচিত্তাকর্ষক বলে রমণীয়।)

১৭। অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারমপি ন বৈ কুণ্ঠসারম্, বপ্রভূতেষ্বপি নবপ্রভূতেষু চিন্মহঃসু সমুৎপন্নম্, অকৃতকমপি কৃত-কম্, প্রকৃতিসিদ্ধমপি অপ্রকৃতিসিদ্ধম্, অতএব নিত্যভূতমপি অ-নিত্যভূতম্, সু-রসার্থ-বহুলমপি সুর-সার্থ-দুর্লভম্; বি-পল্লবৈরপি বিপল্লবস্যাপ্যপদৈঃ, অপ্রসবৈরপি সুপ্রসবৈঃ, লীলায়তনৈরপি অলীলা-যতনৈঃ শাখিভিরাকীর্ণম্; মন্দারবহুলমপি অমন্দারম্, বকুলৈরপি নব-কুলৈঃ, তমালৈরপি নত-

---

১৭। বর্ণনীয়ানাং শ্রীকৃষ্ণবিলাস-মহারত্নানাং খনিভূতত্বাৎ প্রথমং সপরিকরং বৃন্দাবনং বর্ণয়তি। অত্র দীর্ঘদীর্ঘেষু গদ্যেষু সুখবোধার্থং বাক্যমধ্যেঽপাঙ্কা দেয়াঃ। অতিহ্রস্বেষু তেষু বহুবাক্যান্তেঽপি ক্বাপি টীকাভাবাদপীত্যেবমত্র নাস্তি নিয়ম ইতি। বৃন্দাবনং নাম বনমস্তি, বর্তমানপ্রয়োগোঽস্য নিত্যত্ববোধকঃ; সকলেভ্যো বৈকুণ্ঠেভ্যঃ সারং শ্রেষ্ঠমপি ন বৈ কুণ্ঠসারং ন বৈ নিশ্চিতং কুণ্ঠঃ সারো বলং যস্য তৎ। সতাপি মহতা পরমৈশ্বর্যেণ ন কুণ্ঠীভূতং মহামাধুর্যরূপং বল-মস্যেত্যর্থঃ। এবমাদিষু শব্দমাত্রেণৈব বিরোধাদ্বিরোধাভাস ইতি। বপ্রভূতেষু কেদাররূপেষু চিন্মহঃসু সম্যগুৎপন্নমিতি প্রতীতিমাত্রত্ব-জ্ঞাপনায়, বস্তুতস্তু অনাদিসিদ্ধমেব; 'পুংনপুংসকয়োর্বপ্রঃ কেদারঃ ক্ষেত্রম্" ইত্যমরঃ। চিন্মহসামপি জাতি-পরিণামাভ্যামুৎকর্ষমাহ—নবানি নিত্যনবনবোদ্ভাসমানানি চ,—অনুরাগবিবর্তময়ত্বাৎ, প্রভূতানি প্রচুরতমানি চ, পরিপূর্ণতমত্বাৎ, তেষু। অকৃতকমকৃত্রিমম্ কৃতকং কৃতং কং সুখং যেন তৎ, প্রকৃত্যা স্বভাবেন স্বরূপশক্ত্যৈব সিদ্ধম্, ন চ প্রকৃত্যা মায়াশক্ত্যা সিদ্ধম্; অকারো বিষ্ণুস্তস্য নিত্যরূপাণি ভূতানি প্রাণিনঃ পৃথিব্যাদীনি বা যত্র তৎ; "যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু" ইত্যমরঃ। শোভনা রসা আস্বাদা যেষাং তথাভূতৈরর্থৈঃ ফলাদিবস্তুভিঃ শৃঙ্গারাদিরসৈর্বা বহুলম্। সুরাণাং দেবানাং সার্থৈঃ সমূহৈর্দুর্লভম্; "সজ্ঞসার্থৌ তু জন্তুভিঃ" ইত্যমরঃ। শাখিভির্বৃক্ষৈরাকীর্ণং ব্যাপ্তম্। কীদৃশৈঃ? বিশিষ্টাঃ পল্লবা যেষাং তৈঃ, বিপদাং লবস্য লেশস্যাপ্যপদৈঃ, ন বিদ্যতে প্রসবো জন্ম যেষাং তৈঃ, নিত্য-সিদ্ধত্বাৎ, শোভনাঃ প্রসবাঃ পুষ্পফলাদয়ো যেষাং তৈঃ, "প্রসবস্তু ফলে পুষ্পে বৃক্ষাণাম্" ইতি বিশ্বঃ। লীলানামায়ত-

---

শ্রীবৃন্দাবন ঃ

১৭। নিখিল গুণবৃন্দের পালক শ্রীবৃন্দাবন নামক যে বন আছে তাঁর তত্ত্ব-রূপ-গুণের বর্ণন হচ্ছে—এই বন 'সকলবৈকুণ্ঠসারমপি' অর্থাৎ ঐশ্বর্যে সকল বৈকুণ্ঠের শ্রেষ্ঠ হয়েও 'ন বৈকুণ্ঠসারম্' অর্থাৎ মহামাধুর্য-মর্যাদায় নিশ্চয়ই সঙ্কুচিত নয়, 'বপ্রভূতেষ্বপি' অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বরূপ চিৎশক্তির তেজে সর্বশোভা সম্পদের সহিত উৎপন্ন হয়েও (এইরূপ প্রতীতি হলেও বস্তুতস্তু অনাদিসিদ্ধ) 'নবপ্রভূতেষু' অর্থাৎ নিত্য নবনবায়মান এবং পরিপূর্ণতম ভাবে উদ্‌ভাসিত, 'অকৃতমপি' অর্থাৎ অকৃত্রিম হয়েও 'কৃতকম্' অর্থাৎ সুখদাতৃ, 'প্রকৃতিসিদ্ধমপি' অর্থাৎ শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি দ্বারা সিদ্ধ হয়েও 'অপ্রকৃতিসিদ্ধম্' অর্থাৎ মায়াশক্তি দ্বারা নির্মিত নয়, অতএব 'নিত্যভূতমপি' অর্থাৎ নিত্যস্বরূপ হয়েও 'অ-নিত্যভূতম্' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যপার্ষদের আবাসভূমি বা অপ্রাকৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূতের আকরভূমি, সুন্দর স্বাদু ফলাদি বস্তু অথবা শৃঙ্গারাদি সরসবস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ বটে—কিন্তু এই বন দেবতাগণের দুর্লভ,—বিশিষ্ট পল্লবের দ্বারা শোভিত বৃক্ষের দ্বারা আচ্ছন্ন হলেও এই বনে লেশমাত্র বিপদের সম্ভাবনা নাই, নিত্যসিদ্ধতা বশতঃ এই বৃক্ষের জন্ম না থাকলেও এ সুন্দর পুষ্প-ফলাদিতে পূর্ণ, 'লীলায়তনৈরপি' অর্থাৎ এই বৃক্ষ শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলী হয়েও 'অলীলা-যতনৈঃ' অর্থাৎ যত্নাভাবেও সুলভ ভ্রমর গুঞ্জনে মুখরিত শাখা দ্বারা আচ্ছন্ন, 'মন্দারবহুলমপি' অর্থাৎ বহু বহু কল্পবৃক্ষে আচ্ছন্ন হলেও এখানে 'অমন্দারম্' অর্থাৎ উত্তম জনেরই গমন-ভাগ্য হয়, নবীন

মালৈরুপশোভিতম্; কিং বহুনা ?—ভগবদ্বপুরিব উজ্জৃম্ভমাণ-মন্মথকরজলেখা-রক্তচন্দনধবলকুচপ্রিয়ালতালী-ভৃঙ্গরূপং পুরুকরুণঞ্চ; মুনিমণ্ডলমিব শাণ্ডিল্য-লোমশাদি-সহিতম্, উপনত-বানপ্রস্থগণঞ্চ, গায়ত্রীজপাকুলিতঞ্চ; সমরস্থলমিব অম্লানবাণকরবীরকুলাকুলিতম্, চর্ম্মিনির্ম্মিতক্রীড়ঞ্চ পীলু-পরিবৃতঞ্চ; কুরুপাণ্ডবায়ো-

নৈগর্হরূপৈরলীনাং ভ্রমরাণামিলা বাচস্তাসামযতনং যত্নাভাবঃ সৌলভ্যং যত্র তৈঃ; "গোভূবাচস্ত্বিড়া ইলা" ইত্যমরঃ। মন্দারৈর্দেবতরুভির্বহুলম্; অনন্দানামুত্তমানামেব আরো গমনং যত্র তৎ; 'ঋ গতৌ' ঘঞন্তঃ। নবকুলৈর্নূতনসমূহৈঃ; নতা নম্রা মালা শ্রেণী যেষাং তৈঃ। উজ্জৃম্ভমাণেন উদ্গচ্ছতা মন্মথেন কামেন হেতুনা যাঃ করজলেখা নখলেখাস্তাভী রক্তৌ চন্দনেন ধবলৌ কুচৌ যাসাং তাঃ প্রিয়া এব লতাল্যস্তাসু ভৃঙ্গরূপম্। পক্ষে—উজ্জৃম্ভমাণং প্রকাশমানং মন্মথাদীনাং বৃক্ষভেদানাং রূপং সৌন্দর্য্যং যত্র তৎ। তত্র মন্মথঃ কপিত্থঃ, করজলেখা করঞ্জশ্রেণী, রক্তচন্দনধবৌ প্রসিদ্ধৌ, লকুচো ডেহুআ ইতি খ্যাতঃ। অত্র কচিদপভ্রংশভাষাপ্রায়ো গৌড়ীয়ানামেব লিখ্যতে—তালী তাড়ীপত্র ইতি খ্যাতঃ, "ভৃঙ্গং গুড়ত্বক্" ইতি, "কপিত্থে স্যুর্দধিথগ্রাহি-মন্মথাঃ", "করজশ্চ করঞ্জকে", 'লুকুচো নিকুচো ডহঃ", "রাজাদনং প্রিয়ালঃ স্যাৎ", "তালী খর্জ্জুরী চ তৃণদ্রুমাঃ", "ত্বক্‌পত্রমুৎকটং ভৃঙ্গম্" ইত্যমরঃ। পুরুকরুণং বহুকৃপাযুক্তং বহুকরুণবৃক্ষযুক্তঞ্চ। ইত্যেবমাদিষু উজ্জৃম্ভমাণেত্যাদি-শব্দমাত্র-সাম্যেনৈবোপমা, 'সকলযলং পুরমেতজ্জাতং সংপ্রতি সিতাংশুবিম্বমিব' ইত্যাদিবদ্‌বিরোধাভাস ইব উপমাভাসোঽয়মিতি কশ্চিৎ। শাণ্ডিল্যেতি স্পষ্টম্। পক্ষে—শাণ্ডিল্যো বিল্বতরুঃ, লোমশা জটামাংসী; "বিল্বে শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ"; "জটামাংসী জটিলা লোমশা মিসী" ইত্যমরঃ। বানপ্রস্থস্তৃতীয়াশ্রমী, মহুআ ইতি খ্যাতো মধুকশ্চ; "মধুকে তু গুড়পুষ্প-মধুদ্রুমৌ, বাণপ্রস্থমধুষ্ঠীলৌ" ইত্যমরঃ। গায়ত্রীতি স্পষ্টম্ পক্ষে—গায়ত্রী খদিরঃ, জপা ওড্রপুষ্পম্. "গায়ত্রী বালতনয়ঃ খদিরো দন্তধাবনঃ", "ওড্রপুষ্পং জবা" ইত্যমরঃ। সমরস্থলং যুদ্ধস্থানম্, অম্লানবাণযুক্তঃ করো যস্য তথাভূতেন বীরকুলেন আকুলিতং ব্যাপ্তম্। পক্ষে—অম্লানাদীনাং কুলেন ব্যাপ্তম্; "অম্লানস্তু মহাসহা" "নীলা ঝিণ্টীদ্বয়োর্বাণা" ইত্যমরঃ। চর্মিভির্যোধবিশেষৈঃ কর্তৃভির্ভূর্জবৃক্ষৈঃ করণৈশ্চ নির্মিতা ক্রীড়া যত্র তৎ; "ভূর্জে চর্মিমৃদুত্বচৌ" ইত্যমরঃ। পীলুর্হস্তী বৃক্ষভেদশ্চ; 'দ্রুমপ্রভেদমাতঙ্গকাণ্ডপুষ্পাণি পীলবঃ" ইত্যমরঃ। আয়োধনং যুদ্ধম্, গাঙ্গেয়স্য ভীষ্মস্য অরুষ্করা ব্রণকরা যেঽর্জুনশরাস্তৈঃ পরিপূর্ণম্; "ব্রণোঽস্ত্রিয়ামীর্মমরুঃ" ইত্যমরঃ। পক্ষে—গাঙ্গেয়ং স্বর্ণম্, তন্নামা "নাগকেশরঃ, অরুষ্করো ভল্লাতকী, অর্জুনশরৌ প্রসিদ্ধৌ, "নাগকেশরঃ কাঞ্চনাহ্বয়ঃ", "বীর-বৃক্ষোঽরুষ্করোঽগ্নিমুখী ভল্লাতকী ত্রিষু" ইত্যমরঃ। শিখণ্ডী দ্রুপদ-পুত্রঃ; পক্ষে—ময়ূরঃ; যদ্বা, শিখণ্ডি-পদেন

পত্রপুষ্পে সজ্জিত বকুল এবং বিনম্র তমালশ্রেণীতে সুশোভিত এই বন।

আর বেশী বলবার কি আছে? প্রবল কামের তাড়নে পীড়িত জনের নখরেখাতে রক্তবর্ণ এবং চন্দন লেপনে শ্বেতবর্ণ স্তনসমন্বিত লতারূপা প্রিয়ায় শ্রীকৃষ্ণের বপু যেমন ভৃঙ্গরূপে উদ্ভাসিত তেমনি এই বন উজ্জ্বল কদবেল-করঞ্জশ্রেণী-রক্তচন্দন-ধব-ডেহুয়া-পিয়াল-তাল-দারুচিনি প্রভৃতি বৃক্ষের সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত, তথা শ্রীকৃষ্ণ যেমন অপার করুণায় মণ্ডিত তেমনই এই বন বহু করুণ বৃক্ষে আচ্ছাদিত, মুনিমণ্ডল যেমন শাণ্ডিল্য লোমশাদি মুনিতে অলঙ্কৃত তেমনই এই বন বেল-জটামাংসী-মহুয়া বৃক্ষসমন্বিত এবং খদির-জবা বৃক্ষে আকীর্ণ,—যুদ্ধস্থল যেমন শানিত বাণে সজ্জিত বীরসমূহে আকীর্ণ ঢালধারী সৈন্যের ক্রীড়ায় আমোদিত এবং হস্তীদ্বারা বেষ্টিত তেমনই এই বৃন্দাবন মহসহা-ঝিন্টি এবং করবীর বৃক্ষে আচ্ছন্ন-চর্মিবৃক্ষশাখার নৃত্যে আমোদিত এবং পিলু বৃক্ষে আকীর্ণ,—কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ যেমন ভীষ্ম-অঙ্গে ব্রণকারী অর্জুনের শরে আচ্ছন্ন এবং দ্রুপদরাজপুত্র শিখণ্ডিসমন্বিত তেমনই এই বৃন্দাবন নাগকেশর

ধনমিব গাঙ্গেয়ারুষ্করার্জুন-শরপরিপূর্ণং, শিখণ্ডিমণ্ডিতঞ্চ; স্বমিব নিরন্তরাশোকাতিমুক্তপুরুষপ্রায়ম্; নিরন্তরালবিরাজমানজ্যোতিশ্চক্রমপি অবিকর্ত্তনম্, অনিশেশম্, অভৌমম্, বিবুধম্, অজীবম্, অকবিগম্যম্, অমন্দম্, বিকেতু, বিতমঃ, নিস্তারকম্; স্বতেজসা তু সুভাস্বৎ সুপীযূষকিরণং সুমঙ্গলং সুবুধং সুজীবং

কথঞ্চিদ্গুঞ্জাযূথিকয়োরপ্যভিধানম্; "গুঞ্জায়াং যূথীকায়াং শিখণ্ডিনী" ইতি বিশ্বঃ। স্বমিব বৃন্দাবনমিব নিরন্তরং সদা অশোকাঃ শোকরহিতাঃ, অতিমুক্তা মুক্তানতিক্রান্তা ভক্তা যেপুরুষাস্তৎপ্রায়ম্; 'প্রায়ো ভূম্ন্যন্তগমনে" ইত্যমরঃ। পক্ষে—নিরন্তরা নিরবকাশা নিবিড়া ইতি যাবৎ। অশোকা অতিমুক্তা মাধবীলতা পুরুষাঃ পুন্নাগাস্তৎপ্রায়ম্; অতিমুক্তঃ পুণ্ড্রকঃ স্যাদ্বাসন্তী মাধবীলতা। পুন্নাগে পুরুষস্তুঙ্গঃ" ইত্যমরঃ। নিরন্তরালং নিবিড়ং যথা ভবত্যেবংবিরাজমানং জ্যোতিশ্চক্রং যত্র তথাভূতমপি অবিকর্ত্তনং সূর্যরহিতম্, অনিশেশং চন্দ্ররহিতমিত্যাদীত্যেবমর্থমুদ্ভাব্য বিরোধঃ; বস্তুর্থশ্চ—নিবিড়ং বিরাজমানং জ্যোতিষাং কান্তীনাং চক্রং সমূহো যস্য তৎ; যদ্বা, নিরন্তরং সর্বদা অলবি লবশ্ছেদস্তদ্রহিতং কেনাপ্যনাশ্যমিত্যর্থঃ। তত্রত্যানামচ্ছেদকমিতি। রাজমানজ্যোতিঃ প্রদীপ্ততেজস্কং চক্রং সুদর্শনাখ্যং যত্র তৎ, (গো° তা° উ° ৩০) চক্রেণ রক্ষিতা মথুরা" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা, নিরন্তরমেব অলবিরাজমানং রবিনা বিনৈব রাজমানমিত্যর্থঃ,—রলয়োরেকত্বস্মরণাৎ; জ্যোতিশ্চক্রং প্রকাশমণ্ডলং যত্র তৎ। অবিকর্তনেত্যাদি সূর্যচন্দ্রাদিরহিতমিত্যেষোঽর্থোঽত্রাপি পক্ষে সঙ্গমনীয়ঃ;—(শ্বে° ৬।১৪) "ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকে", (গী° ১৫।৬) "ন তদ্ভাসয়তে সূর্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কবিঃ শুক্রঃ, মন্দঃ শনিস্তমো রাহুঃ। অর্থান্তরঞ্চ—ন বিদ্যতে বিশেষেণ কর্তনং কালাদিভির্নাশো যত্র তৎ, অনিশমেব ঈশঃ শ্রীকৃষ্ণো যত্রানিশমীষ্টে ইতি বা, অভৌমং ন ভূমিবিকারঃ, অপ্রাকৃতত্বাৎ, বিশিষ্টা বুধা বিজ্ঞা যত্র তৎ; অজীবম্—অবিদ্যাবৃতপুরুষরহিতম্; অকবিগম্যং ন কবেঃ পণ্ডিতস্যাপি গম্যম্, দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ। অমন্দমুত্তমং বিকেতু উৎপাতাদিচিহ্নরহিতম্; "কেতুর্দ্যুতৌ পতাকায়াং গ্রহোৎপাতাদিলক্ষ্ম চ" ইতি বিশ্বঃ। বিতমো বিগতমোগুণম্, নিস্তারকং নিস্তারকর্তৃ। নন্বন্যদেশবত্তত্রাপি সূর্যাদয়ঃ প্রতীয়ন্ত এবেত্যাশঙ্ক্যাহ—স্বতেজসেত্যাদি। স্বকান্ত্যা তু সুভাস্বদিতি স্বীয়চিচ্ছক্তিপ্রকাশবিশেষময়ত্বাদপ্রাকৃতা এব সূর্যাদয়ঃ প্রাকৃতা ইব প্রতীয়ন্তে, শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলত্ববৎ তৎপরিকরাণাং তেষামপি তথাতথালীলত্বমিত্যর্থঃ। তথা হ্যুক্তং শ্রীসংক্ষেপভাগবতামৃতে—(১।৭৯৯) "প্রাকৃতেভ্যো গ্রহেভ্যোঽন্যে চন্দ্র-

---

ভল্লাতকী-অর্জুন-শরাদি বৃক্ষে আচ্ছন্ন এবং ময়ূরের দ্বারা শোভিত—এই বন যেমন সদা শোকরহিত মুক্তপুরুষ থেকেও শ্রেষ্ঠ প্রেমিকভক্তকুলের নিবাসভূমি তেমনই অশোক-অতিমুক্ত (মাধবীলতা)-পুরুষ (পুন্নাগ) প্রভৃতি বৃক্ষে আকীর্ণ।

যদ্যপি এই বৃন্দাবনে জ্যোতিশ্চক্র ঘনিষ্ঠভাবে বিরাজমান তথাপি এখানে কিন্তু প্রাকৃত সূর্য-চন্দ্র-বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র শনি-কেতু এবং তারকার স্থান নাই। (বাস্তবার্থ—সুদর্শনচক্রের দ্বারা এই বৃন্দাবন রক্ষিত, এঁর জ্যোতি নিরন্তর প্রকাশমান, আর এঁর জ্যোতিতে এই বৃন্দাবন প্রকাশিত।) (অবিকর্তন) কালাদির দ্বারা এই বন নষ্ট হয় না, (অনিশেশম্) এই বনে শ্রীকৃষ্ণ নিরন্তর ক্রীড়া করে থাকেন, (অভৌমম্) এই বন ভূমিবিকার নয়, (বিবুধম্) এই বনে বিশিষ্ট বিজ্ঞজন বাস করে থাকেন, (আজীবম্) অবিদ্যাগ্রস্ত পুরুষরহিত এ বন, (অকবিগম্যম্) পণ্ডিতেরও অগম্য এ বন, (অমন্দম্) এ বনে মন্দ কিছু নাই, (বিকেতু) উৎপাতাদিচিহ্নরহিত এ বন, (বিতমঃ) এ বন তমগুণরহিত, (নিস্তারকম্) এ বন সকল জীবের নিস্তারক। যদি কেহ বলেন এই তো অন্যদেশের মতই শ্রীবৃন্দাবনেও সূর্যাদি দেখা যাচ্ছে, এর

সুকবিগম্যং সুভানবং সুকেতু সুতমঃ সুতারকম্; ভুবিশেষকমপি ন ভুবিশেষকম্, সদা সক্ষণমপি ক্ষণ-রহিতম্, ব্যাপকমপি নব্যাপকং কিঞ্চন নিখিলগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনম্ ॥

১৮। যত্র হি—ক্বচিন্মরকতস্থলী কনকগুল্মবীরুদ্দ্রুমাঃ, ক্বচিৎ কনকবীথিকা মরকতস্য বল্ল্যাদয়ঃ।
ক্বচিৎ কমলরাগভূস্ফটিক-গুল্মবীরুদ্দ্রুমাঃ, ক্বচিৎ স্ফটিকবাটিকা-কমলরাগবল্ল্যাদয়ঃ ॥

সূর্যাদয়ো গ্রহাঃ। লীলাস্বৈরনুভূয়ন্তে তথাপি প্রাকৃতা ইব ॥" ইতি। সুভানবং শোভনো ভানুপুত্রঃ শনির্যত্র তৎ। সুভাস্বদিত্যাদীনাং পূর্ববদর্থান্তরঞ্চ। সুভাস্বৎ শোভনচ্ছবিযুক্তম্, শোভনাঃ পীযূষময়াঃ কিরণা অংশবো যত্র তৎ, শোভনাভির্ভাভিঃ কান্তিভির্নবম্, সুকেতু শোভনপতাকম্, সুতমঃ শোভনং সুখদায়ি তমোঽন্ধকারো যত্র তৎ, ব্রজাঙ্গনানাং কৃষ্ণাভিসারসাহায্যকারিত্বাৎ শোভনং তারকং মোক্ষদায়কশক্তিবিশেষো যত্র তৎ। ভুবঃ পৃথিব্যা বিশেষকং তিলকরূপম্; "তমালপত্রতিলকচিত্রকাণি বিশেষকম্" ইত্যমরঃ। ন ভুবিশেষকং প্রাকৃতো ভূমিবিশেষো ন তদিত্যর্থঃ। 'স্বার্থিকাঃ প্রকৃতিতো লিঙ্গবচনান্যতিবর্তন্তে' ইতি কস্যান্তস্য ক্লীবত্বম্। অয়মর্থঃ।—যথা মহাবৈকুণ্ঠনাথাংশিনোঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলত্বম্, তথা তদ্ধাম্নো বৃন্দাবনস্যাপি মহাবৈকুণ্ঠাংশিত্বেঽপি ভুবিশেষলীলত্বম্, অতএব ভূতিলকায়মানত্বম্; বস্তুতঃ সিদ্ধান্তেঽপি শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিত্বেঽপি ন প্রাকৃতনরত্বং যথা তথা বৃন্দাবনস্যাপি ভুবিশেষাকৃতিত্বেঽপি ন প্রাকৃত-ভূমিবিশেষত্বমিতি। এতদেবাস্য বৈকুণ্ঠতো বৈলক্ষণ্যং যদ্যুগপদেব বাস্তবমিথোবিরোধিধর্মদ্বয়াশ্রয়ত্বেনাকৃতকত্বেঽপি কৃতকত্বম্, ক্ষণরাহিত্যত্বেঽপি ক্ষণসাহিত্যত্বম্, পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি ব্যাপকত্বমিত্যেবং প্রায়ঃ সর্বত্রৈবার্থান্তরং বিনৈব সিদ্ধান্তবিশেষ-প্রতিপত্ত্যৈ ব্যাখ্যেয়মিতি। সক্ষণং সোৎসবম্, ক্ষণেন বিকারহেতুকালেন রহিতম্। যদ্বা, নির্ব্যাপার-স্থিতিরহিতম্, "নির্ব্যাপারস্থিতৌ কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ" ইত্যমরঃ। ব্যাপারোঽত্র ভগবল্লীলা এব, নব্যস্য স্তব্যস্য বস্তুনঃ প্রেম্ণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য বা আপকং প্রাপকম্; ণু স্তুতাবিত্যস্য রূপম্। নিখিলগুণবৃন্দস্য অবনং পালনং যত্র তৎ ॥

১৮। বর্ণবৈবিধ্যাদৌচিত্যেন সৌন্দর্যবৈচিত্রীমাহ—ক্বচিন্মরকতমণিময়ী স্থলী অকৃত্রিমভূমিঃ, তত্র কনকময়া গুল্মলতাদ্রুমাঃ সন্তীত্যর্থঃ। পূর্বোক্তস্যাস্তীত্যস্য বচনবিপরিণামেনাপ্যনুষঙ্গঃ। এবমগ্রেঽপি যথাসম্ভবং জ্ঞেয়ম্। কনকবীথিকা কনকময়ী বর্ত্মভূমিঃ; যদ্বা, ক্বচিদ্বনভূমৌ কনকপঙ্ক্তিঃ স্বর্ণশ্রেণ্যেব, ন তু মৃত্তিকাপুঞ্জস্তত্রৈব মরকতস্য বল্লিগুল্মদ্রুমাঃ ॥

উত্তরে বলা হচ্ছে—স্বীয় চিৎশক্তিপ্রকাশ-বিশেষময় বলে যা বস্তুতঃ পক্ষে অপ্রাকৃতই তাই প্রাকৃতের মত প্রতীতি হচ্ছে, এই বৃন্দাবন নিজের তেজে উজ্জ্বল—শোভন সূর্য, শোভন চন্দ্রমা, শোভন মঙ্গল, শোভন বুধ, শোভন বৃহস্পতি, শোভন শুক্র, শোভন শনি, শোভন কেতু, শোভন রাহু এবং শোভনা তারকা-রাজীতে অলঙ্কৃত,—'সক্ষণমপি' অর্থাৎ উৎসবময় হয়েও 'ক্ষণরহিতম্' অর্থাৎ বিকারের কর্তা কালরহিত এই বন, এই বন সর্বব্যাপক হয়েও পরিচ্ছন্নের মত দেখতে (অথবা নব্য+আপক্ অর্থাৎ স্তব্য বস্তু কৃষ্ণের প্রাপক),—উপর্যুক্তরূপ নিখিল গুণবৃন্দের পালক বৃন্দাবন নামক এই বন।

১৮। এখন নানা বর্ণোচিত সৌন্দর্যবৈচিত্রী বলা হচ্ছে—কোথাও মরকতমণিময়ী অকৃত্রিম ভূমিতে কনকময় গুল্ম-লতা-বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, কোথাও স্বর্ণময়ী পথে মরকতমণির লতাদি শোভা পাচ্ছে, কোথাও পদ্মরাগমণির ভূমিতে স্ফটিকমণিময় গুল্ম-লতা-বৃক্ষ শোভা পাচ্ছে, কোথাও বা আবার স্ফটিক-মণিময়গৃহে পদ্মরাগমণির লতাদি শোভা পাচ্ছে।

১৯। কিঞ্চ, ক্বচিন্মরকতদ্রুমাঃ কনকবল্লিভির্বেল্লিতাঃ
ক্বচিৎ কনকপাদপা মরকতস্য বল্লীজুষঃ।
ক্বচিৎ স্ফটিকভূরুহাঃ কমলরাগবল্লীভৃতো
দ্রুমাঃ কমলরাগজাঃ স্ফটিকবল্লিভাজঃ ক্বচিৎ ॥

২০। যত্র চ— ন সোঽস্তি মণিভূরুহো বিবিধরত্নশাখো ন যঃ
সুচিত্রমণিপল্লবা ন খলু যা ন শাখাশ্চ তাঃ।
ন তেঽপি মণিপল্লবা বিবিধরত্নপুষ্পা ন যে
ন পুষ্পনিকরোঽপ্যসৌ বিবিধগন্ধবন্ধুর্ন যঃ ॥

২১। যত্র চ— বিহারমণিপর্ব্বতপ্রকরতঃ পতদ্ভির্মণি-,দ্রবৈরিব সুনির্ঝরৈঃ স্বয়মিতস্ততঃ পূরিতা।
স্থলস্থলরুহাং মণীতরমণীভিরাকল্পিতা, তথা মণিপতত্রিভির্বিলসিতালবালাবলী ॥

১৯। ন কেবলং ভূমিদ্রুমাদ্যৈরেব পরমৌচিত্যেন পরস্পরবিজাতীয়বর্ণ-রত্নময়তয়া সৌন্দর্য্যম্, কিন্তু পরস্পর-মিলিতয়োর্বৃক্ষবল্ল্যোরপীত্যাহ—ক্বচিদিতি। বেল্লিতা ব্যাপ্তাঃ "বেল্লিতং কুটিলে প্রোক্তং বাচ্যবদ্‌বিধুতে প্লুতে" ইতি বিশ্বঃ। এবমাত্র পূর্বোক্তা বক্ষ্যমাণাশ্চ বৃক্ষজাতয় এব কাশ্চিন্মরকতাদিমণিময্যঃ কেবলং পত্রাকৃতি-স্কন্ধবিন্যাসাদিভিরেব পরিচীয়ন্তে, কাশ্চন স্বরূপেণাপি স্থিতা জ্ঞেয়াঃ,—ভগবতো বিচিত্রলীলৌপয়িকত্বাৎ। অতএব ক্বচিৎ ক্বচিদিতি শব্দপ্রয়োগঃ। ন চৈবমাদীনামেতাদৃশত্বস্য কবিবর্ণনামাত্র-প্রমাণত্বং বাচ্যম্,—বহুতর-পুরাণাগম-সংহিতা-শ্রুতিভিরপ্যেবমেবোক্তত্বাৎ। কিন্তু তথাভূতত্বেন কদাচিৎ কৈশ্চিদ্দৃশ্যতে ন দৃশ্যতে চেত্যাদি স্তবকান্তে সপ্রমাণং ব্যাখ্যাস্যত ইতি ॥

২০। অথৈকস্মিন্নপি বৃক্ষে তথা বর্ণবৈচিত্রীমাহ—স মণিভূরুহো নাস্তি, বিবিধরত্নময্যঃ শাখা যস্য তথাভুতো যো ন স্যাৎ, তাশ্চ শাখা ন সন্তি, সুচিত্রা বহুবর্ণা মণিময়াঃ পল্লবা যাসু তথাভূতা যা ন স্যুঃ, তেঽপি বিচিত্রা মণিপল্লবা ন সন্তি, যে বিবিধরত্নময়পুষ্পা ন স্যুঃ, অসৌ পুষ্পনিকরোঽপি নাস্তি, বিবিধা মালত্যাদি-গন্ধা এব সজাতীয়ত্বাৎ বন্ধবো যস্য তথাভুতো যো ন ভবতি, বিবিধানাং গন্ধানামাশ্রয়রূপত্বাদ্‌বন্ধুরিতি বা ॥

২১। যেষু বৃক্ষেষু আলবালানামাবলী অস্তি। কীদৃশী? স্থলানাং স্থলরুহাং বৃক্ষাণাঞ্চ মণিভ্য ইতরমণিভিরা সম্যক্ কল্পিতা নির্মিতা; বিহারসম্বন্ধি-মণিময়পর্বতানাং প্রকরতো গলদ্ভির্মণিদ্রবৈরিব সুন্দরনির্ঝরৈঃ পূরিতা ॥

১৯। আরও, কোথাও মরকতমণিবৃক্ষ কনকলতায় ছেয়ে আছে, কোথাও কনকবৃক্ষ মরকতমণি-লতায় আলিঙ্গিত হয়ে আছে, কোথাও স্ফটিকবৃক্ষ পদ্মরাগলতায় আলিঙ্গিত হয়ে আছে, কোথাও আবার পদ্মরাগমণিময়-বৃক্ষ স্ফটিকলতার দ্বারা সেবিত হচ্ছে।

২০। এরপর একই বৃক্ষে পূর্বপ্রকার বর্ণবৈচিত্রী বলা হচ্ছে—এই বৃন্দাবনে তেমন মণিময়-বৃক্ষ একটিও নাই যা'র শাখা বিবিধ রত্নময়ী নয়, সেরূপ শাখা একটিও নাই যা' বহুবর্ণা মণিময়-পল্লবসমন্বিতা নয়, তেমন মণিপল্লব একটিও নাই যা বি[redacted]

২১। এই বৃন্দাবনস্থ বৃক্ষমূলবেষ্টিত যে জলাধার আছে তা' শ্রীকৃষ্ণবিহার-সম্বন্ধী মণিময়-পর্বতমালা থেকে প্রবাহিত গলিত মণিজলের মতো সুন্দর নির্ঝরের দ্বারা চতুর্দিক থেকে স্বয়ং পূর্ণ হতে থাকে; এই জলাধার স্থলমণি-বৃক্ষমণি এবং অন্যমণি দ্বারা সুঠামে নির্মিত, তথা মণিময় পক্ষীদ্বারা সুশোভিত।

● রত্নপুষ্পে ভরা নয়, তেমন পুষ্পও একটিও নেই যা বিবিধ সৌরভের বন্ধু নয়।

২২। যেঽমী তরবঃ পরমেষ্ঠিন ইব স্বয়ম্ভুবঃ, ধূর্জটয় ইব সুজটাঃ, তরণয় ইব সুচ্ছায়াঃ, সনকাদয় ইব সদাবালাঃ, চন্দ্রা ইব সমাহ্লাদিপাদাঃ, ধনুর্ভৃত ইব সুবলিতকাণ্ডাঃ, বিলাসিন ইব সুবল্কলাঃ, সুরসৈনিকা ইব সদাচ্ছবিশাখাঃ, কাণ্ডা ইব যোধা ইব সুপত্রাঃ, স্বর্গা ইব বর্ষা ইব বিলসৎসুমনসঃ, কর্ম্মযোগা ইব শরা ইব অব্যভিচারিফলা অবীজসমুৎপন্না অনারোপিতশ্রেণীবন্ধা অপরিপালিতবর্দ্ধিতা অনভিষিক্তস্নিগ্ধা অসময়-

২২। স্বয়মেব ভবন্তীতি স্বয়ম্ভুঃ; তরুপক্ষে—জটা জড় ইতি খ্যাতঃ; "শিফাজটে" ইত্যমরঃ; তরণয়ঃ সূর্যাঃ, ছায়া কান্তিঃ; পক্ষে—আতপাভাবশ্চ; সন্তি শোভনানি আলবালানি যেষাং তে; আহ্লাদিনঃ পাদাঃ কিরণাঃ অঙ্ঘ্রয়শ্চ যেষাং তে; "পাদা রশ্ম্যঙ্ঘ্রিতুর্যাংশাঃ" ইত্যমরঃ; কাণ্ডা বাণাস্তরুশরীরষষ্ঠয়শ্চ, সুষ্ঠু বলন্তাঃ কলাশ্চতুঃষষ্টিসংখ্যা যেষাম্; ক্বিবন্তো বল-ধাতুঃ; সদা অচ্ছো নির্মলো বিশাখঃ কার্তিকেয়ো যত্র, পক্ষে—সদাচ্ছবিঃ কান্তির্যাসু তথাভূতাঃ শাখাঃ যেষাম্। সুপত্রাঃ, কাণ্ডপক্ষে সুপক্ষাঃ, যোধপক্ষে সুবাহনাঃ, বৃক্ষপক্ষে সুদলাঃ; "পত্রং বাহনপক্ষয়োঃ পত্রং পলাশং ছদনম্" ইত্যমরঃ; সুমনসো দেবাঃ, মালত্যঃ পুষ্পাণি চ; "সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ", "সুমনা মালতী জাতিঃ", 'স্ত্রিয়ঃ সুমনসঃ পুষ্পম্" ইত্যমরঃ, ন ব্যভিচারীণি ফলানি, কর্মযোগপক্ষে—অদৃষ্টানি, শরপক্ষে লোহময়াগ্রাণি, বৃক্ষপক্ষে শস্যানি যেষাং তে; "লাভে সস্যে শরাদ্যগ্রে ব্যুষ্টৌ চ ফলকে ফলম্" ইতি শাশ্বতঃ; বীজং বিনৈব সমুৎপন্নাঃ,—কর্মণামনাদিত্বান্মূলবীজস্যাজ্ঞেয়ত্বেনাভাবাৎ; শরাণাং বাণানামপি শরস্ক্রোস্তবন্ধাত্তৈনেক্যম্, ততশ্চ তেষাং চ বীজং

শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষ ঃ

২২। এই বৃন্দাবনে যে সব বৃক্ষ আছে—তারা ব্রহ্মার মতো স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ স্বয়ংই উৎপন্ন, শিবের মতো সুন্দর জটাধারী, সূর্য যেমন উজ্জ্বল কান্তিমন্ত তেমনই এই সব বৃক্ষ শীতল ছায়াযুক্ত, সনকাদি যেমন সদা বালকরূপে স্থিত তেমনই এই বনের বৃক্ষ সদা আলবালসমন্বিত, চন্দ্র যেমন সদাই আনন্দপ্রদ কিরণ-সমন্বিত তেমনই এই বৃক্ষ সদা আনন্দপ্রদ মূলসমন্বিত, ধনুর্ধারী যেমন বানের দ্বারা সজ্জিত তেমনই এই বৃক্ষ সুবলিত স্কন্ধসমন্বিত, বিলাসিজন যেমন চৌষট্টি কলায় পারঙ্গত তেমনই এই বৃক্ষ সকল সুন্দর বল্কলে শোভিত, সুরসৈনিক যেমন সদা (অচ্ছ) নির্মল চরিত্র (বিশাখাঃ) কার্তিকসমন্বিত তেমনই এই সব বৃক্ষও সদা (অচ্ছবি) কান্তিমান (শাখাঃ) শাখাসমন্বিত, (কাণ্ড) বান যে প্রকার (পত্রাঃ) নীচে সুন্দর পাখীর পালকসমন্বিত এবং যোদ্ধা যে প্রকার সুন্দর (পত্রাঃ) বাহনসমন্বিত তেমনই এই বৃক্ষ সকল সুন্দর (পত্রাঃ) পত্রসমন্বিত, স্বর্গ যেমন বিলাসী (সুমনসঃ) দেবগণে অলঙ্কৃত তথা বর্ষাঋতু যেমন প্রস্ফুটিত (সুমনসঃ) মালতি পুষ্পে অলঙ্কৃত সেইরূপ এই সব বৃক্ষ প্রস্ফুটিত (সুমনসঃ) পুষ্পে শোভিত, সমস্ত কর্মযোগ যেমন চ্যুতিবিহীন ভাবে অদৃষ্ট-ফল দেয়—বাণ যে প্রকার চ্যুতিহীন ভাবে (ফলা) লৌহফলাসমন্বিত তেমনই এই বৃক্ষশ্রেণী চ্যুতিবিহীনভাবে ফলদান করে, কর্মযোগ যেমন বিনা বীজে সমুৎপন্ন (কর্ম অনাদি হওয়ার দরুণ এর সর্বমূল বীজ অজ্ঞেয় বলে 'বিনা বীজ' বলা হল)—শরবৃক্ষ যেমন বিনা বীজে নিজ জটা থেকে উৎপন্ন তেমনই এই সকল বৃক্ষ নিত্যসিদ্ধ হওয়ার দরুণ বিনাবীজে উৎপন্ন, কর্ম স্বরূপেই ধারাবাহিক বলে—শরবৃক্ষ স্বতঃই শ্রেণীবদ্ধ ভাবে থাকে বলে—আর এই বৃক্ষ সকল শ্রীভাগবৎ ইচ্ছায় শ্রেণীবদ্ধ ভাবেই থাকে বলে এদের এই শ্রেণীবদ্ধতা বাইরে থেকে কারোও দ্বারা আরোপিত নয়, কর্ম তথা শরবৃক্ষ যেমন বিনা পালনেই বর্দ্ধিত হয়—বিনা জলসেকেই স্নিগ্ধ থাকে—এবং সময়ের নিয়ম বিনাই পুষ্পফল দান করে সেই

নিয়মপুষ্পফলাঃ, চিত্রলেখা ইব সুকবি-ব্যাহারা ইব অন্যূনানতিরিক্তাঃ সর্ব্ব এব সমকালমেবাঙ্কুরিত-পল্লবিত-মুকুলিত-কুসুমিত-ফলিত-পচ্যমান-পক্বফলাস্তদবস্থা এব সর্ব্বদা জরীজৃম্ভন্তে ॥

২৩। কিঞ্চ, যেষাং বিম্বিতপল্লবৈরুভয়তো বিস্তারভাজামিব
প্রস্ফার-স্ফটিকালবালবলয়ে স্ফায়ন্ময়ূখাঙ্কুরে।
স্নাতুং নিঃসলিলেঽপি পূর্ণসলিল-ভ্রান্ত্যা ভৃশং পক্ষিণ-
শ্চঞ্চুভিঃ পরিতো বিকীর্য্য গরুতো ধুন্বন্তি মজ্জন্তি চ ॥

২৪। ক্বচন— আবালে জ্বলদিন্দ্রনীলঘটিতে তদ্রোচিষামূর্ম্মিভিঃ
কালিন্দী-পয়সেব বাতচপলেনাপূরিতে সর্ব্বতঃ।
লক্ষ্যন্তে তরবস্ত এব কতিচিদ্রোমাঞ্চিতাঃ কোরকৈ-
র্ধ্যানাবস্থিত-কৃষ্ণকান্তিপটলাশ্লেষপ্রবৃত্তা ইব ॥

বিনৈব স্বজটোৎপন্নত্বাৎ, তরূণামপ্যত্রত্যানাং বস্তুতো নিত্যসিদ্ধত্বাৎ ত্রিষ্বপি পক্ষেষু তুল্যোঽর্থঃ; ন আরোপিত কেনাপি শ্রেণিবন্ধো যেষাং তে,—কর্মণাং ধারাবাহিস্বরূপত্বাৎ, শরবৃক্ষাণামপি স্বত এব শ্রেণিবদ্ধত্বাৎ, অত্রত্যতরূণামপি ভগবদিচ্ছয়া তথাভূতত্বাৎ। অপরিপালিতা অপি বর্দ্ধিতাঃ, অনভিষিক্তা অপি স্নিগ্ধাঃ; ন সময়স্য নিয়মো যেষাং তথাভূতানি পুষ্পাণি ফলানি চ যেষাং তে; কর্মপক্ষে ভোগাৎ প্রাক্পরিণামবিশেষাঃ পুষ্পাণি; শরপক্ষে ফলং নিষ্পত্তিঃ "ফলং বীজে চ নিষ্পত্তৌ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; চিত্রাণাং লেখাঃ শ্রেণয়ঃ ইব সুকবীনাং ব্যাহারা উক্তয় ইব ন্যূনাতিরেকদোষরহিতাঃ; এককালমেব অঙ্কুরিতাশ্চ পল্লবিতাশ্চ মুকুলিতাশ্চ কুসুমিতাশ্চ ফলিতাশ্চ, তথা পচ্যমানানি পক্বানি চ ফলানি যেষাং তে পচ্যমান-পক্বফলাশ্চ তে তথা; তদবস্থা বর্ণিতাবস্থাঃ সন্ত এব জরীজৃম্ভন্তে, অতিশয়েন প্রকাশন্তে ॥

২৩। যেষাং তরূণাং প্রস্ফারস্য প্রবৃদ্ধস্য স্ফটিকস্যালবালানাং বলয়ে মণ্ডলে নিঃসলিলেঽপি পূর্ণসলিলভ্রান্ত্যা পক্ষিণঃ স্নাতুং গরুতঃ পক্ষান্ চঞ্চুভির্বিকীর্য ধুন্বন্তি কম্পয়ন্তি; "গরুৎ পক্ষচ্ছদাঃ পত্রম্" ইত্যমরঃ; মজ্জন্তি স্নান্তি চ। বলয়ে কীদৃশে? স্ফায়ন্তো বর্দ্ধমানা ময়ূখানাং স্ফটিককিরণানামঙ্কুরা যত্র তস্মিন্। যেষাং কীদৃশানাম্? তত্র বিম্বিতৈঃ প্রতিবিম্বিতৈঃ পল্লবৈরুভততোঽধশ্চোপরি চ বিস্তারভাজামিব ॥

প্রকার এই বৃক্ষশ্রেণীও বিনা পালনেই বর্দ্ধিত হয়—বিনা জলসেকেই স্নিগ্ধ থাকে—এবং সময়ের নিয়ম বিনাই পুষ্পফল দান করে, চিত্ররেখার মতো এবং সুকবির কবিতার মতো এই বৃক্ষশ্রেণী ন্যূনতা-অধিকতা দোষরহিত, এই বৃক্ষশ্রেণী একই সময়ে অঙ্কুরিত-পল্লবিত-মুকুলিত-কুসুমিত-ফলিত-অর্দ্ধপক্ক-পক্কফলসমন্বিত হয় এবং সেই অবস্থাতেই সদা অতি উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান থাকে।

২৩। আরও, অতিশয় উজ্জ্বল যে স্ফটিকমণি-আলবালবেষ্টনে প্রতিবিম্বিত হয়ে এই সকল বৃক্ষ নীচে-উপরে বিস্তৃতের মত দেখাচ্ছে, সেই উচ্ছলিত কিরণমঞ্জরীতে দীপ্ত আলবাল জলহীন হলেও জল-ভ্রান্তিতে পক্ষীগণ ওতে স্নানার্থে চঞ্চুদ্বারা পক্ষ চতুর্দিকে বিস্তার করে কাঁপাতে থাকে আর ডুব লাগাতে থাকে ॥

২৪। যার ইন্দ্রনীলমণি-কান্তিতরঙ্গ প্রতীতি জন্মিয়ে দিচ্ছে যেন বাতাসে চঞ্চল যমুনার নীল জলেই এ পরিপূর্ণ সেই উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণি-নির্মিত কোনও আলবালে প্রতিবিম্বিত কোনও কোনও বৃক্ষ মুকুলের দ্বারা রোমাঞ্চিতের মত দেখাচ্ছে, আরও মনে হচ্ছে যেন ধ্যানে উপস্থিতিকৃত কৃষ্ণকান্তিতরঙ্গকে এরা

২৫। অন্যে চ—কেঽপ্যালবালকুরুবিন্দময়ূখবৃন্দৈ-,র্লাক্ষারসৈর্নিরবধীব কৃতাভিষেকাঃ।
অন্তর্ন মান্তমিব সন্ততমেধমানং, কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্বমন্তি॥

২৬। সর্ব্ব এব ভগবদবতারা ইব চিদাত্মকতয়া বিবিধশক্তিমত্ত্বেন চালৌকিকা এব লোকে লৌকিকা ইব দৃশ্যন্তে॥

২৭। যত্র চ—বিলাসিন্য ইব ললিতপত্রাঙ্কুরাঃ, স্বাধীনভর্ত্তৃকা ইব প্রিয়েণ তরুণাভিরামেণ সদোপগূঢ়াঃ, অনুরাগিণ্য ইব সমুৎকলিকাঃ, নাকসংসদ ইব বিলসৎসুপর্ব্বাণঃ, পুষ্পবত্যোঽপি নীরজস্কাঃ, বক্রা অপি ন বক্রাঃ, চঞ্চলা অপি নাচিররোচিষঃ, সততভ্রমরা অপি অভ্রমরাঃ, মরুদান্দোলিতা অপি ন মরুৎ-

---

২৪। তদ্রোচিষামিন্দ্রনীলকান্তীনামূর্মিভিরেব বাতচপলীকৃতেন কালিন্দীজলেনেবাপূরিতে আবালে প্রতিবিম্বিতত্বেন ত এব তরবো ধ্যানেনাবস্থিতমুপস্থিতীকৃতং যৎ কৃষ্ণকান্তিপটলং তস্যাশ্লেষে প্রেম্ণালিঙ্গনকর্মণি প্রবৃত্তা ইব লক্ষ্যন্তে॥

২৫। কেঽপি তরব আলবালরূপাণাং কুরুবিন্দানাং রত্নবিশেষানাং ময়ূখবৃন্দৈরেব লাক্ষারসৈর্নিরবধি নিরন্তরমিব কৃতোঽভিষেকো যেষাং তে। উৎপ্রেক্ষিতমপ্যর্থমপহ্নুত্য পুনরন্যথা সম্ভাবয়তি—কৃষ্ণানুরাগরসমেব সম্যগুদ্বমন্তি মূলেনোদ্গিরন্তি, ন তে লাক্ষারসা ইত্যর্থঃ। অন্যযোগব্যবচ্ছেদক এবকার এবাপহ্নুতিলিঙ্গম্। কথমুদ্বমন্তি? অন্তঃ আত্মদেহমধ্যে ন মান্তমবকাশমপ্রাপ্নুবন্তম্। কুতঃ? সন্ততমেধমানং সদা বর্দ্ধমানম্॥

২৬। নন্বেবম্ভূতত্বেন কিমিতি সর্বৈরেব লোকৈঃ প্রকটং ন দৃশ্যন্তে? তত্রাহ—সর্ব এবেতি। ততশ্চ তেষাং যথা প্রাকৃততুল্যাকারচেষ্টাদীনামপি বাস্তবত্ব-চিন্ময়ত্বেনোপাস্যত্বাদিকং শাস্ত্রে নির্ণীতম্, ন তু মায়িকত্বমপি, তথা অমীষাঞ্চ॥

২৭। পত্রাঙ্কুরাঃ পত্রলেখাঃ, পত্রাণি অঙ্কুরাশ্চ; প্রিয়েণ, কীদৃশেন? তরুণশ্চাসাবভিরামশ্চেতি তথা তেন। পক্ষে তরুণেতি তৃতীয়ান্তম্। উৎকলিকা উৎকণ্ঠা, "উৎকণ্ঠোৎকলিকে সমে" ইত্যমরঃ; পক্ষে উৎকৃষ্টা কলিকা; নাকসংসদঃ স্বর্গসভাঃ, বিলসন্তঃ সুপর্বাণো দেবা যত্র; পক্ষে বিলসন্তি শোভন-পর্বাণি যাসু তাঃ; নিরজস্কা মালিন্যরহিতাঃ, পুষ্পবত্যঃ স্ত্রিয়ো হি রজস্বলা ভবন্তি, এতাস্তু ন তথেতি বিরোধঃ; বক্রা অনৃজু-শরীরা অপি ন বক্রা ন ক্রূরাঃ,—পত্রপুষ্প-

---

আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হয়ে আছে।

২৫। কোনও বৃক্ষ আলবালরূপ কুরুবিন্দের (রত্নবিশেষের) কিরণচ্ছটায় সদা অভিষিক্ত হচ্ছে, প্রতীতি হচ্ছে যেন লাক্ষারসেই অভিষিক্ত হচ্ছে—অথবা মনে হচ্ছে যেন সদা উচ্ছলিত কৃষ্ণানুরাগ-রসই নিজদেহমধ্যে স্থানাভাবে মূল দিয়ে উদ্গিরিত হচ্ছে॥

২৬। এই সব বৃক্ষ সমস্তই ভগবদবতারের মতো চিন্ময় হওয়াতে তথা বিবিধশক্তিযুক্ত হওয়াতে অলৌকিকই, কিন্তু এই জগতে জড় চক্ষুতে লৌকিকের মতো প্রতিভাত হচ্ছে।

শ্রীবৃন্দাবনের লতা ঃ

২৭। বিলাসিনী নারী যেমন চন্দন-রচিত চিত্রে চিত্রিতা তেমনই শ্রীবৃন্দাবনের লতা পত্রে ও অঙ্কুরে চিত্রিতা, স্বাধীনভর্ত্তৃকা নারী যেমন তরুণাভিরাম প্রিয়তমের দ্বারা সদা আলিঙ্গিতা তেমনই এই লতা অভিরাম প্রিয়তম বৃক্ষের দ্বারা সদা আলিঙ্গিতা, অনুরাগিণী নারী যেমন অতিশয় উৎকণ্ঠায় ব্যাকুলিতা তেমনই এই লতা সুন্দর কলিকায় ব্যাপ্তা, দেবসভা যেমন বিলাসী দেবগণে শোভিতা তেমনই এই সব লতা নিজের সুন্দর গাঁটের দ্বারা সুশোভিতা, পুষ্পবতী (রজস্বলা) নারী রজোধর্ম প্রাপ্তিতে অশুদ্ধ হয় কিন্তু এই লতা পুষ্পবতী হয়েও শুদ্ধ থাকে, এই লতা বক্রা হয়েও বক্রা নয় অর্থাৎ নিষ্ঠুরা নয় পত্র পুষ্পাদি

স্পৃষ্টাঃ সর্ব্বা এব সর্ব্বকামপ্রদা বীরুধঃ ॥

২৮। যত্র চ মণিময়ালবালোপরি-কৃতোপধানতয়েব সুখসুপ্তেনেব বিভুগ্নবৃন্তেন ফল-নিকুরম্বেণ পরিতঃ কৃতমূলমণ্ডনৈরিব নারিকেলপোতৈরভিতোঽভিরমণীয়ানি, তনুমধ্যমা মধ্যমানামিব করগ্রাহ্যাণাং ফলনিকরাণাং ভরেণাধোমুখৈরভিতো বিলম্বমানৈর্বৃন্দৈঃ পরিতঃ কৃতকণ্ঠমণ্ডনৈরিব পূগতরুভিরিতস্ততঃ কমনীয়ানি, পরিপাকেঽপি নাঽরং গলতা নারঙ্গলতা-ফল-নিকুরম্বেণ সতত-সমুদিতামিত-মঙ্গলা-পরম্পরা-পরং পরাগতান্যগ্রহমিব নভস্তলং বিদধানানি, সুপল্লবলীলতাঽনটনেন লবলীলতা-নটনেন নয়নরঞ্জনানি, কেশরি-নখরশিখরবিদার-বিকসন্মৌক্তিক-নিকরেণ রুধিরারুণেন করিকলভ-কুম্ভনিবহেন কৃতোপমৈঃ পরিপাক-

ফলাদিভিঃ সর্বেষাং প্রিয়াচরণাৎ; 'বক্রঃ স্যাৎ কুটিলে ক্রূরে:" ইতি বিশ্বঃ। ন অচিররোচিষঃ, কিন্তু চিরসময়ব্যাপি-কান্তয়ঃ; চঞ্চলা বিদ্যুতো হি অচিররোচিষো ভবন্তি; 'বিদ্যুচ্চঞ্চলা চপলাপি চ" ইত্যমরঃ; সতত-ভ্রমরা নিরন্তরভ্রমর-যুক্তাঃ, ন ভ্রমং রান্তি দদতীতি তাঃ; নমরুদ্ভির্দেবৈঃ স্পৃষ্টাঃ, কৃষ্ণলীলাস্পদত্বাৎ; "মরুতৌ পবনামরৌ" ইত্যমরঃ ॥

২৮। যত্র চ বৃন্দাবনে কানিচিদুপবনানি সন্তি। কীদৃশানি? নারিকেলানাং পোতৈরভিতঃ সর্বতোঽভিরম-ণীয়ানি; পোতাঃ পোধা ইতি খ্যাতাঃ; কীদৃশৈঃ? বিভুগ্নবৃন্তেন সতা ভূমিলগ্নেন পতিতেন ফলনিকুরম্বেণ পরিতঃ কৃতানি মূলস্য মণ্ডনানি যৈস্তৈঃ; ফলসমূহেন কীদৃশেন? আলবালোপরি কৃতমুপধানং যেন তস্য ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা সুখং সুপ্তেনেব জনৈরুৎপ্রেক্ষ্যমাণেনেত্যর্থঃ; পূগতরুভিগুবাকবৃক্ষৈঃ কমনীয়ানি; কীদৃশৈঃ? ফলনিকরাণাং বৃন্দৈঃ কান্দীতি খ্যাতৈঃ পরিতশ্চতুর্দিক্ষু কৃতানি কণ্ঠস্য মণ্ডনানি যেষাং তৈঃ; বৃন্দৈঃ কীদৃশৈঃ? ভরেণাধোমুখৈঃ, অতএবা-ভিতঃ সর্বতো বিলম্বমানৈঃ; তনুমধ্যমা উত্তমাঙ্গনাস্তাসাং মধ্যমানাং মধ্যদেশানামিব করগ্রাহ্যাণাং মুষ্টিমাত্রগ্রাহ্যত্বাৎ, পক্ষে বৃক্ষাণামত্যুচ্ছ্রিতত্বাৎ মূলে স্থিত্বৈব করেণৈব গ্রহীতুং শক্যানাং ফলনিকরাণাম্; "মধ্যমং চাবলগ্নঞ্চ মধ্যোঽস্ত্রী" ইত্যমরঃ; নারঙ্গলতা নারঙ্গীতি খ্যাতা, তস্যাঃ ফলসমূহেন সতত-সমুদিতা অমিতা অপরিমিতা মঙ্গলস্য মঙ্গলগ্রহস্য পরম্পরা ক্রমবাহুল্যং তৎপরং নভস্তলং বিদধানানি কুর্বাণানি; মঙ্গলস্য লোহিতবর্ণত্বাদাকাশগতত্বাচ্চ এতৎ ফলসাধর্ম্যম্,

দ্বারা প্রিয় আচরণ করে থাকে), এই লতা চঞ্চল হয়েও বিদ্যুতের মতো চঞ্চল কান্তিযুক্ত নয় (স্থির কান্তিযুক্ত), এই লতা সদা ভ্রমর-চুম্বিতা হয়েও 'অভ্রমরা' অর্থাৎ অন্যকে ভ্রমে ফেলে না, মরুতের দ্বারা আন্দোলিতা হলেও 'মরুৎ' অর্থাৎ দেবগণের অস্পৃষ্টা এই লতা (কৃষ্ণলীলার উপকরণ বলে)—শ্রীবৃন্দাবনের এইসব লতা সকলেই সকল কামদাতৃ।

শ্রীবৃন্দাবনের উপবন ঃ

২৮। শ্রীবৃন্দাবনে কিছু উপবনও আছে। এই উপবনের চতুর্দিক নারিকেলের ছোট ছোট বৃক্ষের দ্বারা সুশোভিতা, এই বৃক্ষগুলির বোঁটাচ্যুত মাটিতে ঝরে পড়া ফলগুলি মণিময় আলবালকে যেন বালিশ করে সুখে শুয়ে আছে, এতে বৃক্ষমূলের চতুর্দিকে অপূর্ব শোভা হয়েছে; সুন্দরী স্ত্রীলোকের কটিদেশের মত মুষ্টিমাত্রে গ্রাহ্য সুপারিকান্দিগুলির ভারে নীচের দিকে ঝুঁকে পড়া সুপারিবৃক্ষে কণ্ঠমালার মতো দোলায়িত কান্দিতে শোভন সুপারিবৃক্ষ এই উপবনকে কমনীয়তা দান করেছে; সুপক্ক অবস্থাতেও নারঙ্গ-লতার যে লাল ফলগুলি শীঘ্র বোটাচ্যুত হয়ে নীচে পড়ে যায় না, তারা প্রতীতি জন্মাচ্ছে যেন সতত সমুদিত অসংখ্য অসংখ্য লাল রংয়ের মঙ্গলগ্রহ অন্যগ্রহকে হটিয়ে দিয়ে সমস্ত আকাশ জুরে বসে আছে; এই

বিলোহিতৈর্বিদীর্য্যমাণতয়া ব্যক্ত-বীজরাজিভিস্তৎকালাপতিত-শুকচরণাঘাত-সমধিকাবনতৈঃ ফলনিকরৈঃ সুললিতেন নিখিলদিগ্‌বধূসীমন্ত-সিন্দূরপূরমনুভাবয়ৎসু কুসুমসমূহেষু সদালিমীলতাঽবনেন দালিমী-লতা-বনেন চমৎকারকারীণি, ষড়ূর্মি-খর্জ্জুর-হিতানি খর্জ্জূ-রহিতানি, নিঃসারিতৌকোমলেন কোমলেন মৃদ্বীকা-মধুরেণ মৃদ্বী-কামধুরেণাবান্তর-কাননেন মনোহরীণি, অভিতঃ ফলিনীভিঃ ফলিনীভিশ্চ পরম-রমণীয়ানি, সকামজন-মনাংসীব সফলকর্ম্মরঙ্গাণি স্বরঙ্গনানীব ললিতরম্ভাণি সঙ্গীতানীব বিবিধরমণীয়-

---

তেনৈব হেতুনা পরাগতঃ পরাস্তোঽন্যগ্রহো যত্র তথাভূতমিব উৎপ্রেক্ষ্যমাণমিত্যর্থঃ ; ফলনিকুরম্বেণ কীদৃশেন ? পরি সর্বতোভাবেন পাকেঽপি সতি ন অরমতিশয়েন গলতা স্রবতা ; লবলীলতায়া লোআলীতি খ্যাতায়া নটনেন, মন্দপবনান্দোলিতত্বাৎ ; কীদৃশেন ? সু শোভনাঃ পল্লবা যস্যাং তথাভূতা লীলা যস্যাস্তস্যা ভাবঃ সুপল্লবলীলতা, তস্যাঃ সুপল্লবলীলতায়াঃ স্থিতিরনটনমগমনং কিন্তু স্থিতিরেব যস্মিন্ তেন নটনেন ; দালিমীলতায়া দাড়িমীলতায়া বনেন, ডলয়োরৈক্যং যমকানুরোধাৎ ; কীদৃশেন ? নিখিলানাং দিগ্বধূনাং সীমন্তস্য সিন্দূরপূরমনুভাবয়ৎসু সুজ্ঞাপয়ৎসূৎপ্রেক্ষয়ৎস্বিতি যাবৎ, পুষ্পসমূহেষু সদা অলীনাং ভ্রমরাণাং মীলতাং মীলত্বং রসতৃপ্ততয়া তন্দ্রামবতীতি তথা তেন ; 'মীলশ্মীল নিমেষণে' শচাদিঃ। পুনঃ কীদৃশেন ? ফলনিকরৈঃ সুষ্ঠু ললিতেন ; কীদৃশৈস্তৈঃ ? বিদীর্যমাণতয়া ব্যক্তা বীজরাজির্যেষাং তৈঃ ; তস্মিন্নেব কালে আপতিতানাং শুকানাং চরণাঘাতেন সমধিকং যথা স্যাত্তথা অবনতৈঃ ; করিকলভানাং হস্তিশাবকানাং কুম্ভনিবহেন সংকৃতা উপমা যেষাং তৈঃ ; কুম্ভনিবহেন কীদৃশেন ? কেশরিণাং সিংহানাং নখরশিখরৈর্নখাগ্রৈর্বিদারাদ্বিকসন্তো মৌক্তিকনিকরা যস্মিংস্তেন, অতএব রুধিরেণ হেতুনা অরুণেন তদুদ্গতত্বান্মৌক্তিকানামপ্যারুণ্যং প্রাপ্তমতঃ জ্ঞেয়ম্ ; ষড়ূর্ময় এব খর্জূর্ব্যাধিবিশেষঃ ; "কণ্ডূঃ খর্জূশ্চ কণ্ডূয়া" ইত্যমরঃ, তয়া রহিতানি, "শোকমোহৌ জরামৃত্যু ক্ষুৎপিপাসে ষড়ূর্ময়ঃ"; পক্ষে খর্জূরৈর্বৃক্ষভেদৈর্হিতানি ; নিঃসারিতানি দূরীকৃতানি ওকসাং স্থানানাং মলানি তৃণপর্ণজম্বালাদীনি যত্র তেন ; মৃদ্বীকাভির্দ্রাক্ষাভির্মধুরেণ. "মৃদ্বীকা গোস্তনী দ্রাক্ষা" ইত্যমরঃ। অতএব মৃদ্বীনামঙ্গনানাং কামধুরা বাঞ্ছিতভারো যত্র তেন ; ফলবতীভিঃ প্রিয়ঙ্গুভিঃ প্রিয়ঙ্গুলতাভিঃ ; "প্রিয়ঙ্গুঃ ফলিনী ফলী" ইত্যমরঃ ; সফলে স্বর্গাদি-সাধকে কর্মণি রঙ্গঃ কর্ত্তব্যত্বেন উৎসাহো যেষু তানি ; পক্ষে ফলসহিতঃ কর্মরঙ্গঃ কামরঙ্গা ইতি খ্যাতো বৃক্ষো যেষু

উপবন শোভন পল্লবমণ্ডিত লবলী-লতার নৃত্যে নয়ন-রঞ্জন হয়ে আছে ; কেশরি-নখরাগ্রের দ্বারা হস্তী-শাবকের মস্তক বিদারণে ব্যক্ত রুধিরারুণ গজমতিশ্রেণীর সঙ্গে উপমেয়, অত্যন্ত পরিপক্কতায় স্ফুটিত দাড়িম থেকে বিকসিত অরুণবর্ণ বীজরাজিতে শোভন, এবং তৎকালে শুকচরণাঘাতে অত্যন্ত অবনত সুন্দর ফলের দ্বারা সুললিত, নিখিল দিগ্‌বধুসীমন্তসিন্দুরবিন্দুসম অলিমিলিত কুসুমনিকরের দ্বারা লালিত—দাড়িমলতাদামের দ্বারা এই উপবন চিত্ত-চমৎকারী হয়ে আছে ; এই উপবনে শোকমোহজরামৃত্যুক্ষুৎ-পিপাসা এই ষড়োর্মীরূপ কণ্ডুব্যাধি নাই, খর্জুরবৃক্ষের রসদানে সবার হিতকারী এই উপবন ; তৃণপত্রাদি স্থানীয় মলরহিত্যে ললিত, দ্রাক্ষায় মধুর, ব্রজাঙ্গনাগণের সর্ববাঞ্ছাপূরক অবান্তর কাননের পোষণে মনোহারী এই উপবন ; ফলবতী শ্যামালতায় পরমরমণীয় হয়ে আছে এই উপবনের চতুর্দিক ; সকামজনের মন যেমন 'সফলকর্মরঙ্গানি' অর্থাৎ স্বর্গাদিসাধক কর্মে উৎসাহিত তেমনই এই উপবন 'সফলকর্মরঙ্গানি' অর্থাৎ ফলযুক্ত কামরাঙ্গা বৃক্ষের দ্বারা শোভিত ; স্বর্গের অঙ্গন যেমন 'ললিতরম্ভানি' অর্থাৎ রম্ভা নামক সুন্দরী অপ্সরায় অলঙ্কৃত তেমনই এই উপবন 'ললিতরম্ভানি' অর্থাৎ সুন্দর কদলি বৃক্ষে অলঙ্কৃত ; সঙ্গীত

তালানি, কর্ম্মকাণ্ডানীব নিরবধি-সুপাক-কণ্টকিফলানি, রূপকোপরূপকাণীব সফলশৈলূষাণি, মেরুমন্দরশৃঙ্গ-বিশেষ-তেজাংসীব জম্বূজনিতশ্যামিমানি, নারায়ণতপাংসীব বদরিকাবনাধিকরণানি কানিচিদুপবনানি ॥

২৯। যস্য চ কালাতীতস্যাপি ষড়্‌ভিরেব ঋতুভির্ভগবল্লীলৌপয়িকতয়াঽপ্রাকৃতৈরপি প্রাকৃতৈরিব ভাসমানৈঃ কৃতবিভাগাঃ; ষড়্‌বিভাগাঃ, যথা—বর্ষাহর্ষঃ, শরদামোদঃ, হেমন্তসন্তোষঃ, শিশিরসুখাকরঃ, বসন্তকান্তঃ, নিদাঘসুভগশ্চেতি ॥

৩০। তেষু চ ভগবদ্‌ভক্তিযোগ ইব সতত ঘনরসদঃ, ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার ইব সদানন্দদ-

---

তানি; স্বঃ স্বর্গস্য অঙ্গানানি প্রাঙ্গণানি; ললিতা রম্ভা তন্নাম্নী অপ্সরা নাট্যার্থমাগতা যেষু তানি; পক্ষে রম্ভা কদলীবৃক্ষঃ; তালা নৃত্যবাদ্যনিষ্ঠাঃ, তালবৃক্ষাশ্চ; সুষ্ঠু পাকে পরিণামে সতি কণ্টকযুক্তানি ফলানি স্বর্গাদীনি যেষু—পাতশঙ্কা-মাৎসর্যাসূয়াদিদোষবাহুল্যাৎ; পক্ষে সুপক্ক-পনসফলানি; রূপকাণি নাটকাদীনি, উপরূপকাণি নাটিকাদীনি, সফলাঃ সার্থকাঃ শৈলূষাঃ নটা যত্র তানি; "শৈলূষা জায়াজীবাঃ কৃশাশ্বিনঃ, ভরতা ইত্যপি নটাঃ" ইত্যমরঃ; পক্ষে শৈলূষা বিল্ববৃক্ষাঃ; "বিল্বে শাণ্ডিল্যশৈলূষৌ" ইত্যমরঃ; মেরুমন্দারো নাম সুমেরুপার্শ্ববর্ত্তিপর্বতঃ, তত্রৈব দ্বীপাখ্যাপকস্য মহাজম্বূবৃক্ষস্য সত্ত্বাৎ, বদরিকাবনং বদরিকাশ্রমঃ অধিকরণং আশ্রয়ো যেষাং তানি; পক্ষে বদরীবনস্যাধিকরণানীতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ ॥

২৯। যস্য বৃন্দাবনস্য ষড়্‌বিভাগাঃ সন্তি। কীদৃশাঃ? ষড়্‌ভির্ঋতুভিঃ কৃতা বিভাগাঃ প্রতিস্বং বিশিষ্য ভাগা যেষাং তে। তানেবাহ—বর্ষাহর্ষ ইতি। বর্ষাভির্হৃষ্যতি হর্ষয়তীতি বা সঃ; সুখং করোতীতি(পা° ৫।৪।৬৩)"সুখপ্রিয়াদানু-লোম্যে" ইতি ডাচ্‌প্রত্যয়ান্তঃ; সুখানামাকর ইতি বা ॥

৩০। তেষু বিভাগেষু মধ্যে বর্ষাহর্ষো নাম বিভাগঃ। কীদৃশ? সততং ঘনং নিবিড়ং রসং শ্রীকৃষ্ণানুরাগলক্ষণং

যেমন অনেকপ্রকার রমনীয় তালসমন্বিত তেমনই এই উপবন অনেকপ্রকার রমনীয় তালবৃক্ষসমন্বিত; কর্মকাণ্ড যেমন পরিণামে নিরন্তর 'কণ্টকিফলানি' অর্থাৎ পতনাশঙ্কাদি কণ্টকান্বিত স্বর্গাদি ফলসম্পন্ন তেমনই এই উপবন নিরন্তর 'সুপককণ্টকিফলানি' অর্থাৎ কাঠালফলে সুরভিত; নাটক নাটিকা যেমন সফল 'শৈলূষানি' অর্থাৎ নটসমন্বিত তেমনই এই উপবন সফল শৈলূষানি' অর্থাৎ বিল্ববৃক্ষসমন্বিত; মেরুমন্দার পর্বতের শৃঙ্গের অঙ্গদ্যুতি যেমন জম্বুদ্বীপের জামবৃক্ষের শ্যামলিমায় শ্যামলতা প্রাপ্ত হয়ে আছে তেমনই এ-উপবনও জামবৃক্ষের শ্যামলিমায় শ্যামলতা প্রাপ্ত হয়ে আছে; নারায়ণের তপস্বিগণের আশ্রয় যেমন 'বদরিকাবনাধিকরণানি' অর্থাৎ বদরিকাশ্রম তেমনই এই উপবন 'বদরিকাবনাধিকরণানি' অর্থাৎ কুলবনের আশ্রয়।

শ্রীবৃন্দাবনের ঋতু ঃ

২৯। শ্রীবৃন্দাবন কালাতীত হলেও ছয় ঋতুতে বিভক্ত, এর ছয়টি বিভাগ আছে, এই ঋতু ছয়টি ভগবল্লীলার উপায়ন বলে অপ্রাকৃত হয়েও প্রাকৃতের মতো প্রতীয়মান হয়। এই ছয় ঋতুর নাম—বর্ষাহর্ষ, শরদামোদ, হেমন্তসন্তোষ, শিশিরসুখাকর, বসন্তকান্ত, নিদাঘসুভগ।

বর্ষাহর্ষ বিভাগ ঃ

৩০। শ্রীভগবদ্‌ভক্তিযোগ যেমন সতত শ্রীকৃষ্ণানুরাগরূপ নিবিড় রসদাতৃ তেমনই এই বিভাগ

চিররোচিঃ; পার্ব্বতীবিগ্রহ ইব সদাসমুৎকণ্ঠিত নীলকণ্ঠঃ; ন্যায়গ্রন্থ ইব সদাত্যূহকোলাহলঃ; গরুত্মানিব সদা সারঙ্গরুতং বিভ্রাণঃ দিনকর ইব বিকাশিত-ককুভাবলিঃ; লীলোপয়িকতয়া লঘু লঘু নিপতদম্বুকণনিকরনিরন্তরোৎপদ্যমান-নবমৃদুল তৃণাঙ্কুরান্মরকতমণিশিলাকিরণাঙ্কুর-নিকুরম্ব সম্ভালনয়া পরিতঃ পরিহায় মরকতমণিভূমিষ্বেব তৎকিরণ-কন্দলীর্বাষ্প-চ্ছন্ন-সস্তধিয়াচামদ্ভিশ্চমূরু চয়ৈরভিতোঽভিতঃ শোভমানঃ; মুহুর্মুহু-সঞ্চরদিন্দ্রগোপনিকরৈরিতস্ততঃ সজীবৈরিব কমলরাগ-শকলৈঃ কলিতং নবতৃণাঙ্কুরময়-হরিতপট্টকূর্পাসকং ভুবো বক্ষসি নিধাপয়ন্নিব লঘুতর-শীকরনিকরবাহি কদম্বপরিমল বিমলজলধরানিল শীতলঃ স কিল বর্ষাহর্ষো নাম ॥

দদাতীতি সঃ; পক্ষে ঘনরসো জলং "মেঘপুষ্পং ঘনরসঃ" ইত্যমরঃ; সত্যমানন্দদং চিরং রোচিঃ প্রকাশো যত্র; পক্ষে সদানন্দন্তী অচিররোচির্বিদ্যুদ্যত্র সঃ; নীলকণ্ঠো মহেশো ময়ূরশ্চ, সদা অত্যূহে অতিশয়তর্কে বিচারাৎ কোলাহলো যত্র সঃ; পক্ষে দাত্যূহ-কোলাহলেন সহ বর্তমানঃ; "দাত্যূহো ডাহুকঃ" ইতি খ্যাতঃ পক্ষী; গরুত্মান্ গরুড়ঃ, সদাসারং সদাবলং গরুতং পক্ষং বিভ্রাণঃ; পক্ষে সদা সারঙ্গাণাং চাতকানাং রুতং শব্দং পুষ্ণন্; "সারঙ্গে চাতকে ভৃঙ্গে" ইতি মেদিনী; ককুভানাং দিশামাবলিঃ শ্রেণী; "টাপঞ্চাপি হলন্তানাম্" ইতি বচনাৎ দিশা বাচেত্যাদিবৎ ককুভাশব্দোঽপি টাবন্তো দৃষ্টঃ। তথা চ কশ্যপঃ—"ভূমিপুত্রাদয়ঃ সর্বে যস্যামস্তমিতে রবৌ। দৃশ্যন্তে ককুভায়াং বৈ ততোঽনিষ্টং বিনির্দিশেৎ ॥" ইতি; পক্ষে ককুভোঽর্জুনবৃক্ষঃ; লীলোপয়িকতয়া স্পৃহণীয়ত্বেনেত্যর্থঃ। লঘু লঘু যথা স্যাত্তথা নিপততামম্বুকণানাং নিকরেণ হেতুনা নিরন্তরমুৎপদ্যমানা জায়মানা নবা মৃদুলাস্তৃণাঙ্কুরাস্তান্ মরকতমণিশিলানাং কিরণাঙ্কুরা এবৈতে নূনং ভবন্তি, ন পুনস্তৃণাঙ্কুরা ইতি সম্ভালনয়া সম্যগ্ দৃষ্ট্যা নিরূপণেন, পরিত ইতি বামতো দক্ষিণতঃ পৃষ্ঠতশ্চ পরিত্যজ্য, আচামদ্ভির্ভুঞ্জানৈঃ, যথৈবাচমনমতৃপ্তিকরম্, তথৈব তেষামবাস্তবত্বাদতর্পকত্বাদ্ভক্ষণাভিনয়মাত্রমিতি ভাবঃ। চমূরবো মৃগভেদাঃ; মুহু মুহু যথা স্যাত্তথা সঞ্চরদ্ভিরিন্দ্রগোপসমূহৈঃ; ইন্দ্রগোপা লোহিতবর্ণসূক্ষ্মকীটবিশেষাস্তৈঃ. সজীবৈঃ প্রাণবদ্ভিরিব পদ্মরাগখণ্ডৈঃ কলিতং জটিতং নবতৃণাঙ্কুরময়ং হরিতং হরিদ্বর্ণং পট্টকূর্পাসকং

সতত প্রবল জলধারাদাতৃ; ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকার যেমন সদানন্দদায়ী চির-আলোকে আলোকিত তেমনই এ সদানন্দদায়ী-চঞ্চল বিদ্যুৎচমকে আলোকিত; পার্বতীদেবী যেমন মহাদেবকে সমুৎকণ্ঠিত করে তেমনই এ ময়ূরকে সমুৎকণ্ঠিত করে; ন্যায়গ্রন্থ যেমন অতিশয় তর্ক-বিচারে কোলাহলপূর্ণ তেমনই এ ডাহুক পাখীর কলরবে মুখরিত, শ্রীগরুড় যেমন সদা বলবান পাখায় দীপ্ত তেমনই এ সদা চাতকের ডাকে মুখরিত, সূর্যদেব যেমন দিগ্‌মণ্ডলকে আলোকিত করে রাখে তেমনই অর্জুনবৃক্ষ একে আলোকিত করে রেখেছে; শ্রীকৃষ্ণলীলার উপায়নরূপে যে বিন্দু বিন্দু বারিপাত হচ্ছে তার সেচের দ্বারা উৎপাদিত নব-মৃদুল তৃণাঙ্কুরকে যারা মরকতমণিশিলার কিরণজাল বলে ভুল করে এপাশে ওপাশে পরিত্যাগ করে মরকতমণিভূমিতে এসে তৎকিরণজালকে অতি কোমল তৃণাঙ্কুর বলে ভুল করে খাওয়ার মতো ভঙ্গী করছে সেই চমূরুমৃগদ্বারা এর চতুর্দিক শোভিত হয়ে আছে; মুহু মুহু সঞ্চরণশীল লাল ইন্দ্রগোপসমূহে এখানে সেখানে জড়িত নব-তৃণাঙ্কুরকে মনে হচ্ছে যেন সজীব কমলরাগমণিকণায় খচিত পীত রেশমি কঞ্চুলিকা এর নব তৃণাঙ্কুরময় ধরণীবক্ষে বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে; এতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাবাহী, কদম্ব-পরিমলে সুরভিত, এবং বিমল জলধরসম্বন্ধী শীতল বায়ু প্রবাহিত।

৩১। কিঞ্চ, সমুন্মিষিত-মালতীকুসুমসুস্মিতা মেদিনী, কদম্বতরুকোরকৈঃ পুলকিতা বনানাং ততিঃ।
অজস্রগলদস্রভৃদ্ঘনপয়ঃকণানাং গণৈ-,রপি দ্যুরমণী সমং যদনুরাগমাতন্বতে ॥

৩২। কিঞ্চ, যত্র—
পুরন্দরধনুর্লতাতিলকচারু-ভালস্থলা, তড়িৎকনককেতকীদল-লসত্তমঃকুন্তলা।
বিলোলবিষকণ্ঠিকা-বিমলমালভারিণ্যসৌ, নবোন্নতপয়োধরা হরিমনোহরা দিগ্‌বধূঃ ॥

৩৩। সারঙ্গীকুলকাকু-কর্ষণবিধেরাশ্বাসবাগ্মানিনী
মানক্ষোদন-পেষণীভ্রমিবলৎসুস্নিগ্ধ-মন্দ্রধ্বনিঃ।

পট্টকঞ্চুলিকাং নিধাপয়ন্ অর্পয়ন্নিব; "চোলকূর্পাসকৌ স্ত্রিয়াঃ" ইত্যমরঃ। লঘুতরশীকরনিকরবাহিনেতি মান্দ্যম্, কদম্বানাং পরিমলো যত্র তেনেতি সৌগন্ধ্যম্, বিমলজলধরসম্বন্ধিনেতি শৈত্যমুক্তম্। তথাভূতেনানিলেন শীতলঃ স্নিগ্ধোঽয়ং বর্ষাহর্ষো বিভাগঃ, ন তু প্রাক্তন-নিদাঘবদ্রূক্ষ ইতি ভাবঃ ॥

৩১। সম্যগুন্মিষিতৈর্বিকসিতৈর্মালতীনাং কুসুমৈরেব শোভনং স্মিতং যস্যাঃ সা মেদিনী যথা পুলকিতা পুলকবতী বনানাং ততিঃ শ্রেণী, তথা দ্যুরমণী দ্যৌরেব রমণী সাপি অজস্রং নিরন্তরং গলদস্রং বিভর্তি। কৈঃ? ঘনা মেঘাস্তৎ সম্বন্ধি-পয়ঃকণানাং গণৈঃ, যদ্যত্র বর্ষাহর্ষবিভাগে সমং তুল্যমেবানুরাগম্, স্মিতপুলকাশ্রূণাং হর্ষানুভাবকত্বাৎ, আতন্বতে বিস্তারয়ন্তি। তিস্রো মেদিনী-বনততি-দ্যুরমণ্যোঽনুরাগিণ্য ইবোৎপ্রেক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥

৩২। দিগ্বধূঃ দিগেব বধূঃ, হরের্মনোহরা, অপূর্বশোভয়েত্যর্থঃ। পুরন্দর-ধনুর্লতেব তদাকারং তিলকং তেন চারু সুন্দরং ভালস্থলং যস্যাঃ সা; তড়িতো বিদ্যুত এব কনককেতকীদলানি তৈর্লসন্তি তমাংস্যেব কুন্তলাঃ কেশা যস্যাঃ সা; বিলোলাভির্বিষকণ্ঠিকাভির্বকপংক্তিভিরেব বিমলমালাভারবতী; (পা০ ৬।৩।৬৫) "ইষ্টকেষীকা-মালানাং চিত-তূল-ভারিষু" ইতি হ্রস্বত্বম্; "বলাকা বিষকণ্ঠিকা" ইত্যমরঃ; পয়োধরঃ স্তনো মেঘশ্চ, "স্ত্রীস্তনাব্দৌ পয়োধরৌ" ইত্যমরঃ ॥

৩৩। সারঙ্গীকুলানাং চাতকীসমূহানাং কাকুভির্বৈক্লব্যব্যঞ্জকধ্বনিবিকারৈর্যঃ কর্ষণস্য বিধির্বিধানং 'আগত্যাস্মান্ শীঘ্রং জীবয়' ইতি যৎ প্রার্থনকরণং তস্মাদ্ধেতোস্তস্যাশ্বাসবাক্ 'ঔৎকণ্ঠ্যেন মা বিষীদত' এষোঽহং বর্ষামি' ইত্যেবমাকারেত্যর্থঃ। মানিনীনাং মানস্য ক্ষোদনী পেষণী, তস্যা ভ্রমিশ্চূর্ণীকরণার্থং ঘূর্ণনম্, ততো হেতোর্বলন্ সুস্নিগ্ধো মন্দ্রো গম্ভীরশ্চ ধ্বনিঃ; নৃত্যতাং মত্তময়ূরাণাং মৌরজো মুরজসম্বন্ধী রবঃ; প্রাণেশাৎ স্বকান্তাৎ বিশ্লেষবতীনাং প্রাণাকর্ষণঃ

৩১। প্রস্ফুটিত মালতিকুসুমরূপ শোভন মন্দ হাসিতে উচ্ছলিতা মেদিনী, কদম্বকলিকারূপ পুলকে রোমাঞ্চিতা বনশ্রেণী, মুষলধারায় বর্ষণরত মেঘের জলকণারূপ নয়নজলে স্নিগ্ধা আকাশরমণী—এই তিনই সমান অনুরাগ বহন করছে এই বর্ষাহর্ষ বিভাগের প্রতি।

৩২। আরও, এখানে ইন্দ্রধনুলতারূপ তিলকরচনায় চারু ললাটফলকা, বিদ্যুৎদামরূপ কনককেতকীদলে অলঙ্কৃতা কালোকেশিনী, চঞ্চলবলাকারূপ মালাভরণাকণ্ঠী, নবোন্নত মেঘরূপাস্তনী দীগ্‌বধূ অপূর্ব শোভাদ্বারা হরিমনোহরা হয়েছে।

৩৩। এই বর্ষাহর্ষ বিভাগে মেঘের গর্জন শোনা যাচ্ছে, শুনে মনে হচ্ছে—যেন চাতকীকুলের বৈক্লব্যব্যঞ্জক 'বর্ষণ করে শীঘ্র আমাদের প্রাণ বাচাও' এরূপ কাতর প্রার্থনা হচ্ছে আর তাই শুনে মেঘের আশ্বাস-বাক্য ধ্বনিত হচ্ছে 'দুঃখ করো না এই তো বর্ষণ করছি', যেন মানিনীর মানভঞ্জনের জন্য

নৃত্যন্মত্তময়ূরমৌরজরবঃ প্রাণেশ-বিশ্লেষিণী
প্রাণাকর্ষণমন্ত্রপাঠ-নিনদো মেঘস্বনঃ শ্রূয়তে ॥

৩৪। কদাচিদপি, যত্র—দাত্যূহাঃ পরিতো রুবন্তি গণশঃ কোযষ্টিকাঃ সর্ব্বতো
মণ্ডূকাঃ প্রচলাকিনস্তত ইতো ধারাধরা ব্যোমনি।
আসারাঃ পয়সাং ঝপজ্‌ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরাঃ
সর্ব্বেমুগ্ধদৃশাং রতান্তসময়ে স্বাপোৎসবং কুর্ব্বতে ॥

৩৫। যত্র চ— মধ্যে গৌরী পরিণতফলৈর্নম্রশালৈ রসালৈ-
রন্তে শ্যামা রুচিভিরভিতঃ পক্বজম্বূফলানাম্।
প্রান্তে পাণ্ডুঃ স্ফুটসুরভিভিঃ সূচিভিঃ কেতকানা-
মুদ্যানশ্রীঃ স্ফুরতি বিবিধৈর্বর্ণকৈশ্চিত্রিতেব ॥

৩৬। দ্বিতীয়স্তু ভগবচ্চরণ ইব কমলা-করলালিতঃ, হরিভক্তজন ইব নিরবকরজীবনঃ পরম-

---

প্রাণনিষ্কাশকো মন্ত্রপাঠস্য নিনদো মেঘস্বনঃ শ্রূয়ত ইতি শ্রূয়মাণঃ সন্নেবমেবমুৎপ্রেক্ষ্যত ইতি ভাবঃ ॥

৩৪। কোযষ্টিকাঃ টিঠীতি খ্যাতাঃ, গণশো গণে গণে, স্বীয়ে বর্তমানা ইত্যর্থঃ। প্রচলাকিনো ময়ূরাঃ, ঝপজ্‌-ঝপদিতি বৃষ্টিশব্দানুকরণম্ ॥

৩৫। বর্ণকৈর্হরিতালাদিঘটিতৈর্মধ্যে গৌরী পীতবর্ণা ; কুতঃ? পরিণতানি পক্কানি ফলানি যেষাং তৈঃ, অতএব নম্রাঃ শালাঃ স্কন্ধশাখা যেষাং তৈঃ ; "স্কন্ধশাখাশালে" ইত্যমরঃ ; এবম্ভূতৈ রসালৈর্শ্বাপরিণামিভিরাম্রভেদৈর্হে-তুভিঃ ; অন্তে তদ্বহির্মণ্ডলে শ্যামা, প্রান্তে প্রকৃষ্টে অন্তে সর্বতোবহির্মণ্ডল ইত্যর্থঃ। সূচিভিঃ সূচিতুল্যৈঃ পুষ্পদলৈঃ। অত্র আম্রাণাং শ্রেষ্ঠত্বাৎ মধ্যস্থত্বম্, জম্বূনাং ততোঽবরত্বেন শ্যামতয়া বহিঃস্থত্বাং তদীয়-মরকতপ্রাচীরায়মাণত্বম্, কেতকীনাং নিষ্ফলত্বেনাপকৃষ্টানাং সূচিতুল্য-পুষ্পদলতয়া শক্ত্যস্ত্রধারি তদীয়রক্ষকগণায়মাণত্বমিতি বিবেক্তব্যম্ ॥

৩৬। দ্বিতীয়ঃ শরদামোদো নাম বিভাগঃ। কমলায়াঃ করাভ্যাং লালিতঃ, মুহু মুহু সংবাহিতঃ, পক্ষে কমলা-করৈস্তড়াগৈর্লালিতো ললিতীকৃতঃ ; নিরবকরং নির্দোষং জীবনং জীবিতং জলঞ্চ যত্র সঃ ; পরমনির্মলা আশা ভক্তিবিষয়া

মানভঞ্জন-পেষণী ঘুরছে আর উচ্চ সুস্নিগ্ধ গম্ভীর শব্দ হচ্ছে, যেন মত্তময়ূরের নৃত্যের তালে বাদিত মৃদঙ্গের ধ্বনি হচ্ছে, যেন স্বকান্ত-আলিঙ্গনচ্যুত রমনীদের প্রাণাকর্ষণমন্ত্রপাঠের ধ্বনি হচ্ছে।

৩৪। কখনও, শব্দসম্ভার এরূপ—চতুর্দিকে চাতক ডাকছে, টিঠিপাখী কিচিরমিচির করছে, দাদুরী ডাকছে, ময়ূর কেকারব করছে, আকাশে মেঘ গর্জন করছে, আর জলধারা 'ঝপজ্‌ঝপৎ' স্নিগ্ধ অতিগম্ভীর শব্দে ঝরছে—এইরূপে চাতকাদি সকলে মিলে মুগ্ধা নারীর সুরতান্তকালে যেন শয়নোৎসব রচনা করছে।

৩৫। এই বিভাগের উদ্যানশ্রী বলা হচ্ছে—মধ্যভাগের পরিণত ফলভারে নম্রশাখ-আম্রবৃক্ষের আভায় পীত, বহির্মণ্ডলের পক্ক জামফলের কান্তিতে শ্যামল, আর সর্ববহির্মণ্ডলের কেতকীর অতি সুগন্ধী সূচীতুল্য তীক্ষ্ণ পত্রপুষ্পে পাণ্ডু উদ্যানশ্রী দীপ্তি পাচ্ছে বিবিধবর্ণে চিত্রিত চিত্রের মত।

শরদামোদ বিভাগ ঃ

৩৬। শ্রীভগবানের শ্রীচরণযুগল যেমন 'কমলা-করলালিত' অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মীদ্বারা মুহুমুহু মর্দিত

নির্ম্মলাশশ্চ, বৈকুণ্ঠনাথমিব বিলসচ্চক্রং প্রফুল্লপদ্মঞ্চ, ভগবতঃ পাণ্ডবদূত্যমিব সমদধার্ত্তরাষ্ট্রহেলিতম্, অধ্যাত্মযোগমিব সঞ্চরৎপরমহংসম্, রামায়ণমিব অভিরাম-লক্ষ্মণালাপম্, ভগবদ্‌যশ ইব কুবলয়ামোদম্, জ্বলনদিগ্‌বিভাগমিব প্রভিন্নপুণ্ডরীকম্, নৈঋ্‌র্তকোণমিব কুমুদ-মদামোদিত-মধুকরম্, সায়ংসময়মিব বিলসদ্রক্ত-সন্ধ্যকম্, পরিতো জলাশয়মাদধানঃ, সমরসমারম্ভ ইব বিলসচ্চন্দ্রহাসঃ, সত্যকাল ইব পূর্ণভাবেন মদমুদিত-বৃষবিলাসঃ শরদামোদো নাম ॥

দিশশ্চ যত্র সঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? পরিতো জলাশয়ং আ সম্যগ্‌ দধানো ধারয়ন্ পুষ্ণন্নিতি বা। জলাশয়মেব বিশিনষ্টি—চক্রং সুদর্শনম্, চক্রশ্চক্রবাকপক্ষী চ, প্রফুল্লা প্রসন্না লক্ষ্মীর্যত্র, পক্ষে প্রবিকসিতানি পদ্মানি কমলানি যত্র তড়াগে। ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য পাণ্ডবদূত্যং ভারতপ্রসিদ্ধম্। সমদৈর্ধ্‌র্তরাষ্ট্রপুত্রৈর্দুর্যোধনাদ্যৈর্হেলিতমবজ্ঞাতম্; পক্ষে মত্তানাং ধার্তরাষ্ট্রাণাং হংসবিশেষাণাং হেলিতং হেলা যত্র তম্; "ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ সিতেতরৈঃ", "হেলা লীলা" ইতি চামরঃ; সঞ্চরন্ পরমহংস ঈশ্বরঃ, পক্ষে সঞ্চরণশীলো রাজা হংসো যত্র পরমশেষো বা তম্; অভিতো রামলক্ষ্মণয়োরালাপো যত্র তম্; পক্ষে অভিরামঃ কমনীয়ো লক্ষ্মণায়াঃ সারস্যা আলাপো যত্র তম্; "হংসস্য যোষিদ্বরটা, সারসস্য তু লক্ষ্মণা" ইত্যমরঃ; কুঃ পৃথিবী তস্যা বলয়স্য মণ্ডলস্য আমোদ আনন্দো যতস্তৎ, পক্ষে কুবলয়স্য নীলোৎপলস্যামোদো গন্ধো যত্র তম্; জ্বলনো বহ্নিঃ, প্রভিন্নো মত্তঃ পুণ্ডরীকস্তন্নামাগ্নিদিগ্‌গজো যত্র তম্; "প্রভিন্নো গর্জিতো মত্তঃ" ইত্যমরঃ; পক্ষে প্রভিন্নানি বিকসিতানি প্রভেদযুক্তানি বা পুণ্ডরীকাণি সিতাম্ভোজানি যত্র তম্; কুমুদো নৈঋ্‌র্তকোণস্থো দিগ্‌গজস্তস্য মদেনামোদিতা মধুকরা যত্র তম্; পক্ষে কুমুদেষু মদামোদিতা মধুকরা যত্র তম্; "ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ। পুষ্পদন্তঃ

তেমনই এ-বিভাগ 'কমলাকর-লালিত' অর্থাৎ জলাশয়দ্বারা সুশোভিত; হরিভক্তজনের জীবন যেমন নির্দোষ এবং ভক্তিবিষয়া পরমনির্মলা আশায় বদ্ধ তেমনই এ-সব জলাশয়ও নির্দোষ পরমনির্মল জলে পূর্ণ, আরও বৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ যেমন 'চক্রং' অর্থাৎ সুদর্শনচক্র ও 'প্রফুল্লপদ্মং' অর্থাৎ প্রসন্না লক্ষ্মীদেবীদ্বারা শোভিত তেমনই এ জলাশয়ও 'চক্রং' অর্থাৎ চক্রবাকপক্ষী এবং 'প্রফুল্লপদ্মং' অর্থাৎ প্রস্ফুটিত পদ্মের দ্বারা শোভিত; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পাণ্ডবদৌত্যের কাজ যেমন মদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদ্বারা অবহেলিত তেমনই এই জলাশয় 'ধার্ত্তরাষ্ট্র' অর্থাৎ ধার্তরাষ্ট্র নামক মদালস হংসবিশেষের লীলাস্থল, আধ্যাত্মযোগ যেমন পরমহংসের সঞ্চরণভূমি তেমনই এই জলাশয় রাজহংসের সঞ্চরণস্থল, শ্রীরামায়ণ যেমন সর্বত্র শ্রীরামলক্ষ্মণের কথায় মুখরিত তেমনই এই জলাশয় অভিরাম 'লক্ষণ' অর্থাৎ সারস পক্ষীর কুজনে মুখরিত; শ্রীভগবদ্‌যশে যেমন ভূমণ্ডল আনন্দিত তেমনই এই জলাশয়ও নীলোৎপলের গন্ধে আমোদিত, অগ্নিকোণ যেমন পুণ্ডরীক নামক মত্ত দিগ্‌গজে অলঙ্কৃত তেমনই এই জলাশয় প্রস্ফুটিত শ্বেতকমলে শোভিত, নৈঋ্‌র্তকোনের কুমুদ নামক দিগ্‌গজের অঙ্গনিঃসৃত মদরসে মধুকর যেমন আমোদিত তেমনই এইজলাশয়ের কুমুদমধুতে মধুকর আমোদিত, স্বায়ংসময় যেমন রক্তবর্ণ সন্ধ্যায় শোভিত তেমনই এই জলাশয়ও রক্তকমলে শোভিত—এমনই সর্বসৌন্দর্যের আধার জলাশয়কে এই বিভাগ বক্ষে ধারণ করে আছে।

যুদ্ধারম্ভে যেমন খড়্গ ঝলসিয়ে উঠে তেমনই এই বিভাগ চন্দ্রের উদয়ে আলোয় ঝলমল করতে থাকে; সত্যকাল যেমন সুপ্রসন্ন ধর্মের পূর্ণ প্রকাশভূমি তেমনই এই বিভাগ মদমত্ততায় উচ্ছল বৃষের ক্রীড়াভূমি।

৩৭। যত্র চ—দুর্জ্জনবচনোত্তপ্তাঃ সুজনা ইব বহিরুষ্ণতামন্তঃ শীতলতাং দধানা মহাহ্রদাঃ, যত্র চ—শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগা ইব দিগঙ্গনানাম্, পবনাবধূতসিতসিচয়াঞ্চলখণ্ডা ইব নভোলক্ষ্ম্যাঃ, বিতত্যাতপে দত্তানীব কর্ত্তনীয়তূলিকানি পবনকন্যকানাং সিততর-জলদ শকলানি ॥

৩৮। যেষাঞ্চ প্রতিবিম্বে তরণিদুহিতুরম্ভসি সম্ভৃতবিলাস-সন্তারে সতি, তস্যা এব সলিলগতানি সৈকতান্তরাণীব, অথবা, ভগবদবগাহন-সৌভাগ্যমিবাসাদয়িতুকামা সুরসরিদেব গর্ভবাসমাসসাদেতি সকলৈরন্বমীয়তে ॥

৩৯। বিকচকমলকহ্লারহল্লকামোদমেদুরঃ, সপ্তচ্ছদসৌরভদানগন্ধিরন্বিতপুষ্পন্ধয়োঽন্ধকারিতদিগ্‌বলয়ঃ, পবন-মতঙ্গজশ্চ যত্র পরমামোদমাতনোতি ॥

সার্বভৌমঃ সুপ্রতীকশ্চ দিগ্‌গজাঃ ॥" ইত্যমরঃ; বিকসন্তী বিরাজন্তী রক্তা সন্ধ্যা যত্র তম্; পক্ষে বিকসন্তি স্ফুটন্তি রক্তসন্ধ্যাকানি যত্র তম্, "হল্লকং রক্তসন্ধ্যাকম্" ইত্যমরঃ; সমরো যুদ্ধম্; চন্দ্রহাসঃ খড়্গশ্চন্দ্রপ্রকাশশ্চ; বৃষো ধর্মঃ পুঙ্গবশ্চ ॥

৩৭। উষ্ণতাং কৃত্রিমকোপং তপ্তত্বঞ্চ বহিঃ, অন্তঃ শীতলতাং দয়াং শীতত্বঞ্চ দধানাঃ সুজনাঃ ইব হ্রদা যত্র শরদামোদবিভাগে তাঃ। যত্র চ সিততরাণ্যতিশ্বেতানি জলদশকলানি মেঘখণ্ডানি শ্রীখণ্ডস্য চন্দনস্য খণ্ডভূতা অঙ্গরাগা ইব উৎপ্রেক্ষ্যন্তে ইত্যর্থঃ। পুনস্তেষামাকাশমধ্য-গতত্বং চাঞ্চল্যঞ্চ বিলোক্যান্যথোৎপ্রেক্ষতে। পবনেনাবধূতানাং চালিতানাং সিতবস্ত্রাণামঞ্চলখণ্ডা ইব আকাশশোভাভূতায়াঃ স্ত্রিয়াঃ; পুনরপি লঘুনামেব তেষাং প্রতিক্ষণঃ বিস্তারমালোক্য ততোঽপ্যন্যথা উৎপ্রেক্ষতে। কর্তনীয়ানি সূত্রনির্মাণযোগ্যানি তূলিকানি কার্পাসভবানীত্যর্থঃ। অতএব বিতত্য বিস্তার্য সূর্যাতপে দত্তানি অর্পিতানি তানি পবনকন্যকানামিতি, অতএব পবনেন পিত্রা শোষণার্থমাতপে স্বয়মেব চাল্যমানানীত্যর্থঃ ॥

৩৮। যেষাং সিতমেঘখণ্ডানাং প্রতিবিম্বে; কুত্র? তরণিদুহিতুর্যমুনায়া অম্ভসি, তস্যা এব সৈকতান্তরাণি বালুকাময়পুলিনান্তরাণীব লক্ষ্যন্তে ইত্যর্থঃ; "সৈকতং সিকতাময়ম্" ইত্যমরঃ। মেঘখণ্ডানাং চাঞ্চল্যাৎ প্রতিবিম্বানামপি প্রবাহবচ্চাঞ্চল্যমালোক্য অন্যথোৎপ্রেক্ষতে—অথবেতি। আসাদয়িতুকামা প্রাপ্তুকামা সুরসরিদ্‌গঙ্গা গর্ভবাসং যমুনায়া গর্ভে বাসম্ ॥

৩৭। এই বিভাগ দুর্জনবচনে উত্তপ্ত সুজনের মতো বাইরে উষ্ণ ভিতরে শীতল মহাহ্রদশ্রেণীতে শোভন, আরও দিগঙ্গনাদের অঙ্গের স্থানে স্থানে লেপিত চন্দনরাগের মতো, নভোশোভারূপা রমনীর অঙ্গের চঞ্চল শ্বেত বস্ত্রখণ্ডের মতো, পবনকন্যাগণের সূতা কাটার যোগ্য-রোদে বিছানো পেঁজাতুলার মতো অতি শুভ্র হাল্কা মেঘখণ্ডে শোভন।

৩৮। যমুনাজলে ঐ শুভ্র মেঘখণ্ডের প্রতিবিম্ব পরিপূর্ণ বিলাসপরাম্পরা সৃজন করছে, মনে হচ্ছে যেন যমুনামধ্যগত অন্য কোনও এক শুভ্র বালুকাময় পুলিনই বিরাজমান রয়েছে, অথবা ভগবদবগাহন-সৌভাগ্য লাভের জন্য গঙ্গাই যেন যমুনাগর্ভবাস স্বীকার করে নিয়েছে—সকলেরইতো এইরূপ অনুমান হচ্ছে।

৩৯। প্রস্ফুটিত কমল-কহ্লার-হল্লকের গন্ধের স্নিগ্ধতা, ছাতিন বৃক্ষের মদগন্ধি সৌরভে আকুল ভ্রমরের কৃষ্ণবর্ণে অন্ধকারিত দিগ্‌মণ্ডল, এবং পবনরূপ গজ—এ-তিন অপূর্ব গন্ধে ও আনন্দে এ-বিভাগের চতুর্দিক ভরিয়ে তুলেছে।

৪০। কূজৎসারসকাঞ্চিকা মৃদুনদৎকাদম্বপাদাঙ্গদা
চক্রাহ্বস্তনমণ্ডলা দরদলদ্রাজীবকোষাননা ॥
নীলাম্ভোরুহলোচনা মধুকরশ্রেণীভ্রমদ্ভ্রূলতা
যত্রাভাতি পরাগরঞ্জিবসনা মূর্ত্তেব দেবী শরৎ ॥

৪১। কিঞ্চ, যা কিল দেবহূতিরিব কর্দ্দমে প্রস্থিতে কপিলাস্যনিরীক্ষণক্ষণা।
কিঞ্চ, স্থলকমলবনান্তঃ কৌসুমং যস্য তল্পং, বিমলবহুলতারং ব্যোম মুক্তাবিতানম্।
বিকসিতচলকাশাশ্চামরাণাং সমূহঃ, স ঋতুরতুলকান্তির্যত্র রাজেব রেজে ॥

৪২। কিঞ্চ,
অত্যাকৃষ্টা ইব হরিদিভৈর্ব্যোমবৃক্ষস্য শাখাঃ প্রত্যাক্রান্তা ইব জলধরৈর্নম্রতাং যাঃ সমীয়ুঃ।
দূরং যাতাঃ কিমিব হরিতস্তৈর্বিমুক্তা ইহেত্থং, বর্ষাহর্ষাৎ ক্ষণমুপগতা যত্র তন্বন্তি তর্কম্ ॥

৩৯। বিকচানাং কমলাদীনামামোদৈর্গন্ধৈর্মেদুরঃ ; "সান্দ্রস্নিগ্ধস্তু মেদুরঃ" ইত্যমরঃ ; সপ্তচ্ছদঃ—ছাতিন ইতি গৌড়ে, সনপন ইতি পাশ্চাত্যেষু খ্যাতো বৃক্ষস্তস্য সৌরভেণ দানগন্ধির্মদগন্ধি ; "হস্তিনাং মদো দানম্" ইত্যমরঃ। অতএব অন্ধিতা ব্যাকুলীকৃতাঃ পুষ্পন্ধয়া ভ্রমরা যেন সঃ ; (পাং ৩।২।২৯) "নাসিকা-স্তনয়োর্ধ্মাধেটোঃ" ; (পাং ৩।২।৩০) "নাড়ীমুষ্ট্যোশ্চ" ইতি যোগবিভাগাৎ খশ্ প্রত্যয়ঃ ; "উন্মীলন্নিজকান্তিকেতকসমাকৃষ্টাক্ষপুষ্পন্ধয়ঃ" ইতি কবিকল্পলতা ; পরমমামোদং গন্ধমানন্দঞ্চ ॥

৪০। কাদম্বঃ কলহংসঃ, দর ঈশৎ, দলন্ প্রস্ফুটন্, রাজীবকোষ এবাননং যস্যাঃ সা ; পরাগ এব রঞ্জি দ্রষ্টরঞ্জকং বসনং যস্যাঃ সা ॥

৪১। যা শরৎ কর্দমে শ্রীকপিলদেবপিতরি পঙ্কে চ, প্রস্থিতে প্রব্রজিতে সতি, পক্ষে গতে নষ্টে সতীত্যর্থঃ ; কপিলস্য স্বপুত্রস্য পক্ষে সঞ্চরন্তীনাং কপিলানাম্ ; আস্যনিরীক্ষণে মুখদর্শনে উৎসবো যস্যাঃ ; পক্ষে সময়বিশেষো

৪০। কুজনরত সারস যার কটিতটের কাঞ্চি, মৃদুগুঞ্জনরত কলহংস যার পায়ের নূপুর, চক্রবাক যার স্তনমণ্ডল, ঈষৎ বিকসিত কমল যার মুখচন্দ্র, নীলকমল যার দুটি নয়ন, চঞ্চল ভ্রমর যার ভ্রূলতা, এবং পুষ্পরেণু যার সর্বজন-নয়নরঞ্জনী বসন সেই দেবী শরৎ যেন মূর্তিমতী হয়েই শোভা পাচ্ছে এই বিভাগে।

৪১। আরও, কর্দমঋষি দেবহুতিকে ছেড়ে চলে গেলে দেবহুতি যেমন পুত্র কপিলদেবের মুখ নিরীক্ষণ করে আনন্দ পেতেন তেমনই বর্ষার কর্দম শুকিয়ে গেলে এই বিভাগ কপিলাগাভীর মুখ দর্শনোৎসবে আনন্দ পায়।

আরও, স্থলকমলবনের মাঝখানে যার পুষ্পশয্যা, নির্মল নক্ষত্ররাজিতে খচিত আকাশ যার মুক্তাময়ী চন্দ্রাতপ, বিকসিত চঞ্চল কাশপুষ্প যার চামরশ্রেণী সেই অতুল কান্তিময়ী ঋতু এই বিভাগে রাজার মত শোভা পাচ্ছে।

৪২। আরও, (বর্ষাহর্ষ-প্রদেশ থেকে শরদামোদ বিভাগে আগতজন এইরূপ বিচারপরায়ণ হয়ে

৪৩। অথ তৃতীয়োঽপি যত্র ভীম ইব মহাসহা মোদমেদুরঃ, অর্জুন ইব মধুসূদনপ্রিয়সহচরঃ মহেশ ইব অনুগতবাণঃ, কৈলাস ইব সহাবলোধ্রঃ, শ্রীভাগবতগ্রন্থ ইব মধুর-শুকোদিতঃ, আয়ুর্বেদ ইব

যস্যা সাঃ "কালবিশেষোৎসবয়োঃ ক্ষণঃ" ইত্যমরঃ। স ঋতুর্যত্র বিভাগে রাজা ইব রেজে, দীপ্তিং চকার। কৌসুমং পতিত-কুসুম-দলময়ম্, মুক্তাবিতানং মুক্তাময়শ্চন্দ্রাতপঃ; বিকসিতাঃ পবনেন চলাঃ কাশাঃ কাশ-পুষ্পাণি॥

৪২। বর্ষাহর্ষাৎ প্রদেশাদ্যত্র শরদামোদে উপগতা জনা ইত্থমেবং তর্কম্, উহং তন্বন্তি; বর্ষাহর্ষে আকাশস্য সর্বতো মেঘাবৃতত্বাদ্দিশাং নিকটবর্তিত্বং হস্তপ্রাপ্যমিব মত্বা শরদামোদে তু তদভাবাদ্দিশাং দূরবর্তিত্বং লোচনাভ্যাম-প্যগম্যং পরামৃশ্য এবমুৎপ্রেক্ষ্যন্ত ইত্যর্থঃ। ব্যোম এব বৃক্ষস্তস্য শাখা হরিদিভৈর্দিগ্ গজৈরত্যাকৃষ্টা ইব, অত্যন্তমাকৃষ্য অধঃপাতিতা ইবেত্যর্থঃ। যাঃ শাখা জলধরৈর্মেঘৈস্তেষাং সাহায্য-কারিভিরিব প্রত্যাক্রান্তা উপরি আরুহ্য আক্রান্তা ইব নম্রতাং সমীয়ুঃ প্রাপ্তাঃ। ইহ শরদামোদে তু হরিতস্তা দিশঃ, কিমিব দূরং যাতাঃ, অত সুদীর্ঘৈর্হস্তিভির্ব্যোমবৃক্ষস্য শাখা নাকৃষ্যন্তে ইতি ভাবঃ। তত্র কারণমিব তর্কয়ন্তো বিশিংষন্তি—তৈর্জলধরৈর্বিমুক্তা ইতি তচ্ছাখাক্রমণার্থং তদুপরি মেঘৈরত্র নারুহ্যন্তে, অতঃ সাহায্যাভাবাৎ স্বীয়গজানামতিদূরস্থশাখাকর্ষণাশক্তের্নিবৃত্তা ইত্যনুমীয়তে ইতি ভাবঃ॥

৪৩। যত্র বিভাগেষু তৃতীয়ো হেমন্তসন্তোষঃ। মহৎ সহো বলং যস্য সঃ, মোদেন হর্ষেণ মেদুরঃ স্নিগ্ধ ইতি পদদ্বয়ম্, পক্ষে মহাসহা পুষ্পবিশেষবাচী টাবন্তঃ; "অম্লানস্তু মহাসহা" ইত্যমরঃ; মধুসূদনঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, পক্ষে মধুসূদনানাং ভ্রমরাণাং প্রিয়ঃ সহচরঃ পীতঝিণ্টী যত্র সঃ; "ইন্দিন্দিরশ্চঞ্চরীকো রোলম্বো মধুসূদনঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; "পীতা কুরুণ্টকো ঝিণ্টী তস্মিন্ সহচরী দ্বয়োঃ" ইত্যমরঃ; বাণো বলিপুত্রঃ, পক্ষে নীলঝিণ্টী, "নীলা ঝিণ্টী দ্বয়োর্বাণা" ইত্যমরঃ; অবলয়া ভার্যয়া দুর্গয়া সহ বর্তমানঃ উঃ শম্ভুস্তং ধরতীতি সহাবলোধ্রঃ; পক্ষে হাব উল্লাসকো ভাববিশেষঃ, সহাবো লোধ্রবৃক্ষো যত্র সঃ; মধুরশ্চাসৌ শুকাদ্ব্যাসপুত্রাদুদিত উদয়ং প্রাপ্তশ্চেতি স তথা, পক্ষে মধুরং

থাকে,—বর্ষাহর্ষে আকাশের চতুর্দিক মেঘে আচ্ছন্ন থাকাতে দিগ্‌মণ্ডল এত কাছে এসে গিয়েছিল যেন হাতেই ধরা যায়, কিন্তু শরদামোদে মেঘের অভাবে দিগ্‌মণ্ডল যেন দূরে চলে গিয়েছে, চোখেও দেখা যাচ্ছে না—এইরূপ বিচার করে উৎপ্রেক্ষা করছেন)

বর্ষাহর্ষ বিভাগে দিগ্‌গজ-বন্ধু মেঘ উপরে উঠে আকাশরূপিণী বৃক্ষশাখাকে আক্রমন করে যেন নীচে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, আর সুবিধাবুঝে দিগ্‌গজ তাকে জোর আকর্ষণে অধঃপাতিত করে দিয়েছিল, কিন্তু এই শরদামোদে মেঘমুক্ত-আকাশরূপিণী বৃক্ষশাখা যেন ঐ দিগ্‌গজ থেকে দূরে চলে গিয়েছে, ঐ দিগ্‌গজগণ ওকে আর আকর্ষণ করতে পারছে না—এই বিভাগে এইরূপ তর্কের উদয় হচ্ছে।

হেমন্তসন্তোষ বিভাগ ঃ

৪৩। ভীম যেমন 'মহাসহা' অর্থাৎ মহাবলবান এবং 'মোদমেদুরঃ' অর্থাৎ আনন্দ-স্নিগ্ধ তেমনই এই বিভাগ 'মহাসহা' অর্থাৎ মহাসহা পুষ্পের 'মোদমেদুরঃ' অর্থাৎ গন্ধে স্নিগ্ধ, অর্জুন যেমন 'মধুসূদন-প্রিয়' অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় 'সহচরঃ' সহচর তেমনই এ 'মধুসূদন প্রিয়ঃ' অর্থাৎ ভ্রমর প্রিয় 'সহচরঃ' অর্থাৎ পীতঝিণ্টীতে শোভিত, মহেশ যেমন 'অনুগতবাণঃ' অর্থাৎ বলিপুত্র বাণের আশ্রয় তেমনই এ 'অনুগতবাণঃ' অর্থাৎ নীলঝিণ্টী পুষ্পের আশ্রয়ভূমি, কৈলাসপর্বত যেমন 'সহাবলোধ্রঃ' অর্থাৎ পার্বতীসহ শম্ভুকে ধারণ করে আছে তেমনই এ 'সহাবলোধ্রঃ' অর্থাৎ উল্লসিত লোধ্র বৃক্ষকে ধারণ করে আছে,

প্রবীণহারীতঃ, সাধুসঙ্গ ইব সদামদলাবঃ, ভগবদুপাসক ইব ক্রমশীতলীভবজ্জীবনঃ, অহরহরুপচীয়মান-দোষোঽপি নির্দ্দোষঃ, পদ্মিনী-গ্লানিকরোঽপি ক্ষণদা-দৈর্ঘ্যেণ পদ্মিনী-মহোৎসবকরঃ স খলু হেমন্তসন্তোষো নাম ॥

৪৪। যত্র নবদিনকরকিরণপরামর্শোন্মুখজনমনাংসি দিবসমুখানি, অভিনবারুণকিরণ-নিকর-নিপাতধিষণতয়া হরিণরমণীভিঃ ক্ষণমুপসেব্যন্তে কুরুবিন্দমণিময়-ধরণিতলানি, নোপগম্যন্তে চ হিমকরকিরণ-নিকরধিয়া স্ফটিকমণিশিলাবিলাসবীথয়ঃ; কিং বহুনা? শীতভীতেনেব ভগবতা কিরণমালিনঽপি দহন-দিগুপকণ্ঠ এব সোৎকণ্ঠমালম্ব্যতে ॥

৪৫। নবনবাঙ্কুরনিকরাকারকিরণকন্দলেষু মরকত-মণিবীথিপরিসরেষু সচকিতমভিতোঽভিতো

শুকানামুদিতং কূজিতং যত্র সঃ; হারীতস্তচ্ছাস্ত্রপ্রবর্ত্তকো মুনিঃ, পক্ষে হরিতাল ইতি খ্যাতঃ পক্ষিবিশেষ; মদমহঙ্কারং লুনাতীতি সঃ, পক্ষে সতত-মদযুক্তো লাবঃ পক্ষিবিশেষো যত্র সঃ; ক্রমেণোত্তরোত্তরপ্রাপ্যমাণাধিক্যেন ভজনেন শীতেন চ শীতলীভবন্তি জীবনানি জীবিতানি জলানি চ যস্য যত্র চ সঃ; অহরহঃ প্রতিদিনমুপচীয়মানা বর্দ্ধমানা দোষা রজনী যেন সঃ; টাবন্তো দোষাশব্দোঽনব্যয়োঽপ্যস্তি;—"ততঃ কথাভিঃ সমতীত্য দোষা-, মারুহ্য সৈন্যৈঃ সহ পুষ্পকস্থ" ইতি ভট্টিপ্রয়োগাৎ, "প্রারম্ভো দোষায়াঃ প্রদোষঃ" ইত্যমর-টীকাসু প্রদোষশব্দব্যাখ্যানাচ্চ। পদ্মিন্যঃ কমলস্তম্বাঃ, ক্ষণদা রাত্রিঃ, পদ্মিন্যঃ সল্লক্ষণবত্যঃ স্ত্রিয়শ্চ ॥

৪৪। দিবসমুখানি প্রভাতানি; অভিনবানামরুণস্য সূর্যস্য কিরণানাং নিপাতে ধিষণা নিশ্চয়বতী বুদ্ধির্যাসাং তাসাং ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা উপসেব্যন্তে শীতত্রাণার্থমিত্যর্থঃ। স্ফটিকমণিময়ীনাং শিলানাং বিলাসো যাসু তথাভূতা বীথয়ো ভূমিপ্রদেশাঃ পঙ্‌ক্তয়ো বা, উপকণ্ঠো নিকটদেশঃ, কণ্ঠস্য সমীপমুপকণ্ঠং তস্মিন্নিতি সপ্তম্যন্ততয়া ব্যাখ্যানে ভগবতাপি পরদারকণ্ঠে সোৎকণ্ঠমালম্ব্যত ইতি দ্বিতীয়োঽপি বিরোধো জ্ঞেয়ঃ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতগ্রন্থ যেমন 'মধুর-শুকোদিতঃ' মধুর এবং শ্রীব্যাসপুত্র শুকদেব কীর্তিত তেমনই এ 'মধুর-শুকোদিতঃ' অর্থাৎ শুকপক্ষীর মধুর নিনাদে মুখরিত, আয়ুর্বেদ যেমন 'প্রবীণহারিত' অর্থাৎ প্রবীণ হারিত মুনি প্রবর্তিত তেমনই এ 'প্রবীণহারিতঃ' অর্থাৎ প্রবীণ হরিতাল পক্ষীসমন্বিত, সাধুসঙ্গ যেমন সদা 'মদলাবঃ' অর্থাৎ অহঙ্কার দূর করে তেমনই এ সদা 'মদলাবঃ' অর্থাৎ আনন্দিত লাবপক্ষীসমন্বিত, ভগবদুপাসক যেমন ভজন প্রভাবে ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে তেমনই এর জল শীতের মৃদুপদক্ষেপে ক্রমশঃ শীতল হয়ে আসে, এই বিভাগের রজনী প্রতিদিন বর্দ্ধমানা হলেও এ নির্দোষ, এই বিভাগ 'পদ্মিনী' অর্থাৎ কমলের গ্লানিকর হয়েও রাত্রির দৈর্ঘ্যতার কারণ 'পদ্মিনী' অর্থাৎ সল্লক্ষণবতী স্ত্রীদের মহোৎসবকর।

৪৪। এই বিভাগে বালসূর্যকিরণ-স্পর্শোন্মুখ জনমাত্র ক্ষণকাল প্রভাতের উপভোগ করেন, হরিণ-রমণীগণ অভিনব অরুণ কিরণজালের সম্পাতবুদ্ধিতে লাল পদ্মরাগমণিময় ধরণিতলকে ক্ষণকাল আনন্দে সেবন করে, কিন্তু চন্দ্রকিরণজালের সম্পাতবুদ্ধিতে শুভ্র স্ফটিকমণিশিলার বিলাসভূমিতে যায় না, বেশী আর বলবার কি আছে—শীতভয়ে ভীত সূর্যভগবানও অগ্নিকোণের কণ্ঠকেই অবলম্বন করে থাকেন।

৪৫। এই বিভাগের নব নব যবাঙ্কুরাকার কিরণমালা বিকরণকারী মরকতমণিপ্রদেশে চমরুরমণীগণ

নিরীক্ষমাণাশ্চমূরুরমণ্যো যবাঙ্কুরধিয়ৈব চরন্ত্যো নিরবধি ব্রজচমূরুনয়না-নয়নচমৎকারং কারয়ন্তে ॥

৪৬। যত্র চ—

ক্রমাদ্ভানোরূষ্মা হ্রসতি হিমযোগেন মহতা, বলন্তে বক্ষোজদ্বয়পরিসরেষূষ্মবিভবাঃ।
ক্রমাদ্দৈর্ঘ্যং রাত্রের্ভবতি হ্রসিমা বাম্যরহসো, বধূনাং শীতার্ত্তপ্রিয়তমপরিষ্বঞ্জনবিধৌ ॥

৪৭। কুরুবককুসুমানি কেশপাশে-,ষ্বলককুলেষু বহন্তি লোধ্রধূলীঃ।
স্রজমুরসি মহাসহাপ্রসূনৈ-,র্ব্রজসুদৃশো ন মণীন্দ্রমণ্ডনানি ॥

৪৮। কালীয়কালেপনমঙ্গরাগে, লীলাগৃহে কেবলধূপধূমঃ।
তাম্বূলমেলাদি-কটুপ্রয়োগং, নোষ্ণেতরো যত্র গুণো গুণায় ॥

৪৯। অথ চতুর্থেঽপি যত্র সুহৃৎসমাগম ইব সমুল্লসিত-বন্ধুজীবঃ, বিশ্বকর্ম্মেব কুন্দারোপিত-

---

৪৫। কন্দলং সমূহঃ ; "কন্দলন্তু সমূহে স্যাদুপরাগে নবাঙ্কুরে" ইতি বিশ্বঃ ; সচকিতমভিতোঽভিতঃ কর্ষকা অত্র সন্তি ন বা সন্তীতি নিরীক্ষমাণাশ্চমূরবো মৃগবিশেষাস্তেষাং রমণ্যঃ ॥

৪৬। বাম্যরহসো বাম্যসুরতস্য ; "রহোঽন্তিগুহ্যে সুরতে চ" ইতি বিশ্বঃ ; হ্রসিমা হ্রস্বত্বম্, "প্রে হ্রে বা" ইতি তিকারস্য সংযোগপূর্বস্যাপি লঘুত্বম্ ; প্রিয়তমেতি প্রেমৈবাত্র হেতুরিতি ব্যজ্যতে ॥

৪৭। "অম্লানস্তু মহাসহা তত্র শোণে কুরুবকঃ" ইত্যমরঃ ; ন মণীন্দ্রেতি তেষাং শৈত্যাৎ ॥

৪৮। কালীয়কং কলম্বক ইতি খ্যাতম্, উষ্ণেতরঃ শীতো গুণো যত্র, ন গুণায়, কিন্তু দোষায়ৈব ॥

৪৯। চতুর্থঃ শিশিরসুখাকরঃ ; বন্ধুনাং জীব আত্মা, পক্ষে বন্ধুজীবঃ 'দোপহরিয়া' ইতি খ্যাতঃ পুষ্পবিশেষঃ ; স্বদুহিতুঃ সংজ্ঞায়াঃ কঠোরতত্তেজঃসংশ্লেষদুঃখদূরীকরণায় কুন্দে চক্রভ্রমৌ আরোপিতঃ প্রভাকরঃ সূর্যো যেন, পক্ষে কুন্দ-

---

সচকিতভাবে এদিক-ওদিক তাকাতে তাকাতে যবাঙ্কুরবুদ্ধিতে ওখানে চরে বেড়াতে বেড়াতে মৃগনয়না ব্রজসুন্দরীদের নয়নচমৎকারকারী হয়েছে।

৪৬। এই বিভাগে হিমের ভাব খুব বেশী বল করতে থাকলে সূর্যতাপ কমে যেতে লাগল, আর এদিকে রমণীদের স্তনযুগলপ্রদেশের তাপমাত্রা বেড়ে উঠতে লাগল, রাত্রি ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে লাগল, আর বধূগণের শীতার্ত প্রিয়তম-আলিঙ্গনবিধিতে বাম্যসুরতলীলা কমে যেতে লাগল।

৪৭। এই বিভাগে ব্রজসুন্দরীগণ শ্রেষ্ঠ মণিমুক্তার আভূষণ পড়ে না—তাঁরা পড়ে কেশপাশে কুরুবক কুসুম, চূর্ণকুন্তলে মাখিয়ে দেয় লোধ্ররেণু, আর বক্ষোপরি দুলিয়ে দেয় মহাসহা পুষ্পের মালা।

৪৮। তাঁরা অঙ্গরাগে কেশরের আলেপন, লীলাগৃহে কেবল ধূপধূম, আর তাম্বুলে তেজস্কর মশল্লার প্রয়োগ করেন; ঠাণ্ডা কোন বস্তু গুণকারক বলে নয়, দোষ বলেই বিবেচিত হয় তাঁদের কাছে।

শিশিরসুখাকর বিভাগ ঃ

৪৯। সুহৃৎসমাগমে যেমন 'সমুল্লসিত বন্ধুজীবঃ' অর্থাৎ বন্ধুর আত্মা সমুল্লসিত হয়ে উঠে তেমনই এই বিভাগে 'সমুল্লসিত বন্ধুজীবঃ' অর্থাৎ দুপহরিয়া পুষ্প প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে, বিশ্বকর্মা যেমন 'কুন্দারোপিত

প্রভাকরঃ; ভগবদ্বৈকুণ্ঠনাথ ইব সর্ব্বদা নবদমনবঃ, মহাবর্ষাগম ইব সমুল্লসিত-মরুবকামোদঃ, মুনিসমাজ ইব প্রমুদিত-ভারদ্বাজঃ, লঙ্কাসমর ইব ক্রমশো বর্দ্ধমান-মানবাসরঃ, দয়িতপদ্মিনীবিয়োগনির্ব্বিণ্ণতয়েব কৃতোত্তরাপথপ্রয়াণেন সকলজনোপসেবিত-পাদেন কিরণমালিনা বিরোচমানঃ শিশিরসুখাকরো নাম ॥

৫০। যত্র অন্তর্বর্ত্তমানমণিগণকিরণকন্দলৈরিব জলতঃ সমুদিত্বরৈর্ধূমায়মানৈর্জলবাষ্পৈরলক্ষিত-জলানি সরিৎসরসী-পল্বল-বনানি ধূমানুমিত-বহ্নিমত্তয়েব ঝটিত্যনাসেবমানাভির্হরিণতরুণীভিঃ সচকিতমীক্ষ্যমাণানি বাসরমুখানি, যবসশিখর-সমুদীর্ণবিমলমৌক্তিক-জালধিয়া নিশা-নিঃস্যন্দি-তুহিনকণপটলানি ভগবতা বিভাবসুনাপি নিজকোমলকরাগ্রেণ হ্রিয়মাণানি যত্র দিবসমুখেষু মুহূর্ত্তাদেব বিরলায়ন্তে ॥

পুষ্পে আরোপিতাং সম্যগ্ জনিতাং প্রভাং কান্তিং করোতীতি স তথা ; "কুন্দশ্চক্রভ্রমৌ মাঘ্যে" ইতি বিশ্বঃ ; সর্বেষাং দানবানাং দমনং যস্মাৎ সঃ, পক্ষে সর্বদা নবানি দমনকানি 'দোনা' ইতি খ্যাতানি যত্র সঃ ; সম্যগুল্লাসিতো মরুভূমাবপি বকানাং হর্ষো যেন সঃ ; পক্ষে মরুবকস্য পুষ্পবিশেষস্যামোদঃ ; "ভবেন্মরুবকঃ পুষ্পভিচ্ছল্যক্রফণিজ্ঝকে" ইতি মেদিনী ; ভারদ্বাজো ভরদ্বাজবংশঃ. পক্ষে ভরদ্বাজপক্ষিসমূহশ্চ ; "ব্যাঘ্রাটঃ স্যাদ্ভরদ্বাজঃ" ইত্যমরঃ ; লঙ্কায়াং সমরো যুদ্ধং মানবো মনুবংশোদ্ভবো রাঘবশ্চ ; আসরো রাক্ষসশ্চ, "ক্রব্যাদোঽস্রপ আসরঃ" ইত্যমরঃ ; ক্রমশো বর্দ্ধমানৌ তৌ যত্র সঃ, পক্ষে বর্দ্ধমানং মানং পরিমাণং যেষাং তথাভূতা বাসরা দিবসা যত্র সঃ ; দয়িতা পদ্মিন্যেব দয়িতা পদ্মিনী সল্লক্ষণবতী স্ত্রী তস্যা বিয়োগেন নির্বিণ্ণতা 'কিমতঃ পরং গার্হস্থ্যাশ্রমেণ' ইতি নির্বেদস্তয়া হেতুনেব কৃতমুত্তরাপথে বৈরাগ্যার্থমিব প্রয়াণং যেন তেন, ততশ্চ সকলজনৈরুপসেবিতা নিজনিজ-পাবিত্র্যার্থমিব পাদাঃ শীতনিবর্তককিরণা এবাঙ্ঘ্রয়ো যস্য তেন কিরণমালিনা সূর্যেণ ॥

৫০। সরিদাদীনি ঝটিতি শীঘ্রম্, ন আ সম্যক্ সেবমানাভিঃ ; কুতঃ ? ধূমৈরনুমিতো বহ্নিস্তদ্বত্তয়া অলক্ষিত-জলত্বাৎ সরিদাদীন্যেব বনানি বিতর্ক্য 'এতানি বহ্নিমন্তি ধূমেভ্যঃ' ইত্যেবমনুমায়েত্যর্থঃ। ঝটিতীত্যনেন পূর্ব-পূর্ব-সঙ্কারে

প্রভাকরঃ' অর্থাৎ সূর্যকে কুন্দোপরি চাপিয়ে ঘোরাচ্ছেন তেমনই এতে 'কুন্দারোপিত প্রভাকরঃ' অর্থাৎ কুন্দপুষ্প অতি উজ্জ্বল কান্তিতে ভরে উঠে, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ যেমন 'সর্বদানব-দমনক' অর্থাৎ সর্বদানব দমনকারী তেমনই এ 'সর্বদা-নবদমনকঃ' অর্থাৎ সর্বদা নব দমনক পুষ্পে শোভিত, প্রবল বর্ষার আগমন যেমন 'মরুবকামোদঃ' অর্থাৎ মরুভূমিতেও বক পক্ষীর আনন্দ উচ্ছলিত করে তোলে তেমনই এতে 'মরুবকামোদঃ' অর্থাৎ মরুবক পুষ্প সৌন্দর্যে সৌরভ্যে উচ্ছলিত হয়ে উঠে, লঙ্কাযুদ্ধ যেমন ক্রমবর্দ্ধমান 'মানবাসরঃ' অর্থাৎ মনুবংশজাত ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র এবং রাক্ষস রাবনে অলঙ্কৃত তেমনই এ 'মানবাসরঃ' অর্থাৎ ক্রমবর্দ্ধমান দিনের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, দয়িতা পদ্মিনীর বিয়োগে বৈরাগ্যদশা প্রাপ্ত হয়েই যেন উত্তরায়ণপথে প্রয়াত এবং সকল জনের দ্বারা উপসেবিত শীতনিবর্তক কিরণসমন্বিত সূর্যদেবের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত এই বিভাগ।

৫০। এই বিভাগে জলগর্ভস্থ মণির কিরণমালার মতো জল থেকে সমুদিত ধূমায়মান জলবাষ্পে নদী-বিল-সরোবরের জল এবং বনশ্রেণী অলক্ষিত হয়ে পড়লে ধূম দেখে বহ্নির অনুমানে হরিণতরুণীগণ ঝটিতি ও-সব সেবন করতে না গিয়ে সচকিতভাবে প্রভাত-সৌন্দর্যের দিকে চেয়ে দেখতে থাকে, আর এদিকে নিশানিস্যূতঃ বিন্দু বিন্দু তুষারকণশ্রেণীকে ঘাসের মাথায় তেজে বিকসিত বিমল মৌক্তিকচয় মনে করে ভগবান্ সূর্যদেব নিজ কোমল করাগ্রে ওকে হরণ করতে থাকলে ঐ প্রাতঃকালে মুহূর্তেই ও মিলিয়ে যায়।

৫১। ঘনতর-দলনিকর-বিস্তারতয়া নিরস্তহিমনিপাত-চটুলবিটপি-নিকরতলমধ্যমধ্যাস্থ মন্থর-মভ্যস্যমানরোমন্থমধুরৈরতীতশীতভীতিভিরভিতঃ কৃষ্ণসারনিকুরম্বৈরতিরমণীয়াশ্চ যত্র বাসরান্তাঃ, পরিতপ্তায়ঃ-পিণ্ডপ্রকাণ্ডসদৃশতরণিবিম্ববিনিপাত-জলধিজলোদ্ভূতবাষ্পৈরিব তুহিনকণৈর্মলীমসেভ্যো দিশাং মুখেভ্যঃ স্বস্বনিবাসোন্মুখমুখর-খগনিকরবিতত-নভস্তলানি নিশামুখানি, পরিতশ্চ বিনমদতিঘনকিসলয়নিকরসমাসঙ্গ-সঙ্গতোষ্মকুলায়কুলকল্পস্থলবিশেষকৃতসুখশয়নানাং খগমিথুনানাং নিষ্কূজস্তিমিতৈস্তরুভিরতিরম্যাঃ শীতভিয়া চকোরৈরপ্যনভিসেব্যমান-শশধরকান্তিকন্দলীকাঃ ক্ষণদাঃ ॥

৫২। কিঞ্চ　　গাঢ়ালিঙ্গনরঙ্গমেব শয়নং মানোঽপমানং গতো
　　দীর্ঘৈব প্রিয়সংকথা ন রজনী ক্ষীণেতি নিদ্রাঽগ্রহঃ।

তত্র জলস্য দৃষ্টচরত্বস্মরণাৎ সন্দেহেন বিশেষতো নিভালনার্থং বাসরমুখানি প্রভাতানি বীক্ষমাণানি প্রকাশাকাঙ্ক্ষয়েত্যর্থঃ। 'যবসানাং তৃণানাং শিখরেষু সমুদীর্ণানি বিমলানি মৌক্তিকজালানীব এতানি, ইতি ধিয়া নিশায়াং নিঃস্যন্দিতুং শীলং যেষাং তানি হিমকণবৃন্দানি ভগবতাপি বিভাবসুনা সূর্যেণাপি, শ্লেষেণ ধনবতাপি; বিভেত্তানেন প্রকাশবত্ত্বাৎ সম্যঙ্ নিভালয়িতুং শক্নুবতাপি করাঃ কিরণা এব করাস্তদগ্রেণ নিজেতাতিলোভান্নাপ্যহৃদ্ধারেত্যর্থঃ। কুত এতবদসীয়তে? তত্রাহ—যত্রেতি, দিবসমুখেষ্বেব, রাত্রৌ তু সম্যক্ স্থিতানীত্যর্থঃ। মুহূর্তাদেবেতি তত্রাপি চৌর্যকর্মণি দক্ষতেতি ভাব ॥

৫১। ঘনতরা অতিনিবিড়া দলনিকরা যত্র যথাভূতো বিস্তারো যেষাং তদ্ভাবেন হেতুনা নিরস্তো হিমানাং নিপাতস্তেন চটুলাঃ শ্লাঘনীয়া বিটপিনিকরা বৃক্ষসমূহাস্তেষাং তলমধ্যমধ্যাস্য তত্রোপবিশ্য মন্থরং যথা স্যাত্তথা অভ্যস্যমানেন রোমন্থেন মধুরৈর্দর্শনীয়ৈরিত্যর্থঃ; "চটুলঃ সুন্দরে চলে" ইতি ধরণিঃ; নিগীর্ণঘাসাদীনাং পুনঃ সম্যক্ চর্বণং রোমন্থঃ; পরিতপ্তময়ঃপিণ্ডপ্রকাণ্ডং শ্রেষ্ঠলোহপিণ্ডম্; "প্রকাণ্ডমুদ্ঘতল্লজৌ প্রশস্তবাচকানি" ইত্যমরঃ; প্রশংসাবচনৈশ্চেতি সমাসঃ; তৎসদৃশস্য তরণিবিম্বস্য সূর্যমণ্ডলস্য নিপাতেনৈব হেতুনা জলধিজলেভ্য উদ্ভূতৈর্বাষ্পৈরূষ্মভিরিব উৎপ্রেক্ষ্যমাণৈর্হিম-কণৈঃ, স্ব-স্ব-নিবাসান্ প্রতি উন্মুখৈর্মুখরৈস্তদাগমনকালে কূজদ্ভিঃ খগনিকরৈর্ব্যাপ্তং নভস্তলং যেষু তানি; বিশেষেণ নমতামতিনিবিড়ানাং কিসলয়নিকরাণাং সমাসঙ্গেন হেতুনা সঙ্গতঃ প্রাপ্ত উষ্মা যত্র তথাভূতঃ কুলায়কুলকল্পো নীড়সমূহ-সদৃশঃ স্থলবিশেষস্তত্র কৃতং সুখেন শয়নং যৈস্তেষাং খগ মিথুনানাম্; "স্ত্রীপুংসৌ মিথুনম্" ইত্যমরঃ। নিষ্কূজং শীত-নিবর্তকোষ্মসুখানুভবেন কূজনাভাবঃ, নির্মক্ষিকমিতিবৎ সমাসঃ; তেন হেতুনা তৎসুখজ্ঞাপনোত্থস্বানন্দরসেন স্তিমিতৈ-

---

৫১। এই বিভাগে বৃক্ষপত্রের অতি নিবিড়তায় যেখানে শিশির পড়া বন্ধ হয়েছে সেই সুন্দর বৃক্ষশ্রেণীর তলদেশে পা মেলে শুয়ে ধীরে ধীরে মধুর মধুর রোমন্থনরত শীতভয়রহিত কৃষ্ণসারসমূহে চতুর্দিক অতি রমণীয় হয়ে থাকে সায়ংকাল, 'প্রকাণ্ড জ্বলন্ত লৌহপিণ্ড সদৃশ সূর্যমণ্ডল যেন জলে পড়ে গেল আর তার তাপে যেন জল থেকে বাষ্প উঠছে'—এরূপ দৃশ্যমান কুয়াশায় অন্ধকার দিক্‌মণ্ডল থেকে নিজ নিজ কুলায় ফিরতে উন্মুখ কূজনমুখর পক্ষীকুলে সান্ধ্য আকাশের চতুর্দিক যায় ছেয়ে, আর রাত্রিতে চতুর্দিকে বিশেষভাবে নত অতিঘন নবপল্লবশ্রেণীর সম্মেলন হেতু প্রাপ্তোষ্ম নীড়সদৃশ স্থলবিশেষে সুখ-শায়িত খগদম্পতী কূজনরহিত হওয়াতে তরুগণ হয়ে থাকে অতি রম্য আর শীতভয়ে চন্দ্রিকার লেশমাত্রও সেবন করে না চকোর।

৫২। আরও, এই বিভাগে গাঢ়ালিঙ্গনে শয়নরঙ্গে মান চলে যায়, দীর্ঘ প্রিয়-সংলাপেও রাত্রি

আলেপঃ পরিরম্ভণ-ব্যবহিতেঃ কর্ত্তেতিঃ দূরে প্রিয়ঃ
স্পর্শোষ্মা প্রিয়য়োঃ স যত্র শিশিরঃ কালোঽপ্যতিপ্রেমদঃ ॥

৫৩। ন হি ভবতি তদানীং সম্ভবো দৈবগত্যা, ক্ব নু দিনমণিভাসো গোচরাঃ পদ্মিনীনাম্।
তদপি কুতুকযোগাদাবলিঃ পদ্মিনীনা-,মুষসি ভজতি যস্মিন্ পৃষ্ঠতঃ সাদরং তাঃ ॥

৫৪। কচভরমধি বন্ধুজীবমালা, দমনকপল্লববল্লভোঽবতংসঃ।
উরসি চ নবকুন্দকোরকাণাং, স্রগিতি বধূর্ন দধে মণীন্দ্রভূষাম্ ॥

৫৫। অথ পঞ্চমোঽপি যত্র প্রিয়সংযোগ ইবাভিনবোৎকলিকাকুল-রসালঃ ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস ইব সদোচ্ছ্বসদতিমুক্তঃ, ভগবদ্ভক্ত ইব প্রফুল্লরক্তাশোকঃ, শাস্ত্রার্থ ইব নবস্তবককোবিদারঃ, মহাসমরসমাবেশ

রব্যাকুলত্বেনার্দ্রৈস্তরুভিঃ ॥

৫২। রজনী ন ক্ষীণা ইতি হেতোর্নিদ্রায়ামগ্রহো ন গ্রহঃ, আগ্রহো নাস্তীত্যর্থঃ ; আলেপঃ কুঙ্কুমাদিসম্বন্ধী দূরে ত্যক্ত ইত্যর্থঃ। কুত ? পরিরম্ভণস্ত ব্যবহিতের্ব্যবধানস্ত কর্তা ইতি হেতোঃ। ততশ্চ প্রিয়য়োঃ স্ত্রীপুরুষয়োর্গাঢ়ালিঙ্গনেন স্পর্শে য উষ্মা স এব প্রিয়ঃ ॥

৫৩। তদানীং পদ্মিনীনাং পদ্মস্তম্বানাং সম্ভবো জন্মৈব ন ভবতি, ক্ব নু পুনর্দিনমণেঃ স্বনায়কস্য সূর্যস্য ভাসঃ কিরণাস্তাসাং গোচরাঃ স্যুরিত্যর্থঃ। তদপি তথাপি যস্মিন্ শিশিরসুখাকরে পদ্মিনীনাং সল্লক্ষণস্ত্রীণাং শ্রেণী উষসি প্রভাতে তা দিনমণিভাসঃ পৃষ্ঠদেশেন সেবত ইত্যাশ্চর্যম্ ॥

৫৪। দমনকপল্লব এব বল্লভো যত্র সঃ ॥

৫৫। পঞ্চমো বসন্তকান্তঃ। অভিনবানামুৎকলিকানামুৎকণ্ঠানাং সমূহেন রসালঃ সরসঃ, পক্ষে অভিনবমুদ্গতানাং

শেষ হয় না—তাই নিদ্রার জন্য ব্যস্ততা থাকে না, আলিঙ্গন-ব্যবধানকারী কুঙ্কুমাদি প্রসাধন ত্যক্ত হয়, আর স্ত্রীপুরুষের গাঢ়ালিঙ্গন-স্পর্শজনিত উষ্মা প্রিয় হয়—এজন্য এই বিভাগে সময়টা শীতকাল হলেও অতি প্রেমদ।

৫৩। এই বিভাগে পদ্মিনীর (কমলিনীর) জন্মই হয় না তো সূর্যকিরণ আর তার নয়নগোচর হবে কি করে, তথাপি কৌতুকবশতঃ পদ্মিনীগণ (সল্লক্ষণা স্ত্রীগণ) প্রভাতে পৃষ্ঠেরদ্বারা সূর্যকিরণের সেবা করে,—এ এক আশ্চর্য।

৫৪। এই বিভাগে বধূগণ কেশোপাশোপরি বন্ধুজীবমালা, কর্ণে প্রিয় দমনকপল্লব, আর বক্ষে নব কুন্দকোরকমালা ধারণ করে,—মণীন্দ্রভূষা তাঁরা পড়ে না।

বসন্তকান্ত বিভাগ ঃ

৫৫। প্রিয়সংযোগ যেমন অভিনব উৎকণ্ঠাকুলেরদ্বারা সরস তেমনই এই বিভাগ নবীন মুকুলকুলে ভরা আম্রবৃক্ষে সরস, শ্রীভগবৎতত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-মার্গ যেমন দীর্ঘশ্বাসরূপ অনুভাবে ভূষিত এবং মুক্তকুল-শিরোমণি শ্রীভগবৎভক্তকুলের দ্বারা ভূষিত সেইপ্রকার এ সদা বিকসিতা মাধবীলতায় ভূষিত, শ্রীভগবৎ-ভক্ত যেমন প্রফুল্ল-ভগবতানুরাগী-শোকরহিত তেমনই এ প্রফুল্ল রক্তবর্ণ অশোকমণ্ডিত, শাস্ত্রার্থে যেমন প্রবিষ্ট

ইব প্রভিন্নপুন্নাগনিকরঃ, মত্ত ইব মধুরসামোদমন্দারঃ, রঘুনাথসেনাসন্নিবেশ ইব বিলসৎকপিকঃ, জীব ইব সংসারসুখলবঙ্গস্বামোদিতঃ, ইক্ষ্বাকুবংশ ইব সদাবলমানবকুলঃ, স্বরসমূহ ইব স্ফুটসপ্তলাপঃ, দানপ্রবাহ ইব প্রভিন্নকরীরঃ, রাগীব সদা মন্দকুসুমাশুগো বসন্তকান্তো নাম ॥

৫৬। যত্র হি—হিমবিগম-বিমলতয়াঽমৃতকরোঽপি মৃতকরোপিতপ্রাণ ইব পরিরভতে মধুরজনী-র্মধুরজনীঃ, মধুরাকা মধুরা কাশতে। কামধুরা কা মধুরারামরামণীয়কবতী ন ভবতি ॥

কলিকানাং কুলং যত্র তথাভূতো রসাল আম্রবৃক্ষো যত্র সঃ; উচ্ছ্বসন্তঃ প্রেমানুভাবরূপোচ্ছ্বাসবন্তঃ; অতিমুক্তা মুক্তানপি মহিম্না অতিক্রান্তা ভক্তা যত্র সঃ, পক্ষে উচ্ছ্বসন্তো বিকসন্তোঽতিমুক্তা মাধব্যো যত্র সঃ। প্রফুল্লশ্চ রক্তশ্চ ভগবত্যনুরাগী অশোকঃ শোকরহিতশ্চেতি কর্মধারয়ঃ; পক্ষে প্রফুল্লা রক্তাশোকো যত্র সঃ; নবো নবীনঃ স্তবঃ শ্লাঘা যেষাং তথাভূতানাং কোবিদানাং আয়ো গমনং প্রবেশো যত্র সঃ; পক্ষে নবস্তবকো নূতনমুকুলযুক্তঃ কোবিদারঃ কাঞ্চনার ইতি খ্যাতো বৃক্ষো যত্র সঃ; প্রভিন্নানাং মত্তানাং পুন্নাগানাং পুরুষহস্তিনাং সমূহো যত্র সঃ, "প্রভিন্নো গর্জিতো মত্তঃ" ইত্যমরঃ; পক্ষে বিকসিতানাং প্রভেদবতাং বা পুন্নাগবৃক্ষাণাং নিকরো যত্র সঃ; মধুনো রসস্যামোদেন মন্দমিয়র্তি গচ্ছতীতি সঃ; পক্ষে মধুরঃ সামোদো মন্দারবৃক্ষো যত্র সঃ; বিলসন্তঃ কপয়ো বানরা যত্র সঃ; পক্ষে বিলসৎ কং সুখং যেষাং তথাভূতাঃ পিকাঃ কোকিলা যত্র সঃ; "সুখশীর্ষজলেষু কম্" ইতি বিশ্বঃ সংসারেষু সংসৃতিষু সুখলবং সুখলেশং গত্বা প্রাপ্য আমোদিত আনন্দযুক্তঃ, পক্ষে সম্যক্ সারং সুখং যস্মাত্তথাভূতং লবঙ্গং যত্র সঃ; সংসারসুখলবঙ্গো বসন্তঃ স্বয়মেব তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেনামোদিতঃ সুগন্ধযুক্তঃ, সদাবলং মানবকুলং মনুবংশসমূহো মনুষ্যসমূহস্তত্ত্বং প্রজারূপো বা যত্র সঃ; পক্ষে সদা বলমানানি বকুলানি যত্র সঃ; বলতেরয়ং শানচ্ প্রত্যয়ান্তঃ; স্ফুটাঃ স্পষ্টাঃ সপ্তভির্নিষাদাদৈস্বরৈর্লাপা আলাপা যত্র সঃ; পক্ষে স্ফুটাং প্রফুল্লাং সপ্তলামাপ্নোতীতি সঃ; "সপ্তলা নবমালিকা" ইত্যমরঃ; প্রভিন্নকরিভ্যো মত্তহস্তিভ্য ঈরতি গচ্ছতি স্রবতীতি যাবৎ; পক্ষে বিকসিতকরীরবৃক্ষঃ; অমন্দঃ কুসুমাশুগঃ কামো যস্য সঃ; পক্ষে মন্দঃ কুসুমসম্বন্ধী

হয় নবীন যশশালী পণ্ডিতকুল তেমনই এতে বিরাজিত হয় নূতন মুকুলযুক্ত কাঞ্চনার কুল, মহাসমর-সমাবেশে যেমন মত্তহস্তীসমূহের সমাহার তেমনই এতে বিকসিত বিভিন্ন পুন্নাগ বৃক্ষকুলের সমাহার, মত্তব্যক্তির যেমন মদিরা পানানন্দে মন্দ মন্দ গমন তেমনই এ মধুর গন্ধযুক্ত মন্দার বৃক্ষদ্বারা শোভন, শ্রীরামচন্দ্রের সেনাসন্নিবেশ যেমন বিলাসী সুন্দর বানরসেনায় সজ্জিত তেমনই এ বিলাসী কোকিলের দ্বারা অধ্যুষিত, জীব যেমন লবমাত্র সংসারসুখে আমোদিত তেমনই এ সুন্দর সুগন্ধযুক্ত লবঙ্গ বৃক্ষমণ্ডিত, ইক্ষ্বাকুবংশ যেমন সদা বলশালী মনুষ্যগণে সেবিত তেমনই এ সদা বর্দ্ধনশীল বকুল বৃক্ষের দ্বারা সজ্জিত, স্বরসমূহ যেমন স্পষ্ট উচ্চারিত নিষাদাদি সপ্ত আলাপে মণ্ডিত তেমনই এ বিকসিত নবমল্লিকা লতায় মণ্ডিত, হস্তীমদজল যেমন মদমত্ত হস্তী থেকে প্রবাহিত হতে থাকে তেমনই এতে পুষ্পিত করীর বৃক্ষের যেন প্রবাহ লেগে আছে,—বিষয়ানুরাগিজন যেমন সদা উৎকট কামের তাড়নে প্রবাহিত তেমনই এই বসন্তকান্ত নামক বিভাগে পুষ্পগন্ধবাহী বায়ু সদা মন্দ মন্দ প্রবাহিত।

৫৬। এই বিভাগে শীতাবসান হেতু উজ্জ্বলতায় ভরে গিয়ে চন্দ্র মৃতসঞ্জিবনীর মত পরমমধুর বসন্তরাত্রিকে আলিঙ্গন করছে, বসন্তের পূর্ণচন্দ্রা রাত্রি মধুর মধুর উদ্ভাসিতা হচ্ছে। এই সময় কোন রমণী-না মধুর উপবনে রম্যা হয়ে শোভা পায়।

৫৭। যত্র চ শীলিতকুসুমোপবনঃ পবনঃ সেবিতারামা রামাঃ সমদাস্তরুণাস্তরুণা কুসুমিতেনামিতেনানিশবিহারা বিহারাঃ কুসুমনজঃপূর্ণা অপি দিগবলা গবলাভা মধুকরৈর্নীরজসো নীরজসোৎকণ্ঠৈরপি, মকরন্দকরন্দদানানপি ন পিবতি কুসুমসমূহান্ সমূহান্মধুকরনিকরো নিকরোতি মত্ততয়াঽঽততয়া প্রকামকামহেলালসমহেলালসদাননগন্ধেন ॥

বায়ুর্যত্র সঃ ; "আশুগো বায়ুবিশিখৌ" ইত্যমরঃ ॥

৫৬। অস্য বিশেষতঃ কামোদ্দীপনত্বং বর্ণয়তি। অমৃতকরশ্চন্দ্রঃ শ্লেষেণ অমৃতময়স্তস্তঃ সন্, মধুরজনীর্বসন্তরাত্রীঃ, শ্লেষেণ মধুরা বধূঃ ; "সমাঃ স্নুষা জনী বধ্বঃ" ইত্যমরঃ ; পরিরভতে আলিঙ্গতি। কীদৃশীঃ ? মধুরা জনিরুৎপত্তির্যাসাং তাঃ ; মৃতকেষ্বপি রোপিতাঃ প্রাণা যেনেতি সর্বসুখদায়ীত্যর্থঃ। মধোর্বসন্তস্য রাকা পূর্ণচন্দ্রা রাত্রির্মধুরা সতী কাশতে প্রকাশতে। অত্র মধুরাকা মধুরাকেতি চতুর্ভিরক্ষরৈর্যমকমেবমুপরিষ্টাদপি চতুঃপঞ্চাদিভির্জ্ঞেয়ম্। কা কাধুরা কামিনী মধুরেষু আরামেষু রামণীয়কবতী রমণীয়ত্ববতী ন ভবতি, অপি তু সর্বা এবেত্যর্থঃ। রামণীয়কস্য সদাতনত্বেঽপ্যত্রাধিকাবিবক্ষয়া কথনম্ ॥

৫৭। তত্র হেতুং বর্ণয়তি—শীলিতং পুষ্পোদ্যানং যেন সঃ ; তথাভূতঃ পবনঃ, অতএব রামা ব্রজতরুণ্যোঽপি সেবিতারামাঃ পুষ্পচয়নচ্ছলেন প্রাপ্তোপবনাঃ, অতএব তরুণা যুবানঃ সমদাঃ। অত্র বর্ণনীয়স্য যুনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য একত্বেঽপি বহুত্বং প্রকাশবাহুল্যাপেক্ষয়েতি জ্ঞেয়ম্। কীদৃশাস্তরুণাঃ ? বৃক্ষেণ কুসুমিতেন পুষ্পিতেন অমিতেনাপরিমিতেন হেতুনা অনিশং বিহারো যেষাং তে ; অতএব বিহারা বিগলিতহারা বিশিষ্টহারা ইতি বা। কুসুমানাং রজোভিঃ পূর্ণা অপি নীরজসো নির্মলাঃ, অতএব তদ্গন্ধেন বলাদাকৃষ্যমাণত্বাৎ নীরজেষু সোৎকণ্ঠৈরপি মধুকরৈর্দিগবলা দিগঙ্গনা এব গবলাভাঃ, গবলং শুষিরভেদঃ, শ্যামত্ব-চিক্কণত্বাভ্যাং তদাভাঃ ন তু সর্বাংশে গবলাভা ইত্যর্থঃ ; "গবলং মাহিষং শৃঙ্গম্" ইত্যমরঃ। ব্যবধানেনাপি বিরোধো যমকানুরোধাদেব। মকরন্দরূপং করং দদানান্ প্রযচ্ছতোঽপি কুসুমসমূহান্ ন পিবতি, প্রত্যুত নিকরোতি তিরস্করোতীত্যর্থঃ ; "নিকারঃ স্যাৎ পরিভবে" ইতি ধরণিঃ ; তেন মধুকরনিকরস্য রাজকীয়পুরুষত্বম্, বসন্তস্য চ রাজত্বমারোপিতম্। কীদৃশান্ ? সমূহান্, সম্যগূহঃ 'কথমস্মাকং মকরন্দং ন গৃহ্ণাতি, কিমপরাদ্ধমস্মাভিঃ, ইত্যেবংলক্ষণস্তর্কো যেষাং তান্। প্রকামং যথা স্যাত্তথা কামহেলা কামসূচকভাববিশেষস্তয়া সজ স্তয়া অলসানাং সালসতামভিনয়ন্তীনাং মহেলানাং মহিলানাং লসতা আননগন্ধেন যা মত্ততা তয়া আততয়া বিস্তৃতয়া ;

৫৭। এই বিভাগে কুসুমোপবনসেবায় মন্দ মন্দ বায়ু বইছে দেখে পুষ্পচয়নচ্ছলে ব্রজতরুণীগণ উপবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন—আর বৃক্ষের অপরিমিত পুষ্পের শোভায় আকৃষ্ট হয়ে নিরন্তর যাঁরা বিহরণশীল সেই বিশিষ্টহারী যুবাগণ (শ্রীকৃষ্ণ এক হয়েও বহু তাই বহুবচন প্রয়োগ) তরুণীদের আগমনে আনন্দিত হয়ে উঠলেন—কুসুমসমূহ রজে পূর্ণ হলেও নির্মল তাই তদ্গন্ধে আকৃষ্ট ও কমলের প্রতি উৎকণ্ঠ ঝাঁকে ঝাঁকে আগত মধুকরের দ্বারা দিগঙ্গনা শ্যামল আভায় রঞ্জিতা হয়ে উঠল—'কেন আমাদের পান করছ না, আমরা কি অপরাধ করেছি' এরূপ তর্কপরায়ণ কুসুমসমূহ মকরন্দরূপ কর দানে ইচ্ছুক হলেও ঐ মধুকরেরা তাদের পান না করে প্রত্যুত তিরস্কার করতে লাগল এক অনির্বচনীয় সুগন্ধের মত্ততা বশতঃ—তীব্র কামসূচক ভাবে বিভোরা এই ব্রজরমণীদের আলস্যজড়িত সুন্দর মুখের সুগন্ধের ঐ মত্ততায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল তারা।

৫৮। যত্র চ—কিং শুকচুঞ্চবঃ কিংশুকচুঞ্চবঃ কিমমী বনান্তা ইত্যসংপলাশং পলাশবিপিনমনুতর্কয়ন্তি চঞ্চরীকাঃ॥

৫৯। কিং বহুনা?—

মাকন্দানাং কলিতকলিকাস্বাদনঃ কোকিলোঽয়ং, চঞ্চচ্চঞ্চুর্যদয়মনদৎ কণ্ঠমূলং ধুনানঃ।
গ্রাসীভূতঃ সহ কলিকয়া যত্র লব্ধাবকাশো, মূর্ত্তো নাদঃ কুহুরিতি বহির্যাতি যত্র দ্বিরেফঃ॥

৬০। কিঞ্চ, মদকলকলকণ্ঠকণ্ঠঘণ্টা-, ধ্বনিনিকরানুমিত-স্বতন্ত্রচারঃ।
প্রতিসরতি স যত্র মত্তবামা-,কল-কলদঃ স্মরগন্ধসিন্ধুরেন্দ্রঃ॥

৬১। পুন্নাগৈরবতংসনং বিদধতী বাসন্তিকাভিঃ স্রজং
গুচ্ছার্দ্ধং বকুলৈর্ললাট-ফলকে সিন্দূরকং কিংশুকৈঃ।

"মহেলা মহিলা চ" ইতি দ্বিরূপকোষঃ॥

৫৮। কিংশুকানাং কীরাণাং চুঞ্চবঃ; "চুঞ্চুশ্চঞ্চুস্তলস্তালঃ" ইতি দ্বিরূপকোষঃ; কিমমী বনান্তা বনপ্রদেশাঃ; কীদৃশাঃ? কিংশুকৈঃ পলাশৈঃ প্রথিতাঃ, (পা০ ৫।২।২৫) "তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্চণপৌ" ইতি চুঞ্চুপ্-প্রত্যয়ঃ। ইতি সন্দেহেন অসংপলাশং সম্যক্ পত্ররহিতং পলাশবিপিনম্; চঞ্চরীকা ভ্রমরাঃ॥

৫৯। মাকন্দানামাম্রাণাং কলিতং কৃতং কলিকানামাস্বাদনং যেন সঃ; তদৈব স্বপ্রতিবাদি-কোকিলনিনদমাকর্ণ্য যদয়মনদৎ কুজিতবান্, চঞ্চন্তী চঞ্চুর্যস্য সঃ; কণ্ঠমূলং কম্পয়ন্, ততশ্চ কলিকয়া সহ গ্রাসীভূতো গ্রাসত্বং প্রাপ্তো দ্বিরেফো লব্ধাবকাশঃ সন্ বহির্যাতি। কীদৃশঃ? কুহুরিতি নাদো মূর্তঃ, মূর্তিমত্ত্বেন উৎপ্রেক্ষিত ইত্যর্থঃ; "কুহুঃ স্যাৎ কোকিলালাপ-নষ্টেন্দুকলদর্শয়োঃ" ইতি মেদিনী; কুহুর্দীর্ঘান্তা হ্রস্বান্তা চ" ইত্যমরটীকা। তেন ভ্রমরস্য মুকুললগ্নস্য কোকিলাগমনানন্তসন্ধানং কোকিলস্যাপি ভ্রমরোঽয়ং ন কলিকেত্যবধানেঽপ্যসামর্থ্যং তথা গ্রাসমুখত্বেঽপ্যুচ্চৈঃ কুজনঞ্চ মত্ততয়ৈবেতি জ্ঞেয়ম্। যত্র বসন্তে॥

৬০। কলকণ্ঠাঃ কোকিলাঃ, স্বতন্ত্রচারঃ স্বচ্ছন্দগামী, স্মর এব গন্ধসিন্ধুরেন্দ্রো মহামত্তদুর্দান্তহস্তিবর্যঃ॥

৫৮। এই বিভাগে সম্যক্ পত্ররহিত পলাশবন দেখে মধুকরেরা বিতর্ক করছে—এ কি শুকের চঞ্চু, কি পলাশে শোভিত বনপ্রদেশ।

৫৯। আর অধিক বলার কি আছে? দেখ, এই বিভাগে এই মূর্তিমান নাদস্বরূপ কোকিল আম্রমুকুল আস্বাদন করতঃ চঞ্চুব্যাদন করে কণ্ঠমূল কাঁপিয়ে কুহু কুহু রব করছে—আর সেই অবসরে আম্রমুকুলের সহিত অনবধানে গিলিত ভ্রমর অবকাশবুঝে বের হয়ে যাচ্ছে।

৬০। আরও এই বিভাগে মদকল-কোকিলকণ্ঠের ঘণ্টাধ্বনিপ্রবাহে যাঁর স্বচ্ছন্দগামীতা অনুমিত হয় সেই কামরূপ দুর্দান্ত মহামত্তহস্তীশ্রেষ্ঠ কলকলরবকারিণী মত্তব্রজাঙ্গনা পরিবেষ্টিতা হয়ে চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

৬১। এই বিভাগে নাগকেশরে কর্ণভূষণ, মাধবীতে কণ্ঠাভরণ, বকুলগুচ্ছার্দ্ধে বক্ষোমালা, লাল পলাশে ললাট-ফলকে সিন্দুরবিন্দু, চম্পায় কুচোপরি কাঁচুলি, অশোকে কটিতটে অরুণবসন—এইরূপ

চাম্পেয়ৈঃ কুচকঞ্চুকং কটিতটে শোণাম্বরং বঞ্জুলৈ-
র্নিত্যং মূর্তিমতী সতী বিজয়তে শ্রীর্যত্র পৌষ্পাকরী ॥

৬২। স্মিতকুসুমজুষো মরন্দবাষ্পাঃ, প্রবিলসদঙ্কুরজাতরোমহর্ষাঃ।
নিরবধি কিল যত্র ভাববত্যো, বনলতিকাঃ কতি কা ন সংলসন্তি ॥

৬৩। অথ ষষ্ঠোঽপি যত্র কশ্মীরদেশ ইব সততোৎপদ্যমানতয়া সুরভিতয়া চ বিলসৎকপীতনঃ, কাসার ইব প্রফুল্লমল্লিকাক্ষালিতঃ, শরৎকাল ইব সম্পন্নপাটলঃ, নাক ইব সদোৎফুল্লশক্রঃ, কমলাকর ইব স্ফুটতরশতপত্রকঃ, পর্ব্বতগত-বহ্ন্যনুমানপ্রয়োগ ইব নিয়তধূম্যাটঃ, প্রহ্লাদান্বয় ইব প্রচণ্ডবিরোচনঃ, বৈষ্ণবজন ইব স্পৃহণীয়-বিধুপাদঃ, ঈশ্বর ইব অখণ্ডনমজ্জনসুখঃ, সাধুজনসঙ্গ ইব ক্রমহীয়মান-

---

৬১। গুচ্ছার্দ্ধং হারভেদম্; "হারভেদা যষ্টিভেদাদ্গুচ্ছগুচ্ছার্দ্ধগোস্তনাঃ" ইত্যমরঃ; বঞ্জুলৈরশোকৈঃ, পুষ্পাকরো বসন্তস্তদীয়া ॥

৬২। কা বলতিকাঃ কতি ন সংলসন্তি?

৬৩। ষষ্ঠো নিদাঘসুভগঃ; বিলসৎ কং সুখং যস্মাৎ তথাভূতং পীতনং কুঙ্কুমং যত্র সঃ; "অথ কুঙ্কুমং কাশ্মীর-জন্মাগ্নিশিখং বরং বাহ্লীকপীতনে" ইত্যমরঃ; পক্ষে বিলসন্ প্রফুল্লঃ কপীতনঃ শিরীষো যত্র সঃ; "শিরীষস্তু কপীতনঃ" ইত্যমরঃ; প্রফুল্লৈর্মল্লিকাক্ষৈর্হংসভেদৈরলিতঃ শোভিতঃ, 'অল ভূষণে' ধাতুঃ; "মলিনৈর্মল্লিকাক্ষাস্তে" ইত্যমরঃ; পক্ষে, প্রফুল্লাভির্মল্লিকাভিঃ ক্ষালিতঃ শোধিতঃ, পাটলঃ শরদুদ্ভবধান্যবিশেষঃ, "আশুব্রীহিঃ পাটলঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ; পক্ষে পাটলা পুষ্পভেদঃ; শক্র ইন্দ্রঃ, কুটজবৃক্ষশ্চ; "অথ কুটজঃ শক্রো বৎসকঃ" ইত্যমরঃ; শতপত্রং কমলং শতপত্রকঃ পক্ষিবিশেষশ্চ, "অথ স্যাচ্ছতপত্রকঃ, দার্বাঘাটঃ" ইত্যমরঃ; নিয়তানব্যভিচারিতাং ধূম্যাং ধূমসমূহমটতি গচ্ছতি অনুসন্ধত্তে ইতি

নানা প্রসাধনে মণ্ডিত বসন্তশ্রী মূর্তিমতী হয়ে নিত্য সর্বোৎকর্ষের সহিত দীপ্তি পাচ্ছে।

৬২। পুষ্পরূপ হাসিতে ঝলমল, মকরন্দরূপ প্রেমাশ্রুতে টলমল, এবং অঙ্কুররূপ রোমাঞ্চে উজ্জ্বল কোন্ ভাববতী বনলতিকা কত কত প্রকারে-না নিরবধি উদ্ভাসিতা হয়ে উঠছে এই বিভাগে।

নিদাঘসুভগ বিভাগ :

৬৩। সতত উৎপন্ন এবং সুগন্ধপূর্ণ হওয়ায় অতিশয় সুখদাতৃ কুঙ্কুমের আকরভূমি যেমন কাশ্মীরদেশ তেমনই ষড়্ঋতুর মধ্যে ষষ্ঠ এ-বিভাগ প্রফুল্লিত শিরীষ বৃক্ষসমন্বিত, সরোবর যেমন প্রফুল্লমল্লিকা নামক হংসে শোভিত তেমনই এ বিকসিত মল্লিকাপুষ্পে শোভিত, শরৎকাল যেমন প্রফুল্ল পাটল ধানে শোভিত তেমনই এ প্রফুল্ল পাটল পুষ্পে শোভিত, স্বর্গলোক যেমন সদাউৎফুল্ল দেবরাজ ইন্দ্রের বিলাসভূমি তেমনই এ সদা উৎফুল্ল কুটজ নামক বৃক্ষের বিলাসভূমি, সরোবর যেমন প্রস্ফুটিত কমলে শোভিত তেমনই এ অতি প্রসিদ্ধ শতপত্রক পক্ষীতে শোভিত, পর্বতগত-বহ্নির অনুমানের লক্ষণ যেমন একান্তই ধূমজালের বিদ্যমানতা তেমনই নিরন্তর ফিঙ্গা পক্ষীর বিদ্যমানতা থেকেই অনুমান করা যায় এটি নিদাঘসুভগ বিভাগ, প্রহ্লাদবংশ যেমন প্রতাপান্বিত বিরোচনের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত তেমনই এ প্রচণ্ড মার্তণ্ডের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত, বৈষ্ণবগণ যে প্রকার বিষ্ণুপাদপদ্ম প্রাপ্তির অভিলাষযুক্ত তেমনই এ চন্দ্রকিরণ প্রাপ্তির অভিলাষযুক্ত, শ্রীভগবান যেমন

দোষাবসরঃ, হরিভক্ত ইব সদানুকূল জগৎপ্রাণঃ, পুণ্যবান্ জন ইব ভদ্রশ্রী-রসবিলাস সুখো নিদাঘসুভগো নাম ॥

৬৩। যত্র চ—ঘনঘর্ম্মজনিত-মর্ম্মবাধয়া সর্ব্বতঃ পলায়মানেনেব শৈত্যগুণেন ব্রজপদ্মিনীজনস্তন-দুর্গাশ্রয় এব কেবলং বিধীয়ত ইব। যত্র চ—তরবো বীরুধশ্চ নিদাঘপীড়িতা ইব নিরন্তরমন্যোন্যং লঘুলঘু বিচলদ্ভিঃ কিশলয়-ব্যজনৈঃ সদয়ং বিজয়ন্তীব, নিজ-নিজ-ঘনবিটপচ্ছায়য়াচ্ছাদ্য শিশিরীকৃতেন মণিময়াল-বাল-সলিলেন কৃপাপ্রপামিবোপকল্প্য পরমাতিথ্যকুশলা ইব খগ-মৃগকুলস্য পিপাসানিরাসায় যতন্তে বিশ্রময়ন্তি চ পুণ্যবৎস্বিব সদাচ্ছায়েষু নিজতলেষু ॥

৬৫। যত্র চ—খরতর-দিনমণি-কিরণানুবিদ্ধ দিনমণিমণিপটল সমুদ্ঘাটিত-দহনদাহনির্ব্বাপণচণ-মণিময়-বিহারশিখরিশিখর-নিঃস্যন্দমান-শিশিরতর-নির্ঝর-জলপ্রপাত-শীতলেষু ঘনতর-বিটপিবিটপ-

---

যাবৎ, সমূহার্থে যৎপ্রত্যয়ঃ; পক্ষে, নিয়তো ধূম্যাটঃ 'ফিঙ্গা' ইতিখ্যাতঃ পক্ষিবিশেষো যত্র সঃ, "কলিঙ্গভৃঙ্গ-ধূম্যাটাঃ" ইত্যমরঃ; বিরোচনঃ প্রহ্লাদপুত্রঃ সূর্যশ্চ; বিধুর্বিষ্ণুশ্চন্দ্রশ্চ; পাদশ্চরণঃ কিরণশ্চ; অখণ্ডং পূর্ণং নমতাং জনানাং সুখং যস্মাৎ সঃ; পক্ষে ন বিদ্যতে খণ্ডনং যস্য তথাভূতং মজ্জনে সুখং যত্র সঃ; ক্রমেণ হীয়মানঃ ক্ষীয়মাণো দোষাণাং বৈগুণ্যানাং রাত্রীণাঞ্চাবসর উদ্গমঃ ক্ষণশ্চ যত্র সঃ; সদা অনুকূলা জগতাং প্রাণা যত্র সঃ; তথা চোক্তম্—(শ্রীপদ্মপুরাণে) "যেনার্চিতো হরিস্তেন তর্পিতানি জগন্ত্যপি। রজ্যন্তি জন্তবস্তত্র স্থাবরা জঙ্গমা অপি॥" ইতি; পক্ষে, জগৎপ্রাণঃ পবনঃ, "জগৎপ্রাণঃ সমীরণঃ" ইত্যমরঃ; ভদ্রা শ্রীরবিচ্ছিন্না সম্পত্তিস্তয়া রসবিলাসাৎ শৃঙ্গারাদি-বিলাসাৎ সুখং যস্য সঃ; পক্ষে ভদ্রশ্রীরসশ্চন্দনদ্রবঃ, "ভদ্রশ্রীশ্চন্দনোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ॥

৬৪। কৃপাপ্রপাং কৃপায়াঃ পানীয়শালিকাম্, যতন্তে তরব ইতি পূর্বস্যেবানুষঙ্গঃ; বিশ্রময়ন্তি বিগতশ্রমং কুর্বন্তি, বিভক্তিবিপরিণামেন খগ-মৃগ-কুলমেব। ছায়া কান্তিরাতপাভাবশ্চ ॥

সর্বান্তকরণে প্রণতজনের সুখস্বরূপ তেমনই এ স্থানে সুখস্বরূপ, সাধুসঙ্গ যেমন দোষোদ্গম ক্রমশঃ ক্ষীণ করে দেয় তেমনই এ রাত্রির ক্ষণ ক্রমশঃ ক্ষীণ করে দেয়, শ্রীহরিভক্তে যেমন জগতের সকল প্রাণী সদা অনুকূল তেমনই এতে সমীরণ সদা অনুকূল, পুণ্যবানজন যেমন প্রভূত ধনব্যয়ে শৃঙ্গারাদি-বিলাসের দ্বারা সুখ-বিভোর তেমনই এতে চন্দনদ্রব বিলাস সামগ্রী সুখ স্বরূপ।

৬৩। এই বিভাগে ঘনঘর্মজনিত মর্মান্তিক কষ্টে চতুর্দিকে পলায়মান শৈত্যগুণ কেবল সুলক্ষণা ব্রজাঙ্গনাদের স্তনরূপ দুর্গাশ্রয় করেই যেন বেঁচে আছে, তরুলতাশ্রেণী যেন নিদাঘপীড়িতার মত নিরন্তর মন্দ মন্দ চলমান কিশলয়-বিজনের দ্বারা পরস্পর অনুকূল ভাবে বীজন করছে, এবং নিজ নিজ ঘনশাখা-ছায়ার আচ্ছাদনে শীতলীকৃত মণিময়-আলবাল-জলের দ্বারা দয়া-জলসত্র স্থাপন করে পরমাতিথ্য-কুশলী জনের মত পক্ষী-মৃগকুলের পিপাসা নিবারণের জন্য যত্ন করছে,— পূণ্যবান জনের মত সদা ছায়াময় তাদের তলদেশে সকলকে বিশ্রাম দান করছে।

৬৫। এই বিভাগে খরতর সূর্যকিরণযুক্ত সূর্যকান্তমণিসমূহ থেকে অগ্নির মত যে দাহ উৎপন্ন হচ্ছে সেই দাহ নির্বাপনে পরমকুশলী মণিময় বিহারপর্বতশিখরদেশ থেকে নিঃসৃত নির্ঝর-জলপ্রপাতে

নিবারিত-বাসর-মণিময়ূখজালেষু বনপথেষু পরস্পরকরাসঙ্গ-ভঙ্গিমরঙ্গবত্যো ঝণঝণায়মানমণিনূপুরনিনদ-সরসং তাদৃশ্যপি নিদাঘে বসন্তকাল ইব সকুতুকং খেলন্তি ব্রজদেব্যঃ ॥

৬৬। যত্র চ—দিবসকরকরনিকরজ্জ্বালজটালতয়া বিষমবিষধরনিঃশ্বাসা ইব করলতরাঃ স্বয়মেব স্বং স্বমেবোত্তাপয়ন্তঃ সন্ততমনির্বৃতা ইব, প্রতি-সলিলাশয়ং মজ্জন্তোঽপি চাত্মানং নির্ব্বাপয়িতুমসমর্থা ইব, ব্রজ-পদ্মিনীজন-স্তনপরিমল-মিলনার্থমিবোপসর্পন্তি শীতলা ভবিতুমনিলাঃ। যত্র চ—দিবসাদিব সাধ্বসাৎ ক্ষণদাঽঽপ ক্ষণদাপতি-রুচিরা রুচিরামণীয়কং যদি জনানাং তদা তদাসঙ্গেন তে নিদাঘমেব শ্লাঘন্তে ॥

৬৭। কিঞ্চ, কর্পূরত্রসরেণুবন্ধুভিরপাং নিঃস্যন্দিভির্বিন্দুভি-
শ্চঞ্চচ্চামর-চারু-মারুতধুতৈর্মুক্তাবিতানৈরপি।
আকীর্ণে জলযন্ত্রবেশ্মনি সরো-বাপ্যাদি-মধ্যস্থিতে
কৃষ্ণো যত্র মুদা নিদাঘদিবসে শেতে সমং কান্তয়া ॥

৬৫। খরতরৈরতিতীক্ষ্ণৈর্দিনমণিকিরণৈরনুবিদ্ধেভ্যো দিনমণিপটলেভ্যঃ সম্যগুদঘটিতো যো দহনাদিব দাহস্তস্য নির্বপণচণৈর্নির্বাপণেন প্রশস্তৈর্মণিময়বিহারপর্বতশিখরাৎ নিঃস্যন্দমানৈঃ শিশিরতরৈর্নির্ঝরসম্বন্ধিজলপ্রপাতৈঃ শীতলেষু॥

৬৬। যত্র চ নিদাঘে যদি ক্ষণদা রাত্রিঃ ক্ষণদাপতিনা চন্দ্রেণ রুচিরা সতী রুচিরামণীয়কং রোচকত্বেন রমণীয়ত্ব-মাপ প্রাপ্তবতী। তত্র হেতুমুৎপ্রেক্ষতে—জনানাং তদা দিবসাদিব ঘর্মদুঃসহাৎ, দিনাদিব সাধ্বসাদ্ভয়াৎ তদ্বিলোক্য কৃপয়া নিবারয়িতুমিবেত্যর্থঃ। তদাসঙ্গেন তস্যাং রাত্রাবাসক্ত্যা তচ্ছৈত্যসুখানুভবজনিতয়া নিদাঘমেব 'ধন্যোঽয়ং নিদাঘ-সময়ঃ, যত্রৈবৈতাদৃশী রাত্রিঃ' ইতি শ্লাঘন্তে॥

শীতলীকৃত, এবং ঘনতর বৃক্ষশাখাতে বাধিত সূর্যকিরণময় বনপথে ব্রজদেবীগণ তাদৃশ গ্রীষ্মকালেও বসন্ত-কালের মতো মনের আনন্দে পরস্পর হাতধরাধরি করে মনোহর রঙ্গরাগপূর্বক ঝন্ঝনায়মান-মণিনূপুরের সরস ধ্বনি তুলে খেলা করে বেড়াচ্ছেন।

৬৬ এই বিভাগে সূর্যকিরণমালার তাপ অতি জটিল অবস্থা ধারণ করলে বায়ুমণ্ডল বিষমবিষধর-নিশ্বাসের মতো অতি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল, নিজে নিজেই উত্তাপিত হয়ে উঠতে থাকল নিরন্তর অশান্তের মতো, প্রতি জলাশয়ে ডুব লাগিয়েও নিজেকে যেন নির্বাপিত করতে অসমর্থ হয়ে শীতল হওয়ার জন্য সুলক্ষণা-ব্রজাঙ্গনাদের স্তন-পরিমলের সঙ্গে মিলনের জন্য ওঁদের নিকট যেতে লাগল। এতে যদি নিশাপতির সম্বন্ধে নিশা সুন্দর ও দেহমনের রুচিকর হয়ে রমণীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে, তখন দিবসের তাপে অতিষ্ঠ হয়ে জনগনের চিত্ত দিবসের নামেই ভীত হয়ে পড়ছে—কিন্তু রাত্রির শৈত্য-সুখানুভবের হেতু তাতে আসক্ত হয়ে সেই সম্বন্ধীয় নিদাঘকেও শ্লাঘা করছে—(ধন্য তুমি হে নিদাঘ যার এতাদৃশী রাত্রি)।

৬৭। এই বিভাগে চঞ্চলচামরের চারু বাতাসে কম্পিত-কর্পূরত্রাসরেণুবাসিত-নিরন্তর ক্ষরণশীল জলবিন্দুদ্বারা এবং ঐ বাতাসে কম্পিত মুক্তাময় চাঁদোয়াদ্বারা শোভিত জলযন্ত্রগৃহ রয়েছে সরোবর-পুকুরের মধ্যভাগে—যেখানে গ্রীষ্মদিনে শ্রীকৃষ্ণ কান্তা শ্রীরাধারাণীর সহিত মনের আনন্দে শয়ন করেন।

৬৮ ।　ভালপ্রান্তনিবদ্ধকুন্তলভরো মুক্তাস্রজা স্থূলয়া
বাসঃ কাঞ্চনবারিহারি পবনস্পন্দানুমেয়ং দধৎ ।
মল্লীকোরক-মালয়া দ্রুততর-শ্রীখণ্ডপঙ্কেন চ
দ্বিত্রেন প্রিয়মণ্ডনেন চ কৃতাকল্পো হরিঃ ক্রীড়তি ॥

৬৯ ।　কর্ণালঙ্করণং শিরীষকুসুমৈরুত্তংসনং পাটলৈ-
র্মালাং মল্লিভিরঙ্গদাদি কুটজৈঃ সম্পাদয়ন্ত্যাত্মনঃ ।
আলীভির্বনরাজিভিঃ সহ সদৃগ্ভূষাভিরীশাঙ্ঘ্রয়ঃ
সেব্যন্তে দিবসাবসানসময়ে যস্মিন্নিদাঘশ্রিয়া ॥

৭০ । এবং দ্বন্দ্বশো দ্বন্দ্বশশ্চ ঋতুভির্বিভেদিতা অপরেঽপি ত্রয়ো বিভাগা ইতি নবকাননমেব বৃন্দাবনম্, মূলভূতস্তু ষড়্ভিরেব ঋতুভিরুপসেবিতমিত্যঙ্গাঙ্গিভাবেন দশবিভাগমিতি ॥

---

৬৭ । কর্পূরাণাং ত্রসরেণুবন্ধুভিঃ সূক্ষ্মকণসহিতৈরপাং বিন্দুভির্নিঃস্যন্দিভির্নিতরাং স্রবদ্ভিঃ, মুক্তাময়ৈর্বিতানৈশ্চাকীর্ণে ব্যাপ্তে ; তৈর্দ্বয়ৈঃ ; কীদৃশৈঃ ? চঞ্চতাং চঞ্চলানাং চামরাণাং চারুণা মারুতেন ধূতৈঃ কম্পিতৈঃ ॥

৬৮ । ভালস্য প্রান্তে নিবদ্ধো দ্বিধা বিভক্তঃ কুন্তলভরো যস্য সঃ ; বাস উত্তরীয়ং পবনস্য স্পন্দেন চলনেনানুমেয়মনুমাতুং শক্যং নতু চেতোঽতিসূক্ষ্মত্বাৎ ; কাঞ্চনজলমিব হারি মনোহরম্ ; দ্বিত্রেণেতি বহুতরাণাং ধারণাসহনাৎ, তত্রাপি প্রিয়েতি স্বতঃ শৈত্যগুণকেনেত্যর্থঃ ॥

৬৯ । উত্তংসনং শিরোভূষণম্ ॥

৭০ । এবং বৃন্দাবনস্য ষড়্বিভাগান্ বর্ণয়িত্বা অপরমপি বিভাগচতুষ্কং তত্তদ্বর্ণনেনৈব বর্ণিতপ্রায়মুট্টঙ্কয়তি—দ্বন্দ্বশো দ্বন্দ্বশ ইতি। অত্র শসৈব বীপ্সাবগতৌ দ্বির্বচনং নোপপদ্যত ইতি ন বাচ্যম্,—একৈকশো দেহীত্যাদৌ দ্বির্বচনেনৈব তদবগতৌ পুনঃ শস্প্রত্যয়দর্শনাৎ ; তথা হ্যুক্তং ন্যাসকারেণাপি 'ভোজং ভোজং প্রব্রজতি' ইত্যাদৌ দ্বির্বচন-

---

৬৮ । এই বিভাগে মোটা মোটা মুক্তামালায় ললাটপ্রান্তে নিবদ্ধ কুন্তলভার, পবনস্পন্দনানুমেয় সূক্ষ্ম গলিত কাঞ্চনের মতো মনোহর পীতাম্বর, মল্লিকাকোরকমালা, পাতলা চন্দন এবং দু-তিন প্রকার শীতল প্রিয় অলঙ্কারের আকল্প ধারণ করে শ্রীহরি ক্রীড়া করছেন।

৬৯ । এই বিভাগে নিদাঘশ্রী মূর্তিমতী হয়ে শিরিশকুসুমের কর্ণালঙ্কার, পাটলের শিরোভূষণ, মল্লিকাপুষ্পের মালা, কুটজের অঙ্গদাদি ভূষণে নিজেকে বিভূষিত করতঃ একই রকম ভূষণে বিভূষিতা সখী বনরাজিকে সঙ্গে নিয়ে দিবস-অবসানসময়ে শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মের সেবা করছে।

সর্বঋতুসুখদ বিভাগ ঃ

৭০ । 'শরৎহেমন্ত-শিশিরবসন্ত নিদাঘবর্ষা' এইভাবে দুই দুই ঋতু একসঙ্গে বিভক্ত হচ্ছে বলে তিনটি বিভাগ শ্রীবৃন্দাবনে আরও পাওয়া যাচ্ছে ; কাজেই শ্রীবৃন্দাবন নবকাননযুক্তই বটে—বস্তুতঃ শ্রীবৃন্দাবনতো সর্বক্ষণই সর্বত্রই ছয়ঋতুর দ্বারা সেবিত—কাজেই অঙ্গাঙ্গী বিচারে 'সর্বঋতুসুখদ' নামক একটি অঙ্গী দশমবিভাগ পাওয়া যাচ্ছে—এরূপে শ্রীবৃন্দাবনে দশটি বিভাগ।

৭১। যত্র ষড়্ঋতুকে বিভাগে—

সীমন্তে নবনীপকং করতলে লীলারবিন্দং নব-
স্নিগ্ধং লোধ্ররজঃ কপোলফলকে বন্ধূকমালাং গলে।
কর্ণে বঞ্জুলপল্লবং স্তবকিনং মল্লীস্রজং কুন্তলে
বিভ্রত্যো ব্রজসুভ্রুবঃ প্রতিদিনং কৃষ্ণং সদোপাসতে॥

৭২। যস্মিন্মঞ্জুলকুঞ্জমণ্ডপকুলং নানামণীন্দ্রালয়-
স্পর্দ্ধাবর্দ্ধিতসৌভগং পিককুলৈর্ভৃঙ্গৈশ্চ নিষ্কূজিতম্।
যস্মিন্নোষধয়ো জ্বলন্তি রজনৌ দীপায়িতাঃ সৌরভং
কস্তূরীহরিণাঙ্গনা বিদধতে লূমৈশ্চমর্য্যো মৃজাম্॥

৭৩। এবংভূতস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে ইন্দ্রনীলমণিহারযষ্টিরিব, ইন্দীবর-মালেব, কজ্জল-পরিখেব,

---

সাপেক্ষেণৈব ণমুলা উচ্যতে। 'পাপচ্যতে' ইত্যাদৌ দ্বিবচননিরপেক্ষেণৈব যঙা আভীক্ষ্ণ্যমুচ্যতে, যথা ছেক এব ভারঃ কদাচিদেকেনৈব কেনচিদূহ্যতে কেনচিদন্যসাপেক্ষেণৈব কেনচিদিতি দ্বন্দ্বশো দ্বয়েন দ্বয়েন কৃত্বা ঋতুভিঃ শরদাদি-ভির্বিভেদিতা বিভেদং প্রাপিতা, যথা শরদ্ধেমন্তয়োর্মিলিতত্তল্লক্ষণবত্ত্বেন শরদ্ধেমন্তসন্তোষ একঃ, শিশিরবসন্ত-কান্তোঽন্যঃ, নিদাঘবর্ষাহর্ষোঽপরঃ,—ইতি ত্রয়ো বিভাগাঃ। অঙ্গাঙ্গিভাবেনেতি ষড়্ঋতুকবিভাগঃ সর্বর্তুসুখদ-নামা খল্বঙ্গী, বর্ষাহর্ষাদয়স্তদঙ্গানীত্যর্থঃ॥

৭১। সীমন্ত ইতি নীপারবিন্দাদীনি ক্রমেণ বর্ষাদিলক্ষণসূচকানি। বঞ্জুলোঽশোকঃ॥

৭২। যস্মিন্ বর্ণিতলক্ষণে বৃন্দাবনে মঞ্জুলং কুঞ্জমণ্ডপকুলমস্তি। নানামণীন্দ্রা বৈদূর্যাদয়স্তন্ময়ৈরালয়ৈর্গৃহৈঃ সহ যা স্পর্দ্ধা, তস্যাং বর্ধিতং সৌভগং যস্য তৎ। নিষ্কূজিতমিতি কর্মণি ক্তান্তম্। ততশ্চ তে ভৃঙ্গাদয় এব যস্য গুণ-স্তবনার্থং বন্দিজনায়ন্তে ইতি ভাবঃ। লূমৈঃ পুচ্ছৈঃ; পুচ্ছোঽস্ত্রী লূমলাঙ্গুলে" ইত্যমরঃ। মৃজাং মার্জনাকৃত্যং বিদধতে কুর্বন্তি॥

৭৩। ইন্দ্রনীলেতি লাবণ্যেন, ইন্দীবরেতি শৈত্যসৌগন্ধ্য-সৌকুমার্যৈঃ, কজ্জলেতি লোচনরোচকত্বেনাংশেন,

---

৭১। এই ছয়ঋতু সেবিত দশম বিভাগে ব্রজসুন্দরীগণ সীমন্তে বর্ষার নবকদম্ব, করতলে শরতের লীলাকমল, গণ্ডযুগলে হেমন্তের নবস্নিগ্ধ লোধ্ররেণু, গলে শীতের বান্ধুলীফুলমালা, কর্ণে বসন্তের অশোক-পল্লবগুচ্ছ, আর কুন্তলে নিদাঘের মল্লিকাফুলমালায় সুশোভিতা হয়ে প্রতিদিন শ্রীকৃষ্ণকে সদা উপাসনা করেন।

৭২। সর্বঋতুসুখদ বিভাগে নানামণীন্দ্রালয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বর্দ্ধিত-সৌন্দর্যে দীপ্ত, পিককুল ও অলিকুলের মধুরগুঞ্জনে মুখরিত, উজ্জ্বল ওষধীলতায় রাত্রে আলোকিত, কস্তুরীহরিণাঙ্গণাদের সৌরভে সৌরভান্বিত, আর চমরীগাভীর পুচ্ছের দ্বারা সম্মার্জিত মঞ্জুল কুঞ্জমণ্ডপকুল বিরাজিত।

শ্রীযমুনা ঃ

৭৩। এবংভূত শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যে তাঁর অধিষ্ঠাত্রীদেবী শ্রীবৃন্দাদেবীর ইন্দ্রনীলমণিহারসূত্রের

অসিতশাটীব বৃন্দাটবীদেব্যাঃ কাচন যমুনা নাম নদী ॥

৭৪। যা খলু সতরঙ্গাপি নতরঙ্গাধায়িকা, সকমলাপি নশ্যৎকমলা, সসারসাপি বিসারসারস্থা, মজ্জনসুখদাপি নমজ্জনসুখদা ॥

৭৫। বিবিধলতিকাকারচিত্রবিচিত্রিতকঞ্চুলিকয়েব চিন্মণিশৈবাল-লতিকাবিতত্যা পরিবৃতবক্ষঃস্থল-বিলাসিরথাঙ্গপয়োধরা, কলিত-কহ্লারাদি-পরাগ-পটলচিত্রপটা, ভ্রমদ্ভ্রমরঘটাবদ্ধ-বেণিরিন্দীবরনয়না, বিকসদরবিন্দমুখী, প্রফুল্লহল্লকলসদধরৌষ্ঠী, সারসসারসনাঙ্কিতপুলিননিতম্বা, কলহংসহংসকা, মূর্ত্তেব রমণীয়তা দেবী তরলতরতরঙ্গহস্তেনেব জলজকুসুমৈঃ শ্রীকৃষ্ণারাধনমবাধমনিশমেব কুর্ব্বাণা জরীজৃম্ভ্যতে ॥

৭৬। যস্যাঞ্চোভয়োরেব কুলয়োঃ কুসুমভর-ভজ্যমানবিটপবিটপি-পটলপ্রতিবিম্বেন সলিলান্তরে-ঽপি কুসুমিতং কাননান্তরমিব ব্যঞ্জয়ন্ত্যাং সহ-প্রতিবিম্বিতং বিহগকুলমপি বৈসারিণো যত্র জিঘংসবস্তুণ্ডেন

অসিতশাটীতি অব্যভিচারি-নেপথ্যসাধকত্বেন ॥

৭৪। সতরঙ্গা তরঙ্গসহিতা, নতানাং নম্রত্বাদ্ভক্তানাম্, রঙ্গস্য প্রেমসুখস্য, আধায়িকা অর্পয়িত্রী ; সকমলা পদ্ম-সহিতাপি, ন শ্যন্তি ন হ্রাসং প্রাপ্নুবন্তি কমলানি জলানি যস্যাঃ সা ; 'শো তনূকরণে' শত্রন্তঃ, "সলিলং কমলং জলম্" ইত্যমরঃ ; 'নশ অদর্শনে' ইত্যস্য রূপে প্রথমোপস্থাপিতে বিরোধঃ ; সারসঃ পক্ষী, বিসারা মৎস্যাস্তেষাং সারস্থং বলং যস্যাং সা, নমতাং জনানাং সুখদা ॥

৭৫। চিদ্রূপাণাং মণিময়ীনাং শৈবাললতিকানাং বিতত্যা নিমজ্জ্য উদ্গতত্বেন পরিবৃতৌ আবৃতৌ যমুনায়া মধ্যদেশ এব বক্ষঃস্থলম্, তত্র বিলাসিনৌ রথাঙ্গাবেব পয়োধরৌ যস্যাঃ সা ; সারসাঃ পক্ষিণ এব কূজনসাধর্ম্যেণ সারসনং কাঞ্চী তেনাঙ্কিতঃ পুলিনরূপো নিতম্বো যস্যাঃ সা ; কলহংস এব হংসকঃ পাদকটকং যস্যাঃ সা ; জরীজৃম্ভ্যতে অতিশয়েন প্রকাশতে ॥

মতো, নীলকমল-মালার মতো কজ্জল-পরিখার মতো, নীল-শাড়ীর মতো কোনও অনির্বচনীয়া যমুনা নামক নদী প্রবাহিতা।

৭৪। এই যমুনা তরঙ্গময়ী হয়েও ভক্তের প্রেমসুখ-বিধায়িনী, কমলময়ী হয়েও অক্ষয় জলে পূর্ণ, সারসের বিহারস্থলী হয়েও মৎসকুলের সরসতা বিধায়িনী, মজ্জন-সুখদা হয়েও নতজনের সুখপ্রদ।

৭৫। বিবিধ লতিকার আকারে চিত্রবিচিত্র কঞ্চুলিকার মতো চিন্মনিশৈবাললতার বিস্তারে আচ্ছন্ন বক্ষঃস্থলে বিলসিত চক্রবাক-চক্রবাকীরূপ কুচযুগলে শোভিতা, শ্বেতপদ্মাদি-পরাগে অঙ্কিত চিত্ররূপ বসন পরিহিতা, ভ্রমণশীল ভ্রমরনিকররূপ বদ্ধবেণিধরা, নীলকমলরূপ নয়না, প্রস্ফুটিত কমলরূপ আননা, প্রফুল্ল লালকমলরূপ সুন্দর অধরোষ্ঠী, সারসরূপ কাঞ্চিযুক্ত পুলিননিতম্বা, কলহংসরূপ নূপুরে অলঙ্কৃতা মূর্তিমতী রমণীয়তাস্বরূপ শ্রীযমুনাদেবী অতি চঞ্চলতরঙ্গরূপ করকমলের দ্বারা জলজকুসুমে অবাধে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ-আরাধনা করতে করতে অতি উজ্জ্বলভাবে শোভা পাচ্ছেন।

৭৬। এবং এর উভয়কূলে কুসুমভারে অবনতা তরুপল্লবশ্রেণী জলমধ্যে প্রতিবিম্বিতা হয়ে যেন অন্য একটি কুসুমিত কাননের প্রকাশ করছে, আর তার সহিত প্রতিবিম্বিত বিহগকুলকে মৎসগণ হনন

খণ্ডয়ন্তঃ ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে, রজনাবপি বিম্বিতং নক্ষত্র-গ্রহ-নিকরমপি সর্ব্বতঃ কেনাপি বিকীর্ণং লাজজালমিব মন্যমানাঃ শফরা অপি প্রত্যেকমত্তুমুৎকণ্ঠন্তে ॥

৭৭। মধ্যে চ যস্যাঃ কর্পূরপূরময়ানীব তিমিরনিকরোদ্বান্তকান্ত-কৌমুদীশকলানীব বৃন্দাটবীদেব্যাঃ শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগপটলানীব বিস্রস্তবেণীদণ্ডান্তরান্তরা-বিরাজমানমালতীমাল্যখণ্ডানীব নবানি পুলিনানি। যেষু চ কুত্রাপি নবনবসমুজ্জৃম্ভমাণ-মরকতাঙ্কুরায়মাণ-তৃণাঙ্কুরেষু বিবিধান্যেব কুসুমোপবনানি, অন্তরা অন্তরা মঞ্জুলানি কুঞ্জানি চ, প্রতিপুলিনোপবনং চিন্মণিময় মণ্ডপাশ্চ ॥

৭৮। যেষামঙ্গনেষু সারস-সরারি-কুরর-চক্রবাক-কলহংসাদিভিঃ সহ তৎকাননচরাঃ শুক-পিকজীব-জীবচকোরকপ্রভৃতয়ো বিহঙ্গমাঃ সরভসমেব কৃষ্ণকথালাপেন মধুরগোষ্ঠীমিব কুর্ব্বন্তো বর্ত্তন্তে। উভয়তশ্চ পার্শ্বয়োর্যস্যা বিবিধমণিবদ্ধেষু তটেষু অন্তরা অন্তরা মরকত-কুরুবিন্দ-বৈদূর্য্য-বিদ্রুমাদি-বিবিধ-মণিগণ-

---

৭৬। কুসুমানাং ভরেণ ইব ভজ্যমানাঃ প্রাপ্যমাণভঙ্গা বিটপাঃ পল্লবা যস্য তথভূতস্য বিটপিসমূহস্য প্রতিবিম্বেন সহ প্রতিবিম্বিতং বিহগকুলং তত্রস্থপক্ষিসমূহং জিঘৎসবোঽত্তুমিচ্ছবঃ, বৈসারিণো মৎস্যাঃ, অবতিষ্ঠন্তে. (পা০ ১৩।২২) "সমবপ্রবিভ্যঃ স্থঃ" ইত্যাত্মনেপদম্; শফরাঃ প্রোষ্ঠীনামানো মৎস্যভেদাঃ॥

৭৭। কর্পূরপ্রবাহময়ানীবেত্যনেন শৈত্য-সৌগন্ধ্য-শৌক্ল্যং ধ্বনিতম্। ততশ্চ মৃগমদপ্রবাহময্যা অপীতি ব্যঞ্জিতয়া উৎপ্রেক্ষয়া জীবিতো বিরোধোঽপি দ্যোতিতঃ। ননু কর্পূরপূরময়ত্বেনোৎপ্রেক্ষসে চেৎ পুলিনানি, তর্হি কথং তেষাং স্থৈর্যমিত্যাশঙ্ক্য অন্যথোৎপ্রেক্ষতে—তিমিরেতি। ননু তর্হি কুতঃ পরস্পরং পুনরপি বাধ্যবাধকত্বাভাবস্তেষামিত্যাশঙ্ক্য পুনরন্যথোৎপ্রেক্ষতে—শ্রীখণ্ডেতি। ননু তর্হি নদীমধ্যগতান্যপি তানি তয়া কথং ন বাহিতানীতি পুনরপ্যাশঙ্ক্য পুনস্ততোঽপ্যন্যথা নদীসহিতান্যেব তান্যুৎপ্রেক্ষতে—বিস্রস্তেতি। যেষু পুলিনেষু মধ্যে কুত্রাপি কেষুচিৎ তেষ্বন্যানি বহূনি পুলিনানি তৃণগুল্মাদিরহিতানি স্বচ্ছবালুকাময়ানি সন্তি রাসনাট্যলীলার্থমিতি ॥

-পর হয়ে ভোজনেচ্ছায় ঠোকরাতে ঠোকরাতে ক্ষণকাল দাঁড়িয়ে পড়ছে। এবং রজনীতে প্রতিবিম্বিত নক্ষত্র-গ্রহশ্রেণীকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দেওয়া লাজজাল মনে করে ছোট ছোট মৎস্যগণ খাওয়ার জন্য প্রত্যেকে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠছে।

৭৭। এবং যমুনার মধ্যে যে নবীন পুলিন বিরাজমান তা কর্পূরপ্রবাহের মতো, ঘন অন্ধকার-রাশি-উদ্গিরিত মনোহর জ্যোৎস্নাখণ্ডের মতো শ্রীবৃন্দাদেবীর অঙ্গের চন্দনখণ্ড-অঙ্গরাগচয়ের মতো, এবং প্রলম্বিত বেণীদণ্ডের মধ্যে মধ্যে বিরাজমান মালতিমাল্যখণ্ডের মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। এবং পুলিনের মধ্যভাগে কোথাও কোথাও নব নব প্রকাশমান মরকতাঙ্কুরসম তৃণাঙ্কুরের মাঝে নানাপ্রকার কুসুমোপবন, মধ্যে মধ্যে কোথাও মনোহর কুঞ্জ, ও প্রত্যেক পুলিন-উপবনে চিন্মণিময় মণ্ডপনিবহ বিরাজমান।

৭৮। এই মণিময় মণ্ডপশ্রেণীর অঙ্গনে সারস-সরারি-কুরর-চক্রবাক-কলহংসাদি জলচর পক্ষীর সঙ্গে তৎকাননচারী শুক-পিক-চকোর-চকোরক প্রভৃতি স্থলচর পক্ষীকুল মনের আনন্দে শ্রীকৃষ্ণকথা আলাপনে যেন মধুরগোষ্ঠী রচনা করতে করতে বিহার করছে। এই যমুনার উভয়পার্শ্বের বিবিধ মণিবদ্ধ

নির্মিতা অবতারাঃ, যেষামভিমুখসমানসুঘটিততয়া তটয়োরেব সোপানপরম্পরে শোভাদেব্যা দশনপঙ্‌ক্তী ইব দৃশ্যেতে ॥

৭৯। উভয়তশ্চ যেষাং তিরস্কৃত-মণিমণ্ডপানি লতামন্দিরমণ্ডলানি ; তানি চ যথা—

চত্বারস্তরবশ্চতুর্ষু সরুচঃ কোণেষু তেষামধো
দ্বে দ্বে চোভয়তঃ প্রিয়ে ইব লতে বিষ্বক্ তথাঽবর্দ্ধতাম্।
তানাক্রম্য পরম্পরাত্তবপুষঃ পুষ্পৈঃ ফলৈঃ পল্লবৈঃ
সাঙ্গোপাঙ্গ-মণীন্দ্রমণ্ডপরুচং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বা যথা ॥

৮০। তৎপ্রকারো যথা—

স্তম্ভাস্তেঽমী বড়ভ্যো নিয়তকুসুমিতাঃ স্কন্ধশাখাস্তদীয়া
বল্লীনাং পুষ্পিতানামপি বিটপকুলৈঃ কল্পিতানি চ্ছদীংষি।

৭৮। সারসাদিভির্জলচরৈঃ, শুকাদয়ঃ স্থলচরাঃ, যস্যা যমুনায়া দ্বয়োঃ পার্শ্বয়োরবতীর্যতে এভিরিত্যবতারাঃ, ঘাট ইতি খ্যাতাঃ। যেষামবতারাণামেকৈকেষাম্, উভয়তশ্চ উভয়োরুভয়োর্বামদক্ষিণপার্শ্বয়োঃ॥

৭৯। চতুর্ষু কোণেষু চত্বারস্তরবঃ সরুচঃ, রুগিত্যুপলক্ষণম্, স্থৌল্য-দৈর্ঘ্য-বিস্তারৈরপি তুল্যা জ্ঞেয়াঃ, তেষামেকৈকশঃ অধ উভয়ত উভয়োরুভয়োঃ পার্শ্বয়োর্দ্বে দ্বে, একা দক্ষিণে পার্শ্বে, একা বামে, এবং দ্বে দ্বে বিশ্বক্ উপরি-চতুর্দিক্ষু চ ঔচিত্যানুরূপেণ তথা অবর্দ্ধতাং ব্যাপ্তবত্যৌ ; বর্দ্ধশ্ছেদন-পূরণয়োরিত্যস্য পরস্মৈপদিনো রূপম্। যথা তাং স্তরূনাক্রম্য পরম্পরমাত্তানি গৃহীতানি জটিতানি বপূংষি যাসাং তাস্তথাভূতাঃ সত্যঃ সর্বা অষ্টাবেব লতাঃ পুষ্পাদিভিরঙ্গোপাঙ্গসহিত-মণিময়মণ্ডপানামিব রুচং কান্তিং কুর্বন্তি॥

৮০। তে প্রসিদ্ধা অমী পূর্বোক্তাশ্চত্বরস্তরবো ভূমিত ঋজুভূয়োত্থিতত্বেন চত্বারঃ স্তম্ভাঃ, তদীয়াস্তরুসম্বন্ধিনঃ স্কন্ধ-

---

তটের মধ্যে মধ্যে মরকত-কুরুবিন্দ-বৈদূর্য-বিক্রমাদি বিবিধ মণিচয়ে নির্মিত ঘাট বিদ্যমান, এই সব ঘাটের সম্মুখভাগ সরলরেখায় বিন্যস্ত থাকায় তটের সোপান পরম্পরা শোভাদেবীর দন্তপঙ্‌ক্তীর মতো দেখা যাচ্ছে।

৭৯। এই ঘাটের দুদিকে মণিমণ্ডপ হতেও অধিক শোভন যে লতামন্দিরশ্রেণী বিরাজমান তা' এইরূপ—

এর চার কোণে যে চারটি বৃক্ষ আছে, তা' স্থূলতায় লম্বায় ও বিস্তারে সমান. এই চার বৃক্ষের নীচে প্রত্যেক দুই দুই পার্শ্বে যে দুই দুই লতা বিরাজমান তা ওদের প্রিয়তমার মতো শোভা পাচ্ছে ; এই লতা ঐ বৃক্ষের উপর চতুর্দিকে এমন বেড়ে উঠেছে যে ঐ বৃক্ষগুলিকে আশ্রয় করে একে অন্যের দেহ ধরে জড়িয়ে গিয়ে পুষ্প-ফল-পল্লবরূপ অঙ্গোপাঙ্গের সহিত সকলে মিলে মিশে ঐ লতামন্দিরকে এক অপূর্বশোভা দান করছে।

৮০। উপর্যুক্ত ঐ চারটি সরলবৃক্ষ ঐ লতামন্দিরের যেন স্তম্ভ হয়েছে— ওদের নিয়ত কুসুমিতা স্কন্ধশাখা বক্রভাবে পরস্পর মিলিত হয়ে চারটি চন্দ্রশালার যেন সৃজন করেছে, উপর্যুক্ত পুষ্পিতা-লতার

কৈশ্চিদ্দ্বারোঽপি ভঙ্গীবিরচনরুচিরা ভিত্তয়ঃ কৈশ্চিদন্যৈঃ
পুষ্পৈঃ প্রালম্বচূড়াকলসবিরচনাচামরাদীনি কৈশ্চিৎ

৮১। অথ যস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে পুরুষাবতার ইব সহস্রশিরাঃ, সহস্রপাচ্চ, মহাবিনোদীব অমলমণিকটকো বিবিধমণিকুণ্ডলশ্চ, শব্দগ্রাম ইব বিবিধধাতুযোনিঃ, ধ্রুব ইব ভূভৃৎকুলভূষণোঽপি ভগবদনুগ্রহেণ লঙ্ঘিত-সকলোপরিতনলোকঃ সুনাসীরনাসীর ইব দুরবগাহ গুহালঙ্কৃতঃ, মলয় ইব সর্ব্বতোভদ্রশ্রীরপি ন ভুজগাবাসঃ, হর ইব চন্দ্রচূড়োঽপ্যনুগ্রঃ, ভগবানিব বিচিত্রবনমালঃ, আনন্দ ইব মহোৎসবেষ্টঃ,

---

শাখা নিয়তং সুষ্ঠু বক্রীভূয় পরস্পরং মিলিতাশ্চতস্রো বড়ভ্যঃ; বল্লীনাং বিটপকুলৈঃ পল্লবসমূহৈশ্ছদীংষী ছাউনীতি খ্যাতানি কল্পিতানি। কৈশ্চিদ্বল্লীনাং বিটপকুলৈর্ভঙ্গ্যা সংনিবেশকৌশলেন যদ্বিরচনং তেন রুচিরাশ্চতস্রো দ্বারোঽপি কল্পিতাঃ। তথা তৈরেবান্যৈঃ কৈশ্চিদ্‌ভিত্তয়স্তথা পুষ্পৈস্তাদৃশ-তাদৃশবিন্যাসবৈশিষ্ট্যেন স্থিতৈঃ; প্রালম্বাদীনীতি তত্র প্রালম্বানি পটলেভ্যো লম্বমানমাল্যানি, বিরচনা বিবিধপত্রাবল্যাদীনাং রচনা; "রচনা স্যাৎ পরিস্পন্দঃ" ইত্যমরঃ॥

৮১। সহস্রসংখ্যানি শিরাংসি মস্তকানি শৃঙ্গাণি চ, পাদাশ্চরণাঃ প্রত্যন্তশৈলাশ্চ, "পাদাঃ প্রত্যন্তপর্বতাঃ" ইত্যমরঃ; বিনোদো বিলাসঃ, কটকং বলয়ঃ; পক্ষে "কটকোঽস্ত্রী নিতম্বোঽদ্রেঃ" ইত্যমরঃ; মণিময়ানি কুণ্ডানি লাতীতি সঃ; ধাতবো 'ভূ'-'যা'-'বা'-'দিব'-প্রভৃতয়ো মনঃশিলাদয়শ্চ, ভূভৃৎ রাজা পর্বতশ্চ; "ভূভৃৎ ভূমিধরে নৃপে" ইত্যমরঃ; উপরিতনলোকো মহর্লোক, পক্ষে বৈকুণ্ঠঃ; সুনাসীর ইন্দ্রঃ, নাসীরস্তস্য সেনা; গুহঃ কার্ত্তিকেয়ঃ; পক্ষে "দেবখাতবিলে

শাখাজালের দ্বারা যেন ঐ মন্দিরের ছাদ নির্মিত হয়েছে, কোনও কোনও লতার শাখাজালের নিপুণ সন্নিবেশে যেন মনোহর চারটি দ্বার তৈরি হয়েছে, অন্য কোনও কোনও পুষ্পিতা লতার সন্নিবেশে যেন ভিত নির্মিত হয়েছে, আর ছাদের নীচ থেকে ঝুলন্ত কোনও কোনও পুষ্পের যথাবিধি বিন্যাসবৈশিষ্ট্যে ঝালর-চূড়ার কলস এবং চামরের যেন সৃজন হয়েছে।

শ্রীগিরিরাজগোবর্দ্ধন ঃ

৮১। এই শ্রীবৃন্দাবনের মধ্যভাগে শ্রীগোবর্দ্ধন নামক গিরিরাজ বিরাজমান—শ্রীভগবানের পুরুষাবতার যেমন সহস্রশীর্ষা সহস্রপাদা তেমনই এই গিরিরাজও সহস্র শৃঙ্গযুক্ত এবং নিকটবর্তী ছোট ছোট সহস্র পর্বতবিশিষ্ট, মহাবিলাসী ব্যক্তি যেমন উজ্জ্বল মণিবলয়ে এবং বিবিধ মণিময় কুণ্ডলে বিভূষিত তেমনই এ-গিরিরাজও উজ্জ্বল মণিময় সানুপ্রদেশের দ্বারা এবং বিবিধ মণিময় শ্রীরাধাকুণ্ডাদির দ্বারা বিভূষিত, শব্দগ্রাম যেমন 'ভূ' 'যা' প্রভৃতি ধাতুর যোনি তেমনই এ-গিরিরাজ গেরু-মনঃশিলাদি ধাতুর আকরভূমি, ধ্রুব যেমন রাজকুলভূষণ হয়েও শ্রীভগবদনুগ্রহে মহঃলোক অতিক্রম করে বিরাজমান তেমনই গোবর্দ্ধন পর্বতকুলভূষণ হয়েও শ্রীভগবদনুগ্রহে বৈকুণ্ঠলোক অতিক্রম করে বিরাজমান, দেবরাজ ইন্দ্রের সেনা যেমন অনতিক্রমণীয় সেনাপতি কার্তিকেয়দ্বারা অলঙ্কৃত তেমনই গোবর্দ্ধনও দুষ্প্রবেশ্য গুহাদ্বারা অলঙ্কৃত, মলয়পর্বত যেমন সর্বত্র চন্দনবৃক্ষ এবং সর্পের দ্বারা অধ্যুষিত তেমনই এ-গোবর্দ্ধন সর্বাধিক সম্পত্তির আকরভূমি বটে কিন্তু সর্পের আবাসভূমি নয়, শঙ্কর যেমন চন্দ্রচূড় তেমনই এ-গোবর্দ্ধন চন্দ্রস্পর্শী শৃঙ্গযুক্ত—এমন হলেও গোবর্দ্ধন কিন্তু শঙ্করের মতো উগ্র নয়, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন আপাদলম্বিত

ভূবলয় ইব লোকালোকরমণীয়ঃ, আনন্দকন্দরবটোঽপি আনন্দকন্দরাবটঃ, বনরাজী সত্ত্বানামপ্যবনরাজী সত্ত্বানাং গোবর্দ্ধনো নাম গিরিবরঃ ॥

৮২। যঃ খলু কৈলাসেনাপি নোপমীয়তে,—অরূপ্যত্বাৎ; ন চ মেরুণাপি,—অজাতরূপত্বাৎ ॥

৮৩। যত্র আদিরসবর্ণনাবর্ণসমূহ ইব, রূপকোপরূপক-ব্যাপার ইব, মাধুর্য্যোপযোগী নটবর্গঃ ॥

গুহা" ইত্যমরঃ; সর্বতো ভদ্রশ্রীশ্চন্দনতরুর্যত্র; পক্ষে সর্বেভ্যোঽপি ভদ্রা শ্রীঃ সমৃদ্ধির্যস্য সঃ; পর্বতপক্ষে চূড়া শৃঙ্গম্ অনুগ্রঃ সৌম্যঃ; বনমালা আপাদলম্বিমাল্যং বনশ্রেণী চ; মহতি উৎসবে মঙ্গলকর্মণি, ইষ্টঃ প্রশস্তঃ; পক্ষে মহদ্ভিরুৎসৈঃ প্রস্রবণৈর্বেষ্টো বেষ্টনং যস্য সঃ; "উৎসঃ প্রস্রবণম্" ইত্যমরঃ; লোকালোকস্তন্নামা পর্বতঃ; পক্ষে লোককর্ত্তৃক-দর্শনম্; আনন্দানাং কন্দং মূলং রান্তি তথাবিধা বটবৃক্ষা যত্র সঃ; আনন্দরূপকন্দরাণাম্ অবটো গর্ত্তো যত্র সঃ; সত্ত্বানাং প্রাণিনামবনেন পালনেন রাজিতুং শীলং যস্য সোঽবনরাজি; সত্ত্বানাং কীদৃশানাম্? বনরাজীসত্ত্বানাং বনরাজীষু সত্ত্বং বর্ত্তমানত্বং যেষাং তেষাং মৃগাদীনামিত্যর্থঃ। বিরোধাভাসদ্যোতকোঽপিকারঃ ॥

৮২। অরূপ্যত্বাদ্ রূপকেণ বর্ণয়িতুমশক্যত্বাৎ, অদৃষ্টোপমত্বাদিত্যর্থঃ; পক্ষে রূপ্যং রজতং তন্ময়ত্বাভাবাৎ কৈলাশশৈলো হি রজতময়ো ভবতি, অয়ং তু বিবিধমণিশিলাময় ইতি ভাবঃ।—অজাতরূপত্বান্নিত্যসিদ্ধরূপত্বাৎ; মেরুস্তু প্রকৃতিজন্যরূপ ইতি। পক্ষে জাতরূপং কনকম্, তন্ময়ত্বাভাবাৎ মেরুর্হি কনকময়ো ভবতীতি ॥

৮৩। আদিরসস্য বর্ণনায়াং যো বর্ণসমূহস্তত্র মাধুর্যোপযোগী টবর্গো ন ভবতি। তথা চোক্তম্—"মূর্দ্ধি বর্গান্ত্যগাঃ স্পর্শা অটবর্গা রণৌ লঘূ। অবৃত্তির্মধ্যবৃত্তিশ্চ মাধুর্যে ঘটনা মতা॥" ইতি। রূপকোপরূপকয়োর্নাটক-নাটিকয়োর্যো ব্যাপারস্তত্র মাধুর্য্যমুপযুঙ্‌ক্তে, নটনাং নর্ত্তকানাং বর্গঃ। যত্র গোবর্দ্ধনে নটাঃ শোণালু ইতি খ্যাতাস্তেষাং বর্গোঽপি মাধুর্যোপযোগী; "নটকটবঙ্গটুণ্টুকাঃ" ইত্যমরঃ ॥

বিচিত্র মালায় শোভিত তেমনই এ-গোবর্দ্ধন বিচিত্র বনশ্রেণীতে শোভিত, আনন্দ যেমন মহোৎসবে প্রশংসনীয় তেমনই এ-গোবর্দ্ধন চতুর্দিকে ঝরণাতে পরিবেষ্টিত, ভূমণ্ডল যেমন লোকালোক পর্বতের দ্বারা রমণীয় তেমনই এ-গোবর্দ্ধনও ভক্তজনের দর্শন রমণীয়, এ-গোবর্দ্ধন আনন্দের উৎসদাতৃ বটবৃক্ষে শোভিত, এর গুহার ভিতরভাগ আনন্দস্বরূপ, এ বনবাসী মৃগাদি প্রাণী পালনের স্বাভাবিক বৃত্তিসম্পন্ন।

৮২। এই গোবর্দ্ধন কৈলাসের সঙ্গেও উপমেয় নহে—এ অনুপমেয়, কারণ 'রূপক' অলঙ্কারের দ্বারা এর বর্ণনা করা যায় না। (শ্লেষপক্ষে—কৈলাসপর্বত রজতময় আর এ-পর্বতে রজতময়তার অভাব, এ হল বিবিধ মণিশিলাময়—কাজেই অনুপমেয়।) এ মেরুপর্বতের সঙ্গেও উপমেয় নয়—কারণ এ-পর্বত অজাতরূপ হওয়ার দরুণ নিত্যসিদ্ধ রূপবান,—আর মেরুপর্বত হল প্রকৃতি হতে জাত। (শ্লেষপক্ষে, মেরু হল কনকময় আর গোবর্দ্ধন হল মণিশিলাময় কাজেই মেরু উপমার যোগ্য নয়।)

৮৩। শৃঙ্গাররস বর্ণনার বর্ণসমূহ যেমন 'ট' বর্গরহিত হয়ে এবং নাটক-নাটিকাদি ব্যাপার যেমন নর্তকসমূহ যুক্ত হয়ে মাধুর্যোপযোগী তেমনই এই গোবর্দ্ধনে যে 'ট বর্গ' অর্থাৎ শোনালুবৃক্ষ আছে তাঁর স্বজাতীয় সব বৃক্ষই মাধুর্যোপযোগী।

৮৪। যত্র কিল কালীয়ক তরুমূলবাহিনা নির্ঝরেণ পরিমলপরিভাবিতাসূপত্যকাসু সকলা এব তৃণজাতয়ো গন্ধতৃণতামভিপদ্যন্তে, হরিদ্রদ্রবদ্রুমমূলবাহিষু শুকপক্ষচ্ছবিষু নির্ঝরেষু কৃতাবগাহাঃ সর্ব্বা এব রুরু-চমর-চমূরু-গবয়-গন্ধর্ব্ব-সৃমর-রোহিষ-শশ-সম্বর-প্রভৃতয়ো হরিণজাতয়ো হরিন্মণিঘটিতা ইব পরস্পরং ন পরিচিন্বন্তি ॥

৮৫। যশ্চ ক্বচন মহানীলমণিশিলাময়ূখচ্ছবি-চ্ছুরিত-স্ফটিকমণিগণ্ডশৈলঃ কলিত-নীলনিচোলো হলধর ইব দরীদৃশ্যতে। ক্বচন চারুচামীকরশিলাকিরণচ্ছুরিতাধোভাগ-মহামরকতগণ্ডশৈলঃ পীতাম্বরো নানায়ণ ইব, ক্বচন চ, কনকমণিশিলাপট্ট-সংঘট্ট-ভাস্বর-হীরকোপলভিত্তির্হরগৌরীবিগ্রহ ইব, ক্বচন চ মরকতগণ্ডশৈলমনূভয়তঃ প্রপাতি-নির্ঝরজলো মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডঃ সীতাপতিরিব, ক্বচন চ, রজতগণ্ডশৈলোপরিগতকমলরাগ-শিলাপট্ট-সন্নিবেশো মহাহংসাধিরূঢ়ঃ কমলযোনিরিব, ক্বচন, চোচ্চতরমণিগণ্ডশৈলশিখরতঃ প্রবলতরতরসা নিঃস্যন্দমানেন বিবিধমণিকিরণচ্ছটাচ্ছুরিতেন নির্ম্মলনির্ঝরেণ ঋজূভূয় লম্বমানসুরপতিকোদণ্ড ইব, ক্বচন চ, বিবিধমণিপাষাণশবলীভাব-ভাস্বরস্ত সানুনঃ সমুদিত্বরেণ কিরণ-

---

৮৪। কালীয়কঃ কলম্বক ইতি খ্যাতঃ। ভাবিতাসু বাসিতাসু, উপত্যকাসু শৈলসমীপবর্তিভূমিষু; হরিন্মণির্মারকতম্ ॥

৮৫। দরীদৃশ্যতে, দৃশির্যঙন্তঃ; চামীকরং কনকম্; অনু লক্ষীকৃত্য, উভয়তো ভাগদ্বয়ে বক্রীভূয়, প্রপাতীনি প্রপতনশীলানি নির্ঝরাণাং জলানি যত্র সঃ; কমলযোনির্ব্রহ্মা; প্রবলতরতরসা অতিবেগিনা নিঃস্যন্দমানেন নিষ্পততা নির্মলনির্ঝরেণ হেতুনা বিবিধমণীনাং কিরণচ্ছটাভিশ্ছুরিতেন, তেনাস্ত রক্ত-পীত-নীলাদিবিবিধবর্ণময়ত্বেন ইন্দ্রধনুঃসারূপ্যম্,

---

৮৪। এবং এই গোবর্দ্ধনে চন্দন জাতীয় কলম্বক তরুমূলবাহী নির্ঝরের পরিমলে সুবাসিত উপত্যকাতে সকল তৃণজাতীয় উদ্ভিদই গন্ধময় তৃণতা প্রাপ্ত হয়ে যায়, এবং হলুদদ্রব-বর্ণ বৃক্ষের মূলবাহী শুকপক্ষকান্তিযুক্ত নির্ঝরে স্নাত রুরু-চমর-চমরু-গবয়-গন্ধর্ব-সৃমর-রোহিশ-শশ-সম্বর প্রভৃতি হরিণজাতী সকলেই পীত মরকতমণি-নির্মিত বলে মনে হয় – পরস্পর কেউ কাউকে চিনতে পারে না।

৮৫। এই গোবর্দ্ধনে কোথাও কোথাও মহানীলমণিশিলার কিরণকান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত স্ফটিকমণিগণ্ডশৈলকে নীলাম্বর পরিহিত শ্রীবলদেবের মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও সুন্দর সুবর্ণশিলার কিরণকান্তিচ্ছটায় উদ্ভাসিত অধোস্থ মহামরকতগণ্ডশৈলকে পীতাম্বর নারায়ণের মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও হীরকপ্রস্তর-ভিতের উপর কনকমণিশিলাপীঠের মিলন হরগৌরীর মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও দূর্বাদলশ্যামবর্ণ মরকতগণ্ডশৈলের উপর নির্ঝর জল পড়ায় যে দৃশ্য হয়েছে তা গোলাকার ধনুতে সজ্জিত সীতাপতি রামের মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও রৌপ্যগণ্ডশৈলের উপর রক্তবর্ণ পদ্মরাগশিলাপীঠ সন্নিবিষ্ট হয়ে মহাহংসারূঢ় ব্রহ্মার মতো দেখাচ্ছে, কোথাও কোথাও অতি উচ্চ গণ্ডশৈলশিখর থেকে অত্যন্ত প্রবল বেগে ক্ষরিত বিবিধ মণিকিরণচ্ছটাচ্ছুরিত নির্মল নির্ঝর দেখতে লম্বমান ইন্দ্রধনুর মতো হয়েছে, কোথাও কোথাও বিবিধ মণি ও প্রস্তর মিলনজনিত বিবিধ কান্তিমন্ত পর্বতসানুদেশ থেকে

নিকরেণ নভসি নির্ম্মীয়মাণঃ শক্রশরাসন ইব, ক্বচন চ, বৈদূর্য্যমণিশিখরশিখাসমুদ্ভূত-কিরণকন্দলীভিরনবচ্ছিন্ন-ধূমলেখাভ্রমেণ ভ্রমদ্ধূম্যাটনিকর ইব, ক্বচন চ, শ্রীকৃষ্ণস্য মণিসিংহাসনায়মান-সুসীম-সুষীমশিলাবিলাসঃ, ক্বচন চ, শ্রীকৃষ্ণস্য রাসবিলাসবিশেষসমুচিতমণিস্থলীপরিসরঃ, ক্বচন চ, শ্রীকৃষ্ণস্য মণিমন্দিরায়মাণ-কন্দরনিকরঃ, ক্বচন চ, পবনসমুদ্ধত-বিবিধ-কুসুমপরাগ-বিততি-বিতন্যমান-শ্রীকৃষ্ণার্থক-সিতবিতানঃ, ক্বচন চামূলবিকসিতলোধ্রতরু-নিকরেণাভিতোঽভিতঃ প্রতানিতপটকুট্টিমপটলায়মানঃ ধব-খদির-পলাশশল্লকী-নিচুল-শিংশপা-করজ-মধূক-পনস-প্রিয়াল-তালীপ্রভৃতিভির্বনরাজিভিরপহতাতপঃ সহজ-নির্বৈর-বিসদৃশ-সত্ত্ব-সমাকুলশ্চ। অপরে তৎপাদা অপি তদ্গুণা এব ॥

৮৬। এবমুক্তপ্রকার-গোবর্দ্ধনসমঃ কশ্চন তস্মাদূরত এব নন্দীশ্বরাখ্যো দ্বিতীয় ইব নন্দীশ্বরঃ ক্ষিতিধরঃ। যশ্চ চারুতরধবাক্রীড়োঽপি মাধবাক্রীড়ঃ, কিংশুকবানপি ন কিং শুকবান্, সুপ্রস্থশোভোঽপি

শবলীভাবো মিশ্রীভাবস্তেন ভাস্বরস্য বিবিধকান্তিমত ইত্যর্থঃ। সানুনঃ প্রস্থদেশস্য “প্রস্থঃ সানুরস্ত্রিয়াম্” ইত্যমরঃ; ধূম্যাটো ধূম্রলবর্ণপক্ষিবিশেষঃ; শোভনা সীমা যাসাং তাসাং সুষীমাণাং শীতলানাং শিলানাং বিলাসো যত্র সঃ; “সুষীমঃ শিশিরো জড়ঃ” ইত্যমরঃ; বিতানঃ ‘চাঁদোয়া’ ইতি খ্যাতঃ, প্রতানিতৈর্বিস্তারিতৈঃ পটৈরেব কুট্টিমং শিল্পচাতুর্যেণোচ্চীকৃতমণিবদ্ধভূভাগবিশেষস্তৎসমূহ ইবাচরন্; শল্লকী গজভক্ষ্যো গন্ধবৃক্ষঃ, নিচুলো হিজ্জল ইতি খ্যাতঃ; করজঃ করঞ্জঃ, বনরাজিভিঃ কর্ত্তৃভির্ধবাদিভিঃ করণৈর্বা অপহত আতপো যত্র সঃ; সহজং নির্বৈরং বৈরাভাবো যেষাং তৈর্বিসদৃশৈর্ব্যাঘ্র-মৃগাদিভিঃ সত্ত্বৈঃ সমাকুলঃ ॥

৮৬। নন্দীশ্বরো মহেশঃ, অতএবাস্য শুভ্রবর্ণত্বমায়াতম্। চারুতরৈর্ধববৃক্ষৈরাক্রীড় উদ্যানং যত্র সঃ, মাধবস্য আ সম্যক্ ক্রীড়া যত্র সঃ; অত্র নঞর্থো মা-শব্দো বিরোধাভাসগমকঃ। শুকবান্ কিং ন? অপি তু শুকযুক্তঃ; অসূনাং

উজ্জ্বলরূপে বিচ্ছুরিত কিরণমালার দ্বারা আকাশে ইন্দ্রধনুর মতো এক অপূর্ব বস্তুর সৃজন হয়েছে, কোথাও কোথাও বৈদূর্যমণিপর্বতশৃঙ্গ থেকে সমুদ্ভূত কিরণকন্দলীতে এক অনবচ্ছিন্ন ধূমলেখার সৃজন হয়েছে যাকে ভ্রমবশতঃ ভ্রাম্যমান ধূম্রলবর্ণপক্ষী বলে মনে হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও এই গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের মণিসিংহাসনসম সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট শীতল শীলার দ্বারা শোভিত হয়ে আছে, কোথাও কোথাও এই গোবর্দ্ধন শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসের যোগ্য মণিস্থলী-প্রদেশের দ্বারা শোভিত হয়ে আছে, কোথাও কোথাও শ্রীকৃষ্ণের মণিমন্দিরসম গুহাসমূহে সুশোভিত হয়ে আছে, আবার কোথাও কোথাও পবনে কম্পিত বিবিধ কুসুমপরাগচয়ে রচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণের সেবোপকরণ চাঁদোয়া, কোথাও কোথাও আমূল-বিকসিত লোধ্রতরু-শ্রেণীতে চতুর্দিকে যে চিত্র প্রকাশিত হয়েছে তা মণিবেদিসম শোভা পাচ্ছে, এখানে রোদ দূর হয়ে গিয়েছে ধব-খদির-পলাশ-শল্লকী-নিচুল-শিংশপা-করজ-মধূক-পনস-প্রিয়াল-তাল প্রভৃতি বনরাজির ছায়া বিস্তারে, এই স্থান স্বাভাবিক মিত্রভাবে ভাবিত ব্যাঘ্রমৃগাদি প্রাণীতে অধ্যুষিত, আর এই গোবর্দ্ধনের পাদদেশে যে সব ছোট ছোট পর্বত রয়েছে তা এঁরই সমগুণবিশিষ্ট।

শ্রীনন্দীশ্বর ঃ

৮৬। এইরূপ উপর্যুক্ত গোবর্দ্ধনসম অদূরে মহেশের দ্বিতীয় কলেবরের মতো নন্দীশ্বর নামক এক

অম্বুপ্রস্থশোভঃ, বামন ইব সুরসার্থসমুৎপাদনখনিঃস্যন্দমানসলিলনির্ঝরশীতশিবঃ, প্রৌঢ়-মানিনীজন ইব সহচরীপ্রসাদরচনাভেদ্যমনঃশিলাসারঃ, হর ইব সদোপগূঢ়শৈলজঃ ॥

৮৭। যত্র কাচন রাজধানী ব্রজপুর-পুরন্দরস্য। যত্র খলু মেখলাশৃঙ্খলাদিষ্বেব খল ইতি, স্বস্বসরঃস্বেব মৎসর ইতি, চন্দ্র এব দোষাকর ইতি, পরিমলাদিষ্বেব মল ইতি, ছত্র-চামরাদিদণ্ডেষ্বেব দণ্ড

প্রাণানাং প্রস্থা প্রকর্ষেণ তিষ্ঠন্তী শোভা ভক্ষ্যপেয়াদিবস্তুসৌলভ্যলক্ষণা যত্র সঃ ; যদ্বা ন সুষ্ঠু প্রস্থশঃ প্রস্থপরিমাণেন ভা কান্তির্যস্য, অপি তু মহাভারাদিপরিণামেনৈব কথঞ্চিদিত্যর্থঃ ; "প্রস্থোঽস্ত্রী সানুমানয়োঃ" ইত্যমরঃ ; শোভনা রসা ত্রিপাদপরিমিতা প্রার্থিতা বৃত্তিকরী ভূমিঃ, তদর্থং সমুদ্গতস্য পাদস্য নখাৎ নিঃস্যন্দমানেন সলিলনির্ঝরেণ গঙ্গাখ্যেন শীতঃ শীতলীকৃতঃ শিবো যেন সঃ ; যদ্বা, সুরসার্থে দেবসমূহে বিষয়ে সমুৎ সহর্ষ ইতি পৃথক্ পদম্ ; তথা পাদনখেতি পূর্ববদর্থঃ। গিরিপক্ষে সুরসানামর্থানাং বস্তূনাং সম্যগুৎপাদস্য খনয়ো যত্র সঃ ; তথা স্যন্দমানসলিলনির্ঝরেষু 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইতিবৎ লক্ষণয়া তত্তটেষু শীতশিবং 'শোঁফমহুরী' ইতি খ্যাতা লতা যত্র সঃ ; "বিদুঃ শীতশিবং শম্যাং শৈলেয়শতপুষ্পয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ ; সহচরীভিঃ সখীভিঃ প্রসাদরচনাভিরেব ভেদ্যো ভেত্তুং শক্যো মন এব শিলাসারো যস্য সঃ ; পক্ষে সহচরী পীতঝিণ্টী, তস্যাঃ প্রসাদরচনা প্রফুল্লতাপরিপাটী তয়া অভেদ্য আকৃত্যা ভিন্নো ভবিতুমনর্হো মনঃশিল সারো যত্র সঃ ; সদোপগূঢ়া আলিঙ্গিতা শৈলজা পার্বতী যেন সঃ ; পক্ষে উপ সমীপে গূঢ়ং শৈলজং শিলাজতুরসো যত্র সঃ ; "শৈলজন্তু শিলাজতু" ইত্যমরঃ ॥

৮৭। অত্রাদি-শব্দেভ্যো যথাক্রমেণ ব্রীহিখল-সুখলম্পটমুখলাবণ্যেষু, তথা ধূমল-শ্যামল-কমলেষু, ইক্ষুদণ্ডভুজদণ্ডতিথিনক্ষত্রদণ্ডেষু, তথা কাব্যপ্রবন্ধেষু, চন্দন-কস্তূরীকর্পূরপঙ্কেষু, তথা রাজাধিকারে, তথা স্তনোপপীড়ালিঙ্গনে ইতি-

---

পর্বত বিরাজমান, এঁ অতি সুন্দর 'ধবাক্রীড়োঽপি' অর্থাৎ ধববৃক্ষের উদ্যানে শোভিত হয়েও 'মাধবাক্রীড়ঃ' অর্থাৎ শ্রীমাধবের বিলাসভূমি, এ-স্থান পলাশে শোভিত হয়েও শুকের দ্বারা অধ্যুষিত নয় কি, এঁ সুন্দর শিখরের দ্বারা শোভিত হয়েও প্রাণের জীবাতু ভক্ষ্য-পেয়াদি বস্তুর অপূর্ব সমাহারে সমৃদ্ধ, ত্রিপাদভূমির জন্য শ্রীবামনদেব শ্রীপাদপদ্ম উপরে উঠালে সেই পদনখ ক্ষরিত গঙ্গাধারায় শ্রীশিব যেমন শীতলীকৃত তেমনই সুরস বস্তুর সম্যক্ উৎপাদনের খনিতে তথা এঁর থেকে ক্ষরিত জলপ্রপাতের তটদেশস্থ শোঁফ-মহুরী লতায় এঁ শোভন, প্রৌঢ় মানিনীজনের মনরূপ শিলার কাঠিন্য সখীর অনুনয় বিনয় দ্বারা যেমন ভেদনযোগ্য তেমনই এখানে যে মনঃশিলাসার (রক্তবর্ণধাতু) আছে তা অত্রস্থ পীতঝিণ্টির প্রফুল্লতাপরিপাটীতে আকৃতিতে ভিন্ন হওয়ার অযোগ্য, শ্রীমহাদেব যেমন সদা পার্বতী দেবীদ্বারা আলিঙ্গিত তেমনই এঁ সদা নিকটে লুক্কায়িত শিলাজতুসমন্বিত।

শ্রীনন্দবাবার রাজধানী ঃ

৮৭। এই প্রকার নন্দীশ্বর পর্বতের উপর ব্রজপুরপুরন্দর নন্দবাবার রাজধানী। এখানে মেখলা-শৃঙ্খলা-উদূখলাদি শব্দের ভিতরেই মাত্র 'খল' শব্দটি শোনা যায়, পৃথক্‌ভাবে নয়—খল ব্যক্তির একান্ত অভাববশতঃ ; এখানে নিজ নিজ সরোবরেই 'মৎসর' শব্দটির প্রয়োগ, পৃথক্‌ভাবে নয়—এখানে মৎসরতা দোষের একান্ত অভাববশতঃ ; এখানে চন্দ্রের উপলক্ষেই 'দোষাকর' শব্দের ব্যবহার, অন্যত্র হয়

ইতি, নীবি-রসনাদিবন্ধেষ্বেব বন্ধ ইতি, চন্দনকুঙ্কুমাদিপঙ্কেষ্বেব পঙ্ক ইতি, সমাধ্যাদৌ কেবলমাধি-রিতি, আপীড়াদৌ পীড়েতি শব্দঃ শ্রূয়তে ॥

৮৮। কিঞ্চ, কুন্তলাদৌ কৌটিল্যম্, হারাদৌ লৌল্যম্, কর চরণাদিষু রাগঃ, অবলগ্নাদৌ মধ্য-মাখ্যা, পলোন্মিত এব পলিতম্, কুসুমাদিধূলীষ্বেব রজঃ, অন্ধকার এব তমঃ, রত্নাদিষ্বেব কাঠিন্যম্, যুগ্ম এব দ্বন্দ্বম্, পবনাদৌ মন্দতা, মধ্যাদাবেব ক্ষীণতা, লোচনাদাবেব চাঞ্চল্যম্, জলেষ্বেব নীচগামিতা, ব্যভি-চারিভাবেষ্বেব গ্লানি-শঙ্কা-দৈন্য-বিষাদাদয়ঃ, মুক্তাদিষ্বেব ছিদ্রম্, কটাক্ষাদিষ্বেব তৈক্ষ্ণ্যম্, রসবিশেষ এব কটুতা, জাতাবেব সামান্যম্, রজত এব দুর্বর্ণতা। যত্র চ—সর্ব্ব এব নানাগুণখনতোঽপি মুক্তা-

---

শব্দঃ শ্রূয়তে, ইতিপদদ্বয়েন সর্বত্রান্বয়ঃ। তেন খলজনমাৎসর্যবৈগুণ্যাদীনাং তত্রাসম্ভব ইতি ॥

৮৮। কুন্তলাদাবিত্যত্রাদিশব্দেভ্যঃ ক্রমেণ কটাক্ষে, বস্ত্রাঞ্চলে, নেত্রান্ত-তাম্বধরৌষ্ঠ-জিহ্বা-নখে, মধ্যাঙ্গুলৌ, কর্পূরলোধ্রধেমুধূলিষু, স্বর্ণরজতাদিষু, হসিতে, কেশরোমনখে, কিশলয়ে ইতি অত্র অবলগ্নং মধ্যদেশঃ; "মধ্যমং চাবলগ্নং চ" ইত্যমরঃ; যুগ্ম এব দ্বন্দ্বম্, ন তু কলহে, "দ্বন্দ্বং কলহযুগ্ময়োঃ" ইত্যমরঃ; ইহ ব্যভিচারিভাবেষ্বিত্যুপলক্ষণম্। শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধাদানন্দচিদেকমাত্রত্বেন শৃঙ্গারাদিরসেষূপযুক্তাশ্চেৎ পূর্বোক্তাঃ খলত্ব-মৎসরত্বাদয়োঽপি ভাবা ভূষণাবহা এব, ন তু দূষণাধারকাঃ। যথা রাধাচন্দ্রাবলীযূথয়োঃ পরস্পরেষ্টানিষ্টবাধনসাধনাভ্যাং খলত্ব-মাৎসর্যদোষোদ্গারাদয়ো দৃষ্টা এব; তথা শ্রীকৃষ্ণপিতামহাদীনাং শতশঃ শ্রুতি-স্মৃত্যাগমবাক্যসাধিতনিত্যসিদ্ধভাবানামপি পালিত্যাদিকং বাৎসল্যাদিরস-পোষকত্বাৎ, (ব্র° সূ° ২।১।৩৩) "লোকবল্লীলাকৈবল্যম্" ইতি ন্যায়েন কালিকমিব প্রতীতমপ্যবিরুদ্ধমচিন্ত্যত্বাদেব, ন তু তর্কবিরোধমেব প্রমায় "নিত্যসিদ্ধা মুকুন্দবৎ" ইত্যাদিবচনজাতমবিশ্রভ্যান্যথা প্রতিপত্তব্যম্; "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইতি প্রভাসখণ্ডবচনেন তত্র তত্র তর্কযোজনায়া নিষিদ্ধত্বাদিতি। আদি-শব্দাভ্যাং শৃঙ্গ-বংশীনলেষু, বুদ্ধ্যনুরাগ-নখাগ্রেষু, দুর্বর্ণতা দুর্বর্ণশব্দবাচ্যতা; "দুর্বর্ণং রজতং রূপ্যম্" ইত্যমরঃ; সর্বে ভগবৎ-

---

না—কারণ দোষাকর ব্যক্তির একান্ত অভাব; এখানে পরিমল শ্যামলাদি শব্দের ভিতরেই 'মল' শব্দের স্থিতি, পৃথক নয়—কারণ এখানে সব কিছুই নির্মল; এখানে ছত্রদণ্ড চামরদণ্ড ইত্যাদি শব্দেই 'দণ্ড' শব্দের স্থিতি, পৃথক্ নয়—কারণ দণ্ডনীয় ব্যক্তির একান্ত অভাব; এখানে নীবিবন্ধ-মেখলাবন্ধ প্রভৃতি শব্দেই 'বন্ধ' শব্দের স্থিতি; অন্যত্র পৃথক নহে—কারণ বন্ধনীয় ব্যক্তির একান্ত অভাব, এখানে চন্দন-পঙ্ক কুঙ্কুম-পঙ্ক ইত্যাদি শব্দেই 'পঙ্ক' শব্দের স্থিতি, অন্যত্র পৃথক নহে—কারণ পঙ্কের একান্ত অভাব; এখানে সমাধি-উপাধি প্রভৃতি শব্দেই 'আধি' শব্দের স্থিতি; অন্যত্র পৃথক নহে—কারণ আধির (মনঃপীড়া) একান্ত অভাব; এখানে কুসুমাপীড় ইত্যাদি শব্দেই 'পীড়' শব্দের স্থিতি,—অন্যত্র পৃথক নহে—কারণ এখানে পীড়ার একান্ত অভাব।

৮৮। আরও, এই রাজধানীতে কুন্তল-কটাক্ষাদি শব্দকে আশ্রয় করেই 'কুটিল' শব্দের স্থিতি, অন্যত্র পৃথক সত্তা নাই—কারণ কুটিল লোকের একান্ত অভাব; এখানে হার-বস্ত্রাঞ্চল প্রভৃতি শব্দের সহিতই 'চঞ্চলতা' অর্থে 'লৌল্য' শব্দটি শোনা যায়, ললুপতা অর্থে শোনা যায় না—কারণ লোলুপ জীবের এখানে একান্ত অভাব; এখানে করচরণাদি সম্বন্ধেই লালিমা অর্থে 'রাগ' শব্দ শোনা যায়, আসক্তি

বস্থাঃ ; যত্র চ—অরুণোদয় ইব প্রাচীরাগমঃ, উৎসবপ্রদেশ ইব বিতানিতমণিতোরণঃ, সূর্য্য ইব হরিদশ্ম-

---

পরীবারা যথোচিতং নানাগুণানাং বৃদ্ধত্ব-তারুণ্য-পৌগণ্ডবাল্যনিষ্ঠানাং বাৎসল্যাদিরসপোষকানাং গুণানাং খনিরূপা অপি শ্রীকৃষ্ণপিতামহাদয়ো মুক্তাবস্থাত্যক্ত-কালিকভাবাঃ কালকৃতবিকাররহিতা ইত্যর্থঃ ; পূর্বোক্তযুক্তেরেব "বিশেষঃ কালিকোঽবস্থা" ইত্যমরঃ, সগুণত্বেঽপি মুক্তাবস্থত্বমিতি শ্রবণাদ্বিরোধাভাসঃ। প্রাচ্যা দিশো রাগেণ রক্তিম্না মা শোভা যতঃ সঃ ; পক্ষে প্রাচীরৈরগমোঽগম্যঃ, বিতানিতং বিতানযুক্তং বিস্তারিতঞ্চ মণিময়ং তোরণং বন্দনমালা সিংহদ্বারাখ্য-বহির্দ্বারঞ্চ যত্র সঃ ; হরিদশ্মা হরিন্মণিঃ, তদ্বদ্রশ্ময়ঃ কিরণা যেষাং তে, মহারথ্যা মহান্তো রথবাহকা অশ্বা যস্য সঃ ; অতএব হরিদশ্ব ইতি সূর্যনাম প্রসিদ্ধম্ ; "রথ্যো বোঢ়া রথস্য যঃ" ইত্যমর ; পক্ষে হরিদশ্মানাং রশ্ময়ো যাসু তা

অর্থে শোনা যায় না ; এখানে অবলগ্নাদি অর্থাৎ দেহের মধ্যভাগ মধ্যাঙ্গুলি ইত্যাদি শব্দের সহিতই 'মধ্যম' শব্দ শোনা যায়, অন্যত্র স্বতন্ত্রভাবে একক শোনা যায় না—কারণ এখানে মধ্যম বলে কিছু নাই সবই উত্তম ; এখানে 'পলিত' শব্দটি পল-পরিমিত (পল= চার তোলা) বাক্যেই শোনা যায়, কেশের শুক্লতা অর্থে শোনা যায় না—কারণ এখানে কারও কেশই পক্ক হয় না ; এখানে কুসুম-কর্পূর-গো প্রভৃতি শব্দের সহিতই 'রজ' শব্দ শোনা যায় যথা গোরজ, গুণের সহিত নহে—কারণ রজগুণের লোকের একান্ত অভাব ; এখানে অন্ধকার অর্থেই 'তম' শব্দ শোনা যায়, তমগুণ অর্থে নয় কারণ—এখানে এর একান্ত অভাব ; রত্ন সুবর্ণাদিতেই এখানে 'কঠিন' শব্দের ব্যবহার, লোকেতে নহে—কারণ এখানে সব লোকই কোমল প্রকৃতি-সম্পন্ন ; এখানে যুগল অর্থেই 'দ্বন্দ্ব' শব্দের ব্যবহার শোনা যায়, কলহ অর্থে নহে—কারণ এখানে এর একান্ত অভাব ; পবনাদি শব্দের সহিতই এখানে মন্দ শব্দ শোনা যায়, ভাগ্যাদির সহিত নয়—কারণ এখানে মন্দভাগ্যের লোকের একান্ত অভাব ; এখানে অঙ্গনাদের মধ্যভাগাদি সম্বন্ধেই 'ক্ষীণতা' শব্দটি শোনা যায়, অন্যত্র নহে—কারণ এখানে সবকিছুই সমৃদ্ধিমান ; লোচনাদি শব্দ সম্বন্ধেই এখানে 'চাঞ্চল্য' শব্দ শোনা যায়, অন্যত্র নহে—কারণ এখানে সবাই ধীর স্থির ; এখানে কেবল জল সম্বন্ধেই নীচগামিতা শব্দ শোনা যায়, অন্যত্র নহে ; কেবল ব্যভিচারিভাবের ভিতরেই এখানে গ্লানি-শঙ্কা-দৈন্য বিষাদাদি শব্দ শোনা যায়, অন্যত্র নহে—কারণ এখানে প্রাকৃত গ্লানি-শঙ্কাদির একান্ত অভাব ; এখানে মুক্তা, বংশী প্রভৃতি শব্দ সম্বন্ধেই 'ছিদ্র' শব্দ শোনা যায়—কোনও ব্যক্তি সম্বন্ধে নহে ; এখানে কটাক্ষাদিতেই তীক্ষ্ণতা দেখা যায়, অন্যত্র নহে ; রসবিশেষেই কটুতা, অন্যত্র নহে ; এখানে একমাত্র জাতি সম্বন্ধেই 'সামান্য' শব্দের ব্যবহার শোনা যায়—অন্যত্র নহে ; রজতাদি সম্বন্ধেই 'দুর্বর্ণ' শব্দের ব্যবহার শোনা যায়—অন্যত্র নহে, কারণ এ রাজ্যে দুষ্টবর্ণের লোকের একান্ত অভাব ;—আরও, এখানে সকল লোকই নিজ নিজ রস-পোষক বৃদ্ধত্ব-তারুণ্যাদি গুণের খনিস্বরূপ হয়েও মুক্তাবস্থায় স্থিত, কারণ এঁদের বৃদ্ধত্ব-তারুণ্যাদিভাব কালকৃত বিকাররহিত।

রাজধানীর পুরী ঃ

এ-রাজধানীতে শ্রীনন্দাদির যে সব পুরী আছে—তা উষাকাল যেমন পূর্বদিকের তরুণ আভায় শোভিত তেমনই অগম্য প্রাচীরের দ্বারা শোভিত ; উৎসবস্থান যেমন চাঁদোয়া এবং মণিময় বন্দনমালায়

রশ্মিমহারথ্যঃ, হরনটনবিলাস ইব মহাট্টহাসঃ, সূর্য্যোদয় ইব নিজমহসোরুচারিমণি নিশান্তঃ, নারায়ণ ইব চামীকরপটলঃ, ব্রহ্মানন্দ ইব উপযুক্তমুক্তাবলীকঃ, সৎসেনানীসার ইব বিদূরবলভীকঃ, চকোরনিকর ইব শশধরকান্তগোপানসীমঃ, রত্নাদ্রিরিব বিবিধরত্নপ্রঘণঃ, হর ইব সদামহোমাঙ্গনঃ পুরনিকরঃ ॥

৮৯। যস্য প্রধানতমং মসারপ্রাচীরং মরকতগৃহং হেমপটলং প্রবালস্তম্ভালি স্ফটিকবৃতি বৈদূর্য্য-

---

মহত্যো রথ্যাঃ প্রতোল্যো যত্র সঃ "রথ্যা প্রতোলী বিশিখা" ইত্যমরঃ; রথ্যা গলীতি খ্যাতা; অট্টহাসো বিকটহাস্যম্, অট্টালিকাপ্রকাশশ্চ; নিজস্য মহসা তেজসা উরুচারিমণি সতি অধিকচারুতায়াং সত্যাং নিশায়া রাত্রেরন্তো নাশো যত্র সঃ; পক্ষে নিজমহসা উরুচারীণি মণিময়ানি নিশান্তানি মন্দিরাণি যত্র সঃ; "নিশান্তবস্ত্যসদনম্" ইত্যমরঃ; চামীকরং স্বর্ণং তদ্বর্ণং পটং লাতীতি সঃ; পক্ষে পটলং ছাউনি ইতি খ্যাতম্। উপযুক্তা মুক্তাবলী মুক্তাশ্রেণী যত্র সঃ; পক্ষে উপযুক্তাভিরাধিক্যেন লগ্নাভিরুপলক্ষিতং বলীকং পুষ্ণা ইতি খ্যাতং যত্র সঃ; "বলী কনীধ্রে পটলপ্রান্তে" ইত্যমরঃ; যদ্বা, উপযুক্তা মুক্তা আবলীকং বলীকপর্যন্তং যত্র সঃ; সারো মুখ্যঃ, বিদূরা বলানাং সেনানাং ভীর্যস্মাৎ সঃ, যমাশ্রিত্য সেনাঃ পরেভ্যো ন বিভ্যতীত্যর্থঃ; পক্ষে বিদূরা বলভী পাড়ীতি খ্যাতমন্তগৃহোর্ধ্ববর্তিদারুখণ্ডং যত্র সঃ; শশধরস্য চন্দ্রস্যৈব কান্তানাং কমনীয়ানাং গবাং রশ্মীনাং পানে সীমা মর্যাদা যস্য সঃ; পক্ষে চন্দ্রকান্তমণিময়ীভির্গোপানসীভিঃ পাড়ীতিখ্যাতাভির্মা শোভা যস্য সঃ; "গোপানসী তু বড়ভী ছাদনে বক্রদারুণি" ইত্যমরঃ; বিবিধৈ রত্নৈঃ প্রঘনোঽতি-নিবিড়ঃ; পক্ষে বিবিধরত্নময়ালিন্দঃ; "প্রঘাণ-প্রঘনালিন্দা বহির্দ্বারপ্রকোষ্ঠকে" ইত্যমরঃ; সদা মহ উৎসবো যস্যাং সা; উমা পার্বতী অঙ্গনা যস্য সঃ; পক্ষে সদাম দামযুক্তং হোমাঙ্গনং হোমচত্বরং যত্র সঃ; পুরনিকর উপনন্দাদি-স্বামিকঃ ॥

শোভিত তেমনই তা বিশাল মণিময় সিংহদ্বারের দ্বারা শোভিত; সূর্যদেব যেমন হিরন্মণির মতো কিরণে দীপ্ত বড় বড় ঘোড়াসমন্বিত তেমনই তা সবুজমণিকিরণে উজ্জ্বল বড় বড় রাস্তাসমন্বিত; শ্রীমহাদেবের নৃত্য-বিলাস যেমন মহান্ অট্ট অট্ট হাসিতে উচ্ছল তেমনই তা বিশাল বিশাল অট্টালিকায় শোভন; সূর্যোদয় যেমন স্বতেজে অধিক রমণীয়তা প্রাপ্ত হলে নিশার অন্ত হয় তেমনই তা স্বতেজে অতি চারু মন্দিরে শোভিত; ভগবান্ শ্রীনারায়ণ যেমন পীতাম্বরসমন্বিত তেমনই তা স্বুবর্ণবর্ণ ছাদসমন্বিত, ব্রহ্মানন্দ যেমন উপযুক্ত মুক্তকুলে অলঙ্কৃত তেমনই তা উপযুক্ত মুক্তার ঝালরে মণ্ডিত কার্নিসসমন্বিত; শ্রেষ্ঠ সেনাপতি যেমন 'বিদূরবলভীকঃ' অর্থাৎ আপন সেনানীর ভয়দূরকারী তেমনই তা 'বিদূরবলভীকঃ' অর্থাৎ পাড়িতে (অন্তগৃহোর্দ্ধবর্তিদারুখণ্ডে) শোভিত; চকোরকুল যেমন 'শশধরকান্তগোপনসীমঃ' অর্থাৎ চন্দ্রের কমনীয় কিরণ পানে মর্যাদাশালী তেমনই তা 'শশধরকান্তগোপনসীমঃ' অর্থাৎ চন্দ্রকান্তমণিময়ী গোপানসী (গৃহাগ্রভাগে লাগান বক্রকাষ্ঠ) দ্বারা শোভিত; রত্নপর্বত যেমন বিবিধ রত্নে 'প্রঘণ' অর্থাৎ জমজমাট তেমনই তা বিবিধ রত্নখচিত 'প্রঘণ' অর্থাৎ বারান্দা দ্বারা শোভিত; শ্রীশঙ্কর যেমন 'সদামহোমাঙ্গনঃ' অর্থাৎ জ্যোতির্ময়ী পার্বতীরূপা পত্নীযুক্ত তেমনই তা 'সদামহোমাঙ্গনঃ' অর্থাৎ মালায় মণ্ডিত হোমচত্বরে শোভিত।

৮৯। এ-সব পুরীর মধ্যে শ্রীনন্দবাবার পুরী সর্বপ্রধান—এর প্রাচীর নীলমণিময়, গৃহ মরকত-

বড়ভিমহানীলেন্দ্রাট্টং বিমলকুরুবিন্দোপলমহাপ্রতীহারং নানাকৃতিজিতবিমানাবলি পুরম্ ॥

৯০। কুড্যে যস্য মণিপ্রবেকরচিতে শিল্পক্রিয়াকল্পিতৈঃ
প্রত্যাসজ্য শুকৈঃ সমং গৃহশুকেষ্বাসাদিত-স্থেমসু।
সপ্রাণাঃ কিমমী ইমে কিমথ বেত্ত্যুন্মীলতঃ সংশয়া-
দ্দাতুং দাড়িমবীজকানি সুচিরং মুহ্যন্তি মুগ্ধাঙ্গনাঃ ॥

৯১। যত্র পুরে মূর্ত্ত ইব বাৎসল্যরসঃ, শরীরভৃদিব শুদ্ধসত্ত্বম্, সার ইব সকলসৌভাগ্যস্য, দ্বীপ ইবা নন্দসমুদ্রস্য শ্রীনন্দো নাম ব্রজরাজঃ। যঃ খলু ভগবৎপিতৃভাব-ভাবুক-সুভগম্ভাবুকঃ, চিদ্বিলাস ইব সদৈকাবস্থঃ ॥

৯২। যস্য চ ভগবৎপ্রকাশফলা কল্পবল্লীব, মূর্ত্তিমতীব বাৎসল্যরসশ্রীঃ, সঞ্চারিণীব তেজোমঞ্জরী,

---

৮৯। প্রধানতমং শ্রীমন্নন্দস্বামিকং পুরম্. প্রতীহারো দ্বারম্, নানাকৃতয়ো বিবিধচিত্রাণি ॥

৯০। কুড্যে ভিত্তৌ, মণিপ্রবেকো মণিশ্রেষ্ঠঃ; "ক্লীবে প্রধানং প্রমুখং প্রবেকানুত্তমোত্তমাঃ" ইত্যমরঃ; চিত্রিতৈঃ শুকৈঃ সহ প্রত্যাসজ্য প্রত্যাসক্তিং কৃত্বা সখ্যং বিধায়েত্যর্থঃ। অতএব আসাদিতঃ স্থেমা স্থৈর্যং স্বীকৃত-তদ্ধর্মতয়া নিস্পন্দত্বং যৈস্তেষু উন্মীলতঃ সংশয়াৎ উন্মীলন্ উদ্ভবন্ যঃ সংশয়ঃ সন্দেহস্তস্মাদ্ধেতোঃ ॥

৯১। ভগবৎপিতৃভাবঃ পিতৃত্বং তদেব ভাবুকং তেন সুভগম্ভাবুকঃ সুভগো ভবতীতি সঃ, সদা একাবস্থা যস্য সঃ; শ্রীকৃষ্ণস্য চরমকৈশোরে নিত্যস্থিতিবৎ অস্যাপি তিলতণ্ডুলিত-কেশতাপাদক-প্রথম-বার্ধকে বয়সি নিত্যস্থিতিরিত্যর্থঃ। অস্মিন্নপি তথাবিধ এব নন্দে, উপলক্ষণমেতৎ, অন্যেষামপি ভগবত্তথা তথা-ধ্যায়কানাং ত্রৈকালিকানামুপাসকানামনাদি-পরম্পরা এব তত্তৎসাক্ষাৎকারশ্রবণাৎ শ্রুতিস্মৃত্যাগমীয়পরঃশতবচনেভ্যো যৌবন-কৈশোর-পৌগণ্ডাদয়ঃ; উপলক্ষণ-মেতদন্যেষামপি ভগবৎপরীবারাণাং স্বস্বরসপোষকত্বেন তথা তথা ভাবে এষৈব যুক্তিরনুসন্ধেয়া ॥

মণিময়, ছাদ সুবর্ণময়, স্তম্ভ প্রবালের, দেওয়াল স্ফটিকের, চন্দ্রশালিকা বৈদূর্যমণির, মঞ্চ মহানীল ইন্দ্রমণির, বড় বড় দরজাগুলি স্বচ্ছ পদ্মরাগপ্রস্তরের—অনেক প্রকার চিত্রের দ্বারা স্বর্গীয় গৃহকেও হার মানিয়েছে এ-পুরী।

৯০। মণিমানিক্যখচিত এ-পুরীর ভিতে শিল্পচাতুর্যে চিত্রিত শুকের সহিত বন্ধুত্ব করে গৃহপালিত শুক যখন নিস্পন্দতা প্রাপ্ত হয় তখন মুগ্ধ গোপাঙ্গনা 'এ কি প্রাণবন্ত বা অন্যকিছু' এ-প্রকার সন্দেহের উদ্রেকে ওদের দাড়িমবীজ দেওয়ার জন্য অনেক ক্ষণ মোহিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

শ্রীনন্দ-যশোদা ঃ

৯১। এ-পুরেই মূর্তিমান্ বাৎসল্যরসের মতো, শরীরী শুদ্ধসত্ত্বের মতো, সকল সৌভাগ্যের সারের মতো, আনন্দসমুদ্রের দ্বীপের মতো শ্রীনন্দ নামক ব্রজরাজ বিরাজমান। ইনি শ্রীকৃষ্ণের পিতৃভাবরূপ মঙ্গলের দ্বারা সদা সৌভাগ্যশালী, চিদ্বিলাসের মতো সদা এক অবস্থায় স্থিত।

৯২। আরও, এ-পুরে শ্রীভগবৎপ্রকাশফলা কল্পলতার মতো, মূর্তিমতী বাৎসল্যরসশ্রীর মতো,

স্বকুলযশোদা যশোদা নাম সধর্ম্মচারিণী ॥

৯৩। যত্র চ রাজধান্যাং বহব এব গোদুহঃ। সর্ব্বে পশুপতয়োঽপি অহরা অভবা অনুগ্রাশ্চ গব্যাজীবা অপি ন গব্যা জীবাঃ ॥

৯৪। তত্র চ কেচন ব্রজরাজস্য সনাভয়ঃ, কেচন পরম্পরাসম্বন্ধভাজঃ, তেষামপত্যানি শ্রীকৃষ্ণসহচরাঃ; কেচন গোদুহো মূর্ত্তা ইব ভগবদ্ধর্মাঃ, তৎপত্ন্যশ্চ মূর্ত্তা ইব ভক্তিবৃত্তয়ঃ, তদুৎপন্নাঃ কন্যা ভগবৎপ্রেয়স্যঃ ॥

৯৫। যে তু শ্রীকৃষ্ণসহচরা বালকাস্তে সর্ব্বে শ্রীসনকাদয় ইব নিত্যকৌমারাঃ, বনপ্রদেশা ইব সবয়সঃ, হারভেদা ইব পরস্পরতোঽবিসদৃশগুণাঃ, শরৎপদ্মাকরা ইব বৃহস্পতিবংশা ইব সদাচ্ছবিকচাঃ, ঈশানদিগ্‌বিভাগা ইব সমদস্তুপ্রতীকাঃ, শরদ্বিলাসা ইব পদ্মাস্যাঃ, ষড়্‌জ-মধ্যম-পঞ্চম-স্বরা ইব সমান-

---

৯২। যস্য চ সধর্মচারিণী যশোদা নামেত্যন্বয়ঃ ॥

৯৩। গোদুহো গোপাঃ, অহরাশ্চৌররহিতাঃ. অভবাঃ সংসাররহিতাঃ. অনুগ্রাঃ সৌম্যাঃ; হরাদীনাং পশুপতিবাচকত্বেন বিরোধঃ। গব্যমেব আজীবো জীবিকা যেষাং তে, গোঃ পৃথিবী তদ্ভবা গব্যাঃ, দিগাদিত্বাদ্যৎ। তে জীবা গব্যাঃ পার্থিবা ন ভবন্তি, কিন্তু চিন্ময়া ইত্যর্থঃ ॥

৯৪। সনাভয়ঃ সপিণ্ডাঃ ॥

৯৫। নিত্যকৌমারা ইতি শ্রীকৃষ্ণ-সবয়স্ত্বাৎ প্রায়ো নিত্যকৈশোরত্বেঽপি তৎক্রিয়াকারিত্বাসম্ভবাৎ নিত্যকৌমারা

সঞ্চারিণী তেজোমঞ্জরীর মতো স্বকুলযশোদা যশোদা নামক সধর্মচারিণী বিরাজমান।

শ্রীব্রজের গোপ-গোপী ঃ

৯৩। এই রাজধানীতে বহু বহু গোপের বাস। এঁরা সকলেই হর অর্থাৎ পশুপতি হয়েও হর নয় অর্থাৎ চৌর্যরহিত, ভব নয় অর্থাৎ গার্হস্থ্যধর্মে আসক্ত নয়, উগ্র নয় অর্থাৎ সৌম্য। (পশুপতিরই নাম হর-ভব-উগ্র কাজেই এখানে বিরোধাভাস অলঙ্কার হচ্ছে)। 'গব্যাজীবা' অর্থাৎ দুগ্ধ-দধি প্রভৃতি এঁদের জীবিকা হলেও এঁরা 'ন গব্যাজীবাঃ' অর্থাৎ এ-সকল জীব কেউ পার্থিব নয়—চিন্ময়।

৯৪। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ ব্রজরাজের সপিণ্ড-জ্ঞাতি, কেউ কেউ পরম্পরা সম্বন্ধে আত্মীয়, এঁদের পুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সখা;—কোনও কোনও গোপ মূর্তিমান্ ভগদ্ধর্মস্বরূপ, তাঁদের পত্নীগণ মূর্তিমতী ভক্তিবৃত্তিস্বরূপা, তাঁদের কন্যাগণ ভগবৎপ্রেয়সী।

শ্রীকৃষ্ণসখা ঃ

৯৫। শ্রীকৃষ্ণসহচর যে সব বালক রয়েছে তাঁরা সবাই শ্রীসনকাদির মতো নিত্য-কৌমার্যে অবস্থিত; বনপ্রদেশ যেমন 'সবয়সঃ' পক্ষিকুলে শোভিত তেমনই এই সহচর বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত 'সবয়সঃ' অর্থাৎ একই বয়সে স্থিত; পুষ্পাদির হার যেমন একইসূত্রে গ্রথিত তেমনই কৃষ্ণসহচরগণ সৌহার্দপূর্ণভাবে মিলেমিশে অবস্থিত; শরতের সরোবর যেমন সদা নির্মল এবং প্রফুল্ল—বৃহস্পতি-বংশ

শ্রুতয়ঃ, কুসুমসমূহা ইব সুঘ্রাণাঃ অক্ষদেবিন ইব চঞ্চলাক্ষাঃ, রঘুনাথসহায়া ইব ওজস্বি-সুগ্রীবাঃ, কলভা ইব পীনায়তহস্তাঃ, মথ্যমানক্ষীরনীরধিতরঙ্গা ইব প্রসন্নাবক্ষোভাঃ, করিণ ইব পীনকটাঃ, সদা সুখিন ইব মহোরবঃ, চন্দ্রা ইব কোমলপাদাঃ, সদৈকদশা অপি ত্রিদশৈকাধিকাঃ, তে চ শ্রীদাম-সুদাম-বসুদাম-সুবলাদয়ঃ ॥

এবোচ্যন্তে। অতঃ শ্রীকৃষ্ণসখিষু বলদেবাদিকং বিনা সর্বেষাং চেটবিটাদীনাং শৃঙ্গাররসসাহায্যচাতুর্যেঽপি সনকাদিভিরেব সাধর্ম্যম্। বয়াংসি পক্ষিণস্তৈঃ সহিতাঃ, পক্ষে সমানং বয়ো যেষাং তে; "খগবাল্যাদিনোর্বয়ঃ" ইত্যমরঃ; গুণাঃ সূত্রাণি, সৌহার্দাদয়শ্চ। পদ্মাকরপক্ষে—সদা অচ্ছা নির্মলা বিকচাঃ প্রফুল্লাঃ, পদ্মানাং প্রফুল্লতৈব পদ্মাকরেঽপ্যুপচর্যতে। বৃহস্পতিবংশপক্ষে—সদাচ্ছবিঃ সদাকান্তিযুক্তঃ কচঃ শুক্রাচার্যশিষ্যত্বেন প্রসিদ্ধো যেষু, সহচরপক্ষে—কচাঃ কেশাঃ। সুপ্রতীকো দিগ্‌গজঃ; পক্ষে সমদা মৃগমদচর্চাযুক্তাঃ শোভনাঃ প্রতীকা অঙ্গানি যেষাং তে। ইদানীং মুখাদি-চরণপর্যন্তং প্রত্যেকমঙ্গং শব্দসাধর্ম্যেণোপমিমানো বিশিনষ্টি—পদ্মানামাস্থা স্থিতির্যেষু; "আস্থানী স্থিতিঃ" ইত্যমরঃ; পক্ষে পদ্মতুল্যাননাঃ সমানাস্তুল্যসংখ্যকাঃ শ্রুতয়ো যেষাং তে। তথা হি—সপ্তস্বরাণাং দ্বাবিংশতিশ্রুতিকত্বে ষড়্‌জ-মধ্যম-পঞ্চমানাং চতস্রশ্চতস্র ইতি দ্বাদশ শ্রুতয়ঃ। নিষাদ-গান্ধারয়োর্দ্বে দ্বে, ইতি চতস্রঃ; ঋষভ-ধৈবতয়োস্তিস্রস্তিস্র ইতি ষট্, ইত্যেবং দ্বাবিংশতিরিতি; পক্ষে সমাকর্ণাঃ। চঞ্চলৌ অক্ষৌ পাশকৌ যেষাং তে; "অক্ষমিন্দ্রিয়ে না দ্যূতাঙ্গে" ইত্যমরঃ; পক্ষে স্পষ্টম্; ওজস্বী সুগ্রীবো যেষু তে; পক্ষে ওজস্বিনী শোভনা গ্রীবা যেষাং তে,—কৃষ্ণেন সহ কৌতুকসঙ্গরার্থং তথৌচিত্যাৎ; কলভা হস্তিশাবকাঃ, প্রকর্ষেণ সীদতীতি প্রসৎ, সদের্গত্যর্থত্বাৎ; প্রসৎ প্রসরন্ নবঃ ক্ষোভো যেষাং

যেমন সদা কান্তিমন্ত এবং কচের দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত তেমনই এই সহচরগণ সদা কান্তিমন্ত জমকালো কেশে শোভিত; ঈশান-দিগ্‌বিভাগ যেমন মদমত্ত সুপ্রতিক নামক দিগ্‌গজসমন্বিত তেমনই শ্রীকৃষ্ণসহচরগণ কস্তুরীচন্দনচর্চিত সুন্দর দেহবিশিষ্ট; শরতের বিলাস যেমন কমলের বিকাশে তেমনই শ্রীকৃষ্ণসহচরগণের বিলাস তাঁদের সুন্দর মুখকমলের হাসিতে; ষড়জ-মধ্যম-পঞ্চম স্বর যেমন 'সমান-শ্রুতয়ঃ' অর্থাৎ প্রত্যেকে সমান সংখ্যক শ্রুতিসম্পন্ন (দুই স্বরের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম স্বরাংশসম্পন্ন) তেমনই এই সখাগণ 'সমান-শ্রুতয়ঃ' অর্থাৎ সমান কর্ণে শোভন; কুসুমসমূহ যেমন 'সুঘ্রাণাঃ' অর্থাৎ সৌরভান্বিত তেমনই এই সখাগণ 'সুঘ্রাণাঃ' অর্থাৎ সুন্দর নাসিকায় শোভন; জুয়ারী যেমন 'চঞ্চলাক্ষাঃ' অর্থাৎ চঞ্চল পাশায় দীপ্ত তেমনই এই সখাগণ 'চঞ্চলাক্ষাঃ' অর্থাৎ চঞ্চল নয়নে শোভন; শ্রীরামচন্দ্রের বানরসেনাদল যেমন 'ওজস্বী-সুগ্রীবা' অর্থাৎ তেজস্বী সুগ্রীবে অলঙ্কৃত তেমনই এই সখাগণ 'ওজস্বী সুগ্রীবা' অর্থাৎ তেজস্বী সুন্দর গ্রীবাদেশে শোভন; হস্তীশাবক যেমন স্থূল লম্বা শুণ্ডসমন্বিত তেমনই এই সখাগণ স্থূল বিশাল ভুজসমন্বিত; মথ্যমান ক্ষীরসমুদ্রতরঙ্গ যেমন প্রবাহিত নবীন চাঞ্চল্যে উচ্ছলিত তেমনই এই সখাগণ প্রসন্ন বক্ষশোভায় সুদীপ্ত; হস্তী যেমন স্থূল গণ্ডবিশিষ্ট তেমনই এই সখাগণ স্থূল কটিদেশবিশিষ্ট; সদা সুখীজন যেমন উৎসবে প্রবীন তেমনই এই সখাগণ বিশাল উরুতে শোভন; চন্দ্র যেমন কোমল কিরণে উজ্জ্বল তেমনই এই সখাগণ কোমল চরণে উচ্ছল; এ-সখাগণ সদা একদশাতে অবস্থিত হয়েও 'ত্রিদশৈকাধিকাঃ' অর্থাৎ দেবতাগণ হতে অধিক। এ-সখাগণ হলেন—শ্রীদাম-সুদাম বসুদাম-সুবলাদি প্রভৃতি।

৯৬। দ্বিতীয়গোত্বহান্তু তাঃ কন্যাঃ, সুকবিতা ইব সুকুমারপদাঃ, মনোবৃত্তয় ইব নিরুপমজঙ্ঘালতাঃ, বনবাস-প্রবৃত্তরামরাজ্যশ্রিয় ইব স্ববরজানুগত সকলসৌভাগ্যাঃ, উৎসব-ভূময় ইব ঘনোরুরম্ভাস্তম্ভারোপাঃ, দুরূহগ্রন্থবৃত্তয় ইব প্রকটিতটীকাঃ, বন্ধুজনচিরকালাসঙ্গতয় ইব বন্ধুরোদরাঃ, ভগবন্নামকীর্ত্তয় ইব সদাবর্ত্তনাভীকাঃ, ভগবৎকৃপা ইব দীনাবলগ্নাঃ, বর্ষাশ্রিয় ইব নবপয়োধরাঃ, হেমন্তশ্রিয় ইব সুবলিতায়তদোষাঃ,

---

তে; পক্ষে প্রসন্না বক্ষসো ভা দীপ্তির্যেষাং তে; কটো গণ্ডঃ কটিশ্চ, "গণ্ডঃ কটঃ" ইতি, "কটো না শ্রোণিফলকং কটিঃ" ইতি চামরঃ; মহেন উৎসবেন উরবঃ প্রবীণাঃ; পক্ষে স্পষ্টম্; পাদা রশ্ময়শ্চরণাশ্চ, সদা একৈব দশা যেষাং তে। শ্রীকৃষ্ণস্য চরমকৈশোরাবির্ভাবকালে যে যদ্বয়সস্তে তথাবয়স্কেন নিত্যস্থিতিমন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ॥

৯৬। অথ ভগবৎপ্রেয়সীরপি চরণাদি-কেশান্তং তথৈবোপমিমানো বিশিনষ্টি— নিরুপমা জঙ্ঘালতা শীঘ্রগামিতা যাসাং তাঃ; "জঙ্ঘালোঽতিজবঃ" ইত্যমরঃ; পক্ষে স্পষ্টম্। শোভনে অবরজে কনিষ্ঠে ভরতে অনুগতং সকলং সৌভাগ্যং যাসাং তাঃ; পক্ষে স্বয়োর্বরয়োর্জানুনোর্গতং প্রাপ্তং সকলং সৌভাগ্যম্, কিং পুনঃ সর্বাঙ্গেষু যাসাং তাঃ; ঘনো নিবিড় উরূণাং বিপুলানাং রম্ভাস্তম্ভানামারোপো যাসু তাঃ; পক্ষে ঘনাভ্যামূরুভ্যাং রম্ভাস্তম্ভৌ সৌন্দর্যেণালুম্পন্তীতি তাঃ, রলয়োরৈক্যাৎ। টীকাবিবরণম্; পক্ষে প্রকৃষ্টা কটীতটী যাসাং তাঃ; বন্ধূনাং রোদং রোদনং রান্তীতি তাঃ; পক্ষে বন্ধুরমশ্বত্থদলবৎ উন্নতানতমুদরং যাসাং তাঃ; সদা আবর্ত্তনেন পুনঃপুনরুচ্চারণেন ন বিদ্যতে ভীর্ভয়ং কুতশ্চিদপি যাভ্যস্তাঃ; পক্ষে সন্ শোভন আবর্ত্তো যস্যাং তথাভূতা নাভী যাসাং তাঃ; দীনেষু অবলগ্নাঃ সঙ্গতাঃ; পক্ষে দীনমবলগ্নং মধ্যদেশো যাসাং তাঃ সুষ্ঠু বলিতা প্রতিদিনং বর্দ্ধমানা, অতএব আয়তা দীর্ঘা দোষা রাত্রির্যাসু তাঃ; পক্ষে সুবলিতে আ ঈষদায়তে দোষে বাহু যাসাং তাঃ; "দোষা রাত্রৌ ভুজেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ; অভিষেকস্যাবসানেঽন্তে শিরসঃ

৯৬। এবার অন্য এক বিশেষ কথার অবতারণা করতে গিয়ে গোপকন্যাগণের চরণ থেকে কেশ পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গের বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে উপমার দ্বারা—সুকবিতা যেমন সুন্দর পদবিশিষ্টা তেমনই গোপগণের যে সব কন্যা আছেন তাঁরা সুকোমল চরণবিশিষ্টা, মনোবৃত্তি যেমন 'নিরুপমা জঙ্ঘালতাঃ' অর্থাৎ নিরুপমা বেগবতী তেমনই এঁরা 'নিরুপমা জঙ্ঘালতাঃ' অর্থাৎ নিরুপমা জঙ্ঘালতায় শোভনা, বনবাস-প্রবৃত্ত শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যলক্ষ্মী যেমন 'স্ববরাজানুগতঃ' অর্থাৎ ভ্রাতৃভক্ত কনিষ্ঠের আনুগত্যেই সর্ব সৌভাগ্যের অধিকারিণী তেমনই এঁরা 'স্ববরজানুগতঃ' অর্থাৎ স্বজানুর সৌন্দর্যেই সর্ব সৌভাগ্যের অধিকারিণী, উৎসবভূমি যেমন স্থূল বিশাল কদলি বৃক্ষের স্তম্ভ স্থাপনে শোভমানা তেমনই কদলি বৃক্ষস্তম্ভের সৌন্দর্য বিলোপকারিণী স্থূল জঙ্ঘার সৌন্দর্যে এঁরা মনোহরা, দুরুহ গ্রন্থের বৃত্তি যেমন 'প্রকটিতটিকাঃ' অর্থাৎ টীকাতেই ব্যক্ত তেমনই এঁরা 'প্রকটিতটিকাঃ' সুঠাম কটিতটে মধুরা, বন্ধুজনের দীর্ঘবিরহ যেমন 'বন্ধুরোদরাঃ' অর্থাৎ বন্ধুর রোদন উচ্ছলনকারী তেমনই এঁরা 'বন্ধুরোদরাঃ' অর্থাৎ অশ্বত্থদলবৎ উন্নত-আনত উদরস্থলের সৌন্দর্যে ললিতা, শ্রীভগবন্নামের 'সদাবর্তনাভীকাঃ' অর্থাৎ সদা পুনঃ পুনঃ কীর্তন যেমন অভয়দাতা তেমনই এঁরা 'সদাবর্তনাভীকাঃ' অর্থাৎ সুন্দর কুণ্ডলীযুক্ত নাভীতে শোভনা, শ্রীভগবানের কৃপা যেমন 'দীনাবলগ্নাঃ' অর্থাৎ দীনজনে সঙ্গতা তেমনই এঁরা 'দীনাবলগ্নাঃ' অর্থাৎ ক্ষীণ কটিতে মনোরমা, বর্ষার শোভা যেমন 'নবপয়োধরাঃ' অর্থাৎ নব মেঘের আড়ম্বরে তেমনই এঁরা 'নবপয়োধরাঃ' অর্থাৎ নবস্তনে মধুরা, হেমন্ত ঋতুর শোভা যেমন 'সুবলিতায়তদোষাঃ' অর্থাৎ প্রতিদিন

অভিষেকাবসানশিরঃশ্রিয় ইব কম্বুককন্ধরাঃ, নারায়ণকরশাখা ইব মার্জিতকমলাননাঃ, বসন্তশ্রিয় ইব তিলকুসুমগন্ধবহাঃ, ভগবন্মূর্ত্তয় ইবেক্ষণানুগৃহীত-কুবলয়াঃ, ভগবদ্‌গুণকথা ইব শ্রবণরম্যাঃ, কুবেরপুরশ্রিয় ইব বিলসদলকাভিখ্যাঃ, পশ্চিমদিগ্‌বিভাগলক্ষ্ম্য ইব অভিরামকেশকলাপাঃ ॥

৯৭। আসাং মধ্যে সকলরমণীমৌলিমণিমালেব, বৈদর্ভীরীতিরিব মাধুর্য্যৌজঃপ্রসাদাদি-সকল-গুণবতী সকলালঙ্কারবতী রসভাবময়ী চ, কনককেতকীব প্রেমারামস্য, তড়িন্মঞ্জরীব মধুরিমজলধরস্য, কনকরেখেব সৌন্দর্যনিকষপাষাণস্য, কৌমুদীবানন্দকুমুদবান্ধবস্য, ভুজদর্পাবলিরিব কুসুমায়ুধস্য, সারশ্রীরিব

শোভা ইব কম্বুঃ শঙ্খস্তদীয়ং কং জলং ধরন্তীতি তাঃ; পক্ষে কম্বুবত্ত্রিরেখাঙ্কিতগ্রীবাঃ; করশাখাঃ করাঙ্গুল্যঃ, মার্জিতং কমলায়া লক্ষ্ম্যা আননং যাভিস্তাঃ; পক্ষে মার্জিতং বিমলীকৃতং কমলমিবাননং যাসাং তাঃ; তিলকুসুমস্য গন্ধং বহন্তীতি তাঃ; পক্ষে তিলকুসুমমিব গন্ধবহা নাসিকা যাসাং তাঃ; "ক্লীবে ঘ্রাণং গন্ধবহাঃ" ইত্যমরঃ; ঈক্ষণেন অবলোকনেনৈবানুগৃহীতং কুবলয়ং ভূমণ্ডলং যাভিস্তাঃ; পক্ষে ঈক্ষণাভ্যাং নেত্রাভ্যামনুগৃহীতং স্পর্দ্ধাযোগ্যত্বাসম্ভবাদনুকম্পিতং কুবলয়ং নীলোৎপলং যাভিস্তাঃ; শ্রবণেন শ্রবণাভ্যাঞ্চ রম্যাঃ শ্রিয় ইব সম্পদ ইব বিলসন্তী অলকায়াঃ পুর্য্যাঃ অভিখ্যা শোভা যাভ্যস্তাঃ; "অভিখ্যা নামশোভয়োঃ" ইত্যমরঃ; পক্ষে বিলসদ্ভিরলকৈশ্চূর্ণকুন্তলৈঃ শোভা যাসাং তাঃ; অভিরামস্য কেশস্য কং জলং তস্যেশ্বরস্য বরুণস্য কলাঃ শিল্পানি পান্তীতি তাঃ; পক্ষে রমণীয়কেশসমূহবত্যঃ ॥

৯৭। বৈদর্ভীতি, তথা চোক্তমলঙ্কারকৌস্তভে—(৯মকিরণে) "অবৃত্তিরল্পবৃত্তির্বা সমস্তগুণভূষিতা। বৈদর্ভী সা তু শৃঙ্গারে করুণে চ প্রশস্যতে ॥" ইতি। কেতকীতো বিলক্ষণা অতিমধুরগন্ধা, কনককেতকীতি তৎপ্রেম্ণঃ সর্বপ্রেমাচ্ছাদকস্ববৈভবকত্বমুক্তম্। তড়িদিতি সর্বমাধুর্যগুণস্যাপি মধুরতাধায়কত্বং তন্মাধুর্যস্য; কনকেতি সর্বসৌন্দর্যগুণেনাপি সর্বোৎকৃষ্টত্ব-

---

বর্দ্ধমানা দীর্ঘরাত্রিবিশিষ্টা তেমনই এঁরা সুগঠিত ঈষৎ দীর্ঘ বাহুযুগলে শোভনা, অভিষেকান্তে শঙ্খজল ধারণ যেমন মস্তক-শোভন তেমনই এঁরা কণ্ঠে শঙ্খের মতো ত্রিবলিরেখা ধারণে রুচিরা, শ্রীলক্ষ্মীদেবী যেমন শ্রীনারায়ণের করাঙ্গুলে মার্জিতাননা তেমনই এঁরা শ্রীকৃষ্ণের করাঙ্গুলে মার্জিতাননা, বসন্তশোভা যেমন 'তিলকুসুমগন্ধবহাঃ' অর্থাৎ তিলকুসুমের সৌরভে কলিতা তেমনই এঁরা 'তিলকুসুমগন্ধবহাঃ' অর্থাৎ তিলকুসুমসম নাসিকায় শোভনা, শ্রীভগবন্মূর্তি যেমন 'ঈক্ষণানুগৃহীত-কুবলয়াঃ' অর্থাৎ ঈক্ষণমাত্রে ভূমণ্ডলের অনুগ্রহদাতৃ তেমনই এঁরা 'ঈক্ষণানুগৃহীত-কুবলয়াঃ' অর্থাৎ নেত্রের সৌন্দর্যে কমলজেতৃ, শ্রীভগবৎগুণকথা যেমন 'শ্রবণরম্যাঃ' অর্থাৎ শ্রুতিমধুর তেমনই এঁরা 'শ্রবণরম্যাঃ' অর্থাৎ রমণীয় কর্ণ-বিশিষ্টা, কুবেরপুরীর ঐশ্বর্যে যেমন তাঁর শোভা উচ্ছলিতা তেমনই এঁরা সুন্দর চূর্ণকুন্তলে মনোরমা, পশ্চিম দিগ্‌বিভাগের শোভা যেমন 'অভিরামকেশকলাপাঃ' অর্থাৎ অভিরাম জলপতি বরুণের শিল্পনৈপুণ্যের পালয়িত্রী তেমনই এঁরা 'অভিরামকেশকলাপাঃ' অর্থাৎ রমণীয়া কেশসমূহে বিলক্ষণা।

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীশিরোমণি শ্রীরাধারাণী ঃ

৯৭। এই কন্যাগণের মধ্যে—সকল রমণীমৌলি-মণিমালার মতো, বৈদর্ভীরীতির মতো মাধুর্য-ওজ-প্রসাদাদি সকল গুণবতী, সকল অলঙ্কারবতী তথা রসভাবময়ী, প্রেমোদ্যানের কনককেতকীর মতো, মাধুর্যজলধরের তড়িন্মঞ্জরীর মতো, সৌন্দর্যনিকষপাষাণের কনকরেখার মতো, আনন্দ চন্দ্রমার চন্দ্রিকার

লাবণ্যজলধেঃ, হাসলক্ষ্মীরিব মধুমদস্য, আকরভূরিব কলাকপলাপস্য, খনিরিব গুণমণিগণস্য কাপি শ্রীরাধিকা নাম ॥

৯৮। যা খলু গৌরী চ গৌরীসহস্রাধিকা, তথাপি শ্যামা, অনাদিরপি কিশোরী, সুরূপাপি অসুরূপা সখীনিকুরম্বস্য, সৌকুমার্যবতী চাসৌ কুমার্যবতীহ সকলসৌভাগ্যম্ ॥

৯৯। যাং খলু মহালক্ষ্মীরিতি কেচন, লীলেতি তান্ত্রিকাঃ, আনন্দিনীশক্তিরিতি কেচিদামনন্তি। যস্যাশ্চ বিশাখা-ললিতাদয়ঃ সমানগুণরূপাস্তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপাঃ প্রিয়সখ্যঃ ॥

পরীক্ষয়া উত্তীর্ণত্বং তৎসৌন্দর্যস্য ; কৌমুদীতি—সর্বানন্দগুণস্যাপি বিশিষ্টানন্দকতাধায়কত্বং তন্নিষ্ঠানন্দস্য। তথোক্তম্—"শশী ব্যোমোৎসঙ্গং শশিনমপিতঃ কান্তিলহরী" ইতি। ভুজদর্পেতি নিজবিজয়ি-নরনারায়ণাদ্যবতারিণঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি তয়ৈব বিজয়াৎ। তেন চ সর্বকান্তাগণাশক্যবশীকারস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মানসরোধকত্বং তৎকামতান্ত্রিকতয়া। সারশ্রীরিতি সর্বলাবণ্যস্যাপি মূলভূতসম্পত্তিরূপত্বং তল্লাবণ্যস্য। হাসেতি ভুজদর্পেতিবৎ ; মধুর্বসন্তঃ, তেন চ তৎকামতান্ত্রিকতয়া সময়গতবৈলক্ষণ্যস্যাপি সান্দিকত্বপ্রতীতিঃ। আকরভূরিব খনীনাং জন্মভূরিব, তেন সর্ববৈদগ্ধ্যগুণস্যাবির্ভাবকপ্রকাশ-লবকত্বং তদীয়বৈদগ্ধীনাম্। খনিরিতি তথৈবার্থঃ। গুণাঃ পূর্বোক্তেভ্যো ভিন্না দয়াক্ষান্ত্যাদয়ো জ্ঞেয়াঃ ॥

৯৮। গৌরী গৌরবর্ণা, গৌরীসহস্রাৎ পার্বতীসহস্রাদপ্যধিকা ; শ্যামা "শীতকালে ভবেদুষ্ণা উষ্ণকালে চ শীতলা। স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যাঃ সা শ্যামা পরিকীর্তিতা ॥" ইত্যুক্তলক্ষণা ; অসুরূপা প্রাণরূপা, "পুংসি ভূম্ন্যসবঃ প্রাণাঃ" ইত্যমরঃ। অসৌ কুমারী সকলং সৌভাগ্যমবতি বশীকরোতি। কীদৃশী ? সৌকুমার্যবতী ॥

৯৯। আনন্দিনী হ্লাদিনী ; তথা হ্যুক্তম্—"হ্লাদিনী যা মহাশক্তিঃ সর্বশক্তিবরীয়সী। তৎসারভূতা" ইতি। কেচিদিত্যত্রৈব স্বারস্যমানন্দিনীভিঃ স্বাভিঃ শক্তিভিরিতি রাসান্তে স্বয়ং বর্ণয়িষ্যমাণত্বাৎ, মহালক্ষ্ম্যাস্তু এতদীয়ৈশ্বর্য-বৈভবময়াংশভূতাত্বেন তথা লীলাশক্তেশ্চ পাদ্মকার্তিকমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধা এতদীয়বিহারকাননপালিবৃন্দাত্বেন চ (ভা০ ১০।২৯।৩৭) (সংক্ষেপ) শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাদিষু নির্ধারিতত্বচ্চেতি। ললিতায়া জ্যেষ্ঠত্বেঽপি বিশাখায়াঃ প্রাধান্যং রাধয়া সহৈক্যদৃষ্ট্যা। তথা হ্যুক্তম্—"নামরূপগুণাদীনামৈক্যাৎ শ্রীরাধিকৈব যা" ইতি ॥

মতো, কামদেবের ভুজদর্পাবলীর মতো, লাবণ্যজলধির শোভাসারের মতো, মদমত্তজনের হাস্যশোভার মতো, চৌষট্টি কলাকলাপের আকরভূমির মতো, গুণমণিগণের খনিসদৃশ শ্রীরাধিকা নামক কোনও অনির্বচনীয়া কন্যা সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিতা।

৯৮। ইনি সহস্র গৌরী থেকেও অধিক গৌরবর্ণা, তথাপি শ্যামা অর্থাৎ শীতকালে উষ্ণা, গ্রীষ্ম-কালে শীতলা, স্তনে সুকঠিনা ; অনাদি হয়েও কিশোরী ; সুরূপা হয়েও 'অসুরূপা' অর্থাৎ সখীকুলের প্রাণস্বরূপা ; সুকুমারী হয়েও জগতের সকল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বশীকারিণী।

৯৯। কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি এঁকে মহালক্ষ্মী, কোনও তান্ত্রিক ব্যক্তি লীলাশক্তি, আবার কোনও ভক্ত হ্লাদিনীশক্তি নামে অভিহিত করেন। আরও, বিশাখা-ললিতাদি সমান গুণ-রূপসম্পন্না প্রতিচ্ছায়ারূপা প্রিয় সখীগণে অলঙ্কৃতা ইনি।

১০০। দ্বিতীয়া চ কাচিদ্‌যূথপা চন্দ্রাবলীব পরমাহ্লাদিনী, প্রকৃতিরিব গুণময়ী, নয়নেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব রূপবতী, অপাং বৃত্তিরিব রসময়ী, কুসুমাবলিরিব পরমোদারা, শ্রীচন্দ্রাবলী নাম ললনারত্নম্। যস্যাশ্চ পদ্মা-শৈব্যাদয়ঃ প্রিয়সখ্যঃ। এবং শ্রীরাধা-সপক্ষা শ্যামা নাম কাপি যূথপেতি বহ্ব্য এব যত্র যূথপাঃ ॥

১০১। অথ যত্র রাজধান্যাং মূর্ত্তা ইব ভগবদ্ধর্ম্মাশ্চোর্ব্বীগীর্ব্বাণাঃ পরমদয়ালবঃ শম-দম-তিতিক্ষোপ-রতীনাং মূর্ত্তয় ইবাপি সাত্বতশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ, তদনুকূলবেদাভ্যাসনিরতাঃ কেচন পঞ্চরাত্রনিষ্ঠা ব্রজরাজ-কৃতদানমাত্রপ্রতিগ্রহীতারঃ, তদেকযাজকাঃ ॥

১০২। যে খলু জ্ঞানানন্দয়োঃ কাতর্য্যোপযুক্তা অপি ন কাতর্য্যোপযুক্তাঃ, বিদ্যাবিদ্যোতেষু পরম-চাতুর্য্যবন্তোঽপি ন চাতুর্য্যবন্তঃ, সদারমাধুর্য্যা অপি নরমাধুর্য্যাঃ, প্রকৃতিগুণশাবল্যা অপি ন প্রকৃতিগুণ-

---

১০০। বৃত্তি শব্দোঽত্র স্বরূপবাচকঃ। কুসুমাবলিপক্ষে পরেষাং মোদং হর্ষম্ আ সম্যগ্ রাতীতি সা ॥

১০১। উর্বীগীর্বাণা বিপ্রাঃ, শমো ভগবন্নিষ্ঠবুদ্ধিতা, দম ইন্দ্রিয়বশীকারঃ, তিতিক্ষা ক্ষমা, উপরতির্বৈরাগ্যম্, সাত্বতশাস্ত্রং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ; নারদপঞ্চরাত্রোক্ত ধর্মপরাঃ, তমেকং ব্রজরাজমেব যাজয়ন্তি, নান্যম্ ॥

১০২। প্রস্তুতস্যাং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিনোর্জ্ঞানানন্দয়োর্মধ্যে কাতর্যে কতরস্তৈকতরস্য ভাবঃ কাতর্যং তত্রোপযুক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈশ্বর্যে কেচিৎ প্রবিষ্টাঃ কেচিন্মাধুর্যে চেত্যর্থঃ। এবমপি ন কাতর্যে কাতরত্বে উপযুক্তাঃ, অন্যানুপঘাত্য সিদ্ধান্তজ্ঞা

যূথেশ্বরী শ্রীচন্দ্রাবলী :

১০০। পূর্বোক্ত কন্যাগণের মধ্যে শ্রীচন্দ্রাবলী নামক এক দ্বিতীয়া অনির্বচনীয়া ললনারত্ন যূথেশ্বরীও বিদ্যমানা। ইনি কোটি কোটি চন্দ্রের মতো পরমানন্দদায়িনী, প্রকৃতি যেমন সত্ত্ব-রজ-তমগুণময়ী তেমনই ইনি বহুগুণময়ী, নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যেমন স্বভাবতই 'রূপবতী' অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করে তেমনই ইনি স্বভাবরূপবতী, জলের স্বভাবধর্ম যেমন রসময়ী তেমনই ইনি স্বভাবরসময়ী, কুসুম সমূহ যেমন 'পরমোদারা' অর্থাৎ পরের আনন্দদায়িনী তেমনই ইনি 'পরমোদারা' অর্থাৎ পরমোদার চরিতা। এঁর প্রিয়সখী হলেন পদ্মা-শৈব্যাদি কন্যাগণ। এবং শ্রীরাধা-সপক্ষা শ্যামা নামক কোনও এক যূথেশ্বরী আছেন—এরূপ আরও বহু বহু যূথেশ্বরী শ্রীবৃন্দাবনে আছেন।

রাজধানীর ব্রাহ্মণ :

১০১। অতঃপর শ্রীনন্দবাবার রাজধানীতে যে সব ব্রাহ্মণগণের নিবাস তাঁরা যেন মূর্তিমান্ ভাগবতধর্ম, পরম দয়ালু, শম-দম-তিতিক্ষা-বৈরাগ্যের মূর্তিস্বরূপ, ও শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রবক্তা, আরও এঁরা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রানুকূল বেদাভ্যাস নিরত—কেউ কেউ আবার নারদপঞ্চরাত্রধর্মপরায়ণ—এঁরা শ্রীব্রজরাজদত্ত দান মাত্রই অঙ্গীকারী, এবং একমাত্র তাঁরই যাজক।

১০২। এই ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধী জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে 'কাতর্যোপযুক্তাঽপি' অর্থাৎ কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যে কেউ কেউ মাধুর্যে প্রবিষ্ট, এবং 'ন কাতর্যোপযুক্তা' অর্থাৎ কাতরতাযুক্ত নয় অর্থাৎ নিজ সিদ্ধান্তে দৃঢ়মতি; এঁরা অষ্টাদশ বিদ্যার বিচারদ্বারা সত্য-উদ্ঘাটনে 'পরমচাতুর্যবন্তোঽপি' অর্থাৎ

শাবল্যাঃ। কিং বহুনা ? তৈলিক-তাম্বূলিক-মালিক-কাম্ববিক-গান্ধিক-স্বর্ণকার-ঘটকার-ব্যোকার-পটকারাদয়োঽপি চিদ্রূপা অপি মনুষ্যধর্ম্মাণঃ, মনুষ্যধর্ম্মাণোঽপি শ্রীদা অপি পুণ্যজনেশ্বরা অপি ন কুবেরা নৈকপিঙ্গা ন নরাবাহনাঃ ॥

১০৩। কিং বহুনা ? পুলিন্দা অপি যত্র বর্ষাভ্রমরা ইব জাতিনাম্নৈব বিকলা অপি সকলসুমনসাং রতিপ্রদাঃ ॥

১০৪। যত্র চ—অতিদীর্ঘতর-মহাস্ফটিক-মণিভিত্তি-চতুষ্টয়মধি মরকতগোপানসী-খণ্ডাচটুল-চরম-

---

ইত্যর্থঃ। তথা বিদ্যানামষ্টাদশানাং বিদ্যোতেষু বিচারাদিভিঃ প্রকাশনেষু; ন চাতুর্যনাতুরত্বং পরাজয়স্তদন্তঃ; সদৈব রমাণাং সম্পত্তীনাং ধুর্যা দারসহিতানামেব মাধুর্যং যেষাং তে ইতি বা; নরাণামিব মাধুর্যং যেষাং তে; প্রকৃত্যা স্বভাবেনৈব যে গুণা মৈত্র্যাদয়স্তৈঃ শাবল্যং বৈচিত্র্যং যেষাং তে; কিন্তু ন প্রকৃত্যা গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ শাবল্যং মিশ্রীভাবো যেষাং তে, অপ্রাকৃতাঃ শুদ্ধসত্ত্বময়া ইত্যর্থঃ। কাম্ববিকঃ শঙ্খবণিক্, ব্যোকারো লোহকারকঃ; মনুষ্যধর্ম্মাণস্ত্রয়স্তথা কুবেরাদ্যাশ্চ ত্রয় একপর্যায়া এবেতি বিরোধঃ। ন কুৎসিতং বেরং শরীরং যেষাং তে; ন এক পিঙ্গোঽপি যেষু তে; বিষ্টিতো বেতনতো বা ন নরবহনক্লেশভাজঃ; নৈককীর্তির্নৈকযশা ইতিবন্নঞো নলোপাভাবঃ ন শব্দেন সহ সুপ্ সুপেতি বা সমাসঃ ॥

১০৩। জাতির্মালতীপুষ্পম্, তন্নাম্নৈব বিকলা অপি আনন্দাবেশেন বিহ্বলা অপি সকলসুমনসাং সর্বপুষ্পাণাং রতিপ্রদাঃ, পক্ষে পুলিন্দেতি নাম্নৈব বিকলা নিন্দ্যা অপি সকলদেবানাং রতিপ্রদাঃ; "সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশা দিবৌকসঃ" ইত্যমরঃ ॥

পরম চতুর হয়েও 'ন চাতুর্যবন্তো' অর্থাৎ অন্যের দ্বারা পরাজিত হওয়ার মতো আতুরতা প্রাপ্ত নয়; এঁরা সর্বদা সর্বসম্পত্তির অধীশ্বর হয়েও নরবৎ মাধুর্যময়; এঁরা 'প্রকৃতিগুণশাবল্যা অপি' অর্থাৎ দয়া-মৈত্রী প্রভৃতি গুণের মিশ্রণে উজ্জ্বল হয়েও 'ন প্রকৃতিগুণশাবল্যা' অর্থাৎ প্রাকৃত সত্ত্ব-রজ-তমগুণের মিশ্রণহীন।

অন্যান্য জাতি ঃ

অধিক আর বলবার কি আছে ? এখানে যে সব তেলী-তাম্বুলিক-মালী-শঙ্খবণিক-গান্ধিক-স্বর্ণকার-কুম্ভকার-কর্মকার-তাঁতী প্রভৃতি আছে তাঁরাও চিদ্রূপা, এবং মনুষ্যধর্মাচরণকারী। আরও, এঁরা মনুষ্যধর্মাচরণকারী, সম্পত্তিদাতৃ, পুণ্যবান্ জনের ঈশ্বর হয়েও কুৎসিত শরীরধারী নয়, কটাচক্ষুযুক্ত নয়, পাল্কীবাহকের মতো নরবহনক্লেশভাগী নয়।

১০৩। আর অধিক বলবার কি আছে ? বর্ষাভ্রমর যেমন জাতি নামেই নিন্দনীয় হলেও সকল পুষ্পেরই আনন্দপ্রদ তেমনই এখানকার পুলিন্দও কেবল জাতিসম্বন্ধেই নিন্দনীয় হলেও সমস্ত দেবতাদের প্রীতিপ্রদ।

গোশালা ঃ

১০৪। এই রাজধানীর চতুর্দিকে বিস্তৃত রয়েছে মহাগোশালাশ্রেণী। অতি দীর্ঘতর মহাস্ফটিক-

ভাগদীর্ঘ-তরকনকবংশাকীর্ণাঃ, চতুষ্কোণাবস্থিত-মহাগোপানসী-চতুষ্টয়াবষ্টব্ধ-সুস্থিত-কুরুবিন্দময়কৌনিক-চতুষ্টয়া-বষ্টব্ধ-মহাবড়ভীকাঃ, ভূধরভূময় ইব বিমল-নানামণিপটলাঃ, বিচক্ষণা ইব নিস্তম্ভাঃ, সহৃদয়া ইব বিশদ-প্রকীর্ণতরাঃ, মহারাজপুরগোপুরনিকরা ইব পরিতোবিরাজি-বহুপ্রতীহারাঃ; স্ফুরৎপবনধূতধূলয়ঃ পরিতো মহাগোগৃহাঃ ॥

১০৫। যেষামঙ্গনেষু সরস্বতী-শরীরমিব পূর্ণিমা-নক্তমিব সর্ব্বশুক্লম্, নীলমণিশৈলাগ্রমিব শ্যাম-শৃঙ্গম্, অঙ্গনানিকুরম্বমিব ঘনায়তবালহস্তম্, ভগবচ্চক্রমিব মহাসারিপুচ্ছম্, তীর্থসলিলমিব অতিতরসাস্নান-

---

১০৪। যত্র চ রাজধান্যাম্. মহাগোগৃহাঃ; কীদৃশাঃ? অতিদীর্ঘতরে মহাস্ফটিকমণিময়ে ভিত্তিচতুষ্টয়ে যানি মরকতমণিময়ানি গোপানসীখণ্ডানি চত্বারীত্যর্থাৎ, তেষু অচটুলৈরচঞ্চলৈর্দৃঢ়নিবদ্ধৈরিত্যর্থঃ। চরমভাগো দীর্ঘতরো যেষাং তৈঃ কনকময়ৈর্বংশৈঃ 'বরগা' ইতি গৌড়ে খ্যাতৈঃ কাষ্ঠখণ্ডৈরাকীর্ণা ব্যাপ্তাঃ। পুনঃ কীদৃশাঃ? চতুর্ষু কোণেষু অবস্থিতেন মরকতময়ং যন্মহাগোপানসীচতুষ্টয়ং তত্রাবষ্টব্ধেন পূর্বগোপানসী উপরিগতা ক্ষুদ্রা, ইয়ন্তু পটলোপান্তগতা মহতী জ্ঞেয়া। অতএব সুস্থিতেন নিশ্চলেন কুরুবিন্দমণিময়েন কৌণিকানাং 'কোণাইচ' ইতি খ্যাতানাং চতুষ্টয়েনাবষ্টব্ধা মহাবড়ভী 'পাড়ি' ইতি খ্যাতং উর্দ্ধগতং দারুখণ্ডং যেষাং তে; বিমলানাং নানামণীনাং পটলং সমূহো যেষু তে; পক্ষে বিমলং নানামণিময়ং পটলং 'ছাউনী' ইতি খ্যাতং যেষাং তে; নিঃস্তম্ভা নিরহঙ্কৃতাঃ স্থূণারহিতাশ্চ, বিশদা নির্মলাঃ, প্রকীর্ণতরা অসঙ্কুচিতাঃ, পুরগোপুরাণি পুরদ্বারাণি, প্রতীহারা দ্বারপালা দ্বারাণি চ ॥

১০৫। ঘনা নিবিড়া আয়তা দীর্ঘা বালহস্তাঃ কেশসমূহা যস্য; "পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থাঃ কচাৎ পরে" ইত্যমরঃ; পক্ষে বালহস্তঃ পুচ্ছপূর্বভাগঃ; "বালহস্তস্তু বালধিঃ" ইত্যমরঃ মহসা তেজসা রিপুং ছ্যতি ছিনত্তি; 'ছো ছেদনে' কপ্রত্যয়ান্তঃ; পক্ষে মহেন উৎসবেন নিরন্তরশ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিতেন সারি প্রসরণশীলং পুচ্ছং যস্য তৎ; অতিতরসা

মণিময় ভিত্তিচতুষ্টয়ের উপরে মরকতমণির চারটি কড়ি (Beam) স্থাপিত রয়েছে—এতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত রয়েছে কনকময় বরগা যার শেষভাগ লম্বা হয়ে বেড়িয়ে আছে এবং যার দ্বারা গোগৃহ ছেয়ে আছে; চতুষ্কোণে অবস্থিত বিশাল চারটি কড়িতে লগ্ন ও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে আছে কুরুবিন্দমণিময় চারটি 'কোনাইচ' যাতে পুনরায় দৃঢ়নিবদ্ধ রয়েছে কাষ্ঠের পাড়ি—এঁর উপরেই গোশালার ছাদ অবস্থিত রয়েছে। পর্বতের জমি যেমন নানা মণিতে আকীর্ণ তেমনই এ-গোশালার ছাদের তলদেশ নানা উজ্জ্বল মণিতে খচিত, বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন অহঙ্কাররহিত তেমনই এই গোশালা স্তম্ভরহিত, সহৃদয় ব্যক্তি যেমন নির্মল-অসঙ্কুচিত বুদ্ধিসম্পন্ন তেমনই এ-গোশালা নির্মল বিস্তৃত স্থানযুক্ত, মহারাজের পুরদ্বার যেমন চতুর্দিকে অনেক দ্বারপালযুক্ত তেমনই এই গোশালা চতুর্দিকে অনেক দ্বারযুক্ত, এ-গোশালা চঞ্চল বাতাসে আপনি ধূলিমুক্ত।

গো-গোবৎস-বৃষ ঃ

১০৫। এই গোশালার অঙ্গনে যে সব উত্তম উত্তম গাভী রয়েছে তাদের কোন কোনটি দেবী সরস্বতীর মতো পূর্ণিমা রাতের মতো শুভ্রবর্ণা, এঁদের শৃঙ্গ নীলমণিপর্বতশৃঙ্গের মতো শ্যামা, রমণীকুল যেমন ঘন লম্বা কেশকলাপবিশিষ্টা তেমনই এঁরা ঘন লম্বা পুচ্ছসমন্বিতা, শ্রীভগবানের চক্র যেমন তেজের

মিতম্, গণপতি-শরীরমিব মহাপীনম্, মন ইব অবশম্, তপস্বিকুলমিব সদা সুব্রতম্, চিন্তামণিকুলমিব সকলকামদুঘম্, নিদাঘকাননমিব সদোৎফুল্লবৎসকম্, সুকবিকাব্যমিব নানাবর্ণবিন্যাসঞ্চ নৈচিকীনিকুরম্বম্ ॥

১০৬। যত্র চ—ভুবি নিপতিতাঃ কৌমুদীনাং সজীবা ইব গর্ভাঃ, সঞ্চরন্ত ইব শিলাখণ্ডাঃ কৈলাসস্য, গ্রন্থয় ইব হরহাসস্য হিণ্ডীরা ইব ক্ষীরসমুদ্রস্য, মাংসপিণ্ডা ইব শুদ্ধসত্ত্বস্য তত ইতো ধাবমানা বৎসনিবহাঃ ॥

১০৭। যত্র চ—গণ্ডশৈলা ইব স্ফটিকাচলস্য, মহোর্ম্ময় ইব দধিমহাদধেঃ মুনয় ইব সায়ংগৃহাঃ,

---

অতিবেগেন স্নানবিষয়ে মিতং মানযুক্তম্; যদ্বা, স্নানং লোককর্তৃকমঞ্জনম্ ইতং প্রাপ্তম্; পক্ষে অতিতরা সাস্না গলকম্বলস্তয়া নমিতম্; মহাপীনম্, অতিবিপুলম্; পক্ষে মহৎ আপীনম্ ঊধো যস্য তৎ; "ঊধস্তু ক্লীবমাপীনম্" ইত্যমরঃ; অবশম্ অনধীনম্; পক্ষে ন বিদ্যতে বশা বন্ধ্যা যত্র; "বশা বন্ধ্যা" ইত্যমরঃ; সদা সুনিয়মযুক্তম্; পক্ষে সদা সুব্রতা যত্র তৎ;—"সুব্রতা সুখসংদোহ্যা" ইত্যমরঃ; সকলান্ কামান্ দোগ্ধি পূরয়তীতি তৎ; পক্ষে সকলা অপি কামদুঘা যত্র তৎ; সদা উৎফুল্লা বৎসকাঃ কুটজপুষ্পাণি শাবকাশ্চ যত্র তৎ; নানাবর্ণানাং মাধুর্য্যাদিব্যঞ্জকাক্ষরাণাং বিশিষ্টো ন্যাসঃ সন্দর্ভো যত্র তৎ; পক্ষে শ্বেতনীলপীতাদিবর্ণযুক্তম্; পূর্বত্রোক্তং সর্বগুরুত্বমেকৈকনিকুরম্বমপেক্ষ্য জ্ঞেয়ম্। অতোঽত্র নিকুরম্বমিতি জাত্যপেক্ষয়া একবচনম্ ॥

১০৬। 'কৌমুদীনাম্' ইত্যাদি শুক্লপ্রাধান্যেন, তত্র 'কৌমুদীনাম্' ইত্যাহ্লাদকত্বং প্রাধান্যেনোক্তম্, 'কৈলাসস্য' ইতি শ্বেতিমা; 'হরহাসস্য' ইত্যনর্গলপ্রফুল্লত্বম্; হিণ্ডীরা ইতি মার্দবম্, 'শুদ্ধসত্ত্বস্য' ইত্যপ্রাকৃতত্বম্; ধাবমানা ইতি তাচ্ছীল্যশানজাত্তম্ ॥

১০৭। স্ফটিকেতি স্বচ্ছত্বং দৃঢ়ত্বঞ্চ প্রাধান্যেনোক্তম্ মহোর্ম্ময় ইতি দুর্বারবেগত্বম্; সায়মেব গৃহা আশ্রয়িতব্যাত্বেন

সহিত শক্র ছেদনকারী তেমনই শ্রীকৃষ্ণদর্শন-জনিত আনন্দে এঁরা তেজে ঊর্দ্ধে পুচ্ছ বিস্তারকারিণী, তীর্থ-সলিল যেমন অতি সত্বর স্নানবিষয়ে সম্মানিত তেমনই এই গোগণ অতিশয় স্থূল গলকম্বলের ভারে নমিতা, শ্রীগণেশদেবের শরীরের মতো এঁদের স্তন অতি স্থূল, মন যেমন 'অবশম্' অর্থাৎ অন্য কারও অধীন নয় তেমনই এঁরা 'অবশম্' অর্থাৎ কেউ বন্ধ্যা নয়, তপস্বিকুল যেমন সদা 'সুব্রতম্' অর্থাৎ সুনিয়মরত তেমনই এঁরা সদা 'সুব্রতম্' অর্থাৎ সুখে দোহনীয়া, চিন্তামণিকুল যেমন সকল 'কামদুঘম্' অর্থাৎ কাম-পূরক তেমনই এঁরা সকলেই 'কামদুঘম্' অর্থাৎ কামধেনু, নিদাঘকানন যেমন সদা উৎফুল্ল 'বৎসকম্' অর্থাৎ কুটজপুষ্পে শোভিত তেমনই এঁরা সদা উৎফুল্ল 'বৎসকম্' অর্থাৎ বৎসে শোভিতা, সুকবির কাব্য যেমন মাধুর্য্যাদি-ব্যঞ্জক নানাবর্ণে অলঙ্কৃত তেমনই এ-গোশালা শ্বেত-নীল-পীতাদি নানা বর্ণের গোকুলসমন্বিত।

১০৬। আরও, ভূমিতে নিপতিত জ্যোৎস্নার সজীব শিশুর মতো, কৈলাসপর্ব্বতের সঞ্চরণশীল শিলাখণ্ডের মতো, ক্ষীরসমুদ্রের ফেনের মতো, এবং শুদ্ধসত্ত্বের মাংসপিণ্ডের মতো ধাবমানা গোবৎসনিবহে অলঙ্কৃত এ-গোশালা।

১০৭। স্ফটিকপর্ব্বতের গণ্ডশৈলের মতো, দধিসমুদ্রের বিশাল তরঙ্গের মতো, সায়ংগৃহা মুনিগণের

জীবন্মুক্তা ইব স্বৈরচারিণঃ, দিগ্‌গজা ইব মহাবিষাণাঃ নৃপা ইব মহাককুদাঃ, মত্তা ইব স্তব্ধারুণ-লোচনাঃ, মহাগর্ববন্ত ইব সদাহম্বাদাঃ, বিরক্তা ইব লম্বমানগলকম্বলাঃ, বিবিধ-মণিবপ্রোৎখাতরেখা-শবলিতশৃঙ্গতয়া নানাবর্ণ বিষাণা ইব খুরক্ষুণ্ণমণিধরণিরজোভিরভিতো ধূসরা মূর্ত্তিমন্তশ্চতুষ্পাদা ধর্ম্মা ইব মহোক্ষাঃ। যস্য গোকুলস্য কলাকলাংশেন সুরভিলোকঃ সমপাদি ॥

১০৮। যস্য শাখানগরেষু শৃঙ্গাটকানামভিতোঽভিতঃ সমসূত্রনিপাতিতা ইব শ্রেণীকৃতাঃ, মহারাজ-বিজয়সময়া ইব বিলসৎপতাকিন্যঃ মুক্তাস্ফোটা ইব মৌক্তিকপ্রালম্বাঃ, বসন্ততরব ইব প্রবালপ্রঘণাঃ, বিবিধমণিঘটাঘটিতা বিপণিবিততয়ঃ, কাশ্চিদ্বসন্তশ্রিয় ইব নানাকুসুম-সৌরভ-সুবাসিতাঃ, কাশ্চিন্মহা-

---

বর্তন্তে যেষাং তে ; মহাদন্তা বৃহচ্ছৃঙ্গাশ্চ ; "বিষাণং স্যাৎ পশুশৃঙ্গেভদন্তয়োঃ" ইত্যমরঃ ; মহাককুদা ইতি প্রাধান্যে রাজলিঙ্গে চ বৃষাঙ্গে ককুদোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ; সদা অহমেব বিদ্বান্ শূর ইত্যেবং বাদো যেষাং তে ; পক্ষে 'হম্বা' ইতি শব্দমাদদতীতি তে ; বপ্রঃ প্রাচীরকোণাদিগতো 'বুরুজ্' ইতি খ্যাতঃ ; সুরভিলোকো গোলোকঃ ॥

১০৮। শাখানগরেষু নগরপ্রান্তেষু, শৃঙ্গাটকানাং চতুষ্পথানামিতি ষষ্ঠী সমসূত্রেত্যনেনান্বয়াৎ। পশ্চাদভিতো-ঽভিতো বর্তমানা ইত্যনেনান্বয়েঽপি ন দ্বিতীয়া ;—'ন হি প্রসক্তো বচনশতেনাপি নিবর্তয়িতুং শক্যতে' ইতি ন্যায়াৎ। সময়া ইবেতি সময়াশব্দো ভূজাশব্দোবৎ টাবন্তো দ্রষ্টব্যঃ। মুক্তাঃ স্ফোটাঃ শুক্তয়ঃ, মৌক্তিকানাং মুক্তানাং প্রকৃষ্ট আলম্বো যেষু ; পক্ষে মৌক্তিকৈঃ প্রালম্বমৃজুলম্বি মাল্যং যাসু তাঃ ; প্রবালৈঃ প্রঘণা নিবিড়াঃ ; "প্রবালমঙ্কুরেঽপাস্ত্রী"

মতো, জীবন্মুক্তগণের মতো স্বেচ্ছাচারী বড় বড় বলীবর্দ এ গোশালায় বিরাজমান,—দিগ্‌গজ যেমন 'মহাবিষাণাঃ' অর্থাৎ বৃহৎ দন্তবিশিষ্ট তেমনই এঁরা 'মহাবিষাণাঃ' অর্থাৎ বৃহৎ শৃঙ্গবিশিষ্ট, রাজা যেমন ছত্র-চামরাদি সমন্বিত তেমনই এঁদের পৃষ্ঠদেশ বিশাল কুঁজে শোভিত, এঁরা মদমত্ত ব্যক্তির মতো স্তব্ধ ও রক্তচক্ষুবিশিষ্ট, মহাগর্বীত ব্যক্তি যেমন সদা মস্ত মস্ত কথার বক্তা তেমনই এঁরা সদা হাম্বা-হাম্বা রবকারী, বিরক্ত মহাত্মাদের গলায় যেমন লম্বমান কম্বল তেমনই এঁদের গলায় লম্বমান গলকম্বল, বিবিধ মণিময় প্রাচীরকোনগত বুরুজ উৎপাটন করার দরুণ শৃঙ্গ দুটি বিচিত্র হওয়াতে এঁদের নানাবর্ণ শৃঙ্গযুক্ত মনে হচ্ছে, আর খুরেরর দ্বারা মণিময় ভূমি খোরার দরুণ মণিময় রজে ধূসরিত এই সব বৃষভ মূর্তিমন্ত চতুষ্পাদ ধর্মের মতো প্রতীতি হচ্ছে। এই গোসমূহের কলার কলাংশের থেকে গোলোক উৎপন্ন হয়েছে।

বিপণি :

১০৮। শ্রীনন্দবাবার রাজধানীর একপ্রান্তে চৌরাস্তার চতুর্দিকে সমসূত্রে প্রবাহিত স্রোতের মত শ্রেণীকৃতভাবে বিবিধ মণিখচিত বিপণিনিবহ সজ্জিতা রয়েছে —

মহারাজের বিজয়কাল যেমন দীপ্ত সেনায় সজ্জিত তেমনই এগুলো উজ্জ্বল পতাকায় সজ্জিতা, ঝিনুক যেমন 'মৌক্তিক প্রলম্বাঃ' অর্থাৎ মুক্তার প্রকৃষ্ট আশ্রয় তেমনই এগুলো 'মৌক্তিক প্রলম্বাঃ' অর্থাৎ সুন্দর লম্বমান মুক্তার মালায় অলঙ্কৃতা, বসন্তের বৃক্ষ যেমন ঘন নবীন পল্লবে সজ্জিত তেমনই এগুলোর বারান্দা প্রবালে খচিত, বিভিন্ন ব্যবসায়ী লোকের আবাসস্থল এ-সব বিপনির মধ্যে কোন কোনটি বসন্তশোভার মতো নানা কুসুমসৌরভে সুবাসিতা, কোন কোনটি মহাশৈলের অধিত্যকার মতো

শৈলাধিত্যকা ইব বিবিধগন্ধদ্রব্যসুগন্ধাঃ, কাশ্চিন্মণিখনয় ইব বিবিধমণিগণকান্তিকন্দলিতাঃ, কাশ্চিদ্বিলাসি-জনবক্ষস্তট্য ইব চন্দনাগুরু-কস্তূরীঘনসারসৌরভোদ্গারাঃ, কাশ্চিৎ পক্বশালিকেদারবিততয় ইব শালি-পরিমলোদ্গার-গরীয়স্যো বণিজাং নিবাসভূতাঃ ॥

১০৯। এবংবিধস্য ব্রজপুরস্য পরিতশ্চ মহানগরং জলধিতটানীব সমুল্লসিত-বিক্রমাণি, মহাসৈন্যা-নীব বিবিধকুঞ্জরাণি নানাবিধগুল্মানি চ, তপস্বিকুলানীব নানাপ্রকারব্রততীব্রাতানি, রসিকনিকুরম্বাণীব সদাবিলাসেনামোদিত-বয়াংসি বিপিনান্তরাণি ॥

১১০। যেষু অবিরলগলদনাবিলবল্গু-গুগ্গুলুনির্যাসপিচ্ছিলেষু বর্ত্মসু পরস্পরনিবদ্ধ-করকমলমভি-সরন্তি বিপিনদেব্যঃ। বনবৃষভ-ককুদ্দরকষণ-চূর্ণীভূত-বদরতরুষণ্ড-সমুৎপদ্যমান-জতুরজোভিরনবরত-নিঃস্যন্দ-মান-মকরন্দভরনির্ভরতিমিততয়া চরণকমলেষ্বনায়াস-যাবকপঙ্কানুলেপো জরীজৃম্ভ্যতে বনীদেবতানাম্, মদ-

---

ইত্যমরঃ; পক্ষে প্রবালময়া অলিন্দা যত্র তাঃ; "বিক্রমঃ পুংসি প্রবালম্" ইত্যমরঃ; বিপণিবিততয়ো হট্টবর্ত্ম-সমূহাঃ; শৈলাধিত্যকাঃ শৈলোপরিগতা ভূময়ঃ, ঘনসারঃ কর্পূরম্, শালয়ো ধান্যানি, বণিজামিতি মাল্য-গন্ধ-রত্ন-চন্দন-ধান্যাদ্যুপজীবিনাম্ ॥

১০৯। ব্রজপুরস্য সম্বন্ধি মহানগরং শ্রীমন্নন্দরাজাধিবাসম্, পরিতস্তস্য চতুর্দিক্ষু; "অভিতঃ পরিতঃ সময়া" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া; বিক্রমাঃ প্রবালাখ্যরত্নানি, বিশিষ্টক্রমাশ্চ; কুঞ্জরা হস্তিনঃ; পক্ষে বিবিধকুঞ্জযুক্তানি; গুল্মাঃ সৈন্যবিশেষাঃ, বীরুধশ্চ; নানাপ্রকারেষু ব্রতেষু তীব্র আতঃ প্রবেশসাতত্যং যেষাং তানি; 'অত সাতত্যগমনে' ইত্যস্মাৎ ঘঞ্; পক্ষে ব্রততয়ো লতাঃ; বয়াংসি আয়ূংষি পক্ষিণশ্চ ॥

১১০। ককুদাং দরকষণং কণ্ডূয়নার্থমীষদ্ঘর্ষণম্, তিমিততয়া স্তিমিতত্বেন; 'তিম ষ্টিম' আর্দ্রীভাব ধাতুঃ জরী-

---

বিবিধ দ্রব্যের গন্ধে সৌরভান্বিতা, কোন কোনটি মণিখনির মতো বিবিধ মণির কান্তিতে উদ্ভাসিতা, কোন কোনটি বিলাসিজনের বক্ষস্থলের মতো চন্দন-অগুরু-কস্তূরী কর্পূর সৌরভোদ্গার যুক্তা, কোন কোনটি আবার পাকাধানক্ষেত্রচয়ের মতো ধানের পরিমলোদ্গারে অতিশয় গৌরবান্বিতা।

বিপিন ঃ

১০৯। ব্রজমণ্ডলের এবংবিধ মহানগরের চতুর্দিকে ভিন্ন এক বিপিনশ্রেণী বিরাজমান—সমুদ্রতট যেমন প্রবালের দ্বারা সমুল্লসিত তেমনই এগুলো বিশিষ্ট বিশিষ্ট বৃক্ষের দ্বারা সমুল্লসিত; মহাসৈন্যসমাবেশ যেমন অনেক প্রকার হস্তী ও নানাবিধ বিশেষ বিশেষ সৈন্যে সজ্জিত তেমনই এগুলো অনেকপ্রকার কুঞ্জে ও নানাবিধ গুল্মে সজ্জিত; তপস্বিকুলের যেমন নানাপ্রকার ব্রতে নিরন্তর তীব্রবেগে প্রবেশ তেমনই এতে নানাপ্রকার লতাশ্রেণীর সমাবেশ; রসিককুল যেমন সদা বিলাসের দ্বারা আয়ুর আমোদ-দাতৃ তেমনই এগুলো সদা বিলাসের দ্বারা পক্ষিকুলের আমোদ-দাতৃ।

১১০। এই বিপিনশ্রেণীর অবিরল গলিত নির্মল মনোহর গুগ্গুল নির্যাসে পিচ্ছিল পথে বন-দেবীগণ পরস্পর হাত ধরাধরি করে বিচরণ করেন। এখানে বনবৃষভের কুকুদ্-চুলকানোর ঘর্ষণে চূর্ণীভূত কুল বৃক্ষরাজি থেকে উৎপন্ন জতুরজের সহিত অনবরত চ্যুত মধুধারার মিশ্রণে প্রস্তুত পঙ্ক বনদেবীগণের

মুদিতরোমন্থমন্থরবনমেষমুখকুহর-সমুদীর্ণজীর্ণকক্কোল-ফলসৌরভ-সুবাসিতানি দিশাং মুখানি, বনমহিষ-বিষাণশিখরক্ষুণ্ণ-শরলসুরদারুচারুত্বগামোদমেদুরং গগনতলম্, বনকরিকরভঘটা-ভগ্নলগ্নশল্লকীপল্লবাস্তীর্ণানি গিরিতটানি, বনধেনুগণাস্বাদিত-গন্ধতৃণরুচির-শাদ্বলসৌগন্ধ্যবন্ধুনি ধরণিতলানি, কর্ণপূরীভূত-সুললিত-মরিচপুষ্পগুচ্ছকাভিরভিতঃ পুলিন্দসুন্দরীভিঃ করতলভগ্নকর্পূরকদলিকানির্যাস-সংবাসিত দলিততাম্বূলীদলদংশ-সরসাভিরবগাঢ়া বিপিনসীমানঃ; কপিকুলকবলীকৃত-নিস্তুলনিস্তল-গোস্তনীফলগুচ্ছ-সমাচ্ছন্নানি ভুবস্থলানি॥

১১১। কিঞ্চান্যান্যপি কাননানি,—

রসাল-পনসার্জুন-ক্রমুক-নারিকেলাসনৈঃ, পলাস-বট-পর্কটী-খদির-বিল্ব-জম্বাদিভিঃ।
মধূক-গিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগকৈ-,রশোক-বক-পাটলী-কনকচম্পকৈশ্চম্পকৈঃ॥

১১২। শিরীষ ধব-শিংশপা লকুচ-লোধ্র-কোশাতকী-,প্রিয়াল-নট-শল্লকী-শরলশাল-পীল্বাদিভিঃ।
কপিত্থকরমর্দ্দকৈঃ প্রিয়ক তিন্দুকাম্রাতকৈঃ, করীর করবীরকৈঃ কদলিকা-লবল্যাদিভিঃ॥

১১৩। তমালনবমালিকাকনকযূথিকাযূথিকা-,কুরণ্টক-লবঙ্গিকা-দমনকাতিমুক্তাদিভিঃ।
অপি স্থলসরোজিনীবিচকিলাদিভিঃ কন্দলী-,প্রিয়ঙ্গু-তুলসীমুখৈরপি বিচিত্রবীরুদ্গণৈঃ॥

জৃম্ভাতে অতিশয়েন প্রকাশতে; শল্লকী গজভক্ষ্যো গন্ধবৃক্ষঃ; "গজভক্ষ্যা তু শল্লকী" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ; "বর্তুলং নিস্তলং বৃত্তম্" ইত্যমরঃ; গোস্তনী দ্রাক্ষা॥

১১১ অন্যানি বর্ণিতলক্ষণাদ্বৃন্দাবনাদিতরাণি কাম্যবনাদীনীত্যর্থঃ। রসালাদিভিঃ পরিবৃতানীতি চতুর্থশ্লোকস্থেন ন্বয়ঃ। ক্রমুকো গুবাকঃ, পর্কটী প্লক্ষঃ॥

১১২। লকুচো ডহুঃ. কোশতকী 'ঘিয়াতোরই' ইতি খ্যাতা, "জ্যোৎস্নী পটোলিকায়াঞ্চ কোশাতকী" ইত্যমরঃ॥

চরণকমলে অনায়াস-যাবকপঙ্কানুলেপরূপে জ্বল জ্বল করছে, মদমুদিত-রোমন্থনে শিথিল গাত্র বনমেষের মুখবিবর থেকে নিঃসৃত জীর্ণ কক্কোল ফলসৌরভে চতুর্দিক সৌরভান্বিতা হয়ে আছে, বনমহিষের শৃঙ্গের অগ্রভাগে মর্দিত সরল দেবদারু বৃক্ষের সুন্দর ছালের সুগন্ধে এ-স্থানের আকাশ বাতাস স্নিগ্ধ হয়ে আছে, বন্যহস্তীশাবকের শুণ্ডের দ্বারা ভগ্ন-লগ্ন শল্লকীপল্লবে ছেয়ে আছে এ-স্থানের গিরিতট, সুললিত শ্যামল মরীচপুষ্পের গুচ্ছে অলঙ্কৃতা-কর্ণমূলা—করতলে মর্দিত কর্পূর-কদলিকা নির্যাসে সংবাসিত ও দলিত তাম্বুলিদল চর্বণে সরসা পুলিন্দ সুন্দরীগণ এই নিবিড় বিপিনসীমান্তে বিচরণ করেন, এর ভূমিতল কপিকুল-চর্বিত অনুপম গোলাকার আঙ্গুরগুচ্ছে সমাচ্ছন্ন হয়ে আছে।

১১১-১১৩। আরও পূর্ববর্ণিত শ্রীবৃন্দাবন থেকে ভিন্ন কাম্যবন-লৌহবনাদি নামক অন্যান্য বনও আছে—যথায় রসালাদি নানা বৃক্ষের অপূর্ব সমাবেশ রয়েছে, যথা—আম-কাঠাল-অর্জুন-সুপারী-নারকেল-পীতসাল-পলাশ-বট-পাকুর-খয়ের-বেল-জামাদি, মহুয়া-গিরিমল্লিকা-বকুল-নাগ-পুন্নাগ-অশোক-বক-পাটলী-স্বর্ণচম্পা-চম্পা শিরিশ-ধব-শীশম-লকুচ-লোধ্র-কোশাতক-প্রিয়াল-নট-শল্লকী-শরলশাল-পীলু-কয়েতবেল-করমর্দক-কদম্ব-গাব-আমড়া-করীর-করবীর-কলা-লবলী-তমাল-নবমালিকা-কনকযূথিকা-যূথিকা-করন্টক-লবঙ্গ-মাধবীলতা-স্থলপদ্ম-মল্লিকা-কন্দলী প্রিয়ঙ্গুলতা-তুলসী প্রভৃতি বিচিত্র লতাবলী।

১১৪ । সিতাসিতবিলোহিতোৎপল-সরোজ-কহ্লারকৈ
রথাঙ্গ-বক-সারসৈঃ কুরর-হংস-কারণ্ডবৈঃ ।
বিরাজিত-তরঙ্গকৈর্বিমলবারিভির্বাপিকা-
তড়াগ-সরসীমুখৈঃ পরিবৃতানি তোয়াশয়ৈঃ ॥

১১৫ । তেষামেকতমং বৃহদ্বনং নাম বনম্ । যত্র ব্রজপুরপুরন্দরস্য যথোক্তপ্রকারং রাজধান্যন্তরমাস্তে ॥

১১৬ । উক্তমেতদখিলমলৌকিকমপি ভগবদিচ্ছয়া স্বীকৃত-লোকমধ্যপাতিত্বং মাংসচক্ষুষো লৌকিকমেব পশ্যন্তি নয়নদোষবশাচ্ছঙ্খমপি পীতমিব । ভগবদিচ্ছা তু যথা—

---

১১৩ । অতিমুক্তো মাধবী, বিচকিলো মল্লিকা ; আদ্যন্তয়োস্তমালতুলস্যোর্নির্দেশঃ সর্বেষামপি বৃক্ষাণাং মঙ্গলময়ত্বসূচকঃ ॥

১১৪ । তোয়াশয়ৈর্জলাশয়ৈঃ পরিবৃতানি ; কীদৃশৈঃ ? সিতেত্যাদিভির্জলস্থপুষ্পৈঃ, রথাঙ্গাদিভির্জলচরপক্ষিভিশ্চ বিরাজিতাঃ শোভিতাস্তরঙ্গা যেষাং তৈঃ ; বাপীসরসোর্মহদল্পত্বাভ্যাং ভেদঃ ॥

১১৫ । উক্তপ্রকারং শ্রীনন্দীশ্বরমনতিক্রম্য ॥

১১৬ । উক্তম্ (১৭শ-অনু°) 'অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারম্' ইত্যুপক্রম্য বর্ণিতমলৌকিকং প্রকৃতিজন্যলোকভিন্নং কেবলসচ্চিদানন্দরসময়মপীত্যর্থঃ । ভগবদিচ্ছয়েতি অনাদিসিদ্ধয়ৈবেত্যর্থঃ । ততশ্চ তথাভূতত্বেনৈবাস্য নিত্যত্বেঽপি দ্বিপরার্দ্ধাবসানে প্রপঞ্চাভাবেঽপি যোগমায়াকল্পিতস্য প্রপঞ্চস্যান্তর্বর্তিত্বং জ্ঞেয়ম্ । তথাভূতস্বরূপত্বেনৈবাস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নরাকৃতিত্বেন লৌকিকালৌকিকসর্বতোবিলক্ষণলীলাদিভির্মহাবৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোঽপি চমৎকারকারিত্বমিব মহাবৈকুণ্ঠাদিভ্যোঽপি উৎকর্ষো নিঃসীমমাধুর্যাবিষ্কারেণ ভাগবতামৃতাদিষু সিদ্ধান্তিতো ঘটত ইতি । কিঞ্চ, প্রপঞ্চান্তর্বর্তিত্বেঽপি সর্বপ্রপঞ্চব্যাপকত্বমস্য ভগবদ্বিগ্রহস্যেবাতর্ক্যতয়ৈবাস্তি । এতৎপ্রদেশৈকদেশেঽপি ব্রহ্মণা সপরিকরাণাং ব্রহ্মাণ্ডকোটীনাং সাক্ষাদ্দৃষ্টত্বাদিতি

---

১১৪ । এ-সব বন তরঙ্গে উচ্ছলিত নির্মল জলে পরিপূর্ণ পুষ্করিণী-দিঘি-সরোবর প্রভৃতি জলাশয় দ্বারা পরিব্যপ্ত—এ-সব জলাশয় শুভ্র-কৃষ্ণ-রক্তবর্ণ কমল-সরোজ-কহ্লারাদিতে আচ্ছাদিত রয়েছে, তথা চক্রবাক-বক-সারস-কুরর-হংস-বালিহাস প্রভৃতি জলচর পক্ষীর কলরবে মুখরিত রয়েছে ।

১১৫ । এই পূর্ববর্ণিত বনের মধ্যে শ্রীবৃহদ্বন নামক এক বন আছে, যেখানে ব্রজপুরপুরন্দর নন্দবাবার অন্য একটি রাজধানী আছে—এ নন্দীশ্বর পর্বতোপরস্থ রাজধানীর তুল্যই ।

লোকবৎ লীলারহস্য ঃ

১১৬ । প্রথম প্রকরণে 'অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারম্' বলে উপক্রমণিকা করা হয়েছে, তাতেই বোঝা যাচ্ছে এই ব্রজমণ্ডল অলৌকিক হয়েও শ্রীভগবদিচ্ছায় প্রাকৃত লোকের মধ্যে অবস্থিত । কামলা রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি যেমন চক্ষুদোষে শ্বেতশঙ্খকে পীতবর্ণ দেখে তেমনই প্রাকৃতজন মাংসচক্ষুতে এই অলৌকিক ব্রজমণ্ডলকে লৌকিকের মতোই দেখে থাকে ।

শ্রীভগবানের ইচ্ছা কিন্তু এই প্রকার যথা —

আসাতে পিতৃ-মাতৃ-ভাবভবিকৌ কৃষ্ণস্য যত্রাধিপা-
বেকো নন্দ ইতি প্রথামুপযযাবন্যা যশোদেতি যৌ।
তাভ্যাং নিত্যকিশোর এষ শিশুবৎ প্রাদুর্ভবন্মোদতে
লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি ভগবদ্বর্য্যস্য লীলানিধেঃ॥

লৌকিকং দেশান্তরসাধারণং নয়নয়োর্দোষঃ পিত্তপ্রকোপস্তদ্বশাৎ, দেশান্তরসাধারণ্যমস্য সর্বতোবৈলক্ষণ্যেন নিরুপধি-চিত্তাকর্ষকত্বলক্ষণমহাগুণানুভবাদপি জ্ঞেয়ম্। "পরানন্দো যস্মিন্ নয়নপদবীভাজি ভবিতা, ত্বয়া বিজ্ঞাতব্যো মধুবরবশোঽয়ং মধুরিপুঃ" ইতি; "যত্র প্রকৃত্যা রতিকৃত্তনানাং তত্রানুমেয়ঃ পরমোঽনুভাবঃ" ইত্যাদের্ভগবতস্তদীয়ানাং ভক্ত-ধামাদীনাঞ্চ চিত্তাকর্ষকত্বলক্ষণগুণেনাপি পরিচিতত্বোক্তেঃ। অতস্তথাভূত-চিত্তাকর্ষকত্ব-তারতম্যেনাপি তেষামুৎকর্ষতারতম্যং লক্ষ্যতে ভক্তসুধীভিঃ। তথৈবাকৃষ্টচেতস্তারতম্যেনৈব তত্তদ্দ্রষ্টৃরপ্যুত্তমত্ব-তারতম্যং জ্ঞায়তে। ন তু বর্ণিতলক্ষণমণিময়বৃক্ষ-ভূম্যাদিময়ত্বস্যাদর্শনাদেব উত্তমত্বহানিকরং মাংসচক্ষুষ্ট্বং বাচ্যম্।—ভগবদিচ্ছয়া বিনা দৃষ্টিযোগ্যাজনৈরপি তস্য দ্রষ্টুমশক্যত্বাৎ। যথোক্তং (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতামৃতে (১।৭৩)—"লীলাঢ্যোঽপি প্রদেশোঽস্য কদাচিৎ কিল কৈশ্চন। শূন্য এবৈক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈরপ্যপরৈরপি॥" ইতি। তথা সামান্যাকারেণ দৃষ্টানামপি বৃক্ষগুল্মাদিময়ভূমীনামপি চিন্ময়ত্বমেব প্রতিপাদিতম্, ন তু তদন্যথাত্বম্। অলং বিচারবিস্তারেণ। (ভা০ ১০।৪৩।১৭) "মল্লানামশনিঃ" ইত্যাদৌ বিরাট্ত্বেন দৃষ্টস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব মাংসচক্ষুর্ভিরনাকৃষ্টমনস্কৈরাসুরভাবাক্রান্তৈরপি দৃষ্টানাং তত্তৎপ্রদেশানাং নাচিন্ময়ত্বম্, কিন্তু (উ০নী০স্থায়িভাব-প্র০ ৩৬) "কৃষ্ণনিষ্ঠং স্বরূপং স্যাদদৈত্যৈঃ সুগমং জনৈঃ" ইতি-রীত্যা তদানীং তত্তদর্থক্রিয়াকারিত্বাভাব ইতি। ভগবদিচ্ছেতি তাদৃশলীলাস্থিতেস্তদ্ধেতুকত্বেঽপি তচ্ছব্দেনাভিধানমুপচারেণৈব। স চ তস্যা বিলক্ষণমাধুর্যাপাদক-তদিচ্ছামাত্রৈকরসত্ব-বোধক ইতি। "প্রকটাপ্রকটা চেতি লীলা সেয়ং দ্বিধোদিতা" ইত্যাদিনা (সংক্ষেপ-) ভাগবতামৃতোক্তায়া (১।১১৪) দ্বিধা-ভূতায়া এব লীলায়া নিত্যস্থিতিপারিপাটীমাহ—আসাতে ইতি। যত্র গোকুলে যৌ অধিপৌ অধীশ্বরৌ আসাতে, নিত্যং বিরাজমানৌ বর্ত্তেতে ইত্যর্থঃ। কীদৃশৌ? কৃষ্ণস্য পিতৃমাতৃভাব এব ভবিকং মঙ্গলং যয়োস্তৌ। কৌ তাবিত্যপেক্ষায়া-মাহ—একো নন্দ ইতি, অন্যা যশোদেতি প্রথাং খ্যাতিম্ উপ বসুদেবদেবক্যাদিভ্যোঽপি আধিক্যেন যযৌ, তাভ্যামেব শ্রীকৃষ্ণো নিত্যকিশোরঃ শিশুরিব প্রাদুর্ভবন্, শিশুবদিতি কৈশোরাচ্ছাদনাংশমাত্রবিবক্ষয়া, বস্তুতস্তু শৈশবাদীনামপি নিত্যত্বমগ্রিমগ্রন্থে স্পষ্টমেব স্থাপয়িষ্যতে গ্রন্থকৃতা। মোদত ইতি বর্ত্তমাননির্দেশাৎ নিরন্তরমেব তত্রাপ্রকটলীলায়াং পরম্পরা-সম্পৃক্তস্বরূপপৈর্বচ্ছিভিঃ প্রকাশৈঃ। প্রকটলীলায়াং তু কদাচিৎ ক্বচন ব্রহ্মাণ্ডবৃন্দে একেনৈব প্রকাশেন তত্র প্রত্যেকমন্তরা-ন্তরা প্রকটিতাবান্তরপ্রকাশেনেতি ভেদঃ। ননু নিত্যকিশোরত্বং শৈশবাদিমত্ত্বঞ্চ একত্র যুগপদ্বিরোধি স্যাৎ? তত্রাহ—লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি, অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বমপি সুশকমেবেত্যর্থঃ। কিমশক্যমিত্যনেন সূচিতেন দুর্ঘটত্বেন শৈশবাদীনা-মপি নিত্যত্বমত্রাপি সূচিতমভূদেবেতি। ভগবদ্ভ্যো বৈকুণ্ঠনাথাদিভ্যোঽপি বর্যস্য শ্রেষ্ঠস্য; কেন বর্য্যত্বম্? ইত্যপেক্ষায়াং হেতুগর্ভিতং বিশিনষ্টি—লীলানিধেরিতি। তদুক্তম্ (ভ০ র০ সি০ ২।১।৪৩)—"লীলা প্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যম্" ইত্যাদীতি॥

এ-গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের পিতৃ-মাতৃভাবরূপ মঙ্গলবিশিষ্ট যে দুইজন অধীশ্বররূপে নিত্য বিরাজমান—তাঁদের একজন নন্দ নামে অন্যজন যশোদা নামে বিখ্যাত—এঁদের দুইজন থেকে নিত্যকিশোর শ্রীকৃষ্ণ শিশুর মতো প্রাদুর্ভূত হয়ে আনন্দিত হন—লীলানিধি সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের লীলা-শক্তির অশক্য কি আছে।

১১৭। লীলানিধিত্বং চ যথা—

বাৎসল্যমামোদয়িতুং তয়োস্তং, শিশুর্ভবন্ পালন-লালনাভ্যাম্।
অলৌকিকৈরেব সমস্তভাবৈঃ, স লৌকিকত্বং স্বয়মেতি লোকে ॥

১১৮। গো-গোপ-গোপী-নিকরৈর্বিলাসো-,ঽলোকেঽপি তস্মিন্ ভবিতুং ক্ষমেত।
বাল্যাদিলীলাসুরনাশলীলে, লোকং বিনা নার্হত এব শোভাম্ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে ভগবৎস্থানতত্ত্ববল্লীবিস্তারে
প্রথমঃ স্তবকঃ ॥ ১ ॥

১১৭। নন্থ তস্য লোকবল্লীলাবত্ত্বে কিং প্রয়োজনমিত্যপেক্ষায়াং ভক্তবিনোদনং বিনা নান্যন্মুখ্যং প্রয়োজনমিতি সামান্যেন বক্তুং বিশিষ্য তদেবৈকমাহ—তয়োর্নন্দযশোদয়োঃ শিশুর্ভবন্ সন্ পালন-লালনাভ্যাং তৎ প্রসিদ্ধং শৈশবাদি-চেষ্টোত্থং বাৎসল্যমামোদয়িতুং প্রকাশয়িতুং তদাদিসর্বভক্তসুখার্থম্; যদ্বা, অনুমোদয়িতুম্, অপ্রকটলীলায়াং তদাদি-তাদৃশসিদ্ধান্, প্রকটলীলায়ান্তু সাধকান্ সমস্তানপীত্যর্থঃ। অলৌকিকৈঃ কুত্রাপ্যদৃষ্টাশ্রুতচরেণ মাধুর্যেণ তদাচ্ছাদিতৈ-শ্বর্যেন চ লোকমতিক্রান্তৈঃ সমস্তভাবৈর্বাল্যপৌগণ্ডাদিভির্লোকে অপ্রকটে প্রকটেঽপি লৌকিকত্বং নরলীলত্বমেতি প্রাপ্নোতি। স্বয়ং লৌকিকত্বমেতীত্যনেন লৌকিকত্বস্যৈব স্বয়ংরূপত্বলক্ষণত্বমিতি ভাবঃ ॥

১১৮। নন্থ কথং কেবলং বাৎসল্যানুমোদনার্থমিতি উচ্যতে, মধুররসস্য তত্র প্রাধান্যে সত্যপীতি? তত্রাহ—তস্মিন্ প্রসিদ্ধে অলোকেঽপি প্রপঞ্চাদহির্ভূতে মহাবৈকুণ্ঠীয়গোলোকেঽপি বিলাসঃ শৃঙ্গাররসনিষ্ঠো ভবিতুং ক্ষমেত যুজ্যেত। ভবতীত্যনুক্ত্বা ভবিতুং ক্ষমেতেত্যনেন যথা লৌকিকে মাধুর্যপোষেণ স্যাত্তথা ন সম্ভবতীতি দ্যোতয়তি,—(৫।৫৬) "শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ" ইতি, (৫।২৯) "লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানম্" ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতানুসারেণ সপরিকরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দেবলীলত্বেন ঐশ্বর্যস্যৈব পোষণাধিক্যাৎ। তথাপ্যসৌ তত্র শোভত এব, কিন্তু বাল্যাদিলীলা তথা অসুরনাশলীলা চেতি দ্বে লোকং বিনা শোভাং নার্হত এব। শ্রীকৃষ্ণস্য দেবলীলত্বান্মৈশ্বর্যসাক্ষাৎকারেণ তত্রত্য-বাৎসল্যস্যাকিঞ্চিৎকরত্বাৎ, তথা (পঞ্চমপটলে ১৫) "মহানীলনীলাভম্" ইত্যুপক্রম্য (পঞ্চমপটলে ১৯) অনঃপূতনাদীন্

১১৭। (পূর্বপক্ষ—লোকবৎ লীলা করণে তাঁর কি প্রয়োজন? এর উত্তরে বলা হচ্ছে—ভক্ত-বিনোদন বিনা অন্যকিছু মুখ্য প্রয়োজন নাই)

শ্রীনন্দ-যশোদার শিশু হয়ে তাঁদের কৃত লালন-পালনে সেই প্রসিদ্ধ শৈশবাদি চেষ্টোত্থ বাৎসল্যরস প্রকাশের জন্য কুত্রাপি অদৃষ্ট-অশ্রুত মাধুর্যের দ্বারা ঐশ্বর্যের আচ্ছাদন করে বাল্য-পৌগণ্ডাদি সমস্ত ভাব অঙ্গীকার করে পৃথিবীস্থ প্রকটে-অপ্রকটে নরলীলত্ব যা তাঁর স্বয়ংরূপ প্রাপ্ত হন।

১১৮। (শ্রীবৃন্দাবনে মধুররসের প্রাধান্য থাকলেও কেবল 'বাৎসল্যরস প্রকাশের জন্য' এ কথা কেন পূর্বশ্লোকে বলা হল—এর উত্তরে বলা হচ্ছে 'গো-গোপ' ইত্যাদি)

নিহন্তুং প্রবৃত্তম্'' ইত্যাদি-ক্রমদীপিকোক্তানুসারেণ ধাতৄণাং বৈধভক্তানাং প্রাপ্যত্বেন তত্র বর্তমানায়া অপি **অসুরনাশ-লীলায়াশ্চ** তথৈব দেবলীলতয়া মহৈশ্বর্যদৃষ্ট্যা সঙ্কোচাদিভাবান্নাট্যবদকিঞ্চিৎকরত্বমেবেতি। **অতস্তত্তদনুমোদনোপলক্ষণ-ভূতস্য** বাৎসল্যানুমোদনস্যৈব হেতুত্বপ্রাধান্যাৎ "প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি" ইতি ন্যায়েন বাৎসল্যমামোদয়িত্যুক্তম্, ন পুনর্মধুররসানুমোদনাদীনাং হেতুত্বাভাব এব। কেবলমিতি গোলোকস্য ঐশ্বর্যময়ত্বং (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতামৃতে ব্যক্তম্, যথা—(১।৭৭৭,৭৮১, ৭৮২) "যত্তু গোলোকনাম স্যাত্তচ্চ গোকুলবৈভবম্। তদাত্মবৈভবত্বঞ্চ তস্য তন্মহিমোন্নতেঃ॥" যথা পাতালখণ্ডে—"অহো মধুপুরী ধন্যা" ইত্যাদীতি। অতঃ সাধূক্তমত্রাপি গ্রন্থকৃতা বর্ণনারম্ভ এব (৭৭শ অনু°) 'অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারং বৃন্দাবনং নাম বনম্' ইতি। তথা ব্রহ্মলোকদর্শনপ্রস্তাবে চ শ্রীনন্দাদীনামনুভবেনাপি ব্যঞ্জয়িষ্যতে (১৬শ স্তবকে ২৫শ—২৭শ-অনু°) চাস্যৈব গোকুলস্য পরমোৎকর্ষ ইতি॥

আনন্দবৃন্দাবন-সুপ্রবেশে, টীকাঽস্তু দৃশ্যা সুখবর্তনীয়ম্।
সংশোধ্যতামর্হতু তৈর্মহদ্ভি-র্যেষাং স্বসর্বস্বমিয়ং হি লীলা॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্তিন্যাং প্রথমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১॥

গো-গোপ-গোপীকুলের সঙ্গে যে বিলাস তা মহাবৈকুণ্ঠীয় গোলকেও হতে পারে শোভাও পায় কিন্তু বাল্যাদি লীলা তথা অসুর-নাশাদি লীলা এই ভৌম গোকুল বিনা শোভা পায় না।

(এখানে 'ভবতি' না দিয়ে 'ভবিতুং ক্ষমেত' দেওয়াতে বোঝা যাচ্ছে মাধুর্যমণ্ডিত ভৌম গোকুলে লীলার যেমন উচ্ছলতা ঐশ্বর্যধাম মহাবৈকুণ্ঠে তেমন সম্ভব নয়)

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে ভগবৎস্থানতত্ত্ববল্লীবিস্তারে

প্রথম স্তবক।

দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ

১। অথ তয়োঃ পিত্রোস্তথাবিধসৌভাগ্যমেধয়িতুং রাজন্যাপদেশসুরেতরযূথপাযুতনির্ভর-ভর-ভজ্যমান-বপুষো ধরণিদেব্যাঃ পরমভীলমাভীলমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা নিবেদিতক্ষীরোদশায়িবিজ্ঞাপিতমাত্মানঞ্চ লৌকিকলীলয়া রসয়িতুমবতিতীর্ষুরবনিতলেঽপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সকলমুক্ত-প্রকারমাবির্ভাবয়ামাস ॥

দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ

দ্বিতীয়ে স্তবকে কৃষ্ণজন্মলীলাদ্বয়ে।
পুরে বৃন্দাবনে বর্ণ্যা সমাসব্যাসতঃ ক্রমাৎ ॥

১। তয়োর্নন্দযশোদয়োঃ, এধয়িতুং বর্ধয়িতুমিত্যেকো হেতুঃ ; আত্মানঞ্চ শৃঙ্গারাদিরসৈ রসয়িতুমিতি দ্বিতীয়ঃ। নন্বেতদ্ধেতুদ্বয়মপ্রকটলীলায়াং যোগমায়াকল্পিত-প্রপঞ্চান্তর্বর্তিষু শ্রীগোকুলপ্রকাশেষু বর্ত্তত এবেত্যত আহ—অবনিতলেঽপীতি। মায়িকপ্রপঞ্চান্তবর্তিভূর্লোকেঽপি। অত্র ত্বসাধারণস্তু হেতুত্রয়ম্ (৯ম-শ্লোকে) "আত্মারামানুধরচরিতৈঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে। কীদৃশমাত্মানম্? ধরণিদেব্যা আভীলং কষ্টমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা ব্রহ্মণা তত্ত্রাণার্থং নিবেদিতো যঃ ক্ষীরোদশায়ী পালনকর্তা বিষ্ণুস্তেন বিজ্ঞাপিতমবতারার্থমিত্যর্থঃ। আভীলং কীদৃশম্? পরমাং ভিয়ং লাতি দদাতীতি তৎ ; "স্যাৎ কষ্টং কৃচ্ছ্রমাভীলম্" ইত্যমরঃ ; উক্তপ্রকারং পিতৃমাতৃবন্ধুকুলম্ ॥

দ্বিতীয় স্তবক

শ্রীকৃষ্ণাবতারের প্রয়োজন ঃ

১। (এই দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরে এবং মহাবনে জন্মলীলা ক্রমশঃ বর্ণন করা হবে।)

অনন্তর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ পিতামাতা শ্রীনন্দ-যশোদার তথাবিধ সৌভাগ্য বর্দ্ধনের প্রয়োজনে, তথা রাজা নামধারী অসংখ্য অসুরকুলের অতিভারে চূর্ণপ্রায়দেহা ধরণীদেবীর অতি ভয়ঙ্কর দুঃখ-দর্শনে বিশেষ সন্তপ্ত ব্রহ্মার নিবেদিত প্রার্থনা ক্ষিরোদশায়ী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কাছে পৌঁছে দিলে সেই সেই প্রয়োজনে, আর সেই কৃষ্ণচন্দ্রেরও নিজেকে লৌকিক লীলাদ্বারা স্বীয় সুনির্মল প্রেমমধুধারা আস্বাদন করবার প্রয়োজনে অবতার গ্রহণের ইচ্ছা হলে প্রথম স্তবকে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে সেই সমস্ত উক্ত প্রকারেই ভূমণ্ডলে আবির্ভূত করালেন।

২। বিশেষতস্তূক্তপ্রকারাণাং নিত্যসিদ্ধানাং গোপদুহিতৄণাং লোকমধ্যাবির্ভাবসময়ে সমমেব তৎকামকামিতাঃ শ্রুতয়ো মুনয়শ্চ দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ সীতাসখস্য দাশরথের্বিলাসমালোক্য তথাজাতমনোরথাস্তত্তৎসাধনৈঃ সিদ্ধদশামাপদ্যমানাস্তত্তৎসৌভাগ্যভাজনং বপুরাসাদ্য উক্তপ্রকারাণাং দ্বিতীয়গোপমিথুনানাং ভবনে প্রাদুরভূবন্ ॥

৩। যোগমায়া চ ভগবতী ভগবতো নিরুপমা শক্তিরশেষবিশেষদুর্ঘটঘটনাপটীয়স্ত্বমুররীকৃত্য ভগবৎপ্রেষিতৈব তত্রালক্ষ্যবিগ্রহৈবাবততার ॥

৪। তত্র তাবদ্‌বৃহদ্বন এব ভগবদবতারতঃ প্রাগেব শ্রীনন্দাদয়োঽবতীর্ণাঃ; ভগবদবতারানন্তরং ভগবতঃ সখায়ঃ প্রেয়স্যশ্চ নিত্যসিদ্ধাঃ, অনন্তরং দ্বিবিধা অপ্যন্যা ইতি ॥

৫। এবমাসন্নে ভগবদবতারসময়ে চিরসময়সমুপসীদদ্দয়িতা দয়িতা ইব হর্ষভরপৃথ্বী পৃথ্বী, ভগবদ্-

---

২। বিশেষত ইতি উক্তপ্রকারাদপ্রকটলীলাগতাদয়স্ত বিশেষ ইত্যর্থঃ। নিত্যসিদ্ধানাং শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদীনাং তাসাং কামে অভিলাষে কামিতং কামনা যাসাং তাঃ; সমমেব সহৈব, শ্রুতয়ো বৃহদ্বামনাদিষু প্রসিদ্ধাঃ, তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বেষ্টদেব-শ্রীমদনগোপালে জাতো মনোরথো যেষাং তে ॥

৩। তত্র গোকুলে যশোদায়ামিত্যর্থঃ। বসুদেবেন ততো দেবক্যাস্ততঃ কংসাদিভিশ্চালক্ষ্যবিগ্রহত্বং তস্যা অংশভূতায়া এব তত্তল্লীলাসিদ্ধ্যর্থম্, পূর্ণতমা তু গোকুলাদন্যত্র কাপি ন গচ্ছতি, পূর্ণতমঃ শ্রীকৃষ্ণ এবেতি সিদ্ধান্তঃ ॥

৪। বৃহদ্বন এবেতি তদানীং কেশিভয়েন নন্দীশ্বরে তৎপিত্রা পর্জন্যেন স্থাতুমশক্যত্বাৎ। অন্যাঃ সাধনসিদ্ধা দ্বিবিধাঃ—শ্রুতিচর্যো মুনিচর্যোঽপি। অবতীর্ণা ইতি পূর্বেণান্বয়ঃ ॥

প্রেয়সীগণের আবির্ভাব ঃ

২। বিশেষতঃ প্রথম স্তবকে বর্ণিত শ্রীরাধাচন্দ্রাবলী প্রভৃতি গোপকন্যাগণের আবির্ভাব-সমকালে তৎকামকামিতা শ্রুতিগণ, ও মুনিগণ উক্তপ্রকার গোপ-গোপীর ঘরে আবির্ভূত হলেন। মুনিগণ দণ্ডকারণ্যবাসী সীতাপতি শ্রীরামচন্দ্রকে বিলাসপরায়ণ দেখে শ্রীকৃষ্ণকে শৃঙ্গাররসময়ী সেবা করার অভিলাষী হয়ে তত্তৎসাধনের দ্বারা সিদ্ধদশা প্রাপ্তিতে তত্তৎ সৌভাগ্যভাজন দেহলাভ করে গোপীঘরে আবির্ভূত হলেন।

যোগমায়ার আবির্ভাব ঃ

৩। শ্রীভগবানের নিরুপমা শক্তিরূপা ভগবতী যোগমায়া অশেষ-বিশেষ দুর্ঘটঘটনাপটিমা অঙ্গীকার করে শ্রীভগবানের দ্বারা প্রেরিত হয়েই এই মহাবনে অদৃশ্য-শরীরিণী হয়ে অবতরণ করলেন।

গোপ-গোপীগণের আবির্ভাব কাল ঃ

৪। আরও, এই বৃহদ্বনে শ্রীভগবানের অবতারের পূর্বেই শ্রীনন্দাদি গোপগণ অবতীর্ণ হয়েছেন; আর ভগবানের অবতারের পর তাঁর সখাগণ, নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ, এবং তৎপর শ্রুতিরূপা-মুনিরূপা গোপীগণ অবতীর্ণ হয়েছেন।

পাসকমনাংসীব সুপ্রসন্নানি মোদিতভুবনানি ভুবনানি, পাঞ্চজন্য ইব দক্ষিণাবর্ত্তঃ সমুজ্জ্বলনো জ্বলনোঽপি, ভগবজ্জনাঙ্গসঙ্গ ইব শীতলস্নিগ্ধমধুরো জগৎপবনঃ পবনঃ, ভগবদ্‌ভক্তহৃদয়মিব নৈর্ম্মল্যপুষ্করং পুষ্করম্, হরিভজনজনজননানীব সদা সুফলানি নিরাকুলানি কুলানি বিটপিনাম্, বিবুধদ্রুহামায়ুষ ইবাপলিতানি পলিতানি, ফলোন্মুখানীব দিবিষদামাশালতানিকুরম্বাণি কুরম্বাণি, হরিতো লব্ধপ্রসাদা হরিতো লব্ধপ্রসাদা মনোবৃত্তয় ইব ভাগবতানাম্, মন্ত্রৌষধিমণিভিরপহৃতানীব ধরণ্যাঃ কিল্বিষাণি বিষাণি, প্রাণিনামেব দুঃখানি প্রশমিতানি, শমিতানি চ ভুবনজনমনাংসি, প্রবর্ত্তিতমিব জনানামঙ্গলতামঙ্গলতারুণ্যেন, উল্লসিতমিব সকলগুণসভাজনেন সভাজনেন, ফলিতমিব সকলভুবনজনানাং সুকৃতেন সুকৃতেন, উন্মীলিতানীব চক্ষুষ্মতাং চক্ষুষামশাতানি শাতানি ॥

৫। তত্র সর্বেষাং তত্ত্ববস্তূনামুপলক্ষণত্বেন প্রথমং পঞ্চানামপি ভূতানাং হর্ষেণ তাৎকালিকবৈলক্ষণ্যমাহ—চিরসময়েভ্যো বহুকালানন্তরং সমুপগীদন্ সম্যক্ সমীপমাগচ্ছন্ দয়িতঃ কান্তো যস্যাঃ সা ; দয়িতা ইব হর্ষভরেণ পৃথ্বী বিপুলা ; "বিসঙ্কটং পৃথু বৃহৎ" ইত্যমরঃ ; মোদিতভুবনানি আনন্দিতলোকানি ভুবনানি জলানি ; "জীবনং ভুবনং বনম্" ইত্যমরঃ ; পাঞ্চজন্যো বিষ্ণুশঙ্খঃ সম্যগুৎকর্ষেণ জ্বলতি দ্যোততে, জগৎ বিশ্বমেব পুনাতি ; নৈর্মল্যেন পুষ্করং পুষ্কলং পুষ্টমিত্যর্থঃ ; যমকানুরোধেন রলয়োরৈক্যম্, পুষ্করমাকাশম্ ; হরিং ভজন্তে ইতি হরিভজনা জনাস্তেষাং জননানি জন্মানি ; বিবুধদ্রুহামসুরাণামায়ুষঃ পলিতানি জরাবিকৃতানি আ-পলিতানীব আগতানীবেতি সম্ভাবনা, তেষামাসন্নমরণলক্ষণদর্শনাৎ ; 'পল গতৌ' ধাতুঃ ; "পলিতং জরসা শৌক্ল্যং কেশাদৌ ইত্যমরঃ ; কুরম্বাণি কৌ পৃথিব্যাং লম্বমানানি ; রবিলবীত্যাদিগত্যর্থাঃ ; হরিতো দিশো লব্ধপ্রসাদাঃ প্রাপ্তপ্রকাশাঃ, হরিতো হরিং প্রাপ্য ; কিল্বিষাণি পাপিষ্ঠাসুরসমূহভররূপাণি বিষাণি। তদেব বিশিষ্য বিবৃণোতি—প্রাণিনামিতি। শমিতানি শং কল্যাণমিতানি প্রাপ্তানি ; অঙ্গলতায়াং

শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব ঃ

৫। এইরূপে শ্রীভগবানের অবতার সময় আসন্ন হলে—দীর্ঘদিন প্রবাসের পর প্রিয়পতির সঙ্গম-প্রাপ্ত প্রিয়ার মতো পৃথিবী হর্ষভরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল, ভগবৎভক্তের মনের মতো সুনির্মল হয়ে উঠল ধরণীর আনন্দপ্রদায়িনী জলরাশি, অগ্নিদেব পাঞ্চজন্য শঙ্খের মতো দক্ষিণাবর্ত হয়ে প্রজ্জ্বলিত হয়ে দীপ্তি পেতে লাগল, জগৎপাবন পবন ভক্তজনের অঙ্গসঙ্গের মতো শীতল-স্নিগ্ধ-মধুর হয়ে উঠল, আকাশ ভগবদ্‌ভক্তহৃদয়ের মতো নির্মলতা প্রাপ্ত হয়ে সীমা ছাড়িয়ে চলল, বৃক্ষশ্রেণী শ্রীহরিভক্তজনের জন্মের মতো সুফলা এবং নিরাকুলা হয়ে উঠল, দেবদ্রোহী অসুরকুলের আয়ুর শেষলক্ষণ জরাবিকৃতি এসে উপস্থিত হল, দেবকুলের আশালতাবলী যেন ফলন্মুখ হয়ে পৃথিবীর উপর ঝুলে পড়ল, শ্রীহরি হতে লব্ধপ্রসাদ ভাগবতগণের মনোবৃত্তির মতো দিক্‌সকল উজ্জ্বল হয়ে উঠল, মণিমন্ত্রৌষধীর শক্তিতে বিষ যেমন নাশ প্রাপ্ত হয় তেমনই ধরণীর ভারস্বরূপ পাপ অসুরকুল যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে গেল, সমস্ত জীবকুলের দুঃখ নাশ হয়ে গেল, ভুবনের সকলজনের মন লাভ করল কল্যাণ আর অঙ্গলতা যেন ভরে উঠল রূপ-গুনচেষ্টার প্রাচুর্যে, সকলগুণে অলঙ্কৃত সভ্যজন যেন উল্লসিত হয়ে উঠল, সকল ভুবনজনের অর্জিত বহু বহু পুণ্য যেন ফলবান্ হয়ে উঠল, চক্ষুষ্মতাগণের চক্ষুর অনাবিল সুখরাশি যেন উন্মীলিতা হয়ে উঠল।

৬। এবং পরিপূর্ণমঙ্গলগুণতয়া দূষণদ্বাপরান্তে দ্বাপরান্তে নিরন্তরালভাদ্রপদে ভাদ্রপদে মাসি মাসিতে পক্ষেঽপক্ষেপরহিতে হিতে রসময়ে সময়ে গুণগণারোহিণীং রোহিণীং সরতি সুধাকরে সুধাকরে যোগে, যোগেশ্বরেশ্বরো মধ্যে ক্ষণদায়াঃ ক্ষণদায়াঃ পূর্ণানন্দতয়া জীববজ্জননীজঠরসম্বন্ধাভাবাদ্বন্ধাভাবাচ্চ কেবলং বিলসৎকরুণয়াঽরুণয়া তথাবিধলীলালীলাসিকয়া কয়াচন পুরন্দরদিগঙ্গনোৎসঙ্গ ইব রজনীকরঃ স্বপ্রকাশতয়া প্রাদুর্ভাবমেব ভাবয়ন্, অগ্রে পূর্ব্বপূর্ব্বজনি-জনিততপঃসৌভাগ্যফলেনোপলব্ধ-পিতৃ-মাতৃ-ভাবয়োঃ শ্রীবসুদেব-দেবক্যোর্বাসুদেবস্বরূপেণাবির্ভাবং ভাবয়িত্বা স্তনন্ধয়ত্বাভিমানমেব ক্ষণং তয়োঃ প্রকটয্য পশ্চান্নিত্যসিদ্ধ-পিতৃ-মাতৃ ভাবয়োঃ শ্রীনন্দ-যশোদয়োরপি শ্রীগোবিন্দস্বরূপেণ স্বরূপেণ তনয়তামাসসাদ ॥

মঙ্গলস্য যত্তারুণ্যং তেন প্রবর্ত্তিতমিবেতি কর্মবিশেষানুক্তেরঙ্গনিষ্ঠং রূপ-গুণ-চেষ্টাদিকং কর্মসামান্যমেব জ্ঞেয়ম্। তচ্চ বৃত্তমপি প্রকর্ষেণ বর্তিতমিত্যর্থঃ। সকলৈর্গুণৈঃ সভাজনং স্তুতির্যস্য তথাভূতেন সতা ; সুকৃতেন সুষ্ঠু কৃতেন, সুকৃতেন পুণ্যেন ; চক্ষুষাং শাতানি সুখানি অশাতানি অদুর্বলানি ; 'শো তনুকরণে' ইত্যস্য রূপম্ ; "শাতং শিতঞ্চ দুর্বলে" ইতি মেদিনী ॥

৬। দূষণস্য দ্বাপরঃ সন্দেহস্তস্যাপি অন্তো নাশো যত্র তথাভূতে দ্বাপরযুগস্যান্তে ; নিরন্তরালস্য নিবিড়স্য, ভাদ্রস্য ভদ্রসমূহস্য পদে আশ্রয়ে ; সমূহার্থে ভিক্ষাদিত্বাদণ্ ; মাসিতে অসিতে পক্ষে ; গুণগণমারোঢ়ুং শীলং যস্যাস্তাং সরতি প্রাপ্নুবতি সতি সুধাকরে আয়ুষ্মতি যোগে ; ক্ষণদায়া রাত্রেঃ, ক্ষণদায়া উৎসবদায়িন্যাঃ, বিলসন্তী যা করুণা তয়ৈব হেতুভূতয়েত্যর্থঃ ; অরুণয়া অরুণবর্ণয়া সর্বজীবং প্রতি অনুরাগবত্যেত্যর্থঃ। কীদৃশ্যা ? তথাবিধানাং লীলানামালী শ্রেণী তস্যা লাসিকয়া প্রকাশিকয়া ; যদ্বা, তথাবিধা করুণাব্যঞ্জনময়ী লীলৈব আলী সখী তস্যা লাসিকয়া নর্ত্তক্যা কয়াচন অনির্বচনীয়য়া ভাবয়ন্ কুর্বন্, "করোত্যর্থস্য যঃ কর্ত্তা ভবতেঃ স প্রয়োজকঃ" ইতি স্মৃতেঃ। তথাকথনং প্রাদুর্ভাবাদয়ো লীলাশ্চিন্ময্যঃ স্বতন্ত্রা এব বর্ত্তন্তে ; লোকে তাসাং প্রকটনেন স্বস্য প্রয়োজকতামাত্রমিতি জ্ঞাপনার্থম্ ; অগ্রে প্রথমম্, উপলব্ধো জ্ঞাতঃ পিতৃমাতৃভাবো যাভ্যাম্, তয়োরুপলব্ধিস্তু তয়োর্নিত্যসিদ্ধত্বং রহস্যত্বাদ্‌গোপয়তঃ ; (ভা° ১০।৩।৩২)"ত্বমেব

৬। এইরূপে পরিপূর্ণ মঙ্গল গুণের প্রকাশ হলে, অমঙ্গলের সন্দেহ পর্যন্ত যাতে আর থাকে না সেই দ্বাপরান্ত-কালে সর্বমঙ্গলনিলয় ভাদ্রমাসে কৃষ্ণপক্ষে দোষরহিত পরহিতকারী রসময় সময় উপস্থিত হলে, এবং চন্দ্রমা সকল গুণশালী রোহিণী নক্ষত্র প্রাপ্ত হলে আয়ুষ্মতি যোগে উৎসবদায়িনী নিশার মধ্যভাগে যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ পূর্ণানন্দ হেতু জীববজ্জননীজঠরসম্বন্ধহীন হয়েও কোন বন্ধনের অধীন না হয়েও কেবলমাত্র উচ্ছলিত করুণাজাত অনুরাগে তথাবিধ কোনও অনির্বচনীয় লীলাপ্রবাহ প্রকাশ করবার জন্য পূর্বদিগের আকাশবক্ষে চন্দ্রমার উদয়ের মতো স্বপ্রকাশকতা হেতু নিজের আবির্ভাব নিজে প্রকাশ করলেন। প্রথমে তো পূর্বপূর্ব জন্মজাত তপঃসৌভাগ্যফলে উপলব্ধ পিতৃ-মাতৃ-ভাবে ভাবিত শ্রীবসুদেব-দেবকীর নিকট বাসুদেব স্বরূপে নিজের আবির্ভাব প্রকট করে এবং তাঁদের ভিতরে নিজের স্তন্যপায়ী শিশুত্বের অভিমান ক্ষণকালের জন্য প্রকাশ করে পশ্চাৎ নিত্যসিদ্ধ পিতৃ-মাতৃ-ভাবযুক্ত শ্রীনন্দ-যশোদার নিকট পরিপূর্ণতমরূপ শ্রীগোবিন্দস্বরূপে তনয়তা প্রাপ্ত হলেন।

৭। তদনু কংসভিয়া বসুদেবানীত-বাসুদেব-স্বরূপেণ সহৈক্যং গতে সতি তত্র শঙ্খ-চক্রাদীন্যঙ্ক রূপেণ করচরণয়োরেব স্থিতানি কৌস্তুভ-বেণু-বনমালাঃ সহাবতীর্ণা অপি সময়ং প্রতীক্ষমাণা অলক্ষ্যতয়ৈব স্থিতাঃ ॥

৮। তত্র চ পূর্বমেব নৃশংস-কংসভিয়া দেবকীতরভার্য্যাকদম্বস্য স্থানান্তরপ্রাপণবিধৌ বসুদেবেন প্রিয়সখস্য শ্রীব্রজরাজস্য ভবন এব প্রাপিতায়াং শ্রীরোহিণীদেব্যাং দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে ভগবতো ধাম-বিশেষে শ্রীসঙ্কর্ষণে ভগবদিচ্ছয়ৈব ভগবত্যা যোগমায়য়া তদ্‌গর্ভং প্রাপিতে সতি সময়ে সাপি তত্রৈব ভগবদবতারাৎ প্রাগেব তমজীজনৎ ॥

৯। অথ, আত্মারামান্মধুরচরিতৈর্ভক্তিযোগে বিধস্য-
ন্নানালীলারস-রচনয়া নন্দয়িষ্যন্ স্বভক্তান্।

পূর্বসর্গেঽভূঃ পৃশ্নিঃ স্বায়ম্ভুবে সতি। তদায়ং সুতপা নাম" ইত্যাদিনা তাদৃশভক্তিপ্রচারার্থং তদা তদা অবতরতঃ সাধকরূপান্ তত্তদংশান্ এব তত্ত্বেন নির্দিশতো ভগবতো বচনাদেব, বস্তুতস্তু নিত্যসিদ্ধয়োরেব তয়োস্তত্তদংশপ্রবেশ এব সাধনসিদ্ধত্ব-খ্যাপক। তদানীং ভগবতা তথোক্তিস্তু তয়োর্ভক্তিবৃদ্ধ্যর্থমৈশ্বর্যভাবপোষাদেব। দ্রোণধরাংশিনোর্নন্দ-যশোদয়োরপি তথাভূতত্বেঽপি নিত্যসিদ্ধ-পিতৃমাতৃ-ভাবয়ো-রিত্যুক্তিস্তদানীং তথাত্বেন কেনাপি তয়োরজ্ঞাপিতত্বাদ্‌বাদ-রায়ণিনৈব (ভা০ ১০।৮।৪৮) "দ্রোণো বসূনাং প্রবরঃ" ইত্যাদিনা পরীক্ষিতে প্রোক্তত্বাদিতি স্বরূপেণ স্বেনৈব পূর্ণতমেন রূপেণ লীলাপুরুষোত্তমাখ্যেনেত্যর্থঃ। (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতামৃতেঽপোবমেবোক্তম্—(১।৭৩৩,৭৩৫) "ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাস্তো গৃহেষ্বানকদুন্দুভেঃ" ইত্যাদিনা, "এতচ্চাতিরহস্যত্বান্নোক্তং তত্র কথান্তরে" ইত্যন্তেন ॥

৭। তত্র গোবিন্দে স্থিতানীতি তদঙ্কৈঃ সহৈক্যং গতানীত্যর্থঃ। শঙ্খচক্রাদীনীতি গদায়াঃ করতল এব স্থিতির্জ্ঞেয়া ॥

৮। সাপি রোহিণীদেব্যপি, তত্রৈব ব্রজরাজস্য ভবন এব তং সঙ্কর্ষণমজীজনৎ জনয়ামাস ॥

৯। প্রাদুর্ভাবে যথাপূর্বং শ্রৈষ্ঠ্যেন কারণত্রয়মাহ—আত্মারামানিতি। (ভা০ ১।৮।২০) "তথা পরমহংসানাং মুনী-

---

৭। অতঃপর কংস-ভয়ে ভীত বসুদেব কর্তৃক গোকুলে আনিত বাসুদেব স্বরূপের সহিত শ্রীযশোদানন্দন একতা প্রাপ্ত হয়ে গেলে শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধ কর-চরণে শ্রীভগবৎচিহ্নরূপে স্থিত হয়ে গেল, আর কৌস্তুভ-বনমালা শ্রীনন্দনন্দনের সহিত অবতীর্ণ হলেও সেবা-সময় প্রতীক্ষা করে অলক্ষিত ভাবে অবস্থিতা থাকল।

৮। এ পরিস্থিতিতে পূর্বেই নৃশংস কংস-ভয়ে দেবকী ছাড়া অন্য ভার্যাগণকে বসুদেব অন্যত্র পাঠাবার মনস্থ করে তাঁর প্রিয়সখা ব্রজরাজের ভবনে শ্রীরোহিণীদেবীকে পাঠিয়ে দিলেন—এবার দেবকীর সপ্তমগর্ভ শ্রীভগবানের তেজবিশেষ শ্রীসঙ্কর্ষণকে শ্রীভগবানের ইচ্ছানুসারে শ্রীভগবতী যোগমায়া তত্রস্থা শ্রীরোহিণীদেবীর গর্ভে আধান করলেন—যথাসময়ে শ্রীরোহিণীদেবী শ্রীভগবতবতারের পূর্বেই সেখানেই শ্রীসঙ্কর্ষণদেবকে প্রসব করলেন।

৯। অতঃপর, আত্মারামগণকে মধুর চরিতের দ্বারা ভক্তিযোগে আকর্ষণ করবার জন্য, নানা

দৈত্যানীকৈর্ভুবমতিভরাং বীতভারাং করিষ্য-
মূর্ত্তানন্দো ব্রজপতিগৃহে জাতবৎ প্রাদুরাসীৎ ॥

১০। আবির্ভূতিভূতিসমকালমেব যোগমায়ামায়াসরাহিত্যেনৈব সম্পাদয়ন্মণিভিত্তিভিত্তিমিততনু-চ্ছায়াচ্ছায়ামিষেণ সচ্চিদানন্দগুণনিকায়কায়ব্যূহমিব বিদধানঃ কুসুমসুষমাভর-পরাজিতাঽপরাজিতাবল্লি-মণ্ডপমিব পরমরমণীয়তাসূতি সূতিকাসদনং সদনন্দয়ৎ ॥

১১। ততশ্চ, অনাঘ্রাতং ভৃঙ্গৈরনপহৃত-সৌগন্ধ্যমনিলৈ-
রনুৎপন্নং নীরেষ্বনুপহতমূর্ম্মীকণভরৈঃ।

নামমলাত্মনাম্। ভক্তিযোগবিধানার্থম্" ইত্যাদিভ্যঃ। বীতভারাং গতভারাম্, জাতবৎ প্রাকৃতো বালো যথা জাতস্তদ্বৎ ॥

১০। সৎ সুন্দরং সূতিকাসদনমনন্দয়ৎ ; কদা ? আবির্ভূতেরাবির্ভাবস্য যা ভূতিরুৎপত্তিঃ ; যদ্বা, আবির্ভূতিরূপা যা ভূতিঃ সম্পত্তিস্তস্যাঃ সমকালমেব ; যোগমায়াং রাসমহিষীবিহারাদিষু মূলগ্রন্থোক্তানুবাদরীত্যা যুগপদেকস্যৈব কায়স্য পৃথক্ পৃথগ্-বহুবিধপ্রকাশপ্রকাশিকাং স্বরূপভূতাচিন্ত্যাদ্ভুতশক্তিমায়াসরাহিত্যেনৈব সম্পাদয়ন্ তাং শক্তিমনালম্ব্যৈব তৎকার্য্যমিব প্রকটয়ন্নিত্যুৎপ্রেক্ষৈবেয়ম্ ; ন তু তদেবেতি তত্র তৎকার্যেষু বিম্বপ্রতিবিম্বত্বাযোগাৎ মণিভিত্তীনাং ভিদো ভেদাঃ ; সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্ ; তাসু তিমিতাঃ স্নিগ্ধা যাস্তনুচ্ছায়া একস্যৈব দেহস্য প্রতিবিম্বাস্তাসাং ছায়া শোভা তন্মিষেণ, প্রতিবিম্বাস্তে ন ভবন্তি, কিন্তু দেহা এবেত্যপহ্নুতা ইত্যর্থঃ। সচ্চিদানন্দগুণানাং নিকায়ো যেষু এবম্ভূতানাং কায়ানাং ব্যূহং সমূহমিব ; ততশ্চ সূতিকাসদনং কথম্ভূতমিব ? কুসুমানাং শোভাভরেণ পরাজিতং পরাক্রান্তং যদপরাজিতালতামণ্ডপং তদিব ; অতএব রমণীয়তায়া সূতিরুৎপত্তির্যস্মিন্ তৎ ॥

১১। উক্তলক্ষণো মূর্ত্তানন্দ এব ওজস্তেজঃস্বরূপং তৎ যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবাভূদিত্যন্বয়ঃ। অত্র তদাদিশব্দানাং ক্বচিদুদ্দেশ্যলিঙ্গত্বং ক্বচিদ্বিধেয়লিঙ্গত্বঞ্চ ভবেৎ। যথা শরীরসাধনাপেক্ষং নিত্যং যৎ কর্ম তদ্যমঃ, নিয়মস্তু স যৎ কর্মানিত্যমাগন্তুকসাধনমিতি। অতএবাত্র তচ্ছব্দো বিধেয়স্যৌজসো লিঙ্গং ধত্তে ইতি। ভৃঙ্গৈরনাঘ্রাতং পূর্বপূর্ব-

---

লীলারস রচনা দ্বারা স্বভক্তগণকে আনন্দিত করবার জন্য, দৈত্যসেনাপতিগণের অতি-ভারে পীড়িত পৃথিবীর ভার মুক্ত করবার জন্য মূর্তানন্দ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজপতি-গৃহে মাতৃগর্ভ হতে জাতবৎ প্রাদুর্ভূত হলেন।

১০। নীলকমলের মতো শিশুটি আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাসবিহারে যুগপৎ বহুমূর্তি প্রকাশরূপ যে অদ্ভুত অচিন্ত্য শক্তির প্রকাশ তা অনায়াসে সম্পাদিত করে (অর্থাৎ সেই শক্তিকে অবলম্বন না করেই সেই কার্য প্রকাশ করে) চতুর্দিকে মণিদেওয়ালে স্নিগ্ধ প্রতিবিম্বের শোভাচ্ছলে সচ্চিদানন্দ-গুণময় কায়াসমূহের যেন প্রকাশ করলেন (প্রতিবিম্ব তো নয় এ যেন সাক্ষাৎ দেহই)—এতে সুতিকাগৃহটি যেন হয়ে উঠল কুসুমসুষমামণ্ডিত অনিন্দ্য সুন্দর নীল অপরাজিতা লতার একটি মণ্ডপ—এইরূপ পরম-রমনীয় সুন্দর সুতিকাগৃহকে ঐ শিশু আনন্দিত করে তুলল।

১১। মূর্তানন্দ তেজস্বরূপ শিশুটি যশোদার ক্রোড়ে এমন শোভা পেতে লাগল যেন চিদানন্দ সরসীনীরে একটি নীলকমলের বিকাশ হয়েছে যাঁর সুগন্ধ অদ্যাবধি ভ্রমরের দ্বারা আঘ্রাত হয় নাই (অর্থাৎ পূর্বপূর্ব ভক্তের দ্বারা নারায়ণস্বরূপের আস্বাদন হলেও এমন মধুর রূপের আস্বাদন হয় নাই),

অদৃষ্টং কেনাপি ক্বচন চ চিদানন্দসরসো
যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবৌজস্তদভবৎ ॥

১২। নিদ্রাণে সতি সূতিকাপরিজনে মাত্রা সমং সর্ব্বতঃ
সদ্যো-জাতশিশুস্বভাবসরসং চক্রন্দ বালো হরিঃ।
ওঙ্কারঃ কিমিবাতনোদ্‌ভগবতঃ কণ্ঠোপকণ্ঠং গতঃ
তল্লীলোৎসবকর্ম্মণোঽস্য মহতঃ প্রাঙ্‌মঙ্গলদ্যোতনাম্ ॥

১৩। অথ তস্য কলরোদনস্বনমাকর্ণ্য তৎকালজাগরিতা ব্রজপুরপুরন্ধ্র্যঃ, অভ্যক্তমিব সুরভিতম-স্নেহেন, উদ্বর্ত্তিতমিব সৌরভ্যেন, স্নাতমিব মাধুর্য্যেণ, মার্জ্জিতমিব লাবণ্যেন, অনুলিপ্তমিব সৌন্দর্য্যেণ,

---

ভক্তৈর্নারায়ণাদিরূপমেবাস্বাদিতমিত্যর্থঃ। অনিলৈরিতি পূর্বপূর্বমহাকবীশ্বরৈর্নারায়ণাদিযশ এব বর্ণনৈর্বিস্তারিতমিত্যর্থঃ। নীরেম্বিতি প্রপঞ্চলোকেষু নাবিভূর্তমিত্যর্থঃ। ঊর্মীকণেতি প্রপঞ্চগতগুণতরঙ্গৈরস্পৃষ্টম্; ক্বচন বৈকুণ্ঠাদবপি কেনাপি জন্মমাত্রেণৈব; শ্লেষেণ ব্রহ্মণাপ্যদৃষ্টম্; কিংবা, তন্মাধুর্য্যাদেঃ প্রতিক্ষণমেব নবনবঙ্গভাববত্ত্বাৎ তস্যাপ্যনুরাগিভক্তাদ্যৈরপি অনাঘ্রাতত্বাদিকমিতি ভবতি সদৈব, কিমুত সাক্ষাত্তদবতারারম্ভে এবেতি তথোক্তম্। যদ্বা, তদানীং লোকৈরনুভবেন তথৈব প্রতীতত্বাত্তথা বর্ণিতমিতি ॥

১২। সদ্যোজাতশিশূনাং স্বভাবেন সরসং যথা স্যাত্তথা চক্রন্দ। ওঙ্কারস্যৈব নাসাস্বরবিশেষেণ পুনঃপুনরুচ্চারিতস্য তৎক্রন্দনসাজাত্যাত্তথোৎপ্রেক্ষতে। ওঙ্কারঃ কণ্ঠস্যোপকণ্ঠং সমীপং গতঃ সন্ প্রাক্ প্রথমারম্ভে মঙ্গলদ্যোতনাং কিমতনোৎ? যদুক্তম্—"ওঙ্কারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ" ইতি ॥

১৩। ঐক্ষিষত দৃষ্টবত্যঃ; তৎকালোচিতমভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদিকং তস্য স্বত এব সিদ্ধমিত্যুৎপ্রেক্ষতে। সুরভিতমেন নিরুপাধিনা স্নেহেন বাৎসল্যরতিপরিণামবিশেষেণ বস্তুপ্রভাবতো হঠাজ্জনিতেনেত্যর্থঃ। অতোঽভ্যঙ্গস্য স্নেহাশ্রয়-

---

অনিলের দ্বারা লুণ্ঠিত হয় নাই (অর্থাৎ পূর্বপূর্ব মহাকবিশ্বরগণ নারায়ণাদির যশ বর্ণন করলেও এই মাধুর্য-মূর্তির যশ বর্ণন করতে পারেন নাই), যাঁ কোন জলে উৎপন্ন হয় নাই (অর্থাৎ কোনও প্রাপঞ্চিক জলে উৎপন্ন হয় নাই), তরঙ্গের জলকণা দ্বারা আহত হয় নাই (অর্থাৎ প্রাকৃত গুণতরঙ্গের দ্বারা অস্পৃষ্ট এই চিদানন্দমূর্তি), কোথাও কারও দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই (অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি ধামেও এইরূপ জন্ম-মাধুর্য কেউ কোনদিন দেখে নাই)।

১২। মাতা যশোদা সহ সূতিকা-পরিজন সকলে চতুর্দিকে নিদ্রাগত হয়ে পড়লে বালহরি সদ্যোজাত শিশুস্বভাবে সরসতায় ক্রন্দন করতে লাগল—মনে হল যেন ওঙ্কারই শ্রীভগবানের নিকট গিয়ে তাঁর মহান্ লীলোৎসব-কর্মের প্রারম্ভিক মঙ্গল-প্রকাশক ধ্বনি করছেন।

ব্রজপুরস্ত্রীগণের বালকৃষ্ণের রূপ আস্বাদন ঃ

১৩। অতঃপর শ্রীযশোদানন্দনের মৃদু মধুর রোদনধ্বনি শ্রবণে তৎকাল-জাগরিতা ব্রজপুরস্ত্রীগণ ঐ মাধুর্যমূর্তিটি দর্শন করলেন—যেন মাতৃস্নেহরূপ তৈলাদিতে মর্দিত, সৌরভে যেন বিলেপিত, মাধুর্যে যেন স্নাত, লাবণ্যে যেন মার্জিত, সৌন্দর্যে যেন অনুলেপিত, ত্রিলোকের সকল শোভা সম্পদে যেন ভূষিত,

ভূষিতমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা, পূজিতমিব ভবনদেব্যা গন্ধফলীভিরিব সূতিপ্রদীপ-কলিকাপ্রতিচ্ছায়াভিঃ, স্তোকানামপ্যবয়বকিসলয়ানামোজসা কুর্ব্বন্তমিব কুবলয়কলিকায়মানানি সূতিপ্রদীপ-নিকুরম্বাণি, অঙ্কুরমিব নবনীলমণীন্দ্রস্য, পল্লবমিব তমালস্য, কন্দলমিব নবাম্ভোদস্য, কস্তূরিকা-তিলকমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাঃ, সিদ্ধাঞ্জনমিব সৌভাগ্যসম্পদঃ, সরসীকুর্ব্বন্তমরিষ্টমপি সকলারিষ্টশমনম্, বালকমপি নবালকম্, মৃদুমধুর-তরকরশাখাভির্ভগবল্লক্ষণানি মৎস্যাঙ্কুশাদি-লক্ষ্মাণি গোপয়িতুমিব মুষ্টীকৃতকরকমলকোরকমুত্তানশায়িনং মুকুলিতাক্ষমৈক্ষিষত ॥

১৪। অনন্তরমাসামেব হর্ষনিঃস্বনেন জাগরিতা জননী চ—

তৈলাদিনৈব ভবতীতি ততোঽস্য বৈলক্ষণ্যমপি ধ্বনিতম্। এবমগ্রেঽপি জ্ঞেয়ম্। সৌরভ্যেণ স্বতঃসিদ্ধ-সাঙ্গসম্বন্ধিনা; উদ্বর্ত্তনস্ত কস্তূর্য্যাদিগন্ধবদ্বস্তুঘটিতমেব ভবতি। মাধুর্যস্যাপাদমস্তক-ব্যাপিত্বাত্তেন স্নাতমিব, স্নানন্ত মাধুর্যবতৈব জলাদিনা ভবতি। কিঞ্চ, তৎ স্নানং হি তাৎকালিকীং কামপি সর্বাঙ্গস্য শোভাং জনয়তি, এতন্মাধুর্যস্ত সার্বকালিকমিতি ধ্বনিতম্! যদুক্তমুজ্জ্বলনীলমণৌ (উদ্দীপনবিভাব-প্র০ ৩৬) "রূপং কিমপ্যনির্বাচ্যং তনোর্মাধুর্যমুচ্যতে॥" লাবণ্যেতি, তল্লক্ষণং তত্রৈব (উদ্দীপনবিভাব-প্র০ ২৮) "মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু লাবণ্যং তদিহোচ্যতে॥" ইতি। অন্যত্র মার্জনাদেব দর্পণায়মানত্বকারিলক্ষণকং লাবণ্যং কস্যাপি স্বচ্ছাঙ্গস্যৈব জায়তে। অত্র তু স্বয়ং লাবণ্যেনৈব মার্জনমিত্যতিবৈশিষ্ট্যম্, অনুলেপস্তু উচিতাঙ্গবিন্যস্তৈঃ সৌন্দর্যজনকৈরেব কুঙ্কুমাদিভির্ভবতি। ভূষিতমিতি ত্রৈলোক্যস্যাপি লক্ষ্ম্যা সমুদিতশোভয়ৈব ভূষণন্তু যৎকিঞ্চিৎ লক্ষ্মীবদ্ভিরেব কুণ্ডলাদিভির্ভবতি। ভবনদেব্যা গৃহাধিষ্ঠাত্র্যা দেবতয়া, গন্ধফলীভিশ্চম্পকৈঃ; কুবলয়ং নীলোৎপলম্, তৎকলিকাসদৃশানি, এতেনাভিরূপ্যমুক্তম্। তথা চ তল্লক্ষণম্—(উ০ নী০ উদ্দীপনবিভাব-প্র০ ৩৩) "যদাত্মীয়গুণোৎকর্ষৈর্বস্ত্বন্যন্নিকটস্থিতম্। সারূপ্যং নয়তি প্রাজ্ঞৈরাভিরূপ্যং তদুচ্যতে॥" ইতি। শ্রীমূর্তিনিষ্ঠান্ গুণানভিব্যজ্য সাক্ষাৎ শ্রীমূর্তিস্বরূপং বর্ণয়তি—অঙ্কুরমিতি, স্বচ্ছত্বেন স্তোকত্বেন চ পল্লবমিতি, মৃদুলত্বেন কন্দলমিতি। অতিস্নিগ্ধত্বেন কস্তূরীতিলকমিতি, সৌরভবত্বেন সর্বোৎকৃষ্টত্বেন চ সিদ্ধাঞ্জনমিতি, চৈক্কণ্যেন সর্বাকর্ষণশক্তিমত্ত্বেন চোপমা। অরিষ্টমপি সূতিকাগৃহমপি সকলান্যরিষ্টানি শময়তীতি তথা তম্; "অরিষ্টং সূতিকাগারে চক্রে চিহ্নে শুভেঽশুভে" ইতি বিশ্বঃ; নবা অলকাশ্চূর্ণকুন্তলা যস্য তম্॥

সূতিগৃহের প্রদীপকলিকার প্রতিচ্ছায়ারূপ চম্পক পুষ্পে গৃহাধিষ্ঠাত্রীদেবী দ্বারা যেন পূজিত, সদ্যোজাত শিশুসুলভ কোমল শ্রীকরপদপল্লবের জ্যোতিতে সূতিগৃহের প্রদীপসমূহকে যেন নীলোৎপলের সাম্যদাতৃ, যেন একটি নবনীলমনীন্দ্রের অঙ্কুর, যেন একটি তমালপল্লব, যেন একটি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর তিলক, যেন একটি সৌভাগ্য-সম্পদের সিদ্ধাঞ্জন-রেখা, সূতিকাগৃহের সরসতা সম্পাদক ও সকল অশুভের নাশক, বালক হয়েও নবচূর্ণকুন্তলে শোভিত, মৃদু অতিমধুর করাঙ্গুলিতে ভগবৎচিহ্ন মৎস্যাঙ্কুশাদি লক্ষণ গোপনের জন্যই যেন করকমল মুষ্টিবদ্ধ করে অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে উত্তানশায়িন অবস্থায় দীপ্ত।

মা যশোদার বালকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন ঃ

১৪। অনন্তর ব্রজপুরস্ত্রীগণের হর্ষধ্বনিতে জাগরিতা জননীও সন্তান জাত হয়েছে জেনে ওঁর

জ্ঞাত্বা জাতমপত্যমীক্ষিতুমথ ন্যঞ্চত্তনুস্তত্তনা-
বালোক্য প্রতিবিম্বিতাং নিজতনূমন্যেতি শঙ্কাকুলা।
গচ্ছারাদিতি তন্নিরাসনপরা পশ্যন্ত্যমুষ্যাননং
মুক্তাহারমিবোপঢৌকিতবতী স্নেহাশ্রুণো বিন্দুভিঃ॥

১৫। অথ কস্তূরীকর্দ্দমমিব, শ্যামামৃত-মহোদধি-মথন-সমুদ্ভিন্ন-নবনীতপিণ্ডমিব, মৃগমদরস-মেচকিতং পয়ঃফেনশকলমিব, সুকুমারতনুরপি সম্ভাব্যমান-নিজ-তনুপারুষ্যভয়েন স্বাঙ্কমারোপয়িতুং বিভ্যতীব, ক্ষণমবনততনুরেব স্নেহস্নুতপয়োধরা পয়োধরাগ্রমধরপুটে বিন্যস্য পয়ঃ পায়য়ামাস॥

১৬। তদনু ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরভিতঃ শিক্ষ্যমাণা নিজাঙ্কমারোপ্য পুনঃ পয়োধরং পায়য়ন্তী স্নেহা-বেগেন নিরাবাধং রীয়মাণং মূর্ত্তমমৃতরসমিব স্তনরসমশেষপানাসমর্থতয়া মৃদুলবিম্বাধরপ্রান্ততো নিপত্য

১৪। ঈক্ষিতুং ন্যঞ্চন্তী তনুর্যস্যাস্তথাভূতা সতী নিজতনূমেব তত্তনৌ বালকতনৌ প্রতিবিম্বিতামালোক্য অন্যা ইতি শঙ্কয়া আকুলা 'মৎপ্রসবকালে মায়য়া মদাকারধারিণী বালকহারিকা যোগিনী কাচিদত্র প্রবিষ্টা' ইতি ত্রাসেন বিহ্বলে-ত্যর্থঃ। ততশ্চ 'আরাদ্দূরে গচ্ছ' ইতি তন্নিরাসনপরা নৃসিংহনামস্মৃত্যা তন্নিঃসারণপ্রবৃত্তেত্যর্থঃ। তদৈব ভয়শ্বাসোষ্ণ-স্বনিশ্বাসযোগবশাৎ প্রতিবিম্বাদর্শনে সতি অমুষ্য আননং পশ্যন্তী মুক্তাহারমিবেতি নিঃসীমহর্ষাবেশেন তং ত্রাসমপি বিস্মৃত বতীতি ভাবঃ॥

১৫। কস্তূরীত্যাদিত্রয়াণামেষাং সৌকুমার্য্যেণোত্তরোত্তরং বৈশিষ্ট্যং জ্ঞেয়ম্। তদপি কস্তূরীতি সৌরভ্য-শ্যামত্বাভ্যামপি কর্দমশব্দোঽঙ্গার্চাদিঃ। শ্যামামৃতেতি স্নেহময়স্বরূপত্বেনাপি অভ্যুতোপেয়ম্। তত্র শ্যামেতি তদীয়বর্ণ-সাজাত্যার্থম্, অমৃতেতি তদীয়স্নেহস্যাতিমধুরত্বার্থং মৃগমদস্য রসেন মেচকিতং শ্যামলীকৃতং দুগ্ধফেনখণ্ডমিবেতি পাবিত্র্যেণাপি ; "কালশ্যামলমেচকাঃ" ইত্যমরঃ। এবং সুকুমারশরীরাপি সা জননী স্ববালকস্যাঙ্গসৌকুমার্য্যমালোক্য তদপেক্ষয়া সম্ভাব্যমানং যন্নিজতনোঃ পারুষ্যং কঠোরত্বং তস্মাদ্ভয়েন মৎক্রোড়াভিমর্শেন ব্যথাং প্রাপ্স্যতি বালকোঽয়মিতি শঙ্কয়া কিঞ্চিৎ কুব্জীভূয়াবনততনুঃ পয়োধরাগ্রং স্তনাগ্রং স্ববামহস্তেনৈব ধৃত্বা কৃষ্ণস্যাধরপুটে বিন্যস্য॥

১৬। 'সদ্যোজাতবালক এবমঙ্কে ধ্রিয়তে' ইতি হস্তনিধাপনাদীন্ অভিতঃ সর্বতোভাবেন শিক্ষ্যমাণা জননী

উপর নুইয়ে পড়লেন দেখবার জন্য—সন্তানের দেহে প্রতিবিম্বিত নিজদেহকে অন্য কোনও মায়াবীর প্রবেশ মনে করে শঙ্কাকুলা হলেন—'দূর হ দূর হ' বলে ওটাকে তাড়াতে গিয়ে সন্তানের মধুর মুখটি চোখে পড়ে গেল—ঐ মুখ দেখতে দেখতে বিন্দু বিন্দু স্নেহাশ্রুপাত হতে থাকল—মুক্তাহারোপহার সম।

১৫। অতঃপর কস্তূরীকর্দমের মতো, শ্যামামৃত-মহাসমুদ্র-মন্থন-সমদ্ভূত নবনীত পিণ্ডের মতো, মৃগমদরস-শ্যামলিকৃত দুগ্ধফেনখণ্ডের মতো সুকোমল তনু ঐ সদ্যজাত শিশুকে মা যশোদা সুকুমারী তনু হয়েও নিজ তনুর কঠোরতা সম্ভাবনায় অঙ্কে ধারণ করতে যেন ভয় পেলেন—স্নেহস্নুতপয়োধরা মা যশোদা ক্ষণকাল অবনতা তনু হয়ে স্তনাগ্র অধরপুটে ধরে স্তন-পান করালেন।

১৬। অতঃপর ব্রজপুরস্ত্রীগণ কর্তৃক সর্বতোভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে এই শিশুকে নিজক্রোড়ে স্থাপন করে পুনরায় স্নেহাবেগে নিরর্গল ক্ষরিত মূর্ত অমৃতরসসম স্তন-পান করাতে থাকলেন—ঐ স্তনরস নিঃশেষে

কপোলতলমাপ্লাবয়ন্তং তমথ চীনতরাঞ্চলেন নিঃসারয়ন্তী স্তনদানতো বিরম্য সাদরং সস্নেহং তমালোকয়ন্তী চ পরমবিস্ময়মাপন্না ॥

১৭। নীলমণিনেব সকলাবয়বানাম্, কুরুবিন্দেনেব বিম্বাধরস্য, কমলরাগেণেব পাণিপাদস্য, শিখরমণিনেব নখরনিকরস্য নির্ম্মাণমিতি মত্বা কদাচিন্মণিময়োঽয়মিতি বা, ইন্দীবরেণেব সকলাবয়বস্য, বন্ধুকেনেব বিম্বাধরৌষ্ঠস্য, জবাকুসুমেনেব পাণিপাদস্য, মল্লীকোরকেণেব নখরনিকরস্যেতি কদাচিদয়ং কুসুমময়ো বা কেনাপি নিরমায়ি, 'ন মমায়ং তনুজঃ' ইত্যসম্ভাবনয়া বিতর্কয়ন্তী, বক্ষসি দক্ষিণভাগে মৃণালতন্তুক্ষোদ-সোদর-সুভগ-সুস্নিগ্ধ-শ্রীবৎসাখ্য-রোমরাজিলক্ষ্ম লক্ষয়িত্বা স্তন-রস-কণ-নিপাত-বিন্যাসবিশেষোঽয়মিতি পুনরপি মৃদুতর-চীনসিচয়াঞ্চলেনাপসারয়ন্তী যদা তন্নাপসরতি, তদা কিমপীদং মহাপুরুষলক্ষণমিতি চিন্তয়ন্তী, পুনরপি বক্ষসো বামভাগে লক্ষ্মরূপাং লক্ষ্মীমালোক্য তনুতরপীত-বিহঙ্গিকাপোতেন কৃতাবাসং তমালপল্লবমেবেদং সহজাতয়ৈব বিদ্যুৎকলিকয়া কলিতো জলধরাঙ্কুর

নিরাবাধং নির্ব্যবধানং যথা স্যাত্তথা রীয়মাণং ক্ষরন্তম্. 'রীঙ্ স্রবণে' দৈবাদিকঃ, তং স্তনরসং চীনতরেণাতিসূক্ষ্মেণাঞ্চলেন ॥

১৭। শিখরমণিনা মাণিক্যভেদেন ; "পক্বদাড়িমবীজাভং মাণিক্যং শিখরং বিদুঃ" ইত্যভিধানাৎ। পুনশ্চ তদঙ্গানামতিমার্দবং পরামৃশ্য মণিময়ত্বে কাঠিন্যং প্রসজ্জেতেত্যন্যথা সংভাবয়তি—ইন্দীবরেণেত্যাদিনা। মল্লীকোরকস্য জাতিভেদাৎ প্রান্তরক্তত্বেন নখসাধর্ম্যম্, মৃণালতন্তূনাং ক্ষোদস্য চূর্ণস্য সোদরং সদৃশঞ্চ তৎ সুভগঞ্চেত্যাদি লক্ষ্ম লক্ষয়িত্বা দৃষ্ট্বা প্রাগ্ভবং কপোলাপ্লাবিনং স্তনরসং স্মরন্তী নিশ্চিনোতি—স্তনরসেতি। তনুতরেণাতিসূক্ষ্মেণ পীতবর্ণেন বিহঙ্গিকাপোতেন ক্ষুদ্রপক্ষিবালকেন পরম্পরিতশ্লেষেণ তু বিহঙ্গিকা বাঁহুকা ইতি প্রসিদ্ধা তস্যাঃ পোতেন, অতিসূক্ষ্ময়া তয়েত্যর্থঃ,—লক্ষ্মীচিহ্নস্যাপি তথাকারত্বাৎ। অত্র পল্লববিহঙ্গিকয়োরৌৎপত্তিকো ন সংযোগ ইত্যন্যথোৎপ্রেক্ষতে—সহজাতয়েতি।

পানের অসমর্থতা বশতঃ শিশুটির মৃদুল বিম্বাধরপ্রান্ত থেকে পতিত হয়ে গণ্ডস্থল ভাসিয়ে প্রবাহিত হতে থাকল—এতে মা যশোদা স্তনদান থেকে বিরত হয়ে তাঁর সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে ঐ দুগ্ধধারা মুছিয়ে দিলেন, এবং সাদর সস্নেহে ঐ কোমল মুখখানি দেখতে দেখতে পরম বিস্ময় লাভ করলেন।

১৭। মনে মনে বিচার উদয় হল তাঁর—অহো, নীলমণি দিয়ে যেন সকল অবয়ব, পদ্মরাগমণি দিয়ে যেন বিম্বাধর, কমলরাগমণি দিয়ে যেন পাণিপাদ, শিখরমণি দিয়ে যেন নখরপাতি নির্মাণ হয়েছে—অহো এ কি মণিময় মূর্তি; আবার কখনও বা মনে করছেন পদ্মে সকল অবয়ব, বাঁধুলি ফুলে বিম্বাধরোষ্ঠ, জবাকুসুমে পাণিপাদ, মল্লিকোরকে নখরপাতি—এরূপে বিবিধকুসুমসম্ভারে কখনও বা কোনও শিল্পীর রচনা এ কুসুমময় মূর্তিটি—'এ তো আমার পুত্র নয়' এইরূপ সংশয়ের উদয়ে মনে মনে তর্ক-বিতর্ক করতে লাগলেন; বক্ষের দক্ষিণভাগে পদ্মনালের শ্বেতসূত্রচূর্ণসদৃশ সুন্দর সুস্নিগ্ধ শ্রীবৎস নামক রোমরাজিচিহ্ন লক্ষ্য করে—'স্তনরস-ধারার বিন্যাস-বিশেষ কি এটি' এইরূপ মনে করে মা যশোদা পরমকোমল সূক্ষ্ম বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়ে দিতে গেলেন, কিন্তু মুছে না গেলে পুনরায় চিন্তা করতে লাগলেন—'অহো এ কি কোনও মহাপুরুষ-লক্ষণ'; পুনরায় বক্ষের বামভাগে স্বর্ণরেখাচিহ্নরূপা

এবায়মিতি কনকরেখয়া রঞ্জিতং নিকষপাষাণশকলমেবেদমিতি পুনর্নিভালয়ন্তী কদাচিদরুণতরকরচরণ-পল্লবতয়া চতুঃপঞ্চারুণ-কমলকোষং যমুনাতরঙ্গমিব মন্যমানা, সদ্যো মকরন্দ-সন্দোহাতিপানমদাতি-শয়েন ভ্রমণাসমর্থতয়া নিশ্চলং মধুকরনিকরমিব কুটিল-কচকলাপম্, প্রতিনবান্ধতমসাঙ্কুরানিবাহলক-প্রকরান্, মুকুলিতনীলোৎপলে ইব লোচনে, দ্রুততরনীলমণিজলমহাবুদ্বুদায়মানং গণ্ডযুগলম্, শ্যাম-মহোলতিকায়াঃ প্রত্যগ্রোন্মিষিতপল্লবযুগমিব শ্রবণযুগলম্, তিমিরদ্রুমাঙ্কুরায়মাণং নাসিকাশিখরম্, তরণি-তনয়াতনুবুদ্বুদায়মানং নাসাপুটকম্, দ্বিদলজবাকোরকায়মাণমোষ্ঠাধরম্, পরিপক্কস্তোকতর-যমল-জম্বু-ফলায়মানং চিবুকমপি নিরূপ্য পরিণতমিব মে নয়ননির্ম্মাণফলমিতি মন্যমানা স্নাতমিবানন্দজলনিধা-বিয়মাত্মানং বিদাঞ্চকার ॥

১৮। তৎসময়সমকালমেব 'মহাভাগ ! তব তনয়ো জাতঃ' ইতি পুরন্ধ্রীজনমুখতশ্চিরতরনিদাঘ-দ্রাঘিমপরিশুষ্যমাণস্য পল্বলস্য বিদারবিবরং সরসীকৃত্য পূরয়ন্তমমৃতাসারমিব চিরতরতনয়বাসনাফলপ্রতিবন্ধ-

---

তত্র কলিকয়েতি সূক্ষ্মত্ববিবক্ষয়া, তদপি বিদ্যুতঃ স্বাভাবিকমস্থৈর্যমাশঙ্ক্য, কনকরেখয়েতি অত্রাপি নিত্যসংযোগিত্বার্থং সহজাতয়েত্যনুবর্ত্ত্যম্। পুনরিতি সামান্যতঃ প্রথমং সর্ব্বাঙ্গমিত্যর্থঃ। চত্বারো বা পঞ্চ বা অরুণকমলকোষা যত্র তম্; তত্র পঞ্চ বেতি নাভেরপি রক্তকমলকোষসাম্যমভিপ্রেত্যেত্যবসীয়তে। ততো মুখারবিন্দং পশ্যন্তী তদবয়বান্ ক্রমেণোৎ-প্রেক্ষতে—সদ্য ইত্যাদিনা। প্রতিনবং নবান্ নবান্ অন্ধতমসাঙ্কুরানিব। প্রত্যগ্রোন্মিষিতমভিনব-প্রকাশিতম্; "প্রত্যগ্রোঽভিনবো নব্যঃ" ইত্যমরঃ; তিমিরস্যাতিনিবিড়ত্বেনাতিকঠিনেন দ্রুমেণ রূপকম্। ততশ্চ তস্যাঙ্কুরতুল্যমিতি শ্যামত্বচিক্কণত্বয়োরপি লাভঃ। শিখরমগ্রদেশঃ, তৎপার্শ্বদ্বয়গতং তাদৃশবুদ্বুদদ্বয়ং ভবতি চেত্তদা নাসিকায়াঃ সাদৃশ্যমিত্যর্থঃ। পরিণতমিব পরিপাকং প্রাপ্তমিব; ইয়ং শ্রীযশোদা ॥

১৮। পুরন্ধ্রীজনানাং মুখতঃ কমপি শব্দমাকর্ণ্য। কমিব? চিরতরস্য বহুকালব্যাপকস্য নিদাঘস্য দ্রাঘিম্ণা

শ্রীলক্ষ্মীকে দেখে মনে করলেন— 'এ কি স্বর্ণবর্ণ ছোট্ট এক পক্ষিছানা যাতে বাসা বেঁধেছে সেই তমাল-পল্লব; অথবা এ কি সহজাত বিদ্যুতকলিতে দীপ্ত জলধরাঙ্কুর, অথবা এ কি স্বর্ণরেখারঞ্জিত নিকষপাষাণ-খণ্ড'; পুনরায় নিরীক্ষণ করতে করতে কখনও বা অতি অরুণ করচরণপল্লবের মৃদুতা দেখে মনে হল— 'এটি চারপাঁচটি অরুণবর্ণ কমলকুঁড়িযুক্ত যমুনাতরঙ্গই বা হবে। পুষ্পমধু সদ্য অতি-পানজনিত মত্ততায় ভ্রমণ-অসমর্থতা হেতু নিশ্চল মধুকরনিকরের মতো কুটিল কেশকলাপ, নব নব অন্ধ তমসা অঙ্কুরের মতো পার্শ্বের চূর্ণকুন্তল, অর্দ্ধ-নিমীলিত নীলোৎপলের মতো নয়ন, দ্রবীভূত নীলমণিজলের বড় বড় বুদ্বুদের মতো গণ্ডযুগল, শ্যামজ্যোতির্ময়ী লতিকার সদ্য ঈষৎবিকসিত পল্লবযুগলের মতো শ্রবণযুগল, অন্ধকাররূপ বৃক্ষের অঙ্কুরের মতো নাসিকাশিখর, যমুনাজলের বুদ্বুদের মতো নাসাপুট, দ্বিদল জবা-কোরকের মতো অধরোষ্ঠ, পরিপক্ক ছোট ছোট যমজ জামের মতো চিবুক লক্ষ্যকরে মা যশোদা মনে করলেন—'আমার নয়ননির্মাণ সফল হল', নিজেকে আনন্দ জলনিধিতে স্নাত মনে করলেন তিনি।

শ্রীনন্দবাবার বালকৃষ্ণের মাধুর্য আস্বাদন ঃ

১৮। দীর্ঘ গ্রীষ্মের ব্যাপকত্বহেতু খটখটে শুখনো ছোট সরোবরের বিদারিত বক্ষের গহ্বর যেমন

পরুষিতস্য হৃদয়স্য পরমনির্বৃতিকরং কমপি শব্দমাকর্ণ্য সুস্নাত ইব হর্ষবর্ষাসু, প্রবিষ্ট ইবামৃতমহার্ণবেষ্বালিঙ্গিত ইবানন্দমন্দাকিন্যা, তদবলোকনোৎকণ্ঠাসমুৎপত্তেরগ্রত এব ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার-চমৎকারেণ বপুষ্মতেব স্বয়মুপব্রজ্য সূতিভবনং প্রবেশিত ইব, চিরসময়সমুপচিত-সুকৃতচয়চাতুর্য্যেণ দত্তহস্তাবলম্ব ইব, উৎকলিকা-ভগবত্যা পৃষ্ঠতঃ সমধিকং নুন্ন ইব, ত্বরিতমভ্যর্ণমভ্যেত্য বীজমিব ঘনানন্দস্য, অঙ্কুরমিব জগন্মঙ্গলমঙ্গলোদয়স্য, পল্লবমিব সিদ্ধাঞ্জনলতায়াঃ, কুসুমমিব চিরতরসময়সমুৎপন্নসুকৃতকল্পমহীরুহারামস্য, ফলমিব সকলোপনিষৎকল্পলতাবিততেঃ, ব্রজেশ্বরীবপুরপরাজিতালতায়াঃ প্রসূনমিব তনয়মালোক্য, সম্পন্ন ইব সকলমনোরথসম্পত্ত্যা, সিদ্ধ ইবানন্দসংক্ষাৎকারচমৎকারেণ, উৎকীর্ণ ইব লিখিত ইব পুনঃ

দীর্ঘত্বেন হেতুনা সর্বতঃ শুষ্যমাণস্য পঙ্কলস্থাল্পসরসোঽমৃতাসারমমৃতময়ং ধারাসম্পাতমিব। নির্বৃতিরানন্দঃ; সুস্নাত ইতি আপাদমস্তকং সর্বাঙ্গমেব হর্ষপুলকাকুলিতং জাতমিতি ভাবঃ। বর্ষাস্বিতি বিশ্বমপি হর্ষপূর্ণং মন্যমান ইতি ভাবঃ। প্রবিষ্ট ইতি স্বকর্তৃকপ্রবেশোঽপি তাদৃশানন্দে আলিঙ্গিত ইত্যানন্দকর্তৃকপ্রবেশোঽপি স্বস্মিন্নিত্যুভয়াম্বয়েনানন্দমহাসম্মর্দজনিতাং মূর্চ্ছাং প্রাপ্তবানিতি ভাবঃ। মন্দাকিন্যা ইতি তস্যানন্দস্য শুদ্ধসত্ত্বাত্মকত্বং ধ্বনিতম্। তামেবানন্দমূর্চ্ছাং সর্বেন্দ্রিয়লয়-সাধর্ম্যেণোৎপ্রেক্ষতে—ব্রহ্মানন্দেতি। বপুষ্মতা মূর্তিমতা, তদা সূতিকাগৃহপ্রবেশোঽসম্ভবন্নপি তয়া আনন্দমূর্চ্ছয়ৈব স্বকারণতদ্বার্তাশ্রবণানন্দসংস্কারবিশেষবশাৎ কারিত ইত্যর্থঃ। ননু স্খলনমপি তদা কুতো নাভূৎ? তত্রাহ—চিরসময়েতি। সুকৃতচয়স্য চাতুর্যমন্যতো বৈলক্ষণ্যেন স্বপ্রকাশকারিত্বম্, তেন কর্ত্রা স্বয়ংদত্তো হস্তাবলম্বো যস্য সঃ, ইত্যগ্রত আকর্ষণং পৃষ্ঠতো নুন্ন ইতি স্বহস্তাভ্যাং পৃষ্ঠং ধৃত্বা বলেন চালিত ইব ইত্যর্থঃ; "উৎকণ্ঠোৎকলিকে সমে" ইত্যমরঃ; উৎকণ্ঠাসমুৎ-পত্তেরগ্রত এব মূর্চ্ছায়া জাতত্বেঽপি তস্যাঃ পশ্চাদুৎকণ্ঠায়াঃ প্রাকট্যং পূর্বোক্তহেতোরেবেত্যর্থঃ। উৎকণ্ঠয়ৈব বৃদ্ধিং গচ্ছন্ত্যা মূর্চ্ছায়া ভঙ্গে কৃতে সতি অভ্যর্ণং নিকটমভ্যেত্য তনয়মালোক্য অলৌকিকীং দশামাসাদ্য স্থিতঃ। কীদৃশম্? ব্রজেশ্বরীবপুরেব অপরাজিতা লতা তস্যাঃ কুসুমমিব তথা ঘনানন্দস্য বীজমিবেতি। এতস্মাদেব সর্বোঽপ্যানন্দো জায়ত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, তস্য তদানীমেব নিঃসীমানন্দদায়িত্বেঽপি অগ্রে ভাবি বাল্য-পৌগণ্ডাদিবিলাসময়ং ঘনানন্দমপেক্ষ্য

বর্ষার অমৃতময় ধারাপাতে পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তেমনই সেই সময়ে সুদীর্ঘ কালের পুত্র-বাসনা প্রতিবন্ধ রুক্ষ হৃদয়ের পরমানন্দকর কোনও অনির্বচনীয় শব্দ 'হে মহারাজ আপনার পুত্র হয়েছে' শুনে শ্রীনন্দ-মহারাজ হর্ষবর্ষায় যেন স্নাত হলেন, অমৃত-মহাসমুদ্রে যেন প্রবিষ্ট হলেন, এবং আনন্দমন্দাকিনী দ্বারা যেন আলিঙ্গিত হলেন; পুত্র-অবলোকন উৎকণ্ঠাগাঢ়তার প্রাথমিক বেগই যেন ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার-চমৎকারের দ্বারা মূর্তিমন্ত হয়ে নিজেই মহারাজের নিকটে গিয়ে তাঁকে যেন সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়ে দিল, দীর্ঘকাল-সম্বর্ধিত সুকৃতিরাশির চাতুর্যবল যেন নিজেই হস্তাবলম্বন দান করল, ভগবতি উৎকণ্ঠা পৃষ্ঠদেশে হস্ত দিয়ে যেন ঠেলে নিয়ে চলল—শীঘ্র নিকটে গিয়ে পুত্র-মুখ দর্শন করে এক অলৌকিক দশা প্রাপ্ত হলেন শ্রীনন্দমহারাজ। ঘনানন্দের বীজের মতো, জগন্মঙ্গলেরও মঙ্গলোদয়ের অঙ্কুরের মতো, সিদ্ধাঞ্জন-লতার পল্লবের মতো, দীর্ঘকালে সমুৎপন্ন সুকৃতিরূপ মহাকল্পমহীরুহের কুসুমের মতো, সকল উপনিষৎ-কল্পলতাবলীর ফলের মতো, ব্রজেশ্বরী যশোরাণীর দেহলতারূপ অপরাজিতা লতার পুষ্পের মতো অপূর্ব পুত্রকে অবলোকন করে তাঁর সকল মনোরথ সম্পত্তির যেন সফলতা প্রাপ্তি হল, আনন্দ-সাক্ষাৎকার-চমৎকারিতায়

সুপ্তোত্থিত ইব বলমানবিপুলকপুলকমানন্দবাষ্পকণ-নিকরনিপাতনিস্তিমিতামলৌকিকীং দশমাসাদ্য স্থিতঃ, স্বানন্দৈরুপনন্দ-সন্নন্দাদিভির্ভূসুর-বরেণ পুরোধসা কারিত-জাতকর্ম্মাদি-ক্রিয়ঃ স্বতনয়াভ্যুদয়ায় দীয়মানৈঃ কলধৌতকলধৌতবিষাণখুরৈর্মণিময়-মাল্যলাল্যমানকণ্ঠৈর্নবপ্রসূতৈর্গবাং নিকুরম্বৈকৈরবনির্জরাণাং প্রতিগৃহমেব সুরভিলোকমেকৈকমুৎপাদয়ামাস, প্রত্যঙ্গনমপি তিলপর্ব্বতং হিরণ্যপর্ব্বতং মণিমর্ব্বতমপি তেষামেকৈকশো নির্মিতবান্ নিমেষমাত্রেণৈব ব্রজরাজঃ ॥

বীজমিব, তৎসূচকত্বাদিত্যর্থঃ। জগতাং মঙ্গলস্য মঙ্গলেন স্বস্তিমত্ত্বেন, ন স্বল্পকালমাত্রনশ্বরত্বেন য উদয়স্তস্যাঙ্কুরমিবেতি বীজমিব পূর্বং গর্ভস্থস্যৈব তস্য তদ্বীজায়িতত্বসিদ্ধেরিতি ভাবঃ। সিদ্ধাঞ্জনেতি অঞ্জনস্য নেত্রসুখদত্বাৎ সিদ্ধত্বে জগদ্বশীকারিত্বং কৃষ্ণস্যাপি স্বসৌন্দর্যেন তথাভূতত্বাৎ তল্লতায়াস্তু দৃশ্যবস্তুত্বাদঙ্কুরবীজদশয়োর্বাস্তবনিজবর্ণানুপলব্ধেঃ কৃষ্ণস্যাপি গর্ভস্থিতিচিত্ত-স্থিতিদশয়োর্নয়নানুভূত-তাদৃশরূপত্বাৎ তৎপল্লবায়িতত্বমেব যুক্তমিত্যর্থঃ। চিরন্তরেতি চিরন্তরং সময়াং সম্যগুৎপন্নানাং-পরিণত্যা প্রাকট্যমিব গতানাং পুণ্যকল্পবৃক্ষাণামারামস্য কুসুমমিবেতি পুণ্যানাং বাঞ্ছিত-মহাদুর্লভার্থপ্রসবিত্বাৎ কল্পবৃক্ষত্বং বহুতরত্বাদারামত্বং শ্রীকৃষ্ণস্য তাদৃশপুণ্যচয়পরফলভূতত্বাৎ, বৃক্ষাণাঞ্চ ফলপ্রয়োজনত্বাৎ, ফলস্যাপ্যুৎপত্তিদশায়াং কুসুমত্বাৎ কৃষ্ণস্য তদ্দিনোৎপন্নস্য কুসুমেনোপমা যুক্তৈব; উপনিষৎকল্পলতাশ্রেণ্যাস্তু কৃষ্ণস্য প্রাকট্যমনপেক্ষ্যাপি নিত্যবিরাজমান-ত্বং প্রতিপাদয়ন্ত্যাস্তদেকমাত্রপ্রয়োজনায়াঃ ফলেনৈব সদৈব কৃষ্ণস্যোপমা যুক্তৈব। এবঞ্চ ক্রমেণ বীজত্বাঙ্কুরত্ব-পল্লবত্ব-কুসুমত্ব-ফলত্বানামেকস্যৈব যৌগপদ্যেন বর্ণনাদ্বিরোধালঙ্কারঃ। সম্পন্ন ইবেতি বৈষয়িকস্য, সিদ্ধ ইবেতীশ্বরস্যাপি সর্বসুখস্য প্রাপ্তির্ব্যঞ্জিতা। উৎকীর্ণ ইবেতি আনন্দসাক্ষাৎকারভাবেন প্রথমং বিক্ষিপ্ত ইব, প্রতিপত্তব্যমূঢ় ইবেত্যর্থঃ। ততস্তেনৈব জড়ীকৃতো লিখিতশ্চিত্রিত ইব, ততস্তং বোঢ়ুমশক্তত্বাদিব, প্রাপ্তমূর্চ্ছত্বেন আদৌ সুপ্ত ইব, তত উত্থিত ইবেতি। কৃষ্ণ-দর্শনসুখং পুনরনুভাবয়িতুমিব চেতনা-দেব্যৈব প্রতিবোধিতত্বেনেতি ভাবঃ। বালমানং বিপুলাৎ কাৎ সুখাদ্ধেতোঃ পুলকং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা দশমাসাদ্য স্থিতঃ। বলমানমিতি শানজন্তো বলতিঃ; "সুখ-শীর্ষ জলেষু কম্" ইতি বিশ্বঃ। নিস্তিমিতাং নিঃশেষেণার্দ্রীভূতাম্; কলধৌতেন সুবর্ণেন, কলধৌতেন রূপ্যেণ চ, যথাসংখ্যং যুক্তানি বিষাণানি শৃঙ্গাণি খুরাশ্চ যেষাং তৈঃ; "কলধৌতং রূপ্যহেম্নোঃ" ইত্যমরঃ; যদ্বা কলধৌতয়োঃ স্বর্ণরূপ্যয়োঃ করৈঃ কিরণৈঃ, রলয়োরৈক্যাৎ; ক্রমেণ ধৌতানীব শৃঙ্গাণি খুরাশ্চ যেষাং তৈঃ; অবনিনির্জরাণাং ভূদেবানাম্; তেষাং মধ্যে একৈকশ একৈকস্য বিপ্রস্য প্রত্যঙ্গনমঙ্গনে অঙ্গনে তিলাদিপর্বতত্রয়ং নির্মিতবান্, তেন তদানীং দত্তানি বস্তূনি পর্বতাদিক্রমেণৈব কথঞ্চিদ্-গণয়িতুং শক্যানি, ন তু টঙ্কাদিক্রমেণেতি ভাবঃ ॥

যেন সিদ্ধদশা প্রাপ্তি হল তাঁর—প্রথমে বিক্ষিপ্তের মতো হয়ে গেলেন পরে চিত্রের মতো নিষ্পন্দ হয়ে গেলেন, পুনঃ সুপ্তোত্থিতের মতো বলমান বিপুল সুখ হেতু পুলকে আনন্দাশ্রুকণসমূহ বর্ষণ করতে থাকলেন, ভাবের আবেগে একেবারে গলে গিয়ে এক অপূর্ব দশায় উপস্থিত হলো তিনি।

শ্রীনন্দোৎসব :

সানন্দিত উপনন্দ সন্নন্দ প্রভৃতি এবং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুরোহিতের দ্বারা শ্রীব্রজরাজ স্বতনয়ের জাতকর্মাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করালেন, নিজ তনয়ের সমৃদ্ধির জন্য স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিতা শৃঙ্গখুরযুক্তা মণিমালাকণ্ঠী নবপ্রসূতা গাভীসমূহে ব্রাহ্মণগণের প্রতিগৃহ যেন সুরভিলোক করে তুললেন, এর মধ্যে আবার এক এক বিপ্রের অঙ্গনে তিলপর্বত-হিরণ্যপর্বত মণিপর্বত নিমেষমাত্রে ব্রজরাজ নির্মাণ করে দিলেন।

১৯। তস্য বিতরণসময়ে চিন্তামণিকল্পতরু-কামধেনুগণশ্চ শক্তিহীন ইব, রত্নাকরা অপি যাদোমাত্রাবশিষ্টা ইব, কিং বহুনা ? ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরপি লীলাপদ্মৈকশেষা বভূব ॥

২০। অনন্তরঞ্চ শ্রীব্রজপুরপুরন্দরস্য শুভকুমার আবিরাসীদিতি জগন্মঙ্গলমঙ্গলো ধ্বনিরধ্বন্যধ্বনি মুখান্মুখতো যদৈব সমন্ততঃ সঞ্চচার, তদৈব তদগ্রতো বা সানন্দোপনন্দ-সন্নন্দপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্ব এব গোদুহো নিজ-নিজপরিজনৈর্বিবিধপট্টসূত্রকল্পিতশিগ্ভির্মণিময়বিহঙ্গিকাভির্মণিঘটপটলপূরিতান্ ঘৃত-দধি-নবনীত-মথিতোদশ্বিদামিক্ষাদিবিবিধগোরসান্ সমানায্য বিবিধমণিমণ্ডনমণ্ডিতা মঙ্গলহারিদ্রবসনানুকারিক্ষণপ্রভা-প্রভাতিরস্কারি-চারুচামীকরবসনৈঃ কৃতাকল্পাঃ, কনকমণিদণ্ডপাণিকমলাঃ, সমুন্মর্য্যাদপরমানন্দবারাং-নিধের্মহোর্ম্ময় ইব সকলা এব দিশো ব্যানশিরে ॥

২১। তৎসমকালমেব যাবজ্জনুরননুভূতপ্রভূতামোদমুদিতমেদুরমনা মনোরথাতীতং কমপি তদুদন্ত-

---

১৯। তদালোক্য তদানীন্তনজনানাং সম্ভাবনামাহ—চিন্তামণীত্যাদি। অন্যেষাং স্বপুরস্থকনকাদীনাং কা কথা ? যোঽয়ং নন্দস্য দানাবেশো লক্ষ্যতে, ততশ্চিন্তামণ্যাদীনাং গণশ্চ শক্তিহীনো বভূব, রত্নানি প্রসবিতুমিত্যর্থাৎ। ভবিষ্যতীতি বক্তব্যে ভূতপ্রায়ত্বসম্ভাবনয়া বভূবেত্যুক্তম্। যাদোমাত্রেতি তদীয়রত্নানি তানীয় দত্তপ্রায়াণ্যেবেতি ভাবঃ ॥

২০। তদগ্রতো বেত্যেবমিব সম্ভাব্যত ইত্যুৎপ্রেক্ষৈবেয়ম্। বিহঙ্গিকা বাঁহুকা ইতি খ্যাতা ; "বিহঙ্গিকা ভারযষ্টিঃ" ইত্যমরঃ ; "তক্রং হ্যুদশ্বিন্মথিতং পাদাম্ব বর্ধাম্বু নির্জলম্", "আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্ দধিযোগতঃ" ইত্যমরঃ ; গোদুহঃ ; কীদৃশাঃ ? মঙ্গলৈরনর্গলমঙ্গলসূচকৈর্হারিদ্রৈর্হরিদ্রারসাক্তৈর্বসনৈস্তথা তেষাং ত্বতিতুচ্ছত্বাত্তদনুকারিভিস্তৎসদৃশৈর্মাঙ্গলিক-জন্মোৎসবে হারিদ্রবস্ত্রাণাং প্রাধানাৎ ক্ষণপ্রভাণাং বিদ্যুৎকান্তীনাং তিরস্কারিভিশ্চারুচামীকররসাক্তৈশ্চ বসনৈঃ কৃত আকল্পো বেশো যৈস্তে সমুন্মর্যাদস্য মর্যাদাতঃ সম্যগুৎক্রান্তস্য পরমানন্দসিন্ধোর্ব্যানশিরে ব্যাপ্তবন্তঃ ॥

২১। তৎসমকালমেব ব্রজরাজসদনং ব্রজনগর-নাগরীণামাবলিরিয়ায়েত্যন্বয়ঃ। কীদৃশী ? যাবজ্জনুর্জন্মপর্য্যন্তম্, ন অনুভূতঃ প্রভূতঃ প্রচুর আমোদস্তেন, মুদিতং প্রাপ্তহর্ষং মেদুরং সান্দ্রস্নিগ্ধং মনো যস্যাঃ সা ; তদুদন্তং জন্মবার্তাং

১৯। শ্রীনন্দমহারাজের বিতরণ-সময়ে চিন্তামণি-কল্পতরু-কামধেনুকুল যেন শক্তিহীন হয়ে পড়ল, রত্নের আকর সমুদ্রও যেন শুধু জলজন্তুর আকরস্থান হয়ে পড়ল, আর বেশী বলবার কি আছে— ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীও শুধু লীলাপদ্মধারিণী হয়ে রইলেন।

২০। অনন্তর শ্রীব্রজরাজপুরের শুভকুমার আবির্ভূত হয়েছে এই জগন্মঙ্গলমঙ্গল ধ্বনি-প্রতিধ্বনি সকল পথঘাটে চতুর্দিকে যখনই মুখে মুখে প্রচারিত হয়ে গেল তখনই শ্রীনন্দবাবার সম্মুখে সানন্দ-উপানন্দ-সন্নন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণ নিজ নিজ পরিজনের দ্বারা বাহিত মণিময় বাহুকাতে বিবিধপট্টসূত্রে বদ্ধ শিকায় ঝুলান ঘৃত-দধি-নবনীত-ঘোল-মাঠা-ছানাদি বিবিধ গোরসসমূহে পূর্ণ মণিময় ঘটসমূহ নিয়ে, নিজেরা বহুবিধ মণিময় ভূষণে মণ্ডিত হয়ে, মঙ্গলসূচক হরিদ্রা বর্ণের বসন-অনুকারী বিদ্যুৎপ্রভা-তিরস্কারী স্বর্ণবসনে ভূষিত হয়ে, পাণিকমলে কনকমণিদণ্ড ধরে নিরতিশয় পরমানন্দ সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের মতো সকল দিকে বিস্তার লাভ করে ব্রজরাজের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন।

২১। ঠিক সেই একই সময়ে—জন্মাবধি অননুভূত প্রচুর আহ্লাদে পুলকিত সান্দ্রস্নিগ্ধমনা,

মত্যন্তকমনীয়ং কর্ণাবতংসীকৃত্য কৃত্যপরিহারেণ হারেণ সতা লসতা ললিতকণ্ঠা, উৎকণ্ঠোত্তরলা, তরলায়মানমাণিক্যশকলা, অশকলাতিমঞ্জিমকঙ্কণা, কঙ্কণায়মান-হীরকনিকরসুভগাঙ্গদা, অঙ্গদাক্ষিণ্যকারিসকলাভরণা, ভরণার্হমহার্হকাঞ্চিকাঞ্চিতজঘনা, ঘনারোহারোহাতিমুখরকিঙ্কিণীকা, কনককমনীয়হংসকা, হংসকান্তগতির্বিলোলকেশবন্ধা, কেশবং ধামনিকামকমনীয়ং তৎকালাবির্ভূতমবলোকয়িতুং কনকভাজনোপনিত-মঙ্গলনির্মঞ্ছনিকার্হফল-কুসুমদধিদূর্ব্বাক্ষত-মণিদীপনিকরাদিকমতিমৃদুলচীনহারিদ্র-বসনশকলেনাপিধায় নিজনিজকরকমলতলেনোপগৃহ্য, ঝণঝণায়মান-মণিনূপুরকলনিনদৈর্মুখরয়ন্তীব দশ দিশো ব্রজরাজসদনমিয়ায় ব্রজনগরনাগরীণামাবলিঃ ॥

২২। অনন্তরং প্রবিশ্য সূতিকাভবনমালোক্য চ তমভিনবং নবং নয়ননির্মাণস্য ফলমিব সংবিজ্জন্মনো বিফলীভাবাভাবমহৌষধিপল্লবমিব নিজবাৎসল্যসরসো নীলমহোৎপলমিব চিরং জয়েতি মঙ্গলাশীঃ-

---

কৃত্যপরিহারেণ গৃহকৃত্যমনপেক্ষ্যেত্যর্থঃ। কিঞ্চ, গমনাঙ্গভূতং স্ব প্রসাধনাদি-কৃত্যমপেক্ষাঙ্ককারৈরবেত্যাহ—হারেণেত্যাদি। সতা বর্ত্তমানেন সাধুনা বা লসতা কান্তিমতা হারেণ ললিতঃ কণ্ঠো যস্যাঃ সা ; উৎকণ্ঠাভিরুত্তরলা ; তরলে হারমধ্যগমণৌ অয়মানং ঘটমানং মাণিক্যশকলং মাণিক্যখণ্ডং যস্যাঃ সা ; অশকলোঽখণ্ডঃ পূর্ণ এব মঞ্জিমা মঞ্জুত্বং যেষাং তানি কঙ্কণানি যস্যাঃ সা ; "তরলো হারমধ্যগঃ" ইত্যমরঃ। কমিতি মান্তমব্যয়ং জলবাচকম্, তস্য কণায়মানৈঃ কণসদৃশৈর্হীরকনিকরৈঃ শুভগমঙ্গদং যস্যাঃ সা ; অঙ্গানাং দাক্ষিণ্যকারীণি অনুকূলানি সকলান্যাভরণানি যস্যাঃ সা ; ভরণার্হয়া মঞ্জুষিকান্তর এব রক্ষণধারণার্হয়া। কিঞ্চ, মহার্হয়া উৎসবযোগ্যয়া উৎসবসময়মাত্রধার্যয়েত্যর্থঃ। কাঞ্চিকয়া অনুকম্পিতকাঞ্চ্যা অঞ্চিতং পূজিতং জঘনং যস্যাঃ সা ; ঘনে নিবিড়ে আরোহে নিতম্বে আরোহ আরোহণং যস্যাঃ সা চাসৌ মুখরা চ কিঙ্কিণী যস্যাঃ সা ; "আরোহস্ত্ববরোহেঽপি বারারোহা কটাবপি" ইতি মেদিনী। হংসকঃ পাদকটকঃ, হংসস্যেব কান্তা গতির্যস্যাঃ সা ; কেশবং শ্রীকৃষ্ণং ধাম্না স্বকান্ত্যা নিকামং যথেপ্সিতমেব কমনীয়ম্ ॥

২২। সম্বিদোঽনুভবময্যা বুদ্ধের্জন্মনো বিফলীভাবো বৈফল্যং তস্যাভাবে নিমিত্তে মহৌষধিপল্লবমিব ; নয়নেতি

মনোরথাতীত-অনির্বচনীয়-অত্যন্ত কমনীয়-মুখে মুখে প্রচারিত সেই বার্তা কর্ণভূষণ করে গৃহকর্ম ছেড়ে ঝলমলে হারে ললিতকণ্ঠা, কৃষ্ণ-দর্শনোৎকণ্ঠায় চঞ্চলা, হারমধ্যগ মাণিক্যখণ্ডে দীপ্তা, অতিসুন্দর অখণ্ড কঙ্কনে অলঙ্কৃতা, জলকণসদৃশ হীরকে খচিত সুন্দর বাজুতে শোভিতা, অঙ্গের শোভাবর্দ্ধনকারী সকল আভরণে সজ্জিতা, রত্নঝাপিতে ধারণযোগ্য ও উৎসবকালে মাত্র পরিধানযোগ্য অনুকম্পিতা কাঞ্চিতে পূজিত জঘনা, স্থুল নিতম্বে পরিহিতা মুখরা কিঙ্কিণীতে সজ্জিতা, কনক-কমনীয় নূপুরে মণ্ডিতা, হংসীর মতো দুলে দুলে চলনে মনোহরা, এলোমেলো কেশবন্ধনে সুশোভিতা ব্রজনগরনাগরীগণ স্বকান্তিতে নিরতিশয় কমনীয় সদ্য আবির্ভূত কেশবকে দর্শনার্থে স্বর্ণপাত্রে মাঙ্গলিক আরত্রিকযোগ্য ফল-কুসুম-দধি-দূর্বা-আতপতণ্ডুল-মণিদীপাদি সমূহকে অতি কোমল সূক্ষ্ম পীত বসনখণ্ডে ঢেকে নিজ নিজ করকমলতলে ধারণ করে মণিনূপুরের ঝন্-ঝনানি মৃদু শব্দে দশদিক্ মুখরিত করে ব্রজরাজ-গৃহে এসে উপস্থিত হলেন।

২২। অনন্তর ব্রজনগরনাগরীগণ সূতিকা ভবনে প্রবেশ করে নয়ন-নির্মাণের ফলের মতো, অনুভবময়ী বুদ্ধির অপ্রকাশ-ব্যাধির নিরাময়ের মহৌষধি-পল্লবের মতো, নিজ বাৎসল্যসরসীর

প্রসূনৈরভ্যর্চ্চ্য বিনিমেষমনুবেলমীক্ষমাণা ব্রজেশ্বরী-সৌভাগ্যসারঃ শরীরবানয়মিতি তামেব স্তুবত্যঃ, মুহূর্ত্তানন্তরমলিন্দতলমাসাদ্য মঙ্গলসঙ্গীতিস্বরীতিলিলিতবদনা অন্তরগুঞ্জদলিপুঞ্জকলমধুরঝঙ্কারকোলাহললুলিতকমলাঃ কমলিন্য ইব, পরস্পরমতিকৌতুকেন কেনচন প্রণয়ভরসরসকরসরসীরুহকুড্মলেন পরস্পরবদন-শশধরমণ্ডলমতিবিমল-স্বরভিতরতৈলহারিদ্র-দ্রবনবনবনবনীতাদিভিরভিতো দশন-কিরণভরালসলসদমলবন্ধূকবন্ধুরাধরকিসলয়ং হসন্ত্য এব লিম্পন্ত্যো যদা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীসৌভাগ্যমধরীচক্রুস্তা নাগর্য্যঃ, তদৈবাঙ্গনভুবি ব্রজপুরপুরন্দরং সময়া সময়াসাদিত-পরমানন্দসন্দোহাস্ত এব গোদুহো মহামদমুদিতা ইব, ইন্দুকন্দুকৈরিব নবনীতপিণ্ডৈঃ স্থূলতরকরকানিকরৈরিব আমিক্ষাগেণ্ডুকৈঃ, দধিজলধিকর্দ্দমগোলৈরিব চন্দ্রিকাপললখণ্ডৈরিব দধিপিণ্ডৈঃ, পরস্পরং নিঃসাধ্বসমভিঘ্নন্তো মণিময়জলযন্ত্রপূরিতানাং পয়ো-

---

বহিঃসুখস্য, সম্বিদিত্যান্তরসুখস্য, নির্জেতি সুখময়সাহজিকভাবস্য চ প্রকাশঃ। অন্তরে মধ্যে গুঞ্জতামলিপুঞ্জানাং ভ্রমরসমূহানাং কলো মধুরাস্ফুটধ্বনিরেব মধু তদ্রাতি দদাতি বর্ষতীতি যাবৎ, তথাভূতো ঝঙ্কারকোলাহলস্তেন লুলিতানি আকুলিতানি কমলানি অগ্রস্থিতত্বান্মুখাকারাণি পুষ্পাণি যাসাং তাঃ, 'লুল বিমর্দনে' সৌত্রোব ধাতুঃ, কমলিন্যঃ কমললতা ইব। অত্র মঙ্গলসঙ্গীতীনাং ভ্রমরঝঙ্কার উপমানম্, মুখানাং কমলানি, তাসাং নারীগণানাং কমলবল্লা ইতি। প্রণয়স্য ভরেণেব সরসেন করকমলকুট্মলেন দশনকিরণানাং দন্তকান্তীনাং ভরেণ ভারেণ অলসং লসতঃ কান্তিমতঃ, অমলবন্ধুকাদপি বন্ধুরং সুন্দরমধরকিসলয়ং যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা হসন্ত্যঃ অধরীচক্রুর্ন্যনীচক্রুঃ। অঙ্গনভুবীতি অলিন্দে তু স্ত্রীভিরাবৃতত্বেন তত্রানবকাশাদ্ব্রজপুরস্য পুরন্দরমিন্দ্রং শ্রীনন্দং সময়া, শ্রীনন্দস্য নিকটে ইত্যর্থঃ; "অভিতঃ পরিতঃ সময়া" ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া; "সময়ান্তিকমধ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ; গোদুহো গোপাঃ, করকা বর্ষোপলঃ, আমিক্ষায়া এব নিবিড়ত্বাৎ নিস্তলত্বাচ্চ গেণ্ডুকতুল্যত্বং গোলো 'গোটা' ইতি খ্যাতো বর্ত্তুলপিণ্ডঃ; চন্দ্রিকায়াঃ পললখণ্ডৈর্মাংস-

---

নীলোৎপলের মতো সেই অভিনব নবকে দর্শন করে—'বাছা চিরজীবি হও, তোমার জয় হউক' এইরূপ মঙ্গল আশীর্বাদরূপ পুষ্পের দ্বারা অর্চনা করে প্রতিক্ষণ অনিমেষ নয়নে দর্শন করতে করতে 'অহো এঁ যে ব্রজেশ্বরীর সৌভাগ্যসার ঘনীভূত হয়ে মূর্তিমান হয়েছে দেখছি'—এইরূপ বলে মা যশোদার স্তব করতে লাগলেন। এক মুহূর্ত পরে বারান্দায় এসে—অন্তরে গুঞ্জনকারী অলিপুঞ্জের কলমধুর ঝঙ্কার কোলাহলে আকুলিতা, পুষ্পান্বিতা কমললতার মতো দেহা, মঙ্গল-সঙ্গীতের স্বরীতিতে ললিত বদনা ব্রজাঙ্গনাগণ অতি কৌতুকে কোনও অনির্বচনীয় প্রণয়াতিশয়ে সরস করকমল কলিকা দ্বারা পরস্পর অতি বিমল সুরভিত তৈল-হরিদ্রাদ্রব-নব নবনীতাদি দ্বারা দশন-কিরণভারে অলস দীপ্ত নির্মল সুন্দর বাঁধুলি পুষ্পসম অধর কিশলয়া একের মুখচন্দ্রমণ্ডল যখন চতুর্দিকে অন্যে হাসতে হাসতে লেপন করে দিচ্ছিলেন তখন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর সৌন্দর্যকে তাঁরা তুচ্ছ করে দিচ্ছিলেন।

সেই সময়েই অঙ্গন-ভূমিতে ব্রজপুরপুরন্দরের নিকট এসে সময়োপযোগি পরমানন্দ সমুদ্রে মগ্ন গোপগণ মহানন্দে যেন বিহ্বল হয়ে কর্পূরবলের মতো নবনীতখণ্ডের দ্বারা, বড় বড় শিলাখণ্ডসমূহের মতো ছানাবলের দ্বারা, দধিসমুদ্র-কর্দমবলের মতো-চন্দ্রের মাংসখণ্ডের মতো দধিপিণ্ডের দ্বারা পরস্পরকে নির্ভয়ে তাড়না করতে লাগলেন।

দধিমণ্ডমথিতোদশ্বিদাদীনাং দ্রুতকনকপয়সামিব হারিদ্রসলিলানামপি মহাসুগন্ধিতৈলানাঞ্চ ধারাপাতৈঃ পরস্পরং সিঞ্চন্তো মৃদুমৃদঙ্গ-পণব-ডমরু-ঝর্ঝর-মৃদুল-মর্দ্দলকুল-কাহল-ভেরী-প্রভৃতি-মঙ্গল-বিচিত্রবাদিত্র-নিনদানুগততালক্রমং নৃত্যন্তো গায়ন্তশ্চ মঙ্গলসঙ্গীতান্তর্গত-চর্চ্চরিকাদ্বিপদিকাজম্ভলিকা-তেনাদিনানাবিধ-গানমনাকলিতমপি সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব তৎকালাবির্ভূতং তমপূর্ব্বং কুমারং ব্রজরাজমাহ্লাদয়াঞ্চক্রুঃ ॥

২৩। ইতস্ততশ্চ উর্ব্বীগীর্ব্বাণসঞ্চয়-মঙ্গলাশীঃস্বনসহচর-বেদনির্ঘোষৈরভিতোঽভিতঃ সকল-জন-মুখোদ্গীর্ণ-জয়জয়-রবৈঃ পরিতশ্চ চারুচারণ-মাগধ-সূত-বন্দি-বৃন্দোপনীতবাস্তবস্তবস্তবকৈরপি নাদব্রহ্মময় ইব সময়ঃ সমপাদি ॥

২৪। ততশ্চ তমতিমহোৎসবমহারসং জরয়িতুমসমর্থেব বা ব্রজপুরভূরভূৎ, পুরপ্রণালিকা-নিকরমুখনিঃসৃত-দধি-দুগ্ধাদিধারাপ্রপাতমিষেণ মুহুর্বমন্তীব সুরভয়তি স্ম চ পুরমার্গান্, যদ্ধারাজলং গৃহীতবিহগাকারা নাকিনোঽপি সাদরমুপস্পৃশন্তি স্ম, পিবন্তি স্ম চ ॥

পিণ্ডৈরিব, ইতি সুখস্পর্শত্বমুক্তম্। চর্চরিকাদয়ো গীতচ্ছন্দোভেদাঃ; এবম্ভূত-নানাবিধগানং কর্ম, তমপূর্বং কুমারং প্রযোজ্য কর্মভূতং সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব, অনুভাবয়ন্ত ইব। কিংবা, গানমেব প্রযোজ্যকর্মভূতং সাক্ষাৎকারয়ন্ত ইব দর্শয়ন্ত ইব, তং কুমারমিত্যার্থঃ। গানং কীদৃশম্? অনাকলিতমপি পূর্বমনভ্যস্তমননুভূতমপি তদানীং ভগবদিচ্ছয়ৈব সহসা স্ফুরিতমিত্যর্থঃ ॥

২৩। চারণা নটাঃ, "সূতাঃ পৌরাণিকাঃ প্রোক্তা মাগধা বংশশংসকাঃ। বন্দিনস্ত্বমলপ্রজ্ঞাঃ প্রস্তাবসদৃশোক্তয়ঃ ॥" ইতি ॥

২৪। জরয়িতুং জীর্ণং কর্তুমসমর্থা ইব সা ব্রজপুরভূর্মুহুর্বমন্তীবাভূদিত্যন্বয়ঃ। পুরস্য প্রণালিকানিকরা এব মুখানি তেভ্যো নিঃসৃতো যো দধি-দুগ্ধাদিধারাপ্রপাতস্তন্মিষেণ বমন্তীবাভূদিতি সম্বন্ধঃ। নাকিনো দেবাঃ ॥

মণিময় পিচকারিতে দুগ্ধ-দধিমণ্ড-ঘোল-মাঠা, এবং গলিত স্বর্ণজল সম হরিদ্রাজল ও মহাসুগন্ধি-তৈল ভরে নিয়ে তার ধারাপাতে পরস্পরকে ভিজিয়ে দিলেন;—মৃদুমৃদঙ্গ-পনব-ডমরু-ঝর্ঝর-মৃদুলমাদল-কাহল-ভেরী প্রভৃতি বিচিত্র মঙ্গলবাদ্যের শব্দের অনুগত তালে নৃত্যগীত করতে লাগলেন তাঁরা, মঙ্গল-গীতের অন্তর্গত চর্চরিকা-দ্বিপদিকা-জম্ভলিকা-তেনাদি নানাবিধ গান পূর্বে অনভ্যস্ত অননুভূত হয়েও শ্রীভগবৎ ইচ্ছায় সহসা এসে যেন স্ফূর্তি পেতে লাগল—এইরূপে ব্রজগোপগণ তৎকাল-আবির্ভূত সেই কুমারকে এবং ব্রজরাজকে আহ্লাদিত করলেন।

২৩। আরও, ইতস্ততঃ এখানে ওখানে চতুর্দিকে ব্রাহ্মণদিগের মঙ্গলাশিষ-শব্দের সঙ্গে মিশ্রিত বেদধ্বনিতে, চতুর্দিকে সকল জন-মুখোদ্গীর্ণ জয় জয় রবেতে, এবং চতুর্দিকে সুন্দর চারণ-মাগধ-সুত-বন্দিসমূহের দ্বারা বাস্তব প্রস্তুত স্তব স্তুতিতে নন্দোৎসব কাল তো নাদব্রহ্মময় হয়ে গিয়েছিল।

২৪। অতঃপর সেই মহামহোৎসবের মহারস যেন সেই ব্রজপুর-ভূমি পরিপাকে অসমর্থ হয়েই পুরপ্রণালিকাসমূহের মুখ নিঃসৃত দধি-দুগ্ধাদি ধারা-প্রপাত ছলে বমন করতে লাগল, এবং পুরপথ সুরভিত করে তুলল;—সেই ধারা-জল স্বর্গের দেবতা পক্ষীরূপ ধরে সাদরে স্নান পান করছিল।

২৫। তস্মিন্নেব সময়ে সকলা এব ধেনবো নবোন্নীত নবনীত-হরিদ্রাতৈলরুষিতাঃ কনকমণি-বিভূষণভূষিতাঃ সবৎসা জগৎসারভূতা নিজনিজমনসি কৃষ্ণাবির্ভাবভাবুকসুভগম্ভাবুকা হর্ষহম্বারবেণ মুখরয়ন্ত্যো ভুবনতলং নাত্মানমপি সস্মরুঃ, কিমুতাহার-পানাদি ॥

২৬। এবমতিকালকলিতমহোৎসবমাভীরীনিকুরম্বং ভগবতী শ্রীবসুদেব-পত্নী রোহিণী তৈল-সিন্দূরমাল্যবসনাভরণাদিভিরভিপূজ্যাভিনবশুভকুমারাভ্যুদয়মভ্যর্থয়ামাস। বহিশ্চেতরেতরমনবরত-রভসরভসাবশাৎ সহসহর্ষকৃতযজ্ঞাবভৃথস্নানাস্ত এবোপনন্দাদয়ো ব্রজপুর-পুরন্দরং পুরস্কৃত্য প্রতিজনমেব মণিময়মণ্ডনমহার্হবসন-মালা-চন্দন-তাম্বূলাদিভিরভ্যর্চ্চ্য সবিনয়মভিনব-শুভকুমারমঙ্গলোদয়মাচকাঙ্ক্ষুঃ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে প্রাদুর্ভাবলীলালতাবিস্তারে
দ্বিতীয়ঃ স্তবকঃ ॥২॥

২৫। কৃষ্ণাবির্ভাব এব ভাবুকং মঙ্গলং তেন সুভগম্ভাবুকাঃ সুভগা ভবন্ত্য ইত্যর্থঃ॥

২৬। রভসস্য হর্ষস্য রভস্যা বেগস্তদ্বশাৎ, রভসা টাবন্তোঽপ্যস্তি; "রভসা হর্ষবেগয়োঃ" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষপাঠাৎ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং দ্বিতীয়স্তবকসঙ্গমনম্ ॥২॥

২৫। সেই সময়ে সদ্য তোলা নবনীত-হরিদ্রা-তৈলে মর্দিতা, কনকমণি বিভূষণে ভূষিতা-সবৎসা-জগৎশ্রেষ্ঠা ধেনুসমূহ নিজ নিজ মনে কৃষ্ণাবির্ভাবরূপ মঙ্গলের দ্বারা নিজেকে সৌভাগ্যবতী ভেবে আনন্দে হাম্বা হাম্বা শব্দে ভুবনতল মুখরিত করে তুলল—তাঁদের নিজ দেহস্মৃতিই বিস্মরণ হয়ে গেল—আহার পানাদির আর কথা কি ?

২৬। এইরূপে বহুক্ষণ মহোৎসবে মত্ত ব্রজগোপীগণকে ভগবতী শ্রীবসুদেব পত্নী রোহিনীদেবী তৈল-সিন্দুর-মালা-বসন-আভরণাদি দ্বারা সাদরে পূজা করে অভিনব শুভকুমারের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রার্থনা করলেন,—বহিরাঙ্গনে পরস্পর নিরন্তর আনন্দ-মত্ততায় অধীরতাহেতু হাসিভরা মুখে অনুষ্ঠিত যজ্ঞের অন্তে স্নান করে উপনন্দাদি গোপগণ ব্রজপুরপুরন্দর শ্রীনন্দবাবাকে সম্মুখে করে উপস্থিত প্রতি-জনকে মণিময় মণ্ডন - মহামূল্যবান বসন - মালা - চন্দন - তাম্বূলাদি দ্বারা অর্চনা করে সবিনয়ে অভিনব শুভকুমারের মঙ্গলোদয় প্রার্থনা করলেন।

তৃতীয়ঃ স্তবকঃ

…—ঃ০ঃ—…

১। এবং ভুবমবতীর্ণে নরাকৃতিনি পরব্রহ্মণি সমুপগতে চ স্তনন্ধয়তাং পূর্ব্বাবতীর্ণঃ স চ ব্রহ্মভূতো লোকঃ কেবলং লৌকিক ইব লোকৈর্দৃশ্যমানোঽপি সহাবতীর্ণয়া শ্রিয়ৈব পুনরপ্যলৌকিকো জায়মানঃ সকলজননয়নমনশ্চমৎকারকারী বভূব ॥

২। তন্মধ্যে এব লৌকিকতাপত্তৌ ব্রজরাজে রাজ্ঞঃ কংসস্য বার্ষিকং গোরসাদিকরমুপপাদয়িতুং পরিরক্ষণার্থমাপ্ততম-স্থবিরাভীরনিকরং নিযোজ্য নিযোজ্যৈরেব কিয়দ্ভির্যদুরাজধানীং গতবতি সতি দুরাত্মনা তেনৈব কংসাভিধেন নৃশংসেন পূর্ব্বজন্মুষি কালনেমিতয়াখ্যাতেন পূর্ব্ববৈরমনুস্মরতা (ভা০ ১০।৪।১২) "কিং ময়া হতয়া মন্দ ক্বচিজ্জাতস্তবান্তকঃ" ইতি যোগমায়োদিতেন তদনুসন্ধানধুরন্ধরতয়া তদপচিকীর্ষয়া প্রেষিতঃ পূতনানামবালগ্রহঃ প্রথমমেব তামেব ব্রজরাজ-রাজধানীমাসসাদ, সা পূতনা নাম কামরূপিণী

তৃতীয়ঃ স্তবকঃ

তৃতীয়ে পূতনাঘাতঃ শ্রীযশোদাতিরোদনম্।
বর্ণ্যতে মথুরাতোঽথ নন্দস্যাগমনং গৃহে ॥

১। স চ প্রসিদ্ধো ব্রহ্মভূতঃ,—শ্রীভাগবতাদৌ সর্বেষামপি ভগবদ্ধাম্নাং ব্রহ্মস্বরূপত্বেন নিশ্চিতত্বাৎ, (গো০ তা০ উ০ ২৯) "তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্ব্রহ্মগোপালপুরী হি" ইতি শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতেঃ। শ্রিয়া শোভয়া ॥

২। ব্রজরাজে গোরসাদিকং কংসস্যোপপাদয়িতুং গতবতি সতীত্যন্বয়ঃ। কিং কৃত্বেত্যপেক্ষায়াং পুরপরিরক্ষণে-

---

তৃতীয় স্তবক

পূতনাবধলীলা ঃ

১। এইরূপে নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হলে এবং মা যশোদার স্তন্যপায়ী শিশুরূপে লীলাপরায়ণ হলে পূর্বাবতীর্ণ সেই প্রসিদ্ধ ব্রজমণ্ডল পূর্বে সাধারণ লোকচক্ষে কেবল লৌকিকের মতো প্রতীতি হলেও শ্রীকৃষ্ণসহ অবতীর্ণ শোভায় শোভন হয়ে পুনরায় অলৌকিক বলে অনুভূত হয়ে সকলজননয়নমনের চমৎকারকারী হল।

নিরুপমা সুন্দরী মাতৃবেশে পূতনার আগমন ঃ

২। ইতিমধ্যে লৌকিক ভাব-প্রাপ্ত ব্রজরাজ শ্রীনন্দবাবা অতি নিজজন বৃদ্ধ গোপগণকে পুরীর সংরক্ষণার্থ নিয়োগ করে কতিপয় অনুচরের সহিত রাজা কংসের বার্ষিক কর গোরসাদি দেওয়ার জন্য যদুরাজধানী মথুরায় গেলে পূর্বজন্মের শত্রুতা নিরন্তর স্মরণ-প্রভাবে এবং 'হে, মন্দ আমাকে মেরে কি করবে—তোমার হন্তা অন্যত্র কোথাও জন্মেছে' যোগমায়াদেবীর এই কথার প্রভাবে শত্রুর

রূপিণী সৌন্দর্য্যসম্পত্তিরিব সকলজননয়নচমৎকারকারিণী চ সমপদ্যত ॥

৩। যামভিবীক্ষ্য উর্ব্বশি উর্ব্বশিবং তে সৌভাগ্যম্, অলম্বুষে অলং বুষেণেব তে দর্পেণ, রম্ভে-হরম্ভেকীব ত্বমসি, ঘৃতাচি ঘৃতা চিতেব তে যশোনবনীতাবলীঃ, মেনকে মেন কে ত্বামুপহসন্তি, প্রম্লোচে প্রম্লোচেন গতং তে রূপসৌভগম্, চিত্রলেখে চিত্রলেখেব তে মূর্ত্তিঃ, তিলোত্তমে তিলোত্তমেব তে কীর্ত্তিঃ, ইতি সকলৈরেব পুরজনৈর্নাকবেশবিলাসিনীরুপহস্য কিমিয়ং মূর্ত্তেব ব্রজপুরদেবতা, কিমিয়ং ত্রৈলোক্যে-লক্ষ্মীঃ, কিমিয়মানম্বুধরা তড়িন্মঞ্জরী, কিমিয়ং নিষ্কুমুদবান্ধবা কৌমুদী—ইতি বিতর্ক্যমাণা ব্রজপুর-পরমেশ্বরী-ভবনমেব সা প্রবিবেশ ॥

৪। তথা সতি ইয়ং খলু ব্রজপুর-পুরন্দর-মন্দিরাবতীর্ণ-পরমমহাপুরুষচরণ-পরিচরণ-চাতুর্য্যধুর্য্যতয়া

ত্যাদি। নিযোজ্যৈঃ কিঙ্করৈঃ ; "নিযোজ্য-কিঙ্কর-প্রেষ্য-ভুজিষ্য-পরিচারকাঃ" ইত্যমরঃ ; যদুরাজধানীং মথুরাম্ ; তস্য নিজশত্রোরনুসন্ধানে ধুরন্ধরতয়া প্রবীণতয়া জাতস্য নিজশত্রোরপচিকীর্ষয়া অপকারেচ্ছয়া ॥

৩। হে উর্বশি! উরু অধিকমশিবমমঙ্গলং যস্য তথাভূতং সৌভগং তবাভূৎ, অনয়া স্বীয়সৌন্দর্যেণ তব তিরস্কা-রাদিতি ভাবঃ। বুষেণেব তৃণাদিক্ষোদেনেব ; "কড়ঙ্গরো বুসং ক্লীবে" ইত্যমরঃ। হে রম্ভে! অরং দ্রুতং ভেকীবৎ ত্বম্। হে ঘৃতাচি! তে তব যশাংস্যেব নবনীতানি, তেষামাবলিঃ, সা অধুনা ঘৃতা জলাদিনা সিক্তা চিতা প্রেতদাহিকা অগ্নিশ্রেণীব ; 'ঘৃ ঘৃ সেচনে' ইতি। হে মেনকে! মে মম সম্বন্ধিনঃ কে ন ত্বামুপহসন্তি, অপি তু সর্ব এব ; প্রম্লোচেন, প্রবাহেন ; চিত্রলেখা রেখা ইব স্তব্ধেত্যর্থঃ। তিলোত্তমা তিলাদপ্যুত্তমা অতিশ্যামা অপকীর্ত্তিরভূদিত্যর্থঃ। ইতি নাক-বেশবিলাসিনীঃ স্বর্গাপ্সরসঃ ; উপহস্য তিরস্কৃত্য ; ব্রজপুরদেবতেতি দুষ্প্রধর্ষত্বাংশেন, ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরিতি পরমশোভয়া, তড়িন্মঞ্জরীতি গৌরকান্ত্যা, কৌমুদীতি সুশীতলচ্ছবিতয়া ॥

অপকার-ইচ্ছাপ্রসূত অনুসন্ধান-তৎপরতায় পূর্বজন্মে কালনেমি নামে আখ্যাত দুরাত্মা নৃশংস কংস বালঘাতিনী পূতনাকে প্রেরণ করলেন—সে প্রথমেই গিয়ে সেই ব্রজরাজধানীতে উপস্থিত হল।

৩। একে দেখে সেই পুরজনেরা স্বর্গীয় অপ্সরাদের উপহাস করতে লাগলেন—ওহে উর্বশি, তোমার সৌন্দর্য তো এর নিকট অতি অমঙ্গলরূপেই দেখা দিচ্ছে ; হে অলম্বুষে তোমার রূপের গরব তো এবার ভুসিমাল সদৃশ তুচ্ছ হয়ে পড়ছে ; ওহে রম্ভে, তুমি তো ব্যাঙের মতো তুচ্ছ হয়ে গেলে হে ; ওহে ঘৃতাচি, তোমার যশরূপ নবনীতসমূহ তো আজ জলাদিতে সিক্তা চিতার আকার ধারণ করছে ; হে মেনকে, আমার জন কেই বা তোমাকে-না এখন উপহাস করছে ; ওহে প্রম্লোচে, তোমার রূপ সৌভাগ্য তো আজ বন্যার জলে ভেসে গেল হে ; হে চিত্রলেখে, তোমার মূর্তি তো আজ ছবির মতো নিশ্চল হয়ে পড়ল ; হে তিলোত্তমে, তোমার কীর্তিতো আজ যেন অতিশয় কালিমায় ঢেকে গেল—এইরূপ উপহাস করবার পর ব্রজজনেরা বিতর্ক করতে লাগলেন—ইনি কি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী, ইনি কি বিনামেঘে বিদ্যুতমঞ্জরী, ইনি কি বিনা চন্দ্রমার চন্দ্রিকা—সকলে যখন এইরূপ বিতর্কমান রয়েছের সেই অবসরে পূতনা ব্রজপুরপরমেশ্বরীর ভবনে গিয়ে প্রবেশ করল।

৪। এতে পুনঃ ঐ সকল ব্রজজন স্থির করল এ নিশ্চয়ই ব্রজপুরপুরন্দর শ্রীনন্দবাবার ঘরে

ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরেব সমুপসর্পতীতি পুনস্তৈরিদমেব নিরটঙ্কি॥

৫। অনন্তরং চৌরমূর্ত্তিরিব মহাসাহসা, লোভোপহতা জনতেব নির্লজ্জা, কোপবৃত্তিরিবাসমীক্ষ্যকারিণী, সা ভবনং প্রবিশ্য জ্বলন্তমিব সকলাশুভসমূহভস্মীকরণচণমহানলস্ফুলিঙ্গম্, নিখিল-রিপুনিকর-বহলতমঃ-সমুদ্ঘাটনপাটবৈকচটুলং বিলক্ষণং দীপশিখরমিব, সংসার-বিষমবিষ-মহাকূপার-নিঃশেষ-নিঃশোষকারিণং মুনিবিশেষমিব, মথ্যমানচন্দ্রিকাচয়ফেনধবলশয়নতলশয়িতং কর্পূরধূলিকেদারতট-সমুৎপন্নং মহামরকতাঙ্কুরমিব, খলবাণীব বহিঃ সরসা, বারীব বহিরাবৃতা, মণিকোষাঙ্কিতা কালায়সকরপালিকেব দর্শনসুখদা, কল্পলতিকায়মানা বিষলতিকেব, সস্নেহং জননীব তমঙ্কমারোপয়িতুং কৃতমতির্জনন্যা ব্রজপুর-পরমেশ্বর্য্যা বসুদেবভার্য্যয়ার্যয়া চ 'কিমিয়ং ভগবতী গৌরী, কিমিয়ং ভূতধাত্রী, কিমিয়মিন্দ্রাণী, কিমিয়ং

৪। পুনস্তৈরেব জনৈরিদমেব নিরটঙ্কি নির্ণীতম্। অত্র পূতনায়ামাবিশ্য ভগবতো যোগমায়ৈব লীলাসিদ্ধ্যর্থং তাদৃশসৌন্দর্য্যং স্ফোরয়িত্বা তান্ মোহয়ামাসেতি জ্ঞেয়ম্।—তস্যা বরাক্যাস্তামস্যা তয়া মায়য়া শুদ্ধসত্ত্বাবরণসামর্থ্যান্যথানুপপত্তেরিতি॥

৫। মহাসাহসেতি সহসান্তঃপুরপ্রবেশসামর্থ্যমুক্তম্। নির্লজ্জেতি স্বকার্যসাধন এব তাৎপর্যম্। অসমীক্ষ্যকারিণীতি তাদৃশসুভগশ্রীমূর্ত্তিদর্শনেঽপি ঘাতুকত্বব্যবসায়াত্যাগঃ। সা তমঙ্কমারোপয়িতুং কৃতমতির্জনন্যা ন প্রত্যষেধি। কীদৃশং তম্? সকলানামশুভসমূহানাং কাষ্ঠস্থানীয়ানাং ভস্মীকরণচণং ভস্মীকরণেন খ্যাতং মহাগ্নিকণম্, এতেন বিকারিবিশেষানিয়মেনৈব স্পর্শমাত্রেণৈব নিঃশেষপাপহারিত্বমুক্তম্। নিখিলা রিপুনিকরা এব বহলানি তমাংসি তেষাং সমাগুদ্ঘটনস্য পাটবে দক্ষতায়ামেকং চটুলং চঞ্চলং পরমসমর্থমিত্যর্থঃ। এতেন রিপুপ্রবর্ত্যমান-দুর্ব্যাপারারম্ভমাত্রেণৈব অক্ষোভেণ তন্নাশকারি-স্বভাবত্বমুক্তম্। সংসার এব বিষমস্য বিষস্য মহাকূপারঃ সমুদ্রস্তস্য নিঃশেষেণ নিঃশোষকারিণম্-এতেন তাদৃশ-শত্রুণামপি সংসারবন্ধচ্ছেদকত্বেন পরমদয়ালুত্বম্। ইত্যেবং তটস্থলক্ষণেন মহাগুণানুক্ত্বা তদানীং স্বরূপলক্ষণেনাপি পরমমাধুর্যং বর্ণয়তি—মথ্যমানেতি। মথ্যমানানাং চন্দ্রিকাচয়ানাং ফেনমিব ধবলমিত্যুপলক্ষণম্।

অবতীর্ণ পরমমহাপুরুষের চরণের পরিচর্যা-চাতুরীতে নিপুণ। ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীই সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

৫। অনন্তর মহাসাহসী লোভপরায়ণ জনের মতো নির্লজ্জা, কোপবৃত্তির মতো কার্যাকার্যবিচার-হীনা সেই পূতনা ব্রজরাজভবনে প্রবেশ করে সকল অশুভসমূহ ভস্মীকরণে বিখ্যাত প্রজ্বলিত মহানল-স্ফুলিঙ্গ সদৃশ, নিখিল শত্রুকুলরূপ অন্ধকাররাশি বিনাশে নিপুণ পরমসমর্থ বিলক্ষণ দীপশিখার মতো, সংসাররূপ বিষমবিষসমুদ্র নিঃশেষে শোষনে মুনিবিশেষের মতো, মথিত জ্যোৎস্না-সমুদ্র থেকে উত্থিত ফেনসম ধবল শয্যায় শায়িত, কর্পূরধূলিক্ষেত্রে সমুৎপন্ন মহামরকতাঙ্কুরের মতো সেই যশোদাতনয়কে দেখতে পেল। খল-বাণীর মতো মুখে মিষ্টি, বারীর মতো বহির্দেশে আবৃতা, মণিকোষে রক্ষিত তীক্ষ্ণ তরবারির মতো দর্শন-সুখদা, কল্পলতা প্রতীয়মানা বিষলতার মতো সেই পূতনা তাঁকে দেখে সস্নেহে জননীর মতো কোলে তুলে নেওয়ার ইচ্ছা করলে ব্রজপুরপরমেশ্বরী ও বসুদেব ভার্যা মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন—ইনি কি ভগবতী গৌরী, ইনি কি ভূতধাত্রী, ইনি কি ইন্দ্রানী, ইনি কি বরুণ পত্নী,

বরুণানী, কিমিয়মগ্নায়ী মদাত্মজং প্রতি বৎসলতয়া ?' ইতি বিতর্কপরয়া ন প্রত্যষেধি ॥

৬। 'কিমহমস্য মাতা কিমিয়ং বা, ইতি নির্দ্ধারয়িতুমসমর্থায়ামেব ব্রজেশ্বর্য্যাং নিঃসাধ্বসমেব তমর্ভকমঙ্কে বিধাতুমারেভে ॥

৭। উরীকৃতাজ্ঞভাবেন জ্ঞানঘনবিগ্রহেণ ভগবতাপি পরমকারুণিকেন জননীবেষমাত্রপরিলোচনপরিতুষ্টেনেব তয়া স্পৃষ্টমাত্রেণৈব তদঙ্কতলমরুরুহে। সা চ সাদরমঙ্কে নিধায় মাত্রোঃ পশ্যন্ত্যোঃ পরমবৎসলা জননীব পয়োমুখং বিষকুম্ভমিব পয়োধরমধরে নিধাপয়ামাস ॥

৮। ততশ্চ, পিবন্ দুগ্ধং স্নিগ্ধোদরদলিত-বন্ধূককলিকা-
দলদ্রোণীতাম্রাধরপুট-চমৎকারকলয়া।
অমূং চক্রে লীলাময়নবশিশুঃ প্রাণধমনী-
সমাকৃষ্ট্যা সদ্যঃ সকলকরণগ্লানিবিবশাম্ ॥

শীতলং কোমলঞ্চ যৎ শয়নতলং তত্র শয়িতম্। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে কর্পূরধূলীত্যাদি। বহিঃপ্রকাশরূপেণ সরসা, অন্তঃস্বগতরূপেণ অতিক্রূরা বাণী; পূতনাপি বহির্বাৎসল্যপ্রকাশিনী, অন্তস্তু মারণব্যবসায়বতীত্যর্থঃ। দুর্মদগজানাং বন্ধনেন বশীকরণার্থং বারী যথা তৃণাদিভির্বহিরাবৃতা, অন্তস্তু বিবরময়ী, তথা সাপীত্যর্থঃ। কালায়সকরপালিকা তীক্ষ্ণখড়্গলতিকা; বসুদেবভার্যয়া রোহিণ্যা চ ন প্রত্যষেধি। গৌরীত্যনুপমসৌন্দর্যদৃষ্ট্যা, ভূতধাত্রীতি পরমকৃপোদয়দৃষ্ট্যা, ইন্দ্রাণীতি স্বাধিকারপ্রকাশনদৃষ্ট্যা, বরুণানীতি স্নিগ্ধচ্ছবিদৃষ্ট্যা, অগ্নায়ীত্যতিদুর্দ্ধর্ষত্বদৃষ্ট্যা বিতর্কঃ ॥

৬। অঙ্কে ক্রোড়ে ॥

৭। উরীকৃতোঽঙ্গীকৃতোঽজ্ঞভাবোঽজ্ঞত্বং যেন তস্য, সর্বদা মধুরলীলাবিষ্টত্বেঽপি উৎপাতাগমকালে সহসৈবৈশ্বর্যস্ফুরণস্বভাবত্বাৎ ॥

৮। অমূং পূতনাং সকলানাং করণানামিন্দ্রিয়াণাং গ্লানিভির্বিবশাং চক্রে। প্রাণধমনী প্রাণনাড়ী, তস্যাঃ

ইনি কি অগ্নির পত্নী—আমার পুত্রের প্রতি বাৎসল্যে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন'—এইরূপ বিতর্কপরায়ণ হয়ে বাধা দিলেন না।

বিষস্তনচুষণচ্ছলে পূতনাবধ ঃ

৬। 'এর মাতা কি আমিই কি এই সুন্দরী' এ-নির্দ্ধারণে ব্রজেশ্বরী অসমর্থা হয়ে পড়েছেন, আর অমনই পূতনা ঐ শিশুকে নির্ভয়ে কোলে তুলে নিতে আরম্ভ করল।

৭। জ্ঞানঘনবিগ্রহ হয়েও যিনি মুগ্ধত্ব-ভাবকে অঙ্গীকার করেছেন সেই পরমকারুণিক শ্রীভগবানও জননীবেশমাত্র দেখেই পরিতুষ্ট হয়ে স্পর্শ করা মাত্রই তার কোলে উঠে পড়লেন—সেও সাদরে কোলে নিয়ে দুই মায় দেখতে দেখতেই পরমবৎসলা মায়ের মতো পয়োমুখ বিষকুম্ভসম স্তন অধরে লাগিয়ে দিল।

৮। অতঃপর পাপড়ি সমন্বিত স্নিগ্ধোদর বাঁধুলি পুষ্পকলিকার পাপড়িরূপ পানপাত্রীসম তাম্রবর্ণ অধরপুটে চুষণচাতুর্যে স্তনপান করতে করতে প্রাণনাড়ীতে জোর আকর্ষণের দ্বারা পূতনার সকল ইন্দ্রিয়

৯। অনন্তরম্— মুঞ্চেতি ব্যথমানমানসতয়া ক্ষিপ্তোঽপি গাঢ়ং তয়া
চূষন্নেব সুকোমলাধরপুটেনাতৃপ্তবৎ কৌতুকী।
বিভ্রত্যাঃ সহজাকৃতিং বিষপয়ঃ পীত্বাঽষ্ঠিবত্তাং তনু-
মাবাসান্নিরসীসরদ্বহিরসৌ তৎক্রোড়বর্ত্তী চ সঃ ॥

১০। তদনু চ চক্রবর্ত্তিরাজ ইব সকলপ্রজাকরালঃ, লঙ্কাপরিসর ইব বিভীষণমাহাত্ম্যঃ গানব্যবহার ইব তালপ্রবেষ্টঃ, মহামহীধ্র ইব গণ্ডশৈলপয়োধরঃ, বলিরিব পাতালাস্যঃ, মহাশৈল ইব কন্দরাগভীর-

---

সমাকৃষ্ট্যা সম্যগাকর্ষণেন। কথং তদাকর্ষণমিত্যপেক্ষায়াং তদ্বিশিনষ্টি—স্নিগ্ধমুদরং যস্যাঃ সা চ দলিতা দলবতী যা বন্ধুককলিকা তস্যা দলমেব দ্রোণী পানপাত্রী তদ্রূপং যত্তাম্রবর্ণমধরপুটং তেন যা চমৎকারস্য কলা বৈদগ্ধী তয়া দুগ্ধং পিবন্; আবেশেন চূষণশব্দানুকরণং চমৎকারঃ ॥

৯। মুঞ্চেতি,—'বালং ন মুঞ্চত্যাপি মাত্রিকেণ, যা মুঞ্চ মুঞ্চেত্যপসারিতাপি। তাং পূতনাং মুঞ্চতি নৈষ বালঃ, স্বং মুঞ্চ মুঞ্চেত্যপসারয়ন্তীম্ ॥' সহজাকৃতিং বিভ্রত্যাঃ পূতনায়া বিষপয়ঃ পীত্বেতি তদানীং লব্ধাবসরয়া সংহারিকয়া শক্ত্যেব তৎ পানম্, তস্য তু ব্যপদেশমাত্রং "শক্তিশক্তিমতোরভেদাৎ" ইতি ন্যায়াৎ। এতচ্চ বর্ণয়িষ্যমাণ দাবানলপান-প্রসঙ্গবদেব জ্ঞেয়ম্। তস্যাস্তাং বিকটাং তনুং স্বভাবসিদ্ধামাবাসান্নগরাদ্বহির্নিরসীসরৎ নিঃসারয়ামাস। নগরমধ্যে তৎসম্মর্দনেন বহুতরলোকনাশং পরামৃশ্য বহিশ্চিক্ষেপেত্যর্থঃ। স্বয়ঞ্চ তৎক্রোড়বর্ত্তীত্যহো আশ্চর্যমিতি ॥

১০। তদ্দেহঃ ক ইব? চক্রবর্ত্তী রাজা সর্বমণ্ডলেশ্বরঃ স ইব সকলানাং প্রজানাং করমালাতি গৃহ্লাতীতি সঃ বাক্যার্থকথনমাত্রায়, কিন্তু আলাতীতি 'রা লা দানে' আতশ্চোপসর্গে কঃ, ততঃ ষষ্ঠীসমাস; পক্ষে, সকলপ্রজানাং সম্বন্ধে করালো ভীষণঃ, বিভীষণস্য মাহাত্ম্যং মহিমা যত্র; পক্ষে, বিশিষ্টং ভীষণং ভয়প্রদং মাহাত্ম্যং মহাকায়ত্বং যস্য সঃ; তালানাং প্রকর্ষেণ বেষ্টনং যত্র সঃ; পক্ষে, তালৌ তালবৃক্ষাবিব প্রবেষ্টৌ বাহূ যস্য সঃ; "ভুজবাহূ প্রবেষ্টো দোঃ" ইত্যমর; মহামহীধ্রো মহাপর্বতো মের্বাদিঃ, স ইব গণ্ডশৈলেষু পয়োধরা মেঘা যস্য সঃ; পক্ষে, গণ্ডশৈলাবিব পয়োধরৌ

গ্লানিতে বিবশ করে দিল ঐ শিশু।

৯। অতঃপর ব্যথায় কাতরমনা ঐ পূতনা 'ওরে দুষ্টু, ছাড় ছাড়' এই বলে ঐ শিশুকে দূরে ছুঁড়ে ফেলতে চাইলেও ঐ কৌতুকী নবশিশু তার সুকোমল অধরপুটে অতৃপ্তবৎ গাঢ়ভাবে যখন স্তন চুষেই যাচ্ছে তখন পূতনা নিজের স্বাভাবিক বিশাল দেহ ধারণ করল—ঐ নবশিশু তখন পূতনার বিষস্তন নিঃশেষে চুষে নিয়ে তার বিশাল দেহ আমের আঁটির মতো নগরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিল—সে নিজে কিন্তু তখনও তার কোলেই ছিল।

১০। অতঃপর চক্রবর্তিরাজা যেমন 'সকলপ্রজাকরালঃ' অর্থাৎ সকল প্রজার কর সংগ্রহীতা তেমনি পূতনার দেহ—'সকলপ্রজাকরালঃ' অর্থাৎ সকল প্রাণীর পক্ষে ভয়ঙ্কর দর্শন, লঙ্কা যেমন 'বিভীষণ-মাহাত্ম্যঃ' অর্থাৎ বিভীষণের মহিমায় পূর্ণ তেমনই 'বিভীষণমাহাত্ম্যঃ' অর্থাৎ ভয়প্রদ ও মহাকায়, গান-ব্যবহার যেমন 'তালপ্রবেষ্টঃ' অর্থাৎ তাললয়সমন্বিত তেমনই 'তালপ্রবেষ্টঃ' অর্থাৎ তালবৃক্ষসম বাহুসমন্বিত, মহাপর্বত যেমন মেঘাবৃত গণ্ডশৈলযুক্ত তেমনই 'গণ্ডশৈলপয়োধরঃ' অর্থাৎ গণ্ডশৈলের মতো বৃহৎ স্তনযুক্ত,

গন্ধবহঃ মহাযোধসমূহ ইব সংযুগপ্রবলদন্তঃ, ধ্বজিনীসঙ্ঘ ইব মহাধ্বজিহ্বঃ, যাদোগণ ইব মহাহ্রদোদরঃ, বনপ্রদেশ ইব মহাবটাক্ষঃ শালোরুশ্চ, সার্দ্ধযোজনব্যাপী তদ্দেহস্তদানীং পুরবাহ্যবনপরিসরে নিপতন্নবনিরুহানপি পাতয়ামাস ॥

১১। তদনু তদেতৎ কুহকমিতি জানতী তমাত্মজমনবেক্ষমাণা ব্রজরাজমহিষী বৎসবৎসলা গৌরিব 'অহো কষ্টমহো কিমিদং ক্ব মে তনয়ঃ' ইতি মূর্চ্ছন্তী, ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরাশ্বাস্যমানা সংজ্ঞামবলম্ব্য 'হা ধিক্ হা বত নীলোৎপলমিতি কর্ণাবতংসীকর্ত্তুং কিমপহৃতো নাকনারীভিঃ, নীলরত্নমিতি শিরঃশেখরী-

---

স্তনৌ যত্র সঃ ; পাতালে আস্থা স্থিতির্যস্য সঃ ; পক্ষে, পাতালবদাস্যং মুখং যস্য সঃ ; কন্দরাসু গভীরো গন্ধবহো বায়ুর্যত্র সঃ ; পক্ষে ; কন্দরে ইব গভীরে গন্ধবহে নাসিকে যস্য সঃ ; "গন্ধবহো ঘোণা নাসা চ নাসিকা" ইত্যমরঃ ; সংযুগে যুদ্ধে এব প্রবলন্ অন্তো মরণং যস্য সঃ ; পক্ষে, সম্যগ্ যুগা ইব প্রবলা দন্তা যস্য সঃ ; "রথসীরাঙ্গয়োর্যুগঃ" ইতি বিশ্বঃ ; ধ্বজিনীসঙ্ঘঃ সেনাসমূহঃ ; "ধ্বজিনী বাহিনী সেনা" ইত্যমরঃ ; মহাধ্বজিনং সেনান্তং হ্বয়তে ইতি সঃ ; পক্ষে, মহান্ অধ্বা মার্গ ইব জিহ্বা যস্য সঃ ; মহাহ্রদেষেব উৎকর্ষেণ ইয়র্ত্তি গচ্ছতীতি পচাদ্যচ্ ; পক্ষে, মহান্ হ্রদ ইব উদরং যস্য সঃ ; মহান্তো বটা অক্ষাশ্চ বৃক্ষভেদা যত্র সঃ ; অক্ষো বহেড়া ইতি খ্যাতঃ ; পক্ষে মহান্তৌ আবটৌ গর্ত্তাবিবাক্ষিণী যস্য সঃ ; "গর্ত্তাবটৌ ভুবি শ্বভ্রে" ইত্যমরঃ ; শালাভিঃ শাখাভিঃ শালবৃক্ষৈর্বা উরুর্বৃংহন্ ; পক্ষে, শালবৃক্ষাবিব উরূ যস্য সঃ। অবনিরুহান্ কংসোপভোগ্যফলান্ তদারামস্থান্ তামসপ্রকৃতীনাম্রাদীনিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

১১। তদানীন্তনং ব্রজেশ্বরীচেষ্টিতং বর্ণয়তি—কুহকমিতি। যদয়ং তস্যা দিব্যবেশঃ, ব্যাজময়ং যচ্চ বাৎসল্যমঙ্ক-

---

বলিরাজের যেমন 'পাতালাস্যঃ' অর্থাৎ পাতালে স্থিতি তেমনই 'পাতালাস্যঃ' অর্থাৎ পাতালবৎ তোবরা মুখযুক্ত, মহাশৈল যেমন 'কন্দরাগভীরগন্ধবহঃ' অর্থাৎ গুহায় প্রবাহমানা জমাট বায়ুসংযুক্ত তেমনই 'কন্দরাগভীরগন্ধবহঃ' অর্থাৎ গুহার মতো গভীর নাসিকাসংযুক্ত, বড় বড় যোদ্ধা যেমন 'সংযুগপ্রবলদন্তঃ' অর্থাৎ যুদ্ধে অতি উদ্ভট মৃত্যুর কবলে পতিত হয় তেমনই 'সংযুগপ্রবলদন্তঃ' অর্থাৎ লাঙ্গলের ফালের মতো বিকট দন্তযুক্ত, সেনাশ্রেণী যেমন 'মহাধ্বজিহ্ব' অর্থাৎ সেনাপতিকে আহ্বান করে তেমনই 'মহাধ্বজিহ্ব' অর্থাৎ রাজপথের মতো লম্বা চওড়া জিহ্বাসমন্বিত, জলজন্তুচয় যেমন 'মহাহ্রদোদরঃ' অর্থাৎ মহাহ্রদে সচ্ছন্দে খেলে বেড়ায় তেমনই 'মহাহ্রদোদরঃ' অর্থাৎ মহাহ্রদের মতো উদরবিশিষ্ট, বনপ্রদেশ যেমন 'মহাবটাক্ষঃ' অর্থাৎ মহাবট-বহেড়াসমন্বিত তেমনই 'মহাবটাক্ষঃ' অর্থাৎ মহা কোটরগত চক্ষুবিশিষ্ট, বনপ্রদেশ যেমন 'শালোরুশ্চ' অর্থাৎ শাল বৃক্ষের স্থিতিতে মহান্ তেমনই 'শালোরুশ্চ' অর্থাৎ শালসম উরুসমন্বিত—এরূপ পূতনার সেই ছয় ক্রোশব্যাপি ভয়ঙ্কর বিশাল দেহ নগরের বহিস্থিত বনভূমিতে নিপতিত হয়ে কংসের উপভোগ্য ফলবান্ বৃক্ষাদিকে ভূপাতিত করে দিল।

যশোদার বিলাপ ও পুত্রপ্রাপ্তি ঃ

১১ অতঃপর এ এক কুহক এইরূপ বুঝতে পেরে ব্রজরাজমহিষী পুত্রের অদর্শনে বৎসবৎসলা গাভীর মতো চঞ্চল হয়ে 'অহো কষ্ট, অহো আমার বাছা কোথায়' এই বলে মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হলেন—ব্রজপুরপুরস্ত্রীগণ কর্তৃক আশ্বাসিতা হয়ে সংজ্ঞা লাভ করে পুনরায় বলতে লাগলেন 'হা ধিক্, হায় হায়, নীলোৎপল

কর্ত্তুং চোরিত ইব নাগরনাগরীভিঃ, তমালকুসুমমিতি চিকুরোত্তংসীকর্ত্তুং কিমপসারিতো গন্ধর্বীভিঃ, সিদ্ধাঞ্জনমিতি নিহ্নুত্য রক্ষিত ইব যোগিনীভিঃ, তুহিনকিরণকোরক ইতি জটাটবীং প্রাপিতো ধূর্জটিনা, কিং মমৈব প্রবলতরদুর্নিয়তিদেব্যা বিলসিতমিদম্, কিমহমযোগ্যা জননীতি স্বয়মেব জনন্যন্তরমাসাদিতবান্' ইতি পুনঃ স্খলন্তী মূর্চ্ছামেব কালক্ষেপকরীমুররীচকার ॥

১২। তদনন্তরমবিলম্বমেবানয়া তনয়ো লভ্যতামিতি স্বয়মেব মূর্চ্ছায়া ত্যজ্যমানেব সা পুনঃ সংজ্ঞামবলম্ব্য 'হংহো কে জানীথ, কথয়ত, কেনাপ্যপহৃতং মেঽপত্যম্, ক্ব গতাঽহং লপ্স্যে' ইতি প্রবলতরপবনভুগ্নলবলীলতেব মলিনা পদে পদে স্খলন্তী ব্রজপুরপুরন্ধ্রীজনৈর্ধার্য্যমাণাঽপি সোরস্তাড়নমুচ্চৈস্তরাং রুদতী বিগলিত-চিকুরকলাপা করুণস্য মূর্ত্তিরিব যাবৎ পুরতোরণমাসসাদ, তাবদেব 'কিমিদং বিনা বাত্যামেব নিপতিতং গিরিশৃঙ্গম্, কিময়ং পৃথিব্যা এব মৃতগর্ভঃ, কিময়ং নভসো গলিত এব মাংসপিণ্ডঃ, কিময়ং দিশামস্থিসঙ্ঘাতঃ, কিময়ং রাক্ষসীদেহঃ' ইতি পরিতো ধাবদ্ভিরাভীরৈস্তদুরসি নিঃসাধ্বসমেব খেলন্তং সর্ব্ব এব মাং পশ্যেয়ুরিতি করুণয়া তদ্ব্যপদেশেন বহির্ভূতমিব, মহাগিরিবরোপরি জলধরাঙ্কুরমিব লীলাশিশুং তমালোক্য 'অহো! অদ্ভুতমিদং পুরনিবেশসময়ে যেয়মবলোকিতা, সৈবেয়ং ব্রজপুর-

---

নিধাপনং স্তনদানঞ্চ তদেতৎ সর্বমনু কুহকমিতি জানতী ; সংজ্ঞাং চেতনাম্ ; দুর্নিয়তির্দুরদৃষ্টম্, সৈব দেবী তস্যাঃ ॥

১২। অনয়া মূর্চ্ছয়া ত্যজ্যমানা ; লবলী লোয়ালি ইতি খ্যাতা ; পুরতোরণং পুরবহির্দ্বারম্ ; গিরিশৃঙ্গমিত্যুচ্চত্বেন, মৃতগর্ভ ইতি লালাস্যাবৃতত্বেন, মাংসপিণ্ড ইতি অতিবিতত্বাদলক্ষ্যমাণমুখাদ্যবয়ববিশেষত্বেন, অস্থিসংঘাত ইতি দংষ্ট্রানখাদিপ্রদেশদৃষ্ট্যা, পৃথিব্যা নভসো দিশামিতি ক্রমেণ অধস্তউপরিতোঽভিতো বা আগতোঽয়ং তিস্থভ্য এতাভ্যো বিনা

ভ্রমে স্বর্গরমণীগণ কি কর্ণভূষণ করবার জন্য অপহরণ করল, নীলরত্ন ভ্রমে চূড়ায় পরবার জন্য নাগরমণীগণ কি চুরি করল, তমাল কুসুম ভ্রমে গন্ধর্বীগণ কি কেশালঙ্কৃত করবার জন্য সরিয়ে রাখল, সিদ্ধাঞ্জন ভ্রমে কি যোগিনীগণ লুকিয়ে রাখল, চন্দ্রকিরণকোরক ভ্রমে কি শিব তার জটাজালে ঢুকিয়ে রাখল,—অথবা এ কি আমারই প্রবলতর দুর্ভাগ্যদেবীর বিলাস চাতুরী, অথবা আমাকে অযোগ্যা জননী মনে করে সে নিজেই অন্য জননীর নিকট চলে গেল—এই বলে পুনরায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কালক্ষেপণকারী মূর্চ্ছাকে আশ্রয় করলেন।

১২। এরপর 'শীঘ্রই এর পুত্র-প্রাপ্তি হোক' এইরূপ ভাবনাযুক্তা স্বয়ং মূর্চ্ছা কর্তৃকই যেন ত্যক্ত হয়ে তিনি পুনরায় সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়ে—'অহো, তুমি কে, জান যদি বল—কে আমার বাছাকে চুরি করেছে, কোথায় গেলে তাকে পাব' এইরূপ বলতে বলতে প্রবল ঝড়ের বেগে ছিন্ন লবলী লতার মতো মলিনা মা যশোদা ব্রজপুরস্ত্রীগণ কর্তৃক ধৃত হয়েও পদে পদে স্খলিতা হতে হতে বুক চাপড়াতে চাপড়াতে উচ্চস্বরে রোদন করতে করতে বিগলিত-কেশকলাপা করুণমূর্তির মতো যখন গিয়ে পুরদ্বারে উপস্থিত হলেন ঠিক সেই সময়—'অহো এ কি বিনাঝড়ে নিপতিত গিরিশৃঙ্গ, এ কি পৃথিবীর মরাপ্রসবিত সন্তান, এ কি আকাশ থেকে গলিত মাংসপিণ্ড, এ কি দিক্‌বালের অস্থিসমষ্টি, এ কি রাক্ষসীদেহ' এই বলে চতুর্দিকে ধাবিত গোপগণ দেখলেন—'ঐ পূতনার বক্ষোপরি শিশু কৃষ্ণ নির্ভয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছে' ;—

পুরন্দরনন্দনদ্রোহার্থমাগতা, স্বয়মেব তেনৈবাপরাধেন ননাশেতি কিমহো ভাগ্যমস্মাকম্' ইতি বিতর্কয়দ্ভির্দৃশ্যমানা এব ব্রজপুরপুরন্ধ্র্যো গিরিতটমিব তদ্দেহমারুহ্য তদুরস্তঃ স্মিতসুভগবদনমকুতোভয়ং তমাদায় করাৎ করান্তরমুপসাদয়ন্ত্যো ব্রজপুরেশ্বরীং প্রতি—'অয়ি ! সুকৃতিনি ! তনয়োঽয়ময়ং গ্রিয়তাং গ্রিয়তাম্' ইতি যদোচুস্তদা তদুদীরিতাং গিরমপি স্বপ্নবাণীমিব মন্যমানা 'কিং প্রতারয়ন্তি মাং ভবত্যঃ' ইতি শোকগ্রহাভিভূতেব সা যদা ন প্রত্যেতি, তদোৎসঙ্গেঽর্পিতস্য সুতস্য স্পর্শ এব প্রত্যায়য়াঞ্চকার ॥

১৩। তদনু শোকনিদ্রাতো লব্ধজাগরেব, পুনরাসাদিত-জীবনেব, পুনরুৎপন্নসংবিদিব, মূর্চ্ছয়ৈব পরিবর্ত্তিতসকলেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব, তনয়মুখমভিবীক্ষ্য যাবন্নির্বৃণোতি, তাবদেব কৃতকৌতুকমঙ্গলং গোপুচ্ছ-ভ্রামণ-গোমূত্র-স্নপনাদিভিঃ সংস্কার্য্য রোহিণীসহিতা উপনন্দ-সনন্দপ্রমুখভার্য্যা ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিঃ সমং নিজনিজমত্যনুসারেণ সারেণ ভগবন্নামগ্রামেণ তদঙ্গরক্ষাং বিদধতি স্ম ॥

কুতস্ত্যোঽয়ং ভবিষ্যতি, চতুর্থপদার্থস্যাসম্ভবাদিতি ভাবঃ। তদ্ব্যপদেশেন পূতনাপ্রাণাকর্ষণচ্ছলেন বিতর্কয়দ্ভিরাভীরৈর্দৃশ্যমানা ইতি তেভ্যোঽপ্যতিত্বরয়া তাসাং প্রথমং তত্র গমনাৎ তং ব্রজেশ্বরীতনয়ং করাৎ করান্তমিতি সর্বাসামেব তাসাং তদ্গ্রহণৌৎসুক্যাৎ। তত্র মহতি জনসংঘট্টে অবকাশাভাবাদেকয়া তমাদায় শীঘ্রমাগন্তুমশক্যত্বাচ্চেত্যর্থঃ। অয়ময়মিত্যতিহর্ষেণ দ্বিরুক্তিঃ॥

১৩। লব্ধজাগরেবেতি তদপি ঘূর্ণালস্যাদীনীব কার্শ্যমালিন্যাদীনি প্রথমং তস্যা ন নষ্টানীতি ভাবঃ। আসাদিতেতি ততশ্চ জীবাত্মনা তস্যা দেহে পুনঃ প্রবিষ্টমিবেতি ভাবঃ। উৎপন্নেতি ততো বুদ্ধ্যাপি, পরিবর্তিতেতি তত

'সকলেই আমাকে দেখুক' এইরূপ করুণার উদ্রেকেই যেন নগরের বাইরে গিয়ে অবস্থিত, মহাগিরি-রাজোপরি জলধরাঙ্কুরের মতো লীলাশিশুকে দেখে সকলে বললেন—'অহো এ এক অদ্ভুত ব্যাপার, যাকে আমরা নগরে প্রবেশ করতে দেখেছিলাম এ-যে দেখছি সেই শ্রীনন্দনন্দনের দ্রোহার্থ এসেছিল, সেই অপরাধে নিজেনিজেই সে বিনাশপ্রাপ্ত হয়েছে, অহো আমাদের কি ভাগ্য'—এইরূপ বিতর্কপরায়ণ গোপগণ কর্তৃক দূর থেকে দৃশ্যমানা গোপীগণ সেই অবসরে গিরিতটের মতো বিশালাকৃতি পূতনার দেহোপরি চড়ে তার বুকের উপর থেকে হাস্যবদন-সুন্দর-নির্ভয় প্রাণগোপালকে তুলে নিয়ে হাতে হাতে ব্রজেশ্বরীর নিকট পৌঁছে দিয়ে বললেন—'ওহে সৌভাগ্যবতী, এই যে এই যে আপনার পুত্র, ধরুন ধরুন' এই কথা শুনে তাঁদের মুখের বাক্যও স্বপ্নবাণীর মতো মনে করে যশোমা বললেন—'তোমরা আমাকে প্রতারণা করছ'—এইরূপে শোকগ্রহগ্রস্তের মতো তিনি যখন বিশ্বাস করলেন না, তখন তাঁর কোলে অর্পিত পুত্রের স্পর্শই তাঁকে বিশ্বাস জন্মিয়ে দিল।

১৩। তৎপর শোকনিদ্রা থেকে জাগরিতব্যক্তির মতো, পুনরায় জীবন ফিরে পাওয়া ব্যক্তির মতো, পুনরায় জ্ঞান ফিরে পাওয়া ব্যক্তির মতো, মূর্চ্ছাদ্বারা অবস্থান্তরপ্রাপ্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সকল ফিরে পাওয়া ব্যক্তির মতো যশোমা পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করে যখন বিহ্বলের মতো এদিক্ ওদিক্ তাকাতাকি করছেন সেই অবসরে গোপুচ্ছভ্রামন গোমুত্রস্নান ইত্যাদি দ্বারা মঙ্গলোৎসবময় সংস্কারকার্য সম্পাদন করে রোহিণীদেবীসহ উপনন্দ-সনন্দপ্রমুখের ভার্যাগণ অন্যান্য ব্রজপুরস্ত্রীগণের সহিত মিলিতা হয়ে নিজ

১৪। অপরতশ্চ সর্ব্ব এব গোত্রুহো মহাটঙ্কৈরিব গিরিবরপাষাণান্ কুঠারৈঃ পূতনাবয়বান্ খণ্ডশঃ কৃত্বা নয়নয়োরপরিচিতাং চিতাং বিধায় পুরুভিরিন্ধনৈরিন্ধনৈকাভ্রংলিহেন পুরুতরশিখাবতা শিখাবতা দীপয়াঞ্চক্রুঃ ॥

১৫। ভগবদুপভুক্ততয়া তচ্চিতাধূমস্তু কালাগুরুধূপধূম ইব গগনতলমারুহ্যোপরিতন-সপ্তভুবনজন-ঘ্রাণতর্পণো বভূব ॥

১৬। কিং বহুনা? যদুৎপন্না ধূমযোনয়োঽপি যানি যানি সলিলানি বেমুস্তৈরপি ভূরপি সৌগন্ধ্যবতী সমপদ্যতেত্যহো কিং বক্তব্যং ভগবতঃ কারুণ্যম্, যদিয়ং বিষমবিষময়পয়ঃপ্রদানার্থং গৃহীত-জননীবেশাভাসাঽপি জননীলোকমাসাদিতা ॥

১৭। এবং সতি দূরতো মথুরাতঃ প্রতিনিবর্ত্তমানে ব্রজপুরপুরন্দরে তদনুবর্ত্তিনো ধূমলেখামবলোক্য

এবেন্দ্রিয়ৈরপীতি, তনয়মুখমিতি তত এব দর্শনং সমভবদিতি ভাবঃ। সারেণ শ্রেষ্ঠেন ॥

১৪। টঙ্কৈঃ টাঁকীতি খ্যাতৈঃ; টঙ্কঃ পাষাণদারণঃ” ইত্যমরঃ। অপরিচিতামবিষয়াং দূরে ইত্যর্থঃ। ইন্ধনৈঃ কাষ্ঠৈঃ, শিখাবতা বহ্নিনা :—“শিখবানাশুশুক্ষণিঃ” ইত্যমরঃ। কীদৃশেন? পুরুতরশিখাবতা বহুতরজ্বালাযুক্তেন, অতএব ইন্ধনেন দীপ্ত্যা একং মুখ্যমভ্রং দূরগতমেঘমপি লেঢ়ি ব্যাপ্নোতীতি তেন দীপয়াঞ্চক্রুর্জ্জ্বালিতবন্তঃ ॥

১৫। উপরিতনানাং সপ্তভুবনানাং ভুবঃস্বর্মহর্জনস্তপঃসত্যবৈকুণ্ঠানাং যে জনাস্তেষাং ঘ্রাণতৃপ্তিকারী ॥

১৬। ধূমযোনয়ো মেঘা বেমুর্ববৃষুরিতি যাবৎ। অত্র বমের্দন্তৌষ্ঠ্যবকারাদিত্বেঽপি বেমতুর্ববমতুরিত্যুভয়স্যাপি ভাগবৃত্তৌ দৃষ্টত্বাৎ। তথৈব কবিকল্পদ্রুমেঽপি ফণাদিমধ্যপঠিতত্বাৎ “ন শশদদবাদিগুণানাম্” ইত্যাদিপ্রতিষেধঃ প্রায়িকঃ ॥

১৭। স্তোরেব দেবী তস্যা নীলঃ প্রচ্ছদপটঃ, আপ্রপদং ব্যাপ্নোতীতি খপ্রত্যয়ঃ। পৃথিবীতস্তদুদ্গমং সম্ভাব্য

নিজ মতানুসারে সমস্ত শাস্ত্রের সারভূত শ্রীভগবন্নাম সমূহের দ্বারা গোপালের অঙ্গরক্ষা বিধান করলেন।

পূতনার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও কৃপাপ্রাপ্তি-কথন :

১৪। অতঃপর সমস্ত গোপগণ বড় বড় শাবলের মতো গিরিরাজের প্রস্তরনির্মিত কুঠারের দ্বারা পূতনার দেহ খণ্ড খণ্ড করে শহর থেকে দূরে দৃষ্টির বাইরে চিতা সাজিয়ে প্রচুর কাঠের সংযোগে আকাশচুম্বী দীপ্তিমান বহুতর শিখাযুক্ত অগ্নির দ্বারা জ্বালিয়ে দিলেন।

১৫। শ্রীভগবানের দ্বারা উপভুক্ত হওয়ার দরুন সেই চিতাধূম কিন্তু কালাগুরু-ধূপধূমের মতো আকাশে উঠে উপরস্থ সপ্তভুবনের সকল লোকের নাসিকার তৃপ্তিকারক হল।

১৬। আর বেশী কি সেই চিতাধূম থেকে উৎপন্ন মেঘ যে যে জল বর্ষণ করল তা-ও পৃথিবীকে সৌগন্ধবতী করে তুলল, অহো শ্রীভগবানের করুণার কথা আর কি বলব—যেহেতু বিষমবিষময় স্তনদুগ্ধ প্রদানের জন্য জননীবেশের আভাসমাত্র গ্রহণ করেছিল যে-পূতনা তাকেও মাতৃলোক প্রাপ্তি করিয়ে দিল এ-করুণা।

১৭। অতঃপর মথুরা থেকে যখন শ্রীনন্দবাবা ফিরে আস্‌ছিলেন তখন তাঁর অনুচরগণ দূর

সন্দিহানাঃ স্বামিনমূচুঃ,—'ব্রজরাজ ? কিময়ং ব্যোমদেব্যা আপ্রপদীনো ধূমলনিচোলঃ পবনেন ব্যাধূয়তে, কিমমূর্বা মূর্বাচ্ছবয়ো ধরণিতলমাচ্ছিদ্য রসাতলত এব মহাহিমণ্ডলীফণমণিবিশেষভাসো বিশ্বমেব জগদণ্ড-ভাণ্ডবিবরং পিদধতি, কিংবা, দিক্‌করিণ এব পরস্পরং যুধ্যমানা ইতস্ততো ধাবন্তি, কিংবা, জলধরা এব ভুবি নিপত্য পুনরুদ্গচ্ছন্তো মলিনয়ন্তি দিশাং মুখানি, কিম্বা, ধরণিরেব রজোভাবমাসাদ্য দিবমারোহতি, কিম্বা, অকালসন্তমসান্যেতানি' ইতি ॥

১৮। কিয়দাসন্নতয়া বিভক্তাকৃতিত্বেন 'অহো! ধূমলেখৈবেয়ম্' ইতি যদা নিশ্চিক্যুস্তদৈব তৎসৌরভেণ পুনর্জাতসন্দেহাঃ 'কথমকস্মাদেবৈতাবানগুরুধূপধূমঃ, কিংবা, পৃথিব্যা নিজগুণো গন্ধ এব ধূমাকারতামাসাদ্য স্বাত্মনা নভসঃ শব্দগুণজিগীষয়া বিশ্বমেব ব্যাশ্নুতে' ইতি বিতর্কয়ৎসু তেষু ব্রজরাজেঽপি 'কিমিদং কিমিদম্' ইতি শঙ্কমানে ত্বরিতমুপব্রজদ্ভির্ব্রজস্থৈঃ কথিতে সকল এব বৃত্তান্তে বৃত্তান্তে চ পূতনাখ্যে বালগ্রহে, কুমারানাময়রসময়-বিবরণসমাবেশপেশলতয়া ত্বরিতমেবোপগম্য কৃতনয়ে তনয়ে-

---

পুনঃ সংশয়ানা আহুঃ। মূর্বা তৃণবিশেষস্তত্তুল্যদীপ্তয়ঃ। বিশ্বমেব সর্বমেব পিদধতি আচ্ছাদয়ন্তি পুনরিতস্ততো বৃহত্তরান্ ধূমখণ্ডানালোক্যাহুঃ—দিক্‌করিণ ইতি। পুনরিতি নৈবিড্যেনৈকীভূয়োদ্গচ্ছতো মূলধূমানবলোক্যাহুঃ—জলধরা মেঘাঃ; পুনস্তত্রত্যং ভূতলং ধূমেনাচ্ছন্নমালোক্যাহুঃ—কিংবা ধরণিরেবেতি। ততশ্চ ইতস্ততঃ সর্বমেব ব্যাপ্তুমুপক্রামন্তং ধূমসমূহমালোক্যাহুঃ—অকালেতি। "বিশ্বক্‌সন্তমসং তমঃ" ইত্যমরঃ ॥

১৮। নিশ্চিক্যুর্নিশ্চিতবন্তঃ, ব্যাশ্নুতে ব্যাপ্নোতি। বৃত্তো নির্বৃত্তোঽন্তো নাশো যস্য তথাভূতে বালগ্রহে কথিতে সতি সকল এব বৃত্তান্তে কথিতে ইত্যনেনৈব পূতনাগমননাশপর্য্যন্তকথনস্যাপি সিদ্ধত্বাৎ, বৃত্তান্তে চ পূতনাখ্যে ইতি পুনঃ কথনং পূতনাস্তনপানাদিকথাশ্রবণে ব্রজরাজস্য মূর্চ্ছারম্ভমালোক্য কথামন্তরান্তরা 'সা তু পূতনা মৃতৈব মৃতৈব, তব

থেকে ধূমপুঞ্জ অবলোকন করে সন্দিহান হয়ে তাঁদের প্রভুকে বললেন—'ব্রজরাজ, এ কি আকাশদেবীর পদলুণ্ঠিত নীল উত্তরীয় বাতাসে কম্পিত হচ্ছে, কিংবা এ কি মূর্বাতৃণবৎ উজ্জ্বল মহাসর্পমণ্ডলীর ফণার মণিবিশেষের কান্তি কি রসাতল থেকে উঠে এসে ধরণীতলকে আচ্ছাদন করে জগদণ্ডভাণ্ডের সমস্ত ছিদ্র আচ্ছাদন করে দিচ্ছে, কিংবা দিগ্‌গজগণ কি পরস্পর যুদ্ধ করে ইতস্ততঃ ধাবিত হচ্ছে, কিংবা মেঘমালা কি ভূমিতে নিপতিত হয়ে পুনরায় উপরে উঠতে গিয়ে দিক্‌বধূর মুখকে মলিন করে দিয়ে যাচ্ছে, কিংবা ধরণীই কি ধূলি হয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে, অথবা এ কি অকালের বিশ্বব্যাপী গাঢ় অন্ধকার।

১৮। কিছু নিকটে এসে আকৃতিভেদ বোধগম্য হলে বললেন—'অহো এ যে ধূমপুঞ্জ দেখছি'—এইরূপ যখন নিশ্চয় করছেন ঠিক সেই মুহূর্তে উহার সৌরভপ্রাপ্ত হয়ে পুনরায় সন্দেহযুক্ত হয়ে বললেন—'কি করে অকস্মাৎই বা এত অগুরুধূপের ধুঁয়া এল, এ কি পৃথিবীর নিজস্ব গুণ গন্ধই ধূমের আকৃতি ধরে আকাশের শব্দগুণকে জয় করবার ইচ্ছায় নিজেই বিশ্বকে আবৃত করে ফেলছে'—অনুচরগণ যখন এইরূপ বিতর্ক করছেন এবং ব্রজরাজও 'এ কি এ কি' বলে আশঙ্কাগ্রস্ত হয়ে পড়ছেন ঠিক সেই সময়ে ব্রজজন তাড়াতাড়ি নিকটে এসে বালগ্রহ পূতনার আগমন থেকে নাশ-প্রাপ্তি পর্যন্ত সব কথা

ক্ষণঙ্ক্ষণপরবশে রবশেষ-বিরতৌ সুতমঙ্কমারোপয়তি রোপয়তি চ পরমানন্দবীজানি হৃদয়ে মূর্দ্ধানমা জিঘ্রতি, মনস্যমানিব প্রমোদভরো হর্ষাশ্রুভরমিষেণ নয়নাভ্যামুৎসসর্পেব ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে পূতনাবধলীলালতাবিস্তারে
তৃতীয়ঃ স্তবকঃ ॥৩॥

পুত্রস্তু মাতুরঙ্কে সম্প্রতি খেলন্নেব বর্ত্ততে, কিমিতি ক্লাম্যসি' ইতি সান্ত্বনার্থম্। কুমারস্য অনাময়-রসময়বিবরণমারোগ্য-নিমিত্তকরসময়-গোমূত্রস্নপনাদিস্বস্ত্যয়নবিবৃতিস্তত্র সমাবেশে পেশলতয়া চতুরতয়া ত্বরিতং নিকটমাগত্য ক্ষতো নয়ো যেন তথাভূতে শ্রীব্রজরাজে তনয়স্য ঈক্ষণেন ক্ষণ উৎসবস্তৎপরবশে, রবাণামানন্দকোলাহলানাং শেষস্য বিরতৌ সত্যাং সুতং ক্রোড়মারোপয়তি আরোহয়তি সতি পরমানন্দানাং বীজানি হৃদয়ে ক্ষেত্ররূপে মনসি রোপয়তি সতি। অত্র সুতস্য যদঙ্কারোপণং তৎ পরমানন্দবীজানাং হৃৎক্ষেত্রে রোপণমিবেত্যুৎপ্রেক্ষা। হৃদয়ে আনন্দবীজানাং রোপণেন সহ সুতস্যাঙ্কারোপণমিতি সহোক্তির্বা ব্যঙ্গ্যা। এবম্ভূতে ব্রজরাজে প্রমোদভরো মনসি অমানিব অতিবৃদ্ধ্যাবকাশমপ্রাপ্নুবন্নিব হর্ষাশ্রুভরচ্ছলেন হর্ষাশ্রুভরাস্তে ন ভবন্তি, কিন্তু প্রমোদভর এব নেত্রাভ্যামুৎসসর্পেব উচ্ছলিতবানিবেত্যপহ্নুতিঃ। অত্রানন্দবীজানাং হৃৎক্ষেত্রে তদানীমেব রোপণম্, তদানীমেব প্রমোদভরবৃক্ষরূপেণাতিবৃদ্ধ্যা তত্রাবকাশাভাবেন বহিঃ-প্রসরণমিতি সমুচ্চয়ালঙ্কারস্য ব্যঞ্জকে সহোক্ত্যপহ্নুতী ইতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং তৃতীয়স্তবকসঙ্গমনম্ ॥৩॥

বলে ফেললেন—কিন্তু পূতনার বিষস্তনপান পর্যন্ত বলতেই নন্দমহারাজকে মূর্চ্ছায় ঢলে পড়তে দেখে কথার মাঝে মাঝেই বলতে হল—'মহারাজ শুনুন শুনুন পূতনা বালগ্রহ তো মরেই গিয়েছে আপনি শান্ত হন'; —কুমারের শান্তি-সস্ত্যয়নাদি কর্মের রসময় বিবরণী সংগ্রহের চাতুর্যবলে শীগ্‌গীরই পুত্রের নিকট আগত, পুত্রদর্শনজনিত আনন্দবিহ্বল, পুত্রবৎসল ব্রজরাজ আনন্দকোলাহল থেমে গেলে পুত্রকে কোলে তুলে নিলেন—হৃদয়ক্ষেত্রে তাঁর রোপিত হল পরমানন্দবীজ, মস্তকের আঘ্রাণ গ্রহণ করতে লাগলেন, নিরতিশয় আনন্দধারা মনে আর স্থান না পেয়ে আনন্দাশ্রুচ্ছলে নয়নদ্বারে উচ্ছলিত হয়ে বাইরে প্রবাহমানা হল।

ইতি আনন্দবৃন্দবনে পূতনাবধলীলালতাবিস্তারে
তৃতীয় স্তবক।

…—:o:—…

চতুর্থঃ স্তবকঃ

১। অথ কিয়তা বিলম্বেন কদাচিদৌত্থানিকে কর্ম্মণি জন্মনক্ষত্রযোগে, বৎসলতা-লতানামিব মুৎসবভূতানামুৎসবভূতানামিব সুকৃত-মহোদয়ানামহো! দয়াঽনারতরতহৃদয়ানামহৃদয়ানামতিকৌতুকালং কৌ তু কালং কুর্ব্বতীনাং তীব্রজয়োষিতাং ব্রজযোষিতাং শ্রেণীমাদায়, কৃতনয়ং তনয়ং মঙ্গলাভ্যঙ্গো-দ্বর্ত্তননিবর্ত্তনানন্তরমভিষিচ্য মঙ্গলাভিবাদ্যবাদ্যনির্ঘোষে ঘোষেশ্বরী কৃতমার্জনং কৃতমার্জনং মঙ্গলকজ্জলে-নাঽকজ্জলেনাঽঞ্জিত-নয়নং নয়নন্দিত-পুরজনাবৃতাঽনাবৃতানন্দব্রজরাজং ব্রজরাজং পুরস্কৃত্য কৃত্যকোবিদয়া

চতুর্থঃ স্তবকঃ

চতুর্থেঽনস্তৃণাবর্ত্তৌ স্থৈর্যচাঞ্চল্যশালিনৌ।
খণ্ড্যেতে শিশুনা মাতুঃ শোকশ্চ স্ববিয়োগজঃ॥

১। কিয়তা বিলম্বেনেতি তৃতীয়ে মাসীত্যর্থঃ;—(ভা০ ২।৭।২৭) "ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ" ইতি দ্বিতীয়স্কন্ধাৎ। উত্থানং শিশোরঙ্গপরিবর্ত্তনং তদর্হে কর্মণি ঘোষেশ্বরী শ্রীযশোদা যোষিতাং শ্রেণীমাদায় তনয়মভিষিচ্য শনৈঃ শায়য়িত্বা ঘোষযোষিতামর্চনং বিদধতী মৃদঙ্গাদিনিনদাদিভিস্তস্য শিশো রোদনকলং নাকলয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। ব্রজ-যোষিতাম্, কাসামিব? বৎসলতায়া বাৎসল্যস্য লতানামিব। মুৎ আনন্দস্তস্যাঃ সবভূতানাং যজ্ঞরূপাণাম্; "যজ্ঞ সবোঽধ্বরো যাগঃ" ইত্যমরঃ; উৎসবস্য ভুবি স্থানে উৎপত্তৌ বা উতানামিব গ্রথিতানামিব সুকৃতানাং মহান্ উদয়ো যাসু তাসাম্; অহো আশ্চর্যে; দয়ায়ামনারতং নিরন্তরমেব রতং হৃদয়ং যাসাং তাসাম্; অকারো বিষ্ণুস্তত্রৈব হৃদো মনসঃ অয়ঃ শুভাবহো বিধির্যাসাম্; কৌ তু পৃথিব্যান্তু কালং সময়মতিকৌতুকেন অলমলঙ্কৃতং কুর্বতীনাম্। শ্রেণীং কীদৃশীম্? তীব্রজয়োষিতাং তীব্রস্য জয়স্য মহোৎকর্ষস্য উষিতাং নিবাসভূমিম্ অধিকরণে নিষ্ঠা; যদ্বা, তীব্রেণ জয়েন মহতা সর্বোৎ-কর্ষেণ উষিতাং কৃতবাসাম্। তনয়ং কীদৃশম্? কৃতনয়ং কৃতো নয়ো নীতিস্তদ্দিনোচিতাচারো যত্র তম্ মঙ্গলৈরপি অভিবাদ্যানাং নমস্কর্তুং যোগ্যানাং বাদ্যানাং মৃদঙ্গাদীনাং নির্ঘোষে সতি অভিষেকানন্তরং কৃতং মার্জনং যস্য তম্;

চতুর্থ স্তবক

শকটভঞ্জন লীলা ঃ

পার্শ্বপরিবর্তন-ক্রিয়া ঃ

১। অতঃপর কিছুদিন পর কোনও এক সময়ে জন্মনক্ষত্রযোগে গোপালের পার্শ্বপরিবর্তন ক্রিয়াতে অহো বাৎসল্যলতাস্বরূপা, আনন্দযজ্ঞ স্বরূপা, উৎসবস্থানোৎপন্ন সুকৃতির মহান্ উদয়াচল স্বরূপা, নিরন্তর করুণায় আর্দ্রচিত্তা, নিরন্তর কৃষ্ণেতে মনের স্বাভাবিক গতি বিশিষ্টা, পৃথিবীর সমস্ত সময়কে অতি কৌতুকে অলঙ্কর্ত্রী, সর্বোৎকর্ষের নিবাসভূমিস্বরূপা ব্রজগোপীশ্রেণীকে সঙ্গে নিয়ে মা যশোদা তদ্দিনোচিত আচারে সেবিত তনয়কে মঙ্গলসূচক তৈলমর্দন ও চন্দনাদি বিলেপন দ্রব্য লাগিয়ে

দয়াদি-সকলগুণাধিরোহিণ্যা রোহিণ্যা সমং কর্পূরপূরবলক্ষলক্ষমূল্যতল্পতলে শনকৈঃ শায়য়িত্বা সমায়াতানাং ঘোষযোষিতামর্চ্চনং বিদধতী মৃদু-মৃদঙ্গ-পণব-ভেরী-কাহল-দুন্দুভি-নির্হ্রাদৈরবনিসুরবরাশীরাশিনিঃস্বনৈঃ সূত-মাগধ-বন্দিবৃন্দোদীরিত-গুণগণোদ্গারকোলাহলৈঃ সঙ্গীতাচার্য্যবর্য্য-সঙ্গীতসঙ্গীত-কলকলতরঙ্গৈশ্চ মুখরিতেষু দিগ্বলয়েষু ক্ষুদ্বাধয়া স্তন্যকামস্য তস্য লীলাশিশোলীলাশিশোভস্য রোদনকলং নাকলয়ামাস ॥

২। অনাকলিতে চ তস্মিন্ রুদিতকলে সকলে সবিধগত-শকটশকলীকরণায় নবদলবদলসবিলসদঙ্ঘ্রিতলময়মাশ্চর্য্যোত্তানশায়ী সমুন্মীল্য সমুদক্ষি সমুদক্ষিপৎ ॥

অতএব কৃতং মা শোভা তস্যা অর্জনং যেন তম্; অকং দুঃখমিবাচরৎ জলং রসো যস্য তেন; আচারে ক্বিবন্তাৎ ক্বিপ্; অকজ্জলেন অকুৎসিতজলেন, নয়েন নীত্যানন্দিতৈঃ পুরজনৈরাবৃতা। অনাবৃতে আবরণশূন্যে আনন্দব্রজে সুখসমূহে রাজত ইতি তং ব্রজরাজং পুরস্কৃত্য দয়াদীনাং সকলগুণানামধিরোহিণ্যা; নিশ্রেণীরূপয়া "নিশ্রেণিস্ত্বধিরোহিনী" ইত্যমরঃ। কর্পূরপূরাদপি বলক্ষে শুক্লবর্ণে, লক্ষাণি মূল্যং যস্য তস্মিন্ শয্যাতলে। শনকৈরিতি নিদ্রাভঙ্গশঙ্কয়েতি ভাবঃ। সঙ্গীতাচার্যানাং গানশাস্ত্রাধ্যাপকানাং বর্যৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ সম্যগ্‌গীতানি সঙ্গীতানি তেষাং কলকলতরঙ্গৈঃ, লীলাশিশোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য। কদৃশস্য? ঈরাশিশোভস্য ঈরাশের্লক্ষ্মীসমূহস্যাপি শোভা যস্মাত্তস্য; রেফদ্বয়স্য লত্বং যমকার্থম্।

২। শকলীকরণায় খণ্ডীকর্তুম্, অয়মাশ্চর্যরূপ উত্তানশায়ী বালকো নূতনদলবৎ অলসং বিলসচ্চ অঙ্ঘ্রিতলং সমুদক্ষি সানন্দনয়নং যথা স্যাত্তথা সম্যগুদক্ষিপৎ উৎক্ষিপ্তবান্। মাতরমববোধয়িতুং রোদনরাবৈরপারয়ন্ কৃষ্ণঃ শকটবিঘটনশব্দৈঃ ক্রুধেব তামাকুলীচক্রে ॥

অভিষেক করলেন মৃদঙ্গাদি বন্দনীয় মঙ্গলবাদ্য নির্ঘোষের সহিত। অতঃপর নীতিপরায়ণ পুরজনে পরিবেষ্টিত, অসীম আনন্দে ভরপুর ব্রজরাজকে সম্মুখে করে গৃহকার্যে নিপুণা দয়াদি সকল গুণশিখরে আরোহণী রোহিণীদেবীসহ মা যশোদা মার্জনে পরিষ্কৃত, সুখপ্রদ রসময় কজ্জলে রঞ্জিত নয়ন তনয়কে কর্পূরপূর হতেও শুভ্র বহুমূল্য শয্যায় ধীরে ধীরে শয়ন করিয়ে দিয়ে উৎসবে আগতা ব্রজাঙ্গনাগণকে সম্মানিত করতে লাগলেন। এইরূপে মৃদু মৃদঙ্গ-পনব-ভেরী-কাহল-দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যধ্বনিতে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণের আশীর্বাদবচনধ্বনিতে, সুত-মাগধ-বন্দিবৃন্দ-উচ্চারিত গুণগানোদ্গারকোলাহলে, সঙ্গীতার্যবর্যের মধুর সঙ্গীতের কলকলতরঙ্গে যখন দিগ্‌মণ্ডল মুখরিত হচ্ছিল তখন ক্ষুধায় কাতর স্তন্যকাম কোটিলক্ষ্মীর শোভাবর্দ্ধনকারী লীলাশিশুর মৃদুমধুর ক্রন্দনধ্বনি কেউ শুনতে পেল না।

শকটভঞ্জন ঃ

২। সেই মৃদুমধুর রোদনধ্বনি যখন কেউ শুনল না তখন এই আশ্চর্য উত্তানশায়ী লীলাশিশু নিকটবর্তী শকট ভেঙ্গে দেওয়ার নিমিত্ত প্রফুল্ল নয়ন বিস্ফারিত করে নবপত্রের মতো অলস শোভন পঁদতল উপরের দিকে উঠিয়ে ছুঁড়তে আরম্ভ করল।

৩। তস্য তস্যচরণযুগং মৃদুল-কমলদল-মলদ-ললিততালুলিতং ন বর্দ্ধিতং নবর্দ্ধিতংসনম্, ন চ তদতিনিকটমেব শকটং তথাপি তথা পিঞ্জলতয়া কটকটায়মান-বিকটকটুরটন-পুরঃসরং বিঘটিতকুপ্যঘট-ঘটীঘটাকমারাদেব বিদলিতাক্ষকূবরবরপ্রাসঙ্গসঙ্গতভূমিতলমিতস্ততো ব্যস্ততয়া পর্য্যবর্ত্তত ॥

৪। অনন্তরং নিপততস্তমনসোঽস্তমনসো রবমাশ্রুত্য শ্রুত্যরঞ্জকং সর্ব্ব এব জনাস্তদ্বেদনাবেদনা-বেদনাতুরা ইব ধাবমানা ধাবমানাকুলমানসাস্ত্বরিতমেব তদুপকণ্ঠমুৎকণ্ঠমুৎসস্পৃঃ। উপসৃত্য চ 'অহো কিমিদমাকস্মিকং নঃ সঙ্কটম্, যদিদং প্রভৃতকালমেবংবিধমেব নির্ব্যাহতমেব নিস্পন্দমেব ভবনমধ্যে মঙ্গলভূতমিব বরীবৃত্যতে কস্মাদকস্মাদদ্য বিনা বিনাশসামগ্রীং বিপর্য্যস্তং শকটম্, কথং বা সুসম্পন্ন-

---

৩। আশ্চর্যোত্তানশায়ীত্যুক্তমাশ্চর্যত্বং বিবৃণোতি। তস্য তস্য কৃষ্ণস্য চরণযুগং শকটভঙ্গকার্যার্থং নৃসিংহাবতার-স্যেব হিরণ্যকশিপুবিদারণার্থম্, ন জাত্যৈব কাঠিন্যমিত্যাহ—মৃদুলস্য কমলদলস্যাপি মলদা তিরস্কারকারিণী যা ললিততা লালিত্যং তয়া অলুলিতমখণ্ডিতম্। ন চ বামনাবতারস্যেব কটাহভেদার্থং তৎকালিকীং বৃদ্ধিং প্রাপ্তমিত্যাহ—ন বর্ধিত-মিতি। কীদৃশম্? নবা নবীনা ঋদ্ধির্যত্র তথাভূতং তংসনমলঙ্কারো যত্র তৎ। পিঞ্জলতয়া অত্যাকুলতয়া, "সমুৎপিঞ্জ-পিঞ্জলৌ ভৃশমাকুলে" ইত্যমরঃ। তথা পর্যবর্তত যথা অনন্তরং সর্ব এব তদুপকণ্ঠমুৎসস্পুরিত্যন্বয়ঃ। কটকট ইতি তদ্ভঙ্গ-শব্দানুকরণম্, তদ্বৎ কটুরটনং পুরঃসরং যথা ভবত্যেবমিতস্ততো ব্যস্ততয়া ভগ্নাবয়বত্বেন পর্যবর্ত্তত পতিত্বা বৈপরী-ত্যেনাতিষ্ঠৎ। কীদৃশং শকটম্? বিঘটিতা কুপ্যাদীনাং ঘটা যত্র তৎ; কুপ্যানি স্বর্ণরজতাতিরিক্ত-কাংস্যাদিময়পাত্রাণি; ঘটঘট্যোর্বৃহত্ত্বাল্পত্বাভ্যাং ভেদঃ। আরাৎ শিশোর্নিকট এব বিদলিতৈঃ খণ্ডিতৈরক্ষাদিভিঃ সঙ্গতং ভূতলং যত্র তদ্যথা স্যাদেবম্। অক্ষঃ 'আখ' ইতি খ্যাতঃ। কুবরস্তু যুগন্ধরঃ; প্রাসঙ্গো যুগঃ॥

৪। নিপততোঽনসঃ শকটস্য তং রবমাশ্রুত্য অস্তানি ক্ষিপ্তানি মনাংসি যেষাং তে। রবং কীদৃশম্? শ্রুতীনাং কর্ণানামরঞ্জকম্। তস্য শিশোর্বেদনা পীড়া, তস্যা বেদনাজ্ঞাপনং শকটাঘাতশব্দেনৈবেত্যর্থঃ, তয়া যা বেদনা স্বপীড়া তয়া আতুরা ইব ধাবমানা ধাবমানানি পৈশুন্যাদিদোষরাহিত্যেন শুদ্ধানি, অতএবাকুলানি মানসানি যেষাং তে; 'ধাবু গতিশুদ্ধ্যোঃ' তস্য শিশোরুপকণ্ঠং নিকটম্, উৎ উচ্চীকৃতঃ কণ্ঠো যত্র তদ্যথা স্যাদেবম্। যদ্যস্মাদিদং শকটং

৩। মৃদুল কমলপত্র-তিরস্কারিণী ললিততায় লুলিত, বর্দ্ধিত নয় অথচ নবীনা ঋদ্ধিতে (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্তির ক্ষমতায়) অলঙ্কৃত এই লীলাশিশুর চরণযুগল শকটের অতি নিকটে পৌঁছাল না, তথাপি ছোট বড় নানা আকারের সোনা-রূপা-কাঁসার ঘটি-কলসাদিতে ভরা ঐ শকট অতি অস্থিরতায় বিকট কটু কট্‌ কট্‌ শব্দের সহিত সরে গিয়ে ভগ্নদেহহেতু উল্টো হয়ে পড়ে গেল, আর ঐ শকটের ভগ্নাংশ অক্ষ-যুগন্ধর-যুগ ঐ শিশুর নিকট ভূমিতলে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে রইল।

৪। সেই শকট-নিপাতনের কর্ণপীড়াদায়ক শব্দ শুনে ওকে ঐ শিশুর ব্যথাসূচক কোনও শব্দ মনে করে আক্ষিপ্তমনা সকল জনই বেদনাতুরের মতো, শুদ্ধচিত্ত বলে আকুলতায় গলা উচিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে ঐ শিশুর নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন। নিকটে গিয়ে বললেন—'অহো আমাদের এ কি আকস্মিক সঙ্কট—যেহেতু এই শকট বহুকাল ধরে এইভাবে গৃহমধ্যে বিনা বাধায় নিস্পন্দের মতো মঙ্গলময়রূপে অচল অটল হয়ে বিরাজমান রয়েছে—কেন অকস্মাৎ আজ বিনা বিনাশ-সামগ্রী এই শকট বিপর্যস্ত হয়ে পতিত হল, আর কেনই বা সুসম্পন্ন সুকৃতির পরিপাকস্বরূপ এই শিশুর শয্যাতলের

সুকৃতপরিপাকস্য পাকস্য শয়নতলং পরিপত্য পরিতঃ পরিতস্থুষাং ঘটাদীনাং কতমদপি মদপিচ্ছিল ইবাবয়বে ন লগ্নমিতি, ব্রজপুরেশ্বর ! শুভবতো ভবতো নিখিলসভার্য্যস্য সভার্যস্য কীদৃশং স্তবকীদৃশং স্তবনার্হং ভাগধেয়ম্' ইতি চ ব্রুবাণেষু তেষু, তদভ্যর্ণ্যসমুপস্থিতাঃ শিশবো যথাবলোচিতং বলোচিতং কলস্বরম্, 'অনেনসানেনসাক্রোশং নাম রুদতা মরুদতাণ্ডবিতকমলকোরকাচরণৌ চরণৌ সমুদস্যতাঽস্য তাদবস্থ্যং বিঘটিতং ঘটিতঞ্চ ভূমৌ নিপতনম্' ইতি যদোক্তবন্তস্তদা ন কেঽপি শ্রদ্দধিরে দধিরে তু মনসা কিমপ্যলক্ষ্যং কারণমিতি ॥

৫। অথ তৎপতনসমকালমেব তনয়ং প্রতি শঙ্কমানা ব্রজরাজমহিষী মহীতলমধি নিপপাত। ততশ্চসবৈয়গ্র্যং পুরন্ধ্রীভিঃ সহ রোহিণ্যা সত্বরমুত্থাপ্য কুমারস্য সৌবস্তিকবৃত্তবার্ত্তাবার্ত্তয়া সমাশ্বাসিতাঽসিতাপাঙ্গী সংজ্ঞামাসাদ্য বাষ্পমুজ্জগার ॥

প্রভূতকালং বহুতরকালং ব্যাপ্য বরীবৃত্যতে, অতিশয়েন বর্ত্ততে। পাকস্য বালকস্য ; "পোতঃ পাকোঽর্ভকো ডিম্ভঃ" ইত্যমরঃ। শয়নতলং পরিতঃ শয্যাতলস্য চতুর্দিক্ষু পরিতঃ পরিতস্থুষামভিতঃ স্থিতবতাং ঘটাদীনাং মধ্যে কতমদপি মদপিচ্ছিলে মৃগমদেন পিচ্ছিলে ইব অবয়বে অঙ্গে ন লগ্নম্। হে ব্রজপুরেশ্বর ! শুভবতো মঙ্গলযুক্তস্য নিখিলাসু সভাসু আর্যস্য শ্রেষ্ঠস্য ভবতো ভাগধেয়ং ভাগ্যং স্তবনার্হম্ ; কীদৃশং তদ্ভাগধেয়ং তন্নির্বক্তুং বয়ং ন শক্নুম ইতি ভাবঃ। স্তবকিনী স্তবকযুক্তা ঈর্লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিরিতি যাবৎ, তাং পশ্যতীতি. ঈগুপধত্বাৎ কঃ। স্তবকদৃশং সম্পত্তিলতায়াঃ স্তবকং ব্যঞ্জয়তি, তব ভাগ্যমিত্যর্থঃ, অগ্রে তু পুষ্পফলে অপি ব্যঞ্জয়িষ্যতীতি ভাবঃ। যথা বালোচিতং যথাদৃষ্টং বলোচিতং শ্রীকৃষ্ণপরাক্রমোচিতং কলস্বরং যথা স্যাত্তথোক্তবন্তঃ। অনেন কুমারেণ অনেনসা এনোঽপরাধস্তদ্রহিতেন সাক্রোশং রুদতা ক্রন্দতা ক্ষুধাতুরোঽয়ং স্তন্যং পাতুং ন প্রাপ্নোতীতি কোঽস্যাপরাধঃ, অতএবায়ং নোপালভ্য ইতি ভাবঃ। চরণৌ সমুদস্যতা রোদনবৈকল্যমুদ্রয়া উৎক্ষিপতা অস্য শকটস্য তাদবস্থ্যং তদবস্থত্বং বিঘটিতম্। চরণৌ কীদৃশৌ ? মরুতা বায়ুনা অতাণ্ডবিতয়োরনর্তিতয়োঃ কমলকোরকয়োরিব আচরণং স্বধর্মো যয়োস্তৌ ॥

৫। সৌবস্তিকং স্বস্তিরূপং যদ্বৃত্তং চরিত্রম্ ; 'বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্', তেন হেতুনা বার্ত্তা নিরাময়া যা বার্ত্তা

চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়া ঘটাদির মধ্যে একটিও মৃগমদ-পিচ্ছিলসম চিক্কন এই শ্রীঅঙ্গে আঘাত করল না। হে ব্রজপুরেশ্বর, মঙ্গলনিধান-নিখিল সভার শ্রেষ্ঠ সস্ত্রীক আপনার সম্পত্তিলতার স্তবকস্বরূপ কিদৃশ যে ভাগ্য, তা বর্ণনার শক্তি আমাদের কি আছে।'

শিশুর নিকট ঘটনার সময় উপস্থিত বালকগণ তাঁর পরাক্রম যেমন দেখেছিল সেই অনুসারে মৃদু মধুর কণ্ঠে বলতে লাগল—'আপনাদের এই নিরপরাধ কুমার চিৎকার করে রোদন করতে করতে বায়ুতে অকম্পিত কমলকোরক সদৃশ তাঁর চরণ ছুড়তে লাগলে শকটের এই অবস্থা হয়েছে, শকটের এই উল্টো হয়ে পতনরূপ অঘটন ঘটেছে—বালকদের এইরূপ কথা কেউ শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করল না, মনে মনে কোনও অলক্ষ্য কারণ অনুমান করল।

যশোদা-বিলাপ ঃ

৫। অতঃপর এই শকট-পতনের সমকালেই পুত্র সম্বন্ধে আশঙ্কমানা ব্রজরাজমহিষী ভূমিতলে

৬। বালো মে নবনীততশ্চ মৃদুলস্ত্রৈমাসিকোঽস্যান্তিকে
হা কষ্টং শকটস্য ভূমিপতনাদ্ভঙ্গোঽয়মাকস্মিকঃ।
তচ্ছ্রুত্বাঽপি ন মে গতং যদসুভিস্তেনাঽস্মি বজ্রাধিকা
ধিঙ্মে বৎসলতামহো সুবিদিতং মাতেতি নামৈব মে॥

৭। কিঞ্চ, যন্নিষ্পাতজবৈর্মহী বিচলিতা যস্যারবৈঃ সর্ব্বতঃ
সর্ব্বেঽমী বধিরীকৃতা নিপতিতে তস্মিন্ সমীপে শিশুঃ।
লব্ধ্বা ভূরিভয়ং যদেষ তদিতঃ স্মৃত্বাঽপি জীবত্যহো
মদ্দুর্দ্দৈবফলং মহদ্ব্রজপতের্ভাগ্যৈঃ কিয়দ্বার্য্যতাম্॥২॥

৮। ইতি সত্বরমুপসর্পন্তী সসাধ্বসা সাধ্বঽসাবঽতিবিধুরা বিধুরামণীয়কহারিবদনং তমঙ্কমারোপ্য মারোপ্যমাণসৌভগং সমালোক্য সমালোক্য-মধুরিমা ধুরি মানসং মানসন্তোষতো ন চকার॥

বৃত্তান্তঃ; "বার্ত্তো নিরাময়ঃ কল্যঃ" ইত্যমরঃ; তয়া সমাশ্বাসিতাঽসিতাপাঙ্গী শ্রীযশোদা সংজ্ঞাং চেতনাম্॥

৬। 'মাতা' ইতি নামৈব মম, ন তু মাতৃকার্যকারিত্বমিত্যর্থঃ॥

৭। আরবৈঃ শব্দৈঃ, তস্মিন্ শকটে সমীপে নিপতিতে সতি যদেষ শিশুর্ভূরিভয়ং লব্ধ্বা ইতোঽস্মাদেব স্থানাৎ তৎ শকটপতনং স্মৃত্বাপি অহো আশ্চর্যং জীবতি, তত্তস্মাদনুমিতস্য মদ্দুর্দৈবস্য ফলং মহদিদং পূতনাগমন-শকটপতনাদ্যুৎপাত-বাহুল্যম্, তথাপি তত্তচ্ছান্তিদর্শনলিঙ্গেনানুমিতৈর্ব্রজপতের্ব্রজরাজস্য ভাগ্যৈর্বহুভিঃ কিয়ৎ নিবার্যতাম্। ন জানে, পুনরপ্যগ্রে মদ্দুর্দৈবং কীদৃশং ফলিষ্যতীতি ভাবঃ॥

৮। সাধু সুষ্ঠু, অতিবিধুরা অতিব্যাকুলা, বিধোশ্চন্দ্রস্যাপি রামণীয়কহারি রমণীয়ত্বহরণশীলং বদনং যস্য তম্, মা শোভা তয়া রোপ্যমাণং প্রকাশ্যমানং সৌভাগ্যং যস্য তম্। যশোদা কীদৃশী? সমালোক্যোঽঙ্কগতেন কৃষ্ণেন হেতুনা

আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন। তারপর এস্তব্যস্ত হয়ে রোহিণীদেবী পুরস্ত্রীগণের সহ এসে তাঁকে সত্বর উঠিয়ে ধরে কুমারের শান্তি-নিরাময়ের বৃত্তান্ত শুনিয়ে আশ্বস্ত করলে অসিতাপাঙ্গী মা যশোদা সংজ্ঞালাভ করে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন।

৬। আমার বাছা নবনীত হতেও মৃদুল তিন মাসের শিশু—এঁর নিকট হা কষ্ট, শকটের ভূমিতে পতনহেতু এই আকস্মিক ভঞ্জন। আর তা শুনেও আমার যে প্রাণ গেল না তাতেই প্রমাণ হচ্ছে আমি বজ্রাদপি কঠিন—অহো আমার বাৎসল্যে ধিক্, মা বলে যে আমার প্রসিদ্ধি এ কেবল নামে মাত্রই।

৭। আরও, যার পতনবেগে পৃথিবী কম্পিত হয়ে উঠল, যার পতনশব্দ চতুর্দিকে আমাদিকে বধির করে দিল সেই শকট নিকটে নিপতিত হলে এ-শিশু অত্যন্ত ভয় পেয়ে এ-স্থান থেকেই নিপতন হয়েছে এ-স্মরণেও অহো কি আশ্চর্য জীবিত আছে—এই সব উৎপাত আমার দুর্দৈবেরই ফল—কেবলমাত্র মহান্ ব্রজপতির ভাগ্যবলে অনেক কিছু উৎপাত নিবারিত হচ্ছে।

৮। অতঃপর অত্যন্ত ভীত হয়ে শীঘ্র নিকটে এসে অতি বিধুরা মা যশোদা চন্দ্রের রমণীয়তাহারী বদন শিশুকে ক্রোড়ে তুলে নিলেন—শোভায় দীপ্ত সৌভাগ্যবান্ পুত্রকে দেখতে দেখতে তাঁর জ্যোতিতে

৯। অনন্তরং তরঙ্গিতমঙ্গলস্বস্ত্যয়নাদিনাঽঽদিনা নীরাজিতং নীরাজিতং স্বমহসৈব সৈবমতিস্নেহস্নুতং স্তনরসং নরসঙ্কাশং পরং ব্রহ্ম বালকমপি বালকং মূর্ত্তমপি অমূর্ত্তং পায়য়িত্বা নিদ্রাণমিব মত্বা পুনরন্যশয়নে শয়নেয়তয়া সংযোজ্য যাবৎ স্বাপয়তি, তাবদেব বসুদেবভার্য্যা সুদেবভার্য্যা মহোৎসবাগতব্রজবনিতা-নিতান্যমানপূজাবশেষং সমাপয়ামাস, ঘোষাধীশোঽপি কতমধরামরোদীরিত-মঙ্গলস্বস্তিবাচনাদিনা পুনরপি শকটং তথৈবাচারলব্ধতয়া স্থাপয়ামাস ॥

১০। অথ কস্মিন্নপি রসময়ে সময়ে মণিকিরণপ্রঘণে প্রঘণে সদয়ং মুৎসঙ্গমুৎসঙ্গমারোপ্য জনন্যা জনন্যায়বিদয়া শ্রীযশোদয়া শ্রীযশোদয়াশ্রিয়া লাল্যমানো মানোন্নতধীরধীনমায়ো মায়োগরুচিরো

সম্যগালোকয়িতুং যোগ্যো মধুরিমা মাধুর্য্যং যস্যাঃ সা। ততশ্চ মানশ্চিত্তসমুন্নতিস্তেন সন্তোষতো হেতোধুরি চিন্তায়াং মানসং মনো ন চকার ॥

৯। স্বস্ত্যয়নাদিনা ; কীদৃশেন ? আদিনা কারণেন প্রথমতঃ কৃতেন, নীরাজিতং নির্মঞ্ছিতম্ ; কীদৃশম্ ? স্বমহসা স্বকান্ত্যৈব নিঃশেষেণ রাজিতং নরসঙ্কাশং নরাকারেণৈব সম্যক্ কাশঃ প্রকাশো যস্য তম্ ; নবা নবীনা অলকা যস্য তম্ ; অমূর্ত্তমকঠিনম্ ; "মূর্ত্তঃ কাঠিন্য-কায়য়োঃ" ইত্যমরঃ ; নিদ্রাণমিবেতি নিদ্রাপূর্বভাবো ব্যঞ্জিতঃ। শয়নেয়তয়া শয়ৌ পাণী তাভ্যাং নেয়তয়া গ্রাহ্যতয়া ; "পঞ্চশাখঃ শয়ঃ পাণিঃ" ইত্যমরঃ ; বসুদেবভার্যা রোহিণী ; কীদৃশী ? শোভনস্য দেবস্য দেবজাতেরিব ভা কান্তিস্তয়া আর্যা পূজ্যা, মহোৎসবাগতাভির্ব্রজবনিতাভিঃ সহ তাসামেব বা নিতরাং তায়মানায়া বিস্তার্য্যমাণায়াঃ পূজায়া অবশেষম্ ॥

১০। কস্মিন্নপীতি একবর্ষবয়ঃপ্রাকট্যে ;—(ভা০ ১০।২৬।৬) "একহায়ন আসীনো হ্রিয়মাণো বিহায়সা" ইতি দশমস্কন্ধোক্তেঃ। তদন্তরালবর্তিনামকরণাদিলীলোল্লঙ্ঘনেন প্রথমত এবৈতদ্বর্ণনন্তু দশমস্কন্ধোক্তক্রমানুরোধেনৈব, ইত্যেবমন্যত্রাপি জ্ঞেয়ম্। স বালকৃষ্ণঃ সংগংস্যমানং প্রবলানিলরূপং দানবং প্রমায় গরিমাণং ততানেত্যন্বয়ঃ। প্রঘণে অলিন্দে ; কীদৃশে ? মণীনাং কিরণৈঃ প্রকর্ষেণ ঘনে নিবিড়ে, মুদামানন্দানাং সঙ্গো যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, উৎসঙ্গং ক্রোড়মারোপ্য

উদ্ভাসিতা মা যশোদার মধুরিমা চেয়ে দেখবার মতো হয়েছিল তখন।

৯। অনন্তর যিনি তরঙ্গিত মঙ্গল স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা নিরাজিত, নিজতেজে উদ্ভাসিত, বালক হয়েও নব অলকে শোভিত, মূর্ত হয়েও অমূর্ত সেই নরাকার পরংব্রহ্মকে মা যশোদা অতিস্নেহস্নুত স্তনদুগ্ধ পান করিয়ে নিদ্রালু মনে করে হাতে তুলে নিয়ে অন্য শয্যায় পুনরায় শুইয়ে দিয়ে যখন ঘুম পাড়াচ্ছিলেন সেই অবসরে শোভন দেবতাদের কান্তিতে পূজিতা শ্রীরোহিণীদেবী মহোৎসবে আগতা ব্রজবনিতাগণের দ্বারা বিস্তারিত পূজার অবশিষ্ট কাজ সমাপন করালেন। এদিকে ঘোষাধীশও কতিপয় ব্রাহ্মণের দ্বারা উচ্চারিত মঙ্গল-স্বস্তিবাচনাদিতে লোকাচারানুসারে ঐ শকট পুনরায় স্থাপন করালেন।

তৃণাবর্তবধলীলা ঃ

তৃণাবর্তের আগমন ঃ

১০। অতঃপর (এক বৎসর বয়স কালে) কোনও এক রসময় সময়ে মণিকিরণোজ্জ্বল বারান্দায় জননীরীতি বিশারদা সমৃদ্ধি-যশ-দয়াগুণে অলঙ্কৃতা মা যশোদা দ্বারা লালিত, যথাপ্রয়োজন উন্নত

রুচিরোপিত-নরদারকলীলো জ্ঞানঘনোঽজ্ঞানঘনোদকো ভ্রময়ন্ কৃতপ্রাকৃতচরিতোঽচরিতোহঃ স বালকৃষ্ণঃ সংগংস্যমানমতিরংস্যমানমতিরম্বরান্তরিষ্যমাণমুপশমায় প্রমায় প্রবলানিলরূপং দানবং তদা নবং ততান গরিমাণম্ ॥

১১। 'মৎকৃতে মম কথং জনয়িত্রী বাত্যয়া পরিভবং সমুপৈতু' ইত্থমঙ্কগত এব স তাদৃক্ স্তোক এব বল্গুদুর্বহ আসীৎ ॥

জনন্যা জনানাং স্বায়ং পুত্রোপলালননাঙ্গাচারং বেত্তীতি, ইগুপধাৎ কঃ, তয়া ; শ্রীঃ সমৃদ্ধিশ্চ যশশ্চ দয়া চ তাভিঃ শ্রীঃ শোভা যস্যাস্তথাভূতয়া যশোদয়া লল্যমানঃ স বালকৃষ্ণঃ সংগংস্যমানং সঙ্গতীভবিষ্যন্তং প্রবলানিলরূপং তৃণাবর্তরূপং দানবম্। স্বয়ং কথম্ভূতঃ ? অম্বরান্তঃ আকাশমধ্যে অতিশয়েন রংস্যমানা মতির্যস্য সঃ, আকাশসঞ্চাররূপক্রীড়ার্থমিত্যর্থঃ। তং কীদৃশম্ ? উপশমায় নাশায় ইষ্যমাণং সঙ্কল্প্যমানং প্রমায় নির্দ্ধার্য তদ্‌বধার্থমপীত্যর্থঃ। ইতি প্রয়োজনদ্বয়মুদ্দিষ্টম্। তদা তস্মিন্ সময়ে নবমভূতপূর্বং গরিমাণং গৌরবং ততান বিস্তৃতবান্। নন্বু কেবলমাধুর্যানুভবশালি-শ্রীযশোদাদিবাৎসল্যরসাবেশময়-লীলস্য তস্য কুতস্তথা স্ফূর্তির্যতস্তৃণাবর্তাগমজ্ঞানেন নিজভারকল্পনমিত্যত আহ—মানেন প্রমাণেনোন্নতা ধীর্যস্য সঃ। তদানী-মুৎপাতাগমে নিজসেবাবসরমাজ্ঞায় সহসৈবোপস্থিতায়ামৈশ্বর্যশক্ত্যাং বুদ্ধিবৃত্ত্যাবধানাদিত্যর্থঃ। নন্বু অন্যদা তস্য নিজৈ-শ্বর্যাস্ফূর্তৌ মায়াবৃতং তত্ত্বং কেনচিৎ কিমিতি নাশঙ্ক্যেত, ইত্যত আহ—অধীনা বশবর্তিনী মায়া যস্য সঃ। নন্বু কদা-চিদৈশ্বর্যস্ফূর্তিঃ কদাচিন্নেত্যেবমনিয়তলীলত্বং কথং তস্যেতি ? তত্রাহ—মাযোগরুচির ইতি। মা শোভা সৌন্দর্যং তস্যা যোগেন রুচিং রাতি দদাতি গৃহ্লাতীতি বা সঃ। নিখিলশক্তিকদম্বসেব্যমানস্য তস্য যথা যথা লীলায়াঃ সৌন্দর্যেণ রোচকত্বং ভবতি, তথা তথৈবাবসরে স্বশক্ত্যানুমোদনমিত্যর্থঃ। তেন ন কেবলমসুরাদ্যাগমে তদ্বধার্থং স্বজনপালনার্থং চ ঐশ্বর্যসুখানুভবি-ভক্তাগমে চ তৎপ্রসাদার্থং নিজমহৈশ্বর্যস্ফুরণম্, কিন্তু মাধুর্যাস্বাদো যথা ন ব্যাহন্যেত, প্রত্যুত প্রণয়-গাঢ়াতয়া নিজসম্বন্ধমনন্যাতিদার্ঢ্যেন সনর্মবিস্ময়কৌতুকাসত্যা পরিপুষ্যেতৈব, তথা নিজনিখিলকান্তাচক্রবর্তিনীনাং মহামাধুরীবিবর্তবর্তিনীনাং শ্রীরাধিকাদীনামপি সংসদি দশাবতার-শেষশয্যাদিলীলাবিষ্কারার্থমপীত্যলং বিস্তরেণ। নন্বু যদি তদানীমৈশ্বর্যং স্ফুরিতম্, তদা বামনাদ্যবতারেষু ত্রিবিক্রমাদিরূপবৎ তদ্বধানুরূপং বৃহৎস্বরূপং কিমিতি নাবিষ্কক্রে ? তত্রাহ—রুচিরোপিতেতি। রুচ্যা রোপিতা নরদারকস্যেব লীলা যেন সঃ ; বালকবপুষৈব তাদৃশদুষ্টবধে বিস্ময়বৈলক্ষণ্যং স্যাৎ, ব্রজবাসিনাং মাধুর্যাস্বাদবিঘাতশ্চ ন ভবেদিতি ভাবঃ। নন্বু ঈদৃশানেকপ্রয়োজনককার্যচাতুরী সহসৈব তস্য কথমভু-দিতি ? তত্রাহ—জ্ঞানঘন ইতি। প্রয়োজনান্তরমপ্যাহ—অজ্ঞান্ তৃণাবর্তাদীন্ ভ্রাময়ন্ বালকাকারজ্ঞাপনেন ভ্রান্তান্ কর্তুম্, তথাপি তেষ্বপি মুক্তিদায়িত্বেন দয়ালুত্বমাহ—অঘনোদকঃ, অঘং সংসারদুঃখং নুদতি দূরীকরোতীতি সঃ। ন চ বালত্বেঽপি সিংহবালকস্যেব অসুরান্ প্রতি ভয়ানকত্বপ্রদর্শনমিত্যাহ—কৃতপ্রাকৃতচরিত ইতি। অতএব ন চরিতঃ সঞ্চরিত উহস্তর্কো যত্র সঃ ॥

বুদ্ধিবৃত্তি প্রকাশে সমর্থ, মায়াধীশ, লীলাসৌন্দর্যানুরোধে স্বশক্তির সেবা গ্রহীতা, নরবালকবৎ লীলাপরায়ণ, জ্ঞানঘনবিগ্রহ, অজ্ঞানজনের সংসারদুঃখহারী, অসুরকুলের ভ্রান্তি উৎপাদনের জন্য প্রাকৃত বালকবৎ আচরণকারী, তর্কের অগোচর সেই বালকৃষ্ণ আকাশে সঞ্চারণরূপ ক্রীড়ার ইচ্ছায় এবং তৎকালে আগত তাঁর নাশে সঙ্কল্পবদ্ধ তৃণাবর্তরূপ দানবকে বধের উদ্দেশ্যে মাতার কোলে অভূতপূর্ব ভারী হয়ে উঠল।

১১। 'আমার জন্য আমার মা কেন এ-অসুরকর্তৃক পরাভব প্রাপ্ত হবেন'—এইরূপ চিন্তা

১২। সা চ তদা তদাক্রমণপীড়িতাঽপীড়িতা ভুবনজনৈর্বৎসলতয়া লতয়া ফলভরনতয়া সদৃশী কথঞ্চিদেকরসং চিদেকরসং তমাত্মজমাত্মজবেন স্খলন্তং তত্রৈবোপবেশয়ামাস॥

১৩। অথ ভগবদিচ্ছয়াঽচ্ছয়া চ্ছুরিতমানসা মানসারতয়াঽবিবেকেনৈব নৈব চিন্তয়িত্বা বিহায়াপি তং হা যাপিতং তং সময়মবিদতী বিদতী চ সহনীতমিতি মিতিহীনপ্রভাবং তং প্রভাবন্তং গৃহমধ্যে প্রবিশ্য যদা কার্য্যান্তরনিযুক্তা তস্থুষী তস্মিন্নেবাঽবসরে যুগপদ্বিপ্রযুক্তনাগ-নাগরীনিকুরম্বস্য দীর্ঘোষ্ণনিশ্বাস ইব, কাললোহকারেণাস্ফালিতায়া ভূভস্ত্রায়াঃ সমুচ্ছ্বাস ইব, যুগপদেব দিঙ্‌মাতঙ্গানাং শ্রবণ-সূর্পাস্ফালনতঃ কম্পমানস্য নভসঃ স্যন্দ ইব, বাতাত্মকোঽপি পিত্ত-কফব্যাধিরিব রজস্তমোবহুলঃ, খল

১১। ভারপ্রকটনে মুখ্যং প্রয়োজনমাহ—মৎকৃত ইতি॥

১২। ভুবনস্থজনৈঃ সর্বৈরপি ঈড়িতা স্তুতা, কথঞ্চিৎ কষ্টসৃষ্ট্যা উপবেশয়ামাস। একরসমেকরূপস্বরূপং চিদেকরসং তদানীং জ্ঞানৈকবীর্যম্; "শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্যে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ" ইত্যমরঃ॥

১৩। অথ সা যদা কার্যান্তরনিযুক্তা তস্থুষী স্থিতবতী তস্মিন্নেবাবসরে তৃণাবর্তাখ্যঃ কোঽপি বাত্যাবিবর্ত আবিরাসীদিত্যন্বয়ঃ। অচ্ছয়া নির্মলয়া ভগবদিচ্ছয়া হেতুনা মানস্য পুত্রাতিভর-প্রমাণস্য সারতয়া নিবিড়তয়া অবিবেকেনৈব ছুরিতং মানসং যস্যাঃ সা। অতএব তং পুত্রং বিহায় বহিঃ স্থাপয়িত্বাপি নৈব চিন্তয়িত্বা, হা খেদে, যাপিতং গমিতং তং ঘোরং সময়মবিদতী অজানতী। কিঞ্চ, অঙ্গনাদ্ যদা প্রবিষ্টবতী, তদৈব পুত্রমপি সহ স্বেনৈবানীতং বিদতী

করে মায়ের ক্রোড়গত অবস্থাতেই এবং এরূপ ছোট্ট শিশুর ভাবে অবস্থিত থেকেই বালকৃষ্ণ অতিশয় দুর্বহ হয়ে উঠল।

১২। তখন সেই ভারে পীড়িতা, জগজ্জনের আদৃতা, ফলভারে নতা লতার মতো পুত্রবাৎসল্যে নতা মা যশোদা—একরূপস্বরূপ হয়েও তদানীং জ্ঞানৈকবীর্যশালী, নিজ বেগেই স্খলনোন্মুখ সেই পুত্রকে কষ্টেসৃষ্টে সেখানেই বসিয়ে দিলেন।

১৩। অতঃপর পবিত্র শ্রীভগবৎ ইচ্ছায় পুত্রের অতিভার দুর্বিসহ হওয়ার দরুন বিবেকহীনা ও বিক্ষিপ্তমনা হয়েই মা যশোদা কোন কিছু চিন্তা না করেই পুত্রকে ফেলে রেখেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করলেন,—হায় হায় এই সময়টা যে কি সাংঘাতিক তা না জেনেই এই সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছেন তিনি—আরও গৃহে প্রবেশকালে ভ্রমে তাঁর এই জ্ঞান হল যেন পুত্রকে নিয়েই গৃহে প্রবেশ করেছেন—নিরতিশয় ঐশ্বর্যযুক্ত পুত্রের প্রভাবই এ ভ্রমের কারণ।

তৃণাবর্তের রূপ ঃ

গৃহমধ্যে প্রবেশ করে তিনি যখন কার্যান্তরে নিযুক্ত আছেন সেই অবসরে—যুগপৎ বিরহিণী নাগপত্নী সমূহের দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাসের মতো, কালরূপ কর্মকারচালিত পৃথিবীরূপ হাপরের সমুচ্ছাসের মতো, দিগ্‌মাতঙ্গের কর্ণরূপ কুলার আস্ফালনে কম্পমান আকাশের চ্যুতির মতো, বায়ুধাতের ব্যক্তির পক্ষে রজগুণোত্থ পিত্ত এবং তমোগুণোত্থ কফ বিরুদ্ধ কিন্তু বায়ুরূপ হলেও রজ-তমময় অর্থাৎ ধুলি-অন্ধকারময়,

ইব বহিঃ শর্করাবর্ষী অন্তর্দুরধিগমঃ, মদ ইব অন্ধঙ্করণঃ, পিত্তজ্বর ইব মহাবেগঃ, সংগ্রাম ইব প্রসরৎ-করেণুসঙ্ঘাতকৃতান্ধকারঃ, পঞ্চভূতাত্মকতামপনীয় একভূতাত্মকং কুর্ব্বন্নিব ত্রিভুবনং কংসপ্রহিতস্তৃণাবর্ত্তাখ্যঃ ॥

১৪। ঊর্দ্ধোর্দ্ধোবর্ত্তনৃত্যৎপ্রচুরতৃণরজঃশর্করাপূরদূর-
ভ্রংশৈরভ্রংলিহাগ্রো গ্লপিতজনতনুঃ কোঽপি বাত্যাবিবর্ত্তঃ।
কল্লান্তপ্রজ্বলিষ্যৎফণিপতিবদন-ব্যূহবহ্নেরুদীর্ণৈঃ
ক্ষৌণীং নির্ভিদ্য ধূমৈরিব ভুবনজনানন্ধয়ন্নাবিরাসীৎ ॥

১৫। অয়মেতি মহানিলোঽসুরঃ, স্বয়মেব স্ববিনাশকারণম্।
উররীকুরুতামিতি প্রভু-,র্গ রিমাণং ন তথা ততান সঃ ॥

ভ্রমাদেব জানতী। নন্ু কথং তাদৃশীনামেবং ভ্রমঃ? তত্রাহ—মিতিঃ প্রমাণং তয়া হীনঃ প্রভাবো যস্য তম্; তদিচ্ছা-প্রভাবেণৈব বিভ্রমোঽপি জনিত ইতি ভাবঃ। নন্ু বিকটবাত্যয়া বহিঃস্থিতস্য তস্যাতিসুকুমারত্বেন পরিভবঃ সম্ভবেৎ, তত্র নহি ন হীত্যাহ—প্রভাবন্তম্, ঐশ্বর্যাবেশেন দেদীপ্যমানম্। যুগপদেককালমেব বিপ্রযুক্তানাং বিরহিণীনাং নাগ-নাগরীণাং সমূহস্য নিশ্বাস ইত্যতিকটুত্বেন ভূভস্ত্রায়া ইতি অতিবিততত্বেন স্যন্দঃ ক্ষরণং বিদীর্য উপরিতোঽধঃপতনমিতি যাবদিত্যতিভয়ানকত্বেন। বাতধাতোঃ সাত্ত্বিকত্বেনায়ুর্বেদশাস্ত্রে উক্তত্বাদ্বিরোধঃ। পিত্তকফয়োস্তু রাজসত্ব-তামসত্বাভ্যাম্; পক্ষে, রজো ধূলিঃ, তমোঽন্ধকারঃ; শর্করা সিতা কর্পরা চ। প্রসরদ্ভিঃ করেণূনাং হস্তিনীনাং সংঘাতৈঃ কৃতোঽন্ধকারো যত্র; পক্ষে, প্রসরন্তি কানি সুখানি যেভ্যস্তথাভূতৈ রেণুসংঘাতৈরিতি। একভূতাত্মকং পবনময়ম্॥

১৪। কীদৃশঃ? উর্দ্ধোর্দ্ধমুপর্যুপরি আবর্ত্তো ভ্রমিস্তত্র নৃত্যতামিব তৃণরজঃশর্করাপূরাণাং দূরতো ভ্রংশৈর্গ্লপিতা জনানাং তনবো যেন সঃ। কল্লান্তে প্রকর্ষেণ জ্বলিষ্যন্ যঃ ফণিপতেরনন্তস্য বদনব্যূহতো বহ্নিস্তস্য ধূমৈরিব ক্ষৌণীং নির্ভিদ্য উপরিগতভুবনস্থজনানন্ধয়ন্ অন্ধীকুর্বন্॥

১৫। ন তথেতি। পূর্বং যথা মাতুরঙ্কে তথা ন, কিন্তু তদ্বলানুরূপং তু ততানৈবেত্যর্থঃ। অন্যথাঽতিলাঘবেন

খলব্যক্তি যেমন মুখে মিষ্টি অন্তরে কুটিল তেমনই বাইরে কঙ্করবর্ষী অন্তরে দুর্জ্ঞেয়, অহঙ্কার যেমন মত্ততা আনয়নকারী তেমনই অন্ধকার সৃজনকারী, পিত্তজ্বরের মতো মহাবেগশালী, সংগ্রামস্থল যেমন ইতস্ততঃ ধাবিত হস্তিনীগণের পদাঘাতে উত্থিত ধূলিতে অন্ধকারময় তেমনই দুঃখ-দায়িনী ধূলিকণা-সমূহের সম্মিলনে অন্ধকারময়, পঞ্চভূতাত্মকতা দূর করে ত্রিভুবনকে একভূতাত্মক পবনরূপে যেন পরিণতকারী, কংসপ্রেরিত তৃণাবর্ত নামক অসুর এসে উপস্থিত হ'ল।

১৪। উর্ধ্বে উর্ধ্বে ঘূর্ণিতে নর্তনছন্দে চঞ্চল প্রচুর তৃণ-ধুলি-কঙ্করনিকর দূর থেকে নিক্ষেপের দ্বারা লোকের ক্লেশদায়ক কোনও আকাশচুম্বি ঘূর্ণিঝড় কল্পান্তে ফণিপতি অনন্তের সহস্র বদন থেকে মাটি ফুড়ে নির্গত প্রজ্জ্বলিত বহ্নি-ধূমের মতো পৃথিবীর লোকসকলকে অন্ধ করে দিতে দিতে এসে উপস্থিত হ'ল।

১৫। এই যে এসে গেল প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়রূপ তৃণাবর্ত অসুর—সে নিজেই নিজের বিনাশের কারণ

১৬। এবমন্ধতমসান্ধতমসারূপ্যং গতেষু সকলেষু পরিতস্তৃণরজঃশর্করাবর্ষে চ মহতি হতিকারকে সতি ভবনমধ্যমধ্যবস্থায় চিন্তয়ৎসু পুরজনেষু চ মাত্রা যথৈবোপবেশিতং তথৈবাকুতোভয়স্য কুতো ভয়স্য কথাঽপীতি নিরাতঙ্কং তং কঞ্জনয়নং নয়নন্দিতভুবনজনং ভুবনজনন্দিকরচরণতলং রণতলং গতানাং গতানাঙ্কানাং সুরদ্রুহামন্তকমন্তকরণায় স্বস্য স মহাসুরো হরতি স্ম ॥

১৭। স চ বালব্রহ্ম ব্রহ্মরুদ্রাদিসেবিতো বিতোদঃ প্রকটামোদো মোদোদ্ধুরঃ পটে নিবধ্য নীয়মানোঽনল ইব কণ্ঠশোধনার্থং কণ্ঠে কৃতঃ কালকূট ইব স্বয়ং নিমন্ত্র্যানীয়মানো মৃত্যুরিব তেনাহ্রিয়মাণঃ, সুরপুরপুরন্ধ্রীকৃতদর্শনার্তিপূর্ত্যৈ ইব তৎস্বরূপয়া নিঃশ্রেণিকয়া নাকতলমুজ্জিগমিষুরিব কিয়দ্দূরমুদ্‌যাতঃ,

---

সস্য এবাত্যুচ্চদেশোন্নয়নে স্বস্য শ্রমঃ সম্ভবেদিতি ॥

১৬। অন্ধতমসেন গাঢ়ধ্বান্তেন হেতুনান্ধতমৈরতিশয়ান্ধৈঃ সারূপ্যং তুল্যরূপতাং গতেষু পরিতঃ সর্বতঃ হতিকারকে ঘাতকে সতি তং কঞ্জনয়নং কমলনেত্রং স্বস্য অন্তকরণায় মারণায় মহাসুরো হৃতবান্, নয়েন নীত্যা তাদৃশদানববধ-নিবন্ধন-তাদৃশচাতুর্যময্যা নন্দিতা ভুবনজনা দেবাদয়ো যেন তম্। ভুবনং জলং তত্র জাতং কমলং তদ্বৎ নন্দি শৈত্য-সৌরভ্য-সৌকুমার্যাদিসমৃদ্ধিযুক্তং করচরণতলং যস্য তমপীত্যতিদুরাত্মত্বেন তস্য নির্দয়ত্বমুক্তম্। কিঞ্চ, সুরদ্রুহামসুরাণা-মন্তকম্। কীদৃশানাম্? রণতলং গতানাম্। 'অছি আযামে' অঙ্কঃ আযামঃ, ন অঙ্কোঽনাঙ্কঃ, গতোঽনাঙ্কো যেষাং শৌর্যাস্ত্যাযামরতামিত্যর্থঃ ॥

১৭। বিতোদো গতব্যথঃ, প্রকটো ব্রহ্মরুদ্রাদিলোকপর্যন্তং ব্যাপ্ত্যা সঞ্চার্যমাণ আমোদোঽঙ্গসৌরভ্যং যস্য সঃ, মোদেন তদ্বধোৎসাহময়হর্ষেণোদ্ধুরঃ। তেন তৃণাবর্তেন পটে নিবধ্যেতি তেনাকর্ষণং কৃষ্ণস্য। কণ্ঠেতি কৃষ্ণেনাকর্ষণং

কণ্ঠে ঝুলিয়ে নিল—নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী বালকৃষ্ণ মায়ের কোলে যতটা গুরুভার হয়ে উঠেছিল এখন আর ততটা থাকল না।

বালকৃষ্ণ-হরণ ঃ

১৬। এইরূপে সকলে ঘোর অন্ধকারে একেবারে অন্ধের মতো হয়ে গেলে, চতুর্দিকে মহা পীড়াদায়ক তৃণ-ধুলি-কঙ্করনিকর বর্ষণ হতে থাকলে, এবং গৃহমধ্যে অবস্থিত পুরজন চিন্তাকুল হয়ে পড়লে—মা যেমন ভাবে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সেইভাবে অবস্থিত, অকুতভয়, যাঁর সম্বন্ধে ভয়ের কোন কথাই উঠতে পারে না সেই নিরাতঙ্ক, কমলনয়ন, দানববধের নীতিকুশলতায় দেবতাগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী, কমলকোমল কর-চরণের দ্বারা শোভিত, যুদ্ধক্ষেত্রে আগত অশেষ শৌর্যাদিবিশিষ্ট, অসুরের যমস্বরূপ বালকৃষ্ণকে সেই মহাসুর নিজ বিনাশের জন্য নিজেই হরণ করে নিয়ে চলল।

তৃণাবর্ত-বধ ঃ

১৭। ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিত, সর্বাবস্থায় ব্যথারহিত, নিত্য প্রকাশশীল অঙ্গসৌরভযুক্ত, আনন্দে উৎফুল্ল, বস্ত্র-বন্ধনে নীয়মান অগ্নির মতো, কণ্ঠশোধনার্থ কণ্ঠেকৃত কালকূটের মতো, স্বয়ং নিমন্ত্রণ করে ডেকে আনা মৃত্যুর মতো সেই বালব্রহ্মকে ঐ মহাসুর হরণ করে নিয়ে চলল,—ঐ মধুর বালক তখন

প্রিয়সুহৃদমিব তং মৃগমদ-মেচকিত-বিসবল্লীবল্লীলেন স্তোকেনৈব ভুজবলয়েনাঽধিকণ্ঠতটং তথা শনৈঃ শনৈর্নিপীড়য়ামাস, যথাঽস্য নির্গচ্ছন্তোঽপ্যঽসবো বিলম্ব্য বিলম্ব্য সপদি চূর্ণপেষং পিষ্টা ইব নির্জগ্মুঃ। অহো কৌশলং কুশলিনঃ খেলাশিশোস্তস্য ভগবতঃ ॥

১৮। অথ বিগতাসৌ গতাসৌভগে ভগবদঙ্গসঙ্গাদঙ্গসংগান-সমুচিতে প্রাগাবেগবেগতো গতোৎকর্ষেঽপি পাংশুশর্করাবর্ষিণি পবমানে পবমানে স্বকুলং তস্মিন্নপি নিপততি তৎকণ্ঠাবলম্বি-নীলমণিহার ইব অলব্ধভূতলস্পর্শ এব তেন সহ ভুবস্তলং যাবদালম্বতে, তাবদেব শাম্যতি বাত্যাবর্ত্তে পূর্ব্বমেব তনয়ানবলোকশোক-শুষ্যমাণমনা মনাগপ্যবস্থাতুমসমর্থা সমর্থামেব মূর্চ্ছামবলম্ব্যাবলম্ব্যাহতধীরধীরতয়া ব্রজেশবনিতা নিতান্তমবনিতলে নিপপাত ॥

বাল্যাদ্‌ভীত্যেব তৎকণ্ঠস্য স্বয়মিতি। ততশ্চ তস্য মৃত্যুরেবেত্যুক্তম্। অনলস্য জলাদিনা প্রতীকারোঽস্তীতি কালকূট ইতি তস্যাপি মন্ত্রাদিনেতি চেৎ মৃত্যুরিতি; সুরপুরস্য পুরন্ধ্রীভিঃ কৃতা যা দর্শনে আর্ত্তিরুৎকণ্ঠা তস্যাঃ পূর্ত্তয়ে বাত্যাকারয়া নিঃশ্রেণিকয়া 'সিঁড়ী' ইতি খ্যাতয়া মৃগমদেন মেচকিতায়াঃ শ্যামলীকৃতায়া বিষবল্ল্যা মৃণাললতায়া ইব লীলা যস্য তেন, শনৈঃ শনৈরিতি একদৈবাতিপীড়নে সহসৈব তৎপ্রাণত্যাগে সতি দূরতো বেগত এব তদ্বপুষঃ পতনে স্বশ্রম আপদ্যেতেতি ভাবঃ। চূর্ণপেষমিতি (পা০ ৩।৪।৩৫) "শুষ্কচূর্ণরুক্ষেষু পিষঃ" ইতি ণমুল্; চূর্ণবৎ পিষ্টেত্যর্থঃ। বিলম্ব্য বিলম্ব্য নির্জগ্মুরিতি তেন শনৈঃ শনৈস্তদ্বপুষো নিপতনে সতি নিঃশ্রেণিকয়েবাবতরণমপি ভগবতঃ সুখেনৈবাভূদিতি ভাবঃ ॥

১৮। বিগতা অসবো যস্য তস্মিন্, তথাপি গতমসৌভগং যস্য তস্মিন্; কুতঃ? ভগবতোঽঙ্গস্য সঙ্গাৎ অঙ্গে

স্বর্গরমণীগণের দর্শনার্তি পূরকের মতো, ও চক্রবাতরূপ সিঁড়ি বেয়ে স্বর্গে আরোহন-ইচ্ছুকের মতো কিছু দূর উঠে গিয়ে মৃগমদে শ্যামলিকৃত, মৃণাললতাসম লীলায়িত ভুজবলয়ের দ্বারা প্রিয় সুহৃদের মতো ঐ অসুরের কণ্ঠপ্রদেশ এমন ভাবে চেপে ধরল যাতে এর প্রাণবায়ু বের হতে হতেও বিলম্ব করে চূর্ণবৎ পেষিত হয়ে নির্গত হয়ে গেল। চতুরশিরোমণি খেলাশিশু এই ভগবানের অহো কি চতুরতা! (গলা টিপে তৎক্ষণাৎ মেরে ফেললে অত উঁচু থেকে নীচে সহসা পতনহেতু নিজেরও ব্যথা লাগতে পারে, সেই জন্যই প্রাণবায়ু ধীরে ধীরে নির্গত করাল—ইহাই চতুরতা)

যশোদা-বিলাপ ঃ

১৮। অতঃপর ঐ অসুরের প্রাণবায়ু চলে গেল বটে, কিন্তু অবসান হ'ল তার দুর্ভাগ্যের, শ্রীভগবদঙ্গসঙ্গে ঐ অসুর-দেহের উৎকর্ষতা প্রাপ্তি হ'ল—তার সকল প্রভাব চলে গেলেও প্রাথমিক বায়ুবেগের ফলে ধূলি-কঙ্করাদি বর্ষিত হতে থাকল বটে কিন্তু ঐ উৎকর্ষতা প্রাপ্ত বায়ুতে স্বকুল পবিত্র হয়ে গেল। ঐ অসুর ভূমিতলে নিপতিত হতে থাকলে নীলমণিহারের মতো তার কণ্ঠাবলম্বী ঐ খেলাশিশু ভূতলের দ্বারা অস্পৃষ্ট থেকেই যখন ভূমিতলে এসে পড়ে গেল তখন চক্রবাত থেমে গেল,—আর চক্রবাত থেমে যেতেই পুত্র অদর্শন-শোকে নীরসমনা নন্দরাণী এক মুহূর্তও আর দাঁড়িয়ে থাকতে অসমর্থা হয়ে আশ্রয় দানে সমর্থা মূর্চ্ছার আশ্রয় গ্রহণ করে লুপ্তবুদ্ধি-বিহ্বলতা বশতঃ ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন।

১৯। ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরভিরভ্যমাণা জীবনানুমাপকশ্বাসাশ্বাসামান্দ্যেন বোধয়ন্তীভির্ধয়ন্তীভিরিব তচ্ছোকানলকীলাঃ কীলালেন মুখমাসিঞ্চন্তীভিঃ কিমপি সমূচে ॥

২০। 'সুকৃতিনি ! হে কৃতিনি ! পরমপরভাগধেয়েন ভাগধেয়েন যেন তাদৃশো দৃশোরতিরসদো রসদোঽবিততনয়স্তনয়ঃ সমাসাদি, তেনৈব স্বস্তি স্বস্তিমানসৌ মানসৌভাগ্যোদয়ো বাং দম্পত্যোঃ পত্যোর্ব্রজপুরস্য রস্য এব, তদলমলং মোহেন, মোহেন ক্লেশয় মানসম্, মা ন সন্তাপী হি মানসজ্বরঃ, স খলু কুশলী সম্প্রতি সম্প্রতিপৎস্যতেঽকস্মাদেব, কস্মাদেবমুত্তাম্যসীতি তাসাং চিরাশ্বাসগিরা লব্ধজাগরেব সা যচ্চেতনামাপদ্যতে স্ম, সৈব তস্যাঃ শোকোদ্‌গারিণী সমজনিষ্ট ॥

২১। তদ্‌যথা— ইত এব ময়োপবেশিতো, বত বোঢ়ুং হ্যসমর্থয়া ভরম্।
মম দুর্নিয়তিস্বরূপয়া, তনয়ো হা ধিগহারিবাত্যয়া ॥

তস্মিন্ আকারেঽপি সঙ্গানমুৎকর্ষন্তস্য সমুচিতে পবমানে বায়ৌ স্বকুলং পবমানে পবিত্রীকুর্বতি তস্মিন্নসুরে নিপততি সতি অলব্ধভূতলস্পর্শ ইতি ব্যথাভাবো ব্যঞ্জিতঃ ॥

১৯। অভিরভ্যমাণা আলিঙ্গনাকারেণ ধ্রিয়মাণা, আশ্বাসস্যামান্দ্যেন, আধিক্যেনেত্যর্থঃ। ধয়ন্তীভিরনুভবন্তীভিরিতি যাবৎ। কীলা জ্বালাঃ, কীলালেন জলেন, আসিঞ্চন্তীভিঃ সর্বতঃ ক্ষালয়ন্তীভিঃ,—অপস্মারাভমূর্চ্ছয়া মুখস্য লালাক্লিন্নত্বাৎ ॥

২০। হে পুণ্যবতি ! হে কৃতিনি পণ্ডিতে ! যেন ভাগধেয়েন ভাগ্যেন। কীদৃশেন ? পরমঃ পরভাগ উৎকর্ষো ধেয়ো ধার্যো যস্য তেনাতিরসদোঽতিসুখদঃ ; রসস্যানুরাগস্য দোহেন পূরণেন বিততো বিস্তৃতো নয়ো যেন সঃ ! তেনৈব ভাগধেয়েন হেতুনা স্বস্তিমান্ কুশলী অসৌ তনয়ঃ স্বস্তি সুখেন অস্তি। কীদৃশঃ ? বাং যুবয়োর্ব্রজপুরস্য স্বামিনোর্মানসৌভাগ্যয়োরুদয়রূপঃ রস্য ইতি তথাত্বেনৈব সর্বৈরনুভবনীয় ইত্যর্থঃ। মা উহেন অপায়তর্কেণ মানসং ক্লেশয়, মানসজ্বরো হি মা ন সন্তাপী, অপি তু সন্তাপক এব ; মা ইতি নিষেধে ॥

১৯। ব্রজপুরস্ত্রীগণ মা যশোদাকে জড়িয়ে ধরে জীবনের লক্ষণ শ্বাস-প্রশ্বাসের আধিক্য থেকে তাঁর শোকানল বুঝে ও অনুভব করে তাঁর মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সান্ত্বনা-বাক্য কিছু বললেন—

২০। হে পুণ্যবতী, হে চতুরে, পরমশ্রেষ্ঠা আপনার যে-ভাগ্যের দ্বারা তাদৃশ অতি নয়ন-সুখদ, অনুরাগের উচ্ছলনে প্রেমনীতিধারা প্রবাহকারী পুত্র লাভ হয়েছে সেই ভাগ্যের দ্বারাই কুশলী পুত্র সুখে আছে আপনার, ব্রজপুরের স্বামী-স্বামিনী দম্পতি আপনাদের মান-সৌভাগ্যের উদয় এই পুত্র হতেই, এ সকলে অনুভবও করে থাকে, অতএব এই মোহের প্রয়োজন কি, বৃথা তর্কে মনকে ক্লেশ দিবেন না, মনের জ্বরই দুঃখদায়ক হয়ে থাকে, সে সম্প্রতি কুশলেই আছে, সম্প্রতি হঠাৎই তাঁকে দেখতেও পাবেন, কেনই বা এমন দুঃখ করছেন ;—তাঁদের আশ্বাস-বাণীতে বহুক্ষণ পর ঘুম থেকে জাগরিতের মতো মাতা যশোদা যেই চেতনা লাভ করলেন অমনই তাঁর শোক-রসোদ্গার আরম্ভ হল।

২১। হায় হায় বাছার ভার সহনে অসমর্থ হয়ে পড়তেই তো এখানেই আমি বসিয়ে রেখে গেলাম—আমার দুর্ভাগ্যস্বরূপ চক্রবাত হা ধিক্ আমার পুত্র হরে নিয়ে গেল।

২২। ক্ব শিশোর্বত তাদৃশো ভরঃ, সহতে যং বত ন প্রসূরপি।
অতএব তথাঽনুমীয়তে, মম দুর্দ্দৈববিজৃম্ভিতং হি তৎ ॥

২৩। নবনীতমিবাতিকোমলো, ব্যথতে যো বত মাতুরঙ্কতঃ।
স কথং খরপাংশুশর্করা-,তৃণবর্ষং সহতে স্ম মে সুতঃ ॥

২৪। স যথৈব নিশাচরীবিষ-,স্তনপানাচ্ছকটস্য পাততঃ।
অবিতঃ কিল যেন বেধসা, স ইদানীমপি তং সদাঽবতু ॥

২৫। অধুনা পরমেশ্বরেণ চ-,দবিতোঽসৌ যদি লভ্যতে সুতঃ।
ন কদাপি তদাঽঙ্কমধ্যতো, বত ভূমৌ বিজহামি হা পুনঃ ॥

২৬। ত্বরিতং পরিতোঽবলোক্যতাং, ক্ব নু নীতঃ ক্ব নু পাতিতোঽর্ভকঃ।
মম যাবদপৈতি জীবিতং, ন বহিস্তাবদমুং সমানয় ॥'

ইতি ভূয়ো মূর্চ্ছতি ॥

২১, ২২। তৎ শোকোদ্গারণং যথা দুর্নিয়তির্দুরদৃষ্টং সম্ভবেদিত্যর্থঃ ॥
২৩। ব্যথতে ব্যথাং প্রাপ্নোতি ॥
২৪। স সুতো যেন পূর্বমবিতো রক্ষিতঃ ॥
২৫। পরমেশ্বরেণাস্মদিষ্টদেবেন ॥
২৬। ক্ব নীতো বাত্যয়েত্যর্থঃ ॥

২২। হায় হায় কোন্ শিশু এমন ভার হয় যা তাঁর মা-ও সইতে পারে না—অতএব অনুমান হয় এ আমার দুর্দৈবেরই বিলাস।

২৩। নবনীতের মতো অতি কোমল হায় হায় যে মায়ের কোলের স্পর্শেও ব্যথিত হয় সেই আমার পুত্র কি করে ভয়ঙ্কর ধূলি-কঙ্কর-তৃণবর্ষণ সইতে পারল।

২৪। আমার বাছাকে বালঘাতিনী পূতনার বিষস্তন-পান এবং শকট-পতন থেকে যে বিধাতা যে ভাবে পূর্বে রক্ষা করেছেন তিনিই এখনও আমার বাছাকে সদা সেইভাবে রক্ষা করতে থাকুন।

২৫। আমার ইষ্টদেব শ্রীনারায়ণ যদি আমার বাছাকে রক্ষা করে দিয়ে থাকেন, যদি আমার বাছাকে কোলে ফিরে পাই তা'হলে হায় হায় আমি আর কখনও তাঁকে কোল থেকে ভূমিতলে নামিয়ে দিব না।

২৬। ওহে গোপীগণ, তোমরা শীঘ্র চতুর্দিকে খুঁজে দেখ, চক্রবাত আমার বাছাকে কোথায় নিয়ে গেল, কোথায় নিয়ে ফেলল, আমার প্রাণ যে পর্যন্ত দেহ থেকে বের হয়ে না যায় তার পূর্বে আমার বাছাকে আমার কাছে নিয়ে এস—এই বলে পুনরায় মূর্চ্ছিত হলেন।

২৭। ততশ্চ ভূয়স্তাভিঃ কৃতাশ্বাসা শ্বাসাপিতমপি জীবিতং জহতী হ তীব্রতরধীবৈধুর্য্যা ধুর্য্যা মলিনবদনারবিন্দা রবিং দারুণমিব দহন্তং শোকমাবহন্তী হন্তীব যদা জনমনাংসি, তদৈব পুরতোরণস্য পুরতো রণস্য প্রথমারম্ভ ইবাহ্নং ভ ইবাঽতিসমীচীনে নির্জিতবিপক্ষোঽপক্ষোদ-ভূতস্য ভূতস্য রিপোরুরসি রসিকো মহাকণ্টকগহনে বিকচমেকমপরাজিতাকুসুমমিব, তৃণস্তম্বান্ধজীর্ণসরসি সমুদগুমেকমসিতোৎপল-মিব, ঘনতরতিমিরপটলোপরি দীপাঙ্কুর ইব, মহামোহোপরি পরমজ্ঞানামৃতমিব, মরুভুবি সুরতরুকড়ম্ব ইব, পরমদুঃখবৃক্ষশিখরে-সান্দ্রানন্দকুসুমমিব স বালকৃষ্ণো রোচতে স্ম॥

২৮। তমকুতোভয়মর্ভকমাকলয্য ক্রমসমুপচীয়মানে মানেন হীনে জননিচয়ে কেচন 'অয়মেব

২৭। শ্বাসেন পূর্বমূর্চ্ছাভঙ্গানন্তরং নিশ্বাসেন আপিতং প্রাপিতমপি জীবিতং জহতী ত্যজন্তী, হ স্ফুটম, ধুর্যা শ্রেষ্ঠা, দারুণং রবিমিব দহন্তম্। তদিব পুরতোরণস্য পুরবহির্দ্বারস্য পুরতোঽগ্রতো রিপোরুরসি স বালকৃষ্ণো রোচতে স্মেত্যন্বয়ঃ। কীদৃশঃ? রণস্য যুদ্ধস্য প্রথমারম্ভ ইব, অহ্নং শীঘ্রং ভে নক্ষত্রে অতিসমীচীনে স্বভাবেন স্বরাশিগণনগত্যা চ শীঘ্রবিজয়প্রদ ইব নির্জিতো বিপক্ষো যেন সঃ। রিপোঃ, কীদৃশস্য? অপক্ষোদভূতস্য চূর্ণীভূতস্য, অতিশয়েন নষ্টস্যেত্যর্থঃ। ভূতস্য ভুবি পৃথিব্যাম্ উতস্য স্যূতস্যেবেত্যর্থঃ। বিকচং বিকসিতম্। তত্রস্থং তমুৎপ্রেক্ষতে—মহাকণ্টকেতি; স্বাকৃষ্ট-বিকটতৃণস্তম্ব-শর্করাপুঞ্জভরিতত্বেন; তৃণস্তম্বান্ধেতি বহিস্তৃণাস্তাচ্ছন্নত্বেন তদাকারস্য দুর্লক্ষ্যতয়া, ঘনতিমিরেতি তৎসাহজিক-বর্ণত্বেন দীপাঙ্কুর ইবেত্যনেন পূর্বোক্তাপরাজিতা-কুসুমত্ব-নীলোৎপলত্বাভ্যাং তস্য প্রাপ্তং তৎসঙ্গজনিতকিঞ্চিৎকৃষ্ণত্বং বারিতম্। জ্ঞানামৃতমিবেত্যনেন তৎসাহিত্যেঽপি তেন স্পৃষ্টমশকত্বং ধ্বনিতম্, তন্মোক্ষদায়কত্বঞ্চ। মরুভুবীতি অতি-কঠোরত্বেন, সুরতর্বিতি অতিবিস্ময়াস্পদত্বেন তদুৎপ্রেক্ষা, পরমদুঃখেতিসান্দ্রানন্দেত্যাভ্যাং তত্র গতজনানামসুরশরীরং শ্রীকৃষ্ণং চ যুগপৎ পশ্যতাং নিঃসীমদুঃখং নিঃসীমসুখঞ্চ যুগপদেব জাতমিতি ব্যঞ্জিতম্॥

২৮। ক্রমেণ সমুপচীয়মান ইতি প্রথমং দশ, ততো বিংশতিস্ততস্ত্রিংশদিতি ক্রমেণ সংখ্যাবৃদ্ধ্যেত্যর্থঃ। অতঃ

২৭। অতঃপর পুনরায় যখন ব্রজগোপীদের দ্বারা আশ্বাসিত হয়ে নিশ্বাসের সহিত জীবন ফিরে পেয়েও মা যশোদা পুনরায় ও ত্যাগ করতে যাচ্ছেন, বুদ্ধিতে সর্বশ্রেষ্ঠা হয়েও তার সব বুদ্ধি লোপ পেয়ে গেল, বদনকমল শুকিয়ে গেল, মধ্যাহ্নসূর্যের দহনজ্বালার মতো শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন, সকলের মনকে যেন দুঃখে-বেদনায় শেষ করে দিতে লাগলেন ঠিক সেই সময়ে দেখা গেল পুরদ্বারের সম্মুখে যেন যুদ্ধের প্রথম আরম্ভে, যেন শীঘ্র বিজয়প্রদ অনুকূল নক্ষত্রে বিপক্ষদলন-রসিকশেখর বালকৃষ্ণ চূর্ণীভূত ও মাটির সঙ্গে প্রায় গ্রথিত শত্রুর বক্ষোপরি জ্বলজ্বল করছে—মহাকণ্টকাকীর্ণ গহন বনে প্রস্ফুটিত অপরাজিতা কুসুমের মতো, তৃণগুল্মে অন্ধ জীর্ণ সরসির বুকে সমুত্থিত এক কৃষ্ণকমলের মতো, ঘোর তিমির-জালোপরি এক দীপাঙ্কুরের মতো, মহা অজ্ঞানের স্তূপোপরি স্থাপিত জ্ঞানামৃতের মতো, মরুভূমির বক্ষোপরি অঙ্কুরিত কল্পবৃক্ষাঙ্কুরের মতো, পরম দুঃখশিখরোপরি প্রস্ফুটিত এক সান্দ্রানন্দ কুসুমের মতো।

ব্রজজনে কৃষ্ণের ঐশ্বর্য স্ফূর্তি ঃ

২৮। সেই অকুতভয় শিশুকে দেখতে পেয়ে দশ-বিশ-ত্রিশ এইভাবে বাড়তে বাড়তে জনতা

পামরোঽমরোদয়দ্বেষী বাত্যাকৃত্যা কৃত্যান্তরায়ভূতো ভূ-তোদমিব কুর্ব্বন্ ব্রজরাজকুমারমপহর্ত্তুং কৃতোদ্যমোঽস্য মোহিতঃ স্বয়ৈব কিল্বিষবিষজ্বালয়াঽঽলয়ান্তমপি গন্তুমশক্তো নভস্ত এব নিপপাত' ইতি ॥

২৯। কেঽপি চ—'অয়ে! অয়মেব মহাপ্রভাবপ্রভাবর্দ্ধিস্ফুরীশিতা শিতাস্ত্রমমোঘমিব সদা নবোঽপি দানবোত্তমানাং প্রাবল্যমবধায় বধায় তেষামবততারেব, তেনারম্ভ এব পরিপূতনামা পূতনামারকোঽয়মনোভঞ্জকো মনোঽভঞ্জকো জনানামধুনা ধুনানমিব ভুবনমিমঞ্চ ঘাতয়ামাসে' ইতি ॥

৩০। কেচিদপি—'অয়ে ব্রজপুরপুরন্দরস্যৈব পূর্ব্বপূর্ব্বজনির্জনিততপঃসু কৃতং সুকৃতং যৎ পুঞ্জিতং জিতং তেনৈব, তদৃতে যদিদমস্য দমস্য সকলাপদাং পদান্তরং নাকলয়ামঃ ॥'

৩১। ইতি গদন্তোঽগদং তোকং তমাদায় দায়লব্ধং মহাধনমিব নিঃসঙ্কোচতয়াঙ্কে কুর্ব্বন্তো নিজ-

---

ক্ষণমাত্রেণৈব মানেন পরিমাণেন হীনে সতি জনসমূহে অমরাণাং দেবানামুদয়দ্বেষী ভুবঃ পৃথিব্যাস্তোদং ব্যথামিব কুর্বন্, আলয়ান্তং গৃহসমীপম্ ॥

২৯। কেঽপীতি মহাদুর্জয়স্যাসুরস্য পতনে স্বয়ৈবেত্যাদ্যুক্তং যুক্ত্যাভাসমকিঞ্চিৎকরং মন্যমানাঃ স্ববুদ্ধিপ্রতিভাতেনানুমানেনৈব বাস্তবার্থস্ফূর্ত্তিমন্ত ইত্যর্থঃ। অয়ং বালকঃ, ঈশিতা ঈশ্বরঃ, অসুরবধার্থমমোঘং তীক্ষ্ণাস্ত্রমিব,—ঈশ্বরত্বেন নিশ্চয়াভাবাৎ। অবততার ইবেতি সদৈব নবঃ সনাতনোঽপি নিত্যনূতনপ্রতীতিকঃ, ন তু বস্তুত ইদানীন্তন এবেত্যর্থঃ। অনসঃ শকটস্য ভঞ্জকঃ, মনসশ্চেতসো ন ভঞ্জকঃ, ন দূষকঃ, সর্বসুখদায়িত্বাৎ ॥

৩০। কেচিদপীতি, তদুক্তমতিসাহসং মত্বা দৃঢ়েন যুক্ত্যন্তরেণৈব সমাদধানা ইত্যর্থঃ। সর্ব এবৈতে তৎপ্রেমমাধুরীবিবর্ত্তবর্ত্তিন এব যথোত্তরশ্রেষ্ঠা জ্ঞেয়াঃ। তপঃসু মধ্যে পুঞ্জিতং যৎ সুকৃতং পুণ্যং কৃতং তেনৈব জিতমুৎকর্ষেণ বর্ত্তিতম্। তদৃতে তদ্বিনাস্য সকলাপদাং পূতনাদিপ্রযুক্তানাং দমস্য দমনস্য নাশস্যেতি যাবৎ, পদান্তরং লক্ষণান্তরম্ ॥

ক্রমশঃ অসংখ্যে গিয়ে দাঁড়াল—এর মধ্যে কোনও একজন বললেন—'এই যে দেবতাদের উৎকর্ষে বিদ্বেষী, চক্রবাতরূপে সমস্ত কাজের অন্তরায়স্বরূপ পাপী অসুর পৃথিবীকে যেন পীড়িত করতে করতে আজ এ ব্রজরাজকুমারকে চুরি করতে উদ্যোগী হলে নিজেরই পাপ-বিষজ্বালায় মোহিত হয়ে নিজের ঘরের দরজায় ফিরে যেতে অশক্ত হয়ে এখানেই আকাশ থেকে পড়ে গেল।

২৯। কেউ আবার বললেন—'ওহে এই বালক নিশ্চয়ই ঈশ্বর, মহা ঐশ্বর্যের দ্যুতিতে উচ্ছলিত, অসুর বধার্থে তীক্ষ্ণ অমোঘ অস্ত্রের মতো, সদা নব হয়েও মহাপ্রবল দানবগণের শক্তি বুঝে বধার্থই অবতীর্ণ, জন্মারম্ভ থেকেই পরমপবিত্রনামা, পূতনামারক, শকট ভঞ্জক এই বালক যদিও লোকের মন-ভঞ্জক নয়, তথাপি তিনিই আজ পৃথিবীর কম্পন-সৃজনকারী প্রবল অসুরকে বধ করলেন। (সর্বসুখদাতৃ বলে এ তার পক্ষে দূষণ নয়, ভূষণ)।

৩০। কেউ আবার বললেন—'ব্রজপুর মহারাজ শ্রীনন্দবাবার পূর্ব পূর্ব জন্মের তপস্যার মধ্যে যে সুকৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে জমা হয়েছে, তার দ্বারাই অনায়াসে এই কার্য সম্পাদিত হয়েছে, তা বিনা পূতনাদি এ-সকল আপদ বিনষ্ট হওয়ার অন্য কোন কারণ দেখি না।

৩১। এইরূপ বলতে বলতে নিজজনের চিত্ত আনন্দে পূরণকারী ঐ সুস্থ শিশুকে যৌতুক-লব্ধ

জনানামন্তঃপুরমন্তঃপুরং প্রাপয়ামাসুঃ ॥

৩২। হর্ষকলকলেনাঽনুমায় কুশলিতাং তদনু দনুজদমনস্য মনস্যতীবপীবরেণ ৰরেণ হর্ষতরঙ্গেণ রঙ্গেণ বিকসদ্বদনাভির্ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভির্নিজগদে,—'জগদেকপূজ্যে ভাগ্যবতি ভবতি ভবদ্‌ভাগ্যেন সমুপসন্নো-ঽসন্নোঽয়ং ভবত্তনয়' ইতি হর্ষকথাসাদিতরসা তরসা পূর্ণজলদাবলীজলদাবলীঢ়বনভূমিরিব জীবিতাঙ্কুর-রুচিরারুচিরামণীয়কস্নিগ্ধা ক স ক সঃ' ইত্যুৎকলিকোৎকলিকোদয়বশ্যাঽবশ্যায়লিপ্তকমলাকৃতিনয়না-কৃতি-নয়-নামানুরূপগুণা সদ্যএব ভবন্তী তনয়াবলোকনার্থমুদ্‌গতা মুদ্‌গতাধিক্যেনাত্মানমপি ন সস্মার যশোদা ॥

৩৩। ততস্ত ততস্তুতিপরাভিরপরাভিরয়ময়মিতি মৃতসঞ্জীবনৌষধমিব স তদুৎসঙ্গে সংগেয়মহিমা ন্যাধ্যায়ি ॥

৩৪। সা চ নষ্টলব্ধধনমিবাঙ্কমারোপ্য সস্পৃহমীক্ষমাণাঽক্ষমাণামানন্দানুভববহনস্য করণানাং

৩১। অগদং নিরাময়ং তোকং বালকম্। কীদৃশম্? নিজজনানামন্তঃ অন্তঃকরণং পিপর্ত্তি পূরয়তীতি ক্বিপ্, তম্ ॥

৩২। মনসি অতীব পীবরেব পুষ্টেন নিজগদে, যশোদেত্যর্থাৎ; অধিকমধিকং পুষ্টীভবতা, বরেণ শ্রেষ্ঠেন। হে ভবতি! অসন্নোঽনবসন্নঃ; তরসা বেগেন, পূর্ণজলদাবলীনাং জলেন দাবলীঢ়া বনভূমিরিব জীবিতেনাঙ্কুরেণ তৃণাদি-সম্বন্ধিনা; পক্ষে, জীবিতস্য জীবনস্যাঙ্কুরেণ রুচিরা, উৎকলিকায়া উৎকণ্ঠায়া যা উৎকলিকা উদ্‌গতঃ কোরকস্তস্যা উদয়েন হেতুনা বশ্যা মূর্ছোত্থাপনাদিনা বশীকর্তুং শক্যা, অবশ্যায়েন নীহারেণ লিপ্তয়োঃ কমলয়োরিবাকৃতির্যয়োস্তথা-ভূতে নয়নে যস্যাঃ সা। অত্র তনয়প্রাপ্তিগর্ষোত্থত্বাদশ্রূণাং শৈত্যান্নীহারেণোপমা। ইতি মুদ্‌গতমানন্দনিষ্ঠং যদাধিক্যং তেন ॥

৩৩। ততস্তুতিপরাভির্বিস্তৃতস্তবকর্ত্রীভিঃ। স শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

মহাধনের মতো নিঃসঙ্কোচে কোলে নিয়ে অন্তঃপুরে পৌঁছে দিলেন।

৩২। অতঃপর আনন্দ-কোলাহল থেকে দনুজদমনের কুশল অনুমান করে মানসসাগরে উৎপন্ন উচ্ছলিত পরমানন্দ-তরঙ্গরঙ্গে উৎফুল্লিত বদনা ব্রজপুরস্ত্রীগণ বললেন—'হে ভবতি, ভাগ্যবতি, জগদেক পূজ্যে, আপনার ভাগ্যে সুস্থ-সবল আপনার পুত্র নিকটে এই আগত'—এইরূপ আনন্দময় কথায় সরসতা প্রাপ্ত হয়ে মেঘাড়ম্বরে জলধারা বর্ষণে সঞ্জীবিত দাবানল-দগ্ধ বনভূমির মতো, জীবনাঙ্কুর উদ্‌গমে মনোহারিণী, শোভন সৌন্দর্যে স্নিগ্ধা মা যশোদা বলে উঠলেন—'কোথায় আমার বাছা, কোথায় আমার বাছা'—এই বলে উৎকণ্ঠার যে কোরক বহির্গত হয়েছে তার উদয় হেতু মূর্চ্ছা-উত্থাপনাদির বশবর্তিনী, শিশিরভেজা কমলাকৃতি নয়না, কৃতি-নীতি-নামানুরূপ গুণশালিনী, সদ্যই পুত্র অবলোকনের জন্য উত্থিতা মা যশোদা আনন্দের উচ্ছলনে নিজেকেও পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে গেলেন।

৩৩। অতঃপর বহুল স্তুতিপরা অপর গোপীগণ 'এই যে এই যে আপনার বাছা' এই বলে মৃতসঞ্জীবনৌষধির মতো, সর্বত্র কীর্তন যোগ্য মহিমান্বিত বালকৃষ্ণকে মাতা যশোদার কোলে ধরে দিলেন।

৩৪। যশোদা মাতা নষ্টলব্ধ ধনের মতো পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে সতৃষ্ণ নয়নে দেখতে দেখতে

করণাঽনান্ধ্য ইব জাতে ক্ষণং স্তিমিতমনাঃ সতী তনয়মুবাচ—'জাত ! জাতমাত্র এব মাত্র এবমতিখেদমুপনয়সি, নয়সিদ্ধিরিয়ং ন ভবতঃ। অথবা, কিং তে দূষণম্, বহিরবস্থাপ্য ভবন্তং গৃহাগতাং দারুদারুণাং নাম্নৈব মাতরং মাং প্রতি মাতৃনাম্নাঽনাম্নাতপারোষ্যো রুষ্যোদ্রেকং ন গতো গতোঽপি যৎ পুনরাগা নিরাগা নিতরামতো ভবান্মাতৃবৎসলো বৎস ! লোকাতীতোঽসি মমৈবাগঃ' ইতি চিরং লালয়ন্তী স্নেহস্নুতং স্তনরসং নরসঙ্কাশং তমথ মূর্ত্তমানন্দং সানন্দং সা পায়য়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে শকটতৃণাবর্ত্তবিবর্ত্তো নাম

চতুর্থঃ স্তবকঃ ॥৪॥

৩৪। সা যশোদা করণানামিন্দ্রিয়াণাং করণেষু স্বস্বব্যাপারেষু অনান্ধ্যে চক্ষুষ্মত্ত্বে জাতে সতি পূর্বং মূর্চ্ছয়া তেষামান্ধ্যমাসীদিত্যর্থঃ। করণানাং কীদৃশানাম্? আনন্দানুভবানাং বহনস্য ধারণস্যাক্ষমাণামসমর্থানাম্। হে জাত! হে পুত্র! জাতমাত্র এব মাত্রে জনন্যৈ মহ্যমেবমতিখেদমুপনয়সি দদাসি, ইয়ং ভবতো নীতিসিদ্ধির্ন ভবতি, মাতৃনাম্না মাতৃত্বস্য নামমাত্রত্বেন হেতুনাপি ন আম্নাতং নাভ্যস্তং পারুষ্যং কঠোরত্বং যেন সঃ; যতো রুষ্যোদ্রেকং ক্রোধোদ্রেকং ন গতঃ; ভাবে কৃত্যপ্রত্যয়ঃ। যৎ পুনরাগাঃ আগতোঽসি, অতো নিরাগা নিরপরাধঃ ॥

স্বয়মাক্রম্য সংস্থাপ্য মন্মনশ্চক্রমারুতম্।
গোকুলং গোকুলানন্দ তেনাঙ্কীকৃতমুদ্ধর ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং চতুর্থস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৪॥

আনন্দানুভব ধারণে অসমর্থ ইন্দ্রিয়ের নিজ নিজ কার্যের পটুতা ফিরে এলে ক্ষণকাল মনে স্তিমিত-ভাব ধারণ করে পুত্রকে বললেন—'আরে বাছা কানাই, জন্ম থেকেই মাকে তুমি এরূপ অশেষ কষ্ট দিচ্ছ, তোমার এ কাজ ন্যায়সঙ্গত হচ্ছে না,—অথবা তোমাকেই বা কি দোষ দিব, আমি তোমাকে বাইরে ফেলে ঘরে এসে বসে রইলাম, কাষ্ঠকঠিন হৃদয় আমার, নামেমাত্রই আমি মা, এই নামেমাত্র মাতৃত্ব হেতুও তুমি আমার প্রতি কখনও কঠিন ব্যবহার কর না, তাই আজও ক্রোধের বশবর্তী হও নাই, তাই দূরে চলে গেলেও পুনরায় আমার কোলে ফিরে এলে, নিরপরাধ বাছা আমার তুমি সর্বদাই মাতৃবৎসল, বাছা আমার, তুমি তো লোকাতীত, অপরাধ তো আমারই, এইভাবে বহুক্ষণ আদর করবার পর নরবৎলীলাপরায়ণ মূর্তানন্দ ঐ বালককে মা যশোদা স্নেহস্নুত স্তনরস সানন্দে পান করালেন।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে শকটতৃণাবর্তবিবর্ত নামক

চতুর্থ স্তবক।

পঞ্চমঃ স্তবকঃ

১। অথ কস্মিন্নপি দিবসে তনয়ং লালয়ন্তী ব্রজপুরপরমেশানাঽঽশানামেকবিশ্রামভূতস্য তস্য জৃম্ভমাণস্য বদনকমলং কমলং কুর্ব্বদিব নিরীক্ষমাণা তত্রৈব ধরণি-ধরণিধর-জলধিপুরতরুপ্রভৃতি ভুবনকোষ-প্রভৃতি ভুবনকোষগৃহ ইবাত্মানমাত্মনঃ পতিং চাবলোক্য লোক্যচরিতাতীতত্বেন পরমবিস্মিতৈবাসীৎ ॥

২। তথৈবাপরেদ্যুরপি তনয়মঙ্কমারোপ্য লালয়ন্তী তন্মুখকমলকোষমালোকয়ন্তী চ ব্রজপুরপরমেশ্বরী কিমপি সকৌতুকমাজগাদ ॥

পঞ্চমঃ স্তবকঃ

জৃম্ভণং রিঙ্গণং নামকরণং গব্যমোষণম্।
মৃদ্ভক্ষণং বিশ্বরূপদর্শনং পঞ্চমে ক্রমাৎ ॥

১। ব্রজপুরপরমেশানা শ্রীযশোদা তনয়ং লালয়ন্তী জৃম্ভমানস্য তস্য বদনকমলং নিরীক্ষমাণা ধরণ্যাদিকং বিলোক্য পরমবিস্মিতৈবাসীৎ। তত্র জৃম্ভণকালস্যাত্যল্পপ্রমাণত্বাৎ তন্মধ্য এব ধরণ্যাদিসমস্তপদার্থপ্রত্যেকাবলোকনমসম্ভবদপি দুস্তর্ক্যভগবদৈশ্বর্যশক্ত্যা এব তদানীং তন্নয়নবৃত্তিমাবিশন্ত্যা নির্বাহিতমিত্যবসেয়ম্। আশানাং মনোরথানাম্, বদনকমলং মুখপদ্মম্, কং সুখম্, অলমতিশয়েন, কুর্বদিব নির্মিমাণমিব, কং সুখমপি ভূষয়দিবেতি বা। তত্রৈব সজৃম্ভমুখকমল এব ধরণ্যাদিপ্রভৃতিবস্তুজাতমিত্যর্থঃ। তত্র কীদৃশে? ভুবনকোষং প্রকর্ষেণ বিভর্ত্তীতি ক্বিপ্, তস্মিন্। ভুবনকোষগৃহ ইবেত্যত্র ভুবনকোষপদস্য (সাহিত্যদর্পণে ৭।৪) "উদেতি সবিতা তাম্রস্তাম্র এবাস্তমেতি" ইত্যাদিবদুদ্দেশ্যপ্রতিনির্দেশ্যত্বেন পৌনরুক্ত্যমদোষঃ। লোকে ভবং লোক্যং চরিতং তদতিক্রান্তত্বেন। অত্র কারিকাঃ—'পূতনাদিবধৈশ্বর্যং ন প্রেম সমচুকুচৎ। প্রত্যুতাবর্দ্ধয়ত্তস্মিন্নরিষ্টপরিশঙ্কয়া॥ নন্দভাগ্যাদিহেতুনাং তত্রাভূদ্যদি কল্পনম্। ততো নির্হেতুরেবেয়মৈশ্বরী শক্তিরাগতা॥ বিভুত্বদর্শিকা কৃষ্ণদেহে প্রকটমেব হি। তথাপি বিস্মিতৈবাসীন্মৎপুত্রস্যেদমস্য কিম্॥ ন ত্বৈশ্যজ্ঞানসংভ্রান্ত্যা বাৎসল্যে শিথিলাভবৎ। ন চাত্র সম্ভবেৎ কিঞ্চিৎ পূর্ববৎ হেতুকল্পনম্॥ তচ্চাপি বস্তুতো গাঢ়প্রেমোর্মিময়মেব হি। ইতি নিষ্কম্পতা প্রেম্ণঃ খ্যাপিতা স্যান্মুহুর্মুহুঃ॥' এবঞ্চ, 'প্রেমদেব্যাঃ পরীক্ষার্থমাগচ্ছত্যন্তরান্তরা। শক্তিরেষা হরেঃ কিন্তু তয়া দাসীকৃতা ভবেৎ॥" ইতি॥

পঞ্চম স্তবক

১। অতঃপর কোনও একদিন ব্রজপুরপরমেশ্বরী মা যশোদা পুত্রকে লালন করতে করতে ভক্ত-মনোরথের একমাত্র বিশ্রামভূমি বালকৃষ্ণের জৃম্ভমান মুখ যখন অতিশয় সুখে নিরীক্ষণ করছিলেন তখন একটা পূরো বাড়ীর ভাণ্ডার ঘরসদৃশ সমস্ত ভুবনের স্বচ্ছন্দ-ধারয়িত্রী ঐ মুখগহ্বরে পৃথিবী-পর্বত-সাগর-নগর-বৃক্ষ প্রভৃতিকে, এবং নিজেকে নিজপতিকে দেখতে পেলেন—এ এক অলৌকিক ব্যাপার, তাই বিস্মিত হলেন তিনি।

২। এইরূপে অপর কোনও একদিন পুত্রকে কোলে নিয়ে যখন লালন করছেন আর তাঁর

৩। জৃম্ভস্ব তাত বদনং পরিলোকয়ামি, দন্তাঙ্কুরাস্তব কিমুন্মিষিতা ন বেতি।
ব্যাদত্ত এব বদনেঽস্য দদর্শ মাতা, লগ্নান্নিজস্তনরসস্য কণানিবৈতান্ ॥

৪। অথৈবং বালনিশাকর ইবাঽঽশাকর ইবাহরহঃ পুষ্টিদেব্যা সেব্যমানোঽব্যমানোঽপি পিতৃভ্যামকালকৃতবিশেষোঽপি তৎকালকৃতবিশেষ ইব জানু-করচঙ্ক্রমণ-চাতুরীমুরীচকার ॥

৫। মন্দং সুকোমলকরাম্বুজজানুযায়ী, কাঞ্চীকলেন চকিতঃ স্থগিতত্বমেত্য।
পশ্চাৎ সবিস্ময়বিবর্ত্তিত-কম্বুকণ্ঠ-,মালোকয়ন্ বিতনুতে জননীপ্রমোদম্ ॥

৬। কিঞ্চ, করাভ্যাং জানুভ্যাং লঘুলঘু চলন্ রত্নঘটিত-
প্রঘাণে তৎপ্রান্তাবরণমণিদণ্ডেষু বসতাম্।
প্রতিচ্ছায়াং বীনামরুণমৃদুলৈরঙ্গুলিদলৈঃ,
কৃতারম্ভো ধর্ত্তুং ব্রজপুরপুরন্ধ্রীঃ সুখয়তি ॥

২। অপরেদ্যুঃ—অপরস্মিন্ দিবসে ॥

৩। ব্যাদত্তে প্রকাশিতে সতি ; এতান্ দন্তাঙ্কুরান্ ॥

৪। আশাসু দিক্ষু করাঃ কিরণা যস্য সঃ ; পক্ষে, আশাসম্পাদকঃ। পুষ্টিরেব দেবী, তয়া অহরহঃ প্রতিদিনং সেব্যমান ইবেত্যন্বয়ঃ। 'ইবেন সহ নিত্যসমাসবচনম্' ইত্যস্য (রঘুবংশ ১।৩) "উদ্বাহুরিব বামনঃ" ইত্যাদিদৃষ্ট্যা প্রায়িকত্বাৎ পিতৃভ্যামব্যমানোঽপি নিজাঙ্কবক্ষঃকণ্ঠাদৌ রক্ষ্যমাণোঽপি জানুভ্যাং করাভ্যাঞ্চ চংক্রমণস্য চাতুরীমলিন্দাদৌ অঙ্গীচকার। ন কালেন কৃতো বিশেষো পরিণামো যস্যেত্যপ্রাকৃতত্বাত্তথাপি তৎকালকৃতেতি নরলীলত্বাদিত্যুভয়স্যৈব বাস্তবত্বং তস্যাচিন্ত্যশক্তিসিদ্ধমিতি সার্বত্রিক এব সিদ্ধান্তঃ ॥

৫। তন্মাধুর্যং বর্ণয়তি—মন্দমিত্যাদিভিঃ ॥

কোমল মুখারবিন্দ চেয়ে চেয়ে দেখছেন তখন ব্রজপুরপরমেশ্বরী সকৌতুকে এরূপ বললেন—

৩। হাই তোল তো বাপধন তোমার মুখ দেখি—দন্তাঙ্কুরের উদগম হয়েছে কি না—হাঁ করলে মা তার মুখে নিজ স্তনদুগ্ধের লগ্ন-কণার মতো দন্তাঙ্কুররাজির উদগম দেখতে পেলেন।

৪। অতঃপর দিক্ আলো করা কিরণমালায় উজ্জ্বল বালচন্দ্রমার মতো, অহরহ পুষ্টিদেবী কর্তৃক যেন সেবিত বালকৃষ্ণ পিতামাতার বুকে-পিঠে লালিত হয়ে কালকৃত পরিণামশীল না হয়েও নরলীলত্ব হেতু কালকৃত পরিণামশীল শিশুর মতো হামাগুড়ি চাতুরী অঙ্গীকার করলেন।

৫। বালকৃষ্ণ সুকোমল করকমল-জানু গতিতে ধীরে ধীরে চলতে চলতে কাঞ্চীর মৃদুমধুর ধ্বনিতে চকিত হয়ে থম্‌কে গিয়ে সবিস্ময়ে পিছন দিকে কম্বুকণ্ঠ ঘুরিয়ে যখন দেখছিল তখন জননীর আনন্দসমুদ্র উচ্ছলিত হয়ে উঠছিল।

৬। আরও, রত্নখচিত বারান্দায় কর-জানুতে ধীরে ধীরে চলতে চলতে উহার প্রান্ত-আবরণের উপরস্থ মণিদণ্ড-নিবাসী পক্ষীর প্রতিচ্ছায়াকে অরুণ-মৃদুল দক্ষিণ করাঙ্গুলিদলে ধরবার উদ্যোগী বালকৃষ্ণ ব্রজপুরস্ত্রীগণকে সুখরাশিতে ভরিয়ে তুলছিল।

৭। কদাচিদপি চিদপিহিতেব স বালমূর্ত্তিরমূর্ত্তিরতিরমণীয়ঃ পূর্ণজ্ঞানঘনো জ্ঞানমবধায়য়িতুং কৌতুকেন,

ক্ব বক্ত্রং ক্ব শ্রোত্রং ক্ব তব দৃগিতি স্নিগ্ধমুদিতঃ
পুরন্ধ্রীভিস্তান্যঙ্গুলিকিসলয়েনাঽধিগময়ন্।
ক্ব দন্তা ইত্যুক্তঃ করকমলমাধায় বদনে
স্মিতেনৈবোৎপন্না মম ন ত ইতি ব্যক্তমবদৎ ॥

৮। কিঞ্চ, কা তে প্রসূর্জনয়িত্য তব কো বদেতি, পৃষ্টঃ কয়াচিদনতিস্মিতপেশলাস্যঃ।
তাং তঞ্চ কোমলকরাম্বুজপল্লবেন, সন্দর্শয়ন্ প্রণয়িনাং মুদমাততান ॥

৯। অথ তদৈব বক্তুং ক্ষমো ন বেতি নবেঽতিকৌতুকে বাৎসল্যরসসন্ধাত্র্যা ধ্যাত্র্যা চ,—
নামানয়োঃ কিময়ি তাত বদেতি পৃষ্টো, মন্দস্ফুটাক্ষরমলক্ষ্যবচাঃ স চারু।
মাতেতি তাত ইতি নামযুগাদিবর্ণৌ, মাতেতিমাত্রমতিমাত্রমলং জগাদ ॥

৬। রত্নঘটিতে রত্নেন স্ফটিকাদিনা ঘটিতে প্রঘাণে অলিন্দে বীনাং কপোতাদিপক্ষিণাং প্রতিচ্ছায়াং প্রতিবিম্ব-মঙ্গুলিদলৈর্দক্ষিণকরসম্বন্ধিভিঃ, বামকরস্য ভূম্যবষ্টব্ধত্বাদিত্যর্থঃ। বীনাং কীদৃশানাম্? তস্য প্রঘাণস্য প্রান্তাবরণে উপরিতনে যে মণিদণ্ডা ভিত্তিপটলয়োস্তির্যগবষ্টম্ভাস্তেষু বসতাম্ ॥

৭। অপিহিতা চিদিব আবৃতং চৈতন্যমিব,—জীবধর্ম্মানুকরণাৎ। অমূর্তিঃ, অতিসুকুমার ইত্যর্থঃ; "মূর্তিঃ কাঠিন্যকায়য়োঃ" ইত্যমরঃ; পুরন্ধ্রীভিঃ কৃষ্ণস্য জ্ঞানমবধারয়িতুমুদিতঃ। তানি বক্ত্রাদীন্যাঙ্গানি প্রত্যেকপ্রশ্নানন্তর-মঙ্গুলিকিসলয়েন স্পৃষ্ট্বা অধিগময়ন্ জ্ঞাপয়ন্; মম তে দন্তা নোৎপন্না ইতি ব্যক্তমবদৎ ॥

৮। কয়াচিদিত্যুপনন্দপত্ন্যেতি জ্ঞেয়ম্। অনতিস্মিতেন পেশলং সুন্দরমাস্যং যস্য সঃ। তাং প্রসূং যশোদাং তং জনয়িতারং নন্দং চ; প্রত্যেকপ্রশ্নানন্তরমিতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্ ॥

৭। নরভাব-অনুকরণহেতু আবৃত চৈতন্যের ভাবে যেন ভাবিত এই বালমূর্তি অতি সুকুমার অতি রমণীয় পূর্ণজ্ঞানঘন হলেও কোনও একদিন ব্রজপুরস্ত্রীগণ তাঁর জ্ঞান নির্ণয় করবার জন্য কৌতুকপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন—'বাছাধন, তোমার মুখ কই, কান কই, চোখ কই'—এইরূপে পুরস্ত্রীগণের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে স্নিগ্ধ আনন্দিত বালকৃষ্ণ ঐ ঐ অঙ্গে তাঁর কোমল অঙ্গুলিদল লাগিয়ে বুঝিয়ে দিল,—'বাছাধন, তোমার দাঁত কই' এই প্রশ্ন করলে মুখে করকমল ধরে ঈষৎ হাসি হাসি মুখে 'আমার তো তা উঠে নাই'—এই ভাবে যা বলবার বলে দিল।

৮। আরও, 'তোমার মা কে বাবা কে বলতো দেখি বাছাধন', এই রূপে কোনও গোপীদ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়ে মন্দস্মিত-সুন্দর মুখল শ্রীকৃষ্ণ তাঁর কোমল করকমল-পল্লবের নির্দেশে তাঁদের দুজনকে দেখাতে দেখাতে অনুরাগিজনের মন আনন্দে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

৯। অতঃপর ঐ সময়েই মুখে কথা ফুটেছে কি না তা বুঝবার জন্য নূতন এক অতিকৌতুকে অসীম বাৎসল্যরসাধার ধাইমা জিজ্ঞাসা করলেন—'ওহে বাছাধন, বল দেখি তোমার মা-বাবার নাম

১০। কদাচিদপি— জানুভ্যাং করযুগ্মকেন চ চলন্ রত্নপ্রঘাণোদরে
স্বচ্ছায়ামবলোক্য চারুচকিতস্তাং পাণিনা লুম্পতি।
ভূয়স্তামপি তাদৃশীং প্রতি ভিয়া সঙ্কোচমেবাচরন্
মাতুঃ ক্রোড়তলং নিবৃত্য চলনাৎ সাশঙ্কমারোহতি

১১। অথ কিয়তা কালেন মণিময়ভিত্তিমবষ্টভ্য মনাগুত্থিত এব প্রথমপাদবিহার এব নিপতন্তমিবাত্মানং মন্যমানো নিজপ্রতিবিম্বমেব করালম্বনায় করকমলদলেনৈকেন দধানো নিরবলম্বন এব যদা স্খলতি, তদা বিম্লানবদনো মাতৃবদনমীক্ষমাণঃ ক্ষণং রুদন্নেব মাত্রা চ করকমলদলাভ্যামভিমৃশ্য স্বাঙ্গুলিদলং গ্রাহয়িত্বা লঘুলঘু সঞ্চার্য্যমাণঃ পূর্ব্বরোদনমলিনমাননচন্দ্রং স্মিতসুধয়া ধাবয়ন্মাতৃমোদমাতনুতে স্ম ॥

১২। তত ইতস্ততশ্চরণবিহারো হারোল্লসিতবক্ষসোঽস্য যদা সমঘটত, তদা তদালোকনকুতুকিনো ব্রজরাজস্য সমক্ষমেব জনন্যা ধাত্রী কৌতুকেন তমুপদিশতি স্ম—বৎস!

৯। নবে নবীনে অতিকৌতুকে; 'মাতা' ইতি বক্তব্যে 'মা' ইতি, তাত ইতি বক্তব্যে 'তা' ইতিমাত্রং জগাদ। তত্রাপি অতিমাত্রং যথা স্যাত্তথা মাত্রা সংস্কৃতাদিনিয়মঃ, তমতিক্রম্যেত্যর্থঃ। তেন তাত ইত্যত্রাদিবর্ণে 'তা' ইতি বক্তব্যেঽপভ্রংশভাষয়া 'বা' ইতি জগাদেত্যর্থঃ,—প্রশস্যাপ্যপভ্রংশরূপত্বাৎ ॥

১০। তাং স্বচ্ছায়াং তাদৃশীমলুপ্তাকারাং তাং প্রতি, অতএব ভিয়া ভীত্যা সঙ্কুচিতাকারঃ সন্ চলনাজ্জানুচংক্রমণান্নিবৃত্য ॥

১১। ধাবয়ন্ ক্ষালয়ন্ ॥

কি'—এতে যে-বালকৃষ্ণ আবোল-তাবোল কথা বলতে শেখেছে মাত্র সেই মৃদুস্পষ্ট অক্ষরে সুন্দরভাবে মাতা ও বাবা এই নামযুগলের অক্ষরের মধ্যে আদ্য অক্ষর দুটি 'মা-মা—বা-বা' এইভাবে বার বার বলতে লাগল।

১০। আবার কখনও, রত্নখচিত বারান্দায় হামাগুড়ি দিতে দিতে নিজ প্রতিবিম্ব দেখে চারুচকিত বালকৃষ্ণ ওটি হাত দিয়ে মুছে ফেলতে চেষ্টা করল, পুনরায় ওটিকে ঐ একইরূপে দেখে ভয়ে সঙ্কোচের ভাব ধারণ করে হামাগুড়ি থেকে বিরত হয়ে মায়ের কোলে উঠে বসল।

১১। অতঃপর কিছুকাল পর মণিভিত্তির অবলম্বনে একটু উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম পা ফেলতেই পড়ে যাচ্ছে যেন নিজেকে এরূপ মনে করে নিজ প্রতিবিম্বকেই হাত বাড়িয়ে এক করকমলদলে ধরতে গিয়ে যখন নিরালম্ব হয়ে পড়ে যাচ্ছিল তখন ম্লান মুখে মার মুখের দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে ক্ষণকাল কাঁদতে লাগল—মা-ও নিজ করকমলে পুত্রকে স্পর্শ করে নিজ অঙ্গুলীদল ধরিয়ে দিলেন—বালমুকুন্দ তখন মার হাত ধরে ধীরে ধীরে চলতে চলতে পূর্ব-রোদনে মলিন মুখচন্দ্র মৃদুমধুর হাসিতে ধুইয়ে দিতে দিতে মাকে আনন্দসমুদ্রে নিমজ্জিত করে দিল।

১২। অতঃপর হারোল্লসিত বক্ষদেশবিশিষ্ট বালকৃষ্ণের যখন ইতস্ততঃ এখানে ওখানে সানন্দে ঘুরে বেড়ানো হচ্ছিল তখন ওর অবলোকন-কৌতুকী ব্রজরাজের সম্মুখেই জননীর ধাইমা কৌতুকে আদেশ

স্থালীমানয় পীঠমানয় ঘটীমপ্যানয়েতি ক্রমাদ্-
যস্ত্বেবানয়নক্ষমো ভবতি তৎ স্মিত্বৈব কিঞ্চিত্তরাম্।
পাণিভ্যামবগৃহ্য চারুজঠরে সংযোজয়ন্নন্তরং
বিশ্রম্যাঽঽনয়তে ন যত্র পটুতা স্পৃষ্ট্বৈব তন্মুঞ্চতি ॥

১৩। তদা ব্রজরাজসমক্ষমুপনন্দ-সনন্দ-পত্ন্যৌ তদবলোকমনসৌ লোকনমনসৌভাগ্যচণচরণং তমঙ্কমারোপ্য—'বৎস! মুঞ্চ, মুঞ্চ, ত্বমীশ্বরপুত্র ঈশ্বরোঽসি, কিমনেন তেঽনুচিতেন পরিশ্রমেণ' ইতি ধাত্রীং গঞ্জয়ন্ত্যৌ তদুত্তারয়তঃ ॥

১৪। এবং কদাচিদপি—

ভো বৎস কৃষ্ণ নবনীতমিদং প্রদাস্যে, নৃত্যেতি কৌতুকবশেন কয়াচিদুক্তঃ।
নৃত্যন্ সুতালমভিনীতকরং সুপাদ-,বিন্যাসচারু জননীমুদমাতনোতি ॥

১৫। কদাচিদপি—

ভো বৎস বক্ষসি বিরাজতি কিং তবৈতৎ, পাঞ্চালিকেব কনকস্য সুচারু চিহ্নম্।
কিং তে বধূরিতি রসেন কয়াচিদুক্তো, ধুন্বন্ শিরো হসতি হাসয়তে চ সর্ব্বান্ ॥

১২। ততস্তদনন্তরম্, ইতস্ততশ্চরণবিহারঃ; কীদৃশঃ? ততো বিস্তৃতঃ, জনন্যা যশোদায়া ধাত্র্যা শ্রীমুখরানাম্ন্যা। বিশ্রম্য মধ্যবর্ত্মনি ক্ষণং ভূমৌ স্থাপয়িত্বা পুনরুত্থাপ্যানয়ত ইত্যর্থঃ ॥

১৩। লোকানাং ভক্তজনানাং শ্রীনারদাদীনাং নমনেন যৎ সৌভাগ্যং তেন প্রথিতৌ চরণৌ যস্য তম্; (পা০ ৫।২।২৬) "তেন বিত্তশ্চুঞ্চুপ্‌চণপৌ" ইতি চণপ্। ঈশ্বরস্য রাজ্ঞঃ পুত্রোঽসি ॥ (১৪)

করতে লাগলেন—'বাছাধন, থালাটা নিয়ে আসতো, আসনটা নিয়ে আসতো, কলসীটি নিয়ে আসতো'—এইরূপ ক্রমশঃ একটার পর একটা বললে যে যে বস্তু আনতে সমর্থ হয়ে যাচ্ছে সেই সেই বস্তু একটু মুচকি হেসে দুই হাতে ধরে সুন্দর উদরোপরি স্থাপন করে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করে করে এনে পৌঁছে দিচ্ছে—যা পারছে না তা ছুঁয়েই ছেরে দিচ্ছে বালকৃষ্ণ।

১৩। এই সময়ে ব্রজরাজের সম্মুখে উপনন্দ-সনন্দের কৃষ্ণদর্শন-লোলুপা পত্নীদ্বয় লোকনমন-সৌভাগ্যে প্রসিদ্ধ চরণকমলবিশিষ্ট বালগোপালকে কোলে নিয়ে বললেন—'বাছা, ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও'—তুমি রাজার বেটা রাজা, তোমার এ-বৃথা পরিশ্রমের প্রায়াজন কি' এ-বলে ধাত্রীকে গঞ্জনা দিতে দিতে হাত থেকে ঐ সব বস্তু নামিয়ে দিলেন।

১৪। এই রূপে কখনও—'ওহে বাছা কৃষ্ণ, এই ননী দিব একটু নাচতো'—কৌতুকবশে কেউ এইরূপ বললে অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারুচরণ-বিন্যাসে মনোহর নৃত্য করতে করতে জননীর আনন্দ উচ্ছলিত করে তুলল।

১৫। আবার কেউ কখনও বা বললেন—ওহে বাছা, তোমার বুকে ও কি শোভা পাচ্ছে পুতুলের মতো কনকের সুচারু চিহ্ন', আবার কেউ বা রসপূর্ব্বক বললেন—'এ তোমার বৌ না-কি হে', এর উত্তরে

১৬। কদাচিদপি— মাত্রা সংপরিধাপিতাং সকুতুকং শ্রদ্ধালুনা চেতসা
পীতাং চারুকটীতটীসমুচিতাং শ্লক্ষ্ণাতিসূক্ষ্মাং ধটীম্।
সাঽনভ্যাসবশাদুপদ্রবকরীত্যাক্রন্দদীনাননঃ
পাণিভ্যামপসারয়ন্নতিতরাং মাতুর্মুদেঽবর্ত্তত॥

১৭। কদাচিদপি—
রহসি পুরপুরন্ধ্রীমণ্ডলে মণ্ডনেন, ব্রজপতিদয়িতায়াঃ কুর্ব্বতি প্রীতিভূষাম্।
চপলমতি হঠেনাকৃষ্য সর্ব্বং তদস্যা-,মনিয়তপদমেব প্রাপয়ামাস ভূষাম্॥

১৮। অথ শ্রীভগবদ্বাল্যলীলাবলোকেন লোকেনবন্দ্যদেবককন্যাতোঽপি ধন্যাঽতোঽপি ধর্ম্মময়ী সুকৃতশতাবরোহিণী রোহিণীয়ং কিয়ৎকালং গর্ভে ধৃতবতী, স খলু ভগবদগ্রজনিতয়া জনিতয়া সতত-বর্ত্তমানর্ত্তমানমহিমতয়া সুপ্রসিদ্ধঃ সিদ্ধ-মুনি-চারণাদি-বন্দিতোঽদ্বিতীয়োঽপি দ্বিতীয়ত্বেন ভগবৎসহচরো

১৫। পাঞ্চালিকা 'পুতরী' ইতি খ্যাতা; "পাঞ্চালিকা পুত্রিকা স্যাৎ" ইত্যমরঃ। শ্রীকৃষ্ণেন উত্তরে ন দত্তে সতি পুনস্তয়োক্তঃ—তে তব কিমিয়ং বধূর্ভার্যা?—গৌরবর্ণত্বাৎ, প্রিয়তমত্বেন বক্ষসি কৃতত্বাচ্চ। যুক্তং চৈতৎ সত্ত্বেদেব, যল্লজ্জয়ৈব নাম নোচ্চারয়সীতি ভাবঃ। ধুন্বন্ শির ইতি শিরোধুননং সম্মতিদ্যোতকম্॥

১৬। সা ধটী॥

১৭। রহসি পুরুষান্তগোচরে বিবিক্তে মণ্ডনেন বালপাশ্যাদিনা প্রীতিভূষাং প্রীতিময়ীং ভূষাং কুর্বতি সতি তৎ সর্বং বালপাশ্যাদিকমাকৃষ্য অস্যাং স্বমাতরি শ্রীযশোদায়ামনিয়তপদমযথাস্থানং যথা স্যাত্তথা ভূষাং প্রাপয়ামাস, স্বহস্তে-নৈবেত্যর্থঃ॥

১৮। অথ শ্রীবলদেবসাহিত্যেন তন্মাধুর্যং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে—অথেতি। লোকানাম্ ইনৈঃ পতিভির্ব্রহ্মাদিভি-র্বন্দ্যা; "ইনঃ সূর্যে প্রভৌ" ইত্যমরঃ। দেবককন্যা দেবকী যা ততোঽপি ধন্যা, ভগবতোঽগ্রে জনিরাবির্ভাবো যস্য তস্য

সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে নাড়তে নিজেও হাসলেন সবাইকেও হাসালেন।

১৬। কখনও আবার প্রীতিপূর্ণ মনে মা যখন মনোহর কটিতটের সমুচিত চিক্কন অতিসূক্ষ্ম পীত বসন সকৌতুকে পরিয়ে দিচ্ছিলেন তখন অনাভ্যাসবশতঃ ঐ বসনকে দেহের উপদ্রবকারী মনে করে কাঁদতে কাঁদতে মলিন বদন বালমুকুন্দ দুহাতে ওটা খুলে ছুঁড়ে ফেলতে ফেলতে মাকে পরমানন্দে ভরিয়ে দিচ্ছিল।

১৭। আবার কখনও অপ্রকাশ্য স্থানে ব্রজপুরস্ত্রীগণ যখন ব্রজরাজমহিষী যশোমাকে প্রীতিময় অলঙ্কারে ভূষিতা করছিলেন তখন পার্শ্ববর্তী চপলমতি বালকৃষ্ণ সে-সব কেড়ে নিয়ে মার অঙ্গে উলটা-পালটা করে পরিয়ে দিচ্ছিল।

১৮। (অতঃপর শ্রীবলদেব-সঙ্গোল্লসিত শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য বর্ণন আরম্ভ হচ্ছে—)

জগৎস্বামী শ্রীব্রহ্মাদির দ্বারা বন্দিতা দেবকী থেকেও ধন্যা-তাঁর থেকেও ধর্মময়ী-শত শত সুকৃতি শিখরে অধিষ্ঠিতা রোহিনীদেবী কর্তৃক কিয়ৎকাল গর্ভে ধৃতা, শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে আবির্ভাবহেতু ব্যক্ত ও

যদা সমজনি, তদা স্ফটিকমণিনেব মহামারকতঃ, চন্দ্রমসেব জলদাঙ্কুরঃ, পুণ্ডরীকেণেব নীলোৎপলম্, হংসেনেব যমুনাতরঙ্গঃ, জ্যোৎস্নাসকলেনেব তিমিরকড়ম্বো বিড়ম্বিত-নরবাললীলঃ খেলালোলঃ স ব্যরোচত ॥

১৯। তত্র চ— শুদ্ধস্ফাটিকনীলরত্নমহসৌ খেলালসেনালসৌ
রেজাতে যদি জঙ্গমাবিব নিধী তৌ শঙ্খনীলৌ তদা।
অন্যোন্যদ্যুতিভির্বিভিন্নবপুষোরন্যোন্যভেদাক্ষমা
রামে কৃষ্ণমতির্বভূব জননী কৃষ্ণে চ রামভ্রমা ॥

২০। কিঞ্চ, দৃপ্তানামপি শৃঙ্গিণামভিমুখং নিঃশঙ্কমাধাবতি
ব্যালান্ ধিৎসতি পাবকস্য চ শিখামাক্রান্তুমাকাঙ্ক্ষতি।
বাল্যেনাতিশয়েন লব্ধকুতুকে ভ্রাতৃদ্বয়ে নির্ভয়ে
তন্মাত্রোরনুতাপভীতিকরুণাশঙ্কাঙ্কিতাঽঽসীন্মতিঃ ॥

ভাবস্তত্তা তয়া, সততমেব বর্তমান শ্বতঃ সত্য এব মানমহিমা আদরগৌরবং যস্য তস্য ভাবস্ততা তয়া, জনিতয়া প্রকটিতয়া সুষ্ঠু প্রসিদ্ধঃ। তদেতি স্ফটিকমণিমরকতাভ্যাং স্বচ্ছত্বমুক্তম্, তত্র প্রাপ্তস্ফটিকমণেঃ স্ববর্ণতিরোধানং দ্বয়োঃ কাঠিন্যঞ্চ বারয়িতুমন্যথোপমিমীতে—চন্দ্রেতি। দ্বয়োঃ স্নিগ্ধত্বম্, মিথঃ সৌন্দর্যপোষশ্চ। পুণ্ডরীকেতি সৌরভ্যসৌকুমার্যে, হংসেতি সুখময়চেষ্টাবত্ত্বম্, জ্যোৎস্নেতি ছবিমাত্রময়ত্বম্ ; কড়ম্বোঽঙ্কুরঃ, বিড়ম্বিতা তিরস্কৃতা নরবাললীলা যেন সঃ। এবং চেষ্টিতুং তে পুনঃ কে বরাকা ইতি ভাবঃ ॥

১৯। খেলানাং রসেন ; অনুপ্রাসার্থং রলয়োরেকত্বস্মরণম্। অন্যোন্যদ্যুতিভিরিতি দ্বয়োরাভিরূপ্যনাম্নো-গুণস্যোদ্গমঃ কাদাচিৎকোঽয়ং জ্ঞেয়ঃ—সার্বদিকত্বেনাতিসারস্যাভাবাৎ ॥

সততই বর্তমান সত্য-আদরগৌরবে সুপ্রসিদ্ধ, সিদ্ধ-মুনি-চারণাদি বন্দিত, অদ্বিতীয় হয়েও যিনি দ্বিতীয়রূপে ভগবৎসহচর সেই বলদেব শ্রীভগবৎবাল্যলীলা অবলোকনের জন্য যখন আবির্ভূত হ'ল তখন বিড়ম্বিত-নরবাললীল খেলালোল বালকৃষ্ণ স্ফটিকমণির সন্নিধানে মহামরকতের মতো, চন্দ্রমার সন্নিধানে মেঘাঙ্কুরের মতো, হংসের সন্নিধানে যমুনা-তরঙ্গের মতো জ্যোৎস্নাখণ্ডের সন্নিধানে তিমির-জালের মতো দীপ্তি পেতে লাগল।

১৯। শুদ্ধস্ফটিক ও নীলরত্ন দ্যুতিতে উজ্জ্বল খেলারসে অলস দুইভাই কানাই বলাই যখন গতিশীল নীলমণি ও শঙ্খমণির মতো শোভা পেতে থাকে তখন পরস্পর দেহের কান্তিতে পরস্পরের দেহ মিলেমিশে যাওয়ায় দুজনের পরস্পরের ভেদ গ্রহণে অসমর্থা যশোমার বলাই-এ কানাই বুদ্ধি এবং কানাই-এ বলাই বুদ্ধি কখনও কখনও হয়ে পড়ে।

২০। আরও, দৃপ্ত শৃঙ্গীর সম্মুখে দুভাই নির্ভয়ে ধেয়ে যাচ্ছে, সর্প ধরতে যাচ্ছে, অগ্নিশিখা আক্রমণের ইচ্ছা করছে,—এইরূপে বাল্য-তারল্যে অতিশয় কৌতুহলাক্রান্ত ভ্রাতৃদ্বয় নির্ভীকের মতো ব্যবহার করতে থাকলে তাদের মাতৃদ্বয়ের মতি অনুতাপ ভয়-করুণা-শঙ্কাদ্বারা অঙ্কিতা হল।

২১। অথ শুদ্ধসত্ত্ববসুদেবেন বসুদেবেন প্রহিতঃ প্রহিতঃ সর্ব্বযদূনাং দূনাংহোরংহাঃ স্বতনয়স্য নামকরণায় নাম করণায়তপাটবঃ, যজ্ঞবিতান ইব মন্ত্রাত্মা, কপিলাবতার ইব অধীনতত্ত্বগ্রামঃ, স্বরসমূহ ইব শ্রুতিসম্পন্নঃ, অম্ভোধিরিব ন দীনঃ, বিরোচন ইব তমোপহঃ, পরমমহাতপঃ-প্রকাশবহুলশ্চ কুলধরঃ, কুলধরণীধর ইব প্রাবৃড়ম্ভোধর ইব মহাসারঃ, পরমাত্মা পরমাত্মা যদুকুলাচার্য্যো মুনির্গর্গো নাম যদৃচ্ছয়া

২০। শৃঙ্গিণাং বৃষাদীনাম্, আধাবতীত্যাদিকং সপ্তম্যন্তশত্রন্তং ভ্রাতৃদ্বয়ে নির্ভয়ে এবমেবংভূতে সতীতার্থঃ। অনুতাপেত্যাদিস্বশব্দবাচ্যত্বং রসদোষ ইতি নাশঙ্কনীয়ম্। তদুক্তং কাব্যপ্রকাশে—(৭।৮৩) "ন দোষঃ স্বপদেনোক্তাবপি সঞ্চারিণঃ ক্বচিৎ। যথা—"ঔৎসুক্যেন কৃতত্বরা" ইত্যাদীতি॥

২১। শুদ্ধসত্ত্বমেব বসু ধনং তন্ময়েন দেবেন দ্যোতমানেন, তেন দীব্যতীতি বা, অনেন বসুদেব-শব্দার্থ এব ব্যঞ্জিতঃ—(ভা০ ৪।৩।২৩) "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্" ইতি চতুর্থস্কন্ধোক্তনিরুক্তেঃ। প্রহিতঃ প্রেষিতঃ; কুতঃ? প্রকৃষ্টং হিতং যস্মাৎ সঃ; দূনং ক্ষীণম্, অংহসাং পাপানাং রংহো বেগো যত্র যস্মাদ্বা সঃ; ইত্যাভ্যাং কাকাক্ষিগোলকন্যায়েন যদূনামিত্যেতস্যোভাভ্যামেবান্বয়াৎ। অস্য যদুকুলপুরোহিতত্বসূচকং তেষামৈহিকপারত্রিকহিতাচরণমুক্তম্। নাম প্রাকাশ্যে, করণানামিন্দ্রিয়াণাম্, ত্রৈকালিক-সার্বত্রিকবিষয়বস্তূনি আয়তং দীর্ঘং পাটবং তদুচিতকর্মঠতা যস্য সঃ। এতেনোপনিষজ্জ্যোতিষাগমকর্মতন্ত্রাগ্যভিজ্ঞতেন নামকরণে সামর্থ্যমুক্তম্॥

সূচিতমর্থং স্পষ্টয়তি—বিতানো বিস্তারঃ, মন্ত্রা এব আত্মা যস্য, তান্ বিনা তস্য ব্যর্থত্বাৎ। পক্ষে, মন্ত্রে মন্ত্রণায়ামাত্মা বুদ্ধির্যত্নো বা যস্য সঃ; "আত্মা যত্নো ধৃতির্বুদ্ধিঃ" ইত্যমরঃ। অধীনেতি স্পষ্টম্; পক্ষে, অধিগত ইনস্য সূর্য্যস্য প্রাধান্যাৎ সর্বগ্রহোপলক্ষকস্য তত্ত্বগ্রামঃ সঞ্চারাতিচারাদিযাথার্থ্যং যেন সঃ; শ্রুতয়ো দ্বাবিংশতিঃ; পক্ষে, বেদাশ্চত্বারঃ। নদীনাম্ ইনঃ প্রভুঃ; "ইনঃ সূর্যে প্রভৌ" ইত্যমরঃ; পক্ষে, ন দীনো ন দরিদ্রঃ। বিরোচনঃ সূর্যঃ, তমোঽন্ধকারোঽজ্ঞানঞ্চ। পরমো মহান্ আতপঃ কিরণসমূহো যস্য সঃ, তথা প্রকাশনে বহুলশ্চ; গর্গপক্ষে—পরমমহতাং তপসাং প্রকাশে বহুলঃ কুলধরঃ, স্বনাম্না বংশপ্রবর্ত্তক ইতি কেবলং গর্গস্যৈব বিশেষণম্; কুলধরপদস্য যমকানুরোধাদুপমামণ্ডলমধ্যপাতিত্বমদোষঃ। কুলধরণীধরো মের্বাদিপর্বতঃ, স ইব মহাসারো মহাস্থিরঃ; অম্ভোধরপক্ষে—মহানাসারো ধারাসম্পাতো যত্র

নামকরণ ঃ

২১। শুদ্ধান্তঃকরণ-ধনে ধনী বসুদেবের দ্বারা নিজ তনয়ের নামকরণের জন্য প্রেরিত, যদুকুলের বিশেষ হিতৈষী, নিষ্পাপ, জ্যোতির্বিদ্যায় ইন্দ্রিয়ের পটুতাসমন্বিত, যজ্ঞবিস্তার যেমন মন্ত্রাত্মা তেমনই মন্ত্রাত্মা অর্থাৎ মন্ত্রনায় উজ্জ্বল বুদ্ধিবিশিষ্ট, কপিলদেব যেমন 'অধীনতত্ত্বগ্রাম' অর্থাৎ সকল তত্ত্বে নিষ্ণাত তেমনই 'অধীনতত্ত্বগ্রাম' অর্থাৎ সমস্ত গ্রহের অতিচারাদি তত্ত্বে নিষ্ণাত, স্বরসমূহ যেমন 'শ্রুতিসম্পন্নঃ' অর্থাৎ তার অবয়ব দ্বাবিংশ শ্রুতিসমন্বিত তেমনই 'শ্রুতিসম্পন্নঃ' অর্থাৎ চতুর্বেদ-পারঙ্গত, সাগর যেমন 'ন দীনঃ' অর্থাৎ নদী+ইনঃ নদীর প্রভু তেমনই 'ন দীনঃ' অর্থাৎ দীন নন—সকলের প্রভু, সূর্য যেমন অন্ধকার নাশক অতি উজ্জ্বল কিরণ বিকিরণকারী এবং বস্তু প্রকাশে বহুল তেমনই অজ্ঞান নাশক পরমমহান্ তপস্যা-প্রকাশে বহুল ও স্বকুল-প্রবর্তক, মেরু আদি পর্বত যেমন 'মহাসার' অর্থাৎ মহাস্থির—বর্ষাকালিন মেঘ যেমন 'মহাসারঃ' অর্থাৎ প্রবল বর্ষণশীল তেমনই 'মহাসারঃ' অর্থাৎ পরমধীর ও পরমানন্দকরোৎসবে আসায় অভ্যস্ত, অন্যত্র গিয়ে পরকে পরমার্থ-সম্পত্তি-দাতা, পরমশ্রেষ্ঠ স্বভাব-

প্রাগূঢ়-গূঢ়ভাবঃ সন্ ব্রজরাজভবনমাজগাম ॥

২২। তমথ সমাসাদ্য স মাসাদ্যমানমভিবাদ্য পাদ্যাদিভিরভিপূজ্য চ হৃদি নিভৃতে নিভৃতে হর্ষ-সম্পদা পদাবনেজনীরপ উপস্পৃশ্য সবিনয়মূচে ব্রজাধিনাথঃ—'মুনে ! কিমু ন মুনয়ো নয়োদ্ধুরকরুণা ভবাদৃশা দৃশা পুনন্তি জগদদো গদ-দোষবহুলম্, তদপি ভাগ্যবতামতিমতিসুখদং ভবচ্চরণজলাচমনম্, তদপি মম ঘটিতমিত্যহো মে অগাধেয়ং ভাগধেয়-সম্পত্তিঃ। পাদরেণুনাঽণুনাপি ভুবনং পুনানানাং নানাংহোরংহসঃ সততশুভবতাং ভবতাং শুভাগমনভাগমনবরতমাশাসানানামাশা সা নানা নাদ্যাপি কেষামপি বিশ্রাম্যতি। তদনায়াসেনৈব সম্পন্নমিত্যহো অদ্যৈব মে ফলিতোঽফলিতো ভাগধেয়বিটপী। মৎকৃতার্থীকরণমাত্রকামস্যাকামস্যাত্র ভবতো ভবতোদকস্য প্রয়োজনবার্ত্তাং বার্ত্তাঙ্গস্য কিং পৃচ্ছামঃ। কিন্তু সাধ্বসং সাধ্বসন্তোষকরমিদানীম্' ইতি মিতিরহিতো নানোৎকণ্ঠাগৌরবেণ সমুন্নমনা ন মনাগপি

সঃ। গর্গপক্ষে—মহমুৎসবং প্রতি আসরতীতি স তথা; কর্মণ্যণ্। পরেষাং মা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তির্যস্মাদেবম্ভূত আত্মা যত্নো গমনাদিব্যাপারো যস্য সঃ। অতএব পরমঃ শ্রেষ্ঠ আত্মা স্বভাবো যস্য সঃ; প্রাক্ প্রথমম্, উঢ়গূঢ়ভাবো ধৃত-গূঢ়াভিপ্রায়ঃ। শ্রীব্রজরাজেনাপি 'ময়া প্রার্থিতং মৎপুত্রস্য নামকরণসংস্কারং ন করিষ্যতি' ইত্যেবমেব প্রথমং জ্ঞাতত্বাৎ। তদনন্তরং তু তৎসম্মত্যা তেন জ্ঞাতাভিপ্রায় এবাভূদিত্যর্থঃ ॥

২২। তং গর্গং সমাসাদ্য সমীপমাগত্য, স ব্রজাধিনাথঃ, মাভিঃ শোভাভিঃ সাদ্যমানঃ প্রাপ্যমানঃ মানঃ সম্মাননং যত্র তদ্‌যথা স্যাদেবমভিবাদ্য প্রণম্য নিভৃতে বিবিক্তে দেশে উচে। হৃদি কীদৃশে ? হর্ষসম্পদা নিতরাং ভৃতে পুষ্টে সতি। ভবাদৃশা মুনয়ো দৃশা দৃষ্ট্যা এব জগৎ কিমু ন পুনন্তি, অপি তু পুনন্ত্যেব, গদো জন্মমরণাদিলক্ষণো ব্যাধিস্তদ্দোষবহুলম্, অহো আশ্চর্য্যম্, মে ভাগ্যসম্পত্তিরিয়মগাধা। নানাঽংহসাং বিবিধপাপানাং রংহসো বেগাৎ। শুভবতাং মঙ্গলযুক্তানাং যুষ্মাকং শুভাগমনমেব ভাগঃ সর্বপ্রাপ্যত্বেন দায়াংশস্তম্। আশাসানানাং বাঞ্ছতাং সা নানা বিবিধা ঐহিকসুখ-ভগবৎ-

---

বিশিষ্ট যত্নকুলাচার্য গর্গ নামক মুনি প্রথমে নিজের গূঢ় অভিপ্রায় হৃদয়মধ্যে গোপনে ধারণ করে ব্রজরাজ নন্দবাবার ঘরে দৈবযোগে হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেন।

২২। ব্রজাধিনাথ গর্গাচার্যের নিকট গিয়ে অতিশয় সম্মানের সহিত প্রণাম এবং পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করে, ব্রাহ্মণপাদোদকের দ্বারা আচমনীয় করে পরমানন্দে উল্লসিত হৃদয়ে নিভৃতে বসিয়ে বললেন—'হে মুনিবর ভবাদৃশ মুনিকুল কি প্রীতিদ্বারা উজ্জ্বলিকৃত করুণার দৃষ্টিপাতে জন্মমরণমালা-দোষবহুল এই জগৎ পবিত্র করতে পারেন না—নিশ্চয় পারেন, তার উপরেও ভাগ্যমানের অতিমতি-সুখদ আপনাদের চরণজলে আচমন, আমার ভাগ্যে সেও ঘটেছে—অহো আমার এ-ভাগ্যসম্পত্তি অগাধ। আপনার পদরেণুর এক কণ ভুবনকে পাপ-স্রোতবেগ থেকে উদ্ধার করে পবিত্র করে থাকে। সতত মঙ্গলময় আপনার শুভাগমনের এক কণা প্রাপ্তির জন্য নিরন্তর বাঞ্ছা করে বসে আছেন যাঁরা তাঁদের এই বিবিধ আশার বিশ্রাম আজ পর্যন্ত কারও হয় নাই, আজ আমার এ অনায়াসেই সম্পন্ন হ'ল, অতএব অহো আজই আমার অফলা ভাগ্যবৃক্ষ ফলবান হ'ল। আমাকে কৃতার্থকরণেমাত্র ইচ্ছুক নিষ্কিঞ্চন সংসার-ধ্বংশক নিরোগ বিগ্রহ আপনার আগমনেরপ্রয়োজনের কথা কি জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু ইদানীং সাধ্বস অতি অসন্তোষকর হয়ে

বিলম্বং সহমানেন সহ মানেন সমুজ্জ্বলন্নলোভবান্ ভবান্ময়া প্রার্থ্যতে,—'ভগবন্ ! প্রিয়সখস্যানকদুন্দুভে-র্দুন্দুভেরিব প্রসিদ্ধঘোষস্য প্রসিদ্ধঘোষস্য মম চাপত্যং নাম নামকরণেন চেদনুগৃহ্ণাসি, তদানুগৃহীতো গৃহী তোষবানহং ভবানীতি নীতিবৎসু কিং বহুনা ॥'

২৩। স চ মুনিরবাদীদবাদী—'দক্ষিণাশয় ! ব্রজনাথ ! নাথতি যদিদং ভবান্, দম্ভবান্ন ভবতি, ভবতি সদা বিনীত এব, নীত এব বশতামনেনৈব বিনয়েন সর্ব্বঃ। ন হি তুহিনকরো ন করোতি কুমুদ-মুদমিতি মমৈতত্তব সমীহিতহিত-সম্পাদনং যুক্তমেব। কিন্তু কংসনৃশংসো নৃশংস সোঽহতি ন সহতে, সহ

প্রীতি-তদ্ভজনাদ্যভিলাষলক্ষণাশা কেষামপি ন বিশ্রাম্যতি, মম তু তদ্বাঞ্ছিতং সম্পন্নং জাতম্। নাসীৎ ফলিতা ফল-বত্ত্বং যস্য সঃ, অদ্যৈব ফলিতঃ। ভবতোদকস্য সংসারনাশকস্য ভবতঃ, অত্রাগমনস্য প্রয়োজনবার্ত্তাং কিং পৃচ্ছামঃ, বার্ত্তা-ঙ্গস্য নিরাময়বিপ্রশ্নস্য ; "বার্ত্তো নিরাময়ঃ কল্যঃ" ইত্যমরঃ। কিন্তু ইদানীং সাধ্বসং বিবক্ষিতেঽর্থে মম ভয়ং সাধু সুষ্ঠু অসন্তোষকরমিতি, অতএব হেতোর্ভবান্ ময়া প্রার্থ্যতে। কীদৃশঃ ? মিতিরহিতোঽপ্রমেয় ইত্যর্থঃ। ননু সময়ান্তরে তৎ প্রার্থ্যতাম্, ইদানীমেব কোঽয়মাগ্রহঃ ? তত্রাহ—নানোৎকণ্ঠায়া গৌরবেণাতিভারেণ হেতুনা মনাগপি বিলম্বং ন সহমানেন সোঢ়ুমশক্নুবতেত্যর্থঃ। নন্বেবং চেৎ, ত্বৎপ্রার্থিত-সম্পাদনেন মমাপ্যভিপ্রেতস্বত্তো ধনাদিলাভো ভবিষ্যতীত্যতঃ প্রার্থনে কা চিন্তা নাম ? তত্রাহ—ভবান্ ন লোভবান্ ন লোভী ; তত্র হেতুঃ—মানেন সর্বলোককৃতেন সম্মানেন সহ সমুজ্জ্বলন্ তব সম্মানোঽপি মহাপ্রদীপ্ত ইত্যর্থঃ। লোভী তু অতিতিরস্কৃত এবেতি ভাবঃ। তর্হি প্রার্থনে কিমিতি নিঃশঙ্কোঽসি ? তত্রাহ—সমুন্নমনাঃ সম্যগার্দ্রচিত্তঃ, তব কৃপালুস্বভাবমালক্ষ্য তত্র সঙ্কোচো মম ন জায়ত ইতি ভাবঃ। প্রসিদ্ধো ঘোষো বাদনসম্বন্ধী মহাযশঃসম্বন্ধী চ শব্দো যস্য তস্য মম চ প্রসিদ্ধঘোষস্যাপত্যং রামং কৃষ্ণং চেত্যর্থঃ। তদা অনুগৃহীত-স্ত্বয়া অনুকম্পিতঃ ; গৃহী গৃহস্থঃ ॥

২৩। অবাদীৎ উবাচ, অবাদী অনুকূলঃ। যদিদং ভবান্ নাথতি যাচতে, তেন ভবান্ দম্ভবান্ ন ভবতি, কিন্তু সদা বিনীত এব, অনেনৈব মুনে, কিমু ন মুনয় ইত্যাদি বচনপরিপাটীদ্যোতেন বিনয়েন সর্ব্ব এব বশতাং নীতো ভবতি, কিং পুনরহমিত্যর্থঃ। মম পুনর্দূরস্থত্বেঽপি সদা ত্বয়ি প্রীতিস্তদ্বিনয়াদিনিরপেক্ষা সাহজিক্যেবেত্যাহ—নহি তুহিনেতি।

পড়ছে'—তাই নানা উৎকণ্ঠাভারে পীড়িত, কিঞ্চিৎমাত্র বিলম্বও সহনে অসমর্থ আমি অপ্রমেয় অপার করুণায় আর্দ্রচিত্ত, সর্ব্বলোককৃত সম্মানের দ্বারা দীপ্ত, নির্লোভ আপনার নিকট প্রার্থনা করছি—'ভগবন্, দুন্দুভিবাদ্যের শব্দের মতো প্রসিদ্ধ মহাযশখ্যাতিসম্পন্ন আমার প্রিয়সখা বসুদেবের এবং গোপকুলে প্রসিদ্ধ আমার পুত্রের নামকরণ-সংস্কারের দ্বারা যদি আমাকে অনুগৃহীত করেন তবে আপনার অনুগৃহীত এই গৃহস্থ পরিতোষ লাভ করতে পারে ;—আমি আপনার মতো নীতিজ্ঞানসম্পন্ন লোককে আর বেশী কি বলতে পারি।

২৩। সেই মুনিও অনুকূলভাবে বললেন 'হে উদারাশয়, ব্রজনাথ, আপনার এই যে যাচ্ঞা এ দম্ভসূচক হয় নি, সম্পূর্ণ বিনয়পূর্বকই হয়েছে—এইরূপ বিনয় সকলকে বশীভূত করে থাকে, আমার কি কথা। চন্দ্রকিরণ কি কুমুদকে উল্লসিত করে তোলে না—নিশ্চয় তোলে, আমার পক্ষে আপনার বাঞ্ছিত এই হিতসাধন যুক্তিযুক্তই বটে, কিন্তু কংস নামক নৃশংস অসুর মানুষের কল্যাণ কিছুতেই সহ্য করতে

তেন ন কোঽপি পরিস্পর্দ্ধী, স্বয়ং খলতাফলমপি বিষলতাফলবৎ স খলু সকলমেব জনমুদ্বেজয়তি। জয়তি চ সুরানপি, ন পিহিতং ভবতি কুত্রাপি তত্তেজঃ। বিশেষতশ্চ বসুদেবসুতঃ ক্বচন বর্ত্তত ইতি জপন্নগপন্নগবন্নিশ্বসন্ সাবধানমেব বরীবর্ত্তি ॥

২৪। বেত্তি মাং যদুকুলাচার্য্যং চার্য্যং তে যদিদং চেৎ কার্য্যমীহেঽমী হে ব্রজরাজ! রাজপুরুষা গূঢ়বেশেন সর্ব্বতশ্চরন্তস্তদৈব তস্মৈ নিবেদয়িষ্যন্তে, দয়িষ্যন্তে ন চ তে ভোজাপসদাঃ কংসনামানো নামানোকহ-কোটর-কুহরদহনবজ্জ্বলন্তোঽলং তোদয়িষ্যন্তি, তেন দুষ্করমেতৎ ॥'

২৫। তন্নিশম্য শম্যপি ঘোষাধীশো ধীশোকং গতঃ, পুনরপি নিজগাদ—'ব্রহ্মন্! যুক্তমুক্তম্, জীবন্মুক্তং জীবন্ কো দ্বেষ্টি, তথাপি অষড়ক্ষীণমিদমক্ষীণমিদপর ইহ বহিরঙ্গঃ কোঽপি জনো ন

কংসনামা নৃশংসঃ ক্রূরঃ, নৃশং নুর্মনুষ্যস্য শং কল্যাণম্, স প্রসিদ্ধঃ অতি অতীব, ন সহতে, কিঞ্চ, তেন সহ কোঽপি ন পরিস্পর্দ্ধী। খলতায়াঃ খলত্বস্য ফলং দুঃখমেব, তদ্রূপোঽপি নিরন্তরস্বমৃত্যুভাবনাবিপদগ্রস্তোঽপীত্যর্থঃ। শ্লেষেণ আকাশলতাফলভূতোঽপি অদ্য শ্বো বা মরিষ্যমাণত্বাদবিদ্যমানপ্রায়ত্বেন জ্ঞাতোঽপীত্যর্থঃ; ন পিহিতং নাচ্ছাদিতং কুত্রাপি ইন্দ্রপুরাদাবপি, কিং পুনরত্র তদীয়দেশ এবেতি ভাবঃ। নগপন্নগবৎ পর্বতবর্তিসর্পবৎ ॥

২৪। চেদ্‌যদি ইদং কার্যং ত্বৎপুত্রনামকরণাদি, আর্যং শ্রেষ্ঠম্, চকারস্য বেত্তিপদস্যান্তে অন্বয়ঃ। যদ্বা, চার্যমাচরণীয়ং কর্তুং যোগ্যমিতি যাবৎ। ঈহে চেষ্টে, করোমীত্যর্থঃ। তদা অমী রাজপুরুষাঃ, হে ব্রজরাজ! নন্বু নিবেদয়ন্তাং নাম, তথাপি তন্মণ্ডলাধ্যক্ষমুখ্যো ময়ি সদা সানুকম্প এবাসাবনুভূতঃ? সত্যম্, তথাপ্যসৌ ভেতব্য এবেত্যাহ—দয়িষ্যন্তে ইতি বহুবচনং প্রায়স্তৎসনাম-সবাসনানাং তদ্ভ্রাত্রাদীনামন্যেষামপি গ্রহণার্থম্। কংসনামানঃ—কংস্তে হিনস্তীতি কংস ইত্যেবং স্বস্বনামযোগার্থং নৈব ত্যক্ষ্যন্তীতি ভাবঃ। অনোকহো বৃক্ষঃ, তাদৃশানলদৃষ্টান্তোঽত্যন্তানিবার্যত্বেন ॥

২৫। শম্যপি পরমধ্বতিমানপি, ধীশোকং ধিয়ৈব শোকম্, অতিগাম্ভীর্যেণ বহিস্তল্লক্ষণানভিব্যক্তেরিত্যর্থঃ। জীবন্মুক্তং ভবন্তং তেন ভবদদ্বেষেণ মযাপি দ্বেষো ন ভবিষ্যতি ফলতস্তস্যেতি ভাবঃ। তথাপি শঙ্কাস্পদমিতি চেৎ হে

পারে না, তার সঙ্গে কেউ প্রতিস্পর্দ্ধা করে না, স্বয়ং খলতার ফল দুঃখস্বরূপ হয়েও বিষলতার ফলের মতো সকলকে উদ্বেগ দিয়ে থাকে, সে দেবতাগণকে জয় করছে, তার তেজ কোথাও আর গোপন নাই, বিশেষতঃ 'বসুদেবসুত কোথায়' এইরূপ জপ করতে করতে সে সাবধানে বিরাজমান আছে।

২৪। কংস আমাকে যদুকুলাচার্য বলে জানে—আমি যদি আপনার পুত্রের নামকরণরূপ এই শ্রেষ্ঠ কর্ম করে দেই তবে হে ব্রজরাজ, কংসরাজের চরগণ যারা গুপ্তভাবে সব জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা তৎক্ষণাৎ কংসের নিকট সে খবর পৌঁছে দিবে, কংসের সমভাবাপন্ন ভোজবংশজাত তার ভ্রাতাদি ঐ লোকজন কোন দয়া দেখাবে না, বৃক্ষকোটরাগ্নির মতো জ্বলতে জ্বলতে প্রভূত দুঃখ দান করবে, অতএব এই কর্ম আমার পক্ষে দুষ্কর।

২৫। এই কথা শুনে পরমধৈর্যশালী হয়েও ঘোষাধীশ শ্রীনন্দবাবা ভিতরে ভিতরে শোকগ্রস্ত হয়ে পুনরায় বললেন—'ব্রহ্মন, আপনার কথা যুক্তিযুক্তই বটে, তবে দেহে প্রাণ থাকতে জীবন্মুক্তের প্রতি কে দ্বেষ করে থাকে, তথাপি হে অক্ষীন-স্নেহ যেখানে ছয় চক্ষু নাই সেই নির্জন গৃহকোণের এই ব্যাপার

বেৎস্যতি। মূর্ত্তিমতা পরমমঙ্গলেন ভবতা ভবতাপহারকেণ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণঃ কিমুচ্চাবচমঙ্গলকার্য্যোপযোগিনাঽঽতোদ্যাদিনাঽতোঽদ্যাদিনা কেবলেনৈব স্বস্তিবাচনেন ভবতৈব সম্পাদনীয়মিদম্ ইতি ॥

২৬। তদ্বচনানন্তরং স্বয়মাবৃতমপ্যান্তরং রসং বিকাশয়ন্তীব কাচগর্গরী গর্গরীতিরাসীন্মুখপ্রসাদেন, ততস্তু মাতৃভ্যামুপনীতয়োস্তয়োর্বালকয়োঃ প্রথমং ব্রজেশ্বরীক্রোড়গতং শ্রীকৃষ্ণমবলোক্য স মুনির্মনসি পরামমর্শ ॥

২৭। 'অহো কিমেতৎ—হন্তায়ং কিমনাদিমোহতমসঃ সদ্রত্নদীপাঙ্কুরঃ
কিং স্বীশপ্রতিপাদকোপনিষদাং প্রামাণ্যমাপ্তং বপুঃ।
কিং নঃ সৌভগকল্পভূরুহবনস্যাদ্যঃ প্রসূনোদয়ঃ
সান্দ্রানন্দসুধাম্বুধেঃ কিমথবা সা কাপি জন্মস্থলী ॥

অক্ষীণগিৎ! অক্ষীণস্নেহ! 'ঞিমিদা স্নেহনে' ক্বিবন্তঃ। ত্বয়া ময়ি স্নেহঃ কিং ত্যক্তুং শক্য ইতি ভাবঃ। ইহ মদন্তঃপুরে পরমবিবিক্তে ইদং কর্ম অপরো ন বেৎস্যতি। কথম্ভূতম্? অষড়ক্ষীণং ন বিদ্যন্তে ষট্ অক্ষীণি যত্র তৎ। স্বান্তরঙ্গপরিবারসহিতঃ; 'অহমেক এব জ্ঞেয়স্ত্বং চ' ইত্যেবং দ্বাভ্যাং কৃতমিত্যর্থঃ; (পা০ ৫।৪।৭) "অষড়ক্ষাশিতঙ্গ্বলঙ্কর্মালম্পুরুষাধ্যুত্তরপদাৎ খঃ" ইতি খপ্রত্যয়ঃ। আতোদ্যাদিনা বাদ্যাদিনা, অতো হেতোঃ, অদ্যাদিনা, অদ্য 'অমুকে মাসি অমুকে পক্ষে ইত্যাদি-সঙ্কল্পবাক্যেন; যদ্বা, অদ্য অত্র দিনে আদিনা কর্মপ্রথমগতেন স্বস্তিবাচনেন ॥

২৬। গর্গরীতির্গর্গস্য চেষ্টিতপরিপাটী, কাচস্য গর্গরীব কাচেন নির্মিতেত্যর্থঃ। রসং তৈলাদি, প্রেমরসঞ্চ ॥

২৭। হন্তেতি বিস্ময়ে, রত্নেতি অন্তর্দীপো হি তৈলাদ্যুপচয়াভাবেন বাতাদিবিঘ্নেন চ নির্বিশেষ-জ্ঞানযোগ ইব কালেন নশ্যত্যপীতি ভাবঃ। তত্রাপি সদিতি অবতারান্তরবৈলক্ষণ্যার্থমুক্তম্। অত্র প্রামাণ্যাপেক্ষা চেৎ, অত আহ,—ঈশস্য সবিশেষস্য ষড়ৈশ্বর্যবতো ভগবত ইত্যর্থঃ। প্রামাণ্যমেব কর্ত্তৃ বপুঃ শরীরং প্রাপ্তং প্রাপ, প্রত্যক্ষীভূতমভূদিত্যর্থঃ।

বহিরঙ্গ কোনও জনই জানবে না। মূর্তিমান পরমমঙ্গলস্বরূপ আপনার দ্বারা কৃত কর্মে ছোট বড় মঙ্গলকার্যোপযোগী বাদ্যাদিযোগে নানাপ্রকার সঙ্কল্প-বাক্যপাঠের কি প্রয়োজন—কেবলমাত্র স্বস্তিবাচনের দ্বারাই আপনিই এ-কার্য সম্পাদন করে দিন।

২৬। এই কথার পর কাচের গাগরী যেমন ভিতরে আবৃত তৈলাদি রসকে নিজেই বাইরে প্রকাশ করে দেয় তেমনই অন্তরে গোপনে রক্ষিত প্রেমরসসূচক চেষ্টা-পরিপাটি মুখের প্রসন্নতা দ্বারা গর্গাচার্য স্বয়ংই বাইরে প্রকাশ করে দিলেন; অতঃপর মাতৃদ্বয়ের দ্বারা উপনীত দুই বালকের মধ্যে প্রথমেই ব্রজেশ্বরীর ক্রোড়গত কৃষ্ণকে দেখে ঐ মুনি মনে মনে বিচার করলেন।

২৭। অহো এ-কি অনাদি মোহতমসার উপর স্থাপিত সর্বশ্রেষ্ঠ রত্নদীপাঙ্কুর, অথবা এ-কি শ্রীভগবৎপ্রতিপাদক উপনিষদ-বাক্যই মূর্তিমন্ত হয়ে সম্মুখে এসে উপস্থিত হল, অথবা এ-কি আমাদের সৌভাগ্যরূপ কল্পবৃক্ষবনের সর্বাদি প্রসূনোদয়, অথবা এ-কি সান্দ্রানন্দ-সুধাম্বুধির কোনও অনির্বচনীয় প্রসিদ্ধ আকরভূমি।

২৮। কিঞ্চ, যং ব্রহ্মেতি বদন্তি কেচন জগৎকর্ত্তেতি কেচিৎ পরে
ত্বাত্মেতি প্রতিপাদয়ন্তি ভগবানিত্যেব কেঽপ্যুত্তমাঃ।
নো দেশান্ন চ কালতো বত পরিচ্ছেদোঽস্তি যস্যৌজসো
দেবঃ সোঽয়মবাপ নন্দদয়িতোৎসঙ্গে পরিচ্ছিন্নতাম্ ॥

২৯। অহো অতিভূমিরিয়ং বিস্ময়স্য, যদয়ং মাতুরঙ্কগত এব মে,—
কর্পূরবর্ত্তিরিব লোচনমঙ্গকানি, পঙ্কো যথা মৃগমদস্য কৃতানুলেপঃ।
ঘ্রাণং ধিনোত্যগুরুধূপ ইবায়মুচ্চৈ-,রানন্দকন্দ ইব চেতসি চ প্রবিষ্টঃ ॥

৩০। কিঞ্চ, ধৈর্য্যং ধুনোতি বত কম্পয়তে শরীরং, রোমাঞ্চয়ত্যতিবিলোপয়তে মতিঞ্চ।
হন্তাস্য নামকরণায় সমাগতোঽহ-,মালোপিতং পুনরনেন মমৈব নাম ॥

ন তু নির্বিশেষব্রহ্মপ্রতিপাদকানামুপনিষদাং প্রামাণ্যমিব কেবলমপ্রত্যক্ষমিতি ভাবঃ। নন্বেতদদ্ভুতভাগ্যং কথং সমভবৎ? তত্র স্বয়মেব বিতর্কয়ন্নাহ—নোঽস্মাকমেতেনৈবানুমিতং যৎ সৌভগং তদেব কল্পভূরুহবনং তস্যাপ্যো মূলভূতঃ। তস্য প্রার্থিতবিবিধান্যফলদায়িত্বেঽপি স্বজাত্যৈব জনিষ্যমাণায় কস্মৈচিদতিমুখ্যায় ফলায় য প্রসূনোদয়ঃ স এব। অস্মাকং সর্বেষামদ্ভুতপ্রেমফলকারণমেব মূর্ত্তিধারীত্যর্থঃ। যদ্বা, প্রসূনোদয়ঃ ফলোদয় এব;—"প্রসূনং পুষ্পফলয়োঃ" ইত্যমরঃ। অথ তদৈব তাদৃশপ্রেমফলোপলব্ধিহেতুকং রসাস্বাদভরমনুভূয়াহ—সান্দ্রেতি। সা প্রসিদ্ধা পূর্বং শাস্ত্রমহাজন-প্রসিদ্ধ্যা শ্রুতৈব, ন ত্বনুভূতেতি ভাবঃ। কাপি অনির্বচনীয়া, ইদানীন্তু অনুভূয়মানমাত্রত্বেন বক্তুমশক্যেত্যর্থঃ। জন্মস্থলীতি তেন মহাবৈকুণ্ঠনাথাদাবপি তরতমভাবেন স্থিতানামানন্দানামেতদানন্দ এব মূলকারণমিতি ভাবঃ ॥

২৮। ব্রহ্মেতি জ্ঞানাভ্যাসিনঃ। জগৎকর্তেতি অণিমাদ্যখিলৈশ্বর্যপরাস্তার্কিকাঃ; আত্মেতি যোগাভ্যাসবন্তঃ; ভগবানিতি ভক্ত্যেকনিষ্ঠাঃ। উত্তমা ইতি এষামেব শ্রৈষ্ঠ্যম্, কেঽপীতি বৈরল্যঞ্চ, তেন স্বারস্যমপ্যত্রৈব ধ্বনিতম্ ॥

২৯। প্রবিষ্ট ইতি ধিনোতীত্যনয়োঃ সর্বত্রান্বয়ঃ ॥

৩০। মম নাম প্রসিদ্ধঃ, গর্গো নাম ঋষির্মহাধীরোঽতিগম্ভীরোঽচপলো নির্বিকারঃ পরমমতিমানিত্যাদিকা সর্ব-

---

২৮। যাঁকে কেউ ব্রহ্ম, অপর কেউ জগৎকর্তা, কেউ পরমাত্মা, কোনও ভক্তজন আবার ভগবান্ বলে প্রতিপাদন করেন,—অহো যাঁর ঐশ্বর্য না-দেশ না-কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন সেই প্রসিদ্ধ দেবতা আজ এই নন্দপত্নীর কোলে পরিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত হয়ে শোভা পাচ্ছে।

২৯। অহো এ আশ্চর্যের পরাকাষ্ঠা যে মাতার ক্রোড়গত হয়েই এই বালক কর্পূরবাতির মতো আমার নেত্রে প্রবিষ্ট হয়ে নেত্রকে শীতল করে দিচ্ছে, মৃগমদপঙ্কের অনুলেপের মতো আমার অঙ্গে প্রলেপিত হয়ে আমার দেহ শীতল করে দিচ্ছে, অগুরুধূপের মতো আমার নাসিকায় প্রবিষ্ট হয়ে পরমতৃপ্তিদায়ক হয়েছে, পরমানন্দের মতো আমার হৃদয়কন্দরে প্রবিষ্ট হয়ে আমাকে আনন্দে আপ্লুত করে দিচ্ছে।

৩০। আরও, এ-বালক অহো আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়ে দিচ্ছে, দেহে কম্প এনে দিচ্ছে, রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলছে, বুদ্ধির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিয়ে দিছে,—অহো, এঁর নামকরণে আমি সমাগত,

৩১। তদধুনা কিমীহিষ্যে—

পাদৌ দধামি যদি মাং বদিতা জনোঽয়-,মুন্মত্তমেব বত বক্ষসি চেৎ করোমি।
তচ্চাতিচাপলমহো ন করোমি বা চে-,দৌৎকণ্ঠ্যমেব হি লবিষ্যতি ধৈর্য্যবন্ধম্॥

৩২। ভবতু তথাপি—

জন্মাদ্য সাধু সফলং সফলে চ নেত্রে, বিদ্যা তপঃকুলমহো সফলং সমস্তম্।
আচার্য্যতা ভগবতী হি যদোঃ কুলস্য, মমাদ্য হন্ত নিতরামকরোৎ কৃতার্থম্॥'

৩৩। ইতি স্নাত ইবানন্দসিন্ধৌ, পীতবানিব পীযূষম্, জাগ্রদেব নিদ্রাণ ইব, জ্ঞানবানেব মুহ্যন্নিব, জীবন্নেব মূর্চ্ছন্নিব, পশ্যন্নপি অন্ধ ইব, শৃণ্বন্নপি বধির ইব, বদন্নপি মূক ইব, বদ্ধধৈর্য্যোঽপি চপল ইব যদি ক্ষণমেবমাসীৎ, তদা সমীপমম্বাভ্যামুপনীতয়োস্তয়োঃ কুমারয়োরয়োন্নীতস্বস্তিবাচনোঽয়ং

লোকঘোষিতা খ্যাতিরিত্যর্থঃ। তত্র ধৈর্যং ধুনোতীত্যৌৎসুক্যচাপল্যে, কম্পয়ত ইতি প্রীতিরত্যাখ্যঃ স্থায়ী, রোমাঞ্চয়তীতি তদঙ্গভূতো বিস্ময়ঃ, মতিং বিলোপয়তীতি উন্মাদঃ॥

৩১। তদপি পাদৌ দধামীত্যাদিপরামর্শগর্ভা ধৃতিরপি স্বসপরিপাটীভঙ্গাভাবায় লীলাশক্ত্যেব তস্মিন্ সমর্পিতেতি জ্ঞেয়ম্॥

৩২। হন্তেত্যনুকম্পায়াম্, তথাপি প্রাপ্ততাদৃশধৃতাবপি গর্গে তস্মিন্ প্রেমা স্বকার্য্যং ত্যক্তুমশক্নুবন্নিবোদগাদেবেত্যাহ,—স্নাত ইবেতি। দৈহিকসুখস্য বহিঃপ্রকাশাধিক্যম্ পীতবানিতি মানসসুখস্যান্তরেবেতি। ততশ্চ জাগ্রদিত্যাদিকং পূর্বপূর্বং ধৃতিলক্ষণম্, নিদ্রাণ ইত্যাদিকমুত্তরোত্তরং প্রেমলক্ষণমিতি॥

আর এ-ই পুনঃ ভুলিয়ে দিচ্ছে আমার নাম।

৩১। তা হ'লে আমি এখন করি কি, যদি ঐ চরণদুটি ধরি তবে লোকে বলবে এ-লোকটি নিশ্চয় পাগল, অহো যদি এঁকে বক্ষে করি তবে তা হবে আমার পক্ষে চপলতা,—যদি কিছু না করি তবে উৎকণ্ঠাই আমার ধৈর্যের বাধ ভেঙ্গে দিবে।

৩২। আচ্ছা এ-কথা যাক্, তবে কথা হচ্ছে—

আমার জন্ম আজ পরিপূর্ণ সফলতা প্রাপ্ত হ'ল, আমার নয়ন দুটি সফল হ'ল এবং আমার তপস্যা-কুল সব কিছু সফলতা প্রাপ্ত হ'ল, পূজনীয় যদুকুল-আচার্যতা আজ আমাকে অহো অত্যন্ত কৃতার্থ করে দিল।

৩৩। এইরূপে আনন্দসিন্ধুতে স্নাত ব্যক্তির মতো, অমৃত পানে উজ্জীবিত ব্যক্তির মতো, জেগে জেগে ঘুমন্ত ব্যক্তির মতো, জ্ঞান ফিরে আসার পরও মূর্চ্ছার ভাবে স্থিত ব্যক্তির মতো, চক্ষুষ্মান হয়েও অন্ধের মতো, শুনেও না-শুনা ব্যক্তির মতো, মুখর হয়েও মূকের মতো, ধৈর্য্যশীল হয়েও চপলের মতো যখন গর্গাচার্য ক্ষণকাল অবস্থান করছেন তখন মাতৃদ্বয়ের দ্বারা নিকটে আনীত রামকৃষ্ণ কুমারদ্বয়ের নামকরণে উদ্যত হয়ে তিনি তাড়াতাড়ি 'স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা

নামকরণায়োদ্যতো দ্যতোরখিলমশুভং শুভংযেদারনয়োরনয়োপশমনায় নানার্থনিরুক্ত্যা নাম চিকীর্ষু-রুবাচ ॥

৩৪। 'অয়ং বসুদেবসুতো দেবসুতোত্তমবলো বলোচ্ছ্রয়াদ্‌বলো বলেন দেবনমস্তেতি বলদেবেতি বল দেবেতি হাসোচিতং চ নাম। মহাপুরুষত্বেন পাপসঙ্কর্ষণে সঙ্কর্ষণেতি চ সমুচিতমভিধানম্, সর্ব্বাভিরামতয়া রামতয়া চৈষ গমিষ্যতি প্রসিদ্ধিম্, বলেন রমত ইতি বলরামশ্চ ॥

৩৫। অয়ন্তু তবাত্মজো ভগবদ্‌ভক্তিযোগ ইব চাতুর্বর্ণ্যোপযুক্তঃ স্বভাবত ইন্দ্রনীল-নীলতয়া সিদ্ধোঽপি প্রতিযুগমংশতঃ করুণাচ্ছবিগ্রহং বিগ্রহং দধনেকবর্ণতাং প্রকটয়তি। ধর্ম্মাবিকৃতে কৃতে শুক্লঃ,

---

৩৩। অয়েন শুভাবহবিধিনোন্নীতং স্বস্তিবাচনং যেন সঃ, দ্যতোঃ খণ্ডয়তোঃ শুভংযেবাঃ কল্যাণবতোঃ; (পা০ ৫।২।১৪০) "অহংশুভমোর্যুস্" অনয়স্তোপশমনায়, নানার্থনিরুক্ত্যেতি তাং বিনেশ্বরাণাং নাম কস্মান্মনুষ্যস্তুহেঽর্প্যতে ইত্যনয়োর্লোকদৃষ্ট্যা স্যাৎ। তথৈব বক্ষ্যমাণেন ক-ঋষণাদিভিরিত্যাদিনা পরমাংশিত্বরূপতাৎপর্যার্থাবিবৃতিং বিনা তত্ত্বদৃ-ষ্ট্যাপি অনয়ঃ স্যাদিতি ॥

৩৪। দেবসুতস্যেব উত্তমং বলং পরাক্রমো যস্য সঃ; অস্তেতি এতৎসম্বন্ধি দেবনং মল্লযুদ্ধাদি-ক্রীড়নং বলেনৈব প্রতিভটপ্রতিযোগিনিষ্ঠেন ভবতি, নান্যথেত্যর্থঃ। 'বলেন দীব্যতি' ইত্যনুক্তিরগ্রে ব্যাখ্যাস্যমানেন বলেন রমত ইত্য-নেনৈকার্থ্যাৎ বলদেবেতি হাসোচিতং চেতি, এতৎ প্রিয়নর্মসখৈঃ কদাচিদিমং ক্রীড়াময়কৌতুকযুদ্ধে পরাজিত্য বিরুদ্ধ-লক্ষণয়া হে দেব! ত্বং বল, বলং প্রকাশয়েতি লোড়ন্ত বলতিপ্রয়োগেণ করিষ্যমাণো যো হাসস্তদুচিতং চ বলদেবেতি নাম ইত্যর্থদ্বয়ম্। মহাপুরুষত্বেন সিদ্ধপুরুষত্বেনেতি প্রকটোঽর্থঃ মহৎস্রষ্ট্রাদিপুরুষেভ্যোঽপি মহত্ত্বেনেতি বাস্তবঃ। পাপানাং সম্যক্‌কর্ষণে নিমিত্তে ॥

৩৫। চাতুর্বর্ণ্যে চতুর্ষু বর্ণেষু ব্রাহ্মণাদিষু উপযুক্তঃ কর্তুং যোগ্যঃ, স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ; পক্ষে, চত্বারো বর্ণাঃ শুক্লাদয়ো যস্য তস্য ভাবশ্চাতুর্বর্ণ্যং তত্রোপযুক্তঃ। তদেব বিবৃণোতি—স্বভাবত ইত্যাদিনা। বিগ্রহং দেহম্; কীদৃশম্?

স্বস্তিবাচন করে দিলেন, যদিও সমস্ত অমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ শুভদ এরা দুভাই—তবুও লোকরীতি অনুসারে তাঁদের অনর্থ দূর করবার জন্য নানাপ্রকার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বিশ্লেষণে নামকরণের ইচ্ছুক হয়ে পুনরায় বললেন—

৩৪। এই যে রোহিণীদেবীর কোলে যাঁকে দেখছেন ইনি দেবপুত্রের মতো উত্তম বলশালী, বলে দীপ্ত তাই নাম হ'ল বল; প্রতিযোদ্ধাদের সহিত দেবনাতে অর্থাৎ মল্লক্রীড়াতে ইনি 'বল' প্রকাশ করে থাকেন তাই নাম হ'ল বলদেব; (মল্লযুদ্ধে পরাজিত এই বালককে নর্মসখাগণ ঠাট্টা করে বলেন 'হে দেব, তুমি বল প্রকাশ কর') নর্মসখাদের এই হাস্য-পরিহাসোচিত সম্বোধন থেকে নাম হ'ল বলদেব; ইনি মহাপুরুষ, জীবের পাপ আকর্ষণ করেন তাই সমুচিত নাম হ'ল সঙ্কর্ষণ; সকলের মনোভিরাম বলে রাম নামে ইনি প্রসিদ্ধ হবেন; বলদীপ্ত ভাবে রমণ অর্থাৎ বিহার করেন বলে ইনি বলরাম।

৩৫। আর এই যে আপনার পুত্র—ইনি ভগবদ্‌ভক্তিযোগ যেমন 'চাতুর্বর্ণ্যোপযুক্তঃ' ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণেরই উপযুক্ত সাধন তেমনই 'চাতুর্বর্ণ্যোপযুক্তঃ' অর্থাৎ শুক্ল-রক্ত-কৃষ্ণ-পীত এই চার বর্ণ

সবর্ণস্ত্রেতায়াস্ত্রেতায়ামপি, দ্বাপরেঽদ্বাপরেণ শ্যাম এব, মূর্ত্ত ইব কলৌ কলৌ পীত ইতি। ক-ঋ-ষ-ণাভিঃ পঞ্চভির্বর্ণৈঃ সমবেতস্য 'কৃষ্ণ' ইতি নাম্নঃ চতুর্ভিরেব বর্ণৈশ্চতুর্যুগবর্ণান্ দধাতি, বর্ণানামাদিভূতেনাকারেণ স্বয়মাদিভূতো নীলেন্দ্রমণিসাবর্ণ্যং দধৎ কৃষ্ণ ইত্যাখ্যাং ভজতে। কর্ষতি ভজতামঘং কর্ষত্যনুরক্তানাং মনাংসীতি চ কৃষ্ণঃ, কৃষিঃ সত্তার্থঃ, ণ আনন্দার্থঃ, তেন চ সত্তানন্দরূপতয়া চ কৃষ্ণ ইতি মুখ্যং নাম।

করুণায়াঃ কৃপায়াশ্ছবিং কান্তিং গৃহ্ণাতীতি তম্, পূর্ণকৃপায়াস্তু তত্তদংশিনি শ্রীকৃষ্ণ এব সম্যক্ সম্ভবাদিতি ভাবঃ। ধর্ম্মাণাং তপঃশৌচাদীনামবিকৃতং বিকারাভাবো যত্র তস্মিন্, পরিপূর্ণধর্মময়ে সত্যাখ্যে যুগে ইত্যর্থঃ। ত্রেতায়া অগ্নিত্রয়স্য তুল্যবর্ণো রক্ত ইত্যর্থঃ; "দক্ষিণাগ্নির্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ; অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা" ইত্যমরঃ। অদ্বাপরেণ অসন্দেহেন, অস্মিন্ দ্বাপরযুগে তস্য শ্যামস্তাস্মিন্ কৃষ্ণ এব ঐক্যমাপ্তত্বাদয়মেব সঃ, ইত্যেবমভিন্নতালক্ষণেন; "সন্দেহ-দ্বাপরৌ চ" ইত্যমরঃ। কলৌ কলহে মূর্তিযুক্ত ইব পীত ইতি এতদব্যবহিতে আগামিনি কলাবেবেতি জ্ঞেয়ম্, ন তু সর্বত্র। প্রতিসত্যাদি-শুক্লাদীনামিব প্রতিকলিযুগম্—(১।২১৫) "কথ্যতে বর্ণ-নামভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ। রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥" ইত্যনেন (সংক্ষেপ-) শ্রীভাগবতামৃতে কৃষ্ণবর্ণস্যৈব যুগবতারত্বেন নিরূপিতত্বাৎ; তথৈবাত্রাপি পঞ্চদশে স্তবকে 'কলৌ কৃষ্ণঃ' ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ। অত্র পীত ইত্যুক্তিঃ (ভা০ ১০।৮।১৩) "শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইতি মূলানুসারানুরোধেনৈব। মূলে চৈকাদশস্কন্ধে (ভা০ ১১।৫।৩১,৩২) "নানা-তন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু", "কৃষ্ণবর্ণস্যৈব নিরূপয়িষ্যমাণত্বেঽপি দশমস্কন্ধে "তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ" ইত্যুক্তিরিদানীন্তনে কলৌ পীতবর্ণ ইতি বিজিজ্ঞাপয়িষয়ৈব। কিঞ্চ, "আসন্" ইতি ভূতকালানুরোধেনাপাততঃ সুঘটে ব্যাখ্যান্তরে ক্রিয়মাণে দ্বাপরযুগাবতারস্য পীতত্বে (ভা০ ১১।৫।২৭) "দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ" ইত্যনেন বিরোধঃ স্যাৎ। ন চ তত্রস্থ-শ্যামপদস্যার্থান্তরং কল্প্যমিতি বাচ্যম্, 'পীতবাসা' ইত্যনেন শ্যামত্বস্যৈব সুষ্ঠু নির্দ্ধারিত-ত্বাৎ, শ্যামস্যৈব পীতবসনৌচিত্যাৎ। ততশ্চায়মর্থঃ।—যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধাদ্যথেদানীং দ্বাপরান্তে কৃষ্ণতাং গতঃ স্বয়-ময়মবতারী, তথা তেনৈব প্রকারেণ স্বয়মবতারিত্বেনেত্যর্থঃ। ইদানীং কলিযুগাদিভাগে পীত ইতি কিঞ্চিৎ স্থূলকালমব-লম্ব্য ইদানীমিতিপদার্থ উভয়ত্রাপ্যন্বেতীতি। ননু তর্হি অধুনা সাক্ষাৎ ক্রিয়মাণেঽস্য কৃষ্ণবর্ণ ইদানীন্তন এব, কিংবা

গ্রহণেরই উপযুক্ত পাত্র, ইনি স্বভাবতঃ ইন্দ্রনীলমণিসম নীল বলে প্রসিদ্ধ থাকলেও প্রতিযুগে আংশিক কৃপানুরূপ কান্তিতে উজ্জ্বল দেহ ধারণ করতে করতে শুক্লাদি অনেক বর্ণতা প্রকাশ করেন—যথা, ধর্মের অবিকৃত অবস্থাতে সত্যযুগে শুক্লবর্ণ, ত্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, এই দ্বাপর যুগে নিঃসন্দেহে শ্যামবর্ণ, মূর্তিমান কলহযুগ কলিতে পীতবর্ণ। (যুগবতার শ্যামবিগ্রহের সর্বাবতারাবতারী কৃষ্ণেতে ঐক্যপ্রাপ্তিহেতু কৃষ্ণই শ্যাম এইরূপ অভিন্নতা লক্ষণের জন্য এখানে কৃষ্ণ না বলে শ্যাম বলা হল।) 'ক-ঋ-ষ-ণ-অ' এই পঞ্চবর্ণ মিলিত হয়ে 'কৃষ্ণ' নামটি নিষ্পন্ন হ'ল, এই নামের প্রথম চতুরক্ষর 'ক-ঋ-ষ-ণ' দ্বারা ক্রমে চতুর্যুগের শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-পীত বর্ণ ধারণ করেন, আর সমস্ত অক্ষরের আদি অক্ষর 'অ' কারের দ্বারা সর্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান ইন্দ্রনীলমণিবৎ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে 'কৃষ্ণ' এই নাম অঙ্গীকার করেন। ইনি ভজনকারীর পাপ-অপরাধ দূর করে দেন, নিজের অনুরাগী ভক্তজনের মনকে আকর্ষণ করেন তাই এঁর নাম হ'ল 'কৃষ্ণ'—'কৃষি' শব্দ সত্তা-বাচক 'ণ' শব্দ আনন্দ-বাচক—সত্তা এবং আনন্দস্বরূপ হওয়ার দরুণ

কদাচিদয়ং বসুদেবাদপি জাতোঽজাতো বিমুক্তাদিতি বাসুদেবোঽপি লোকৈরুদ্‌ঘুষ্যতে।—(ভা° ১০।৮।১৯) "নারায়ণসমো গুণৈঃ" ইত্যুক্তে সরস্বতী তমেবার্থমাত্মগতং ব্যাখ্যাতি স্ম—নারায়ণশ্চাস্য গুণৈরেব সমঃ, ন ত্বং শিষ্বেনাপ্যভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিষ্যন্তি' ইতি॥

পূর্বমপ্যাসীদেব? তস্যৈব প্রাকট্যমধুনেতি তত্র ন কেবলং কৃষ্ণবর্ণ এব পূর্বমাসীৎ, কিন্তু অন্যেঽপি বর্ণা আসন্নেব ইত্যাহ—আসন্নিতি। অস্য যুগং তনুর্গৃহ্ণতোঽস্য অনুক্তোঽপ্যন্যঃ শুক্লো রক্তস্তথা উক্তঃ পীতঃ, এবং ত্রয়োঽপি বর্ণা যথাসম্ভবং তত্তদ্যুগে তদানীং দৃশ্যমানা অপ্যাসন্নেব, তত্তদ্যুগে পূর্বমপি স্থিতানামেব তদানীং তদানীং প্রাকট্যম্, ন তু তে তদানীমেবাপূর্বা অভবন্নিত্যর্থঃ। দ্বাপরকলিযুগাবতারয়োঃ শ্যামকৃষ্ণয়োঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাভেদাৎ পৃথগনুক্তিঃ। এবঞ্চ বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়-দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মেবাবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি। তদ্যুগদ্বয়াবতারৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ। তত্র পীতস্য বৈশদ্যেন কাপ্যনুক্তিরিতি, রহস্যত্বাৎ; (ভা° ৭।৯।৩৮) "ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্" ইতি সপ্তমস্কন্ধে শ্রীপ্রহ্লাদেনাপি ছন্নত্বেনৈবোক্তত্বাৎ। তচ্ছন্নত্বং চ স্ববর্ণস্বরূপয়োরন্যস্বীয়বর্ণভাবাভ্যামাবৃতত্বেন তদানীন্তনজনৈঃ প্রায়ো দুর্লক্ষ্যত্বমেবেতি। দুর্লক্ষ্যত্বঞ্চ তত্তস্য রহস্যবস্তুজাতব্যঞ্জকতাহেতুকমেবেতি ভক্তসুধীভিরবশ্যমবগম্যম্। তত এব তৎপ্রমাপকস্য (ভা° ১১।৫।৩১,৩২) "নানাতন্ত্রবিধানেন কলাবপি তথা শৃণু"; "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণম্" ইত্যাদিবচনস্য যুগাবতারপ্রকরণমধ্যপঠিতস্য তথৈব ছন্ন এবার্থোঽভিপ্রেত্যাদবসীয়তেঽর্থান্তরেণ। স যথা নানাকল্পে প্রতিকলিযুগে, অপি-কারাৎ বৈবস্বতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়কলাবপি তন্ত্রবিধানে তন্ত্রাখ্যন্যায়বিধিনা 'শ্বেতো ধাবতি' ইত্যাদিবৎ একপ্রযত্নোচ্চার্যেণ একদেশার্থদ্বয়বোধকেন শব্দেনেত্যর্থঃ। শৃণ্বিতি শৃণ্বন্তমপি রাজানং প্রতি পুনঃপ্রেরণং রহস্যত্বেন তন্ত্রেণোচ্যমানমর্থং বিশিষ্যাবধাপয়িতুং পরীক্ষিতং প্রতি তু পূর্বোক্তস্য "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ" ইতি পদ্যস্য তথা পীতশব্দস্মারকেণ অত্রত্য-তথাশব্দেন সঙ্কেতিতং স্পষ্টমেব তমর্থং কৃষ্ণেতি প্রতিকলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কৃষ্ণবর্ণবিগ্রহম্। রুক্ষত্বং ব্যাবর্তয়তি—ত্বিষা কান্ত্যা অকৃষ্ণং ইন্দ্রনীলমণিবদুজ্জ্বলমিত্যর্থঃ। একককলিযুগপক্ষে কৃষ্ণবর্ণং কিন্তু ত্বিষা কান্ত্যাঽকৃষ্ণং পীতম্; অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরমিত্যর্থঃ। যদ্বা, কৃষ্ণং প্রসিদ্ধং কৃষ্ণাবতারং বর্ণয়তি, তদ্রূপলীলাদিমাধুর্যং সর্বত্রোপদিশতীতি তম্। সাঙ্গোপাঙ্গেত্যাদিকমুভয়পক্ষেঽপ্যপ্রচ্ছন্নত্ব-প্রচ্ছন্নত্বাভ্যাং তুল্য এবার্থ ইতি। 'জানামি বা ন জানামি স্বং পুষ্কাম্যেব কেবলম্। শুদ্ধং লিখাম্যশুদ্ধং বা ক্ষমন্তাং সাধবোঽখিলম্॥' বর্ণৈরক্ষরৈরেব ককার-ঋকার-ষকার-ণকারৈর্বর্ণান্ ক্রমেণ শুক্ল-রক্ত-শ্যাম-পীতান্ দধাতি ধারয়তি, বর্ণ-শব্দস্য উভয়ার্থবাচিত্বাৎ। ততশ্চ ক-ঋ-ষ-ণা বর্ণা যত্র স চাসৌ অশ্চেতি বিগ্রহোঽভিপ্রেতঃ। শাকপার্থিবাদিত্বাদ্বর্ণপদলোপঃ। এবং চ বিদ্যমানসহংসেতি-

---

এঁর মুখ্য নাম হ'ল 'কৃষ্ণ'। কখনও আপনার এই পুত্র মায়াবিমুক্ত বসুদেব থেকে জাত বলে এঁকে লোকে বাসুদেব বলেও ডাক্‌বে।

ভাগবতের ১০।৮।১৯ শ্লোকে নন্দমহারাজকে বলা হয়েছে—'আপনার এই পুত্র নারায়ণসম গুণসম্পন্ন হবে'—এর উত্তরে সরস্বতী এঁর আত্মগত অর্থ বিশ্লেষণ করলেন—'নারায়ণ আর আপনার এই পুত্র বেণুমাধুর্যাদি গুণে নয়, শুধু সত্য শৌচাদি গুণের দ্বারাই সমান এবং এর দ্বারাই অভেদ আরোপিত হওয়ার দরুণ এঁকে নারায়ণ নামেও ডাকা হয়। কৃষ্ণ নারায়ণের অংশী বলে সেই কারণে অভেদ আরোপিত হয়ে কৃষ্ণকে নারায়ণ বলা হয়—এরূপ বলা যাবে না।'

৩৬। ততঃ স এবাহ,—'কিং বহুনা? অস্য মহিমা নহি মাদৃশাং বাগ্‌বিষয়ঃ। অয়ং তে সর্ব্বসৌভাগ্যফলম্, অনেন সর্ব্বমেব তরিষ্যসি দুর্গম, দুর্গস্তব্যঞ্চ মনোরথমবাপ্স্যাসি। য এতস্মিন্ রতিমন্তো ভবিষ্যন্তি, তেষামপি সৌভাগ্যং সর্ব্বজ্ঞা অপি ন জ্ঞাস্যন্তি। ন চেদং ক্বচন প্রকাশনীয়মতিরহস্যম্' ইতি সমুৎকণ্ঠাকাকুমারৌ কুমারৌ তাবঙ্কে কৃত্বা সপুলকমাত্মগতং কৃষ্ণমালোক্য—'অহো! কিমিদং

বৎ শব্দশ্লেষেণ কাদয়শ্চত্বারো বর্ণা এব বর্ণাঃ শুক্লাদয় ইতি, ততশ্চ নামনামিনোরভেদাৎ কৃষ্ণনাম্নি তেষাং বর্ণানাং সমবায়ঃ। নামিনি কৃষ্ণেঽপি তেষাং শুক্লাদীনামিদানীমন্তর্ভাব ইতি ভাবঃ। অকারেণ পঞ্চমেন আদিভূতেনেতি অকারস্য সর্ববর্ণাদিভূতত্বমেব কৃষ্ণস্য শুক্লাদ্যবতারাদিভূতত্বং জ্ঞাপয়তি তি। কিঞ্চ, অকারস্য কেবলস্যাপি বিষ্ণুবাচকত্বেনার্থবত্ত্বমিব ন তেষাং ক-ঋ-ষ-ণানাং তথাভূতত্বমতো ন তেষাং স্বয়ন্ত্বম্। অস্য তু তত্তন্নৈরপেক্ষ্যেঽপি স্বতঃসিদ্ধেঃ স্বয়ন্ত্বমিতি। সর্বোঽপ্যয়ং বস্ত্বর্থ এব বিবৃতঃ, শ্রীনন্দং বোধয়িতুমিষ্টস্তু কোঽপ্যেবংবিধমহাপুরুষঃ শুক্লাদ্যবতারোপাসনয়া তদা তদা প্রাপ্ত-তত্তৎসারূপ্যঃ সম্প্রতি কৃষ্ণোঽভূদিত্যেতৎপ্রকারঃ প্রকট এবার্থঃ। কৃষতি দূরীকরোতি. 'কৃষ বিলেখনে' ইত্যস্মাৎ। মুখ্যমিতি "নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ" ইতি প্রভাসপুরাণাৎ, সত্তানন্দয়োর্লক্ষণমন্বয়শ্চ শক্তিরূপত্বঞ্চ ধর্মরূপত্বেঽপি ধর্মিত্বমিত্যাদিকং বিস্তরভয়াদত্রানুপযোগাচ্চ শ্রীভাগবতসন্দর্ভাদৌ ব্যক্তত্বাচ্চ ন বিবৃতমিতি। কদাচিদিতি পূর্বস্মিন্ জন্মনীতি শ্রীনন্দেন বুধ্যতে, ততশ্চ শ্রীবসুদেবস্যাপি পূর্বজন্মনি বসুদেব ইত্যেব নামাসীদিতি চ; অজাতো মায়াতঃ। নারায়ণস্য সম ইতি শ্রীনন্দং বোধয়িতুমিষ্টোঽর্থঃ। তেন চ 'অগ্নির্মাণবকঃ' ইতিবদুপচারেণ ইমং নারায়ণমপি বদিষ্যন্তি জনা ইত্যেবসীয়তে স্মেতি নারায়ণঃ সমোঽস্যেতি তু বাস্তবঃ স্বাভিপ্রেতঃ, তমেব বাস্তবমেব আত্মগতমনন্তবোধং গুণৈরেব (ভা০ ১।১৬।২৭) "সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষঃ" ইত্যাদিভিঃ প্রথমস্কন্ধোক্তৈরেব ন ত্বসাধারণৈর্বেণুমাধুর্যরাসবিলাসাদিভির্মহাগুণৈরপীতি। ন ত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিষ্যন্তীতি, তেন গুণৈরেবাভেদোপচারতো নারায়ণমপ্যেনং বদিষ্যন্তীত্যর্থ আয়াতি। অত্র চ নারায়ণমিত্যনুবাদপদম্, এনমিতি বিধেয়পদম্, নারায়ণমিতি বিশ্বস্থিত্যাদিকর্তৃত্বেন প্রসিদ্ধমপি, কিংবা কৃষ্ণাংশাংশভাগরূপমপি এনং শ্রীকৃষ্ণং বদিষ্যন্তীতি, ততশ্চ সত্য-দয়া-ক্ষমাদীন্ মোক্ষদায়িত্বাদীংশ্চ গুণান্ মূলভূতত্বেন কৃষ্ণনিষ্ঠান্ পর্যালোচ্য নারায়ণে চ তাদৃশত্বেনৈব স্থিতান্ বিমৃশ্য মাণবকেঽগ্নিপদমিব নারায়ণেঽপি কৃষ্ণপদং প্রযোক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ। তেনাভেদোপচারোঽপ্যত্র গৌণ এবেতি ভাবঃ, ন ত্বংশিত্বেনাপ্যভেদোপচারত ইতি কৃষ্ণস্য তদংশিত্বসম্ভবেঽপি কৃষ্ণাংশাংশরূপত্বাত্তস্য মুখ্যং কৃষ্ণাংশত্বং নাস্তীত্যংশাংশি-সম্বন্ধেন মুখ্য উপচারো ন সম্ভবেদিতি সরস্বত্যা অভিপ্রায়ঃ। কৃষ্ণে নারায়ণাদি-শব্দপ্রয়োগস্তু নারায়ণাদীনামবতারাণাং কৃষ্ণেঽন্তর্ভাবাদিতি॥

৩৬। ততঃ স এবাহেতি—বক্ষ্যমাণবাক্যস্য সরস্বতীকর্তৃকত্বনিরাসার্থম্. ন জ্ঞাস্যন্তীতি এতাবত্ত্বনিশ্চয়েনেত্যর্থঃ।

৩৬। অতঃপর গর্গমুনি বললেন—'আর বেশী বলার প্রয়োজন কি? এঁর মহিমা মাদৃশ জনের বাগ্‌বিষয় হতে পারে না,—হে নন্দ মহারাজ, এ-বালক আপনার সর্বসৌভাগ্যফল, এঁর দ্বারা সকল দুর্গতি থেকে আপনি উদ্ধার পাবেন, চিন্তার অতীত মনোভিলাষ আপনার পূরণ হয়ে যাবে, এঁর শ্রীচরণে যে রতিমন্ত হবে তাঁরও এমন সৌভাগ্যোদয় হবে যা সর্বজ্ঞব্যক্তিরও জ্ঞানাতীত, এই অতিরহস্যকথা কোথাও প্রকাশ করবেন না।' এইরূপ বলে সমুৎকণ্ঠাকাকু নিরসনকারী ঐ দুই কুমারকে কোলে নিয়ে সপুলকে আত্মগতভাবে কৃষ্ণকে অবলোকন করে বলতে লাগলেন—'অহো, এই তেজের কি

মহস ঔজ্জ্বল্যম্—

ইন্দীবরেন্দ্রমণিবারিধরাঞ্জনাদ্যৈঃ, কিং ভৌতিকৈরিদমভৌতিকমস্য তেজঃ।
ঔপম্যমেতু যদতীন্দ্রিয়মেতদেকে, ব্রহ্মেতি যন্মণিমণিদ্যুতিবদ্‌গৃণন্তি ॥

৩৭। ইতি সাদরাদরাভিলাষমালিঙ্গ্য ক্ষণমপি তু পিতুরঙ্কং লম্ভয়িত্বা জিগমিষুরভিবাদিতো বাদিতোঽপি শুভাশিষং কুমারৌ প্রতি ব্রজপতিনা অনুযাতশ্চ কিয়দ্‌দূরং স মুনির্যথাগতং নিরগাৎ ॥

৩৮। অথ ক্রমত উপরমৎপ্রায়ে জানুচংক্রমণে স্তনপানে চ চরণকমলাভ্যামেব শনৈঃ শনৈর্বিহরতা হরতা চ নবনীতং ক্রিয়মাণে চ বাল্যলীলাকৌতুকে কৌ তু কেন প্রকারেণ ন জনিত আনন্দঃ পরমানন্দকন্দেন তেন ॥

৩৯। একদা— শূন্যে চোরয়তঃ স্বয়ং নিজগৃহে হৈয়ঙ্গবীনং মণি-
স্তম্ভে স্বপ্রতিবিম্বমীক্ষিতবতস্তেনৈব সার্দ্ধং ভিয়া।

সর্বজ্ঞা অপীতি “ন হি খপুষ্পাজ্ঞানং সার্বজ্ঞ্যং নিহন্তি” ইতি ন্যায়াৎ। ‘অঙ্কে কৃত্বা’ ইত্যত্র হেতুঃ সমুৎকণ্ঠয়া যঃ কাকুস্তস্য মারৌ নিরাসকৌ আহেতি পূর্বেণৈবান্বয়ঃ। যদ্ যস্মাদতীন্দ্রিয়ং যদেতত্তেজঃ, একে মুখ্যবাদিনো ব্রহ্মেতি নিগৃণন্তি, এতত্তেজসো ব্রহ্ম ন ভিন্নমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ—মণীতি, মণিস্থানীয়ঃ কৃষ্ণঃ, মণিদ্যুতিস্থানীয়ং ব্রহ্মেতি। অত্র প্রমাণম্—(গী° ১৪।২৭) “ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্” ইত্যাদিগীতাদি-বাক্যানি ॥

৩৭। সাদরং চ তৎ অদরাভিলাষমনল্পাভিলাষং চেতি তদ্ যথা স্যাদেবমালিঙ্গ্য, “ঈষদর্থে দরাব্যয়ম্” ইতি বিশ্ব; বাদিতোঽপীতি শুভাশীর্বাদং কারিত ইত্যর্থঃ। ‘জ্যোতির্বিদোবচস্তস্য গর্গস্য মুখনিঃসৃতম্। চিত্তভিত্তৌ লিখংশ্চিন্তাং হিত্বা নন্দো ননন্দ সঃ ॥’

৩৮। কৌ তু পৃথিব্যান্তু; তেনৈব স্বপ্রতিবিম্বেনৈব ॥

ঔজ্জ্বল্য—নীলকমল-ইন্দ্রনীলমণি-মেঘ-অঞ্জনাদি প্রাকৃত বস্তুর সহিত অপ্রাকৃত এঁর তেজের কি উপমা দিব—কারণ ইন্দ্রিয়াতীত এই তেজকে কোনও পণ্ডিত ব্রহ্ম বলে থাকেন (এই তেজ ও ব্রহ্ম ভিন্ন নয়)—এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত—মণিস্থানীয় কৃষ্ণ, আর মণির দ্যুতি স্থানীয় ব্রহ্ম।

৩৭। এইরূপে গর্গমুনি ক্ষণকাল সাদরে অত্যন্ত অভিলাষের সহিত কানাই বলাইকে আলিঙ্গন করবার পর পিতার কোলে দিয়ে চলে যেতে ইচ্ছা করলেন, বিদায়কালে শ্রীনন্দমহারাজ মুনিকে বন্দনা করলেন, মুনিকে দিয়ে কুমারদ্বয়কে শুভাশীর্বাদ করালেন, এবং পরে মুনির পিছে পিছে কিছুদূর পর্যন্ত চললেন ;—মুনি যেমন স্বেচ্ছায় এসেছিলেন তেমনই স্বেচ্ছায়ই চলে গেলেন।

ননীচুরি ঃ

৩৮। অতঃপর ক্রমে ক্রমে হামাগুড়ি ও স্তনপান লীলার প্রায় উপরম হয়ে এলে ধীরে ধীরে হেটে চলে খেলা করে বেড়াতে থাকলে, ননীচুরি করতে থাকলে বাল্যলীলাকৌতুকে পরমানন্দকন্দ বালকৃষ্ণ কোন্ প্রকারে-না পৃথিবীর আনন্দ জন্মাচ্ছিল।

৩৯। একদা নিজেদের শূন্য ঘরে যখন স্বয়ং ননীচুরি করছিল তখন মণিস্তম্ভে নিজ প্রতিবিম্ব

ভ্রাতর্মা বদ মাতরং মম সমো ভাগস্তবাপীহিতো
ভুঙ্ক্ষেত্যালপতো হরেঃ কলবচো মাত্রা রহঃ শ্রূয়তে ॥২২॥

৪০। কৌতুকেনোপসন্নায়াঞ্চ তস্যাং সপ্রতিভং স্বপ্রতিবিম্বমুদ্দিশ্য তামুবাচ—
মাতঃ ক এব নবনীতমিদং ত্বদীয়ং, লোভেন চোরয়িতুমদ্য গৃহং প্রবিষ্টঃ।
মদ্বারণং ন মনুতে ময়ি রোষভাজি, রোষং তনোতি ন হি মে নবনীতলোভঃ ॥'

৪১। অন্যেদ্যুরহি কার্য্যান্তরগতায়াং জনন্যাং তথৈব নবনীতং চোরয়তি সতি দৈবাদাগতয়া তয়া তমনালোচ্য সমাজুহুবে ॥

৪২। 'কৃষ্ণ ক্বাসি করোষি কিং পিতরিতি শ্রুত্বৈব মাতুর্বচঃ
সাশঙ্কং নবনীতচৌর্য্যবিধিতো বিশ্রম্য তামব্রবীৎ।
মাতঃ কঙ্কণপদ্মরাগমহসা পাণির্মমাতপ্যতে
তেনায়ং নবনীতভাণ্ডবিবরে বিন্যস্য নির্বাপিতঃ ॥'

৪০। মাতরিতি, ত্বমপি লোভেন চোরয়িতুং গৃহং প্রবিষ্ট ইতি চেত্তত্রাহ—ন হি মে ইত্যাদি, অহং ত্বেতদ্-বারণার্থমেব প্রবিষ্ট ইতি ভাবঃ ॥

৪১। সমাজুহুবে ইতি ভাবসাধনমেব,—কর্মণোঽবিবক্ষিতত্বাৎ ॥

৪২। পিতরিতি বাৎসল্যেন সম্বোধনম্, পদ্মরাগমহসেতি, তস্য বহ্নিতেজঃ সারূপ্যদৃষ্ট্যা তাদৃশত্বং জ্ঞাপয়তি, তেন বয়ঃসমুচিতং স্বগৌগ্ধ্যঞ্চ মাতরমনুভাবয়তি, অয়ং পাণিঃ ॥

দেখে তাঁর সঙ্গে ভয়ে ভয়ে এ-রূপ কথা বলছিলো—'ভাই, মাকে আমার এই কর্মের কথা বলে দিও না, তোমার সঙ্গে আমার সমান সমান ভাগতো আছেই, এই নাও খাও,—হরির এ-রূপ মৃদুমধুর আলাপ গোপনে থেকে মা শুনলেন।

৪০। মজা দেখবার জন্য মা নিকটে এলে উজ্জ্বল স্বপ্রতিবিম্বকে লক্ষ্য করে বালহরি মাকে বললো—

'মা, ঐ দেখ এ কে, লোভবশতঃ তোমার এ-ননী চুরি করবার জন্য আজ ঘরে প্রবেশ করেছে, আমার বারণ মানছে না, আমি রাগ করলে আমার উপর উল্টে আরও রাগ করছে,—আমার কিন্তু ননীতে কোনও লোভ নাই।'

৪১। আবার অন্য একদিন মা কার্যান্তরে গেলে ঐরূপ ননী চুরি করতে থাকলে দৈবাৎ মা এসে পড়ে তাকে না দেখে ডাকতে থাকলেন—

৪২। কৃষ্ণ কৈ হে, বাপধন তুমি কি করছো, মায়ের গলা শুনামাত্রই ভয়ে ননীচুরি থেকে বিরত হয়ে একটু থম্‌কে গিয়ে বললো—মাগো, কঙ্কণপদ্মরাগের তেজে আমার হাত জ্বলে যাচ্ছে, তাই আমি ননীভাণ্ডমধ্যে হাত ডুবিয়ে ঐ-তাপ জুড়াচ্ছি।

৪৩। তদাকর্ণ্য কর্ণরম্যং জননী চ—'এহি বৎস! এহি' ইতি তমঙ্কমাদায় 'পশ্যামি বৎস! তে পাণিং কীদৃক্ তপ্তঃ' ইতি পাণিং প্রসারয়তস্তস্য পাণিমালোক্য চুম্বয়িত্বা 'অহহ! সত্যমেব তপ্তোঽয়ং পাণিস্তদিতঃ পদ্মরাগা দূরীকর্ত্তব্যাঃ' ইতি বদন্তী লালয়মাস ॥

৪৪। অপরেদ্যুরপি—

ক্ষুণ্ণাভ্যাং করকুড্মলেন বিগলদ্বাষ্পাম্বুদৃগ্ভ্যাং রুদন্
হুং হুং হুমিতি রুদ্ধকণ্ঠকুহরাদস্পষ্টবাগ্বিভ্রমঃ।
মাত্রাসৌ নবনীতচৌর্য্যকুতুকে প্রাগ্ভর্ৎসিতঃ স্বাঞ্চলে-
নামৃজ্যাস্য মুখং তবৈতদখিলং বৎসেতি কণ্ঠে কৃতঃ ॥

৪৫। অথ কদাচন পূর্ণচন্দ্রিকাধৌতে নিজমণিময়াঙ্গনে ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিঃ সহ কৃতগোষ্ঠ্যাং মাতরি তত্রৈব খেলন্ কৃষ্ণচন্দ্রশ্চন্দ্রমবলোকয়ামাস। ততশ্চ—

পশ্চাদেত্য হৃতাবগুণ্ঠনপটে বেণীং করাভ্যাং মুহু-
স্নিগ্ধাভ্যাং লুলিতাং বিধায় জননীপৃষ্ঠং তুদত্যাত্মজে।
দেহীত্যস্ফুটগদ্গদং বিরুবতি স্নেহার্দ্রচিত্তা পরং
পার্শ্বস্থালিজনেষু লোচনযুগং ব্যাপারয়ামাস সা ॥

৪৩। সত্যমেব তপ্তোঽয়ং পাণিরিতি তন্মৌগ্ধ্যানুমোদনং পুনরপি তথাবিধবাল্যচাপলেঽবকাশং বর্দ্ধয়িতুম্ ॥

৪৪। ক্ষুণ্ণাভ্যাং মর্দিতাভ্যাং করকুড্মলেনেতি জাত্যাবেকত্বম্, কুড্মলীভূতপাণিভ্যামিত্যর্থঃ। বিগলদবাষ্পাম্বু যথা স্যাত্তথা। রোদনে হেতুঃ—মাত্রেত্যাদি। অস্য কৃষ্ণস্যাখিলং তবেতি তেন স্ববস্তুগ্রহণে চৌর্যং ন ভবতি, ময়া

৪৩। কর্ণরসায়ণ এই কথা শুনে মা—'এস বাবা এস' বলে তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—'দেখি বাবা, তোমার হাত কতটা তেপেছে'—এ-কথায় হাত বাড়িয়ে দিয়েছে দেখে তা'তে চুমু খেয়ে—'অহো সত্যই তো হাত তেপে উঠেছে—অতএব এখান থেকে পদ্মরাগমণি দূর করে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়াই কর্তব্য'—এই বলতে বলতে আদর করতে লাগলেন।

৪৪। অপর একদিন—

একটু আগে নবনীতচৌর্যকৌতুকে মা বালকৃষ্ণকে ধমকিয়েছেন, সে কমলকলিকাসম কোমল নয়ন দুটি রগড়িয়ে রগড়িয়ে কাঁদছিলো—নয়নজলের ধারা বয়ে যাচ্ছিল—রুদ্ধকণ্ঠবিবর থেকে 'হু-হু-হু' এইরূপ অস্ফুট শব্দ স্ফুরিত হচ্ছিল—মা আর থাকতে পারলেন না, নিজের বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছিয়ে দিয়ে 'বাপধন, এই যে মাখন-ছানা, এ-সবই তো তোমার' এ-বলে গলায় জড়িয়ে নিলেন।

চাঁদধরণে আবদার ঃ

৪৫। অতঃপর কোনও একদিন পূর্ণচন্দ্রিকাধৌত নিজমণিময় অঙ্গনে যখন মা যশোদা ব্রজ-পুরস্ত্রীগণের সঙ্গে ইষ্টগোষ্ঠী করছিলেন তখন সেখানেই খেলতে খেলতে কৃষ্ণচন্দ চন্দ্র দেখতে পেল।

৪৬। তদা তাশ্চ সবিনয়প্রণয়োৎসাহনপুরঃসরং স্বসবিধমানীয় নিজগদুঃ,—'বৎস ! কিমর্থয়সে ?

কিং ক্ষীরং ন কিমুত্তমং দধি ননো কিং কূর্চ্চিকা বা ননা-
মিক্ষা কিং নন কিং তবেপ্সিতমহো হৈয়ঙ্গবীনং ঘনম্।
দাস্যামো ন বিষীদ বৎস নতরাং কুপ্যস্ব মাত্রে গৃহোৎ-
পন্নে নো রুচিরিত্যুদঙ্গুলিদলঃ শীতাংশুমালোকয়ৎ ॥

৪৭। ততস্তা অপি পুনরূচুঃ,—

'কলয় ন পিতরেতদ্ধন্ত হৈয়ঙ্গবীনং, প্রতরতি কলহংসো ব্যোমবীথীতড়াগম্।
অহমপি কলহংসং প্রার্থয়ে খেলনার্থী, তদুপনয়ত যাবন্নৈষ পারং প্রয়াতি ॥'

তু হৃথৈব ভৎ সিতমতো মা রোদীরিতি ভাবঃ ॥

৪৫। হৃতঃ শিরপ্রদেশাদধঃপাতিতোঽবগুণ্ঠনপটো যেন তস্মিন্, লুলিতাং স্খলিতাং জনন্যাঃ পৃষ্ঠং তুন্দতি, উপরি পাণিভ্যাং বেণীং ধৃত্বা তামালম্ব্য ভূমিতঃ স্বপাদাবুত্থাপ্য তাভ্যাং তস্যাঃ পৃষ্ঠমবষ্টভ্য পীড়য়তি সতীত্যর্থঃ। সর্বমেতচ্চাপলং বিস্তার্যমাণকথাবেশাং সখীভিঃ সহ মাতরং স্বপ্রার্থনেঽবধাপয়িতুমেবেতি। পার্শ্বস্থালীজনেষ্বিতি যূয়মেব পৃচ্ছত কিমসৌ যাচত ইতি ভাবঃ ॥

৪৬। "কূর্চিকা ক্ষীরবিকৃতিঃ" ইত্যমরঃ। গৃহোৎপন্নে তত্র হৈয়ঙ্গবীনে ন রুচিরিতি কৃষ্ণোত্তরম্। তর্হি কুত্রত্যে রুচিরিতি, ততশ্চ উদঙ্গুলিদল উন্নমিততর্জনীকঃ, আ সম্যগ্ অদর্শয়ৎ। আকাশোৎপন্নে অমুষ্মিন্ হৈয়ঙ্গবীনখণ্ডে মম রুচিরিত্যর্থঃ ॥

অতঃপর—

মায়ের পিছনে এসে ঘোমটা খুলে দেওয়ত কোমল-স্নিগ্ধ হাতে বেণী খুলে দিয়ে তাঁর পীঠে দাপাদাপি করতে লাগলো, অস্ফুট গদগদ কণ্ঠে 'দাও দাও' বলে আবদার করতে থাকলো,—কিছু বুঝতে না পেরে পরম স্নেহাদ্রচিত্তা মা যশোদা পার্শ্ববর্তী সখীর দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত নয়নে চাইলেন।

৪৬। তখন সেই সখী তোবামোদ-আদরে উৎসাহিত করে নিজের নিকটে নিয়ে এসে বললেন—'বাছা, কি চাও ?

দুধ—না; উত্তম দধি—না-না; ঘন দুধ—না-না; ছানা—না-না; অহো তোমার ইচ্ছা কি, ঘন টাটকা মাখন—এই দিচ্ছি, দুঃখ করো না, বাছা সব সময় মা'র উপর জিদ্দী করো না;—ঘরে করা কোন বস্তুতে আমার রুচি নাই—এই বলে তর্জনিদল উঠিয়ে আকাশের চাঁদ ভাল করে দেখিয়ে দিলো।

৪৭। অতঃপর সেই গোপী পুনরায় বললেন—

বাপধন, ও কথা বলো না, হায় হায় এ কি মাখন, এ হ'ল আকাশমার্গ-সরোবরে বিচরণশীল কলহংস;—আমি তো খেলবার জন্য কলহংসই চাচ্ছি, ওটাকে ধরে নিয়ে এসো যতক্ষণ-না ওপারে চলে যায়।

৪৮। ইতি ভূয়ঃ সোৎকণ্ঠং চরণযুগং ভূতলে নাটয়ন্ করাভ্যামাসামপি কণ্ঠতটং ধৃত্বা ধৃত্বা দেহি দেহীতি পূর্ব্বতোঽপ্যধিকতরং রোদিতি স্ম। ততশ্চৈবং বাল্যাবেশেন রুদন্তং তমন্যা উচুঃ,—বৎস !

আভিঃ প্রতারিতময়ং নহি রাজহংসঃ, পীযূষরশ্মিরয়মম্বরমধ্যবর্ত্তী।
দেহ্যেনমেব মহতীহ মদীয়বাঞ্ছা, খেলিষ্যতে তদধুনানয় দেহি দেহি॥'

৪৯। ইতি ভূয় সমধিকমেব রুদন্তং মাতা তমঙ্কমানীয় 'বৎস !
হৈয়ঙ্গবীনমিদমেব ন রাজহংসঃ, পীযূষরশ্মিরপি নৈষ ন তৎ প্রদেয়ম্।
পশ্যাঽত্র দৈববশতো গরলং বিলগ্নং, তেনৈতদুত্তমমপীহ ন কোঽপি ভুঙ্‌ক্তে॥

৫০। ততশ্চ 'অম্বাম্ব ! কথমত্র গরলং লগ্নম্, তদ্বা কিম্' ইতি পূর্ব্বাবেশবিরহেণ রসান্তরমাপন্নস্য কৃষ্ণস্য কথাশ্রবণশ্রদ্ধায়াং সত্যাং সমীচীনমিদং জাতমিতি কৃত্বা জননী তমালিঙ্গ্য 'বৎস ? শ্রূয়তাম্' ইতি কিমপি মধুরমধুরমুবাচ॥

৫১। 'বৎস ! অস্তি কশ্চন ক্ষীরোদধির্নাম।' 'মাতঃ ! কীদৃশোঽসৌ ?' 'বৎস ! যদিদং দুগ্ধমবলোক্যতে, তন্ময়ঃ সমুদ্রঃ।' 'মাতঃ ! কিয়তীভির্ধেনুভিঃ প্রস্নুতং তৎ, যেন সমুদ্রো জাতঃ ?'

৪৭। 'অহমপি' ইত্যাদি কৃষ্ণোত্তরম্, দেহি দেহীতি একৈকাং প্রতি কথনাদেকবচনম্। এবমুত্তরত্রাপি॥ (৪৮)

৪৯। গরলং বিলগ্নমিতি কলঙ্কচিহ্নং দর্শয়তি। অত্রপ্রকরণে সম্বোধনপদৈরেব শ্রীকৃষ্ণ-যশোদয়োরুক্তি-প্রত্যুক্তী জ্ঞেয়ে। তদ্বা গরলমেব বা কিমেতস্য উত্তরম্, অগ্রে কালকূটং নামেতি॥

৫০। তৎ দুগ্ধম্॥

৪৮। এই বলে পুনরায় উৎকণ্ঠায় চঞ্চল হয়ে মাটিতে পা দাপাতে দাপাতে দু-হাতে ঐ গোপীর গলা জড়িয়ে জড়িয়ে ধরে—'দেও দেও' বলে বায়না ধরে পূর্বের থেকে বেশী কাঁদতে থাকলো,—অতঃপর বাল্যাবেশে এ-রূপ কাঁদতে থাকলে অন্য এক গোপী বললেন—বাছা, আরে শোন শোন, এ তোমাকে ফাঁকি দিয়েছে, এটা আকাশপথে চন্দ্রমা;—এটাই দেও, এটাতে আমার অত্যন্ত অভিলাষ, খেলব যে—অতএব এক্ষণই এনে দেও এনে দেও।

৪৯। এই বলে পুনরায় আরও বেশী কাঁদতে থাকলে মা তাঁকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—বাছা, এ মাখনই বটে, রাজহংসও নয় চন্দ্রমাও নয়, তবে এ তোমাকে দেবার মতো কিছু নয়, দেখ এতে দৈববশে গরল লেগে গিয়েছে, তাই উত্তম হলেও এ-জগতের কেউ এ খায় না।

৫০। অতঃপর, মা মা, কি করে এতে গরল লেগে গেল, গরলই বা কি;—এইরূপে পূর্ব আবেশের বিরামে রসান্তরে প্রবিষ্ট বালগোপালের কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা এলে 'এ ভালই হলো' এইরূপ চিন্তা করে মা তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধরে 'বাছা শোন' এই বলে মধুর মধুর কোনও আখ্যান বলতে আরম্ভ করলেন।

৫১। বাছা, ক্ষীরসমুদ্র নামে কোনও এক সমুদ্র আছে—মা, তা'কি রূপ—বাছা, তুমি যে

বৎস ! গেহুগ্ধং তন্ন ভবতি।' 'মাতঃ ! প্রতারয়সি মাম্, বিনা গাঃ কথং নু দুগ্ধম্ ?' 'বৎস ! যেন গোষু দুগ্ধং সৃষ্টম্, স এব তা ঋতেঽপি তৎ স্রষ্টুমর্হতি।' 'মাতঃ ! কোঽসৌ ?' 'বৎস ! ভগবান্ জগৎকারণম্।' 'মাতঃ ! স এব কঃ ?' 'বৎস ! স ভগবান্ অগঃ। স গন্তুং ন শক্যতে।' 'মাতঃ ! হুং সত্যমেব ব্রবীষি, তৎ কথয়।' 'বৎস ! স একদা দুগ্ধোদধিঃ সুরাসুরাণাং কলহে অসুরমোহনায় তেনৈব ভগবতা মথিতঃ। তত্র মন্দরো নাম গিরির্মন্থানদণ্ড আসীৎ। বাসুকির্নাম নাগরাজো রজ্জুঃ। একতোঽসুরা অন্যতশ্চ সুরা এবাকর্ষকাঃ।' 'মাতঃ ? যথা গোপ্যো দধি মথ্নন্তি ?' 'বৎস ! হুম্। এবং মথ্যমানে তস্মিন্ কালকূটো নাম গরলমুৎপন্নম্।' 'মাতঃ ! দুগ্ধে কথং গরলম্, সর্পেষ্বেব তৎ ?' 'বৎস ! তস্মিন্মহেশেন পীতে সতি তচ্ছীকরা যে নিপতিতাঃ, তানেব পীত্বা ভুজগা বিষধরা আসন্। তেন ভগবত এব সা শক্তির্যদ্দুগ্ধেঽপি গরলম্।' 'মাতঃ ! হুম্, সত্যমেতৎ।' 'বৎস ! ইদমপি হৈয়ঙ্গবীনং তত এবোত্থিতম্। তেনাত্র তস্যাবশেষো লগ্নঃ। পশ্য, যমিমং কলঙ্ক ইতি সর্ব্বে গায়ন্তি। তদ্‌গৃহোৎপন্নং ভুঙ্‌ক্ষ্ব, নেদম্' ইতি শ্রূয়মাণে লীলানিদ্রাবশমাগতং জননী চ কর্পূরধূলিধবলে মহাপরার্দ্ধ্যশয়নতলে তমারোপ্য শনৈরসূষুপৎ ॥

৫১। অগ ন গচ্ছতীত্যাগঃ, সর্বত্রৈব যস্তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তথাপি গন্তুং তন্নিকটে যাতুং ন শক্যতে, যতস্তম্ অগ ত্বাং দর্শয়ামীত্যর্থঃ। সরস্বতী তু অগো গকারহীনো ভগবান্, ভবানেবেত্যর্থঃ। ইতি শ্লেষেণ তমেবোক্তবতী ॥

দুধ দেখ সেই দুধেরই এক সমুদ্র। মা, কত গরু দুধ দিয়েছে যা'তে সমুদ্র হয়ে গেল ? বাছা, গরুর দুধ নয়। মা, আমাকে ফাঁকি দিচ্ছ, গরুবিনা আবার দুধ হয় কি করে ? বাছা, যিনি গরুতে দুধের সঞ্চার করেছেন তিনিই গরুবিনাও দুধের সঞ্চার করতে পারেন। মা, তিনি কে ? বাছা, জগৎকারণ ভগবান্। মা, তিনিই বা কে ? বাছা, সেই ভগবান চলেন না (অর্থাৎ তিনি সর্বত্রই আছেন চলবার দরকার কি), সেই ভগবানের নিকট স্বশক্তিতে যাওয়াও যায় না (অর্থান্তর, 'স ভগবান্ অগঃ'—স ভগবান্ ন+গঃ 'গ' হীনঃ অর্থাৎ স ভবান, অর্থাৎ বাপধন, তুমিই-তো সেই ভগবান্)। হু, মা-গো তুমি সত্যিই বলেছ বটে—এখন আগে যা কিছু আছে বলো। বাছা, কোনও এক সময়ে সুরাসুরের কলহে অসুরমোহনের জন্য সেই ক্ষীরসমুদ্র সেই ভগবান্ মন্থন করলেন। সেই মন্থনে মন্দার নামক পর্বত মন্থানদণ্ড হলো, আর বাসুকি নামক নাগরাজ হলো রজ্জু—একদিকে অসুরগণ অন্যদিকে দেবতাগণ হলো আকর্ষক। মা, যেমন গোপীগণ দধি মন্থন করে ? হাঁ বাছা, এইরূপে মন্থন করতে থাকলে ওর থেকে কালকূট নামক বিষ উৎপন্ন হলো। মা দুধে বিষ এলো কোত্থেকে ? বিষ-তো সাপেই থাকে। তা বটে, কিন্তু বাছা ঐ মন্থনোত্থ বিষ মহাদেব পান করতে থাকলে তার থেকে গলিত বিন্দু পান করেই সাপ বিষধর হয়েছিল, অতএব ভগবানেরই সেই শক্তি যা'তে দুধেও বিষ হয়। হু, এ সত্যিই বটে মা। বাছা, এবার শোন আকাশে ঐ যে হৈয়ঙ্গবীন (টাটকা মাখন) দেখছ ও-ও ঐ একস্থান থেকেই উঠেছে, তা'ই এতে ঐ বিষের অবশেষ লেগে আছে, ঐ চেয়ে দেখ লোকে যাকে চাঁদের কলঙ্ক বলে গায়; অতএব ঘরে

৫২। অথানুদিত এব ময়ূখমালিনি দধিনবনীতাদি সমুপসাদ্য—'বৎস! জাগৃহি জাগৃহি' ইতি করতলেনামৃশ্য 'নির্মঞ্ছনং যামি, পর্য্যুষিতয়ৈব ক্ষুধা তিষ্ঠসি, তদিদানীমুত্তিষ্ঠ' ইতি সমুত্থাপ্য সুরভিসলিলেনাননকমলং ধাবয়িত্বাঙ্কমারোপ্য কনকভাজনোপনীতং নবনীতাদি দর্শয়িত্বা 'বৎস! যদভিরোচতে, তদশ্যতাম্' ইতি জনন্যা নিগদিতোঽভ্যাসবশতস্ত্যক্তমপি পয়োধরমেব তস্যাঃ পাতুমারেভে ॥

৫৩। সা চ ক্ষণং পায়য়িত্বা—'বৎস! নবনীতং তে প্রিয়মিদমশ্যতাম্।' 'মাতর্নাপরমিদমশ্নামি, গতায়াং নিশায়াং মৃষা কথয়াহং নিদ্রাং গমিতোঽস্মি। ক্ষুদ্বাধয়ৈব ময়া স্থিতম্।' 'বৎস! কস্তদা চোরয়িষ্যতি নবনীতম্?' 'মাতর্ময়া কদা তে চোরিতং নবনীতম্? মৃষা বদসি' ইতি লীলাবালকেন তেন বাল্যলীলাপরিপাট্যা বহুনৈব প্রকারেণ জননীমনোরঞ্জনমাততান ॥

৫৪। কদাচিদপি—

গোশালচত্বরতলে বিচরন্ দ্রবন্তং, বৎসং বিধৃত্য বিনিপাত্য নিজাঙ্কমূলে।
দোর্ভ্যাং বিগৃহ্য মুখমস্য মুখাম্বুজেন, চুম্বন্ ভিয়ঞ্চ কুতুকঞ্চ তনোতি মাতুঃ ॥

৫২। পর্যুষিতয়া শ্বস্তনয়া ॥

তোলা মাখন খাও ঐ আকাশেরটি নয়।

এইরূপে আখ্যান শুনতে শুনতে কৃষ্ণচন্দ্র লীলানিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লো—মা-ও কর্পূরধূলি-ধবল বহুমূল্য বিছানায় শুইয়ে ধীরে ধীরে তাঁকে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন।

৫২। অতঃপর সূর্যোদয়ের পূর্বেই দধি-মাখনাদি হাতে নিয়ে গোপালের নিকট গিয়ে মা যশোদা—'বাছা প্রাণ কানাই আমার, জাগো জাগো' এই বলে করতলের দ্বারা সস্নেহে চাপড় মেরে—'বাপধন, তোমার বালাই লয়ে মরি, বাসিক্ষুধা নিয়ে শুয়ে আছ, এখন উঠ,—এই বলে তাঁকে উঠিয়ে সুগন্ধী জলে বদনকমল ধুইয়ে কোলে বসিয়ে সোনার থালায় আনীত দধি-মাখনাদি দেখিয়ে—'তোমার যা ইচ্ছা তা'ই খাও' এইরূপ বললে—মায়ের স্তন ছেড়ে দিলেও অভ্যাসবশতঃ ঐ স্তনই পান করতে আরম্ভ করলো।

৫৩। তিনিও ক্ষণকাল পান করিয়ে বললেন—'বাছারে আমার, নবনীত তোমার প্রিয়, এই নবনীত খেয়ে নাও'—'মা, আমি না-অপর কোন কিছু কি এ-মাখন খাব'—গতরাতে মিছামিছি কথায় আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ক্ষুধাকাতর অবস্থাতেই আমি পড়ে থাকবো'—'বাছা, তুমি যদি এ-অবস্থায় পড়ে থাক তবে এখন মাখন চুরি করবে কে?—'মা, আমি কখন তোমার মাখন-চুরি করেছি, মিথ্যা বলছো'—এইরূপে লীলাবালক বাল্যলীলাপরিপাটির দ্বারা অশেষে-বিশেষে জননীর মনকে রঞ্জিত করে তুললো।

গোশালাচত্বরে খেলা ঃ

৫৪। কখনও আবার—

গোশালার অঙ্গনে দৌড়াদৌড়ি করে খেলায় মত্ত বাছুরকে চেপে ধরে নিজের কোলে ফেলে

৫৫। অঙ্গনে নিজগবাং ধৃতপুচ্ছ-,স্তর্ণকে সপদি ধাবতি ধাবন্।
মগ্ন এব তদনাবৃতমেব, ব্রহ্ম মূর্ত্তমহরজ্জনচেতঃ ॥

৫৬। অঙ্কিতো নিজগবাঙ্গনপঙ্কৈঃ, শঙ্ক্যতে মৃগমদৈরিব লিপ্তঃ।
পশ্যতাং নয়নয়োরভিরামঃ, সুন্দরে হি কিমসুন্দরমাস্তে ?

৫৭। কদাচিদপি—উষ্ণীযমীষদতিচারু নিবধ্য মূর্ধ্নি, মাত্রা বিশিষ্য পরিধাপিতপীতবাসাঃ।
গোরোচনারচিতচিত্রতমালপত্রঃ, স্নিগ্ধাঞ্জনাক্তনয়নো বহিরপ্যুপৈতি ॥

৫৮। ত্রৈলোক্যমোহনমবেক্ষ্য কুলোকদৃষ্টি-,র্মা ভূদিহেতি কৃতলৌকিকমাতৃভাবম্।
মাত্রা থুথুৎকৃতিদরক্ষরদাস্যচন্দ্র-,পীযূষবিন্দুভিরপূজি সুতস্য মূর্দ্ধা ॥

৫৩। 'জননী' ইতি কর্ত্তৃপদম্ ॥ (৫৪)

৫৫। নিজগবামিতি টজভাবঃ। শূদ্রস্বামিকগোবধপ্রায়শ্চিত্তমিত্যাদি প্রাচাং বাক্যেন (পা০ ৫।৪।৯২) "গোরতদ্ধিতলুকি" ইতি টচোঽনিত্যত্বজ্ঞাপনাৎ। ব্রজরাজেন কৌতুকবশাৎ কৃষ্ণস্বামিকত্বেন কাশ্চন গাবঃ স্থাপিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। তর্ণকে বৎসে, নগ্নো দিগম্বরঃ ॥

৫৬। পশ্যতাং সর্বেষামেব ॥

৫৭। কদাচিদপীতি যাত্রোৎসবাদৌ, তমালপত্রং তিলকম্; "তমালপত্রতিলকচিত্রকাণি বিশেষকম্" ইত্যমরঃ ॥

৫৮। ইহ শ্রীকৃষ্ণশরীরে ॥

দুই হাতের মধ্যে ওর মুখটি তুলে নিয়ে চুমু খেতে খেতে বালগোপাল মায়ের ভয়ও জন্মাল আবার তাঁকে আনন্দে ভরপূরও করে দিলো।

৫৫। নিজ অঙ্গনে ছোট্ট বাছুরটির লেজ ধরলে ও তৎক্ষণাৎ দৌড়াতে থাকলো, আর বাল-গোপাল ঐ লেজ-ধরা অবস্থাতে তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে লাগলো—এই ভাবে নগ্ন এ-বালক যে অনাবৃত মূর্তব্রহ্ম সকল দর্শকজনের মন হরণ করতে লাগলো।

৫৬। নিজ গরুর অঙ্গনের কাদা গায় মাখালে মনে হচ্ছিল যেন মৃগমদে লিপ্ত, দর্শকমাত্রের নয়নাভিরাম এক মূর্তি– সত্যই যে সুন্দর তার অসুন্দর কি কিছু হতে পারে ?

গোপী-ভবনাঙ্গনে খেলা ঃ

৫৭। কখনও আবার—

ছোট্ট অতিচারু পাগড়ি মাথায় বাঁধাতে মনোরম, মায়ের দ্বারা বিশেষভাবে পরানো পীতবাসে মোহন, ললাটে রচিত চমৎকার গোরচনা তিলকে শোভন, স্নিগ্ধ অঞ্জনে রঞ্জিত নয়ন বালগোপাল যাত্রা উৎসবাদি উপলক্ষে বাইরেও যেতে আরম্ভ করলো।

৫৮। এই ত্রৈলোক্যমোহন রূপটি দেখে তাঁর উপর কুলোকের দৃষ্টি যা'তে না লাগে তার জন্য লৌকিক মাতৃভাব অনুসারে থুথ্‌ৎকৃতিতে মার মুখচন্দ্র থেকে যে অমৃতবিন্দু ক্ষরিত হ'ল তাই হ'ল পুত্রের

৫৯। কণ্ঠে রুরোর্নখমনুত্তমহেমনদ্ধং, শ্রোণৌ মহার্হমণিকিঙ্কিণিদাম বিভ্রৎ।
মন্দং পুরাদ্বহিরুপেত্য করোতি খেলা-,মাভীরনীরজদৃশাং ভবনাঙ্গনেষু॥

৬০। অথ কদাচিৎ সকলা এব ব্রজযোষিতো জয়োষিতোদয়স্য সদয়স্য তস্য সততবাল্যধার্ষ্ট্য-কৌতুকং কৌ তু কং নরং ন রঞ্জয়তি, জয়তি বা ন কুত্রেতি মনসি ন সিদ্ধবেদনা বেদনায়, তথাপি ব্রজরাজদারাণামুদারাণামুপজগ্মুরভ্যাসম্॥

৬১। আগত্য চ সহাসং সপ্রণয়ং সকৌতুকং কিমপি সমূচুঃ—'অয়ি ব্রজরাজভাবিনি! ভাবি-নিতান্তদুরন্তভাবোঽয়ং তব কুমারঃ। যদয়ং দ্বিপত্র এবাধুনা ধুনান ইব ভুবনমবলমানসম্পল্লীলোঽপি পল্লীলোপি চরিতমভ্যস্যতি, স্থিত্বা কিংবা বিধাস্যতি॥

৫৯। রুরোর্ব্যাঘ্রস্য॥

৬০। জয়েন উষিত উদয়ো যস্য তস্য, যস্য উদয়ে বিজয়ঃ সদা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অতএব সন্ সদা বর্ত্তমানঃ শোভনো বা অয়ঃ শুভাবহো বিধির্যস্য তস্য; যদ্বা, সদয়স্য দয়াযুক্তস্য ঈদৃশ-মধুরলীলাবিষ্কারে লোকেষু তস্য দয়ৈব কারণমিতি ভাবঃ। কৌ তু পৃথিব্যাং তু কং নরং কং মনুষ্যমাত্রমপি কিং পুনস্তাঃ পরমবাৎসলপ্রেমবতীরিত্যর্থঃ। কুত্র বা ন জয়তি, অপি তু সর্বত্রৈব জয়তি, উৎকর্ষমেব প্রাপ্নোতি, ন তু সঙ্কোচমিত্যর্থঃ। ইতি—অত এব হেতোঃ, প্রতিদিনং গব্যভাণ্ডস্ফোটনাদিভিরপি তাঃ সিদ্ধবেদনাজাতপীড়া মনসি ন ভবন্তি, কিন্তু কৌতুকার্থং মুখমাত্র এবেত্যর্থঃ। তথাপি মনসি পীড়িতা ইব বেদনায় তদ্ধার্ষ্ট্যবিজ্ঞাপনায় শ্রীব্রজরাজদারাণাং শ্রীযশোদায়াঃ, অভ্যাসং সমীপম্॥

৬১। সহাসমিতি, ভাবিনিতান্তেত্যাদি, সপ্রণয়মিতি, লুম্পতি তৎ স্মিতেনেতি, সকৌতুকমিতি দূরে স্থিতো গর্জতীত্যাদি, বিশেষবিচারে তু সর্বত্রৈব সর্বমিতি। ভাবী নিতান্তং দুরন্তো ভাবশ্চেষ্টা যস্য সঃ; কথমনুমীয়তে ইতি চেত্তত্র হেতুমাহুঃ। যদয়মিতি দ্বিপত্র এবেতি বৃক্ষোপময়া। ন জানীমো জনিষ্যমাণানাং শাখাপল্লবপুষ্পফলাদীনাং কীদৃশ-

---

মস্তকেতে রক্ষা বিধান।

৫৯। কণ্ঠতট উত্তম স্বর্ণে জড়িত ব্যাঘ্রনখে ও কটিতট মহামূল্য মণিকিঙ্কিণীদামে সুশোভিত বালগোপাল ধীরে ধীরে পুরের বাইরে গিয়ে কমলনয়না গোপীর গৃহাঙ্গনে খেলা করতে থাকলো।

৬০। যাঁর প্রকাশে সর্বত্র জয় নিশ্চিত সেই করুণাময় শ্রীকৃষ্ণের সতত বাল্যধৃষ্টতা-কৌতুক পৃথিবীর কোন্ মানুষের মনকে-না রঞ্জিত করে, কোথায়-বা না ইনি সর্বশ্রেষ্ঠতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন—তাই পরম বাৎসল্যপ্রেমবতী গোপীদের ভিতরে ভিতরে বেদনার অনুভব কিছু না হলেও যেন পীড়িত হয়েছেন এই ভাবে অতঃপর কোনও একদিন তাঁরা সবে মিলে উদার ব্রজরাজমহিষীর নিকট চলে এলেন।

৬১। এসেই হাসতে হাসতে প্রীতিগর্ভ-বাক্যে সকৌতুকে কিছু বলতে আরম্ভ করলেন—ওহে ব্রজরাজভাবিনি, আপনার এ-কুমার ভবিষ্যতে অত্যন্ত দুরন্ত স্বভাবের হবে, যেহেতু সবেমাত্র দ্বিপত্র চারাগাছের মতো কচি এর বয়স—এরই মধ্যে বিশ্বকে যেন প্রকম্পিত করে তুলেছে, যার লীলা এখনও

৬২। তথা হি—অদুগ্ধদুগ্ধেষু গবাং গণেষু, নিপায়য়ত্যেষ বিমুচ্য বৎসান্।
সম্ভূয় ভূয়ঃ ক্রিয়তে যদা তু, রোষস্তদা লুম্পতি তং স্মিতেন ॥

৬৩। নিহ্নুত্য যত্নাদ্গহনান্ধকারে, হৈয়ঙ্গবীনাদি সুরক্ষিতং যৎ।
প্রবিশ্য পশ্যন্ স্বমহঃপ্রকাশৈ-,স্তৎ সর্ব্বমানীয় বহিষ্করোতি ॥

৬৪। হেলালসং তৎ কিয়দেব ভুঙ্‌ক্তে, শাখামৃগান্ ভোজয়তে প্রকামম্।
ন ভুঞ্জতে তে যদি তৃপ্তিমন্তো, ভূমৌ কিরত্যেব বিভিদ্য ভাণ্ডম্ ॥

৬৫। করালভ্যে পীঠং বিরচয়তি পীঠোপরি পুন-
স্তদূর্দ্ধং তস্মান্তত্তদুপরি সমারোপ্য চরণৌ।
সমুদ্বাহুঃ শিক্যাদ্দধি চ নবনীতাদি চ হরন্
নিষিদ্ধশ্চেৎ কৈশ্চিৎ ক্ষিপতি সকলং তূর্ণমবনৌ ॥

৬৬। ধৃতঃ কয়াচিদ্যদি কৌতুকেন বা, বিমোট্য পাণী সহসাপসর্পতি।
দূরে স্থিতো গর্জ্জতি তিষ্ঠ তিষ্ঠ ভো, দগ্ধ্বা গৃহং তাড়য়িতাস্মি বালকান্ ॥

মুদ্বেজকত্বং ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। ন বলমানা সম্পৎ সমৃদ্ধির্যস্যাস্তথাভূতা লীলা যস্য সোঽপি পল্লীলোঽপি পল্লীং নগরীং লুম্পতীতি তচ্চরিতং স্থিত্বা বা ইত ঊর্ধ্বমিত্যর্থঃ ॥

৬২। সম্ভূয় মিলিত্বা ॥

৬৩। নিহ্নুত্য সংগোপ্য ॥

৬৪। শাখামৃগান্ বানরান্ ॥

বলমান সমৃদ্ধিতে ভরে উঠে নাই সেই নাকি এর মধ্যেই নগর-ধ্বংসকারী চরিত্রের অনুশীলন করছে—এ চলতে থাকলে ভবিষ্যতে কি-বা না করে।

৬২। গাভীদের দুগ্ধ দোহাবার আগেই বাছুর ছেরে দিয়ে আপনার এই বালক দুধ খাইয়ে দেয়—আমরা সকলে একত্রে মিলে এসে যদি এর উপর রোষ করি তবে তা এঁর মৃদু হাসিতে নিভে যায়।

৬৩। গহন অন্ধকারে অতি গোপনে মাখনাদি যত্নে সুরক্ষিত করে রাখলে সেই স্থানে প্রবেশ করে নিজের অঙ্গ-জ্যোতিতে দেখে নিয়ে ওসব বাইরে টেনে নিয়ে আসে।

৬৪। হেলায়-খেলায় তার কিছু বা খেলো, বানরগণকে যথেচ্ছ খাওয়ালো—পেট ভরে গেলে তারা যদি আর না খেলো তবে ভাণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে মাটিতে ছিটিয়ে ফেললো।

৬৫। শিকায় উচু করে ঝুলানো মাখনাদি হাতে নাগাল না পেলে শিকার নীচে কোনও একটি আসন রেখে তার উপর উদ্‌খল বসিয়ে দাঁড়াবার স্থান করে নিয়ে তার উপর দুপায়ে বেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে হাত উচু করে শিকা থেকে দধি মাখনাদি চুরি করতে থাকে—এই সময় কেউ যদি তাঁকে নিষেধ করে তবে সব তাড়াতাড়ি মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

৬৬। কৌতুহল-বশবর্তী হয়ে কেউ যদি তাঁকে ধরে, তবে হাত মুচড়ে দিয়ে হঠাৎ পালিয়ে

৬৭। চোর এব ইতি কেনচিদুক্তঃ ক্রুদ্ধ এব নিগদত্যতিধৃষ্টঃ।
ত্বং হি চোর ইদমেব মদীয়ং, গেহমস্য সকলং হি মমৈব ॥

৬৮। বাস্তৌ লিপ্তে সুললিতমৃদা চিত্রিতে চারুচূর্ণৈ-
র্ধূলীপত্রাদিভিরশুচিভিঃ শুদ্ধিহানিং করোতি।
ত্বৎসান্নিধ্যেঽধিকসুচরিতোঽস্মাদৃশামালয়েষু
স্তেনো ধৃষ্টঃ প্রখরমুখরঃ ক্রোধনো গর্দ্ধনশ্চ ॥

৬৯। ইত্যেবং ব্রজবনিতা নিতান্তমৃষা পরুষা রুষা গিরো যদি নিজগদুঃ, জগদুৎসবকরোঽপি তদা তদালাপবৈয়র্থ্যং প্রতিপাদয়িতুং মৃষাশ্রুকলিলনয়নো নয়-নোদাপরাদ্ধোঽপি রাদ্ধোঽপি ধাপয়িতুং তৎসকলং স কলং ব্যাজহার ॥

৭০। 'অম্ব! আসাং মধ্যে কস্যাশ্চিদপি স্নুস্নিগ্ধতা ন বর্ত্ততে, ন বর্ত্ততেঽবচসি। সত্যমেতা

৬৫। তদূর্ধ্বং তস্য পীঠস্য উর্ধ্বমুপরি, অন্যচ্চ তৎপীঠং বিরচয়তি ॥

৬৬। কয়াচিৎ গৃহিণ্যা ॥

৬৭। কেচিৎ গৃহপতিনা, অস্য গেহস্য, গেহস্থিতমিত্যর্থঃ ॥

৬৮। গর্দ্ধনো লোলুপঃ ॥

৬৯। নিতান্তমৃষাঽত্যন্তমিথ্যাভূতয়া রুষা রোষেণ পরুষা গিরো নিষ্ঠুরবাক্যানি, মৃষা অশ্রুভিঃ কলিলে ব্যাপ্তে নয়নে যস্য সঃ। নয়স্য নীতের্নোদেন দূরীকরণেন হেতুনাপরাদ্ধো রাদ্ধঃ, অপরাধবান্ জাতঃ, তদপি অপিধাপয়িতু-মাচ্ছাদয়িতুং তৎসকলং দধিচৌর্যাদি। সঃ কৃষ্ণঃ, কলং মধুরম্ ॥

যায়—দূরে দাঁড়িয়ে গর্জন করতে থাকে 'ওহে থাক থাক, ঘর-দোর সব পুড়িয়ে দিয়ে তোমাদের ছেলেপিলেদের পিটিয়ে দেবো।

৬৭। আবার কেউ যদি তাঁকে চোর বলে, তবে অতি ধৃষ্ট আপনার এ-বালক রেগে গিয়ে বলে 'তুমিই তো চোর, এ ঘর তো আমারই, এ-ঘরের জিনিষপত্র নিশ্চয়ই আমার।

৬৮। সুললিত মাটি দিয়ে ঘর-দোর লেপে তা চুনের দ্বারা এমন সুন্দর ভাবে চিত্রিত করে রাখি, আর আপনার বালক করে কি—অশুচি ধূলি-আবর্জনাদি দ্বারা সব অশুচি করে দেয়—আপনার কাছে বেশী বেশী ভাল-মানুষী দেখায়, আর আমাদের ঘরে সে ধৃষ্ট-প্রখর-মুখর-ক্রোধী-লোলুপ।

গোপীকৃত নালিশ-ক্ষালনে গোপালের উক্তি ঃ

৬৯। ব্রজবনিতাগণ নিতান্ত মিথ্যা ক্রোধের ভাব মুখে টেনে এনে যদি নিষ্ঠুর বাক্যে এই সব বলে গেলেন তখন জগতের আনন্দদায়ক বালগোপাল তাঁদের নালিশ মিথ্যা প্রতিপাদনের জন্য মিথ্যা অশ্রুতে নয়ন ভরিয়ে নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম করার দরুণ অপরাধী হয়েও সে-সব গোপন করণের জন্য মৃদুমধুর কণ্ঠে বলতে লাগলো—

৭০। মা, এদের কারওই স্নুস্নিগ্ধতা নাই, এদের বাক্যও তথৈবচ। সত্যই এরা মিথ্যার

অনৃতাঃ, অনৃতা চাসাংসমস্তানামেব, যত আসামবালকেষু বালকেষু মে স্বভাবভাববত্তা, তেন তদীক্ষণায় ক্ষণায়ত্ততয়া প্রত্যেকমাসাং নিশান্তে নিশান্তে সত্যমেব ময়া গম্যতে। তদবলোচ্য বলোচ্যমানমিদমনৃতং বচো মা প্রতীহি, মাতঃ! পরমে মাতঃপরমেব বন্ধুদর্শনায় গন্তব্যম্' ইতি ভিয়া রুদন্মুখং তনয়মঙ্কে কৃত্বা ব্রজেশ্বরী ব্রজযোষিতঃ সস্মিতাবহিত্থমব্রবীৎ,—'অয়ি! মিথ্যাভাষিণ্য এব ভবত্যঃ, অয়মেব সত্যবাদী, তস্মৈবং নিরপরাধোঽয়মস্মদ্বালকঃ পুনরুপালভ্যো ভবতীভিঃ' ইতি তাভিঃ সহ প্রীতি-সঙ্কথয়া ক্ষণমবস্থায় রোহিণীদ্বারৈব তাসাং বন্ধুসপর্য্যাং বিধায় চ বিসর্জয়ামাস ॥

৭১। অথ নির্গতাসু তাসু কৃষ্ণজননী জননীতিকোবিদা তনয়মঙ্কে নিধায় 'বৎস! লোভবান্ ভবান্ নিজগৃহে জগৃহে যদতিচাপলং তদিহ শুশুভে শুভেনৈব, পরসদনেঽসদনেকং কর্ম্ম ন সুশোভতে, সুশোভ! তে চরিতমিদং নাতিললিতম্। নিজাঙ্গন এব খেল' ইত্যুপদিশন্তী লালয়ামাস ॥

৭০। নবা ঋততা সত্যতা ইহ বচসি অদুগ্ধদুগ্ধেষিত্যাদিবাক্যে অনৃতা অত্যন্তানৃতভাষিত্বেন অনৃতরূপা এবৈতাঃ; সত্যমিত্যর্থঃ। আসাম্ অনৃতা ন নৃতা মনুষ্যতা নাস্তি, অমানুষ্য এবৈতা ইত্যর্থঃ। বন্ধর্থোঽপি স সহসা আগতিঃ ইতি। অবালং তরুণং কং সুখং যেভ্যস্তেষু, স্বভাবেন নিসর্গেণ ভাববত্তা প্রেমবত্তা তেন হেতুনা, তেষামীক্ষণায় ক্ষণায়ত্ততয়া উৎসবাধীনত্বেন, নিশান্তে গৃহে, নিশান্তে প্রাতঃকালে। বলেন উচ্যমানং হে মাতঃ! হে পরমে পূজ্যে, ইত্যাত্মনঃ সুচরিতত্বং ব্যজ্যতে। অতঃপরং মা এব গন্তব্যম্। বন্ধুসপর্যাং তিলকাদিক্রিয়াম্ ॥

৭১। জনানাং নীতিষু কোবিদা। লোভবান্ লোভযুক্তঃ। অসৎ চৌর্যাদ্যনেকং কর্ম্ম, হে সুশোভ! তে তব ॥

প্রতিমূর্তি, এদের কারও মধ্যেই মনুষ্যতা বলে কিছু নাই, যেহেতু এদের নব নব সুখস্বরূপ বালকদের উপর আমার স্বাভাবিক প্রেম আছে, তাই তাদের দেখবার জন্য আনন্দের অধীরতায় এদের প্রত্যেকের ঘরে আমি যেয়ে থাকি—একথা সত্য। অতএব মা এ-সব বিচার করে গায়ের জোরে উচ্চারিত এ মিথ্যায় বিশ্বাস করো না, হে আমার পরমারাধ্যা! এই বলে রাখি শোন—অতঃপর আমি আর বন্ধুদর্শনেও যাবো না' এইরূপে ভয়ে রোদনোন্মুখ পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে ব্রজসুন্দরীগণকে ঈষৎ হাসাতে হাসাতে নিজভাব গোপন রেখে মা যশোদা বললেন,—'অয়ি, তোমরা মিথ্যাভাষিণীই বটে, এ-বালকই সত্যবাদী, অতএব বলে দিচ্ছি আমার নিরপরাধ বালকের প্রতি তোমরা মিথ্যা দোষারোপ আর কোনদিন করবে না; এইরূপে তাঁদের সঙ্গে প্রীতি-আলাপে কিছুক্ষণ কাটিয়ে রোহিণীদেবীদ্বারায় তাঁদের বন্ধুজনোচিত পরিচর্যা করিয়ে বিদায় দিলেন।

জননীর শাসন ও পিতার আদর ঃ

৭১। অতঃপর তাঁরা চলে গেলে লৌকিক-পুত্রলালননীতি-নিপুণা কৃষ্ণজননী পুত্রকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন—'বাছা, হে লুব্ধ বালক, তোমার এই বাল্য-অতিচাপল্য নিজঘরের মধ্যেই যদি সীমিত রাখ তবেই এই জগতে অতিশয় শোভন হয়, পরগৃহে চৌর্যাদি অসৎ কার্যাবলি শোভন হয় না,—হে সুন্দর, তোমার চরিত্রটি কিন্তু অতি সুন্দর নয়, নিজ গৃহপ্রাঙ্গনে খেলা কর-না'—এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে আদর করতে লাগলেন।

৭২। তস্মিন্নেব সময়ে ব্রজরাজোঽপি তত্রৈবাগত্য বাগত্যধিকমাধুর্য্যেণ কিমপি তমপিহিতপ্রভাবমপি হিতপ্রভাবমাত্মজমাত্মজনসুহৃদং সম্বোধ্য নিজগাদ,—

এহ্যেহি বৎস পিতরেহি মমাঙ্কমূল-,মিত্যুক্ত এব জনকেন স মাতুরঙ্কাৎ।
আগত্য কণ্ঠমবলম্ব্য জুগুপ্সতে মাং, মাতা কথং বত মৃষেতি কলং জগাদ ॥

৭৩। তদা তদাকর্ণ্য কিং তদিতি পৃচ্ছতি ঘোষাধীশে ধীশেবধিরিব স আশ্চর্য্য-বালোঽবালোচ্য মাতরং মাতরঞ্জসা ত্বমেব কথয়েতি নিজগাদ। সা চ ঘোষনারীণাং রীণাং মধুধারামিব কথিতাং কথাং কথিতবতী ॥

৭৪। তব তীব্রতরাপরাধোঽয়ং যদনাগসি সততনয়ে তনয়ে মম মৃষাদোষাসঞ্জনসঞ্জননকুতুকিনীনাং গোপরমণীনাং পরমণীনাং দর্শনে সমৎসরাণামিব জনানাং বচসি প্রত্যয় ইতি মহিষীমবহিত্থয়া অনুযোজ্য 'তাত! মদঙ্কমূল এব তিষ্ঠ। মা পরমস্যা অঙ্কং গাঃ' ইত্যুক্ত এব পিতুরঙ্কাৎ মাতুরঙ্কং জবেনারোহতি তনয়ে নয়েন তৌ দম্পতী এব জহসতুঃ ॥

৭২। বাচামত্যধিকমাধুর্যেণ আত্মজং সম্বোধ্য কিমপি নিজগাদেত্যন্বয়ঃ। অপিহিত আচ্ছাদিতঃ প্রভাবো যস্য তম্; কিঞ্চ, হিতাং প্রভাং কান্তিমবতি রক্ষতীতি তম্; জুগুপ্সতে উপালভতে; কলমতিমধুরমস্ফুটঞ্চ, বালত্বাদিতি ॥

৭৩। পৃচ্ছতি সতি, ধীশেবধিঃ ধীনিধিঃ; হে মাতঃ! অঞ্জসা শীঘ্রং রীণাং ক্ষরিতাম্; 'রীঙ্ স্রবণে' ইত্যস্মাৎ ॥

৭৪। সততমেব নয়ো বিনয়ো নীতির্বা যস্য, তথাভূতে মম তনয়ে বিষয়ে মৃষা দোষাসঞ্জনং দোষারোপস্তস্য সঞ্জননে উৎপাদনে কুতুকিনীনাং বচসি প্রত্যয়ঃ প্রতীতিরিতি পর-মণীনাং পরকীয়রত্নানাং দর্শনে সমৎসরাণামিতি শ্রীকৃষ্ণ-প্রোৎসাহনেন তাঃ প্রতি অসূয়া চ স্বস্যান্তরঙ্গতাদ্যোতনং যশোদায়াস্তু মাতৃত্বেঽপি তদ্দ্বয়াভাবাৎ বহিরঙ্গত্বজ্ঞাপনম্,

---

৭২। ঠিক সেই সময়ে ব্রজরাজও সেখানে এসে আচ্ছাদিত-প্রভাব হয়েও যিনি নিজ শ্যামকান্তিতে উজ্জ্বল সেই নিজজনসুহৃদ্ পুত্রকে অতিশয় মধুর বাক্যে সম্বোধন করে বললেন—

'এসো এসো বাপধন, আমার কোলে এসো, পিতা এ-রূপ বল্‌লে সে মা'র কোল থেকে এসে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরে মৃদু মধুর কণ্ঠে বললো—'বাবা, মা আমাকে মিছামিছি গাল দিলো কেন?

৭৩। বালকের এ-কথা শুনে ব্রজরাজ জিজ্ঞাসা করলেন—'বাপধন, ব্যাপারটা কি বলতো'—বুদ্ধির সাগরসম সেই আশ্চর্য বালক মা'র দিকে তাকিয়ে বললো—'মা, তুমিই চট্ করে কথাটা বলে দাও-না গো'—মা-ও গোপীদের কথিত মধুধারার মতো ক্ষরিত কথাগুলি বলতে লাগলেন।

৭৪। এ তোমার বিষম অন্যায় নন্দরাণী, কেন-না নিরপরাধ, সততই নীতিতে প্রতিষ্ঠিত আমার পুত্রের উপর মিথ্যা দোষারোপ সৃজনে কৌতুকিনী-পরধনদর্শনে সমৎসর ঐ সব লোকের কথায় বিশ্বাস করেছ',—এইরূপে নিজভাব গোপন রেখে মহিষীকে অনুযোগ করবার পর পুত্রকে বললেন—'বাপধন আমার কোলেই থাক এরপর আর মায়ের কোলে যেও না'—এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই পিতার কোল থেকে গোপাল মায়ের কোলে ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়্‌লেন, পুত্রের এই ভাব দেখে বাবা-মা দুজনেই হেসে উঠলেন।

৭৫। তদনু দনুজদমনমাত্রা সহ সহর্ষহসিতমেব কৃতপ্রকৃতপ্রবৃত্তিতয়া ব্রজরাজঃ কিমপি প্রাস্তৌষীৎ। অয়মেকক এব বহিরেতি, ন প্রবলো বলোঽপি, তেনোরুভয়োরুভয়োরেব নৈকাকিবিহারিত্বং সমীচীনম্, অতঃ খেলাসহচরাঃ পরিচরণচতুরাঃ পরিচারকাশ্চ কল্পনীয়াঃ, যথামী সততমনয়োঃ সবিধচারিণো ভবন্তীতি বিচার্য্য কিয়ন্তো ধীসচিবাঃ কিয়ন্তো বালপরিচারকাশ্চ তদবধি তেন নিযুযুজিরে ॥

৭৬। বালসহচরাস্তু প্রাগেব গৃহাদ্গৃহাদেব মিলিতবন্তঃ। এবং সবলঃ সবালসহচরশ্চ সবালদাসশ্চ ধীসচিবৈরুপলক্ষণত্বেনৈব বীক্ষ্যমাণঃ প্রতিপুররথ্যং ধূলিখেলাকৌতুকে করিবরকলভ ইব চপলকরদণ্ড-তাণ্ডব-সমুদ্ধৃত-ধূলীপটলেনাত্মানং পরঞ্চ ধূসরয়ন্ সহ-সংবাসতয়া শিশুতয়া চ নিঃসঙ্কোচমেব ব্রজবালিকা অপি সহখেলন্তীঃ সহচরবালকসাধারণ্যেনৈব খেলয়া পরিতোষয়ন্ কদাচিদপি তাভিস্তৈরপি কলহায়মানস্তাস্তানপি তাড়য়ংস্তাভিস্তৈশ্চ তাড়িতঃ কদাচিদ্ধসতি, কদাচিৎ কুপ্যতি ন কুপ্যতি চ ॥

অবহিত্থয়া অনুযোগশ্চেতি স্বাঙ্কমূলস্য রোচকত্বে হেতুত্রয়মিতি। তর্হি তাতঃ স্বাঙ্ক এব বদ্ধা বা মাং রক্ষিষ্যতি, তথা সতি মাতুরঙ্কে স্থাতুং ন প্রাপ্স্যামীত্যত ইদানীমেব বলাদিতোঽপসৃত্য তত্র যামি ত্যেষ বাল্যস্বভাবজ্ঞাপকঃ কৃষ্ণস্য মনসি বিচার এব জবেন মাতুরঙ্কারোহণে হেতুর্জ্ঞেয়ঃ। নয়নেতি বালকস্য নীতিরেবেয়মিতি জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ ॥

৭৫। কৃতা প্রকৃতা প্রস্তুতা প্রবৃত্তির্বার্ত্তা যেন তস্য ভাবস্তত্তা তয়া প্রাস্তৌষীৎ, প্রস্তাবমকরোৎ। বলোঽপি বলভদ্রোঽপি; উর্বী ভা কান্তির্যয়োস্তয়োঃ; কল্পনীয়া ময়া কল্পয়িতুমর্হাঃ; ধীসচিবা মন্ত্রিণঃ; "মন্ত্রী ধীসচিবঃ" ইত্যমরঃ ॥

৭৬। উপলক্ষয়ন্তি ইত্যুপলক্ষণাস্তত্ত্বেন, রথ্যা প্রতোলী ॥

৭৫। অতঃপর দনুজদমন শ্রীকৃষ্ণ জননীর সঙ্গে শ্রীনন্দ মহারাজ হাসাহাসি করতে করতে প্রস্তুত বিষয়ে যে কথাবার্তা করছিলেন তারই জের টেনে কোনও একটি প্রস্তাব করলেন—'এ-বালক একাই বাইরে চলে যায়—বলভদ্রও তেমন বলবান্ হয় নাই—কান্তিতে উজ্জ্বল তাদের উভয়ের একাকী বিহার সমীচীন হচ্ছে না—অতএব খেলার সাথি ও সেবাচতুর সেবকের কথা ভাবতে হয়, যারা সর্বদা এদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবে'—এইরূপ চিন্তা করে সে-সময় থেকে কয়েক জন পরামর্শদাতা-সেবক ও কয়েক জন বাল-সেবক শ্রীনন্দমহারাজ নিযুক্ত করে দিলেন।

পথে পথে ধূলিখেলা কৌতুক ঃ

৭৬। শ্রীদামাদি সখাগণ পূর্বেই নিজ নিজ ঘর থেকে এসে মিলিত হয়েছিলেন। এইরূপে মিলিত বালসখা বালদাসগণের সঙ্গে তত্ত্বাবধান উপলক্ষে পরামর্শদাতা সেবকগণের দ্বারা বীক্ষ্যমান শ্রীকৃষ্ণবলরাম নগরের প্রতি পথে পথে ধূলিখেলা-কৌতুকে গজেন্দ্রশিশুর মতো চঞ্চল ভুজদণ্ড-তাণ্ডবে সমুচ্ছলিত ধূলিজালে নিজেকে এবং অন্যকে ধূসরিত করতে করতে, একই নগরে একত্রে বাস ও শিশুত্বহেতু সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচ-খেলাসহচরী ব্রজবালিকাদিকে সহচর-বালকসাধারণভাবে খেলায় পরিতুষ্ট করতে করতে, কখনও বালিকাদের আবার কখনও বালকদের সহিত কলহে লিপ্ত হয়ে তাঁদের পিটনি দিয়ে তাঁদের হাতে পিটনি খেয়ে বালগোপাল কখনও হাসে, কখনও রাগে, আবার কখনও রাগেও না।

৭৭। কদাচিদপি ধূলীভিরেব প্রাচীরপুরগৃহাদি নির্ম্মিমীতে, কদাচিদপি পরনির্ম্মিতং ভনক্তি। তেঽপি তন্নির্ম্মিতং ভঞ্জন্তি। পুনরপি তন্নির্ম্মিমীতে, পুনরপি ভনক্তীত্যেবমবসরে দিবি দিবিষদস্তদেব কুতুকং পশ্যন্তো মনসি সকৌতূহলং পরামমৃশুঃ,—

'যদীয়ো ভ্রূভঙ্গঃ কতি ন জগদণ্ডানি শতশঃ, প্রসূতে সম্পাতি ক্ষপয়তি ন তত্র প্রযততে।
স এবায়ং ধূলীপুরগৃহবিনির্মাণরভসে, ভৃশং শ্রান্তঃ স্বিন্নস্তদপি ন বিরামং রচয়তি॥'

ইতি সপ্রমোদমালোকয়ন্তি স্ম॥

৭৮। এবমতিকালখেলয়া গৃহাগমনমপি বিস্মৃত্য রথ্যাসু খেঽলন্তং খেলন্তং বালসূর্য্যমিব তৎপুরপুরন্ধ্র্যো মাতৃবদতিবৎসলাঃ সলালিত্যমভিদধতি॥

৭৯। 'এহ্যেহি লাল ললিতাঙ্গনমস্মদীয়ং, তত্রৈব খেলশিশুভিঃ কিদপ্যশান।'
ইত্যুক্ত এব বিহসন্ মৃদু ভাষতেঽসৌ, 'নো যামি নাপ্যবসরো মম তাবদাস্তে'॥

৮০। ইত্যুক্তে সতি তাভিরপ্যতিশয়ং মাতৃবদতিশয়াগ্রহিলাভিঃ প্রসভেন সভেন করকমলমাধৃত্য ধৃত্যনবস্থিততয়া ততয়া স্বগৃহমানীয় মানীয়মান-সৌভাগ্যোঽসৌ ভাগ্যোচিতয়া মজ্জনমার্জনাদিসপর্য্যয়া

৭৮। খে সুখে নিমিত্তে অলম্ অতিশয়েন খেলন্তম্ "খমিন্দ্রিয়সুখে স্বর্গে" ইতি বিশ্বঃ; পক্ষে, খে আকাশে, অলন্তং শোভমানং তম্॥

৭৯। হে লাল! 'লল ঈপ্সায়াম্' ঘঞ্, হে লালনীয় ইত্যর্থঃ। অশান ভুঙ্‌ক্ষ্ব॥

৭৭। কখনও ধূলির দ্বারাই প্রাচীর-নগর-গৃহাদি গড়ে আবার কখনও অন্যের গড়া গৃহাদি ভেঙ্গে দেয়, অন্যেরাও আবার তাঁরটা ভেঙ্গে দেয়, তাঁরা পুনরায় গড়লে পুনরায় ভেঙ্গে দেয়—এইরূপে শ্রীকৃষ্ণ যখন ধূলিখেলায় মত্ত তখন আকাশে দেবতাগণ এ-খেলা আমোদের সহিত দেখতে দেখতে মনে মনে কৌতূহল-পরবশ হয়ে বিচার করছিলেন—

'অহো যাঁর ভ্রূভঙ্গে কত-না শত শত জগদণ্ড সৃষ্টি-স্থিতি-লয় হয়ে যায় বিনা পরিশ্রমে, সেই তিনি কিনা এখানে ধূলির নগর-গৃহাদি নির্মাণ-উৎসাহে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন, তবুও খেলা থেকে বিরমিত হচ্ছেন না।' এই ভাবে সানন্দে দর্শন করতে লাগলেন।

৭৮। এইরূপে অসময় পর্যন্ত খেলায় মত্ত হওয়ার দরুণ ঘরে ফেরা পর্যন্ত ভুল হয়ে গিয়েছে যাঁর সেই আকাশ-আলোকরা বালসূর্যের মতো, পথতলে সুখ-খেলায় মত্ত বালগোপালকে ঐ পুরস্ত্রীগণ মধুর মধুর বলতে লাগলেন—

'এস এস লাল, আমাদের ললিত অঙ্গনে এস, সেখানেই শিশুগণের সঙ্গে খেলা কর, কিছু খেয়ে নেও' এ'তে সে হাসতে হাসতে মধুর মধুর উত্তর দিল, 'যাবো না, অবসরও নাই আমার এখন।'

৮০। এইরূপ বললে মায়ের মতো অত্যন্ত বাৎসল্যময়ী, স্নেহমর্যাদাহেতু করুণাময়ী গোপীগণ অতিশয় আগ্রহান্বিত হয়ে হঠপূর্বক হলেও শোভনভাবে করকমল ধরে, প্রেমভরে ধৈর্য হারিয়ে শোভায়

পর্য্যয়াতস্নেহয়া পরিচর্য্য স্নেহমর্য্যাদয়া দয়ালুভিঃ কিঞ্চিৎ সর-নবনীতাদ্যাশয়িত্বা সহ সহচরৈর্গৃহায় প্রহীয়তে ॥

৮১। এবং খেলন্ কদাচিদনুরক্তায়া ব্রজভুবো মহিমানং বর্দ্ধয়ন্নিব জঠরগত-জগৎপাবনায়েব মৃদং ভক্ষিতবান্। তদথ বলোঽবলোক্য কৃতসুকৃতপাকৈঃ পাকৈশ্চ সহচরৈঃ সহ চরৈরিব ভদ্রাভদ্রয়োশ্চপলমেব ব্রজেশ্বরীমাসাদ্য সাদ্যমানমানসো 'ন সাম্প্রতং মাতরেষ যন্মৃদমাদ মাদত্তে চাস্মাকমপি বচনঞ্চ, নন্দয়তি তদদন এব লালসাম্' ইতি নিজগাদ ॥

৮২। সা চ তদা তদাশ্রুত্য শ্রুত্যসমঞ্জসং রুষা পরুষা পরয়া রয়ানীতযষ্টিকয়া কয়াপি ভ্রুকুটি-কুটিলয়াবলোকনমুদ্রয়া ভায়য়ন্তী 'কথমদান্ত মৃদমৎসি, মৎসিতাদিকং ন লভ্যতে, মৃদি কঃ স্বাদঃ, ন চ পরগৃহাপরাধবৎ প্রতারয়িতুং তারয়িতুঞ্চ স্বদোষমধুনা শক্ষ্যসি। তবাগ্রজোঽগ্রজোষস্তব সহচরাশ্চ সর্বে সাক্ষিণশ্চ' ইতি নিজগাদ ॥

৮০। প্রসভেন হঠেন; কীদৃশেন? সভেন ভা শোভা তৎসহিতেন, পরমবাৎসল্যপ্রেমসূচকত্বাৎ কৃষ্ণে প্রসভস্যাপি সশোভত্বমিবেত্যর্থঃ। ধৃতৌ ধৈর্যে অনবস্থিততয়া আততয়া বিস্তৃতয়া প্রেমভরেণ ধৈর্য্যং কর্তুমসমর্থাভিস্তাভিরিত্যর্থঃ। মা শোভা তয়ৈব আনীয়মানং সৌভাগ্যং যত্র সোঽসৌ। পরি সর্বতোভাবেনাপি অযাতঃ প্রাপ্ত এব স্নেহো যস্যাং তয়া, সরো দুগ্ধদধ্যাদীনামগ্রো ঘনভাগঃ ॥

৮১। পাকৈর্বালকৈঃ; "পোতঃ পাকোঽর্ভকো ডিম্ভঃ" ইত্যমরঃ; চরৈঃ সহৈব, চপলমেব সত্বরমেব; "সত্বরং চপলং তূর্ণম্" ইত্যমরঃ। হে মাতঃ! সাম্প্রতং সাদ্যমানং দম্যমানং মানসং যস্য তথাভূত এষ ন ভবতি, যদ্যস্মান্মদম্ আদ ভক্ষিতবান্। অস্মাকমপি বচনম্, মা ইতি নেত্যর্থে, ন গৃহ্লাতীত্যর্থঃ। নন্দয়তি বহুলীকরোতি ॥

উজ্জ্বল সৌভাগ্যবান্ বালগোপালকে নিজ ঘরে এনে নিজেদের ভাগ্যানুসারে স্নেহাতিশয্যে স্নান-মার্জনাদি পরিচর্যায় সৎকার করে কিঞ্চিৎ সর-নবনীতাদি খাইয়ে সখাগণের সহিত ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

মৃদ্ভক্ষণ লীলা ঃ

৮১। এইরূপে খেলতে খেলতে কদাচিৎ অনুরাগিণী ব্রজভূমির মহিমা যেন বাড়াবার জন্যই জঠরগত জগৎকে পবিত্র করবার মানসেই বালগোপাল ব্রজভূমির মাটি খেলো,—এই কাণ্ড দেখে বলরাম সুকৃতির পরিপাকস্বরূপ ভালমন্দ-দেখাশুনার গুপ্তচরস্বরূপ সখাগণের সহিত দৌড়ে ব্রজেশ্বরীর নিকট গিয়ে বললো—'মা, শোন শোন, গোপাল এই মাটি খেলো, মাটির স্বাদ পেয়ে সে এখন আর দমবার পাত্র নয়, আমরা পরামর্শ দিলেও তার কোন দাম দিচ্ছে না, ঐ খাওয়ার দিকেই লালসা।

৮২। মা যশোদাও তখন সেই কর্ণ-পীড়াদায়ক কথা শুনে ক্রোধে অগ্নি হয়ে ছুটে গিয়ে লাঠি এনে তার আস্ফালনে ও কোনও বিশেষ ভ্রুকুটি-কুটিল চাহনির ভঙ্গিতে ভয় দেখিয়ে বললেন—'আ-রে রে চঞ্চল বালক, মাটি কেন খেয়েছো, আমার থেকে কি মিছরিখণ্ডাদি পাও না, মাটির কি স্বাদ?—এখন আর পরগৃহে চৌর্যাদি অপরাধের মতো আমাকে প্রতারণা করতে এবং স্বদোষ-ক্ষালন করতে পারবে

৮৩। তদা জননীভিয়া কৃতাপহ্নবোঽপরাদ্ধোঽপ্যনপরাদ্ধ ইব মৃষাশ্রুকলাকলিলনয়নোঽনয়নোদায় 'মাতর্ন ময়া মৃদশিতা, সর্ব্বেঽমী মৃষা ভাষন্তে, যদি ন প্রত্যেষি, তদবলোকয় মে মুখম্' ইতি যদায়মুবাচ, তদা 'ব্যাদেহি বদনম্' ইতি ব্রজরাজমহিষী নিজগাদ। সমনন্তরমনন্তরহসি হসিতপুরঃসরং ব্যাদত্তবদনে নিখিলসৌভগবতি ভগবতি পারাবারবারপরিবারিতসপ্তান্তরীপাং তরীপারাবারাদিযুতনদনদীনদনদীর্ঘাং সবনোপবনাং পবনান্দোলিতলতাতরুগুল্মাং মৃগ-মৃগরাজরাজমানমেরুলোকালোকাবধিবিবিধাচলামচলামখিলনাগনাগরীগণোপসেব্যমান-নাগনায়কাদিমণ্ডিতং নাগলোকঞ্চ কঞ্চন, নিখিলতারকা-গ্রহ-নক্ষত্র-কৃত-দিনভোগং নভো গন্ধর্ব্ব-সিদ্ধ-কিন্নর-চারণ-বিদ্যাধরাদি-বিদ্যাধরাদি-মুনিগণগণনীয়-শোভং যশোভং নাকমপি কমপি মহর্লোকাদিকমন্যঞ্চ স্বঞ্চুদঞ্চজ্জীবনিকায়কায়মখিলমেব ব্রহ্মাণ্ডমাত্মানমাত্মনঃ পতিমাত্মনোঽপত্যং তমপি সব্রজলোকমালোকয়ামাস ॥

৮২। শ্রুত্যোঃ কর্ণয়োরসমঞ্জসং পরয়া রুষা পরুষা রুক্ষা। মৎ মত্তঃ সিতাদিকং শর্করাদিকম্। অগ্রজো যোঽগ্রবর্ত্তী ॥

৮৩। অনয়-নোদায় অনীতিদূরীকরণায়; অশিতা ভক্ষিতা, পারাবারাণাং সমুদ্রাণাং বারেণ সমূহেন পরিবারিতাঃ সপ্ত অন্তরীপা দ্বীপা যস্যাং তাম্, তরী নৌকা পারাবারে তীরে আদিশব্দাত্তত্রস্থা মনুষ্যাদয়স্তৈর্যুতানাং যুক্তানাং নদ-নদীনাং নদনেন গর্জনেন দীর্ঘাম্, মৃগরাজঃ সিংহঃ, অচলাং পৃথ্বীং ভূর্লোকমিত্যর্থঃ। নিখিলৈস্তারকাদিভিঃ কৃতো দিনস্য ভোগো জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্তো যত্র তথাভূতং নভ আকাশং ভুবর্লোকমিত্যর্থঃ। বিদ্যাধরাদয়ো বিদ্যানাং

না, এই যে সম্মুখে তোমার দাদা বলরাম ও সখাগণ সকলেই সাক্ষী হয়ে উপস্থিত রয়েছে।

৮৩। তখন জননীভয়ে দুষ্কর্ম গোপনেচ্ছু, অপরাধী হয়েও নিরপরাধীবৎ, মিথ্যা-অশ্রুকণায় আকুলিত নয়ন বালগোপাল নীতিবহির্ভূত কর্মের দোষ ক্ষালনার্থে বললো, 'মা, আমি মাটি খাই নি, এরা সকলে মিছামিছি বলছে, যদি আমার কথায় বিশ্বাস না হয় এই আমার মুখ দেখ।' এতে শ্রীব্রজরাজমহিষী বললেন, 'আচ্ছা হাঁ করো তো দেখি।' অনন্তর অনন্ত রহস্যময় নিখিল সৌভাগ্যবান্ ভগবান্ হাসতে হাসতে মুখ-ব্যাদান করলে মা যশোদা তাঁর সেই ছোট্ট মুখের মধ্যে অহো দেখলেন এক অপূর্ব দৃশ্য—'তিনি দেখলেন সপ্তসমুদ্রবেষ্টিত সপ্তদ্বীপ, তীরে তীরে তরীমনুষ্যাদিসমন্বিত-নিরন্তর গর্জনশীল নদনদী, বন-উপবন, পবন-আন্দোলিত লতা-তরু-গুল্ম, মৃগ-সিংহ, সুমেরু থেকে লোকালোক পর্বত পর্যন্ত বিবিধ পর্বত এত সবে পরিবৃত এই বিরাট পৃথিবী; অখিল নাগনাগরীগণের দ্বারা সেবিত, নাগনায়কেরদ্বারা অলঙ্কৃত কোনও এক অপূর্ব নাগলোক; আরও নিখিল গ্রহ-নক্ষত্রকৃত দিনভোগযুক্ত ভুবর্লোক, গন্ধর্ব-সিদ্ধ-কিন্নর-চারণ-বিদ্যাধরাদি-বিদ্যার ধারক মরিচী আদি মুনিগণের দ্বারা মান্য শোভায় দীপ্ত-যশের দ্বারা উজ্জ্বল স্বর্গলোক; এর থেকে অন্যপ্রাকার কোনও মহর্লোকাদি; কীট-পতঙ্গাদি নীচপ্রাণী ও উচ্চকোটি ব্রহ্মাদি প্রাণীসমূহের দেহসমন্বিত অখিল ব্রহ্মাণ্ড; আরও, নিজেকে-নিজপতি নন্দমহারাজকে-নিজের পুত্র বালগোপালকে, তথা সমস্ত ব্রজবাসিসমন্বিত ব্রজমণ্ডলকে।'

৮৪। আলোক্য চ 'কিময়ং মে ভ্রমঃ, কিময়ং মে স্বপ্নঃ, কিমিয়ং দেবমায়া, কিমিদমৈন্দ্রজালিকম্, কিমস্যৈব ভ্রামকঃ শক্তিবিশেষঃ ?' ইতি নির্ণেতুমপারয়ন্তী রয়ং তীব্রমাপ মোহস্য। তদনন্তরং তদনন্ত-রংহসোঽস্য বৈভবমিতি বিজ্ঞায় বিজ্ঞা যত্নতোঽপি ন বিস্মরন্তী 'যদধীনতয়ানতয়া ময়েদমালোকিতম্, স এব মে শরণম্, তদবলোকেন কেনচনাদ্ভুতচরিতস্য তস্য তদলৌকিকং বৈভবং বৈ ভবঞ্চ মোহয়িতুং সমর্থম্' ইতি জানতী তমেব সুতমেব সুতরামীশ্বরত্বেনাবগচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ পুত্রভাবমুভয়োরেব ভয়োরেব-মতিভরেণ ভুগ্না পূর্ব্বভাবং বিহায় চরম এব ভাবে প্রসজ্য পুনরঙ্কে নিধায় লালয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে মৃদ্ভক্ষণসক্ষণো নাম

পঞ্চমঃ স্তবকঃ ॥৫॥

ধরা ধারকাঃ, আদিমুনিগণা মরীচ্যাদয় এতৈর্গণনীয়া শোভা যত্র তম্, যশসাং তত্রত্যসম্বন্ধিনাং ভা দীপ্তির্যত্র তং নাকং স্বর্গম্, অখিলমেব সমস্তমেব ব্রহ্মাণ্ডম্ ; কীদৃশম্ ? ঞ্চক্ষুতাং কীটপতঙ্গাদীনাম্, উদঞ্চতাং ব্রহ্মেন্দ্রাদীনাং জীবনিকায়ানাং কায়া যত্র তম্ ॥

৮৪। ইন্দ্রজালে ভবমৈন্দ্রজালিকম্, মোহস্য তীব্রং রয়ং বেগম্ আপ প্রাপ্তবতী। অস্য বৈভবমিতি বিজ্ঞায়েতি নাহং ভ্রান্তা, নাপি শয়ানা, নাপি ক্বচিদপি দেবে সাপরাধা, নাপ্যত্র কশ্চিদৈন্দ্রজালিকোঽস্তি। কিঞ্চ, মৎপুত্রস্যাস্য নামকরণসময়ে পূর্বসিদ্ধং যোগৈশ্বর্যমপি গর্গেণোক্তমিতি বিতর্কান্তে নিশ্চয়াদিতি ভাবঃ। তদ্বিশ্বদর্শনম্, অনন্তরংহসো-ঽপারৈশ্বর্যবেগস্য বিজ্ঞা পণ্ডিতা আনততয়া আনম্রতয়া তদবলোকনেন বিশ্বদর্শনেন বৈ নিশ্চিতং ভবং মহেশঞ্চ। ইচ্ছন্তী চ পুত্রভাবমিতি তথাভূতৈশ্বর্যদর্শনেঽপীত্যতঃ পুত্রভাবস্য প্রভাবস্য প্রাবল্যং দর্শিতম্। তেন দেবক্যাঃ খলু ঐশ্বর্যভাবেন পুত্র-ভাবো বিলাপ্যতে, বিরোধিত্বাৎ; অস্যাস্তু পুত্রভাবেনৈব ঐশ্বর্যভাবো বিলাপ্যতে, বলবত এব বাধকত্বসত্ত্বাদিতি ভাবঃ। যুগপদেব উভয়োরীশ্বরভাবপুত্রভাবয়োর্যে ভে শোভে তয়োঃ ; এবমনেন প্রকারেণাতিভরেণ ভুগ্না রুগ্ণা দ্বয়োরেব কান্তি-চ্ছটাঘাতেন পীড়িতেত্যর্থঃ। পূর্বভাবং বিহায়েতি তস্যাগন্তুকত্বেন দৌর্বল্যাৎ। চরমে ইত্যস্য স্বাভাবিকত্বেন প্রাবল্যাদত্র

৮৪। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখে মা যশোদা মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—'এ কি আমার ভ্রম, কি আমার স্বপ্ন, এ কি দেবমায়া, কি ইন্দ্রজালের ব্যাপার, কিম্বা এ-বালকেরই কোনও ভ্রান্তিকর শক্তিবিশেষ ?' এইরূপে কিছু নির্ণয় করতে না পেরে মোহের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেলেন তিনি। তদনন্তর, 'এই বালকের অনন্ত ঐশ্বর্যবেগের এ এক বৈভব'—এইরূপ বুদ্ধির উদয়ে বিজ্ঞা হয়েও মা যশোদা এই বিশ্বরূপদর্শন ব্যাপারটি যত্নেও ভুলতে না পেরে প্রার্থনা করলেন—'যাঁর শ্রীচরণে অধীনতা ও বিনম্রতা হেতু আমি এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শন করলাম সেই শ্রীনারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় হউন, কোনও অনির্বচনীয় অদ্ভুত চরিত এ-বালকের এ-অলৌকিক বৈভব-দর্শন মহেশ্বরকেও মোহিত করে দিতে পারে।' এইরূপ ঐশ্বর্যজ্ঞানের উদয়ে মা যশোদার চিত্তে প্রতীতি হ'ল আমার এ-পুত্রই সুতরাং ঈশ্বর, তাঁর চিত্তে এই ঈশ্বরভাব এসে গেলেও তিনি পুত্রভাবে ফিরে যেতে ইচ্ছা করলেন—তখন তিনি এই উভয় ভাবের কান্তিচ্ছটার আঘাতে পীড়িত হয়ে আগন্তুক দুর্বল ঈশ্বরভাব ছেরে দিয়ে স্বাভাবিক চরম পুত্রভাবে

সমাহিতং (ভা০ ১০।৮।৩৬) শ্রীবৈষ্ণবতোষিণ্যাং 'যথা তাদৃশতদৈশ্বর্য্যশক্তিরেব তু স্বয়ং বা তমালিঙ্গ্য বা তদভীষ্টলীলারস-সম্পাদনায় মাতরি কোপাচ্ছাদকভাবান্তরাপাদনেন তথা সর্বমেবাস্যান্তর্বিস্তৃতে, ন কিমপি ভক্ষয়তীতি তদ্বচঃসত্যাপনেন চ নিজপ্রভুসাহায্যায় বিস্ময়াদিদ্বারা মাতুস্তৎপ্রেমপোষায় চ বিশ্বং দর্শিতবতী' ইতি ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং পঞ্চমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৫॥

অনুরক্ত হয়ে পুত্রকে পুনরায় কোলে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলাবিস্তারে মৃদ্ভক্ষণ ও বিশ্বরূপদর্শন
নামক পঞ্চম স্তবক।

ষষ্ঠঃ স্তবকঃ

—:×:—

১। অথৈবং শৈশবকলাকৌশলবান্ স বালভগবানেকদানেকদাসীগণেষু বিদ্যমানেষু বিদ্যমানেষু কার্য্যান্তরকরণায় নিয়োজিতেষু জিতেষু নিজাজ্ঞয়া স্বয়মেব দামসমুৎকর্ষকর্ষণ-জনিত-পর্য্যায়-পর্যায়স্তেন চলমরকত-বলয়নট-নটন-ঝঙ্কারমুখরেণাখরেণামলতরেণ মদকারণ-রণদলি-দলিতকমলমলকারিণা কর-পল্লবেন মৃণালদণ্ডদণ্ডনপণ্ডিতেন ভুজযুগলেন চাঙ্গলতা-গলতা শ্রমজলকণভরেণ নির্ভরেণ নির্ভরিতম্, অলককুলাকুলায়মান-ভাল-ভা-ললিতম্, পীবরকুচতট-বিহারহারলতান্দোল-দোলৎকঞ্চুলিকম্, অমলতর-শ্রুতিযুগল-গলদলাব-লাবণ্য-সুধাসুধারায়মাণ-কর্ণভূষামণি-কিরণমঞ্জরী-জরীজৃম্ভ্যমাণ-মাধুর্য্য-ধুর্য্যতর-ভুজ-

---

ষষ্ঠঃ স্তবকঃ

ভাণ্ডস্ফোটো দামবন্ধোঽর্জুনমোক্ষঃ ফলক্রয়ঃ।
বৃন্দাবনে প্রয়াণঞ্চ ষষ্ঠে বিস্তার্য বর্ণ্যতে॥

১। **স বালভগবান্ মাতরং স্বয়মেব করপল্লবেন দধিমথনমাদধানাং বীক্ষ্য মন্থানদণ্ডমাদধারেত্যন্বয়ঃ। বিদ্যমানেষু** দধিমন্থনার্থমেব তত্রাগত্য বর্তমানেষু ময়ৈবাদ্য মথনীয়ং যুষ্মাভিঃ **কার্যান্তরং** ক্রিয়তামিতি নিয়োজিতেষু **মথনকর্ম-**ত্যাজন এব তাৎপর্যম্। কার্যান্তরেঽন্যাসাং বহ্বীনাং দাসীনাং তত্র তত্র সদা তৎপরাণাং সদ্ভাবাদেবেত্যর্থঃ। **তত্র** তত্ত্যাজনে হেতুঃ—বিদি তাদৃশমথনেন তাদৃশনবনীতোৎক্রমণজ্ঞানে বিষয়ে ন বিদ্যতে মানঃ সম্মানো যেষাং তেষু। স্বসুতলোভ্যতাদৃশনবনীতোৎক্রমণযোগ্যতামহাচতুরাসু তাসু দাসীষু বর্ত্তমানাপি ন সম্ভাবিতা প্রেমচাপল্যাদেবেতি ভাবঃ। নন্বু জনিষ্যমাণং তস্যাস্তত্র মহাশ্রমং জ্ঞাত্বাপি দাসীগণেন ততঃ কিমিত্যপসৃতম্? তত্রাহ—নিজাজ্ঞয়া জিতেষু পরাভূতেষু মচ্ছ্রমমালক্ষ্য বলাদেতা দাস্য এব মথিষ্যন্তি ইত্যাশঙ্ক্য তত্র তয়া স্থাতুমপি ন দীয়তে, যাত যাতেতি

ষষ্ঠ স্তবক

দামবন্ধন লীলা ঃ

দধিমন্থনকালে মা যশোদার শোভা ঃ

১। অতঃপর একদা অনেক দাসী দধি মন্থনের জন্য গৃহপ্রাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেও গোপালের মন-লোভানো উত্তম মাখন তুলতে এঁরা অসমর্থ এই বুদ্ধিতে নিজহাতে দধিমন্থন করবেন বলে ঐ দাসীদিকে নিজাজ্ঞায় পরাভূতা করে অন্য কাজে পাঠিয়ে দিলেন মা যশোদা—অতঃপর নিজ হাতেই মন্থনরজ্জু আকর্ষণ-বিকর্ষণ জনিত পরিশ্রমে শ্রান্ত দেহা, চঞ্চল মরকতমণিখচিত বলয়নটের নৃত্য ঝঙ্কারে ধ্বনিতপ্রতিধ্বনিত-অতিপবিত্র-মত্তঅলিগুঞ্জরিত প্রফুল্লদলকমল-বিজয়ী সৌন্দর্যে শোভিত করপল্লব ও মৃণালনালশোভাদণ্ডী অতিদক্ষ বাহুযুগলের দ্বারা মন্থনের শ্রমে নির্গত বিন্দু বিন্দু ঘর্মাতিশয্যে পরিব্যাপ্তা দেহা, কেশদামে আচ্ছন্ন-অতিসুন্দর কান্তিতে দীপ্তা ললাটফলকা, স্থূল কুচতটবিহারী

শিরো-ভূজ-শিরোঽধিকম্, অধিকমঞ্জুল-পৃথুল-শ্রোণিভার-ভা-রমণীয়মণীয়মিত-ঝণঝণায়মান-কাঞ্চিকাঞ্চিতম্, অতিশিথিল-কবরীকলাপকলাপ-বিস্রংসমান-সমান-কুসুম-নিকরাপদেশেন তিমির-নিকর-রম্যমাণ-তারাবতারাবনিকৃতশোভাভরম্, অতিবর-বিবর-বিব্রিয়মাণ-ঘনঘোরঘোষোদধিদধিগর্গরীমুখসমুচ্ছলদচ্ছল-দক্ষদধিশীকর-নিকর-নিতান্তাকীর্ণ-স্বর্ণশাটিকান্তকান্তম্, স্ব-তনয়-নয়ন-লোভনীয়-নবনবনীতনীতমানসত্বেন মানসত্বেন দধিমথনমাদধানাং মা দধানাং বীক্ষ্য মাতরমাতরলহৃদয়ো বিরচিতপয়োধররসাকাঙ্ক্ষাকাঙ্ক্ষা-মতামভিনীয় 'কুরু বিলম্বং মা মথনতঃ, মা মথ, ন তোদয়, দেহি মে স্তনরসম্' ইতি সকলজনমনোমন্থা মন্থানদণ্ডমাদধার ॥

মুহুর্মুহুর্বিসৃজ্যান্ত এব কিং কর্তব্যং তাভিরিতি ভাবঃ। করপল্লবেন; কথম্ভূতেন? দাম্নাং সম্যগুৎকর্ষেণ যৎ কর্ষণমাকর্ষণমবকর্ষণঞ্চ তস্য জনিতঃ পর্য্যায়ঃ পুনঃপুনরাবৃত্তিস্তেন হেতুনা পরি সর্বতোভবেন আয়স্তেন পরিশ্রান্তেন মদকারণেন মত্ততারূপনিমিত্তেন রণন্তো গুঞ্জন্তোঽলয়ো ভ্রমরা যত্র তথাভূতং দলিতং প্রফুল্লদলং যৎ কমলং তস্যাপি মলকারিণা মালিন্যকারিণা অঙ্গলতায়া গলতা স্রবতা নির্ভরেণ অতিশয়েন নিঃশেষেণ ভরিতং পূরিতং যস্মাত্তদ্যথা স্যাত্তথা। অলকানাং কুলৈরাকুলায়মানস্য ভালস্য ভা কান্তির্ললিতা যতস্তৎ, পীবরে কুচতটে বিহারো যস্যাস্তথাভূতায়া হারলতায়া আন্দোলনেন দোলন্তী কঞ্চুলিকা যতস্তৎ। অমলতরাৎ শ্রুতিযুগলাদ্গলন্তী নিঃসরন্তী চ অলাবং বিচ্ছেদরহিতং লাবণ্যং যস্যাস্তথাভূতা চ সুধায়া অমৃতস্য সুষ্ঠু ধারায়মাণা চ যা কর্ণভূষাস্থমণীনাং কিরণমঞ্জরী তস্যাস্তয়া বা জরীজৃম্ভ্যমাণমতিশয়েন প্রকাশমানং মাধুর্যং তস্য ধুর্যতরা অতিশয়েন ধারকা ভুজশিরআদয়ো যতস্তৎ, তত্র ভুজশিরসী স্কন্ধৌ ভুজৌ বাহূ শিরোধিঃ কন্ধরা। শ্রোণিভারস্য ভা কান্তিস্তয়া রমণীয়া চ মণিভির্যমিতা জটিতা চ ঝণঝণায়মানা চ যা কাঞ্চিকা তয়া অঞ্চিতং পূজিতম্। কলাপকলা ভূষণশিল্পবিন্যাসঃ। তারাণামবতারোঽবতরণং পতনং যত্র তথাভূতায়া অবনেঃ পৃথিব্যাঃ কৃতঃ শোভাভরো যতস্তৎ। অতিবরপৃথুলত্বাৎ অতিবরে বিবরে বিব্রিয়মাণো

হারলতার দোলনে দোলায়িত কঞ্চুলিকায় শোভিতা, অতিচারু কর্ণযুগল থেকে দোলায়মান নিরবচ্ছিন্ন লাবণ্যময় অমৃতধারাপ্রবাহস্বরূপা কর্ণভূষামণির কিরণমঞ্জরীতে অতিশয় প্রকাশমান মাধুর্য্যের আতিশয্যের ধারক বাহু-স্কন্ধ-কণ্ঠদেশা, অতিস্থূল মঞ্জুল শ্রোণিভারের কান্তিতে রমণীয় মণিতে খচিত-ঝনঝনায়মান কাঞ্চিতে পূজিতা, ঘোর অন্ধকারে ঝকমকে তারকারাজি ভূতলে খসে খসে পড়লে যেরূপ শোভার সৃজন হয় সেইরূপ ভূষণশিল্পবিন্যাস ও সুন্দর কুসুমচয় অতিশিথিল কবরী থেকে খসে খসে ভূতলে পড়াতে শোভায় রমণীয়া, যার অতিশ্রেষ্ঠ মুখবিবর থেকে উত্থিত হচ্ছিল সান্দ্রগম্ভীর শব্দসমুদ্র সেই দধিগর্গরীর মুখ থেকে যে দধিকণা উচ্ছলিত সমুচ্ছলিত হচ্ছিল সেই শিল্পকলাচতুর দধিকণানিচয়ে নিরন্তর আকীর্ণ স্বর্ণবস্ত্রাঞ্চলের শোভায় কমনীয়া, নিজপুত্রের নয়ন লোভন নব নবনীত প্রাপ্তির মানসহেতু ও উত্তম মাখন তুলতে আমিই একমাত্র পারি এইরূপ গর্বের বিদ্যমানতায় হৃষ্টা মা যশোদাকে দধিমন্থনে রত দেখে শৈশবকলা কৌশলবান্ সেই ভগবান্ অত্যন্ত চঞ্চল হয়ে উঠলো—মায়ের স্তন্যদুগ্ধ পানের আকাঙ্ক্ষায় ক্ষুধাপীড়িতভাবের অভিনয় করে বললো—'মন্থনে বিলম্ব করো না, মন্থন রাখো, আমাকে দুঃখ দিও না, আমাকে স্তন্যদুগ্ধ দেও'—এই বলে সকলজনের মন-মথনকারী সেই বালগোপাল মন্থনদণ্ড চেপে ধরলো।

২। তদপহায় সমনন্তরমনন্তরমণীয়চরিতমতিকোমলং বালকং লম্বালকং তমঙ্কে নিধায় স্তনরসং পায়য়ন্ত্যাং মাতরি মাতরিশ্বনা ক্ষুভিত-দহনজ্বালয়ালয়ান্তিকান্তিকাবদনাধিশ্রিতপয়ঃস্থালীস্থালীনপয়ঃ-সমুচ্ছ্বসনবেগমবলোক্য তদুৎপতনাশঙ্কয়া কয়াচন ভবনোদরে তনয়োপবেশমীহিত্বা হিত্বা চ তং প্রযাতবত্যাং মাতরি, কৃতমনোঽরুষা রুষা তত উত্থায় ত্বরিতমেব শিলাশকলেন দধিগর্গরীং বিভিদ্য বিভিদ্যমানমনা রোষ-ভয়াভ্যাং সর্ব্বতঃ সরীসৃপ্যমাণমথিতধারাধৌতে প্রঘনতলে ভবনান্তরং গতো রঙ্গতো বিজনগতং জনগতঞ্চ যন্ন ভবতি, তদপি হৈয়ঙ্গবীনং নবীনং নবপ্রযত্নেন সমুত্তার্য্য কিয়দশিত্বা কিয়দবচিন্বানোঽন্বানোদিতকোপস্তদাদায় যাবজ্জননী নায়াতি, তাবদেব দেবেদেবেন্দ্রাদিবন্দিতচরণো

ঘনঃ সান্দ্রো ঘোরো ঘোষোদধিঃ শব্দসমুদ্রো যস্যাং তথাভূতায়া দধিগর্গর্য্যা মুখাৎ সম্যগুচ্ছলন্তোঽচ্ছলদক্ষা ন কস্যচিদ্-ব্যাজে চতুরা যে দধিশীকরনিকরাস্তৈর্নিতান্তং সন্ততমাকীর্ণঃ স্বর্ণশাটিকায়া অন্তঃ কান্তঃ কমনীয়ো যতস্তৎ। তাদৃশে নবনীতে নীতং প্রাপিতং মানসং যয়া তস্যা ভাবস্তত্ত্বেন হেতুনা মানস্য মথনবৈশিষ্ট্যেন বিলক্ষণনবনীতোত্থাপনে অহমেব চতুরাস্মীত্যেবংলক্ষণগর্ব্বস্য সত্ত্বেন বিদ্যমানত্বেন মাদস্য হর্ষস্য ধানং ধারণং যস্যাস্তাম্। ক্ষামতাং ক্ষুধা ক্ষীণতাং মথনতো হেতোর্মা কুরু বিলম্বম্, অতএব মা মন্থ, মথনং মা কুরু; 'মন্থ বিলোড়নে' ইতি ভৌবাদিকঃ। ন তোদয়, ন দুঃখং দাপয়, অন্যথা ভাণ্ডাদিস্ফোটনেনাপি ত্বামুদ্বেজয়িষ্যামীতি ভয়প্রদর্শনম্। সর্বমিদং তস্যাঃ প্রেমপোষকমেব। মনোমন্থা ইতি কর্ত্তরি অসুন্নন্তম্॥

২। তদপহায় দধিমথনং ত্যক্ত্বা মাতরিশ্বনা পবনেন আলয়ান্তিকে বাসগৃহনিকটে অন্তিকা চুল্লী; "অধিশ্রয়ণী চুল্লীরন্তিকা" ইত্যমরঃ; তস্যা বদনে অধিশ্রিতা আরোপিতা পয়ঃস্থালী দুগ্ধপাকপাত্রম্। অত্রস্থস্য আলীনস্য পয়সঃ সম্যগুচ্ছ্বসনং সমসমৎকারেণ পৃথুলীভবনং তস্য বেগমবলোক্য তস্য পয়স উৎপতনাশঙ্কয়া, তদ্ভক্ষ্যবস্তুন্যপি কাপ্যপেক্ষ্যতা যয়া পুনঃ সোঽপি সমেত্যুপেক্ষ্যতাম্। প্রেম্ণো বিচিত্রা পরিপাট্যুদীরিতা বোধ্যা, তথা প্রেমবতীভিরেব যা অত্র দুগ্ধাবর্ত্তনকারিণ্যো দাস্যোঽপি তত্রাবিচক্ষণতা-দোষারোপেণ পূর্ববৎ 'অহমেব স্বতনয়ভক্ষণীয়ং দুগ্ধমাবর্ত্তয়িতুং জানামি' ইত্যভিমানেন তয়া বিসর্জিতা এবেতি জ্ঞেয়ম্। রুষা ক্রোধেন হেতুনা; কীদৃশ্যা? কৃতমনোব্রণয়া; "ব্রণোঽস্ত্রিয়ামীর্মমরুঃ"

মন্থনভাণ্ড ভেঙ্গে পলায়নপর গোপালের পশ্চাৎ মার ধাবন ঃ

২। অতঃপর দধিমন্থন ছেড়ে দিয়ে অনন্ত রমণীয় চরিত, অতি কোমল দীর্ঘ কেশদামে শোভিত সেই বালককে কোলে নিয়ে স্তন্যদুগ্ধ যখন পান করাচ্ছিলেন মা যশোদা তখন বাসগৃহের নিকটে চুল্লীমুখে স্থাপিত দুগ্ধপাকপাত্রের দুগ্ধ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতাপে উথলানোর বেগ দেখে তা উছলিয়ে পড়ার আশঙ্কায় তিনি নিজগৃহমধ্যে তাঁকে বসিয়ে রেখে দুগ্ধ নামাতে চলে গেলেন—এতে বালগোপালের মনে হৃদ্ব্রণের মতো পীড়াদায়ক ক্রোধের সঞ্চার হল—সে সেখান থেকে ঝট্ করে উঠে গিয়ে শিলাখণ্ডের দ্বারা দধিমন্থনভাণ্ড ভেঙ্গে ফেলল—এতে মথিত দধির ধারা যখন চতুর্দিকে আঁকাবাঁকা গতিতে বয়ে গিয়ে বারান্দাটি ধুইয়ে দিচ্ছিল তখন মনের ছিন্নভিন্ন অবস্থায় রোষমিশ্রিত ভয়ে সে অন্যগৃহে চলে গেল, একান্তে কিম্বা বহুজনের মধ্যে যা হবার নয়, সেও আবার নবীন, এইরূপ মাখন নবপ্রযত্নে নামিয়ে নিয়ে কিছু খেল, কিছু পাত্রের উপর-উপর থেকে তুলে নিল। অতঃপর সম্পূর্ণভাবে ক্রোধের শান্তি হলে

জননীভিয়াভিযাতঃ, পলায়নসপক্ষপক্ষদ্বারেণ নিষ্ক্রম্য বহিরঙ্গনে রঙ্গনেয়চরিতোঽবহননসময়ান্তসময়ান্যথা-ভূতাবস্থিতেরুদূখলস্য খলস্য নিহন্তা হন্তাবলম্ব্য পৃষ্ঠং চকিত-চকিত এব শাখামৃগশাবকান্নবকান্নবনীতং তদাশয়ন্নবতস্থে ॥

৩। অথ পয়ঃস্থালীমবতার্য্য তার্য্যমাণজগজ্জনা নিজসৌভাগ্যেন ভাগ্যেন কেনাপি লব্ধতদৃশতনয়া নয়াসাদিত-যশোভারা যশোভারামণীয়কবতী তনয়মঙ্কে কর্ত্তুমুপসীদন্তী সীদন্তী চ যথাস্থানমবস্থাপিত-মনালোক্য ক্ব গত ইতি তমনুসন্দধতী দধতী চ মনসি খেদং বীক্ষ্য চ পুরতোভগ্নদধিগর্গরীগরীয়োঽগণিত-মথিত-ধারাধবলিত-বলিতপৈচ্ছিল্যং ভবনোদরং নোদরংহসা শকলিতকর্পরপরঃশতঞ্চ কিমিদমহোঽকস্মাৎ কস্মাদ্ভগ্নেয়ং দধিগর্গরীতি রীতিনির্ণয়ং কর্ত্তুমশক্নুবানা শিলাশকলাকলনেন তস্যৈবেদং দুর্ললিতমিতি

ইত্যমরঃ; রোষভয়াভ্যাং বিশেষেণ ভিদ্যমানং মনো যস্য সঃ; ততশ্চ প্রঘণতলে তথাভূতে সতি; অবচিন্থানস্তত্তৎ-পাত্রেভ্যোঽগ্রমগ্রভাগমুত্থাপয়ন্ তন্নবনীতমাদায় গৃহীত্বা; কীদৃশঃ? অনু তদনন্তরম আ সম্যক্‌প্রকারেণ নোদিতো দূরীভূতঃ কোপো যস্য সঃ,—কোপস্য স্বকার্যনাশ্যস্বরূপত্বাৎ। যদুক্তম্ 'কামস্তাস্তস্য ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং ক্রোধস্ত্বেতৎ ফলোদয়াৎ' ইতি আঙা দধিগর্গরীভেদনে সত্যপি পূর্বকোপশেষ আসীদিতি দ্যোতিতম্। পলায়নস্য সপক্ষং সহায়যুক্তং পক্ষদ্বারং 'খিড়িকীদ্বার' ইতি খ্যাতং তেন; "পক্ষঃ সহায়েঽপি" ইত্যমরঃ; রঙ্গে নাট্যাদিস্থলে নেয়ঃ ভিনেতুং যোগ্যং চরিতং ভাণ্ডস্ফোটন-পলায়নাদিকং যস্য সঃ। অবহননসময়াদন্যস্মিন্ সময়ে অন্যথা-ভূতা অধোমুখতয়া অবস্থিতির্যস্য তস্য পৃষ্ঠ-মবলম্ব্য, চকিতচকিত ইতি মাতুরাগমনবর্ত্মনি দত্তনেত্রতয়া সাবধান ইত্যর্থঃ। আশয়ন্ ভোজয়ন্ ॥

৩। যশশ্চ ভা কান্তিশ্চ তাভ্যাং রামণীয়কবতী, নোদরংহসা নিঃক্ষেপবেগেন শকলিতানাং খণ্ডিতানাং কর্পরাণাং পরঃশতঞ্চ বীক্ষ্য পরঃশতাস্তাস্তে যেষাং "পরা সংখ্যা শতাদিকাৎ" ইত্যমরঃ; অশক্নুবানা ইতি (পাং ৩।২।১২৯) "তাচ্ছীল্যবয়োবচনশক্তিষু চানশ্" ইতি চানশ্। শিলাশকলস্য শিলাখণ্ডস্য আকলনেন দর্শনেন লিঙ্গেন। মুগ্ধস্য

যতক্ষণ-না জননী এসে পড়ছেন সেই অবসরে দেবদেবেন্দ্রাদি-বন্দিতচরণ মায়ের ভয়ে পালিয়ে যেতে মনস্থ করল, পলায়ন-অনুকূল খিড়কীর পথে বের হয়ে গিয়ে বহিরঙ্গনে ধান-কোটার সময়বিনা অন্য সময়ের নিয়মে উল্টে-রাখা উদূখলের পীঠাবলম্বনে দাঁড়িয়ে অহো খল-নিহন্তা, নাট্যমঞ্চে অভিনয়যোগ্য-চরিত গোপাল মায়ের ভয়ে চকিত-চকিত তাঁর আগমন-পথের দিকে চেয়ে বানর-শাবকদের সেই নবনবনীত খাওয়াতে খাওয়াতে দীপ্তি পেতে লাগল।

৩। নিজ সৌভাগ্যবলে জগজ্জনতারিণী, কোনও অনির্বচনীয় ভাগ্যবশে তাদৃশ পুত্রলাভে ধন্যা, ন্যায়সঙ্গতভাবেই প্রাপ্ত যশোভারাবনতা, যশের কান্তিতে পরমরমণীয়া মা যশোদা অতঃপর দুগ্ধপাক-পাত্র চুল্লী থেকে নামিয়ে রেখে যেস্থানে পুত্রকে বসিয়ে রেখে গিয়েছিলেন সেস্থানে পুত্রকে কোলে নিতে এসে তাকে না দেখতে পেয়ে দুঃখীত হয়ে 'কোথায় গেল' এই বলে খুঁজতে লাগলেন—মনে তার অনুতাপের উদয় হলো, সম্মুখে দেখতে পেলেন ভগ্ন দধিমন্থনভাণ্ড, তার থেকে গড়িয়ে আসছে অগনিত মাঠার ধারা যা ধবলিত-চিক্কন-পিচ্ছিল করে দিয়েছে গৃহের মধ্যপ্রাঙ্গন, আরও দেখলেন প্রস্তরখণ্ডের আঘাতবেগে খণ্ডিত শতাধিক খাপড়া; এই সব দেখে তিনি ভাবলেন, 'অহো অকস্মাৎ

নাসিকাশিখর-নিহিত-ললিতবামতর্জনীকং ক্ষণমবলোকয়ন্তী স্ময়মানা, স্ময়-মানাভ্যামপি সমবদাতহৃদয়া দয়ালুরপি কৃতকৃতকপ্রতিঘা অপ্রতিঘাতমহসো মহসোস্তূয়মানমানস্য তস্য সুতস্যান্বেষণায় যদা বহিরিয়ায়, তদৈব তামালোক্য সহসা সহ সাধ্বসেনোত্থিতা চপলা পলায়নপরা পরাক্রমেণ ক্রমেণ সজবং ধাবমানা- বমানায় শঙ্কমানা সা কাচন শ্যামলা স্তনন্ধয়ী মোহনদেবতা ত্বরিতমনুধাবন্ত্যা জনন্যা জনন্যায়বিদাপি নিজগদে—'জগদেকধূর্ত্ত ! মা ধাব মা ধাব' ইতি ॥

৪। স চ পলায়মানো মানোন্নতমনা মনাগ্ বিবর্ত্তিতগ্রীবমায়াতি ন বেতি নবেহতিভয়ে মাতরমা- তরলিতমনসমাধাবমানাং মাধাবমানাঙ্গীমালোক্য ধাবতি স্ম। ততশ্চ,

ধাবং ধাবমতিত্বরং সচকিতঃ পশ্যন্মুহুর্মাতরং
গ্রীবাভঙ্গমনোহরং তরলিতে পশ্চাদ্দৃশৌ বিক্ষিপন্।
স্তোভক্ষুব্ধতয়া ন ধাবিতুমলং যাবত্তদা কাতরঃ
শীতঃ শীতলয়াঞ্চকার কৃতকক্রোধং জনন্যা মনঃ ॥

শিশোরপি কথমীদৃশী প্রগল্ভতাভূদিতি স্ময়ো বিস্ময়ঃ, ময়ি সর্বত্র মহাসাবধানায়াং সত্যামপ্যেবং কর্তুমশকদিতি মানো অহঙ্কারস্তাভ্যাং হেতুভ্যাং সত্যামপি সম্যগ্ অবদাতং শুদ্ধং হৃদয়ং যস্যাঃ সা, কৃতা কৃতকা কৃত্রিমা প্রতিঘা ক্রোধোগর্বো বা যয়া সা ; "প্রতিঘা রুট্ ক্রুধো স্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ; নাস্তি প্রতিঘাতো যস্য তন্মহো যস্য তস্য মহে লীলাচৌর্যাদ্যুৎসবে সোস্তূয়মানোঽতিশয়েন জায়মানো মানো জ্ঞানং গর্বো বা যস্য। জনন্যায়বিদা জনন্যা জনানাং ন্যায়ং নীতিং বেত্তীতি তয়া ॥

এ কি ব্যাপার—কে এই দধিভাণ্ড ভাঙ্গলো—কারণ-নির্ণয়ে যখন অসমর্থ হয়ে পড়ছেন এমন সময় একটি শিলাখণ্ড চোখে পড়ল—এর দ্বারাই বুঝে নিলেন দুর্ললিত পুত্রেরই এ-কাজ'—এইরূপ মনে হতেই নাসাগ্রে তাঁর সুন্দর বাম তর্জনী ঠেকিয়ে ঈষৎ হাসিভরা মুখে ঐ দিকে চেয়ে রইলেন। মুগ্ধ বালকের নির্ভীকতা দেখে বিস্ময়, আর সর্বদা তাঁর এত সতর্ক দৃষ্টির মধ্যেও বালকের এইরূপ শক্তির স্ফুরণে অহঙ্কার—এই দু-ভাবে বিভাবিতা হয়েও শুদ্ধ হৃদয়বতী মা যশোদা বাৎসল্যে বিগলিত-চিত্তা হয়েও মুখে কৃত্রিমভাব টেনে এনে অপ্রতিহত তেজস্বী, চৌর্যাদি-লীলোৎসবে প্রখরবুদ্ধিতে দীপ্ত তাঁর পুত্রের অন্বেষণে যেই বাইরে এলেন, অমনই তাঁর দর্শনে সে সহসা ভয়ে উঠে চঞ্চলভাবে পলাতে লাগল— তেজের সহিত ক্রমশঃ দ্রুত হতে দ্রুততর ধাবমানা-অপমান ভয়ে ভীতা সেই কোনও অনির্বচনীয়া শ্যামলা স্তনন্ধয়ী মোহনদেবতাকে দ্রুত পশ্চাৎ ধাবমানা সাধারণ জননী-রীতিনীতি বিজ্ঞা মা যশোদা বললেন,—'হে জগদেক ধূর্ত বালক, দৌড়িও না দৌড়িও না'।

৪। বাম্যভাবে উন্নতমনা পলায়নপর সেই বালগোপাল মা 'আস্ছেন কি আস্ছেন না' এই চিন্তায় চকিতে পশ্চাতে গ্রীবা ফিরিয়ে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ানোতে বিশেষ চঞ্চলমনা-শোভাতে উজ্জ্বলাঙ্গী মা'কে দেখতে পেয়ে নূতন করে অতি ভয়ের উদয়ে দৌড়াতে লাগল। এরপর ধেয়ে চলতে চলতে

৫। সাপৃচ্ছে—'ধূর্ত্ত! কত্যেবং ধাবিষ্যসি? ক্ব বা গন্তব্যম্? তস্মা ধাব, তিষ্ঠ।' তয়া তথোক্তে 'যদি ন তাড়য়সি, করতশ্চ যষ্টিং পাতয়সি, তদা মা পরং ধাবিতব্যম্' ইত্যুক্তবন্তং দূরত এব স্থিতং সা পুনরূচে;—

তাড়নে যদি তবাতিশয়া ভী-,স্তৎ কিমদ্য দধিভাণ্ডমভাঙ্ক্ষীঃ।
মাতরেবমপরং ন করিষ্যে, পাতয় স্বকরতো বত যষ্টিম্॥

৬। তদাকর্ণ্য মনসা স্ময়মানা বহিঃকৃতককোপা নিকটমনুসরন্তী ধর্ত্তুং যদারেভে, তদৈব পুনরপি সত্বরং ধাবমানঃ পুনরনুধাবমানাং মাতরমবলোক্য কাতরমনাঃ পুনরূচে,—

মাতঃ পাতয় পাণিতঃ খরতরাং যষ্টিং ন মত্তাড়নং
কার্য্যঞ্চেতি কুরুষ্ব সত্যমনঘে তদ্‌যামি তে সন্নিধিম্।
ইত্যাকর্ণ্য সুতস্য কাতরবচঃ সা পাণিতোঽপাতয়দ্-
যষ্টিং দূরত এব বীক্ষ্য তদসৌ বিশ্রান্তবান্ ধাবনাৎ॥

৪। মানেন বাম্যেন উন্নতং মনো যস্য সঃ; আয়াতি ন বা আয়াতি মাতা ইতি নবে নূতনে অতিভয়ে সতি মা শ্রীস্তয়া ধাবমানানি নির্মলাঙ্গাঙ্গানি যস্যাস্তাং মাতরমালোক্য; ধাবিতুং যাবন্ন অলং ন সমর্থঃ, তাবত্তদা কাতরঃ সন্ শীতঃ অলসঃ; "শীতকোঽলসোঽনুষ্ণঃ" ইত্যমরঃ; কৃতকঃ ক্রোধো যত্র তৎ মনঃ॥

৫। কৃষ্ণঃ প্রত্যূচে—মাতরেবমিত্যাদি॥

মনোহর গ্রীবাভঙ্গিতে চঞ্চল নয়ন পশ্চাতে নিক্ষেপ করতে করতে সচকিতে বার বার মাকে দেখতে দেখতে জড়তা-ক্ষুব্ধতাহেতু যখন আর দৌড়াতে পারল না তখন তাঁর কাতরতা-অলসতা জননীর মনের কৃত্রিম ক্রোধকে শান্ত করে আনল।

৫। মা যশোদা বললেন, 'হে ধূর্ত এ-ভাবে আর কত দৌড়াবে, যাবেই বা কোথায়, অতএব আর দৌড়িও না, থাম'—মা এ-রূপ বললে পুত্র বলল—'যদি তাড়না না কর, হাত থেকে যষ্টি ফেলে দেও, তবে আর দৌড়াব না।' পুত্র এরূপ বললে মা দূরস্থিত পুত্রকে পুনরায় বললেন, 'তাড়নে যদি তোমার এত ভয় তা হলে আজ কেন দধিভাণ্ড ভাঙ্গতে গেলে'—এতে পুত্র বললো, 'মা অতঃপর আমি আর এরূপ করবো না, হায় হায় তোমার হাত থেকে যষ্টি ফেলে দেও-না গো।'

৬। এ-শুনে মনে মনে হেসে বাইরে ক্রোধ প্রকাশ করে মা তাঁকে অনুসরণ করতে করতে নিকটে এসে যেই ধরতে যাবেন অমনই আবার দ্রুত ধাবমান হলো সে, পুনরায় অনুধাবমানা মাকে দেখে বললো, 'মা হাত থেকে খরতর ঐ যষ্টিটি ফেলে দেও বলছি, আর তা-ছাড়া আমাকে তাড়নার প্রয়োজনই বা কি, হে অনঘে, এই সত্য করছি এ করলে তোমার নিকট নিশ্চয়ই যাবো, পুত্রের এরূপ কাতর বাক্য শুনে তিনি হাত থেকে যষ্টি ফেলে দিলেন, দূর থেকেই তা দেখে গোপাল দৌড়ানো থেকে বিরমিত হলো।

৭। এবমতিকৌতুকং দিবি দিবিষদো বিলোকয়ন্তঃ পরমবিস্ময়স্ময়জুষঃ পরস্পরমূচুঃ— 'অহোঽতি-চিত্রম্ !

যদ্ব্রহ্মণোঽপি চ পরার্দ্ধযুগাবসানে, বৈকল্যকারি পরমং কিমুতাপরেষাম্।
তদ্বৈ ভয়ং নিয়তমেব যতো বিভেতি, সোঽয়ং প্রসূকলিতযষ্টিকৃতেঽতিভীতঃ॥

৮। তদাশ্বসিত-সমীরণান্দোলিত-কঞ্চুলিকাঞ্চলা শ্রমজলকণালঙ্কৃত-বদনসরোজা শ্লথমানকচ-কলাপা ক্ষণধাবনাবসন্নপদকমলা তনয়স্য করং যদা গৃহীতবতী, তদা সকাতর্য্যং 'মাতর্মা তাড়য়িষ্যসি, মা তাড়নীয়ম্' ইতি গলদশ্রুকলা-কলিলমীক্ষণকমলযুগলমভিনবপদ্মপলাশকোমলাভ্যাং করতলাভ্যাং বিমৃজন্ মন্দমন্দগদ্গদকলবচনসুধাবিন্দুনিঃস্যন্দ-তুন্দিলবদনচন্দ্রবিম্বো ভীতভীত এব রুদন্ বিলোকনীয় আসীৎ। তদৈবং মাতা মনসি বিচারয়ামাস—'ক্ষণময়ং বদ্ধা পরিরক্ষণীয়ঃ। যদ্যয়ং ন বধ্যতে, তদা কদাচিদ-মর্ষণোঽয়মমর্ষবশাদ্যত্র কুত্রাপি বনাদৌ গন্তুমর্হতি। তৎ সম্প্রতি বন্ধনমেব করোমি' ইতি বিকসিতচারু-দন্তং রুদন্তমাদায় তস্যোলূখলস্য সবিধমাগম্য গম্যমানেতরমহিম্নো বিহিতানুবন্ধায় বন্ধায় দাসীগণ-মাহূয় 'অয়ি কুরঙ্গবতি ! অয়ি লবঙ্গবতি ! লুলিতললিতপট্টদামানমানয় দ্রুতম্' ইতি॥

৬। সত্যং শপথম্; "সত্যং শপথতথ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ॥

৭। পরমবিস্ময়েন স্ময়জুষঃ, মন্দহাস্যযুক্তাঃ। পরার্দ্ধয়োর্যুগস্য যুগলস্যাবসানে অন্তে॥

৮। অমর্ষণঃ ক্রোধনঃ। গম্যমানাদিতরোঽগম্যমানো দুর্বিগাহো মহিমা যস্য তস্য কৃষ্ণস্য বন্ধায় বন্ধনার্থং বিহিতো যোঽনুবন্ধ উপায়স্তস্মৈ, তং সম্পাদয়িতুমিত্যর্থঃ; (পা০ ২।৩।১৪) "ক্রিয়ার্থোপপদস্য" ইত্যাদিনা চতুর্থী; লুলিতাং

৭। এইরূপ অতিকৌতুক আকাশ থেকে দেবতাগণ দেখতে দেখতে পরম বিস্ময়-মন্দহাস্যযুক্ত হয়ে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন,—অহো অতি আশ্চর্য্য।

যে মৃত্যুরূপ ভয় দ্বিপরার্দ্ধকাল গত হলে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মারও বৈকল্যকারী হয়ে থাকে অন্যের কা-কথা সেই স্বয়ং ভয়ও সর্বদাই যাঁর ভয়ে ভীত সেই তিনি কি-না জননী-ধৃত যষ্টি থেকে আজ অতি ভীত।

মায়ের বন্ধনোদ্যম ঃ

৮। ঐ সময় দীর্ঘশ্বাসবায়ু-বেগে আন্দোলিতা কঞ্চুলিকাঞ্চলা, ঘর্মবিন্দুতে অলঙ্কৃত-বদনকমলা, শিথিল কেশকলাপা, ক্ষণকাল ধাবনেই অবসন্ন পদকমলা মা যশোদা পুত্রের হাত ধরে ফেলতেই সে সকাতরে বললো,—'মা, আমাকে মেরো না, আমাকে মারার প্রয়োজন কি' এই বলে অশ্রুবিন্দুতে সজল নয়নকমল অভিনব পদ্মপত্র-কোমল করতলে মুছতে মুছতে, মন্দ মন্দ গদগদ অস্পষ্ট মধুর বচন সুধাবিন্দু ক্ষরণশীল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলমুখা বালগোপাল ভয়ে ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে চেয়ে দেখবার মত সুন্দর হয়েছিল; মা তখন মনে মনে বিচার করলেন,—'ক্ষণকাল একে বেঁধে সাবধানে রক্ষা করাই উচিত, একে না বেঁধে রাখলে ক্রোধী এই বালক ক্রোধবশে কোনও এক সময় যে কোনও স্থানে বনাদিতে চলে যেতে পারে, অতএব এখন বেঁধেই রাখি' এই বলে বিকসিত চারুদন্তে শোভিত ক্রন্দনপরায়ণ

৯। তাভ্যাং সমানীতয়া তয়া জগদেকবন্ধুং বন্ধুং সমুদ্যতায়াং মুদ্যতায়াং ব্রজেশ্বর্য্যাং বাৎসল্যসারমণীষু রমণীষু সকলসম্পল্লীলাসু পল্লীলাসু কাসুচন সমাগতাসু তাভিঃ সমং সমুপসন্নেষু নবালকেষু বালকেষু যদভুত্তদতিচিত্রম্ ॥

১০। তদ্‌যথা— আদ্যং দাম কটীরবেষ্টনবিধৌ বীক্ষ্য প্রসূর্দ্ব্যঙ্গুল-
ন্যূনং তত্র জুগুম্ফ যৎ পরমহো তচ্চাভবত্তাদৃশম্।
তত্রান্যচ্চ জুগুম্ফ যৎ সুকৃতিনী তচ্চেদৃশঞ্চেদহো
ব্রহ্মেবাজনি হ্রাসবৃদ্ধিরহিতা সা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা ॥

১১। ততস্তস্যাঃ কোপাবেশমুপশ্যন্তীভিঃ পশ্যন্তীভিঃ পুরপুরন্ধ্রীভিঃ সা নিজগদে, জগদেকধন্যে! চিত্রমিদং যদতিপরিমিতপরিমাণেন কনকমেখলাসূত্রেণ বেষ্টিতমিদমস্য কটিতটং তদধুনা গৃহস্থিতেন যাবতৈব দাম্না ন পরিমীয়তে, সর্ব্বমেব দামনিকুরম্বং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনমেব সম্পদ্যতে। তদবশ্যমেব কেনাপি

মার্জিতাং ললিতাং কোমলাম্, পট্টদামানম্, ন তু কর্কশমিত্যর্থঃ ॥

৯। তাভ্যাং কুরঙ্গবতী-লবঙ্গবতীভ্যাং তয়া তাদৃশপট্টদাম্না জগতামেকং মুখ্যং বন্ধুমিতি বন্ধনানর্হত্বেন বিরোধঃ। মুদি আনন্দে দাম্নঃ কোমলত্বদর্শনেন জনিতে ইত্যর্থঃ। যতায়াং ব্রতায়াং পল্লীং নগরং লান্তি বাসার্থং স্বীকুর্বন্তীতি তাসু পুরবাসিনীষ্বিত্যর্থঃ। নবালকেষু নবীনালকযুক্তেষু ॥

১০। দ্ব্যঙ্গুলন্যূনমিতি (পা০ ৫।৪।৮৬) "তৎপুরুষস্যাঙ্গুলেঃ" ইত্যাদিনা অচ্ সমাসান্তঃ, তেষাং সর্বেষামেব দাম্নাং সা দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতা ব্রহ্মতুল্যা অজনি অভূৎ,—হ্রাসবৃদ্ধিরাহিত্যসাধর্ম্যাৎ। অত্র নিজপ্রভোর্হঠবত্তারক্ষণায় বিভূতাশক্ত্যেব সা দর্শিতেতি ভাবঃ ॥

১১। উপ আধিক্যেন, শ্যন্তীভির্দূরীকুর্বন্তীভিঃ; 'শো তনুকরণে' ইত্যস্য রূপম্। কেনাপি রহস্যেনেতি অস্য

সেই দুর্বিগাহ্যমহিমকে জোর করে ধরে সেই উদূখলের নিকট নিয়ে এসে যথাবিহিত উপায়ে বন্ধনের জন্য দাসীগণকে ডেকে বললেন,—অয়ি কুরঙ্গবতী, অয়ি লবঙ্গবতী, রেশমি রজ্জু নিয়ে এসো তো তাড়াতাড়ি।

৯। দাসীগণের আনীত রজ্জুতে কৌতুকাক্রান্ত ব্রজেশ্বরী জগদেক বন্ধুকে বাঁধতে সমুদ্যত হলে বাৎসল্যরসসারমণি রমণী, সকল সম্পত্তি-লীলাস্বরূপিণী পুরবাসিনী কেউ কেউ সে-স্থানে এসে উপস্থিত হলেন আর তাঁদের সঙ্গে এসে উপস্থিত হ'ল নব অলকে শোভিত বালকগণ,—তখন যা হ'ল সে এক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। তৎযথা—

১০। প্রথম রজ্জুটি কটিবেষ্টন-ব্যাপারে দু'আঙ্গুল কম দেখে মা তার সঙ্গে অন্য একটি যা জুড়ে দিলেন অহো তা'রও সেই অবস্থা হ'ল, তার সঙ্গে আরও একটি যা জুড়ে দিলেন সুকৃতিনী মা যশোদা তা'রও অহো সেই একই অবস্থা হ'ল—সেই দু'আঙ্গুল ন্যূনতা হ্রাসবৃদ্ধি রহিত ব্রহ্মের মতো হয়ে রইল।

১১। অতঃপর ব্রজেশ্বরীর ক্রোধাবেশ দূরীকরণে অতিশয় যত্নবতী, এই লীলা দর্শনকারিণী

রহস্যেন ভবিতব্যম্, তদিতঃপরমেব বিরমেতি তদ্বচনবিরতৌ বিস্ময়োৎকর্ষপরবশয়া অবধিরস্যাবশ্যমেব বিলোকয়িতব্য ইতি কৃতনির্ব্বন্ধয়া সস্মিতমূচিরে তা অপি—'অয়ি ! মদ্গৃহে নৈতাদৃশান্যপরাণি সন্তি দামানি, ভবতীনাং গৃহেষু যানি বা সন্তি, তান্যপ্যানয়ত' ইতি। ততশ্চ,

ন ক্রোধান্ন চ বৈরতো ব্রজপুরেশ্বর্য্যা ন চ ত্রাসতো
যাসাং যেষু গৃহেষু সন্তি পরিতো যাবন্তি দামান্যথ।
তাবন্ত্যেব হি তাভিরত্র পরমাদানন্দকৌতূহলা-
ল্লোকাতীতচরিত্রবীক্ষণবশাদানিন্যিরে তৎপুরঃ ॥

১২। তমথ তথৈব শৈশবনাট্য-পরিপাট্যনিশকৃত-নয়নকমলজলকণনিপাতপরিমৃজা-দুঃস্থিতকর-সরসিজমতিগদ্গদগদন-কলভাস্বরস্বরমতিমৃদু মধুরতরং রুদন্তমপি কপটরোষাবেশেন পুনস্তানি সকলানি কলানিপুণতয়া প্রত্যেকমেব সংগ্রথ্য কটিতটঘটিত-পূর্ব্বসংগ্রথিত-দামনি সংযোজ্য বধ্নতী গ্রথ্নতী গূঢ়তর-

---

ললাটপত্রে বিধাত্রা বন্ধনং ন লিখিতমিত্যনুমীয়ত ইতি ভাবঃ। বিরমেতি তদন্যথাকরণং তয়া অশক্যমিতি ভাবঃ। সন্তি সাধূনি কোমলপট্টময়ানীত্যর্থঃ; তৎপুরস্তস্যা যশোদায়া অগ্রে ॥

১২। অথ পুনরপি তং বধ্নতী সা সর্বাণ্যেব দামানি দ্ব্যঙ্গুলন্যূনান্যবলোক্য পুনর্বন্ধনোপায়ং চিন্তয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। শৈশবনাট্যস্য পরিপাট্যা অনিশকৃতা নিরন্তরমেব কৃতা যা নয়নকমলয়োর্জলকণানাং নিপাতস্য পরিমৃজা পরিমার্জনং তয়া দুঃস্থিতে করসরসিজে যস্য তম্; অত্র শৈশবস্য নিত্যত্বেঽপি মুখ্যত্বেন যৎ প্রত্যায়নং তদেব কপটম্, মুখ্যস্তু বস্তুতঃ

পুরস্ত্রীগণ তাঁকে বললেন—'হে জগদেক ধন্যে, এ আশ্চর্যই বটে—যেহেতু অতি পরিমিত মাপের কনকমেখলাসূত্রে বেষ্টিত হয়ে আছে এর এই যে-ছোট্ট কটিতট তাই কি-না এখন ঘরের সমস্ত রজ্জুতেও বেষ্টন করে উঠতে পারছে না, সমস্ত রজ্জুশ্রেণীকে দু-অঙ্গুলী ন্যূন করে দিচ্ছে, অতএব এতে অবশ্যই কোনও রহস্য থাকা সম্ভব, অতএব অতঃপর তুমি এ-কার্য থেকে বিরত হও'—এরূপে এদের কথা শেষ হলে অত্যাধিক বিস্ময়ে বশীভূত হয়ে 'এ-ব্যাপারের শেষটা অবশ্যই দেখা প্রয়োজন' এরূপ জেদ দ্বারা চালিত হয়ে যশোদা হাসতে হাসতে তাঁদের বললেন—অয়ি, আমার ঘরে আর এতাদৃশ অপর রজ্জু নাই, তোমাদের ঘরে যা কিছু আছে তা সব নিয়ে এসো। অতঃপর না-ক্রোধান্বিত হয়ে, না-বৈরীতা বশতঃ না-ব্রজেশ্বরীর ভয়েও শুধু পরমানন্দ কৌতুহলবশতঃ লোকাতীত চরিত্র দেখবার ইচ্ছায় যে গোপীর যে ঘরে যতটুকু রজ্জু এদিকে-ওদিকে ছড়ান ছিল তার সবটুকুই নিঃশেষে নিয়ে এসে ব্রজরাণীর নিকট পৌঁছে দিল।

১২। অতঃপর বালগোপাল নিত্যকৈশোরে স্থিত হয়েও শৈশবলীলা-অভিনয়চাতুর্যে অঝোরে ঝরিত নয়নজল মুছতে মুছতে করকমলকে উদ্ব্যস্ত করে তুলল, অতি গদগদ অস্পষ্ট-দীপ্ত-মৃদু মধুর হতেও মধুর স্বরে সে কাঁদতে থাকলেও মা কপট রোষাবেশে পুনরায় পুরস্ত্রীদের আনীত রজ্জুসমূহ কলানৈপুণ্যে প্রত্যেকটিকেই জোড়া দিয়ে কটিতটে পূর্বে লাগান রজ্জুর সহিত জোড়া দিয়ে গ্রন্থি লাগিয়ে বাঁধতে চেষ্টা

মন্তঃকুতুকেন বিলসন্তীষু হসন্তীষু হরিণনয়নাসু সৌহৃদেন কৃষ্ণরোদনমালোক্য চারুদৎসু রুদৎসু বালকেষু পুরেব সর্ব্বাণ্যেব দ্ব্যঙ্গুলন্যূনান্যবলোক্য শ্বসনসমীরণ-বেগ-বেপমানবক্ষঃস্থলমবয়বকিশলয়-সমুদ্বান্তকান্তশ্রমজলকণভরনির্ভরমাকুল-বিগলৎকবরীভারবিস্রংসমান-মালতীদাম শ্রমমাত্রশেষকোপফলা নিষ্ফলপ্রয়াসেব পুনর্ব্বন্ধনোপায়ং চিন্তয়ামাস ॥

১৩। ততশ্চ, নিস্পন্দানি বিলোচনানি বিগলৎশ্রদ্ধানি গেহং প্রতি
স্বান্তানি প্রহতাঃ সমস্তবিষয়ে সংস্কারশেষা অপি।
নির্দামানি বভূবুরেব ভবনান্যাভীরবামভ্রুবাং
মাত্রা কৌতুককুপ্যয়াদ্ভুতশিশোর্বন্ধানুবন্ধে কৃতে ॥

১৪। ন ক্বচিদপি কেনাপি চিদ্বন্ধুং শক্যতে, ন চানন্দঃ, ন চ জ্ঞানম্, ন মহোঽপি ; তৎ কথমহো

কৈশোরস্যৈব। যদুক্তম্—(ভ° র° সি° ২।১।৬৩) "বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। ধর্মী কৈশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্ ॥" ইতি, অত্রাপ্যগ্রে বিবিচ্য সমাধাস্যতে। তানি তাভিরানীতানি দামানি। অন্তঃকুতুকেনেতি কৃষ্ণস্যাদৃষ্টগতং বন্ধনং নাস্তীত্যস্মদ্বচনমমানিতবত্যা ব্রজেশ্বর্য্যাঃ প্রৌঢ়িঃ কিয়দবধির্ভবিষ্যতীত্যত্র পশ্যাম ইতি। চারবো দন্তা যেষাং তেষু,—রোদনার্থং মুখব্যাদানে দন্তানাং প্রকাশাৎ। বালকেষু সুবলাদিষু কৃষ্ণবয়স্যেষু, শ্বসনসমীরণ ইত্যাদিনা শ্রমবাহুল্যম্, অবয়বকিশলয়েত্যাদিনা শ্রমস্য বহুকালব্যাপিত্বম্, আকুলবিগলদিত্যাদিনা বন্ধনার্থপ্রযত্নৈকাগ্র-মনস্ত্বং ব্যঞ্জিতম্। শ্রমমাত্রমেব শেষোঽবশিষ্টং কোপস্য ফলং যস্যাঃ সা ॥

১৩। কৌতুকেন কুপ্যতীতি কৌতুককুপ্ তস্যা ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা ; অদ্ভুতশিশোরিতি—ন চ দেহো বর্ধতে, অতিপরিমিতপরিমাণেন কনকমেখলাসূত্রেণ বেষ্টিতমস্য বটিতটমিতি পূর্বোক্তেঃ, ন চ দামান্যপি হ্রসন্তি,—'যাবতৈব দাম্না, সর্বমেব দামনিকুরম্বম্' ইত্যাদ্যুক্তেঃ, প্রত্যক্ষমেব যথারূপত্বেন তেষাং দৃশ্যমানত্বাৎ। অতঃ শিশুনিষ্ঠমেবাদ্ভুত-ত্বমিতি ॥

করলেন, তখন হরিণনয়না পুরস্ত্রীগণ গূঢ়তর অন্তঃকৌতুকে ভাসছিলেন, হাসিতে তাদের মুখভরে গিয়েছিল, আর সুন্দর দন্তে শোভিত শ্রীদামাদি বালকগণ কৃষ্ণকে কাঁদতে দেখে কাঁদতে শুরু করেছিল—এই পরিস্থিতিতে মা যশোদা সমস্ত রজ্জু দু-অঙ্গুলী ন্যূন দেখে পুনরায় বন্ধনোপায় চিন্তা করতে লাগলেন, তখন তাঁর দীর্ঘশ্বাস-বায়ুর বেগে বক্ষোস্থল কম্পিত হচ্ছিল, তাঁর প্রতি-অঙ্গরূপ নবীনপত্র থেকে নিঃসৃত কমনীয় ঘর্মবিন্দুর আধিক্যে অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে পড়েছিলেন তিনি, তাঁর কবরীভার বিগলিত হয়ে পড়ছিল, মালতীমালা খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছিল—কিন্তু তাঁর কোপের ফল শ্রমমাত্রেই পর্যবসিত হ'ল—এইরূপে প্রয়াস নিষ্ফল হলে মা যশোদা পুনরায় বন্ধনোপায় চিন্তা করতে লাগলেন।

১৩। আর, তখন মা যশোমতি কৌতুক-কোপবশতঃ এ-অদ্ভুত শিশুর বন্ধনে জেদ ধরলে উপস্থিত সুভ্রূদের চক্ষুস্থির হয়ে গেলো, গৃহের প্রতি শ্রদ্ধা বিগলিত হয়ে গেল, সমস্ত বিষয়ের অশেষ সংস্কার অন্তঃকরণ থেকে মুছে গেল তাঁদের—গৃহও ওদিকে হয়ে উঠল দামশূন্য।

১৪। কেউ কখনওই না-বাঁধতে পারে চিৎবস্তুকে, না-আনন্দকে, না-জ্ঞানকে, না-তেজকে—

চিদানন্দ-জ্ঞানমহোময়বপুষং তমসৌ বধ্নাতু ? তথাপি হি—

অন্তর্যস্য ন বিদ্যতে ন চ বহির্যোঽন্তর্বহিশ্চিত্তয়া-
নন্দত্বেন মহস্তয়া চ সদৃশঃ পূর্ণোঽপরিচ্ছেদবান্।
নো পূর্ব্বং ন পরঞ্চ যস্য তমহো মাতা কথং কোপতো
বধ্নীয়াদিতি তৎকৃপৈব কৃতিনী চিন্তান্বিতাঽবর্ত্তত ॥

১৫ । অথ তথাপি বন্ধনির্বন্ধনির্ভরপরিশ্রমলুলিত-কলেবরাং মাতরমভিবীক্ষ্য সঞ্জাতকরুণো ভজজ্জন-পরিশ্রমো নিজকৃপা চেতি দ্বাভ্যামেবায়ং বদ্ধো ভবতি, নান্যথেতি যাবত্তদ্দ্বয়ানুৎপত্তিরাসীত্তাবদেব

---

১৪ । অত্র সমাদধাতি—ন ক্বচিদিতি। চিৎ চৈতন্যং জ্ঞানম্, আনন্দনিষ্ঠমনুভবম্। উক্তমর্থমেব বিশদয়ন্ প্রস্তুতোপযোগিত্বেন শক্ত্যন্তরপ্রাদুর্ভাবমাহ—অন্তরিতি। বন্ধনং হি বহিঃ পরীতেন দাম্নান্তরাবৃত্তস্য সম্ভবতি। যস্য অন্তর্ন বিদ্যতে, বহিশ্চ ন বিদ্যতে, তত্র ক্ব বা দাম্না স্থাতব্যম্, কিং বা তেন বেষ্টনীয়ম্। তত্র অন্তরভাবে বহিরভাবে এব হেতুর্বহিরভাবে চ অন্তরভাব ইতি দ্বয়োঃ পরস্পর-সাপেক্ষত্বেন সিদ্ধত্বাৎ, কিন্তু সর্বেষামেব বস্তুনামন্তর্বহিশ্চ সদৃশ-স্তুল্য উভয়ত্রাপি বিদ্যমানত্বাৎ; কিঞ্চ পূর্বাপরবিভাগবদ্বস্তু পূর্বতো দাম ধৃত্বা পরতো বধ্যতে, যস্য ন পূর্বং ন পরঞ্চ তং কথং বধ্নীয়াদিতি। অত্র পূর্বং 'মাতর্ন মত্তাড়নাদিকং কার্যম্' ইত্যাদিকাকুভিঃ কারিতসত্যায়া অপি মাতুঃ স্ববন্ধনব্যবসায়মালোক্য কৃষ্ণস্য কুপিতশিশুহঠবত্তাস্বাভাব্যেন বন্ধনাসম্মতৌ জাতায়াং 'মৎপ্রভুং কা বধ্নীয়াৎ' ইতি তত্র বিভুতাশক্ত্যা স্বয়মেব প্রাদুর্ভূতম্, ততশ্চ তথাপি বন্ধননির্বন্ধানিবৃত্তিমতিশ্রমঞ্চ মাতুরালোক্য কৃষ্ণস্যৈব স্বপ্রৌঢ়ি-ত্যাগেচ্ছায়াং বিভুতাশক্ত্যা তত্রৈবান্তর্ভূতম্;—কৃষ্ণ-তদ্ভক্তয়োর্মধ্যে ভক্তস্যৈব প্রৌঢ়ের্বলবত্ত্বদর্শনাৎ; (ভা° ১।৯।৩৭) "স্বনিগমমপহায় মৎপ্রতিজ্ঞাম্" ইত্যাদেরিতি। ততশ্চ মাতুঃ শ্রমদর্শনজনিতস্নেহপরবশতয়া 'অধুনা মম বন্ধনমেব মম সুখদম্ ইত্যাকারায়াং মনোবৃত্তৌ কৃপাশক্ত্যা শক্ত্যন্তরবৃত্তিপরাভাবিন্যা প্রাদুর্ভূতমিত্যাহ—তৎকৃপৈবেতি। কৃতিনী পণ্ডিতা, অতিবিরুদ্ধমপি সমাধাতুমিত্যর্থঃ ॥

১৫ । ন্যূনতায়াং দ্ব্যঙ্গুলমাত্রত্বে রহস্যপ্রদর্শকং নিদানমাহ—ভজজ্জনপরিশ্রম ইতি। সিদ্ধ-সাধক-তারতম্যেন শ্রমস্যাল্পত্বে তারতম্যং জ্ঞেয়ম্, তথানুসারেণ কৃপায়া অপি তারতম্যং জ্ঞেয়ম্। শ্রমত্বঞ্চ লোকপ্রতীত্যৈব জাতরতিষু ভক্তেষু

তবে কি করে অহো এদের সকলের সমষ্টি চিদানন্দজ্ঞানতেজময় বপু এ-বালককে বাঁধা যাবে ?

এই সিদ্ধান্তর পুষ্টিসাধনে বলা হচ্ছে—যাঁর ভেতর নাই বাইরও নাই, যিনি চিৎ-আনন্দ-তেজ হওয়ার দরুণ সমস্ত বস্তুর ভেতর-বাইর এই উভয়ের তুল্যতা সম্পাদক এবং পূর্ণ, যিনি পরিচ্ছিন্ন নন, যাঁর পূর্বাপর নাই তাঁকে মা কি করে ক্রোধবশে বাঁধতে পারবেন ? এইরূপ ভাবনায় শ্রীকৃষ্ণের অতিবুদ্ধিমতি কৃপা চিন্তান্বিতা হয়ে পড়লেন।

গোপালের বন্ধনাঙ্গীকার :

১৫ । এততেও মা যশোদার জেদের অন্ত নাই—এই বন্ধনের জেদবশতঃ অতিপরিশ্রমে তাঁর দেহ টলতে লাগলো—আর এ-দেখে গোপালের চিত্তে করুণার উদ্রেক হ'ল। 'ভক্তের ভজনশ্রম, আর তদোত্থ কৃষ্ণকৃপা, একমাত্র এই দু-এর সংযোগেই কৃষ্ণ বদ্ধ হ'ন, এতে আর অন্যথা হয় না।'—

দাম্নাং দ্ব্যঙ্গুলন্যূনতাসীৎ, সম্প্রত্যুভয়মেব জাতমিতি পুনরুদ্যমমাত্রে তয়া ক্রিয়মাণ এব বন্ধনমুরীচকার ॥

১৬। ততঃ সিদ্ধার্থৈব সা সহচরবালকান্ প্রতি 'ভো ভো ভবদ্ভিরবলোকনীয়োঽয়ং স্বয়মাত্মানং মোচয়িত্বা যদি পলায়তে, তদাহমাকারণীয়া' ইতি প্রোচ্য পুরপুরন্ধ্রীভিঃ সহ ভবনমধ্যমাবিবেশ। গতায়াঞ্চ তস্যাং বিগতরোদনমলিনিমানমাননচন্দ্রমতিপ্রসন্নমাদধানো জননীকৃতো বন্ধঃ কার্য্যান্তরোপযোগী ভবত্বিতি পরমযোগীন্দ্রস্য নিজপরমপ্রিয়ভক্তস্য নারদস্য নারদস্য বচনামৃতমৃতমৃতমেব কর্ত্তুং তদভিশাপলব্ধতরুজন্মনোর্ধনদতনুজন্মনোর্নলকূবর-মণিগ্রীবয়োরনুগ্রহগ্রহিলমনা মন্দমন্দমুদূখলং বিকর্ষন্ জানুকরচংক্রমণেন তয়োরভ্যাসমভ্যাযযৌ ॥

১৭। তদনু সহচরবালকা অপি চলিতবন্তো দূরে সদসতোরিব একমূলয়োঃ, জ্ঞানকর্ম্মণোরিব পৃথক্-

---

কৃষ্ণসম্বন্ধেন তস্য সুখময়ত্বেনৈবানুভবাৎ। দ্বাভ্যামিতি প্রথমো ভক্তনিষ্ঠঃ, দ্বিতীয়ঃ কৃষ্ণনিষ্ঠো গুণস্তাভ্যাং হেতুহেতুমদ্ভ্যামিত্যর্থঃ। তয়া যশোদয়া ॥

১৬। নারদস্য 'নৄ বিক্ষেপে' ইত্যস্মাৎ, নারং তয়োর্মদিরাকৃতবিক্ষেপং দ্যতি শাপব্যাজেন খণ্ডয়তীতি তস্য; যদ্বা, 'নৄ নয়ে' ইত্যস্য রূপম্, নীতিপ্রদস্যেত্যর্থঃ। ঋতমেব সত্যমেব, অভ্যাসং নিকটম্। 'প্রণয়রসনয়া তন্মানসোদূখলান্তঃ, শ্বপচমপি নিবদ্ধো মোচয়ে মৃত্যুপাশাৎ। বিধিমপি পরিবধ্নামি দৃশং চেদবদ্ধো, মুনিমপি নয়কারাগারমধ্যে ক্ষিপামি ॥ ইতি বত মম বন্ধস্যৈব যন্মোচকত্ব-ব্রতমিহ ন জনস্তং সার্থকত্বং প্রযাতি। তদুপপুরভুবো দ্রাগর্জ্জুনৌ মোচয়ামী-,ত্যমৃশদিব মুকুন্দস্তৎসমীপং জিহানঃ ॥'

এই নিয়মে যতক্ষণ ঐ দুটির উৎপত্তি হয় নাই ততক্ষণই রজ্জুর দু'অঙ্গুলী ন্যূনতা ছিল, সম্প্রতি উভয়েরই উৎপত্তি হয়ে গেল, তাই পুনরায় মা উদ্যম করা মাত্রই বন্ধন স্বীকার করে নিলো বালগোপাল।

১৬। অতঃপর মা যশোদা কার্যসিদ্ধিতে তৃপ্ত হয়ে উপস্থিত শ্রীদাম সুদামাদি সখাগণকে বললেন—'আরে শোন শোন, তোমরা সকলে একে দেখে রাখবে, নিজে নিজে বন্ধন মুক্ত হয়ে যদি পালায় তবে আমাকে ডেকে দিবে' এই বলে পুরস্ত্রীগণের সঙ্গে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন তিনি।

তাঁরা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর রোদন থেমে গেলো, শ্রীমুখচন্দ্রের মলিনতা চলে গেল, প্রসন্নতায় ঝলমল করে উঠল সে, চিন্তা করলো আচ্ছা জননীকৃত বন্ধন কার্যান্তরের উপযোগী হো'ক-না কেন ?

যমলার্জুনভঞ্জন ঃ

এই ভেবে নিজপরমপ্রিয়ভক্ত, কুবেরপুত্রদ্বয়ের মদপানজনিত বিক্ষেপ-খণ্ডনকারী পরমযোগীন্দ্র নারদের সত্য-বচনামৃত সত্যই যাতে হয় তাই করবার জন্য তাঁর অভিশাপে তরুজন্ম প্রাপ্ত কুবেরপুত্র নলকুবের-মণিগ্রীবকে অনুগ্রহ করবার আগ্রহে মন্দ মন্দ উদূখল আকর্ষণ করতে করতে হামাগুড়ি দিয়ে তাঁদের নিকটে গিয়ে উপস্থিত হ'ল বালগোপাল।

পৃথক্কাণ্ডয়োঃ, সামযজুষোরিব বহুশাখয়োঃ, মহারাজকীর্ত্তিপ্রতাপয়োরিব বিদূরবিস্তারয়োর্গিরিবরঘন-বরয়োরিব মহাসারয়োর্বর্ষাশরৎকালয়োরিব বহুতরাব্দয়োঃ, ব্রহ্মাণ্ডবিরাড়্-বিগ্রহয়োরিব মহাস্থূলয়োঃ, ভীমানুজকার্ত্তবীর্য্যয়োরিবার্জ্জুন-নামধেয়য়োর্নকুল-সহদেবয়োরিব যময়োর্মহীরুহয়োঃ সমীপমুপসর্পন্তং তমালোক্য দিনকরকিরণাসহিষ্ণুতয়ানয়োর্মূলমবলম্ব্যত ইতি যদা বিতর্কয়াম্বভূবুঃ, তদৈব দৃশ্যমান এব তয়োর্মূলমধ্যমধ্যাস্য তির্য্যক্কৃতোলূখলঃ খলহন্তা স আশ্চর্য্যবালকোঽবালকোঽমলবপুরপূর্ব্বচিত্রচরিত্রো বিনা প্রযত্নেনৈব তাবদুলূখল-সঙ্ঘট্টনতঃ সমূলমুন্মূলয়ামাস॥

১৮। এবং তন্নামকীর্ত্তনেন সবাসনেঽংহঃসঙ্ঘ ইব তেন সমুন্মূলিতে তরুদ্বয়ে জগদণ্ডভাণ্ডবিবরবর্ত্তি-সকলশব্দ-নির্ব্বাপকঃ কশ্চন প্রলয়ঘনঘটানির্মুক্ত-মহাশনিপ্রকরভৈরবারাবানুকারী মড়মড়েতি ধ্বনিবিশেষঃ

১৭। সদসতোঃ স্থূলসূক্ষ্মতত্ত্বয়োরেকমূলয়োর্দ্বয়োরেব প্রকৃতিপুরুষভবত্বাৎ তুল্যকারণকয়োর্বিস্তারো বিস্তৃতিঃ; পক্ষে, বিটপঃ "বিস্তারো বিটপোঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ; মহাসারয়োরিতি গিরিবরে সারঃ স্থৈর্য্যম্, ঘনবরে আসারো ধারাসম্পাতঃ মহীরুহয়োঃ সারো মজ্জা ইতি, বহুতরাব্দয়োরিতি বর্ষাসু অব্দা মেঘাঃ, শরদি অপাং দা শুদ্ধিঃ 'দৈপ্ শোধনে' ইত্যস্মাদড়ি অব্দাঃ, মহীরুহয়োরব্দাস্তদ্দ্বয়োঃ পরিচ্ছেদকবৎসরাঃ। অবগতা ব্যস্ততয়া লম্বিতা অলকাশ্চূর্ণ-কুন্তলা যস্য সঃ, অমলশরীরঃ, সংঘট্টনতঃ সঞ্চালনাৎ॥

১৭। বালগোপাল চলছে, আর তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ শ্রীদাম সুবলাদি সখাগণ,—দূর থেকেই তাঁদের সকলের দৃষ্টি পড়ে গেলো দুটি মহীরুহের উপর, স্থূল-সূক্ষ্ম তত্ত্বের মূল যেমন এক তেমনই এই বৃক্ষ দুটির মূল এক, জ্ঞানকাণ্ড কর্মকাণ্ডের বিষয়বস্তু যেমন পৃথক্ পৃথক্ তেমনই এঁদের কাণ্ড পৃথক্ পৃথক্, সামবেদ যজুর্বেদ যেমন বহুশাখাসমন্বিত তেমনই এঁরা বহুশাখাসমন্বিত, মহারাজের কীর্তি ও প্রতাপ যেমন বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত তেমনই এঁরা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, গিরিবরের উৎকর্ষ যেমন মহান্ স্থিরতায় ও ঘনঘটার উৎকর্ষ যেমন ধারা সম্পাতে তেমনই এঁদের উৎকর্ষ অতি উত্তম মজ্জায়, বর্ষাকাল যেমন মেঘাড়ম্বরে ঢল ঢল ও শরৎকাল যেমন নির্মল জলে মনোহর তেমনই মহীরুহ দুটি বহুবৎসরের প্রাচীনতায় গম্ভীর, ব্রহ্মাণ্ড এবং বিরাট বিগ্রহ যেমন মহাস্থূল তেমনই এঁরা মহাস্থূল, ভীমের ছোট ভাই ও কৃতবীর্যের পুত্রের নাম যেমন অর্জুন তেমনই এঁদের নাম অর্জুন, নকুল সহদেব দু'ভাই যেমন যমজ তেমনই এ-মহীরুহ দুটি যমজ।

এই যমজ মহীরুহের নিকট গোপালকে যেতে দেখে শ্রীদামাদি সখাগণ যখন মনে মনে বিচার করছেন 'অহো সূর্যকিরণ সহ্য করতে না পেরেই বোধ হয় আমাদের সখা এই বৃক্ষ দুটির মূলে আশ্রয় নিচ্ছে' সেই অবসরে দেখতে দেখতেই ঐ যমজ বৃক্ষদ্বয়ের মূলমধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে এলোমেলো বিলম্বিত চূর্ণকুন্তলে শোভন, পবিত্রদেহ, অপূর্ব বিচিত্র-চরিত্র সেই খলহন্তা আশ্চর্য বলক উদূখলকে তেরছা করে একটিমাত্র ঝটকা টানে বিনা প্রযত্নেই বৃক্ষদ্বয়কে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলল।

১৮। শ্রীকৃষ্ণনামকীর্তনে যেমন বাসনার সহিত সমস্ত পাপ-অপরাধ সমূলে বিনষ্ট হয়ে যায়

সবিশেষমুৎপপাত, তদ্দ্বয়ঞ্চ নিপপাত। পতিতয়োশ্চ তয়োর্মধ্য এব স উলূখলনিবদ্ধস্তাদৃশেনাপি ভৈরবেন রবেণ নতরামুদ্বিগ্নমনা মনাগপি ন চকিতঃ প্রসন্নবদনস্তয়োরাত্মানাবিব মূর্ত্তিমন্তৌ পরমতেজস্বিনৌ দিব্যমূর্ত্তী পুরুষাবালোকয়ামাস। তাবপি শাপনির্মুক্তৌ নিত্যমুক্তমপি বদ্ধং নিত্যশুদ্ধমপি নবনীতাপহারদূষিতং জগদ্বন্ধমোচকমপি মাতৃবাৎসলেন স্বীকৃতবন্ধং তমভিতুষ্টুবতুঃ॥

১৯। 'জয় জয় সচ্চিদানন্দঘন! ঘনঘটামেদুর! দুরবগাহলীল লীলয়াকৃত-ধরণিতলাবতরণ, রণসর্বদানব সর্বদানব-পরাভব-ভবৎপটিমচটুলভুজবল জবলবোৎখাত-মহার্জুনদ্বন্দ্ব নির্দ্বন্দ্বনির্ভরপুরুকৃপ কৃপণজনবৎসল জনবৎসললিত-বিলাসব্রজ ব্রজপুরমঙ্গলাবতার তারকেশক্লেশকর-বদনবিম্ব বিম্ববন্ধুকরুচির-মধুরাধরধরণিতলালঙ্কারকার কারণহীনকৃপা-কৃপাণলতিকালূনয়াঽনাদ্যবিদ্যয়ানন্দিতমতিমজ্জন মতিমজ্জন-নির্বিষয়লীলাঽকূপার! পারমহংস্যপথাধিগম্য-চরণকমল! কমলজশিবকণ্ঠাদি-কণ্ঠাভরণীকৃতগুণগণ! গণনাতীত-লোকোত্তরপ্রভাব! প্রভাবহুল! বহুললিতবিহার! হারবিলসদ্বক্ষঃস্থল! স্থলকমলবিমলপদ-

১৮। প্রলয়কালীনাভির্মেঘঘটাভির্বিনির্মুক্তানাং বিস্ফুর্জিতানাং মহাবজ্রপ্রকরাণাং যো ভৈরবো ভয়প্রদ আরাবো ধ্বনিস্তমনুকর্তুং শীলং যস্য সঃ॥

১৯। রণে যুদ্ধবিষয়ে যে সর্বদৈব নবা অতিবলিষ্ঠত্বান্নবীনা ইব সর্বে দানবাস্তেষাং পরাভবনিমিত্তে, ভবৎ উৎপদ্য-

তেমনই সমূলে তরুদ্বয় যখন উৎপাটিত হয়ে গেল তখন জগদণ্ডভাণ্ডবিবরবর্ত্তী-সকলশব্দ-নির্বাপক, প্রলয়মেঘাড়ম্বর-নির্মুক্ত মহাবজ্রসমূহের ভয়প্রদ শব্দসদৃশ কোনও এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর 'মড় মড়' উচ্চ শব্দ অকস্মাৎ উত্থিত হ'ল,—আর সেই সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত হ'ল তরুদ্বয়।

ভূলুণ্ঠিত ঐ তরুদ্বয়ের একেবারে মাঝখানে অবস্থিত, উদূখলে নিবদ্ধ বালগোপাল তাদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দে একটুও উদ্বিগ্নমনা একটুও চমকিত হয়নি, সে প্রসন্নবদনে চক্ষু মেলে দেখতে পেলো তরুদ্বয়ের আত্মার মতো পরমতেজস্বী দিব্যমূর্তি দুটি পুরুষ। নিত্যমুক্ত হয়েও ভক্তিবদ্ধ, নিত্যশুদ্ধ হয়েও নবনীত অপহরণদোষে দূষিত, জগদ্বন্ধমোচক হয়েও মাতৃবাৎসল্যে বন্ধন-স্বীকারকারী বালগোপালকে সেই পুরুষদ্বয় শাপনির্মুক্ত হয়ে স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

যমলার্জুনের স্তুতি ঃ

১৯। জয় জয় সচ্চিদানন্দঘন, ঘনঘটামেদুর, দুর্বোধ্যলীল, লীলায়কৃত-ধরণি-তলাবতরণ, রণে সদা নবীন, সর্বদানব-পরাভব নিমিত্ত আবির্ভাবিত চাতুর্যে চটুল ভুজবল, শক্তির সামান্যমাত্র প্রয়োগেই যমলার্জুনভঞ্জক, উচ্ছলিত কৃপা মহাসাগর, দীনজনবৎসল, অশেষ সললিত নরলীল, ব্রজপুর মঙ্গলাবতার, চন্দ্রমার ক্লেশকর বদনমণ্ডল, জয় জয় বিম্বফল ও বাঁধুলি পুষ্পসম মধুর অধর, ধরণিতল অলঙ্কারকার, অহৈতুক কৃপারূপ খড়্গাদ্বারা অনাদি অবিদ্যা ছেদনহেতু আনন্দিত-বুদ্ধিমান জনের প্রাণারাম, বুদ্ধিপ্লাবী-বিষয়াতীত লীলাসমুদ্র, পরমহংসের ভজনপথে প্রাপ্য চরণকমল, ব্রহ্মা-শিবাদির দ্বারা আভরণস্বরূপে কণ্ঠে গৃহীত গুণসাগর, অগণিত অলৌকিক প্রভাব, প্রভা-বহুল

যুগ ! যুগচতুষ্ককৃতাংশাবতার ! তারকাবদগণেয়নামরূপ ! নির্মলযশোবদাত ! দাতরভিমতানামভিমতানামখিললোকনাথ ! নাথ নমস্তে নমস্তে। জগতি সমস্তে সমস্তে কোঽপরঃ, পরমপুরুষ ! তব কুহকং কুহ কং ন মোহয়তি, দুর্ঘটঘটনচাতুরী চাঽঽতুরীকরোতি কস্য ন মনো মনোরম ! মূর্তানন্দ নন্দনন্দন নন্দনবনবিহারিণাং মুকুটমহামারকত ! কতমো ভবন্তমুত্তমশ্লোকমুপশ্লোকয়িতুমর্হতি। ত্বমসি মূর্তামূর্তানন্দত্বেন ব্যক্তাব্যক্তাকারতয়া, নন্দয়সি নিজভজনকারিণোঽধ্যাত্মবিদশ্চ। তেন নিরর্গলগলদমন্দচিন্মকরন্দমন্দাকিনীমেদুরে তব চরণারবিন্দে বিন্দেব রতিমরতিমপাকুরু ॥

২০। কিঞ্চ, বাঞ্ছাবহে কিমপি নাঽপরমার্তবন্ধো, ত্বৎপাদপঙ্কজপরাগনিষেবি-সঙ্গাৎ।
শাপোঽপি যন্মুনিপতেরভবৎ প্রসাদঃ, কৈর্নাদ্রিয়েত তদহো মহতাং প্রসঙ্গঃ ?

২১। বাগস্তু তে স্তুতিষু তাবকপাদপদ্ম-,ধ্যানে মনস্তব কথাশ্রবণে শ্রুতী চ।
কিং ভূরিণা বত হৃষীকপতেঽস্মদীয়ঃ, সেবারসেন রসিকোঽস্তু হৃষীকবর্গঃ ॥

মানম্, পটিম্নি চাতুর্যে, চটুলং ত্বরাযুক্তং ভুজবলং যস্য হে তথাভূত ! জনবৎ লোকানুকারী সললিতো বিলাসসমূহো যস্য ; কারণহীনা নির্হেতুকা কৃপৈব কৃপাণলতিকা খড়্গলতিকা তয়া লূনয়া ছিন্নয়া অনাদিরূপয়া বিদ্যয়া হেতুনা আনন্দিতা মতিমন্তো জনা যেন ; মতের্বুদ্ধির্মজ্জনমাপ্লাবো যত্র স চ নির্বিষয়ো বিষয়াতীতশ্চ লীলাসমুদ্রো যস্য ; "সমুদ্রোঽব্ধিরকূপারঃ" ইত্যমরঃ ; নির্মলৈর্যশোভিরবদাতো শ্বেতীকৃতেত্যর্থঃ। অভিমতানামভিমানবিষয়াণাম্, অভিমতানামভীপ্সিতানাম্, দাতঃ হে দায়ক ! 'নমস্তে নমস্তে' ইতি হর্ষেণ দ্বিরুক্তিঃ। সমস্তে জগতি তে তব সমোঽপরঃ কঃ, ত্বমেব

-বহু ললিত বিহার, হারে শোভিত বক্ষস্থল, স্থলকমল বিমল পদযুগল, চারিযুগে অবতীর্ণ অংশাবতার, জয় জয় তারকাবৎ অগণিত নাম-রূপ, নির্মল যশোবদাত, অভিমানের এবং অভীপ্সিত বিষয় দাতা হে অখিললোকনাথ, হে নাথ আপনাকে প্রণাম করি প্রণাম করি, সমস্ত জগতে আপনার সম কেবা আছে হে, আপনিই আপনার সম, হে পরম পুরুষ, আপনার মায়া কোথায় কা'কে না মোহিত করে, আপনার দুর্ঘটঘটনচাতুরী কার-না মন ব্যাকুলিত করে হে মনোরম, হে মূর্তানন্দ নন্দনন্দন নন্দনবনবিহারী দেবতাদের মুকুটমহামরকতমণি ! উত্তমশ্লোক আপনার যশ-বর্ণনে কে বা সমর্থ হবে, আপনি মূর্তামূর্ত আনন্দ বলে এবং সবিশেষ নির্বিশেষ উভয় স্বরূপে বিদ্যমান বলে নিজভক্তদের এবং জ্ঞানিদের উভয়ের আনন্দদাতৃ ;—অতএব প্রার্থনা যেখান থেকে নিরন্তর ক্ষরিত হচ্ছে উত্তম চিৎমকরন্দ-মন্দাকিনী সেই অতিস্নিগ্ধ আপনার চরণারবিন্দে প্রদান করুন রতি, আর দূর করুন অপ্রীতি আমাদের দু'জনের।

২০। আরও, হে আর্তবন্ধো, আপনার পাদপঙ্কজ-নিষেবি ভক্তসঙ্গবিনা অপর কিছুই বাঞ্ছা করি না, যেহেতু মুনিপতি নারদের শাপও প্রসাদ হয়েছে, অতএব অহো কে-না মহৎপ্রসঙ্গের আদর করে ?

২১। আপনার স্তুতিতে আমাদের বাণী, আপনার ভক্তের পাদপদ্মধ্যানে মন, আপনার কথা শ্রবণে শ্রুতি নিয়োজিত থাকুক, হে হৃষীকেশ, অহো আর অধিক বলার কি আছে আমাদের

২২। দেবর্ষিণা তব পদাব্জমধুব্রতেন, ভূয়নকারি বত নৌ শপতা প্রসাদঃ।
লীলালবোঢ়জগদণ্ডপরঃসহস্রো, যেন ত্বমক্ষিবিষয়োঽদ্ভুতবালখেলঃ ॥
২৩। কে বর্ণয়ন্তু ভগবন্ ভবতো জনন্যাঃ, সৌভাগ্যমেতদতিভূরি যয়াসি বদ্ধঃ।
যস্যৈকলেশশতভাগমপীহ নাপু-,র্ব্রহ্মা শিবঃ শতমখশ্চ মহর্ষয়শ্চ ॥
২৪। ন জ্ঞানিনাং সকলবেদবিদাং চ ভূমন্, যোগৈকনিষ্ঠমনসাং চ ভবান্ সুখাপঃ।
তেষামতীবসুলভস্ত্বমসীহ যেষাং, নন্দাত্মজে ত্বয়ি রতির্নরবাললীলে ॥

২৫। তদনুজানীহি নাথ! নাথয় নৌ মনোরথং যথা ভবদীয়চরণারবিন্দ এব রতিমুদ্বহন্তৌ হন্তৌচিত্যেন প্রারব্ধফলমুপভুঞ্জানৌ সময়ং গময়াবহে ॥'

২৬। ইতি যাবদন্তর্হিত্য তৌ দিশমুত্তরামুপযযতুস্তাবদেব দেব-দিঙ্নাগ-নাগপুরনাগরীবাধির্য-

---

ত্বৎসম ইত্যর্থঃ তত্র হেতুঃ—তব কুহকং মায়া কুহ কুত্র কং ন মোহয়তি, কুত্রেত্যর্থে কুহেত্যব্যয়ম্, আতুরীকরোতি ব্যাকুলীকরোতি, উপশ্লোকয়িতুং শ্লোকৈরুপস্তোতুম্, মূর্ত্তামূর্ত্তেত্যাদি যথাসংখ্যেনার্থৌ জ্ঞেয়ঃ, বিন্দেব লভেবহি ॥ (২০,২১)

২২। লীলালবেন উঢ়মাত্মনি ধৃতং জগদণ্ডানাং পরঃসহস্রং যেন সঃ, তথাভূতোঽপি অদ্ভুতা বালখেলা যস্য সঃ ॥

২৩। যস্য সৌভাগ্যস্য ॥ (২৪)

২৫। নৌ আবাং মনোরথং বাঞ্ছিতং নাথয় যাচয়, প্রার্থনাং কারয় ॥

সমস্ত ইন্দ্রিয় আপনার সেবারসে রসিত হোক।

২২। আপনার পদকমলমধুকর দেবর্ষি নারদ শাপ দিতে দিতে আমাদের মহান্ কৃপা করেছেন, যে কৃপার ফলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডধারী অদ্ভুত বাললীল আপনি আমাদের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হয়েছেন অবলীলাক্রমে।

২৩। হে ভগবন্, আপনি যাঁর ভক্তিবদ্ধ সেই জননীর অতি মহান্ এই সৌভাগ্যের কথা কে বর্ণন করতে সক্ষম হবে, যে সৌভাগ্যের শতাংশ ভাগও ব্রহ্মা পায় নাই, শিব পায় নাই, ইন্দ্র এবং মহর্ষিগণও পায় নাই।

২৪। হে ভূমন, আপনি জ্ঞানিগণের, সকল বেদবেত্তা কর্মিগণের, ও একনিষ্ঠমনা যোগীগণের সুখাপ নন,—কিন্তু যাঁদের নন্দাত্মজ নরবাললীল আপনাতে রতি আছে এই ভূলোকে তাঁদের অতীব সুলভ আপনি।

২৫। অতএব হে নাথ, আমাদের আজ্ঞা করুন, আমাদের মনোভীষ্ট প্রার্থনা করান, যাতে অধঃপতিত আমরা দু'ভাই ভবদীয় চরণারবিন্দেই প্রীতি ধারণ করতে থাকি, আর খুশি মনে প্রারব্ধ ফল ভোগ করতে করতে সময় কাটাতে থাকি।

দামবন্ধন-মোচন ঃ

২৬। এইরূপে প্রার্থনা করবার পর নলকুবের মণিগ্রীব যেই অন্তর্হিত হয়ে উত্তর দিকে চলে

কারিণা ত্রাসিতঘোষেণ ঘোষেণ তেন পততোর্লব্ধশাপ-সংযময়োর্যময়োরর্জুনয়োর্গতরসা তরসা সর্বৈব বাল-বৃদ্ধনর-নারীসংহতিভির্ব্রজেশ্বরী চ বিতর্কং পুরস্কৃত্য কৃত্যপরাঙ্মুখহৃদয়া হৃদয়ারূঢ়পরমশঙ্কয়া কয়াচন তত্রৈবোপসসাদ ॥

২৭। আগত্য চ ভগবতে বালকৃষ্ণায় দণ্ডবৎপ্রণামার্থ্যং পতিতায়া ভুবো হস্তাবিব পাতালবিবরাদ্-যুগপদূর্দ্ধমুত্থায় পৃথগ্‌যিযাসন্তাবজগরাবিব ভগবতৈব যুগপৎ পাতিতাবাদিদৈত্যৌ মধুকৈটভাবিব পতিতৌ মহাক্রমাবন্তরাঽন্তরায়-রহিতমনাকুলমকুতোভয়ং কুতোঽভয়ং বিতরন্তমিব তং বালমুকুন্দং মুকুন্দং নিধিমিব বিলোকয়ন্তঃ 'কিমিদং কিমিদমহো বিনা বাত্যয়াঽত্যয়াসাদনেন ভুবি নিপতিতাবেতৌ মহার্জুনৌ কস্মাদকস্মাদয়ং বোভয়তো ভয়তোদকরাবেতাবন্তরান্তরালেখ্যগতং নবপয়োদ-শকলমিব শিশুরয়ং সমু-জ্জিহীতে হী তে ন ভাগ্যং নোঽধিককতরং বলীয়ো যদয়ং নিরাকুল এবাস্তে ॥

২৬। দিগ্‌নাগা দিগ্‌গজাঃ, ত্রাসিতো ঘোষো গোকুলং যেন তেন ঘোষেণ হেতুনা গতো রসো যস্যাঃ সা ॥

২৭। হস্তাবিতি ইয়ত্তয়া দ্বয়োরন্যূনাতিরিক্তত্বম্, অজগরাবিবেত্যতিদৈর্ঘ্যম্, মধুকৈটভাবিবেতি ভয়ানকত্বমুক্তম্, অন্তরা মধ্যে অন্তরায়ৈর্বিঘ্নৈ রহিতম্, কুত ইতি কুঃ পৃথিবী তস্যৈ, সার্ববিভক্তিকস্তসিঃ; অভয়ং বিতরন্তং দদতমিব মুকুন্দং তন্নামানম্; তথা চ ক্রমদীপিকায়াম্—"ইন্দ্রনীলমুকুন্দাক্তান্ মকরানঙ্গবচ্ছপান্। শঙ্খপদ্মাদিকাংশ্চৈব নিধীনষ্টৌ ক্রমাদ্-যজেৎ॥" ইতি। অত্যয়াসাদনেন নাশপ্রাপ্ত্যা, "দিষ্টান্তঃ প্রলয়োঽত্যয়ঃ" ইত্যমরঃ; কৃষ্ণস্য ভয়করৌ আত্মনশ্চ তোদ-করৌ ইত্যুভয়তোদকরৌ, অন্তরালেখ্যমন্তশ্চিত্রম্ সমুজ্জিহীতে সমুদ্গচ্ছতি, হীতি বিস্ময়ে ॥

গেলেন তখনই লব্ধশাপ সমাপ্তি কালে যমলার্জুনের পতনহেতু দেবতা-দিগ্‌গজ-নাগপুরনাগরীগণের বধিরতাকারী গোকুলের ভীতিকর যে ভয়ঙ্কর শব্দ হলো তার দ্বারা শুষ্কহৃদয়া সকল বালবৃদ্ধনারীগণ তথা ব্রজেশ্বরী নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করতে করতে সমস্ত কর্তব্য থেকে পরাঙ্মুখ হয়ে কোনও বিশেষ শঙ্কায় আকুলচিত্তা হয়ে দ্রুত সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

২৭। এসেই তাঁরা ভগবান্ বালকৃষ্ণকে দণ্ডবৎ প্রণামার্থে লম্বা হয়ে পতিত পৃথিবীর বাহুযুগলের মতো, পাতাল-বিবর থেকে যুগপৎ ঊর্দ্ধে উঠে এসে পৃথক্ পৃথক্ গমনেচ্ছুক অজগরের মতো, ভগবানের দ্বারা যুগপৎ ভূপাতিত আদিদৈত্য মধুকৈটভের মতো ভূতলে পতিত দুই মহাক্রমের মধ্যে নির্বিঘ্ন-অনাকুলিত-অকুতভয় অবস্থায় পৃথিবীকে যেন অভয় দান করছেন এই ভাবে বিরাজমান মুকুন্দকে মুকুন্দমণির মতো দেখতে দেখতে বললেন—'অহো এ-কি এ-কি বিনা-ঝড়ে কি করে অকস্মাৎ এই মহার্জুনযুগল বিনষ্ট হয়ে ভূমিতে নিপতিত হল—অহো এই দেখ আমাদের বালকের ভয়প্রদ আর আমাদের দুঃখপ্রদ এইরূপে উভয়ের দুঃখদায়ক এ দুই বৃক্ষের মধ্যে চিত্রে অঙ্কিত নবমেঘখণ্ডের মতো আমাদের শিশু ঐ উজ্জ্বল ভাবে দীপ্তি পাচ্ছে—অহো আমাদের ভাগ্য অধিকতর বলবান্ যেহেতু এ-বালক নিরাকুল অবস্থায় বিরাজিত রয়েছে।

২৮। কিমেনয়োশ্চিরকালীনতয়োপনতয়োপপ্লবকারিণ্যা জরত্তরতয়া মূলমেব বিজীর্ণম্, তেন নিজবিস্তারভারেণৈবানয়োর্নিপাতঃ ? ন চ তথা, মূলমনয়োঃ সরসমেব, সমে বহুলশিফানিবহে স্নিগ্ধতা স্থূলতা চেতি মীমাংসমানেষু সমানেষু সুখদুঃখাভ্যাং ব্রজজনেষু ব্রজপুরপুরন্দরোঽদরোদিত-স্মিত-সুধালেশপেশলাস্যং লাস্যং কুর্বতৈব মনসা ত্বরমাণেন পিতরমালোক্য সমুল্লসন্তমুল্লসন্তং বালকৃষ্ণং মোচয়িত্বাঽঙ্কেকৃত্য কৃত্যকোবিদামপি সভার্য্যাং স ভার্য্যাং 'মহদনার্যং কৃতং ভবত্যা' ইতি জুগুপ্সমানো গর্গগিরমনুস্মৃত্য স্মৃত্যবিরোধেন জ্ঞাতমহিম্নঃ পুত্রস্যৈবেয়ং কৃতিরিতি মনসি বিদাঞ্চকার ॥

২৯। তস্মিন্নেব সময়ে সহচরাঃ শিশবোঽপি 'ভো ভো অনেনসানেন সাম্প্রতং তির্যগেব কৃত্বোলূখলং সমেখলং সমেতভরেণাকর্ষণেন সমূলমুন্মূলিতাবেতৌ' ইতি যদূচিরে, চিরেণাঽপি ন তৎ কেঽপি প্রতীয়ুঃ। অনন্তরং কৃতস্বস্ত্যয়নং সকলস্বস্ত্যয়নং তং বালকৃষ্ণং দধিদূর্বাক্ষতাদিনাক্ষতাদিনারায়ণগুণাধিক-গুণং নির্মঞ্ছ্য কৃতমঙ্গলতূর্যঘোষেণ ভাবনং প্রবেশয়ামাস ঘোষাধীশঃ ॥

২৮। উপনতয়া প্রাপ্তয়া, সমে দ্বয়োরপি তুল্যে শাখাসমূহে, মীমাংসমানেষু বিচারয়ৎসু। সুখদুঃখাভ্যামিতি কৃষ্ণস্য স্বস্তিদৃষ্ট্যা ভয়সম্ভাবনয়া চ। পেশলং সুন্দরম্, "পেশলো রুচিরে দক্ষে" ইতি বিশ্বঃ। সমুল্লসন্তমিতি পিতরমিত্যস্য বিশেষণম্, মুদা লসন্তমিতি বালকৃষ্ণমিত্যস্য, স নন্দো ভার্যাং শ্রীযশোদাং সভাসু আর্যাম্, অনার্যং নিন্দ্যং জুগুপ্সমানো নিন্দন্ গর্গগিরং (ভা০ ১০।৮।১৯) "নারায়ণসমো গুণৈঃ" ইত্যাদিকাং স্মৃত্যবিরোধেন ধর্মশাস্ত্রোক্তং যৎ কৃষ্ণস্যৈশ্বর্যং তদ্-যথার্থতয়া প্রকারান্তরেণ জ্ঞাতমপি নন্দবাৎসল্যস্য বিরোধং নাকরোদিত্যর্থঃ। যদ্বা, স্মৃতিরিচ্ছা তদবিরোধেন পুত্রপ্রভাবঃ পিত্রোঃ সুখায়ৈব স্যাদিতি "স্মৃতিরিচ্ছা তয়োর্ধর্মসংহিতায়ামপি স্মৃতিঃ" ইতি বিশ্বঃ ॥

২৮। 'বহুকালের প্রাচীনত্ব হেতু উৎপাতজনক অতিবৃদ্ধ অবস্থা এসে গিয়েছে বলেই কি এদের মূল একেবারে জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছে, যার ফলে নিজ বিশাল দেহভারেই এদের পতন হল ? না, তা-ও তো না, এঁদের মূল তো সরসই দেখা যাচ্ছে—দুয়েরই একই রকম বহু শাখানিকরে স্থূলতা-স্নিগ্ধতা রয়েছে দেখছি'—সুখে-দুঃখে সমভাবাপন্ন ব্রজবাসিগণ যখন এরূপ বিচারে ব্যস্ত রয়েছেন সেই অবসরে ব্রজপুরপুরন্দর স্মিতসুধালেশে সুন্দর মুখো, নৃত্যপরায়ণ নটের মতো চঞ্চল মনা, উল্লসিত এবং পিতার দর্শনে আনন্দে উচ্ছলিত বালকৃষ্ণের বন্ধনমোচন করে দিয়ে তাকে কোলে তুলে নিয়ে সর্বকর্মে পারদর্শিনী সভাতে সম্মানীয়া নিজ ভার্যাকে এইভাবে নিন্দাবাদ করলেন—'অহো এ তুমি বহুতরই অন্যায় কার্য্য করেছ।' কিন্তু 'এ-বালক নারায়নসম গুণবান্ হবে' ইত্যাদি গর্গবাক্য স্মরণ করে তিনি মনে মনে জানলেন ধর্মশাস্ত্র অনুসরণে জ্ঞাতমহিম পুত্রেরই এই কর্ম।

২৯। ঠিক সেই সময়ে শ্রীদামাদি সহচর বালকগণ বলে উঠলো—'শুনুন শুনুন নিরপরাধ এ-কানাই এই এক্ষণই সমেখল উদূখলকে তেরছা করে জোরে আকর্ষণ করতেই বৃক্ষদুটি সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়ে গেলো'—তাঁরা যদিও বার বার এরূপ বলতে লাগলো কিন্তু কেউ তাঁদের কথা বিশ্বাস করলো না, অনন্তর ঘোষেশ্বর নন্দবাবা সমস্ত মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ নারায়ন হতে অধিক গুণসম্পন্ন এই

৩০। অথ তত্রৈব কদাচন ধূলিখেলালসং লালসং বয়স্যবালকেষু নিজপরাগপটলেন ধূসরমিন্দীবরমিব ধূলিধোরণি-কলিলমমলকলেবরমভ্রবিভ্রমং ভ্রমন্তমিতস্ততস্ততখেলনকুতুকাবেশেন গমিতামিতকালং সরামমভিরামচরিতং যথাকালমালয়মপ্রাপ্তমবলোক্য সখেদয়া দয়াবত্যা ব্রজপুরপরমেশ্বর্যা প্রহীয়মাণা-হহীয়মানানন্ত-পরম-সুকৃতাধিরোহিণী রোহিণীদেবী ত্বরিতমাগত্য গত্যবসাদেনাপ্যসন্নপদকমলা দূরত এব 'তাত! প্রাতরারভ্য সন্তত-তন্যমানখেলয়াহহলয়াগমনমপি বিস্মৃতম্; গগনমধ্যমধ্যবরুহ্য তপতি ললাটন্তপস্তপন এষঃ; কথমনেন নবনীতকোমলেন বপুষা ঘনঘর্মাঘাতমপি সহসে? সহসেমং খেলারস-মপহায় সহ সহচরৈরেব সমেহি, সমে হি কালে কৃতমজ্জনো ভবদভিরামেণ রামেণ পূর্বজনিনা সহ কৃতাসনো জননীমনঃ প্রমোদয়' ইত্যুচে॥

৩১। ইতি তদুক্ত্যাপি যদি খেলাতো ন বিররাম রামকনীয়াংস্তদা গৃহগতায়াং রামমাতরি মাত-

২৯। অনেনসা অনঘেন অনেন কৃষ্ণেন সমেখলং মেখলা সহিতং সমেতভরেণ সংপ্রাপ্তভরেণ তস্যাকর্ষণেন অক্ষতং ক্ষতাভাবঃ॥

৩০। ধূলিখেলায়াং রসো যস্য তম্, লালসীতীতি লালস্যত ইতি বা পচাদ্যচ্ লালসম্ ধূলীনাং ধোরণীভিঃ শ্রেণীভিঃ কলিলং সঙ্কীর্ণম্; অভ্রবিভ্রমমিতি পুনরভ্রোপমা ইতস্ততো ভ্রমণসাধর্ম্যেণ লীলামৃতবৃষ্ট্যা চ, ততো বিস্তৃতঃ খেলনে এব যঃ কুতুকাবেশস্তেন; প্রহীয়মাণা প্রস্থাপ্যমানা, বর্তমানসামীপ্যে বর্তমানবত্ত্বাৎ প্রহিতেত্যর্থঃ; অহীয়মানানি ত্যক্তু-মযোগ্যানি অনন্তানি পরমসুকৃতানি অধিরোঢুমধিরোহয়িতুং বা শীলমস্যাঃ সা; ন সন্নে বিশীর্ণে পদকমলে যস্যাঃ সা। রামকৃষ্ণয়োর্দর্শনসুখাবেশাদিতি ভাবঃ। ললাটন্তপ ইতি (পা০ ৩।২।৩৬) "অসূর্যললাটয়োর্দৃশিতপোঃ" ইতি খশ্॥

বালকৃষ্ণের শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করবার পর আরত্রিক করিয়ে মৃদঙ্গ-পনবাদি নানাবাদ্যযন্ত্রের ধ্বনির সহিত গৃহে প্রবেশ করালেন।

গোপালের প্রীতিভাজন :

৩০। অতঃপর এইরূপে কখনও ধূলিখেলারসে লালস, ধূলিজালে ধূসরিত অমল কলেবর, নিজপরাগনিকরে ধূসরিত নীলকমলের মতো নয়নাভিরাম, ইতস্ততঃ ভ্রমণে মেঘভ্রান্তি উৎপাদক, বয়স্যগণের মধ্যে নানাবিধ খেলন-কৌতুকাবেশে বহুকাল স্থিত গোপালকে বলরামের সহিত যথাসময়ে গৃহে ফিরতে না দেখে দুঃখান্বিতা করুণাময়ী ব্রজপুরপরমেশ্বরী অক্ষীণ-অনন্ত-পরমসুকৃতির সোপান-স্বরূপ রোহিনীদেবীকে ডাকতে পাঠালেন। দ্রুত চলার পরিশ্রমেও অশ্রান্ত পদকমলা রোহিনীদেবী তাড়াতাড়ি এসে দূরে দাঁড়িয়েই বললেন—'ওহে বাপধন, সকাল থেকে নিরন্তর নানাবিধ খেলায় মত্ত হয়ে ঘরে ফেরাও যে ভুলে গিয়েছ—সূর্য মধ্যাকাশে আরোহণ করে তোমার ললাটতটকে সন্তপ্ত করছে, কি করে তোমার এই নবনীত কোমল দেহে এই ঘনঘর্মাঘাত সহ্য করছ, এখনই এ-খেলারস ত্যাগ করে সহচর বালকগণসহ চলে এসো, যথাকালে স্নান করে তুমি নয়নাভিরাম বড়ভাই রামের সহিত আহারে বসে জননীর মনকে প্রমোদিত করো।'

রিশ্ববেগতো গতোৎসাহা ব্রজেশ্বরী স্বয়ং স্বযন্ত্রণয়া ত্বরিতমাগত্য রামমামন্ত্র্য নিজগাদ—'বৎস রাম ! ত্বরিতমেহি, মে হিতং বচনমাকর্ণয়, তব মুখমীক্ষমাণো ব্রজপুরপুরন্দরোঽপি নিরশন এব বর্ততে।' বিশেষতশ্চ আহ—'হে বৎস ! কৃষ্ণ ! ভবতোঽদ্য জন্মর্ক্ষযোগে মঙ্গলাভিষিক্তঃ ক্ষিতিসুরবরাশিষা সমর্চিতঃ সমাচারসমুচিতং ত্বমপি তেভ্যঃ কনকবসনাদি জনকোপনীতমুপকল্প্য জনকেন সহ ভোক্তুমর্হসি ॥'

৩২। ইতি নিগদন্তী দন্তীন্দ্রগামিনী নিকটমভ্যেত্য 'বৎস এহি' ইতি কৃষ্ণকরকমলমাধৃত্য বলদেবমগ্রতঃ কৃত্বা সহচরানপি সহানয়ন্তী নয়ং তীব্রমুপপাদয়ন্তী স্বয়মেব সহোদরয়োরয়োপনায়িত-মঙ্গলাভ্যঙ্গোদ্বর্তন-স্নপন-মার্জন-পরিধাপনানুলেপন-ভূষণ-মালাদি-সকলসামগ্রীকা দলদিন্দীবর-সোদরতঃ কলেবরতো বরতো ধূলীমপনীয়াতিমিততিমিতবসনশকলেন পরিমৃজ্য চ পুনরভ্যঙ্গাদিনোপচর্য্য তদবসরমীক্ষমাণস্য ব্রজরাজস্যাভিমুখমুপনিনায় রামকৃষ্ণৌ ॥

৩১। মাতরিশ্ববেগতঃ পবনবেগেন ত্বরিতমাগত্য স্বযন্ত্রণয়া স্বখেদেন স্বভাবত এব সদা দানপ্রিয়ং কৃষ্ণং তদুৎসাহমুৎপাদ্য খেলাতো নিবর্ত্তয়তি—বিশেষতশ্চেতি ॥

৩২। নয়ং তীব্রমিতি মাতুরীদৃশ্যেব নীতিঃ প্রশস্যতে, যৎ পুত্রস্য খেলাসুখমপীয়ং ন সহতে ভোজনাপেক্ষয়েতি ভাবঃ। রয়েণ বেগেন উপনায়িতা দাসীবৃন্দদ্বারৈব নিকটমানায়িতা মঙ্গলাভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদি-সামগ্রী যয়া সা। বিকসিতনীলাম্বুজসদৃশাদঙ্গাৎ প্রথমং স্বপাণিভ্যাং স্বাঞ্চলেন বা ধূলীমপনীয় পুনরতিসূক্ষ্মধূলীনিরসনায় অতিমিতমতিপরিমিতং মহাসূক্ষ্মতন্তুময়ত্বাৎ তিমিতমার্দ্রীকৃতম্; 'তিম ষ্টিম আর্দ্রীভাবে' ইতি ধাতুঃ ॥

৩১। রোহিণীদেবী এরূপ বলা সত্ত্বেও রামানুজ শ্রীকৃষ্ণ যদি খেলা থেকে বিরত না হল, রামমাতা একা ঘরে এলেন, তাঁকে একা দেখেই বেদনাভারে গতোৎসাহা ব্রজেশ্বরী স্বয়ং বায়ুবেগে অতি শীঘ্র খেলাস্থানে গিয়ে রামকে সম্বোধন করে বললেন—'বৎস রাম, তাড়াতাড়ি এসো, আমার হিতবাক্য শোন, তোমার মুখ চেয়ে চেয়ে ব্রজপুরপুরন্দর না খেয়ে বসে আছেন। আরও বিশেষ কথা—'হে বৎস কৃষ্ণ, আজ তোমার জন্মনক্ষত্রযোগ, এই যোগে মাঙ্গলিককর্মের দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে, ও ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিশেষ আশীর্বাদযোগে অর্চিত হয়ে পিতৃদেব কর্তৃক আনীত উৎসব-সমুচিত কনক-বসনাদি ব্রাহ্মণগণকে দান কর, অতঃপর পিতার সহিত ভোজনের জন্য প্রস্তুত হও।'

৩২। এইরূপ বলতে বলতে গজগামিনী যশোদাদেবী নিকটে এসে 'বাছা এসো' বলে হাত ধরে বলদেবকে অগ্রে করে সখাগণসহ কৃষ্ণকে ঘরে নিয়ে এলেন। প্রশংসনীয় জননী-নীতি-অনুসরণে আপনা থেকেই চিত্তে চঞ্চলতা ভাবের উদয়ে মা যশোদা দাসীগণের দ্বারা দ্রুত মাঙ্গলিক-দ্রব্য তৈল-হরিদ্রা-গন্ধ-স্নানের জল-গামছা-পরিধেয় বস্ত্র-কস্তুর্য্যাদি অনুলেপন-ভূষণ-মালাদি সকল সামগ্রী আনিয়ে নিলেন, প্রফুল্ল কৃষ্ণাঙ্গ থেকে ধূলি দূর করে অতি পরিমিত আদ্র বস্ত্রখণ্ডের দ্বারা পরিমার্জিত করে তৈল-হরিদ্রাদি দ্বারা পুনরায় সাজিয়ে কৃষ্ণাগমনপথ চেয়ে অপেক্ষমান ব্রজরাজের সম্মুখে রামকৃষ্ণ দু'ভাইকে উপস্থিত করিয়ে দিলেন।

৩৩। উপসন্নয়োশ্চ তয়োঃ প্রমুদিতমনা মনাক্ স্মিতপূর্বমবেক্ষ্য বদনং নিজমঙ্কমারোপয়ামাস ব্রজরাজঃ ॥

৩৪। তদনু তনয়াভ্যাং সহভোজনারম্ভে সহোপসন্নান্ সহচরানপি ভগবজ্জননী নিজতনয়সাধারণ্যেন ভৃত্যজনৈঃ কারিতাভ্যঙ্গাদি-সকলোপচারান্ সমাহূয় কৃষ্ণেন সহৈব বিধিবদাশয়িত্বা নিজগৃহান্ প্রাপয়িষুরপি 'বৎসাঃ! মা পরমেতাবন্তং কালং খেলনীয়ম্; যদ্যপ্যয়মতিচঞ্চলো মদ্বালঃ খেলাং ন পরিহরতি, তথাপি ভবদ্ভিঃ ক্ষণমেব খেলিত্বা মদ্গৃহে স্বগৃহে বাগন্তব্যম্। তথা সতি কথমেকক এষ খেলতু' ইতি সদয়ং তান্ বিসর্জয়ামাস ॥

৩৫। অথাপরেদ্যুরপি কয়াপি ফলবিক্রয়িণ্যা 'কেন ক্রেয়াণি ফলানি' ইতি নীতিচতুরয়া রয়াসাদিতব্রজরাজপুরদ্বারয়া পুনরুদীরিতে ব্যবহারে হারেণ বিলসদুরঃস্থলঃ স্থলকমলচরণঃ করপুটপুটকিনীপ্রসূনাভ্যাং গৃহান্তরতঃ ক্রমনির্গলনেন দ্বিত্রধান্যাবশিষ্টং ধান্যাঞ্জলিমাদায় ঝণঝণৎকারিকাঞ্চনকিঙ্কিণীকো বহিরিয়ায় যদা, তদা জলমুক্তামমুক্তাহমলং মূর্তানন্দকন্দকল্পং তমালোক্য মুগ্ধাত্মানমপি বিস্মরন্তী সা সুকৃতবতী কৃতবতী করকমলাঞ্জলিপ্রপূরং ফলবিতরণম্। অথ তস্যা ভাজনান্তরে জনান্তরেণালক্ষিতানি রত্নান্যেব বভূবুঃ ॥

৩৩। তয়োর্বদনং স্মিতপূর্বং মনাগবেক্ষ্যেতি হর্ষসঙ্গোপকমতিগাম্ভীর্যং দ্যোতিতম্ ॥ (৩৪)

৩৫। করপুটে এব পুটকিনীপ্রসূনে কমলে তাভ্যাম্; "নালীকিনী পুটকিনী বিসিনী নলিনীতি চ" ইতি

৩৩। রামকৃষ্ণ দু'ভাই সম্মুখে উপস্থিত হলে আনন্দে উৎফুল্ল ব্রজরাজ ঈষৎ হাসিমুখে তাদের মুখ দেখে নিয়ে নিজ অঙ্কে তুলে নিলেন।

৩৪। অতঃপর পুত্রদ্বয়ের ভোজনারম্ভে সঙ্গে আগত সখাগণকে ভগবজ্জননী নিজপুত্র-নির্বিশেষে ভৃত্যজনের দ্বারা তৈল-হরিদ্রা সকল উপচারের দ্বারা সাজিয়ে ডেকে এনে কৃষ্ণের সঙ্গেই নানাবিধ বিধানে খাইয়ে নিজ নিজ গৃহে পাঠাতে ইচ্ছা করে বললেন—'বাছাগণ এত বেলা পর্যন্ত খেলা উচিত নয়, যদিও আমার এ-চঞ্চল বালক খেলা ছাড়ে না, তথাপি তোমরা কিছুকাল খেলেই আমার ঘরে বা নিজ ঘরে চলে আসবে, তোমরা এরূপ করলে কি করে আর সে একা খেলবে'—এই বলে সদয়ে ঘরে পাঠালেন।

ফলবিক্রয়িনীকে কৃপা :

৩৫। অতঃপর অপর একদিন কোনও ফল-বিক্রয়িনী 'কে ফল নেবে গো' বলে বেচাকেনার চাতুর্যে হাঁক দিতে দিতে দ্রুত ব্রজরাজের পুরদ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে বাগ্‌বিন্যাস প্রয়োগ করে পুনরায় হাঁক দিতেই হারে শোভিত বক্ষস্থল স্থলকমলচরণ বালগোপাল করপুটকমলে প্রাঙ্গন থেকেই ক্রমনির্গলনে অবশিষ্ট দু-তিনটি ধান্যযুক্ত অঞ্জলি নিয়ে কাঞ্চন-কিঙ্কিণীতে ঝণঝণাৎ শব্দ উঠিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল তখন মেঘতিরস্কারিণী কান্তিতে মনোহর অমল মূর্তানন্দপুঞ্জস্বরূপ সেই মধুর মূর্তি দর্শনে বিমূঢ় হয়ে সুকৃতিশালিনী কর্মনিপুণা সেই ফল-বিক্রয়িনী আত্মবিস্মৃত হয়ে ঐ করকমলাঞ্জলি ভর্তি

৩৬। অথ কদাচিদপি তেনৈবান্তর্যামিণা প্রের্য্যমাণান্তঃকরণৈরুপনন্দ-সন্নন্দাদিভিঃ স্থাবিরাভীর-মুখ্যৈঃ সরভসমাস্থানীমাস্থানীতমানসতয়া সমাস্থায় ব্রজরাজঃ সাদরমূচে,—'ব্রজেশ্বর! তব সম্পাদা সম্পদা-শ্মাকী, মানবং ন বংহিষ্ঠসৌভাগ্যং কাপি ভগবৎসদৃশমীক্ষামহে, মহেচ্ছ! যস্য তবায়মীদৃশঃ সকলজনকা-কুমারঃ কুমারঃ সমজনি, সমজনিকালমেবাস্য জায়মানান্যরিষ্টান্যরিষ্টান্তরারভ্য কিমদ্যপ্রভৃতি ন দৃশ্যন্তে॥

৩৭। প্রথমং নিশাচরী চরীকরীতি স্ম প্রলয়মিব। ততঃ পরমনো-নিপাতো মনোনিপাতোপমঃ সর্বেষাম্, তদনু তৃণাবর্তবাত্যা বাত্যাহিতং কিং ন চকার। সাম্প্রতমুচ্চৈরনয়োরনয়ো নিপাতেন সংবৃত্তঃ॥

হারাবলী। জলমুগ্ভ্যো মেঘেভ্যোঽপি ধাম্না কান্ত্যা মুগ্ধং মনোহরং চ তমমলঞ্চ তম্, যৎকাব্যরোধেন বিধেয়াংশ্যবিমর্শঃ সোঢ়ব্যঃ। মুগ্ধা মূঢ়াঃ॥

৩৬। আস্থানীম্ 'আথা' ইতি পাশ্চাত্ত্যেষু খ্যাতাং সভাং সমাস্থায় সমবলম্ব্য আস্থয়া অপেক্ষয়া, আনীতং করিষ্যমাণমন্ত্রণায়াং ভদ্রাভদ্রবিবেকার্থমেকাগ্রীকৃতং ন ক্বাপি চালিতং মানসং যৈস্তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া; "আস্থা চালম্বনা স্থানযত্নাপেক্ষাসু কথ্যতে" ইতি বিশ্বঃ। ভবৎসদৃশং বংহিষ্ঠসৌভাগ্যং মানবং বয়ং কুত্রাপি ন পশ্যামঃ। মহেচ্ছ হে মহাশয়! "মহেচ্ছস্তু মহাশয়ঃ" ইত্যমরঃ। কাকুমারঃ শোকাদিকৃতদুঃখহন্তা। জন্মসমকালমেব ব্যাপ্য; অরিষ্টান্তঃ সূতিকাগৃহমধ্যত এবারভ্য "অরিষ্টং সূতিকাগৃহম্" ইত্যমরঃ॥

৩৭। চরীকরীতি স্ম, অতিশয়েন কৃতবতী, অনোনিপাতঃ শকটনিপাতঃ, তৃণবর্ত্তাখ্যা বাত্যা বা কিমত্যাহিতং ন চকার? "অত্যাহিতং মহাভীতিঃ" ইত্যমরঃ। অনয়োরনয়ঃ প্রস্তুতত্বাৎ অর্জুনবৃক্ষয়োর্নিপাতেন উচ্চৈরনয়ো মহান্ অন্যায়ঃ॥

করে ফল দিয়ে দিলেন। অতঃপর তার ফলের ঝাঁকার ভিতর নিরালায় অলক্ষিতে রত্নরাশির সৃজন হয়ে গেল।

~~গোকুল ছেড়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার পরামর্শ ঃ~~

৩৬। অতঃপর কোনও একদিন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই অন্তর্যামিরূপে হৃদয়ে প্রেরণা দিয়ে যে ভাবে চালিত করলেন সেই ভাবে চালিত হয়ে উপনন্দ-সন্নন্দাদি বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপগণ হর্ষাবেগে ভালভাবে সভা করে বসে কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করবার মানসে ব্রজরাজকে সাদরে বললেন—'আপনার সম্পদ থেকেই আমাদের সম্পদ, আপনার মতো বহুভাগ্যশালী মানুষ কোথাও আমাদের চোখে পড়ে না—যেহেতু হে মহাশয়, আপনার ঘরে ঈদৃশ সকলজনের দুঃখহারী কুমার জন্মেছে—কিন্তু এর জন্মের সমকালে সূতিকাগৃহ-মধ্য হতেই আরম্ভ করে অদ্যাবধি যে বিপদরাশির উদ্ভব হচ্ছে তাও কি আমাদের চোখে পড়ছে না?

৩৭। প্রথমেতো নিশাচরী পূতনা প্রলয়ের মতো মহা উৎপাত সৃজন করেছিল, অতঃপর সকলজনের মনো-নিপতনসদৃশ মহা শকট নিপতন, অতঃপর তৃণাবর্ত নামক বাত্যাসুর কি মহাভয়ের সৃজন করে নাই, সম্প্রতি এই যমলার্জুন নামক বৃক্ষদ্বয়ের পতনরূপ মহা অন্যায় ঘটে গেল।

৩৮। তৎ কিমত্র নিদানম্? নাস্য জন্মলগ্নলগ্নমস্তি কিমপি দূষণম্। সর্ব এব শুভমাত্রগ্রহা গ্রহাঃ। তথাপি লোকোত্তরমেবাদৃষ্টং দৃষ্টঞ্চ, যেনৈতজ্জগৎপত্যংশকলিতমপত্যং শকলিতমহাপদকস্মাদেব দেবদুর্লভং সংপাদিতমস্তি॥

৩৯। তদস্মাভিরিদমনুমিতম্,—'অস্যৈব স্থলস্য দূষণমেতৎ। তদিদমপহায় হায়নমধ্যে সর্ব্বদা সুখদং সর্বর্তুগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনং যামঃ, যদতিবহুতৃণম্, বহুতৃণং ভবতি যদাসাদিতবতাং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ; লক্ষ্মীশ্চ যত্র নিরন্তরকৃতনিবাসেব সেবমানা বর্ততে। যত্র গোবর্দ্ধনো গোবর্দ্ধনো নাম গিরিঃ। যদি ভবতি মতির্মতিমতাংবর! ভবতো ভব তোষপ্রদোঽস্মাকং তদা তদাসাদনেন॥'

৪০। তদা তদাকর্ণ্য ঘোষাধীশো ধীশোধিতস্তানুবাচ—'মমতা মম তাবদিহ ভবাদৃশাং কৃতে, কৃতে ভবস্তিরস্যৈতাদৃশি দোষাবলোকে লোকেন কথমত্র স্থাতব্যম্? তদধুনা সাধুনা সামঞ্জস্যেন চল্যতাম্'

৩৮। গ্রহাঃ সূর্যাদ্যা নব, দৃষ্টং ফলদর্শনেন সাক্ষাৎকৃতং চ; যেনদৃষ্টেন অকস্মাদেবৈতৎ কৃষ্ণাখ্যমপত্যং সম্পাদিতমস্তি; জগৎপতের্নারায়ণস্যাংশেন কলিতং কৃতম্, গর্গবাক্যপ্রামাণ্যাদিতি ভাবঃ। অতএব শকলিতা খণ্ডিতা মহতী পাপদ্বিপত্তির্যেন তৎ॥

৩৯। তদ্দিন এব যিযাসুত্বেঽপি হায়নমধ্য ইত্যুক্তিস্তারল্যপ্রকাশসঙ্কোচেন। সর্বেষামৃতূনাং বসন্তাদীনাং গুণবৃন্দামবতি স্বস্মিন্ রক্ষতীতি তৎ। যামো যাস্যামঃ; বর্ত্তমানসমীপ্যে লট্। যদ্বৃন্দাবনমতিবহূনি তৃণানি যত্র তৎ, গবাং সুখদত্বাদিত্যর্থঃ। ন কেবলমেতাবদেব, কিন্তু যৎ আসাদিতবতাং প্রাপ্তবতাং জনানাং ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীঃ ত্রৈলোক্যস্য সম্পত্তির্বহুতৃণং তৃণতুল্যা ভবতি; ঈষদসমাপ্ত্যর্থে (পা০ ৫।৩।৬৮) "বিভাষা সুপো বহুচ্" ইত্যাদিনা পুরস্তাদ্বহুচ্ প্রত্যয়ঃ। 'লঘুর্বহুতৃণং নরঃ' ইতিবৎ প্রকৃতিবৎ লিঙ্গত্বম্। গোবর্ধনো গবাং বৃদ্ধিকরঃ। তদা তদাসাদনেন তত্র গমনেনাস্মাকং তোষপ্রদো ভব॥

৩৮। অতএব চিন্তনীয়, এর মূল কারণ কি? এর জন্মলগ্নেও-তো কোনও দোষস্পর্শ হয় নাই, সকল গ্রহগণই তো শুভফলদাতৃরূপে অবস্থিত, আপনার অদৃষ্টও-তো লোকোত্তরই বটে—দেখাও-তো তাই যাচ্ছে, আপনার অদৃষ্টের জোরেই-তো জগৎপতি নারায়ণের অংশযুক্ত মহা আপদ খণ্ডনকারী দেবদুর্লভ এই পুত্র সহসাই আপনার লাভ হয়ে গিয়েছে।

৩৯। অতএব আমাদের অনুমান এ এই স্থানেরই দোষ, সুতরাং এ-স্থান ত্যাগ করে বৎসরকালমধ্যে সদাসুখদ সর্বঋতু-গুণবৃন্দ-ধারক বৃন্দাবন নামক বনে চলে যাব, যা বহু তৃণসমন্বিত, যে জনের ঐ বনপ্রাপ্তি হয় তাঁর নিকট ত্রিলোকের সম্পদ তৃণতুল্য তুচ্ছ হয়ে যায়, লক্ষ্মীদেবীও যে স্থানে নিরন্তর বাস করে সেবায় নিযুক্ত থাকেন, যেখানে গোগণের বৃদ্ধিসম্পাদনকারী গোবর্দ্ধন নামক পর্বত বিরাজমান। হে বুদ্ধিমানশ্রেষ্ঠ, যদি আপনার ইচ্ছা হয় তবে আপনি তথায় গমনের দ্বারা আমাদের সন্তোষ বিধান করুন।

৪০। অতঃপর এই কথা শুনে শুদ্ধবুদ্ধি ঘোষাধীশ নন্দবাবা তাঁদের বললেন—'এই গোকুলের

ইতি তেনানুমতে পরিজনৈঃ সহ প্রথমমনসাং মনসাং চ দ্রঢ়িমানমানয়ন্তঃ সর্ব মুমুদিরে ॥

৪১। অনন্তরমৈরাবতৈরিব চতুর্দদ্ভিঃ, গৃহীতমৌনব্রতৈরিব নবদদ্ভিঃ, সুমেরোরবয়বৈরিব কনক-শৃঙ্গৈঃ, রামবলৈরিব সুবৃত্তহনুমন্মুখৈঃ, সংগীতাচার্যৈরিব প্রখরখুরলীলৈঃ, আদিচ্ছন্দোভিরিব সমচতুষ্পাদৈঃ, বলক্ষৈরপি নবলক্ষৈঃ, প্রচলায়ত-বালখিল্যৈরপি অবালধি বপুর্দধানৈঃ, অনস্যোতৈরপি নস্যোতৈঃ, কিঙ্কিণী-জাল-মালালঙ্কৃতকন্ধরৈরনডুদ্ভিরতিরমণীয়েষু, উপরি-পরিতানিতসিত-হরিত-পাটল-পাণ্ডর-পীতারুণকির্মীর

৪০। ধীশোধিতঃ, ধীশোধঃ সঞ্জাতো যস্য সঃ, শুদ্ধবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। মম তাবৎ ভবাদৃশাং কৃতে নিমিত্তে ইহ বৃহদ্বনে মমতা মমত্বম্। অনসাং শকটানাং দার্ঢ্যং বহুবিধবস্ত্বাদিচালনার্থম্, মনসাঞ্চায়ত্যামনুশোচনাভাবার্থম্ ॥

৪১। অনডুদ্ভিরতিরমণীয়েষু শকটেষু স্বস্বপরিকরানারোপ্য গাঃ পুরোগাঃ কর্তুং বিচারয়ন্তো যদা অবতস্থিরে, তদা প্রাচুর্যতো হেতোর্ধেন্বাবলিঃ শকটাবলিশ্চ ক্রমতঃ প্রযাতুং ন ঘটতে ইত্যতস্তে ধেন্বাবলি-শকটাবলী যুগপদেব পংক্তিদ্বয়েন চলিতে, ততো গম্যং গন্তব্যদেশং প্রাপ্তেঽপি হেয়ং ত্যক্তব্যং পদং বৃহদ্বনাখ্যং ন জহিতো ন ত্যজত ইত্যন্বয়ঃ। অনডুদ্ভিঃ কীদৃশৈঃ? নবদদ্ভিঃ; মৌনিপক্ষে ন কথয়দ্ভিঃ; অনডুৎপক্ষে স্পষ্টম্। তত্র দন্তানাং চতুঃসংখ্যত্ব-নবসংখ্যত্বে বয়োন্যূনাধিকত্বব্যঞ্জকে। সুবৃত্তাঃ সুচরিত্রা হনুমদাদয়ো যত্র তৈঃ; পক্ষে, সুবৃত্তানি সুবলিতানি হনুযুক্তানি

প্রতি আমার যা-কিছু মমতা তা আপনাদের নিয়েই, আর সেই আপনারাই যদি এর এতাদৃশি দোষদৃষ্টি করছেন তখন কি করে আর এখানে থাকা যাবে? অতএব এখন সুষ্ঠুভাবে সব সামঞ্জস্য করে নিয়ে এখান থেকে চলে যাওয়াই স্থির;'—এইভাবে শ্রীনন্দবাবার অনুমতি লাভ হ'লে সকলে পরিজনের সহিত শকট এবং মনের দৃঢ়তা সম্পাদনের কাজে লেগে গিয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন।

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রার উদ্যোগপর্ব :

৪১। অনন্তর সেই সব দৃঢ় শকটে বলদ যোজিত হলো। শকটে যোজিত সেই সব বলদের কোনটা ঐরাবতের মতো চার দাঁতের, কোনটা আবার মৌনব্রত অবলম্বিগণের মতো 'নবদদ্ভি' অর্থাৎ মৌনব্রত অবলম্বিগণ যেমন 'নবদদ্ভি' ন+বদদ্ভি অর্থাৎ কথা বলেন না তেমনই এই বলদের কোনটি 'নবদদ্ভি' নব+দদ্ভি অর্থাৎ নয় দাঁতের, সুমেরু পর্বত যেমন সুবর্ণময় তেমনই এই বলদগুলির শৃঙ্গ সুবর্ণমণ্ডিত, শ্রীরামের সেনা যেমন 'সুবৃত্তহনুমন্মুখৈঃ' অর্থাৎ সুচরিত্র হনুমানাদি বানরসেনাসমন্বিত তেমনই এই বলদগুলি 'সুবৃত্তহনুমন্মুখৈঃ' অর্থাৎ সুবলিত চোয়ালসমন্বিত, সংগীতাচার্য যেমন 'প্রখরখুরলিলৈঃ' অর্থাৎ প্রগল্ভ নৃত্য-অভ্যাস শিক্ষা দেন তেমনই এই বলদগুলি 'প্রখরখুরলিলৈঃ' অর্থাৎ প্রখর খুরে শোভন, শ্রী-নারী-মৃগী ইত্যাদি আদি-ছন্দসমূহ যেমন সমান চার চরণবিশিষ্ট তেমনই এই বলদগুলি সমান চার চরণসমন্বিত, বর্ণে ধবল হয়েও সংখ্যায় তাঁরা নবলক্ষ, লম্বা পুচ্ছবিশিষ্ট হয়েও এঁরা মহা বুদ্ধিদীপ্ত শরীরধারী, শকটে যোজিত হয়েও এঁরা নাসিকায় রজ্জুবদ্ধ—এইরূপ উত্তম বলদসমূহ কন্ধরাতে কিঙ্কিণীজাল-মালাদ্বারা অলঙ্কৃত হয়ে শকটে যোজিত হলো।

ঐ যে সম্মুখে শকটগুলি সার সার দাঁড়িয়ে আছে, তার প্রত্যেকটির উপরিভাগ শুভ্র-হরিত-

চীরমণ্ডপেষু পরিতোবৃতীকৃত-নানাবিধ-পরার্দ্ধ্য-পট্টবসনেষু কনক-কলসোপরি-পরিপতৎপতাকা-নিকররসনাভিরিব দিনকরকিরণকলাপং কলাপণ্ডিততয়া লেলিহানেষু পরিহস্যমানামর-বিমানেষু বিমানেষু সাধুজনেষ্বিব নির্দোষপ্রাসঙ্গেষু, হরিভক্তেষ্বিব স্বক্ষেষু, তড়াগেষ্বিব সুচক্রেষু, অলকাপুরীপরিসরেষ্বিব সদাসন্নলকূবরেষু শকটেষু স্ব-স্ব-পরিকরানারোপ্য কেষুচন কনক-রজতারকূট-তাম্র-কাংস্যাদি-নির্ম্মিতানি বিস্মিতসকলসভাজনানি ভাজনানি চ পুরোগাঃ পুরো গাঃ বর্ত্তুং বিচারয়ন্তশ্চারয়ন্তশ্চ যদাবতস্থিরে বত স্থিরেণৈব মনসা সর্বে ॥

৪২। প্রাচুর্য্যতো ন ঘটতে ক্রমতঃ প্রযাতুং, ধেয়াবলিশ্চ শকটাবলিরপ্যথেতি।
পঙ্‌ক্তিদ্বয়েন চলিতে যুগপত্তদা তে, গম্যং গতে অপি পদং জহিতো ন হেয়ম্ ॥

মুখানি যেষাং তৈঃ; প্রখরাং প্রগল্‌ভাং খুরলীং নৃত্যাভ্যাসং লান্তি দদতীতি তৈঃ; "অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যা" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ। আদিচ্ছন্দোভিঃ শ্রী-নারী-মৃগী-সমানিকেন্দ্রবজ্রাদিনামভিঃ; বলক্ষৈঃ ধবলৈঃ; "বলক্ষো ধবলোঽর্জুনঃ" ইত্যমরঃ; নবলক্ষসংখ্যাকৈঃ; প্রচলা আয়তা বালধিলতা যেষাং তৈঃ; "বালহস্তশ্চ বালধিঃ" ইত্যমরঃ; ন বালা জড়া ধীর্যত্র তৎ, মহাবুদ্ধিযুক্তং বপুরিত্যর্থঃ, ইঙ্গিতমাত্রবিজ্ঞত্বাৎ। অনসি শকটে ওতৈর্যোজিতৈর্নসি নাসিকায়ামোতৈর্গ্রথিতৈঃ। উপরি প্রদেশে পরিতানিতা বিন্যাসবিশেষবিস্তারেণ নির্মিতাঃ প্রত্যেকং সিতাদিচীরময়মণ্ডপা যেষু তেষু; পরিতস্তেষাং মণ্ডপানাং চতুর্দিক্ষু বৃতীকৃতানি প্রাচীরীকৃতানি নানাবিধানি শ্বেতরক্তাদিবর্ণানি পরার্ধ্যানি বহুমূল্যানি পট্টবসনানি যেষু তেষু। লেলিহানেষ্বিতি 'লিহ আস্বাদনে' যঙন্তঃ; বিমানেষু বিশিষ্টমানেষু। প্রাসঙ্গঃ প্রকৃষ্টা আসক্তিঃ, শকটাবয়বশ্চ; "প্রাসঙ্গো না যুগাদ্যুগঃ" ইত্যমরঃ। অক্ষমিন্দ্রিয়ং চ, চক্রং চক্রবাকশ্চ, সদা সন্ বর্ত্তমানো নলকূবরঃ কুবেরপুত্রো যত্র

পাটল-পাণ্ডুর-অরুণ এবং চিত্রবিচিত্র বর্ণের কারুকার্যের সহিত নির্মিত বস্ত্রমণ্ডপের দ্বারা কি সুন্দর সজ্জিত করা হয়েছে! মণ্ডপের চতুর্দিক আবার নানাবিধ বহু মূল্যবান রেশমি বসনের দ্বারা ঘেরা হল, ঐ শকটে স্থাপিত কনক কলসোপরি উড্ডীয়মান পতাকাসমূহ যেন জিহ্বার মতো সূর্যরশ্মিজাল কলাপাণ্ডিত্যে আস্বাদন করছিল, দেববৃন্দের রথকে ধিক্কৃত করছিল এই শকটনিবহ, অতিমান্য সাধুসঙ্গ যেমন 'নির্দোষপ্রাসঙ্গেষু' অর্থাৎ নির্দোষ প্রকৃষ্টভগবদাসক্তির জনক তেমনই এই শকটশ্রেণী 'নির্দোষপ্রাসঙ্গেষু' অর্থাৎ নির্দোষ প্রকৃষ্ট অবয়বযুক্ত, হরিভক্ত যেমন 'স্বক্ষেষু' অর্থাৎ সুন্দর ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট তেমনই এই শকটশ্রেণী 'স্বক্ষেষু' অর্থাৎ সুন্দর চাকাসমন্বিত, কুবের পুরীর সমীপস্থ ভূভাগ যেমন 'সদাসন্নলকূবরেষু' অর্থাৎ সদা নলকূবরের বিলাসভূমি তেমনই এই শকটগুলি 'সদাসন্নলকূবরেষু' সদা জোয়ালসমন্বিত।

শ্রীবৃন্দাবনযাত্রা :

৪২। এইরূপ উত্তমরূপে সজ্জিত কোন কোন শকটে নিজ নিজ পরিবারবর্গকে উঠিয়ে আবার কোন কোন শকটে স্বর্ণ-রৌপ্য-পিতল-তামা-কাঁসা নির্মিত, দর্শকমাত্রের বিস্ময়জনক পাত্র ধরে গোশ্রেণীকে অগ্রভাগে রাখার বিচারপরায়ন হয়ে যখন অহো গোপগণ সকলে স্থিরচিত্তে অবস্থান করছেন তখন

৪৩। এবমনবচ্ছিন্নতয়া আবৃন্দাবনসীম আবৃহদ্বনমধ্যমনুযমুনং চলন্তী সা ধেনুপঙ্‌ক্তিরচলন্তীব কৃতবিতর্কা বিতর্কান্তরাস্পদং বভুব ॥

৪৪। কিমিয়ং যমুনয়া সহ রহঃকথাভিলাষুকতয়া সমাগতা সুরধুনীধারা কিমিয়ং বৃন্দাবনরেণু-জিঘৃক্ষয়াঽক্ষয়া সমুপসীদন্তী ক্ষীরনীরনিধেস্তরঙ্গপরম্পরা, কিমিয়ং ক্ষীরোদশায়িনঃ শয়নভাবমপহায় বৃন্দাবনদিদৃক্ষয়ৈব সমুপসীদতো ভোগীন্দ্রস্য পরমদ্রাঘীয়সী ভোগকাণ্ডলতা, কিমিয়ং ভুবো মুক্তাবলী। এবং বিলসৎ-কনক-কলসাগ্রজাগ্রদ্বিচিত্রতরপতাকানিকরকরম্বিত-ললিতাট্টগোপুরঘটাঘটিত-পরমপরভাগং দুর্গপ্রাচীরমিব, যমুনাতটঘটমানখেলালসাঃ শিশব ইতি করুণয়া কুলিশকরেণাকৃত-পক্ষচ্ছিদা কনক-গিরি-কৈলাস-গৌরীগুরু-প্রভৃতি-মহামহীধররাজনিকরাণাং পঙ্‌ক্তীভূয় চলন্তী কুমারশ্রেণিরিব শকটান্যপি জনৈর্ব্যদৃশ্যন্ত। এবং চলৎসু তেষু তথৈব নভসি শ্রেণীভূতা ধূলীপটলী নিরালম্বং মার্তিকং দুর্গমিব সমপদ্যত ॥

তেষু; পক্ষে, আসন্নমাসক্তিঃ, ভাবক্তান্তম্, তৎ লাতীতি আসন্নলঃ কুবরো যেষু তেষু; "কুবরস্তু যুগন্ধরঃ ইত্যমরঃ। আরকূটঃ পিত্তল ইতি প্রসিদ্ধঃ। পুরঃ প্রথমং গা এব পুরোগা অগ্রগামিনীঃ কর্তুং পরামৃশন্তঃ, ততস্তাশ্চালয়ন্তশ্চ, রলয়োরৈক্যাৎ ॥ (৪২)

৪৩। অনুযমুনং যমুনাবদ্দীর্ঘা, (পা০ ২।১৫,১৬) "অনুর্যৎ সময়া, যস্য চায়ামঃ" ইতি সমাসঃ। কৃতবিতর্কেতি কিঞ্চিদ্দূরস্থৈর্জনৈরিত্যর্থঃ ॥

৪৪। অথবা, যমুনাদৈর্ঘ্যসদৃশ-দৈর্ঘ্যোপলক্ষিতা ধেনুপংক্তিঃ, সুরধুনী গঙ্গা, তত্র তদানীমেব রহঃকথাকারকণম-লক্ষয়ন্, তদ্দেশমাত্রবর্তিনীরুদ্গতধূলীধোরণীশ্চ পশ্যন্, মত্তমহোক্ষপংক্তীনাং ধেনুপংক্তীনাঞ্চ উচ্চনীচত্বমন্তরান্তরা পরা-মৃশন্নুত্থোৎপ্রেক্ষতে—কিমিয়মিতি। ক্ষীরনীরধের্ভগবদ্ধামত্বেঽপি বৃন্দাবনস্য তত উৎকর্ষো ব্যঞ্জিতঃ। পুনস্তস্যা অপি বৃহদ্বনমূলত এব নিঃসরণম্, ন তু ততঃ পরত ইতি পাতালোত্থিতত্বেনোৎপ্রেক্ষতে—কিমিয়ং ক্ষীরোদশায়িন ইতি; ভোগীন্দ্রস্য, শেষনাগস্য তত্রাপি তস্য তদাধারত্বেঽপি পূর্ববদুৎকর্ষঃ। পুনশ্চাতিশ্বেতিমচাকচক্যং ভুবঃ শোভাং চালক্ষ্যাহ

সংখ্যার প্রাচুর্যবশতঃ ধেনুশ্রেণী ও শকটশ্রেণী আগে পরে করে ক্রমশঃ এক সারিতে চলতে না পারায় দুই সারিতে পাশাপাশি একত্রে চলতে লাগল, কিন্তু তাতেও সারি দুটি এত লম্বা হ'ল যে তাদের অগ্রভাগ গম্যস্থান শ্রীবৃন্দাবন পৌঁছে গেলেও শেষভাগ পরিত্যাজ্য মহাবন ছাড়তে পারল না।

৪৩। এইরূপে অনবিচ্ছিন্নভাবে বৃহদ্বনের মধ্য থেকে বৃন্দাবনের সীমাপর্যন্ত যমুনার মতো দীর্ঘপ্রবাহে চলমান কিন্তু অচলের মতো সন্দেহ উৎপাদক সেই ধেনুশ্রেণী অপর নানাবিতর্কের আকরভূমি হয়ে উঠল।

৪৪। এ-কি যমুনার সহিত রহো কথা বলার ইচ্ছায় সমাগতা সুরধুনীধারা, কি শ্রীবৃন্দাবনের রজ গ্রহণেচ্ছায় নিকটে আগমনরতা অক্ষয় ক্ষীরসমুদ্রের তরঙ্গ-পরম্পরা, কি ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণুর শয্যাভাব ছেড়ে দিয়ে শ্রীবৃন্দাবন দেখার ইচ্ছাতেই আগমনরত শেষনাগের অতিদীর্ঘ নাগদেহের কাণ্ডলতা, কিম্বা এ-কি পৃথিবীর মুক্তাবলী।

৪৫। অথবা, গোরূপেণ পুরা সুরারিকদন-ব্যাহারহেতোরগা-
চ্ছ্রীকৃষ্ণস্য পদাব্জসঙ্গমসুখং ব্যাহর্তুকামা কিমু।
ধূলীধোরণিভির্ধরেয়মধুনা ধৃতাভিরূর্ধ্বানিলৈ-
র্ধাতুর্ধাবতি ধাম ধৈর্য্যরহিতা স্বং ধাম ধৃত্বা পুনঃ॥

৪৬। এবমিতরেতরমেহি যাহি নয়ানয় চালয় নিধাপয়েত্যাদি প্রত্যেকমগ্রত একীভূতেঽপি ক্রমশঃ সংভূয় ভূয়স্ত্বমাসাদ্য পশ্চাদুভয়োরেব বক্তৃবক্তব্যয়োঃ শ্রবণদুর্বিভাব্যত্বমাগতে বচসি কেবলং হস্তসংজ্ঞয়ৈব ব্যবহার আসীৎ॥

—মুক্তেতি। ধেনুপংক্তিং বর্ণয়িত্বা শকটপংক্তিমপি বর্ণয়তি—এবমিতি। বিলসতাং চাকচিক্যবতাং কনককলসানামগ্রে জাগ্রদ্ভিশ্চিত্রতরৈঃ পতাকানিকরৈঃ করম্বিতানাং ললিতাট্টপুরদ্বারাণাং ঘটাভির্ঘটিতঃ কল্পিতঃ পরমঃ পরভাগঃ শোভা যত্র তৎ। তর্হি কুতো জঙ্গমত্বমিত্যত আহ—যমুনাতটেতি। কনকগিরিঃ সুমেরুঃ, গৌরীগুরুর্হিমালয়ঃ; কুমারশ্রেণিঃ কীদৃশী? যমুনাতটে ঘটমানঃ খেলারসো যস্যাঃ সা, অতএব পংক্তীভূয় নির্বিবাদেন চলন্তী। ননু পক্ষচ্ছেদকপরমশক্রবজ্রধরস্য বিদ্যমানত্বেঽপি কথমেবং প্রাগল্‌ভ্যম্? তত্রাহ—শিশব ইতি। ইতি হেতোর্বিস্রম্ভেণ খেলৎসু শিশুষু বজ্রনিক্ষেপেণ বৈরসাধনমতিজুগুপ্সিতমিতি স্বয়মেব পরামৃশ্যেত্যর্থঃ। মার্তিকং মৃত্তিকাবিকারম্॥

৪৫। তস্যা ঊর্ধ্বোর্ধ্বপ্রচলনং ন সম্ভবতীত্যত আহ—অথবেতি। অগাৎ ধাতুর্ধাম ব্রহ্মলোকমিত্যন্বয়ঃ। গোরূপেণেতি অতিখেদেন স্বরূপং সমৃদ্ধং বিহায় দৈন্যবোধনার্থমিত্যর্থঃ। অধুনা পুনঃ স্বং ধাম নিজরূপং ধৃত্বেত্যতিহর্ষবোধনার্থমিত্যর্থঃ। তত্রাপি ধাবতি, তত্র হেতুর্ধৈর্যরহিতেতি। ধোরণিভিঃ শ্রেণীভিঃ। পূর্বং মহাদুঃখময়পাপিজনভারাসহিষ্ণুতয়া খেদেন শনৈঃ শনৈর্গমনম্, অধুনা শ্রীকৃষ্ণপাদাব্জসঙ্গময়হর্ষমহাভারাসহিষ্ণুতয়া দ্রুতমেবাস্যা গমনমিতি ভাবঃ॥

৪৬। সম্ভূয় তত্রৈবোপগতানাং বহূনাং তাদৃশবচোভিঃ সহ মিলিত্বা, ভূয়স্ত্বং বহুতরত্বম্; হস্তসংজ্ঞয়া হস্ত-

---

আরও, এই শকটশ্রেণী লোকের চোখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন চক্‌চকে কনককলসোপরি স্থাপিত অতিবিচিত্র পতাকাশ্রেণীখচিত, ললিতাট্টালিকা-সিংহদ্বারশ্রেণীর দ্বারা রচিত পরমশোভন দুর্গপ্রাচীর দাঁড়িয়ে আছে, যেন যমুনাতটে অনুষ্ঠিত খেলারস নির্বিবাদ-আস্বাদনশেষে সার সার চলেছে সুমেরু-কৈলাস-হিমালয় প্রভৃতি বিশাল পর্বতরাজসমুদায়ের কুমারগণ—শিশু বলে করুণায় পরমশত্রু ইন্দ্রহস্তে এদের পক্ষচ্ছেদন হয়নি। শকটশ্রেণী এ-ভাবে চলতে থাকলে আকাশে উত্থিত জমাট ধূলিজালে নিরালম্ব মৃন্ময় দুর্গের মতোই একটা কিছু যেন গড়ে উঠেছিল সেখানে।

৪৫। অথবা, পুরাকালে পৃথিবী দৈন্যে গোরূপ ধারণ করে অসুর-পীড়ন বলবার জন্য ব্রহ্মলোকে মনোদুঃখে ধীরে ধীরে গিয়েছিলেন, অধুনা কি সেই পৃথিবী শ্রীকৃষ্ণপদাব্জসঙ্গমসুখ বলবার জন্য ঊর্দ্ধ অনিলের দ্বারা কম্পিত ধূলিজালে নিজরূপ ধরে হর্ষাবেগে ধৈর্য্য হারিয়ে বেগে ধাবিত হচ্ছেন সেই দিকেই।

৪৬। সেই সময়ে পরস্পরে—'এসো-যাও-নিয়ে যাও-নিয়ে এসো-সরাও-রাখো ইত্যাদি প্রত্যেকের কথা প্রথমে আলাদা-আলাদা একক থাকলেও পরে ক্রমশঃ আগত বহুলোকের আরও পরে বহুতর লোকের কথায় মিশে গিয়ে শব্দসমুদ্রতা প্রাপ্ত হলো—বক্তা ও বক্তব্য উভয়ই মুখের কথায় আর কিছু

৪৭। কিঞ্চ, তূর্যারবৈর্ঘোষজনপ্রণাদৈ-,রনঃস্বনৈর্ধেনুগণপ্রঘোষৈঃ।
নষ্টেঽন্যশব্দে নভসস্তদানীং, ত এব শব্দা গুণতামুপেয়ুঃ ॥

৪৮। অথৈকমেব মণিময়-খেলাগিরিকুহরমধি বিরোচমানে একৈকজগন্মঙ্গল-মঙ্গলফলা-ফলোৎসঙ্গে সুকৃতসিদ্ধৌষধি-লতিকে ইব একমেব শকটরত্নমারূঢ়ে নিজ-নিজকুমারালঙ্ক্রিয়মাণ-ক্রোড়তলে শ্রীযশোদা-রোহিণ্যৌ শ্রীকৃষ্ণগুণগানকলস্বরভাস্বরং ব্যতিভাতে স্ম ॥

৪৯। ইতস্ততঃ শস্ত্রধারিণোঽপি কেচন শকটগতাঃ, কেঽপি পদাতয়ঃ শতশ এব পুরতঃ পরিতশ্চ পশ্চাৎ চলিতবন্তঃ। এবং চলতি ব্রজবলে জবলেলিহ্যমানগগনেব সা মহাবনরাজধানীশ্রীর্মূর্ত্তিমতীব স্বয়মগ্রত এব গন্তব্যস্থলীমলঙ্কর্ত্তুমিব চলিতবতী, কেবলং ভূমাত্রমেব তত্রাবশিষ্টমিব ॥

৫০। অথাগ্রগামিনো গন্তব্যাবধিমাসাদ্য বিবৃত্যানুযায়িনো নিরীক্ষমাণাঃ ক্রমত উপচীয়মানানেব বীক্ষন্তে, ন তু মূলস্থাবধিমিতি তস্মিন্নহনি যমুনাপারপ্রয়াণমঘটমানমিতি তত্রৈব বসতিমিচ্ছবো বিনাপি

সঙ্কেতেন : "সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনা" ইত্যমরঃ ॥

৪৭। গুণতামিতি শব্দগুণমাকাশমিত্যধ্যাত্মশাস্ত্রাৎ ॥

৪৮। মণিময়ক্রীড়াগিরিরিব স্থানীয়ং শকটগৃহমধিকৃত্য বিরোচমানে বিশিষ্টকান্তিযুক্তে একৈকমেব জগতাং মঙ্গলস্যাপি মঙ্গলরূপং যৎ ফলং তৎস্থানীয়মপত্যদ্বয়মিত্যর্থঃ। তেন সফলক্রোড়ে ব্যতিভাতে, পরস্পরশোভাং তন্বাতে স্ম ॥

৪৯। জবেন বেগেন লেলিহ্যমানমিব গগনং যয়া সা ॥

শোনা বোঝা গেলো না, তখন কেবল হাতের ইশারায় ব্যবহার কার্য চলতে থাকলো।

৪৭। গোপগণের শিঙ্গাধ্বনিতে-হাকডাক শব্দে, শকটের কট্-কট্ শব্দে, ধেনুগণের হাম্বা-হাম্বা ডাকে আকাশের অন্য শব্দসমূহ ঢেকে গেলে শিঙ্গারবাদিরই আকাশের গুণভাব প্রাপ্তি হয়ে গেল।

৪৮। অতঃপর একই মণিময় খেলাগিরির গহ্বর অধিকার করে বিরাজমানা, যাঁর প্রত্যেকটি স্বতন্ত্রভাবে জগতের একমাত্র মঙ্গলেরও মঙ্গলস্বরূপ এইরূপ ফলের দ্বারা সফলীকৃত ক্রোড়সমন্বিতা, সুকৃতিময়ী, সিদ্ধৌষধি-লতাসম শ্রীযশোদা-রোহিণী নিজ নিজ কুমারের দ্বারা ক্রোড়তল অলঙ্কৃত করে মৃদুমধুর স্বরে শ্রীকৃষ্ণগুণগানে দীপ্তা হয়ে পরস্পরের শোভা বর্দ্ধন করছিলেন।

৪৯। এখানে-ওখানে অস্ত্রধারী গোপগণ কেহ শকটে চড়ে কেহ বা পায় হেঁটে শতশত সম্মুখে পশ্চাতে চতুর্দিকে চলতে লাগলেন। এইরূপে ব্রজবাসিদের দল চলতে থাকলে সেই মহাবন-পুরলক্ষ্মী মূর্তিমতীর মতো নিজেই আগে আগে গন্তব্যস্থলকে অলঙ্কৃত করবার জন্য বেগে আকাশ ছুঁয়ে ধেয়ে চললেন—কেবল ভূমিমাত্র অবশিষ্ট থাকলো মহাবনের।

যমুনার পূর্বতটে রাত্র্যাবাস স্থাপন ঃ

৫০। অতঃপর অগ্রগামী গোপগণ গন্তব্যস্থানের প্রান্তপর্যন্ত পৌঁছে দেখলেন—পশ্চাতে আগত বিশাল ব্রজবাসিদল ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠলো, কিন্তু ঐ জনসমুদ্রের

ঘোষাধীশাজ্ঞয়া দেশকালজ্ঞাস্তএব তথা সন্নিবেশং কারয়াঞ্চক্রুর্যথা সৈব পুরশ্চলিতা রাজধানী-শ্রীঃ স্বয়মেব স্বসন্নিবেশমকরোৎ ॥

৫১। তথা হি—আতানিতাঃ পটগৃহাঃ পরিতো বিতান-,শ্রেণ্যস্তথোর্ধ্বমভিতঃ পটভিত্তয়শ্চ।
শৃঙ্গাটক-ক্রমত এব সমানসূত্র-,সুশ্রেণয়ো বিপণয়ো বণিজাং বিরেজুঃ ॥

৫২। কিঞ্চ, যত্রাদৌ প্রথমাগতা কতিপয়ী তস্থৌ গবাং সংহতি-
স্তত্রৈব ক্রমতঃ সমেত্য শনকৈর্বৃদ্ধিং প্রযান্তী ততঃ।
জ্যোৎস্নাখণ্ডমিবাগ্রতঃ সমভবৎ পশ্চাদভূৎ পায়সঃ
কাসারঃ ক্রমতোঽভ্যপদ্যত তদা ক্ষীরস্য বারাংনিধিঃ ॥

৫৩। এবং কৃতবসতি-সন্নিবেশেষু শ্রীনন্দসনন্দোপনন্দাদিধুরন্ধরাণাং প্রথমাগতেষু পরিজনেষু যথা-স্থানং তেষ্বপি সমাসাদ্য বিশ্রান্তেষু পরিতশ্চাপরেষু যথাস্থলং স্থিতেষ্বাভীরেষু চিরেণ মূলবিচ্ছিন্নাসীৎ

৫০। অনুযায়িনঃ পশ্চাদাগচ্ছতঃ কর্মভৃতান্ ॥

৫১। বিতানং চন্দ্রাতপাখ্যম্, উর্ধ্বগতং মহাপ্রাচীরায়মাণাঃ পটভিত্তয়শ্চ দিক্‌চতুষ্টয়গতাঃ পরিতঃ সর্বতো মধ্যস্থাস্তু পটগৃহা ইতি। শৃঙ্গাটকানি চতুষ্পথানি পুরীমধ্যগতানি, তৎক্রমেণৈব প্রাগ্‌বৎ সমানেন সূত্রেণ সূত্রপাতেন শ্রেণির্যাসাম্‌. বিপণয়ো হট্টবর্ত্মানি ॥

৫২। পায়সো দুগ্ধময়ঃ ॥

৫৩। শ্রীনন্দেতি, অত্রোপনন্দতোঽপি সনন্দস্যাভ্যর্হিতত্বং শ্রীনন্দেন সহাব্যবহিত-সন্নিধিকত্বাৎ। তথোক্তং

সারির মূলের সীমা দেখতে পেলেন না, এতে তাঁরা ধারণা করলেন আজ আর যমুনার ওপারে যাওয়া যাবে না, অতএব সেখানেই বাস পূর্ব-পরিকল্পিত না হলেও ঘোষাধীশের আজ্ঞায় গোপগণ এমনভাবে থাকবার সুব্যবস্থা করলেন যা'তে মনে হলো যেন সেই যে আগে এসেছিলেন পুরলক্ষ্মী তিনি নিজেই নিজপুরির সন্নিবেশ করেছেন।

৫১। মধ্যস্থলে তাঁবু নামক বস্ত্রগৃহ সারি সারি খাটিয়ে দেওয়া হল, তার চতুর্দিক ঘিরে উপরে উঠিয়ে দেওয়া হল মহাপ্রাচীরসম বস্ত্রের ঘের, আর চৌরাস্তার মোড় থেকে আরম্ভ করে সারি সারি দোকান সুশ্রেণীতে বিভক্ত করে সন্নিবেশিত হয়ে শোভা পেতে লাগল।

৫২। আরও, প্রথমাগত কতিপয় গরুর পাল এসে যেখানে দাঁড়ালো সেখানেই একত্র মিলিত হয়ে ধীরে ধীরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকল, অতঃপর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে হতে তাঁরা দেখতে হ'ল—প্রথমে জ্যোৎস্নাখণ্ডের মতো, পরে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে দুগ্ধসরোবরের মতো, ক্রমে আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্ষীরসমুদ্রের মতো।

৫৩। শ্রীনন্দ-সনন্দো-উপনন্দাদি মুখ্য মুখ্য গোপগণের প্রথম আগত পরিজনের দ্বারা তাঁবু আদি বাসস্থান সন্নিবেশিত হয়ে গেলে শ্রীনন্দাদি নিজ নিজ বাসগৃহে প্রবেশ করে বিশ্রাম করতে

ধেনুপঙ্‌ক্তিঃ শকটপঙ্‌ক্তিশ্চ ॥

৫৪। অথৈবং শকটপটলাদবতরৎসু সকলজনেম্ববতার্য্যমাণেষু তৎসময়োপযোগিভাজনেষু মোচিতেষ্বপ্যনডুৎসু তদাহারোপপাদনপরেষু তদধিকারিষু যথাযথং ক্রয়বিক্রয়পরেষু পরিচারকাদিষু মসবত্যাদিস্থলপরিষ্কারপরেষু তদধিকারিষু ভগবানপি ময়ূখমালী যামচতুষ্টয়গম্যং গমনপথমতিক্রম্য শ্রান্ত ইব বরুণদিঙ্‌নাগরীগৃহে বাসং বিধিৎসন্নিব সমপদ্যত ॥

৫৫। ততশ্চ কুলায়-কুলায় সমুন্মুখতয়া নভসি সমুড্ডীয়মানেষু কলিলকলরবেষু খগকুলেষু উচ্চতরং তরুমনু কৃতোপবেশেষু ময়ূরাদিষু মণ্ডলীভূয় সর্বতোদিগভিমুখং নিষদ্য রোমন্থমন্থরেষু মৃগনিকুরম্বেষু কমলকুহরবিহরণবশতয়া বন্দীভবৎসু মধুকরনিকরেষু তিমিরনীলপটাবগুণ্ঠনেনাভিসারিকাভাবমাসাদিতবতীম্বিব দিগঙ্গনাসু অভিলষিত-সময়াসাদনেনেব হসিতবিকসিতবদনাসু কুমুদিনীষু ভবদ্বিরহবিধুরতয়া করুণতরমিতরেতরমনুশোচৎসু কেষুচিদেকেনৈব বিলসতাখণ্ডেন পরস্পরচঞ্চুপুটমাবধ্নৎসু রথাঙ্গমিথুনেষু আতপাপায়মলিনতয়া ছায়াস্বেব বিজাতীয়ত্বেন দরীদৃশ্যমানেষু দীর্ঘদীর্ঘতর-জনচয়চ্ছায়ানিচয়েষু,

---

গণোদ্দেশদীপিকায়াম্—(৩৩) "উপনন্দোঽভিনন্দশ্চ পিতৃব্যৌ পূর্বজৌ পিতুঃ। পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সন্নন্দনন্দনৌ ॥" ইতি ॥

৫৪। মোচিতেম্বিতি ভূতকালপ্রয়োগোঽবতরণাৎ পূর্বমেব তেষাং মোচনাৎ, অত্রোক্তিস্তু তদাহারেত্যস্যান্বয়বোধেন।

৫৫। কুলায়কুলায় বাসসমূহায়; "কুলায়ো নীড়মস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ। রথাঙ্গমিথুনেষু চক্রবাকদম্পতীষু ছায়াস্বেবেতি কথঞ্চিন্নক্ষত্রাদিপ্রকাশসম্ভাবিতাস্বিত্যর্থঃ। বিজাতীয়ত্বেনেতি স্থৌল্যাতিশয়বদ্গবাদিচ্ছায়াতঃ। এবকারশ্ছায়া-

---

লাগলেন, এদিকে চতুর্দিকে অপর গোপগণ যথাস্থানে বিশ্রাম লাভ করতে থাকলে বহুকাল পরে ধেনু এবং শকটের সারি পূর্ব বসতি-মূল ছেড়ে এসে পৌঁছে গেল।

৫৪। অতঃপর এইরূপে শকটসমূহ থেকে গোপগণ সকলে অবতরণ করলে শকটের মালিকগণ সময়োপযোগী বাসনপত্র শকট থেকে নামাবার পর বলদগুলিকে শকট থেকে ছেড়ে দিয়ে বলদের খাবার সংগ্রহে তৎপর হয়ে পড়লেন, তাঁদের পরিচারকগণ যথাযথ ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন, পাচকগণ রান্নাঘর পরিষ্কারে লেগে গেলেন,—এই অবসরে ভগবান্ সূর্যদেব চার প্রহর বেলার গমন-পথ অতিক্রম করে যেন ক্লান্ত হয়ে পশ্চিম-দিগাঙ্গনা-গৃহে বাস করবার ইচ্ছুক হয়ে যেন ঢলে পড়লেন সেই দিকে।

৫৫। অতঃপর নীড়নিকরে অত্যন্ত উন্মুখতা বশতঃ কলরবমুখর পক্ষীকুল আকাশে পাখা মেলে উড্ডীয়মান হলে, ময়ূরাদি অতি উচ্চ বৃক্ষোপরি উঠে বসলে, মণ্ডলাকারে শয়িত মৃগযূথ চতুর্দিকে নয়নমেলে রোমন্থন আবেশে অলস হয়ে এলে, মধুকরনিকর কমলকুহর-বিহারাবেশে বন্দীদশা প্রাপ্ত হলে, দিগঙ্গনা তিমিরনীল শাড়ির অবগুণ্ঠনে মুখ ঢেকে অভিসারিকাভাব প্রাপ্ত হলে, অভিলষিত সময় প্রাপ্তিতে কুমুদিনী প্রস্ফুটিত হয়ে উঠলে, চকোর-চকোরী ভাবিবিরহ বেদনায় অস্থির হয়ে পরস্পর

প্রতিপটভবনকুহরমধি জ্বাল্যমানেষু বহিরপি সহৃদয়হৃদয়প্রকাশেষ্বিব দৃশ্যমানেষু দীপেষু প্রতিসরণি সমুপবিষ্টেষু যামিকেষু কাপি প্রদোষলক্ষ্মীর্ভগবন্তমুপচরিতুমাজগামেব ॥

৫৬। তত্র তদা,— আয়াতাস্বখিলাসু ধেনুষু সমং বৎসৈর্যথেচ্ছং মুদা
বিশ্রান্তাসু নিরাকুলং বিরচিতাহারাসু তৃপ্তাসু চ।
ভূয়ান্ দোহরবঃ পয়োধি-মথনধ্বানাকৃতির্দোহনী-
গর্ভভ্রান্তগভীরমুগ্ধমধুরঃ কৃষ্ণস্য রস্যোঽভবৎ ॥

৫৭। তত্র চ— নামগ্রাহং প্লুতবচনয়া গোদুহাহূয়মানা
হম্বারাবৈঃ প্রতিরবকরী ধাবিতা ধেনুবৃন্দাৎ।
অভ্যায়াতা নিকটমসকৃৎ পাণিনা মৃষ্টগাত্রী
কাচিৎ কাচিৎ ক্বচন রুচিরা নৈচিকী দৃশ্যতে স্ম ॥

৫৮। এবং সুখবিহিত-পানাহারবিহারেষু ব্রজনগর-নরনারী-নিকরেষু পর্য্যায়-জাগ্রতাং যামিকানাং নিজনিজ-জাগরণকৌশলপ্রকাশিকাভিরভিতো মুহুরুদিত্বরীভির্গীর্ভিরপশঙ্কং যথাসুখমভিনিদ্রাণেষু চ যামৈক-

---

নামেব স্থৌল্যদৈর্ঘ্যয়োর্বহুতরত্বেন হেতুনা পরস্পরবিজাতীয়ত্বেনোপলব্ধিঃ; ব্যক্তীনান্তু তয়োরল্পত্বেন বিশেষতো লক্ষয়িতুমশক্যত্বাৎ তথাত্বেনানুপলব্ধিরিতি জ্ঞাপনার্থঃ। যামিকেষু 'প্রহরিয়া' ইতি খ্যাতেষু বর্ত্মরক্ষকেষু ॥

৫৬। দোহনীগর্ভে ভ্রান্তঃ, অতএব গভীরো মুগ্ধো মনোহরো মধুরঃ,—মাধুর্য্যেণ মনোহরণাৎ ॥

৫৭। নামগ্রাহং 'হিহী শবলি! হিহী ধবলি' ইত্যেবং নাম গৃহীত্বা গোদুহা গোদোহকগোপেন, প্রতিরবকরীতি তাচ্ছীল্য-টপ্রত্যয়ান্তম্, 'কাচিৎ কাচিৎ' ইত্যনেন তদ্দিনে অতিশ্রান্ত-বৎসগবীনাং দোহনাভাবঃ সূচিতঃ ॥

করুণভাবে শোক করতে থাকলে, কোন কোনটা আবার একই কমলদণ্ড-তন্তুদ্বারা পরস্পরের চঞ্চুপুট বেঁধে নিলে, ক্রমশঃ দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর জনচয়-ছায়ানিচয় রৌদ্রের অপগমনে মলিনতাপ্রাপ্তিবশতঃ নিজের ভিতরেই অন্য এক বিকৃতরূপে দেখা দিতে লাগলে, প্রতি বস্ত্রগৃহের অভ্যন্তরে প্রজ্জ্বলিত দীপ সজ্জন-হৃদয়ে প্রকাশিত ভাবের মতো বাইরে দেখা দিতে থাকলে, পথে পথে পথরক্ষিগণ পাহারায় বসে গেলে কোনও অনির্বচনীয় প্রদোষশোভা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য এসে উপস্থিত হ'ল।

৫৬। সবৎস অখিল ধেনুকুল তখন যথাস্থানে পৌঁছে যথেচ্ছ আরামে বিশ্রাম লাভ করত প্রশান্তভাবে আহার শেষ করে তৃপ্ত হ'ল, অতঃপর সমুদ্রমন্থনধ্বনিসম দুগ্ধদোহনধ্বনি উত্থিত হ'ল, দোহনপাত্র মধ্যে ঘূর্ণন করতে করতে গভীর-মুগ্ধ-মধুর ঐ ধ্বনি কৃষ্ণের কর্ণরসায়ন হ'ল।

৫৭। আরও, ওখানে দোহাল গোপগণ নাম ধরে ধরে প্লুতস্বরে ডাক দিলে হাম্বা-হাম্বা ডাকে সাড়া দিয়ে দৌড়ে দোহালের নিকট আগতা, দোহাল হস্তে বার বার মার্জিত দেহা কোনও কোনও পরমমনোহর উত্তমগাভী দোহান হচ্ছিলো।

৫৮। এইরূপে রাত্রি গভীর হয়ে এলে পর্যায়ক্রমে জাগ্রত পাহারাদারদের নিজ নিজ জাগরণ-

শেষা রজনী যদি সমজনি, তদা শয়নতলাদুত্থিতবতীভিরতিশুচিতরবেশভূষাভিরাভীরভীরুভিরপি প্রতিপটগৃহালিন্দ-দীপিতদীপং কৃতবাস্তুবলিভিরভিতো ভগবদ্বালকৃষ্ণগুণগণগান-কলরব-কর্ণরম্যং যুগপদ্বিধীয়মানস্য দধিমথনস্য মণিময়-মঞ্জুমঞ্জীর-বলয়াদি-বিবিধ-ভূষণ-শিঞ্জিতসহচরেণ গর্গরীকুহরবিহরমাণ-মসৃণতর-গভীরনিনদেন গানকলরব-মধুরিম-সরসতয়াঽতিশয়-সুললিতেন, জগদমঙ্গল-সমূল-নির্মূলীকরণকুশলেন দিগঙ্গনাগণকৃতানুধ্বনন-বিরচিত-পরিপোষেণ তৎক্ষণমমরাঙ্গনানামপি পতিশয়ন-জুগুপ্সয়া ত্বরিতমেব জাগ্রতীনামেকান্তভাবেন তমেব ঘোষনির্ঘোষমাকর্ণয়ন্তীনাং শ্রবণানন্দো জন্যতে স্ম ॥

৫৯। সমনন্তরমুদয়তি ভগবতি কিরণমালিনি কিরণমালিদুহিতুরপারপারগমন-সমুদ্যোগযোগ্যেষু তেষু প্রথমমেব ব্রজরাজনিদেশেন তত্তদধিকারিণো ধেনুবৃন্দমেব পারমাসাদয়িতুমারেভিরে। যথা—

> হীহীকারধ্বনিভিরসকৃদ্বল্লবৈঃ প্রের্য্যমাণং, হম্বারাবৈরনুমতিকরাণ্যুত্তরাণীব কুর্ব্বৎ।
> স্ফায়দ্ঘোণং শ্বসিতপবনৈরুন্নমৎপূর্ব্বকায়ং, পার্শ্বস্রোতস্তদথ যমুনাং ধেনুবৃন্দং ততার ॥

৫৮। কৃতো বাস্তুবলির্বাস্তুপূজোপহারো যাভিস্তাভিঃ, গর্গরীণাং কুহরে বিবরে এব বিরহমাণঃ, অতএব মসৃণতরো গভীরশ্চ যো নিনদস্তেন অমরাঙ্গনানাং তৎক্ষণমেব জাগ্রতীনাং শ্রবণানন্দো জন্যতে স্ম, উৎপাদ্যতে স্মেত্যন্বয়ঃ ॥

৫৯। স্ফায়ন্তী বৃদ্ধিং যান্তী ঘোণা নাসা যস্য তস্য তৎ; পার্শ্বয়োর্দ্বয়োরপি স্রোতো যস্য তৎ, স্রোতসা চাল্যমানমিত্যর্থঃ ॥

কৌশল প্রকাশক 'গৃহস্থ জাগো' 'সাবধান রহো' ইত্যাদি হাকডাক চতুর্দিকে মুহুর্মুহু উত্থিত হতে থাকলে ব্রজনগর-নরনারীসমূহ সুখে পানাহার-বিহার সমাপ্ত করে নিশ্চিন্ত মনে যথাসুখে নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লেন;—যখন রাত্রি একপ্রহরমাত্র বাকী তখন শয্যা থেকে উত্থিতা, অতি বিশুদ্ধ বেশভূষাধারিণী গোপীগণ প্রতি বস্ত্রগৃহের অলিন্দে দীপদানে বাস্তুপূজা করে নিলেন।

অতঃপর যুগপৎ আরব্ধ দধিমথনে সঞ্চালিত মণিময় মঞ্জু মঞ্জির-বলয়াদি বিবিধ-ভূষণ-শিঞ্জন এবং মন্থনভাণ্ড-বিবরে ঘূর্ণায়মান অতিমসৃণ গভীর নিনাদ এই দু-এর সঙ্গতে মধুর কৃষ্ণগুণগান-কলরব যা জগতের অমঙ্গল সমূলে নির্মূলীকরণে কুশলী তখন দিগাঙ্গনাদের প্রতিধ্বনিতে পরিপুষ্টতা প্রাপ্ত হচ্ছিল এবং এই শব্দতরঙ্গ একান্ত মনে শ্রবণরতা, পতি ক্রোড়ে ঘৃণার উদ্রেকে দ্রুত জাগরিতা স্বর্গরমণীদের কর্ণরসায়ণ হচ্ছিল।

যমুনার ওপার গমনপর্ব :

৫৯। তদনন্তর ভগবান্ সূর্যদেব উদিত হলে সূর্যতনয়া যমুনার অপরপারে গমনোদ্‌যোগ আয়োজন কর্মে নিযুক্ত গোপগণের মধ্যে প্রথমেই গোরক্ষকগণ ব্রজরাজের আজ্ঞায় ধেনুপালকে পার করতে আরম্ভ করে দিলেন। যথা—

গোপগণের হীহীকার ধ্বনিতে প্রেরিত হয়ে, হাম্বা-হাম্বা ডাকে অনুমতি প্রাপ্তি সূচক উত্তর যেন দিতে দিতে, স্ফিত নাসা-দীর্ঘশ্বাস বায়ুর বেগে কম্পিত দেহা-স্রোতে চাল্যমান নবপ্রসূতা গাভীসমূহ

৬০ । শৃঙ্গাভাববশাল্লঘূনি বদনান্যুল্লাসয়ন্তঃ সুখং
স্তোকত্বাদপি বর্ষ্মণোঽতিতরসা নির্লঙ্ঘয়ন্তো জলম্।
পুচ্ছানাং সলিলাপ্লুতৌ গুরুতয়া নোল্লাসনেঽতিক্ষমাঃ
ক্ষেমং বৎসতরাঃ প্রতেরুরভিতঃ স্বস্বপ্রসূপূর্বতঃ ॥

৬১ । কিঞ্চ, গ্রীবাপীঠেষু কৃত্বোরসি মৃদুচরণান্ বাহুনৈকেন রুদ্ধা
বৎসান্ সদ্যঃপ্রসূতান্ প্রতরণপটবো বাহুনাঽন্যেন কেচিৎ।
স্বচ্ছন্দং সংতরন্তঃ কলিতকলঘন-স্বানমেষাং প্রসূভিঃ
পশ্চাৎ সংগম্যমানাস্তরণিদুহিতরং গোদুহঃ সংপ্রতেরুঃ ॥

৬২ । পূর্ণাভোগে তরঙ্গান্ সুমহতি ককুদে জর্জরীভাবমাপ্তান্
গ্রীবাভঙ্গাভিরামং প্রকুপিতমনসস্তাড়য়ন্তো বিষাণৈঃ।
স্রোতো-বেগেঽপি তুঙ্গে ত্বরিতমৃজুতরং পুঙ্গবাঃ পুঙ্গবানা-
মুন্মূর্দ্ধানোঽতিদীর্ঘ-শ্বসিতজবভরোদ্ধূতমস্তঃ প্রতেরুঃ ॥

---

৬০ । বর্ষ্মণো দেহস্য স্তোকত্বাৎ অল্পত্বাৎ স্বস্বপ্রসূপূর্বত ইতি তেন তাসাং চিন্তাভাবঃ, শীঘ্রতরণোৎসাহশ্চাভূদিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬১ । কৃত্বা স্থাপয়িত্বা, তচ্চরণান্ স্ববামদক্ষিণস্কন্ধতো দ্বে দ্বে কৃত্বা উরসি বক্ষসি আনীতান্, একেন বামেন বাহুনা রুদ্ধা, অন্যেন দক্ষিণেন বাহুনা সন্তরন্তঃ ॥

৬২ । পূর্ণ আভোগঃ পরিপূর্ণতা যত্র তত্র তস্মিন্ তরঙ্গান্ অতিবলমদেন ঋজুতরপারপ্রয়াণে ককুদি দক্ষিণভাগে স্রোতোবন্ধেনোচ্ছলিতানিত্যর্থঃ। তদাঘাতমনুভূয় 'এতে কিমস্মাভিঃ সহ যুদ্ধার্থং সঙ্গতাঃ' ইতি প্রকুপিতমনসো বিষাণৈঃ

যমুনা সাঁতরিয়ে পার হয়ে গেল।

৬০ । ছোট ছোট বাছুরগুলি শিং না থাকাতে মুখ সুখে জলোপরি উল্লাসিত করতে করতে, শরীর ছোট হওয়াতে অত্যন্ত দ্রুত জল লঙ্ঘন করতে করতে, পুচ্ছ জলে ভিজে ভারি হওয়াতে বেশী ঝাপটানতে অসমর্থ অবস্থায় নিজ নিজ মায়ের পূর্বেই নির্ভয়ে চতুর্দিকে পার হয়ে গেল।

৬১ । সন্তরণ-পটু কোনও কোনও গোপ ঘাড়ে-পীঠে সদ্যোজাত বাছুর স্থাপিত করে তাদের কোমল দুটি চরণ ঘাড়ের দুদিকে ঝুলিয়ে দিয়ে এক হাতে চেপে ধরে অন্য এক হাতে সচ্ছন্দে সাঁতরাতে সাঁতরাতে ওদের মধুর-গম্ভীর হাম্বারবকারী মায়েদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে সচ্ছন্দে যমুনা পার হয়ে চলে গেলেন।

৬২ । বলদীপ্ত শ্রেষ্ঠ ষাঁড়গুলির সুমহান্ ককুদে লেগে তরঙ্গশ্রেণী ভেঙ্গে কুটি কুটি হয়ে ছিটিয়ে পড়ছিল—তাতে ষাঁড়েদের মনে হলো কেউ-বা যুদ্ধার্থে আগত তাই তারা প্রকুপিত মনে অভিরাম গ্রীবাভঙ্গীতে শিং উচিয়ে ঐ তরঙ্গমালাকে তাড়না করতে করতে, মস্তক জলের উপর উঠিয়ে

৬৩। অথ— উত্তীর্ণা ঘনসারধূলিপটলীস্বচ্ছে ততঃ সৈকতে
শ্রেণীভূয় সমন্ততঃ স্থিতবতী শ্রান্তেব সন্তারতঃ।
একত্রস্থিতিবাঞ্ছয়েব মিলিতা পূর্বং ততো বিচ্যুতা
কালিন্দ্যা সহ জাহ্নবীর রুরুচে সা নৈচিকীনাং ততিঃ॥

৬৪। অথ অপারঙ্গতাস্বপি পারং গতাসু নিখিলাসু নৈচিকীষু পাতালতলাদুত্থিতা ইব নাগনাগরী-খেলামণিগিরিদ্রোণয়ঃ সুরশিল্পিনো নিজশিল্পকলাকৌশলেন ব্রজরাজ-সমাজমানন্দয়িতুকামস্য গগনগঙ্গা-প্রবাহত ইব যমুনামিলিতানাং নিজবিজ্ঞানানাং মূর্ত্তয় ইব দ্যুমণিদুহিতুরন্তরতঃ সমুত্তীর্ণা ইব বহুপন্থো বিচিত্রজলজন্তুবিশেষবধ্ব ইব তৎকালমিতস্ততো বহুকেনিপাতাঃ সমুপসন্নাস্তরণয়ঃ॥

৬৫। তাসু সর্ব্বতঃ সমীচীনাং মৃদুপবনপাতদর-চলিত-ললিতপতাকাং মধ্যমধ্যাসিত-বিচিত্র-

---

স্বদক্ষিণশৃঙ্গৈঃ পুঙ্গবানাং বৃষভাণাং মধ্যে পুঙ্গবাঃ শ্রেষ্ঠাঃ; অতিদীর্ঘেতি ত্বরয়া সন্তারেণ ঋজুপ্রয়াণেন প্রকোপেন চ হেতুনেত্যর্থঃ॥

৬৩। ঘনসারঃ কর্পূরম্, সৈকতে বালুকাময়ে দেশে॥

৬৪। অপারং গণয়িতুমশক্যত্বমিত্যর্থঃ; যদ্বা, অপগতা অরঙ্গতা রঙ্গাভাবত্বং যাসাং তাসু, শ্রমাপনোদনানন্তর-মিত্যর্থঃ। পাতালতলাদিতি কুত্রাপ্যনুপলভ্যমানত্বেনৈবালক্ষিতাতিবেগবত্ত্বেন নিকটোপস্থিতত্বাৎ 'কিমধস্ত ইহৈবোত্থিতা' ইতি সংভাবিতা ইত্যর্থঃ। গগনমেব গঙ্গা তস্য প্রবাহত ইতি 'কিমিহৈব আকাশাৎ পতিতা' ইতি। যমুনামিলিতা-নামিতি নিজ-নপ্ত্রীত্বেন তত্রৈব সঙ্গমিতানাং বিজ্ঞানানাং শিল্পকৌশলানাং মূর্ত্তয় ইবেত্যনেন মণি-স্বর্ণাদিখচিতত্বং নির্মাণবৈচিত্রীভরাবধিত্বং চোক্তম্, কেনিপাতা নৌকাদণ্ডাঃ 'চহাড়' ইতি খ্যাতাঃ॥

অতি দীর্ঘশ্বাস-বায়ুর বেগে জলকে উচ্ছলিত করতে করতে স্রোতবেগ তুঙ্গে হলেও সত্বর সোজা পার হয়ে গেলো।

৬৩। অতঃপর সেই গোসমূহ যমুনা পার হয়ে কর্পূরধূলিরাশিসম স্বচ্ছ-বিস্তৃত যমুনাপুলিনে চতুর্দিকে বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে বিরাজিত হল, তখন সন্তরণ-পরিশ্রমে তাদের যেন ক্লান্ত মনে হচ্ছিল, যমুনার সঙ্গে একত্র স্থিতি-বাঞ্ছায় প্রথমে মিলিত হয়ে পরে তার থেকে বিচ্যুত হয়ে তাঁরা জাহ্নবীসম শোভা পেতে লাগলো।

৬৪। অতঃপর সমস্ত গরুর পাল সংখ্যায় অগণিত হলেও যমুনা পার হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ যেন পাতাল-ফুঁড়ে উত্থিত নাগনাগরীগণের খেলার প্রসাধন শ্রেষ্ঠমণিখচিত ডিঙ্গী নৌকার মতো, যেন নিজ শিল্পকলা-কৌশল দেখিয়ে ব্রজরাজ-সমাজকে আনন্দ-দানেচ্ছুক বিশ্বকর্মার কোনও বস্তু 'আকাশগঙ্গা থেকে যমুনায় নামিয়ে আনা' রূপ শিল্পকৌশলের মূর্তবিগ্রহের মতো, যেন সূর্যদুহিতা যমুনাগর্ভ থেকে উত্থিত সরু সরু পায়হাটা পথশ্রেণীর মতো, অথবা যেন বিচিত্র জলজন্তুবিশেষের বধূর মতো বৈঠা সংযুক্ত বহু নৌকা এখান-ওখান থেকে নিকটে এসে গেলো।

ভবনামেকামেব তরণিং নিজনিজতনয়মঙ্কমারোপ্য শ্রীব্রজরাজরাজমহিষী শ্রীবসুদেব-রমণী চ যুগপদারুরুহতুঃ, উভয়োরপি পরিচারিকাশ্চ। তত্র চ নিজাঙ্গ-রুচিরুচিরমধিতরণি তরণিদুহিতুর্লঘুতরতরঙ্গভঙ্গিমানমানমংকন্ধরমালোক্য জননী-সন্নিধানতো নিধানতোষেণ তরণিপ্রান্তমাগত্য গত্যনবস্থতয়া ভুজাদণ্ডং প্রসার্য্য করকমলেনালোড়য়িতুকামং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য মাতরাবেব তরাবেবমাতঙ্কং তং কঞ্চন প্রাপ্তবত্যৌ যদা নিবারয়িতুং ন শেকতুস্তদা তদাশঙ্কয়ৈব ব্রজরাজেঽপি তামেব তরণিমারুহ্য তমাত্মজমাত্মজবসহজ উদ্ধর্ষং নিজাঙ্কতলমানীয় সাবধান এব তস্থুষি তরণিবাহিনোঽবাহয়ন্ত তরণিম্। এবমপরেঽপি যথেচ্ছমতিসুলভাসু সমানদ্রঢ়িমাদি-গুণাসু তরণিষু যুগপদেব বিমানসদৃশীষু কৃতারোহাঃ সহ পরিজনৈরেব সুখসন্নিবিষ্টাঃ সমানকালমেব পারমীয়ুঃ ॥

৬৬। তদনু প্রতীরমুত্তীর্ণেষু তেষু তাভিরেব তরণিভিস্তরণিবাহিনো নিখিলমেব শকটব্রজং চ

৬৫। অধিতরণি মধ্যযমুনায়াং চলন্ত্যাং নৌকায়াম্, আ ঈষৎ নমন্তী কন্ধরা যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা আলোক্য নৌকোপরিতনগৃহমধ্যে স্থিত্বৈবেতি জ্ঞেয়ম্। ততশ্চ নিধানং নিধিস্তদ্বিষয়কেণৈব তোষেণ হেতুনা গৃহাদ্বহির্ভূয় তরণেঃ প্রান্তমাগত্যেতি মধ্যনৌকায়ামেব তদেকপার্শ্বমাগত্যেত্যর্থঃ। তত্র গত্যনবস্থতয়েতি তত্র গতেরনবস্থত্বেন হেতুনা বামহস্তেন তরণিপ্রান্তভিত্তিমবলম্ব্য দক্ষিণং ভুজাদণ্ডং তত্তলে প্রসার্যেতি জ্ঞেয়ম্। এবং দুর্নিবারবালচাপলং কৃষ্ণমালোক্য মাতরৌ শ্রীযশোদা-রোহিণ্যৌ তরৌ নৌকায়াম্, এবমনেন প্রকারেণ তং প্রসিদ্ধং কঞ্চনাপূর্বম্, আতঙ্কং শঙ্কাং প্রাপ্তবত্যৌ ॥

৬৬। প্রতীরমুত্তীর্ণেষু সৎসু; "প্রতীরঞ্চ তটং ত্রিষু" ইত্যমরঃ। তাভিরেব নৌকাভিঃ শকটসমূহঞ্চ পারং

৬৫। এই সব নৌকার মধ্যে যেটি সবচেয়ে উপযুক্ত, যাতে মৃদুপবনে ধীরে ধীরে পতাকা পৎপৎ করে উড়ছে, যার মধ্যভাগে বিরাজিত রয়েছে বিচিত্র এক-ঘরওয়ালা বাড়ী, সেই একই তরণীতে নিজ নিজ তনয়কে কোলে করে শ্রীব্রজরাজমহিষী ও শ্রীবসুদেব-রমণী একই সঙ্গে আরোহণ করলেন, তাতে আরও আরোহণ করলেন তাঁদের উভয়ের পরিচারিকাগণ। তখন আরও কি হলো—ঐ তরণী যখন মধ্য-যমুনায় পৌঁছে গেলো তখন কৃষ্ণচন্দ্র নিজাঙ্গকান্তিসম কান্তিমতী সূর্যদুহিতা যমুনার ছোট ছোট তরঙ্গমালা-ভঙ্গী ঈষৎ কাঁধ হেলিয়ে দেখে 'কত নিধি যেন পেয়েছে' এইভাবে মায়ের কাছ থেকে সরে কিনারে এসে তরণীর হেলানি-দোলানির ভয়ে বামহাতে তরণীর কিনারা ধরে দক্ষিণ ভুজদণ্ড প্রসারিত করে করকমলের দ্বারা জল-আলোড়নের ইচ্ছুক হ'ল—তাঁকে এই অবস্থায় দেখে মাতৃদ্বয় তরণীর মধ্যে সেই কোনও অপূর্ব আতঙ্ক প্রাপ্ত হয়েও যখন তাঁকে নিবারণ করতে সক্ষম হলেন না তখন একইরূপ আশঙ্কায় ব্রজরাজও সেই একই নৌকায় উঠে এসে নিজের স্বাভাবিক হৃদয়াবেগে অত্যানন্দে কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজের কোলে তুলে নিয়ে সাবধানে বসলেন—তরণীবাহিগণ তরণী চালাতে লাগল।

এইরূপে অপর সকলেও যথেচ্ছ অতিসুলভ সমান শক্তি সামর্থ্যাদি গুণসম্পন্ন রথসদৃশ নৌকায় একই সঙ্গে পরিজনসহ উঠে সুখে বসে একই কালে যমুনা পার হলেন।

৬৬। অতঃপর তাঁরা সকলে তীরে উত্তীর্ণ হয়ে গেলে ঐ সকল নৌকায় মাঝীরা কাঠের শকট-

দারবনিস্তরঙ্গনিঃশ্রেণিশ্রেণিনিকরেণারোহিতং কৃত্বা পারমাসাদয়ামাসুঃ। ব্রজরাজঃ সকলানেব তন্নাবিকান্ পরিতোষিকেণ পরিতোষ্য বিসর্জয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে বাল্যলীলালতাবিস্তারে যমলার্জ্জুনভঙ্গো নাম
ষষ্ঠঃ স্তবকঃ ॥৬॥

—০ঃ×ঃ০—

প্রাপয়ামাসুঃ। কিং কৃত্বা? দারবীণাং দারুময়ীণাং নিস্তরঙ্গাণামচপলদণ্ডানাং নিঃশ্রেণীনামধিরোহিণীনাং শ্রেণীনিকরেণ পংক্তিসমূহেন, প্রযোজককর্ত্রা, শকটব্রজমারোহিতং কৃত্বা তাসু তরণিষ্বিত্যর্থঃ। পারিতোষিকেণ বস্ত্রালঙ্কারাদিনা।

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং ষষ্ঠস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৬॥

সমর্থ সিঁড়ির সাহায্যে সমস্ত শকটশ্রেণীকে উঠিয়ে যমুনার ওপারে পৌঁছে দিলেন, ব্রজরাজ নন্দও সেই সকল মাঝীদের পারিতোষিকের দ্বারা সন্তুষ্ট করে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন।

= জয় শ্রীরাধে =

ইতি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে বাল্যলীলালতা বিস্তারে যমলার্জুনভঙ্গ
নামক ষষ্ঠ স্তবক।

সপ্তমঃ স্তবকঃ

১ । আগোবর্দ্ধনমাকলিন্দতনয়া-তীরাদনোমণ্ডলৈ-
রানন্দীশ্বরমর্দ্ধচন্দ্রবদভূদ্বাসঃ স তৎকালিকঃ ।
পশ্চাদপ্রকটৈব পূর্বভণিতা যা রাজধানী তয়া
প্রাকট্যং গতয়া নিজৈর্গুণগণৈরন্যূনয়াঽভূয়ত ॥

২ । নিত্যত্বং সকলস্য যদ্যপি হরের্ধাম্নঃ সুসিদ্ধং তথা-
ঽপ্যেকস্মিন্নপরস্য সম্মিলনতো নাঽনিত্যতা দৃশ্যতে ।
তেজস্তেজসি বারি বারিণি যথা লীনং চ নো হীয়তে
তদ্বৎ সা চ মহাবনস্থিতপুরী-লক্ষ্মীরিমামাবিশৎ ॥

সপ্তমঃ স্তবকঃ

বৎসাসুর-বকাঘানাং বধঃ পুলিনজেননম্ ।
বৎসবালহৃতির্ব্রহ্মমোহস্তোত্রে চ সপ্তমে ॥

১ । আগোবর্দ্ধনমিত্যাদৌ আঙ্ মর্যাদায়াম্, সা চ দূরসীমবাচিনী জ্ঞেয়া । **ব্রজস্যাষ্টক্রোশীপরিমিতত্বাৎ রাজধানী** নন্দীশ্বরবর্তিনী নিজৈর্গুণগণৈঃ প্রথমস্তবকে বর্ণিতৈঃ ॥

২ । পুর্য্যা লক্ষ্মীঃ সম্পত্তিঃ, ইমাং গোবর্দ্ধনকালিয়হ্রদয়োরন্তরালবর্তিনীং শকটাবর্তাখ্যং রাজধানীম্ ॥

সপ্তম স্তবক

(এই সপ্তম স্তবকে বৎসাসুর-বকাসুর-অঘাসুর বধ, পুলিন ভোজন, ব্রহ্মার দ্বারা বৎস-বৎসপাল হরণ, ব্রহ্মমোহন, ও ব্রহ্মাস্তব ইত্যাদি বর্ণিত হবে ।)

কৃষ্ণাগমনে বৃন্দাবনশোভা ঃ

১ । শ্রীযমুনাতীর থেকে গোবর্দ্ধন ও নন্দীশ্বর পর্যন্ত শকটশ্রেণী সাজিয়ে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সাময়িক বাসস্থান স্থাপন করা হ'ল । এই গ্রন্থের প্রথম স্তবকে যে রাজধানীর বর্ণন করা হয়েছে, যা পরে অপ্রকটের মতো অবস্থায় ছিল তা এখন নিজ স্বাভাবিক গুণের সহিত প্রকট হ'লে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত অবস্থায় দেখা গেল ।

২ । যদ্যপি শ্রীহরির সকল ধামেরই নিত্যতা সুসিদ্ধ তথাপি একের সহিত অপরের সম্মিলন হতে পারে, যে মিশে গেলো তাঁর শাস্ত্র প্রমাণে অনিত্যতা প্রসঙ্গ আসে না । তেজ তেজর সহিত মিশে গেলে, জল জলের সহিত মিশে গেলে যেমন হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না সেই ভাবেই মহাবনস্থিত পুরশোভা এই সদ্যপ্রকট নিত্য রাজধানীতে আবিষ্ট হলেন ।

৩। অথ উভয়োরেব পুরশ্রিয়োরেকীভাবে তদন্তরশ্রিয়া শ্রিয়া সর্বতোভাবেন সেব্যমানতায়াং চ সত্যাং কিং বর্ণনীয়া তদানীন্তনী বৃন্দাবনস্য রামণীয়ক-সম্পত্তিঃ ॥

৪। তথাপি— নানাচিত্রপতত্রিহারি হরিণন্যঙ্কাদি-নানামৃগং
নানাভূরুহ-কুঞ্জ-গুল্ম-লতিকা-বাপীসরঃপল্বলম্।
কালিন্দীপুলিনৈঃ সমুজ্জ্বলমথো গোবর্দ্ধনেনাদ্ভুতং
বৃন্দারণ্যমভীক্ষ্য তে মুমুদিরে গোপাশ্চ গোপ্যোঽপি চ ॥

৫। অথ পূর্বোদিতায়াং ব্রজরাজপুর্যাং ব্রজরাজো বিবেশ। সন্নন্দাদয়োঽপি স্বস্বপুরেষু, তদিতরেঽপি নিজনিজপুরীষু, গোশালাস্বপি গাবঃ, বিপণিবীথিষ্বপি বণিজঃ, স্বস্ববিপণিষ্বপি তাম্বূলিক-মালিকাদয়ঃ ॥

৬। সর্ব এবাঽপ্রকটবৎ প্রকটেঽপি তথা বভূবুরিত্যেবমাপুলিন্দমাত্মাস্বভবনসুখসন্নিবিষ্টেষু সকল-জনেষু চিরকালবাসসুস্থিতবৎ বিস্মৃত-পূর্বাবাসেষু বৃন্দাবনতৃণসমাস্বাদ-প্রোচ্ছলৎপ্রমোদেষু গোধনেষু গূঢ়তয়া সেবমানেষু নবনিধিষু দাসীবৎ পরিচরন্তীষ্টসিদ্ধিষু চ গূঢ়তয়া স্বয়ং সংব্রিয়মাণমহৈশ্বর্য্যোঽপি নিরর্গল-দুর্নিবারতয়া কদাচিৎ কদাচিদসংব্রিয়মাণনিজৈশ্বর্য্যোঽপি ভবতি লীলাবালকো ভগবান্ ॥

৩। উভয়োর্বৃহদ্বন-বৃন্দাবনয়োঃ, একীভাবে মিলনে সতীত্যর্থঃ। তদন্তরং তন্মধ্যং শ্রয়তীতি তবন্তরশ্রীস্তয়া শ্রিয়া শোভয়া ॥

৪। হারি মনোহারি ॥

৫। 'অথ' ইতি কতিপয়বর্ষানন্তরম্, পূর্বোক্তায়াং নন্দীশ্বরবর্তিন্যাম্। স্বস্বপুরেষু সেমরি-সাহারাদি-নামভিঃ খ্যাতেষু আবিবিশুঃ ॥

৩। অতঃপর বৃহদ্বন ও বৃন্দাবন এই উভয় পুরশোভার মিলনে তন্মধ্যগত শোভা দ্বারা সর্বতোভাবে সেব্যমান হয়ে তখনকার শ্রীবৃন্দাবনের যে রমণীয় শোভা হল তা কি বর্ণনা করা যায়? যায় না।

৪। তথাপি কিছু বলা হচ্ছে,—নানা চিত্রবিচিত্র মনোহারী পক্ষী-হরিণ-ন্যঙ্কাদি-নানামৃগ-নানাবৃক্ষ-কুঞ্জ-গুল্ম-লতিকা-বাপী-সর-পল্বলে শোভিত, যমুনাপুলিনের দ্বারা সমুজ্জ্বল, এবং গোবর্দ্ধনের দ্বারা বিস্ময়জনক বৃন্দারণ্য দেখে গোপগোপীগণ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

৫। কয়েক বৎসর পর ব্রজরাজ পূর্বকথিত ব্রজরাজপুরীতে প্রবেশ করলেন। সন্নন্দাদি ও সেমরি-সাহারা নামে খ্যাত নিজ নিজ পুরীতে, অন্যান্য সকলেও নিজ নিজ পুরীতে, গোশালায় গরুর পাল, বিপণিশ্রেণীতে বণিক, নিজ নিজ বিপণিতে তাম্বুলিক-মালাকারগণ প্রবেশ করলেন।

৬। অপ্রকট-লীলায় যেমন ছিল এই প্রকট-লীলাতেও সকল ব্রজবাসিজন তেমনই হলেন, এইরূপে যখন পুলিন্দ থেকে আরম্ভ করে সকলেই নিজ নিজ গৃহে সুখে বাস করতে থাকলেন, সমস্ত গোধন যেন দীর্ঘকাল বাসজনিত সুস্থিরতায় পূর্ববাস-মহাবনকে বিস্মৃত হয়ে বৃন্দাবন-তৃণ পরিতৃপ্তি সহকারে আস্বাদন করে উচ্ছলিত আনন্দে বিচরণ করতে থাকল, মহাপদ্ম-পদ্মাদি নবনিধি সেবাপরায়ণ হল,

৭। অথাত্র কিয়তা কালেন বৎসপালনক্ষমতামাবির্ভাবয়ামাস। সৎস্বপি তৎকর্ম-সমুচিতেষু দাসকুমারেষু তথাবিধ-লীলাকৌতুকগ্রহিলতয়া ভগবতৈব প্রেরিতান্তঃকরণে পরমসুকুমারোঽপি পরম-দুর্লীলোঽপি বৎসপালনকর্মণি নিয়োজনীয়োঽয়মিতি বিচারয়তি ব্রজরাজে, তদুপাকর্ণ্য বাৎসল্যপার-দৃশ্বরীশ্বরী ব্রজনগরস্য রস্যমনবগচ্ছন্তীচ্ছন্তী চ তদপাকর্ত্তুং তদসহমানা স্তনন্ধয়োঽয়মধুনা কথমকাণ্ডে ক্লেশয়িতব্য ইতি যদা নিজগাদ, স এব লীলাবালকো লীলাবালকোঽমলো মাতর্মাতঃপরমেবং বক্তব্যম্, বৎসপালনকর্মণি মমাতীব তোষোঽতোঽসোঢ়ব্যন্তে বচনমিদম্, মিদং তে নেমমুরীকরোমি। তদাদিশ জননি! জননিকরেণ বালসহচরেণ সহ বৎসান্ চারয়িষ্যে, কৌতুকেন কৌ তু কে ন রজ্যন্তি?' ইতি বাল্যনির্বন্ধেন যদা মাতরমুবাচ, তদা সাপি শিথিলনির্বন্ধা যদি ন কিঞ্চিদপ্যপরমূচে, তদা ব্রজেশ্বরোঽপি রোপিতকৌতুকো হৃদি সুদিনাহমালোক্য সহ বলভদ্রেণ ভদ্রেণ সহচরদ্ভির্বালসহচরৈশ্চ বৎসপালনায়

৬। লীলাবালক ইতি স্বপিতৃভ্যাং তৎসজাতীয়ৈশ্চ লীলাময়বালকত্বেনৈব সদৈব প্রতীয়মান ইত্যর্থঃ॥

৭। অগ্রেতনীমেব নন্দীশ্বরবাসরীতিমত্রৈব প্রসঙ্গেন বর্ণয়িত্বা ইদানীং বৎসপালনাদিলীলাং বর্ণয়িতুমুপক্রমতে। তথেত্যারম্ভে, অত্রেতি শকটাবর্ত্তাখ্য-রাজধান্যাম্। ভগবতেতি পদং তদীয়াংশোঽন্তর্যাম্যপি ভগবচ্ছব্দেনোক্তঃ, সাক্ষাত্তস্য তু পিত্রোঃ সন্নিধৌ সর্বদা লীলাবেশময়ত্বাৎ তৎকার্যাযোগ্যত্বাৎ। তথাবিধ-লীলাকৌতুকগ্রাহিলতয়েতি— তদীয়াংশস্য অন্তর্যামিণস্তথা প্রেরণে হেতুরুক্তঃ। বিচারয়তি সুহৃদ্ভিঃ কৈশ্চিৎ সহ তয়া ভার্যয়ৈব বা সহেতি মন্ত্রণাং কুর্বতি সতীত্যত্রাপি কৃষ্ণস্য তথাবিধলীলাকৌতুকগ্রহিলতয়েত্যেষ হেতুর্জ্ঞেয়ঃ, তত্রৈব স্বপুত্রপ্রীতিমালক্ষ্য তদনুকূল-তথাবিধপ্রেমোদয়াৎ। বাৎসল্যস্য পারং পরাং মর্যাদাং দৃষ্টবতীতি দৃশেঃ ক্বনিপ্ বাৎসল্যপারদৃশ্বরীতি। তদসহনে

তথা অণিমা-লঘিমাদি অষ্টসিদ্ধি দাসীবৎ পরিচর্যাপরায়ণ হল, তখন লীলাবালক ভগবান্ নিজেও গুহ্যতা হেতু তাঁর মহাঐশ্বর্যকে গোপন করতে থাকলেও ঐ ঐশ্বর্যের নিরঙ্কুশ দুর্নিবারতা হেতু কখনও কখনও প্রকাশও করতে থাকলেন।

বৎসচারণলীলা ঃ

৭। অতঃপর গোবর্দ্ধন-কালিয়দহের মধ্যবর্তী শকটাবর্তাখ্য রাজধানীতে কিছু কালের বাসের পর লীলাবালক ভগবান্ বৎসপালন-ক্ষমতা প্রকাশ করল, তৎকর্ম-সমুচিত দাস-কুমার থাকলেও তথাবিধ-লীলাকৌতুকগ্রস্ত ভগবানের দ্বারাই অন্তঃকরণে প্রেরণা লাভ করে ব্রজরাজ মনে মনে বিচার করলেন—'আমার এই বালক পরমসুকুমার হলেও এরই মধ্যে পরম দুর্লীল হয়ে উঠেছে, একে বৎসপালন-কর্মে নিয়োজিত করাই সমুচিত'—গোপনে কথাটা কানে এলে বাৎসল্যরসসমুদ্র-সীমা-দ্রষ্টা ব্রজনগরের মহারাণীর নিকট ওটা রসজনক মনে হলো না, কথাটা তাঁর অসহ্য মনে হলো, অতএব ওটা উড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করে মহারাজকে বললেন—'বালক আমার এখনও দুগ্ধমুখ, অকালে একে ক্লেশ দেওয়ার কি প্রয়োজন? মায়ের কথা শুনতেই ইতস্ততঃ উড়ন্ত চূর্ণকুন্তলে শোভিত সুন্দর সেই লীলাবালক বলে উঠল—'মা, অতঃপর আর এরূপ কথা বলবে না, বৎসপালন-কর্ম আমার অতীব

স্বয়মেব গবাঙ্গনমাগত্য কতিপয়ানেব বৎসানগ্রতঃ সমুপপাদ্য তনুতরাং লোহিতযষ্টিকামেকাং করে ধারয়িত্বা বৎসৈঃ সহ চাল্যমানং তনয়ং স্বয়মপ্যনুচচাল ॥

৮। এবমনুযান্তং পিতরমনুযান্তীং চ মাতরং বিলোক্য 'নিবর্ত্তেতাং ভবন্তৌ বয়মত্রাভিযুক্তাঃ, নাত্র শঙ্কা করণীয়া' ইতি বদতি তনয়ে 'মা দূরং গাঃ, ইত এবাদ্য চারয় স্ববৎসান্, মা বিলম্বশ্চ কার্য্যঃ, শীঘ্রমেবাগন্তব্যম্, ইতি চ ব্রুবাণৌ পিতরাবথ নির্ব্বর্ত্ত্য সবলঃ সবালসহচরঃ সকৌতুকমেব প্রথমেঽহনি কৃতাভ্যাস ইব বৎসান্ চারয়ামাস ॥

৯। এবমহরহরহতবিক্রমঃ ক্রমসমেধমানসমেধমানসোল্লাসতয়া তয়া বৎসচারণখেলয়া খেলয়ারূঢ়মনসঃ প্রস্থমরানমরাননবরতবরতনুসহিতান্ স হি তান্ প্রমোদয়ন্মোদয়ন্নপি ব্রজবাসিনঃ সহ

হেতুঃ—ঈশ্বরীতি। তন্নিবারণযোগ্যতায়াং তৎকর্ম রস্তুং স্বরসোচিতমনবগচ্ছন্তী ন অনুভবন্তী, অতএব তৎ দূরীকর্তু-মিচ্ছন্তী। অকাণ্ডে অনবসরে। স্তনন্ধয়োঽয়মিত্যাস্থাপ্যাস্য স্তনপানে বৈরস্যং ন জাতমিত্যকাণ্ডত্বম্। লীলয়া অব সমন্তাৎ ইতস্ততশ্চলিতা অলকাশ্চূর্ণকুন্তলা যস্য সঃ; অমলঃ সুন্দরঃ; হে মাতঃ! অতঃপরং মা এবং বক্তব্যম্, অতো হেতোরসোঢ়ব্যং সোঢ়ুমযোগ্যমিদং বচনম্। নহু তবৈব ক্লেশমাশঙ্ক্য স্নেহেন ব্রবীমি? তত্রাহ—তে তব ইমং মিদং স্নেহং ন উরীকরোমি, ন অঙ্গীকরোমি; মিদমিতি 'ঞিমিদা স্নেহনে' ভাবে ক্বিবন্তং পদম্। জননিকরেণ জনসমূহেন কৌ পৃথিব্যাং তু কে জনাঃ কৌতুকেন ন রজ্যন্তি, অপি তু সর্ব এব। সুদিনাহং শোভনস্য দিনস্যাহোরাত্রস্য সম্বন্ধি যদহস্তৎ ॥

৮। অভিযুক্তা অভিজ্ঞাঃ ॥

৯। ক্রমেণ পূর্বদিনতোঽপ্যপরস্মিন্ দিনে তস্মাদপ্যন্যস্মিন্ দিনে সম্যগ্ এধমানো বর্দ্ধমানঃ সমেধস্য মেধাসহিতস্য

সন্তোষদায়ক, অতএব তোমার এরূপ বাক্য অসহ্য, তোমার এ-স্নেহ আমি অঙ্গীকার করবো না। সুতরাং মা তুমি অনুমতি দাও, বালসহচরজনগণের সহিত মিলিত হয়ে বৎস চরাতে যাই, খেলাধূলা উৎসবে এই পৃথিবীতে কার-না মন রঞ্জিত হয়",—বালসুলভ হঠে এইরূপ বললে মায়ের হঠ শিথিল হয়ে পড়ল, তিনি মৌন ধরে থাকলেন। তখন ব্রজেশ্বর কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তে শুভদিন দেখে নিজেও গোগৃহের অঙ্গনে এসে কতিপয় বৎস অগ্রে স্থাপন করে বলভদ্র-ভদ্র-সহচরবালকগণের সহিত বৎসপালন করবার জন্য গমনরত তনয়ের হাতে লাল এক ছোট্ট যষ্টি তুলে দিয়ে নিজে তাঁর সাথে সাথে চলতে লাগলেন।

৮। এইরূপে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগত পিতামাতাকে দেখে গোপাল বললো—'তোমরা ফিরে যাও, আমরা এ কাজে অভ্যস্ত, তোমাদের ভয়ের কি আছে' পুত্র এরূপ বললে তাঁরা বললেন—'বৎস দূরে যেও না, আজ এই কাছে কাছেই নিজের বৎস-চারণ করো, বিলম্ব করো না, তাড়াতাড়ি ফিরে এসো' এই বলে তাঁরা ফিরে গেলে বলদেব এবং নিজ বাল-সহচরগণের সহিত প্রথম দিন যেন অভ্যাস করছেন এইভাবে বৎস-চারণ করল।

৯। এইরূপে প্রতিদিন অপ্রতিহত-বিক্রম শ্রীকৃষ্ণ দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বুদ্ধিতে দীপ্ত চিত্তের

সহচরৈর্বলভদ্রেণ চ ভদ্রেণ চরিতবৈচিত্র্যেণ জননীজনকয়োরানন্দং মুহুস্তন্বানস্তন্বা নবঘনঘটাশ্যামলয়াঽমলয়া ব্রজভুবং চ শ্যামলয়ন্ যদি তস্যামেব লীলায়াং কুশলো বভূব, তদা যাবন্তো বৎসাস্তাবতামেব চারণায় পর্য্যুৎসুক আসীৎ ॥

১০। তথা সতি প্রতিদিবসমনুদিত এব কিরণমালিনি ত্রিভুবন-জন-পাবন-জনন্যা জনন্যা জনন্যায়কোবিদয়া দয়ালুহৃদয়য়া স্বয়মেব শয়নোত্থাপন-মুখধাবন-পরিমার্জনাভ্যঞ্জনোদ্বর্ত্তন-স্নপনানুলেপনালঙ্করণকৌশলানন্তরমাশয়িত্বা শায়য়িত্বা চ ক্ষণমনুগতোঽর্দ্ধপথপর্য্যন্তমিত এব নিবর্ত্ত্যতামিতি প্রতিমুহুরতিবৎসলাং মাতরমেনামতিমৃদুলমধুরতরেণ বচসা নিবর্ত্ত্য সহ বলেন সুবলেন সুদাম্না সুদাম্না সুললিতবক্ষাঃ সহচরৈরপরৈশ্চ শাদ্বলতলমাসাদ্য নবনবশষ্পাঙ্কুরনিকরসমাস্বাদাসাদিতমোদেষু বৎসনিকরেষু চরৎসু বিবিধকৌমারখেলাকৌতুকেন গময়ন্ সময়ং পুনরপি সময়মাকলয্য মাধ্যন্দিনাশনার্থং নিজপরিজনে-

---

মানসস্য চেতস উল্লাসো যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া। তয়া লোকে প্রসিদ্ধয়া খে আকাশে নয়নানন্দমূর্চ্ছামারূঢ়ং মনো যেষাং তানমরান্, অনবরতং নিরন্তরং বরতনুসহিতান্ স্ত্রীসহিতান্। স শ্রীকৃষ্ণঃ, হি নিশ্চিতম্, প্রমোদমোদয়োঃ কাদাচিৎকত্ব-সার্বদিকত্বাভ্যাং ভেদঃ, তন্বা শরীরেণ মুহুরানন্দং তন্বানো বিস্তারয়ন্ ॥

১০। পাবনজনন্যা পাবিত্র্যোৎপাদিকয়া, আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা, অনুগতঃ কৃতানুগমনঃ; সুদাম্না তন্নামসখ্যা, সুদাম্না শোভনমালয়া। শাদ্বলো নবতৃণহরিতবর্ণদেশঃ। নিয়তং চাতুর্বিধ্যং ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং চর্ব্য-চোষ্যলেহ্যপেয়ানাং

আনন্দোচ্ছ্বাসের সহিত সেই লোকপ্রসিদ্ধ বৎসচারণ খেলা খেলতে খেলতে আকাশে সদা স্ত্রীগণে-বেষ্টিত আনন্দমূর্চ্ছারূঢ়মনা অতিশয় বৃদ্ধিশীল দেবতাগণকে প্রমোদিত এবং ব্রজবাসিগণকে আমোদিত করতে করতে, নিজ সহচর এবং বলভদ্রের সহিত মঙ্গলময় লীলাবৈচিত্রীর অনুষ্ঠানে নিরন্তর পিতামাতার আনন্দ বিস্তারকরতে করতে, নবঘনঘটা-শ্যামসুন্দর তাঁর তনুর শ্যামলিমায় ব্রজভূমিকে শ্যামল করতে করতে যখন ঐ বৎসচারণলীলায় নিপুণ হয়ে গেল তখন ঘরে যত বৎস ছিল সবগুলিকে একসঙ্গে চারণের জন্য বিশেষ উৎসুক হ'ল।

১০। এইরূপ চলতে থাকলে প্রতিদিবস সূর্যোদয়ের পূর্বে ত্রিভুবনজন-পবিত্রকারিণী, লোকনীতিবিশারদা, দয়ালুহৃদয়া মা যশোদা নিজের হাতে গোপালের শয়নোত্থাপন-মুখধাবন-পরিমার্জন-তৈলাদিতে অঙ্গমর্দন-হরিদ্রাগন্ধদ্রব্যাদিদ্বারা অঙ্গমার্জন-স্নানগন্ধাদি লেপন-অলঙ্করণ ইত্যাদি কর্ম নিপুণতার সহিত সম্পাদন করত তাকে খাইয়ে ক্ষণকাল বিশ্রাম করান, অতঃপর যখন তিনি বনপথে গমনরত গোপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ অর্দ্ধপথ পর্যন্ত চলতে থাকেন তখন শোভনমালিকায় সুললিত বক্ষদেশা গোপাল 'এখান থেকেই ফিরে যাও, ফিরে যাও' এইরূপ মুহুর্মুহু অতি মৃদুলমধুরতর বাক্যে অতিবৎসলা মাতাকে নিবর্তিত করে বলরাম-সুবল-সুদাম এবং অপর সহচরগণের সহিত কোমল-সবুজ-নব তৃণময় মাঠে পৌঁছে যান। সেখানে নবনব সবুজ তৃণাঙ্কুরনিকর আস্বাদনে আমোদিত বৎসপাল যখন সুখে চরে বেড়াতে থাকে তখন সে বিবিধ কৌমারখেলাকৌতুকে সময়

নাপ্ততমেন ব্রজপুরপরমেশ্বরীপ্রেষিতং সুকবিকাব্যমিব সুরসম্, পুরুষার্থসার্থমিব নিয়ত-চাতুর্বিধ্যম্, পুরুষার্থসাধনমিব অশীতলপ্রায়ম্, বিশ্বমিব প্রভূতমন্নমাসাদ্য সহ সহচরনিকরেণ কুতূহলিনা হলিনা চ সমং সমন্ততো মণ্ডলীভূয় সপরিহাসহাসকৌশলং ভুক্ত্বা পুনরপি বৎসানুপদীনো দীনোদ্ধরণঃ কাননবিহরণ-রণৎকিঙ্কিণীকঃ কোমলতলচরণকমলাভ্যাং ধরণীহৃত্তাপমুৎসারয়ামাস ॥

১১। এবমনুদিনমেব যামার্দ্ধশেষে দিবস এব সকলবৎসনিকুরম্বমবধায় চালয়ন্নালয়াভিমুখং যদাগচ্ছতি, তদাঽধ্বনি কৃতনয়না ধ্বনিকৃতশ্রবণা চ তনয়বৎসলতয়োৎকণ্ঠমানা পুরতোঽভিব্রজতি ব্রজ-তিলকবল্লভা সাঽপি তজ্জননী ॥

১২। আয়াতে চ ভবনং সৎস্বপি দাসদাসীনিকরেষু স্বয়মেব পূর্ববদবয়বকিশলয়পরিমার্জনাদিনা পরিষ্কার্য্য কার্য্যকুশলা সা সায়াশনমাশয়িত্বা প্রদোষং প্রদোষং সমুত্তার্য্য পরার্দ্ধশয়নমারোপ্য শায়য়ামাস ॥

চ যত্র তৎ তচ্চ। অশীতলমনলসমধিকারিণং প্রকর্ষেণ অয়তে প্রাপ্নোতীতি তৎ। পক্ষে স্পষ্টম্। প্রভৌ ব্রহ্মণি উতম্; পক্ষে, প্রচুরম্। বৎসানামনুপদমন্বিচ্ছন্তি তি বৎসানুপদিনঃ সুবলাদয়স্তেষাম্ ইনঃ শ্রেষ্ঠঃ, কোমলে তলে যয়োস্তাভ্যাং চরণকমলাভ্যাম্ ॥

১১। দিবসে যামার্দ্ধশেষে সতি যদা আগচ্ছতি, তদা অধ্বনি কৃতে নয়নে যয়া সাধ্বনৌ বৎসবালাদীনাং কৃতে শ্রবণে যয়া সা, ব্রজস্য তিলকতুল্যঃ শ্রীনন্দঃ, তস্য বল্লভা শ্রীযশোদা ॥

যাপন করতে থাকে। অতঃপর যথাসময়ে অতি প্রিয় নিজপরিজনের হাতে দ্বিপ্রাহরিক আহারের জন্য ব্রজেশ্বরী যে ভোজ্যদ্রব্য পাঠান তা সুকবির কাব্যের মতো সুরস, পুরুষার্থসমূহ যেমন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্বিধ ভেদের মধ্যে নিয়ন্ত্রিত তেমনই চব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয় এই চতুর্বিধ ভেদবিশিষ্ট, পুরুষার্থ-সাধন যেমন 'অশীতলপ্রায়ম্' অর্থাৎ অলসতাশূন্য অধিকারী সুখে প্রাপ্ত হয় তেমনই 'অশীতলপ্রায়ম্' অর্থাৎ প্রায় গরম গরম, এবং বিশ্ব যেমন 'প্রভুতমন্নম্' অর্থাৎ ব্রহ্মে গ্রথিত তেমনই 'প্রভুতমন্নম্' অর্থাৎ বিরাট বিশ্বের মতো প্রচুর। এই সব ভোজ্যদ্রব্য সহচর বালকগণের এবং কুতূহলী বলদেবের সহিত একত্রে মণ্ডলাকারে বসে হাস্যপরিহাসের সহিত ভোজন করত পুনরায় বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে চলতে দীনোদ্ধারণ, কানন বিহরণে রুণুঝুণু ধ্বনিত কিঙ্কিণীসমন্বিত বালকৃষ্ণ চরণকমলতলের মধুর স্পর্শে ধরণীর হৃত্তাপ দূরীভূত করে দেয়।

১১। এইরূপ দিবসের অর্দ্ধপ্রহর বেলা থাকতেই বৎসপালসমূহকে একত্র করে গৃহের দিকে চালনা করে যখন বালগোপাল বন থেকে ফিরে আসে তখন পথের দিকে নয়ন মেলে এবং আগমন শব্দের দিকে কান ফেলে পুত্রবাৎসল্য-বেগে উৎকণ্ঠিতা কর্মনিপুণা ব্রজতিলক নন্দবাবার প্রিয়া কৃষ্ণজননী যশোদারাণী ঘর থেকে বেরিয়ে পুত্রের সম্মুখে চলে যান।

১২। এবং শ্রীকৃষ্ণ ঘরে এলে দাসদাসী অনেক থাকলেও নিজেই পূর্ববৎ তাঁর অবয়ব-কিশলয় পরিমার্জনাদি দ্বারা পরিষ্কার করে সান্ধ্য-ভোজন করিয়ে সন্ধ্যাকালের পর ললিত ভুজ তাঁর বালককে

১৩। ইত্যেবং গতেষু কতিপয়েষু দিবসেষু কস্মিংশ্চিদহনি বৎসাংশ্চারয়তা বৎসগণানামন্তরেব বিহিতসাত্ত্বতবেশো মহাশাক্ত ইব, পরমতজিঘৃক্ষয়া বিস্তারিতাস্তিকাকারশ্চার্বাক ইব, সর্বস্বজিহীর্ষয়া সমুপসাদিত-মিত্রভাবশ্চৌর ইব, মৃদুলতরতৃণাচ্ছাদিতমুখো বারীগর্ত্ত ইব, কোঽপি কংসানুচরো বৎসাকারঃ সহ বৎসগণৈরেব চরন্ ন কেনাপি প্রকারেণ লক্ষ্যমাণঃ কেনচিদপি, তেন সকৃদেবাবলোক্য বিপক্ষো-ঽয়মিতি জানতা নিখিলসর্বজ্ঞচক্রচূড়ামণিনা পূর্বজং প্রতি 'আর্য্য! কিময়ং ব্রজচরো বৎসঃ, উত বা কৃত্রিমঃ কোঽপি' ইতি বদতা তদনির্ণীয়মান এব পশ্যৎসু সকলেষ্বেব সহচরেষু মৃদুতর-কমলকুড্মলকোমলেন বামকরতলেন পশ্চাত্তনং চরণযুগলমাকৃষ্য ধৃত্বা সমুন্নীয় মুহুরলাতচক্রবদাঘূর্ণয়তা কপিত্থতরুকাণ্ডমধি

১২। আয়াতে তনয়ে সতি সা যশোদা প্রদোষং প্রকৃষ্টভুজং শ্রীকৃষ্ণং সায়ে অশনং ভোজনং যস্য তথাভূত-মন্নাস্থাশয়িত্বা ভোজয়িত্বা প্রদোষং সমুত্তার্য প্রদোষসমানন্তরম্, প্রদোষে শয়নানৌচিত্যাৎ প্রেম্ণশ্চ ঔচিত্যগ্রাহি-স্বভাবত্বাৎ॥

১৩। বৎসান্ চারয়তা তেন কৃষ্ণেন বৎসাকারঃ কোঽপি কংসানুচরো যমসদনং গময়াম্বভূবে ইত্যন্বয়ঃ। বিহিতসাত্ত্বতবেশ ইতি মহাচতুরসভায়াং তু তথাত্বস্যাকিঞ্চিৎকরত্বম্, প্রত্যুত তস্যৈব লজ্জাবজ্ঞাদণ্ডাদিপ্রাপ্তিরিতি ভাবঃ। বিস্তারিত আস্তিকাকারো বেদপ্রামাণ্যগ্রাহিত্ব লক্ষণো যেন, স্বস্য নাস্তিকত্বং প্রচ্ছাদ্য স চার্বাকো বৌদ্ধঃ, তথাপি বিদ্যা-চাতুর্য্যবতো মহাপণ্ডিতস্য নাস্তিকেন দুর্জ্ঞেয়মতত্বমজেয়ত্বঞ্চ, প্রত্যুত অচিরাদেব নিজস্বরূপাবিষ্কারো দণ্ডশ্চ তেন লভ্যত ইতি ভাবঃ। মিত্রভাবশ্চৌর ইতি, তথাপি মহাধার্মিকং সদৈব ধর্মো রক্ষতি, চৌরস্য তু নাশ এবেতি ভাবঃ। যদ্বা, মহত্তমস্য স্বভাবেনৈব তত্রাকস্মাদেব চৌরোঽয়মিতি বুদ্ধিঃ স্ফুরতি, ততশ্চ তস্য নাশ এবেতি ভাবঃ। বারিগর্ত্ত ইতি মত্ততাময়ে হস্তিন্যেব তৎফলোদয়ঃ, ন তু মনুষ্যমাত্রে কস্মিংশ্চিদপীতি, তেন যদ্যপ্যসৌ চিরাদপি তথাবর্তিষ্যৎ, তদপি কৃষ্ণসখানাং কিঞ্চিদ্ভয়ং নাভবিষ্যৎ, প্রত্যুত তস্যৈব সদা কৃষ্ণভয়াদচেতনপ্রায়ত্বমেবাস্থাস্যদিতি ভাবঃ। তেন শ্রীকৃষ্ণেন

বহুমূল্য শয়নে শুইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন।

বৎসাসুর বধ ঃ

১৩। এইরূপে কতিপয় দিবস গেলে কোনও একদিন বৎসচারণরত কৃষ্ণ বৎসাসুর নামক কোনও এক কংসানুচরকে যম-সদনে পাঠিয়ে দিলেন। বৈষ্ণববেশ পরে বৈষ্ণবসভায় প্রবেশক মহাশাক্তের মতো, পরমত পেটে পুরে নেওয়ার ইচ্ছায় আস্তিকের ভাব প্রকাশকারী চার্বাকের মতো, সর্বস্ব-হরণেচ্ছায় সম্মুখে আগত মিত্রভাবধারণকারী চোরের মতো, মৃদুলতর তৃণে আচ্ছাদিত হস্তি ধরার খাদের মতো সেই কংসানুচর বৎসগণের ভিতর মিশে গিয়ে কোনও প্রকারেই কারো-ই দ্বারা লক্ষিত না হয়ে চরে বেড়াচ্ছিল;—নিখিলসর্বজ্ঞচক্রচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র একবারমাত্র দেখেই 'এ বিপক্ষ' এ-রূপ বুঝতে পেরে বড়ভাই বলদেবকে বললেন—'আর্য, এ-কি ব্রজচর বৎস কি কৃত্রিম কোনও কিছু'— এ-কথা শুনে ব্যাপারটা কি ঠিক বুঝতে না পেরে সহচরগণ সকলে যখন ঐ দিকে চেয়ে দেখছেন তখন শ্রীকৃষ্ণ অতি মৃদুল কমলকুঁড়িসদৃশ কোমল বামকরতলে ওর পিছনের চরণযুগল চেপে ধরে উপরে উঠিয়ে

নিষ্পিংষতা প্রয়াণাভিমুখেষু প্রাণেষু ধৃতনিজবিকৃতাকারো যমসদনং গময়াম্বভূবে ॥

১৪। বভূবেদমেব সুরসভারসভাবকারি কারিহননং হর-বিরিঞ্চিমুখ-মুখরিতং চ, বস্তুতো দুর্ঘট-ঘটনপটীয়সো দুষ্করকর্ম-কর্মঠস্য নৈতদদ্ভুতম্ ॥

১৫। তদনু দনুজদমনো মনোরমহেলালসো লালসো নিজসহচরনিকরেষু গগনাঙ্গনচরমভাগশীত-করকরমালিন্যমলিনতামরসময়ং সময়ং বীক্ষ্য দিনান্তরবৎ সানুচরো বৎসানুচরো ভবন্ ভবনমাজগাম ॥

১৬। ভবনমাগম্য গম্যমানেতরচরিতস্য তস্য ললিতবপুষ্কলং পুষ্কলং বৎসবৎ সর্বাবয়বস্য দানবস্য মারণং রণং বিনৈব কৃতবতো লীলাবিলসিতং সর্ব্বমেব সর্বে নিজনিজ-জননীজননীয়মানা অপি শিশবঃ প্রথমমেব ব্রজপুরপরমেশ্বর্য্যৈ কথয়াম্বভূবুঃ ॥

তৈঃ সখিভিরনির্ণীয়মানমেব নিষ্পিষিতা বেগক্ষেপেণ সংচূর্ণয়তা, যমসদনমিতি তদানীন্তনলীলাপরিকরলোকপ্রতীত্যভি-প্রায়েণোক্তম্, বস্তুতস্তু যমোপলক্ষিতস্যাষ্টাঙ্গযোগস্য সদনরূপং ব্রহ্মস্বরূপমিত্যর্থঃ ॥

১৪। ইদমেব কারিহননম্, ঈষচ্ছত্রুহননম্, সুরসভায়া দেবসমূহস্য রসেন ভাবকারি প্রীতিকরণশীলং বভূব, অঘ-বকাদিমহাসুরহননম্ অগ্রেতনং তু কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ। ঈষদর্থে চেতি কোঃ কাদেশঃ। কর্মঠো নিপুণঃ ॥

১৫। হেলালসঃ খেলারসঃ, লালসোঽতিশয়কান্তিযুক্তঃ। সময়ং বীক্ষ্য। কীদৃশম্? গগনমেবাঙ্গনং তস্য চরমভাগং পশ্চাদ্ভাগং ভজতে প্রাপ্নোতি, অশীতকর উষ্ণকিরণঃ সূর্যস্তস্য করাণাং কিরণানাং মালিন্যেন হেতুনা মলিনানি তামরসানি পদ্মানি তন্ময়ম্, বৎসানামনুচরতীতি তথাভূতো ভবন্ সন্ ॥

১৬। গম্যমানাদিতরমগম্যং চরিতং যস্য তস্য কৃষ্ণস্য: লীলাবিলসিতম্; কীদৃশম্? ললিতমানন্দানুভবেন

মুহুর্মুহু আলাতচক্রের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কপিত্থ বৃক্ষের কাণ্ডে ছুড়ে ফেলে দিলেন ওকে, এতে নিষ্পেষিত হয়ে প্রাণ বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম হলে নিজ বিকৃতরূপ ধারণ করে ঐ বৎসাসুর যমালয়ে চলে গেল।

১৪। এই এক ছোট্ট শত্রুহনন কার্যই দেবতাগণের প্রীতিকর হয়ে গেল—শিবব্রহ্মাদি দেবতাগণ স্তুতিতে মুখরিত হয়ে উঠলেন, বস্তুতো দুর্ঘটঘটনপটীয়সী দুষ্কর কর্মনিপুণ কৃষ্ণের পক্ষে এ কিছু অদ্ভুত নয়।

১৫। অতঃপর নিজসহচর পরিবেষ্টিত হয়ে মনোরম খেলারসে মত্ত অতিশয় কান্তিযুক্ত দনুজদমন গগনপ্রাঙ্গনের শেষপ্রান্তে হেলে পড়া সূর্যকিরণ-মালিন্যে মালিন্য-প্রাপ্ত পদ্মের পাণ্ডুরতা দেখে সেই অনুসারে সময় বুঝে নিয়ে অন্যদিনের মতো অনুচরগণের সহিত বৎসগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গৃহে চলে গেল।

১৬। অগম্যচরিত শ্রীকৃষ্ণের বিনা যুদ্ধে গোবৎসাকার সর্বাবয়বযুক্ত দানব-বধরূপ শ্রেষ্ঠ লীলা-বিলাস, যার বর্ণন আনন্দানুভব-দানে বক্তা-শ্রোতা-দ্রষ্টার অঙ্গের শোভা সৃজন করে তা ঘরে ফিরে শিশু সব নিজনিজ জননীদ্বারা নীয়মান হলেও হঠপূর্বক চলে এসে ব্রজপুরপরমেশ্বরীকে প্রথমেই বলে দিল।

১৭। ভগবানপি জনকজননীরাজিতো জননীরাজিতো দিনান্তরবৎ কৃতসায়ন্তন-স্নানানুলেপো জনকেন সহ কৃত-সায়াশনঃ সুখসুপ্তো রজনীমনৈষীৎ ॥

১৮। পরেদ্যবি দ্যবি চানুদিত এব যমুনাজনকে জনকেলিকলাকুশলঃ কৃতাহারো হারোল্লসদ্বক্ষাঃ স এষ মিলিতেষু সহচরেষু সবলেন বলেন সহ পূর্ববৎ সকলবৎসকলনয়া নয়াবিরোধেন বনান্তরমাসাদ্য নবশাদ্বলতলমালোকয়ন্ ক্বচন জলাশয়োপকণ্ঠে ললিতানি নবনবাঙ্কুরিতানি শষ্পাণি পানীয়সন্নিকর্ষ-সুমেদুরাণি সমালোক্য বৎসকুলং তত্রৈব নিবেশয়ামাস।

১৯। সমনন্তরমনন্তরসঃ স বৎসপালঃ পালয়িতা ররাজ সকললোকপালানাম্, অনতিদূরে পূতনা-সহোদরোঽদরোত্তুঙ্গবকশরীরঃ কংসসম্মতো মহাবীরঃ কোঽপি দনুতনয়ো নুতনয়োঽখিলদানবগণেন, গণেন ইব ভগবন্তমনুসন্দধানো দৈবগত্যাবগত্যায়মেব স ইতি ধরণিতলমুন্নময়ন্নিব ধরণিতলনিহিতো-

---

শোভিতং বপুঃ বক্তৃদ্রষ্টৃশ্রোতৄণাং করোতীতি তৎ, রলয়োরৈক্যাৎ; পুষ্কলং শ্রেষ্ঠং বৎসতুল্যসর্বাঙ্গস্থ; নিজনিজজননী-জনৈর্ব্রজেশ্বর্য্যা সহ গ্রামান্তপথপর্যন্তমাগতৈর্নিজনিজগৃহবর্ত্ম প্রতি নীয়মানা অপি বলাত্ততো নিবর্ত্ত্যেত্যর্থঃ। 'মহাবলস্থ দৈত্যস্থ গোবৎসত্বং কুতো ভয়াৎ। তদ্বধে বা শিশোঃ শক্তিঃ ক্কেতি মেনে মৃষৈব সা ॥'

১৭। জনকজননীভ্যাং সহ রাজিতো দীপ্তো জনৈঃ সর্বৈরেব নির্মঞ্ছিতঃ, প্রেম্ণেত্যর্থঃ ॥

১৮। পরেদ্যবি পরদিনে, "সদ্যঃ পরুৎ পরার্যৈষমঃ পরেদ্যব্যদ্য পূর্বেদ্যুঃ" ইত্যাদিনা সিদ্ধম্। দ্যবি আকাশে, যমুনাজনকে সূর্য্যে, সকলবৎসানাং সর্বসহচরবৎসানাম্, কলনয়া সংমেলনেন ॥

১৯। পালয়িতা সকললোকপালানামিত্যনেন তাদৃশখেলাবেশময়স্থাপি তস্ত মনসি দুষ্টাগমসময়লব্ধ-স্বসেবাবসরা

১৭। ভগবানও জনকজননীর সাহচর্যে দীপ্ত হয়ে সকলের দ্বারা নীরাজিত হয়ে অন্যদিনের মতো সান্ধ্যকালীন স্নান-অনুলেপনাদি ধারণ করে জনকের সহিত সান্ধ্য আহার করে সুখে ঘুমিয়ে রাত্রিযাপন করল।

বকাসুর বধ ঃ

১৮। পরদিন তখনও আকাশে সূর্য্য উদিত হয় নাই, সেই সময় নরবৎ খেলাধূলায় নিপুণ, হারে দীপ্ত বক্ষ সেই শ্রীকৃষ্ণ প্রাতরাশ শেষ করবার পর যখন সকল সহচরগণ এসে মিলিত হলো তখন বলশালী বলদেবের সহিত পূর্ববৎ নিজের ও সহচরগণের বৎসসমূহকে একত্রিত করে যথারীতি অন্য এক বনে গিয়ে নব সবুজ তৃণময় মাঠ খুঁজতে খুঁজতে কোনও জলাশয়ের নিকটে জলের নৈকট্যহেতু সুকোমল সুন্দর নবনব অঙ্কুরিত তৃণ দেখে বৎসপালকে সেখানেই চরতে পাঠিয়ে দিল।

১৯। এরপর অনন্তরসবিগ্রহ ব্রহ্মাদি সকল লোকপালগণের পালয়িতা সেই বৎসপাল শ্রীকৃষ্ণ সর্বোৎকর্ষের সহিত শোভা পেতে লাগল। অনতি দূরে পূতনাসহোদর-বিশাল উচ্চ বকশরীরধারী-কংসানুমোদিত মহাবীর-অখিল দানবগণের দ্বারা প্রশংসিত-নীতিজ্ঞ কোনও দৈত্যশ্রেষ্ঠ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জ্যোতিষের মতো খুঁজতে খুঁজতে দৈববশে অবগত হয়ে গেলো 'অহো এই-তো সম্মুখে সেই,'—জেনেই

ত্তরচঞ্চুর্দিবমবনময়ন্নিব দ্যুতল-বিনিবেশিতোর্ধ্বচঞ্চুশ্চ যুগপদেব দেব-দনুজ-মনুজাদি-সকলজীবজীবনাকর্ষণায় বিততায়ত-মহাসন্দংশং বিবৃত্য স্থিত ইব কালপুরুষঃ সকলৈরেব ভয়ভরনির্ভরভজ্যমান-মানসৈরাতঙ্কপঙ্কিলৈরিব সহচরৈরালুলোকে ॥

২০। আলোক্য চ 'সখে! নায়ং পক্ষী, অপি তু সকলানেব নো গিলিতুমিব কৃতারম্ভেণ গুরুতরদন্তেন কেনাপি বকাকৃতিনা দানবেনৈব ভবিতব্যম্। তদিতঃ পলায়নমেবাস্মাকং পথ্যম্। অথবা, কৈলাসশিখরিশিখরদ্রাঘীয়সঃ শরীরাদপি দীর্ঘদীর্ঘতরাচ্চঞ্চুপুটাদস্য কথং পলায়নমপি' ইতি তেষু মীমাংসমানেষু 'প্রাণসমানেষু প্রাণরক্ষণার্থং নাশঙ্কনীয়ম্' ইতি দরহসিত-সুধাপেশল-সলালিত্যমাভাষমাণমকুতোভয়মভয়দমখিললোকস্য সহেলমভিমুখমুপসর্পন্তং তমখিলভুবনৈকবন্ধুমনুপধিনিরবধিকরুণৈকসিন্ধুমব্যয়মব্যাহত-মহাপ্রভাবমতিসাহসঃ স পামরোঽমরোপহতিকরঃ করালতরতুণ্ডঃ সহসোপপত্য পশ্যৎসু সকলেষু দিবি দিবিষৎসু গিলতি স্ম ॥

ঐশ্বরী শক্তির্দুষ্টসংহারায় সহসৈব পর্যস্ফুরদিতি দ্যোতিতম্। অদরমনল্পম্, নুতঃ স্তুতো নয়ো নীতির্যস্য সঃ। গণয়ন্তীতি গণা গণকাস্তেষামিনঃ, দৈবজ্ঞশ্রেষ্ঠ ইব গণয়িত্বা অবগত্যেত্যর্থঃ। ধরণিতলে নিহিতো বেৎপ্রকারেণোপিত উত্তরচঞ্চুরধশ্চঞ্চুর্যেন সঃ। কিমর্থমিব? ধরণীতলমুৎপাট্য উন্নময়ন্নিব, ঊর্ধ্বং নেতুমিব। এবং দেবং স্বর্গমধো নেতুমিব, পুনশ্চ মহাঘাতুকস্বভাবমলক্ষ্য অন্যথোৎপ্রেক্ষতে—যুগপদেবেতি। সংদংশং 'সাঁড়াসী' ইতি খ্যাতম্॥

২০। সখে হে শ্রীকৃষ্ণ! কৈলাশশিখরিণঃ শিখরাদপি দ্রাঘীয়োঽতিদীর্ঘং যৎ শরীরং তস্মাদপি দীর্ঘদীর্ঘতরাত্তস্য চঞ্চুপুটাৎ কথং পলায়নমপি শক্যমিত্যর্থঃ। মীমাংসমানেষু বিচারয়ৎসু সৎসু বয়স্যেষু তং শ্রীকৃষ্ণং গিলতি স্মেত্যন্বয়ঃ।

সে ধরণীতল উৎপাটিত করে যেন উর্দ্ধে নিয়ে ফেলবে এই ভাবে ধরণীতলে নীচের চঞ্চু ঠেকিয়ে, আর স্বর্গকে যেন নীচে নামিয়ে নিয়ে আসবে সেই ভাবে উপরের চঞ্চুকে আকাশে ঠেকিয়ে মহা সাঁড়াসীর আকারে মুখ-ব্যাদন করে যুগপৎ দেব-দানব-মনুষ্য সকল জীবকে আকর্ষণ করবার জন্য যেন কালপুরুষের মতো বসে থাকল, আর ওদিকে অত্যন্ত ভয়ভারে মানসিক সাম্য হারিয়ে আতঙ্কে মলিন হয়ে সখাগণ বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রইল সেই দিকে।

২০। চেয়ে দেখতে দেখতে তাঁরা বলল--'সখে এ'তো পক্ষী নয়, আমাদের সকলকে যেন গুরুতরদন্তে গিলতে আরভমান কোনও বকাকৃতি দানবই বা হবে। অতএব এখান থেকে পলায়নই আমাদের শ্রেয়—তবে কথা হচ্ছে, কৈলাসপর্বতশিখর থেকেও অতিদীর্ঘ এর শরীর থেকেও দীর্ঘদীর্ঘতর ঐ চঞ্চুপুট থেকে পলায়নই বা কি করে সম্ভব।' এইভাবে সখাগণ বিচারপরায়ণ হলে শ্রীকৃষ্ণ 'হে আমার প্রাণপ্রিয় সখাগণ প্রাণরক্ষার জন্য আশঙ্কা কর না' এইরূপে ঈষৎ হাসতে হাসতে কথায় সুধা ঝরিয়ে সলালিত্যে যখন সখাদের অভয় দিচ্ছিল তখন অতিসাহসী-দেবতাদের উপদ্রবকারী-অতিকরাল তুণ্ডসমন্বিত সেই পামর বকাসুর অকুতভয়, অখিললোকের অভয়দ, হেলায় ঐ অসুরের সম্মুখে গমনরত, অখিলভুবনের একমাত্র বন্ধু, অহৈতুক নিরবধি করুণৈকসিন্ধু, অব্যয় অব্যাহত মহাপ্রভাব শ্রীকৃষ্ণের

২১। তদনু তদনুপায়মপায়মিবাত্মনাং মন্যমানাঃ সর্ব এব সহচরাঃ সহ চ রামেণ হাহেতি নিগদন্তো গদং তোদমতিমহান্তমাপদ্যমানা দিবি চ দিবিচরাঃ 'অহো কষ্টম্, অহো কষ্টম্' ইতি ব্যথমানা মানাপহারেণ যদা মুহ্যন্তি স্ম, তদৈব জ্বলদনলমিব কাকুদং কাকুদং দহন্তং ক্রমেলক ইব প্রমাদেন গিলিতং নবসহকারপল্লবমিব প্রবলতরগলদণ্ডাকুঞ্চন-প্রসারণবিকলঃ সত্রাসপক্ষতি-বিধূননকাতরস্তরসা নির্যদ্ভিঃ প্রাণৈরিব বহির্নিঃসার্য্যমাণং তমতিবেগেনৈব বিবৃতগলচঞ্চুপুটস্তৎক্ষণেনৈব ববাম ॥

২২। তেনোদ্গীর্ণ এব বিধুন্তুদ-বদনতো নিষ্ক্রান্তশ্চন্দ্র ইব, ঘনতরঘনঘটাকোটরতো বহির্গতঃ কিরণমালীব, গিরিবরগুহাকুহরতো বিনিষ্ক্রান্তঃ কণ্ঠীরবশাবক ইব, দন্তুরতমতমঃসমূহ-সমূঢ়সংসারকূপতো নির্মুক্তঃ স্বভক্তজন ইব, তদ্গলগলিত-ক্লেদলবাক্লিন্নবসনভূষণতয়া শোভাতিশয়মেব বিভ্রাণো 'ন ভেতব্যম্' ইতি মধুরতর-সপ্রণয়কলস্বরমখিলসখিজনান্ মূর্চ্ছাতো বিরময্য, পুনরাক্রোশেন চঞ্চুপুটবিঘট্টনয়া

দর ঈষৎ, হসিতসুধয়া পেশলং সুন্দরং সলালিত্যঞ্চ যথা স্যাত্তথা। অমরাণাং দেবানামুপহতিমুপঘাতং করোতীতি সঃ॥

২১। তদনু তদনন্তরং তৎ বকাসুরেণ কৃষ্ণস্য গিলনম্, আত্মনামনুপায়মুপায়শূন্যমপায়ং বিপদং মন্যমানাঃ, গদং ব্যাধিম্; "রোগব্যাধিগদাময়াঃ" ইত্যমরঃ। কীদৃশং তোদম্? ব্যথাকরম্, মানাপহারেণ চেতনাপহারেণ, 'মন্ জ্ঞানে' ঘঞন্তঃ। তদৈব তং শ্রীকৃষ্ণং কাকুদং শোকভীত্যাদিময়বিকারপ্রদম্; কুতঃ? জ্বলন্তমনলমিব কাকুদং তালু দহন্তং তৎক্ষণেনৈব ববামেত্যন্বয়ঃ; "তালু তু কাকুদম্" ইত্যমরঃ। ক্রমেলক উষ্ট্রঃ, সহকার আম্রঃ; প্রবলতরং যথা স্যাত্তথা, গলদণ্ডস্যাকুঞ্চনং রোধপীড়ানুভবেন সঙ্কুচিতীকরণং প্রসারণমুদ্বমনার্থং বিস্তৃতীকরণং তাভ্যাং ব্যাকুলঃ, পক্ষতী পক্ষৌ তয়োর্বিধূননমিতি বৈয়গ্র্যলক্ষণং নির্যদ্ভির্নির্গচ্ছদ্ভিঃ॥

২২। চন্দ্র ইবেতি বয়স্যান্ প্রতি ব্যথাশোকবিস্মারণার্থং স্বমাধুর্যজ্ঞাপনয়া কিরণমালীবেতি, অসুরান্ প্রতি ত্রাসনার্থং দুঃসহোগ্র-স্বপ্রতাপ-ব্যঞ্জনয়া, গিরিবরেতি-কণ্ঠীরবেত্যাভ্যাং দেবান্ প্রতি শঙ্কানিরাসার্থং স্বব্যথাভাবসূচনয়া,

---

উপরে সহসা ঝাপিয়ে পড়ে আকাশে দেবতাসকল দেখতে দেখতে গিলে ফেললো।

২১। অনন্তর বকাসুরের কৃষ্ণগিলনকর্ম নিজেদের প্রতিকারহীন বিপদ মনে করে সকল সখা বলদেবের সহিত 'হা হা' করে চিৎকার করতে করতে, আর আকাশে দেবতাগণ নিজেদিগকে অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিগ্রস্ত মনে করে 'অহো কষ্ট অহো কষ্ট' এইরূপ কাতরাতে কাতরাতে চেতনা হারিয়ে যখন মূর্ছিত হয়ে পড়লেন ঠিক সেই মূহূর্তে অনবধানতাবশতঃ নবআম্রপল্লব গলাধঃকরণ করে উষ্ট্র যেমন উগরিয়ে দেয় তেমনই ঐ বকাসুর অতিপ্রবলভাবে গলদণ্ড সঙ্কুচিত-বিস্তৃতকরণের ব্যাকুলতায় ও ভয়ে পাখা ঝাপটানর কাতরতায় বেগে নিঃসৃত প্রাণবায়ুর চাপেই যেন নিঃসার্যমান, শোকভীত্যাদিময়-বিকারপ্রদ শ্রীকৃষ্ণকে তালুদহনকারী জ্বলন্ত অনলের মতো অতিবেগে গলা ও চঞ্চুপুট ব্যাদন করে তৎক্ষণাৎই উগরিয়ে ফেলে দিল।

২২। রাহুর কবল থেকে নিষ্ক্রান্ত চন্দ্রের মতো, অতিঘোরতর মেঘাড়ম্বর-কোটর থেকে নির্গত সূর্যের মতো, গিরিবর-গুহারন্ধ্র থেকে বহির্গত সিংহশাবকের মতো, অতিদুর্দান্ত তমঃসমূহ পরিপূর্ণ সংসারকূপ থেকে নির্মুক্ত স্বভক্তজনের মতো তৎমুখবিবর-উদ্গীর্ণ শ্রীকৃষ্ণ অসুরগল-গলিত-

নিষ্কোষয়িতুমাপততঃ পততস্তস্য বামকরকমলকুড্মলেনোর্দ্ধচঞ্চুদলং দক্ষিণকরকমলকোশেনাধরচঞ্চুদলমবধৃত্য সহচর-বালকানাং দুঃখশোকাভ্যাং সহ, সন্তাপভরনমদমরনিকরান্তঃকরণানাং ভয়েন সহপ্রবলতর-দনুজদৈতেয়-পরিষদাং হর্ষোৎকর্ষেণ সহ, সহসৈব হসন্মুখকমলো হেলয়ৈব বীরণতৃণস্যেব বিদারণং বিধায় নিরর্গলগলদসৃগ্ধারা-ধৌতধরণিতলমভিতোঽভিতশ্ছিদ্যমাননাড়ীনালমবিরলমেদঃস্রুতি বপুষঃ শকলদ্বয়ং গিরিশিখরদ্বয়দ্বয়সং পাতয়ামাস ॥

২৩। পততোশ্চ তয়োঃ শকলয়োঃ পততি স্ম মদমুদিতবিবুধঘটাঘনবৃষ্যমাণনন্দনবনকুসুমসংহতিরপি দিবো হর্ষভরজনিত-নয়নসকজ্জল-জলবিন্দুভিরিব দেবক্রমবিলাসিভিরলিভিঃ সমম্, সমন্ততশ্চ গন্ধর্ব-কিন্নরযুবতয়ো বত যোজিতহর্ষং নন্নৃতুরভিতোঽভিতশ্চ দুন্দুভয়োঽভয়োদীরিতা নেদুরতিসুমহদাশ্চর্য্যং

প্রত্যুত ক্রীড়াসুখাস্পদত্ববোধনয়া চ। স্বভক্তজন ইবেতি বৈকুণ্ঠগতসাধনসিদ্ধপার্ষদান্ প্রতি তত্তৎপূর্বানুভবস্মারণার্থং তথাকারমাত্রদৃষ্ট্যাপি কৌতুকভরেণ সাদৃশ্যসম্ভাবনয়া উৎপ্রেক্ষা ইতি ক্লেদলবৈরাক্লিন্নানি বসনভূষণানি যস্য, তথাভূততয়েতি গ্রস্তমুক্তে চন্দ্রে পাটলবর্ণলেশো রাহুচিহ্নবিশেষঃ শোভৈব, মেঘমুক্তে কিরণমালিনি মেঘখণ্ডলেশসম্পর্কো দুঃসহতেজস্ত্ব-প্রতিপাদক এব দুর্দিনোত্থিতে সূর্যে লোকে তথানুভবাৎ। গিরিগুহাকুহর-নিষ্ক্রান্তে কণ্ঠীরবেঽপি তদীয়গৈরিকাদিচিহ্নলেশঃ খেলাকৌতুকদ্যোতক এব, সংসারনির্মুক্তে ভক্তজনেঽপি সিদ্ধদশাপ্রথমক্ষণে বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েন, স্বপ্নভঙ্গে সতি স্বপ্নানন্দ-থানুসন্ধানশেষ ইব বিষয়সুখানুভবশেষো বিস্ময়াবহ এবেতি চতুর্ষ্বপি সাধর্ম্যকল্পনং জ্ঞাপিতমিতি। বিঘট্টনয়া চালনেন, নিষ্কোষয়িতুং ঠোৎকারেণ অর্দয়িতুম্, আপতত আগচ্ছতঃ পততঃ পক্ষিণঃ; "পতৎপত্ররথাণ্ডজাঃ" ইত্যমরঃ; নিরর্গলং নির্নিবারং গলন্ত্যা অসৃগ্ধারয়া ধৌতং ধরণিতলং যত্র তথাভূতং যথা স্যাত্তথা, অবিরলা মেদসাং স্রুতিঃ স্রাবো যত্র তদ্যথা স্যাৎ। শকলদ্বয়ং খণ্ডদ্বয়ং গিরিশিখরদ্বয়প্রমাণম্; প্রমাণার্থে 'দ্বয়সচ্'-প্রত্যয়ঃ ॥

২৩। তয়োঃ পততোঃ সতোঃ, পততি স্ম, অপতৎ। নয়নসকজ্জলেতি দিবো নায়িকাত্বমারোপিতম্, বত

ক্লেদলবক্লিন্ন বসনভূষণে এক অপূর্ব শোভার আতিশয্যেই দীপ্ত হয়ে অতিমধুর সপ্রণয় কলস্বরে 'ভয় করো না' এইরূপ বলে অখিল সখাগণের মূর্চ্ছা ভাঙ্গালেন।

পুনরায় ঐ পক্ষীরূপ বকাসুর ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে চঞ্চুপুট চালিয়ে ঠুক্‌রিয়ে বধ করবার জন্য এগিয়ে এলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ঊর্দ্ধচঞ্চুদল বাম করকমলকোরকের দ্বারা ও নীচের চঞ্চুদল দক্ষিণ করকমল-কোরকের দ্বারা চেপে ধরে সহচর বালকগণের দুঃখশোকের সহিত, সন্তাপ ও ভয়ে বিকল দেবতাগণের অন্তঃকরণের ভয়ের সহিত, অতিপ্রবল দৈত্যদানব-সভাপরিষদগণের হর্ষোৎফুল্লতার সহিত হাসতে হাসতেই সহসাই অনায়াসেই বীরণ তৃণের মতো তাকে দু-ভাগে বিদারণ করে গিরিশৃঙ্গদ্বয়ের মতো বিরাট ঐ দেহের খণ্ডদ্বয় ছুড়ে মাটিতে ফেলে দিল—তখন ঐ খণ্ডদ্বয় থেকে অবিরলভাবে ক্ষরিত রক্ত-ধারায় ধরণীতল ধুয়ে যাচ্ছিল, এখানে-ওখানে চতুর্দিকে ছিন্নভিন্ন তার নাড়ীনাল থেকে স্রাবিত হচ্ছিল চর্বি অবিরল ধারায়।

২৩। বকাসুরের দেহখণ্ড দু'টি ভূপতিত হলে আনন্দোচ্ছসিত দেববৃন্দের দ্বারা অবিরল ধারায় বৃষ্যমান নন্দনবন-কুসুমসমূহ আকাশ-রমণীর হর্ষভরজনিত কাজলধোয়া অশ্রুবিন্দু সদৃশ ভ্রমর

তদিতি মন্বানা মন্বানায়িতা মুনয়োঽপি তুষ্টুবুঃ ॥

২৪। ইহ চ সহচরাঃ প্রমোদভরভজ্যমানহৃদয়া হৃদয়াধিনাথং তমেকৈকশো বকরিপুং করিপুঙ্গবগামিনমালিঙ্গ্য লব্ধজীবিতা ইব, বিলোক্য দিবসাবসানমশেষমপি দিনান্তরবৎ সমবর্হার্য্য বৎসকদম্বকং কদম্বকন্দুকললিততর-করকমলেন তেন প্রিয়সখেন সকলসৌভগবতা ভগবতা সমং ভবনমাগত্য গত্যবসাদাসাদিত-মান্থর্য্য-মাধুর্য্যধুর্য্যামুৎকণ্ঠা-কণ্ঠাগ্রীক্রিয়মাণমিব তদেব বকহননং ব্রজপুরপরমেশ্বর্য্যৈ কথয়াম্বভূবুঃ ॥

২৫। 'মাতঃ! পরং মাঽতঃ পরং কৌতুকম্, কৌতুকং ন বিস্মাপয়তি তৎ, যদস্য সখ্যা স খ্যাপিতভুজপরাক্রমঃ পরাক্রমঃ কৃতঃ ॥

২৬। তথা হি—নিজমদপর্বতায়মানং পর্বতায়মানং সর্বানেব নো গিলিতুমুদ্যতং মুদ্যতং জ্বলন্তমিব

বিস্ময়ে, যোজিতহর্ষং যথা স্যাত্তথা, অভয়মসুরাদিভ্যো নিঃশঙ্কত্বম্; তেন উদীরিতাঃ। মনুনা বৈবস্বতেন, আনায়িতাঃ স্বজনদ্বারা তত্র প্রাপিতা ইত্যর্থঃ ॥

২৪। গত্যবসাদেন অত্যৌৎসুক্যাদতিশীঘ্রগমনশ্রমেণ হেতুনা আসাদিতং মান্থর্যম্, অতিশ্বাসভূম্না একপ্রযত্নেন উচ্চারণাসামর্থ্যং তেন যন্মাধুর্যং তস্য ধূর্যং যথা স্যাত্তথা কথয়াঞ্চক্রুঃ; "ধূর্বহে ধুর্যধৌরেয়ধুরীণাঃ" ইত্যমরঃ; বকস্য বকাসুরস্য হননং হননবৃত্তান্তম্। কীদৃশম্? উৎকণ্ঠয়া কণ্ঠাগ্রীক্রিয়মাণমিবেতি সমাসো যমকানুরোধেন কৃতঃ ॥

২৫। হে মাতঃ! অতঃ পরং কৌতুকং মা ন সম্ভবেদিত্যর্থঃ। তৎ কৌতুকম্, কৌ পৃথিব্যাং তু কম্? অপি তু সর্বমেব জনম্। সখ্যা শ্রীকৃষ্ণেন. সোঽস্মাস্মদ্দৃশত্বেন প্রসিদ্ধঃ, পরস্য শত্রোরাক্রমঃ, সখিকর্তৃকস্তস্য পরাভব ইত্যর্থঃ। কীদৃশঃ? খ্যাপিতো ভুজস্য পরাক্রমো যস্মাৎ সঃ ॥

যা কল্পবৃক্ষ-বিলাসি তাদিকে বুকে নিয়েই ভূমিতে পড়তে লাগল। চতুর্দিকে অহো অপূর্ব কিন্নরযুবতীগণ হর্ষপূর্বক নৃত্য করতে লাগল, চতুর্দিকে নির্ভয় দুন্দুভিসমূহ অভয় ধ্বনি করে বাজতে লাগল—'অহো এ এক অতিসুমহৎ আশ্চর্য ব্যাপার' এই মনে করে মনুপ্রেরিত মুনিগণ স্তব করতে লাগলেন।

২৪। এদিকে আনন্দের আতিশয্যে টলমল হৃদয় সখাগণ তাঁদের হৃদয়াধিনাথ বকরিপু গজশ্রেষ্ঠগামী শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যেকে একে একে আলিঙ্গন করে যেন জীবন ফিরে পেলেন, তখন তাঁরা সায়ংকাল উপস্থিত হলে অন্য দিনের মতো বৎসপালকে একত্রিত করে কদম্বকন্দুকে শোভিত অতি সুন্দর করকমলা, সকলসৌভাগ্যবান্ ভগবান্ তাঁদের প্রিয়সখার সঙ্গে ঘরে ফিরে এসে অত্যুৎকণ্ঠাহেতু দ্রুত চলার শ্রমে মন্থরতা প্রাপ্ত হয়ে, ঘনঘন শ্বাসপ্রশ্বাসের বেগে একবারে সবটা বলার অসামর্থ্যতার দরুণ মুখেচোখে বিকসিত মাধুর্য-পরাকাষ্ঠায় রমণীয় হয়ে উৎকণ্ঠার দ্বারা কণ্ঠে আনিত সেই বকহনন-বৃত্তান্ত ব্রজপুরপরমেশ্বরীকে বলতে আরম্ভ করল—

২৫। 'মা, শোন এর অধিক আর অতঃপর কৌতুক কিছু হতে পারে না—আজ আমাদের সখা এই যা ভুজপরাক্রম-খ্যাপক পরাক্রম প্রকাশ করল তা পৃথিবীতে কাকে-না আশ্চর্যান্বিত করে।

২৬। ব্যাপার কি বলি শোন—নিজ গর্বের উচ্ছ্বাসে ফুলে পর্বতপ্রমাণ-আগুনের মতো

পাবকং বকং তীক্ষ্ণচঞ্চুং চঞ্চূর্য্যমাণং করসরোজাভ্যামাভ্যামাহিতহেলং হেহলং সুকৃতিনি! তব কুসুম-সুকুমারঃ কুমারঃ সপদি বীরণতৃণমিব পাটয়ামাস ॥'

২৭। ইতি বৎসপালক-বালককলবচনমাশ্রুত্য শ্রুত্যতিঃকৌতুকপ্রদমপি ভয়দমুভয়দশায়ামেব বিস্ময়-স্ময়জনকমথ পুরপুরন্ধ্রীভিঃ সহ সহসা ব্রজেশ্বরী কিমপি কথয়িতুমারেভে ॥

২৮। 'হংহো— যদর্থমজহামহং বত মহাবনাবস্থিতিং
তদেতদতিভীতিদং দিতিজকৃত্যমুন্মীলতি।
অয়ং পরমচঞ্চলঃ পরমসাহসোঽসাধ্বসঃ
ক্ব যামি করবাণি কিং হতবিধের্ন বেদ্মীহিতম্ ॥

২৬। নিজমদেন যৎ পর্ব উৎসবস্তেন তায়মানং বিস্তীর্যমাণং গিলিতুমুদ্যতং কৃতোদ্যমং মুদ্যতং মুদ্‌ভ্য আনন্দেভ্যো যতমুপরতম্, আসন্নমৃত্যুত্বাৎ। চঞ্চূর্যমাণং কুটিলগামিনম্; (পা০ ৭।৪।৮৮) "উৎপরস্যাতঃ", (পা০ ৭।৪।৮৭) "চরফলোশ্চ" ইত্যাম্‌গাগমৌ। করসরোজাভ্যাম্ আভ্যামিতি কৃষ্ণহস্তৌ স্বতর্জন্যা স্পৃষ্ট্বা দর্শয়ন্তি, আহিতহেলং যথা স্যাৎ, ইতি আয়াসাভাবসূচনম্। হে অলমতিশয়ং সুকৃতিনি! তবৈব সুকৃতবশাদেব তাদৃশবলবদ্দুষ্টবধে অস্য ভুজয়োর্বলমুদয়তে, অন্যথা তু ক্রীড়াবাহুযুদ্ধে অস্মাভিরপি কতিবারং পরাজিতস্য কুতস্তথা স্বতো বলসম্ভাবনেতি ভাবঃ। সুকৃতিনীত্যস্য সম্বোধনপদস্যৈতন্মাতৃভিরেবং বিবিধ বিপত্তৌ ব্রজেশ্বর্যাং বহুধা প্রযুক্তস্য বালস্বভাবাদ্‌যথাশ্রুতধারণয়া অনুকথনরীত্যা এভিরপি প্রয়োগঃ কৃত ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥

২৭। কুশলিনঃ পুত্রস্যাদ্ভুতচরিত্রমিতি শ্রুতেরতিকৌতুকপ্রদম্, গিলিতুকামস্য মহাবকস্য বধঃ পুত্রকর্তৃক ইতি ভয়দম্, যুগপদেব উভয়দশায়াঃ কৌতুকদশায়াং ভয়দশায়াঞ্চ বিস্ময়েন স্ময়ো মন্দহাস্যং তস্য জনকম্। তথাবিধচরিত্রত্বেঽপি পুত্রস্য কুশলিত্বদর্শনমিতি কৌতুকদশায়াং বিস্ময়ঃ; "বিস্ময়োঽদ্ভুতমাশ্চর্যম্" ইত্যমরঃ। তাদৃশবকস্য কোমলাঙ্গ-শিশুনাপি বিদারণমিতি ভয়দশায়াং চ বিস্ময় ইতি ॥

২৮। অজহাং ত্যক্তবত্যস্মি, অয়ং মৎপুত্রঃ ॥

অলস্য-তীক্ষ্ণ চঞ্চুবিশিষ্ট-কুটিলগামী-আনন্দবঞ্চিত এক বকাসুর আমাদের সকলকে গিলতে উদ্যত হলে হে অতিশয় সুকৃতিশালিনী মা যশোদে, তোমার কুসুম-সুকুমার কুমার তৎক্ষণাৎ তার করসরোজে অবহেলায় বীরণ তৃণের মতো তাকে চিরে ফেলে দিল।

২৭। বৎসপালক-বালকগণের মুখে এইরূপ কর্ণের অতি কৌতুকপ্রদ হলেও ভয়দ, এ উভয় দশাতেই বিস্ময় ও হাস্যজনক, মধুর আধআধ কথা শুনে ব্রজেশ্বরী পুরস্ত্রীগণের সঙ্গে সহসা এইরূপ বলতে আরম্ভ করলেন—

২৮। 'অহো, যার জন্য আমি মহাবনবাস ত্যাগ করলাম সেই অতি ভীতিদ দিতিপুত্র দৈত্যগণের উৎপাত এখানেও আরম্ভ হল—আমার এ-বালকও পরমচঞ্চল-পরমসাহসী-সম্ভ্রমহীন। ভাগ্যহীনা আমি হায় হায় কোথায় যাই, কি করি, বিধির যে কি ইচ্ছা জানি না।

২৯। ইতি ক্ষণমনুচিন্ত্য দিনান্তরবদ্বালকান্ স্বালয়ান্ বিসৃজ্য তনয়স্য সময়োচিতাভ্যঞ্জনোদ্বর্ত্তনাদি কারয়িত্বা প্রণয়ব্যবসায়া সায়াশনমাশয়িত্বা 'তাত! গৃহ এব ভবতা স্থীয়তাম্, নাতঃ পরং বনান্তরে গন্তব্যম্, বৎস! বৎসরক্ষণক্ষণস্তে বিরমতু, বৎসরক্ষণে, বহবঃ সন্তি, কিং তবাঽমুনায়াসেন' ইতি জননী-জননীতিকরবচনমাকর্ণ্য 'মাতর্মা তব ভয়ং কিমপি, সর্ব্বেঽমী মৃষৈব বদন্তি, তদলং চিন্তয়া' ইতি নিদ্রামভিনয়তি সতি লীলাবালকে ভগবতি জননী চ তমতিপরার্দ্ধশয়নতলে সলালমমস্বুষুপৎ॥

৩০। এবং-লীলালস্য লস্যমানচরিতস্য তস্য নিত্যসলীলতাকল্পলতাকল্পভূতমেতৎ শৈশবাদি বিবাদি বিরুধ্যতে যদপি মূর্ত্তানন্দত্বেন নিত্যকিশোরতয়াঽবিকারিত্বাৎ, তথাপি তথা পিহিতপরমৈশ্বর্য্যস্য হিত-পরমৈশ্বর্য্য-স্বাদ ললিতং তস্য তল্লীলায়িতম্, যেন স্বস্ববাসনাবাসনানাবিধভক্তানুগ্রহপরবশতয়া সচ্চিদানন্দ-ঘনে নিত্যকৈশোর এব সকলভাবপুষি বপুষি তথা তথাপ্রকাশঃ, ন তু সাবস্থা কালিকী, কিন্ত্বচিন্ত্য-

---

২৯। প্রণয়ে ব্যবসায়ো যস্যাঃ সা ; সায়াশনং সায়ং কালে অশনং ভোজনং যস্য তৎ, পানক-শষ্কুলী-লাড্ডুকাদি। জননীতিকর ইতি বচনবিশেষণম্, অতিপরার্দ্ধে পরার্দ্ধমূল্যমপ্যতিক্রান্তে শয্যাতলে। অস্বুষুপৎ স্বাপয়ামাস॥

৩০। এবং শেষকৌমারমুপসেদুষঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাকস্মাদাবির্ভূতং বেণুগানাভ্যাস-বনমালাদিপ্রসাধনৈর্মাধুর্যস্যাতি-বৈলক্ষণ্যং বর্ণয়িষ্যন্ প্রসঙ্গান্নিত্যকৈশোরেঽপি তস্মিন্ বাল্য-পৌগণ্ডলীলয়োরাবির্ভাব-তিরোভাববত্যোরপি নিত্যস্থিতি-পরিপাটীপ্রকারমুপশিক্ষয়তি—এবমিতি। এবং লীলাং লাতি গৃহ্লাতি তস্য, ইত্যনেনাবর্ণিতান্যপি লীলান্তরাণি সূচিতানি।

২৯। এইভাবে ক্ষণকাল চিন্তা করে অন্যদিনের মতো রাখাল বালকগণকে নিজ নিজ ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে সময়োচিত অভ্যঞ্জন-উদ্বর্তনাদি করিয়ে শুদ্ধ মাধুর্যভাবে স্থিতমতি মা যশোদা সায়ংকালিন খাবার খাইয়ে পুত্রকে বললেন—'বাপধন, তুমি গৃহেই থাকো, অতঃপর আর বনে যেও না, এখনকার মতো বৎসচারণ থেকে বিরমিত থাকো, বৎসচারণের জন্য বহু রাখাল আছে, এ'তে তোমার পরিশ্রমের কি প্রয়োজন'। জননীনীতিকর এই কথা শুনে—'মা, তোমার কোন ভয় নাই, এরা সকলে মিথ্যা মিথ্যাই বলছে, তোমার চিন্তার কিছু নাই' এই বলে লীলাবালক ঘুমের ভাব দেখালে কৃষ্ণজননী তাঁকে বহুমূল্য শয্যাতলে আদর করতে করতে শুইয়ে দিলেন।

বেণুগান-অভ্যাস ঃ

৩০। (এইরূপে কুমার অবস্থার শেষ সীমায় পৌঁছলে অর্থাৎ পাঁচ বৎসরের শেষের দিকে অকস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে বেণুগান-অভ্যাসে এবং বনমালাদি-প্রসাধনে মাধুর্য্যের যে অতিবৈলক্ষণ্য প্রকাশ পেলো তা বর্ণনা করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে নিত্যকৈশোরে স্থিত হলেও শ্রীকৃষ্ণে যে আবির্ভাব তিরোভাবময়ী বাল্য-পৌগণ্ডলীলা দেখা যাচ্ছে তার নিত্যস্থিতি-পরিপাটিপ্রকার ব্যাখ্যা করা হচ্ছে—'এবং-লীলালস্য' ইত্যাদি।)

শ্রীকৃষ্ণ মূর্তানন্দ এবং নিত্যকৈশোরে স্থিত বলে অবিকারী, কাজেই পূর্ববর্ণিতরূপে লীলাপরায়ণ শোভন চরিত্র শ্রীকৃষ্ণে তাঁর নিত্যলীলারূপ কল্পলতার ফলস্বরূপ তত্তন্নীত্যলীলাময় শৈশবাদি যদিও বিরুদ্ধ হয়ে পড়ে তথাপি লীলাশক্তি দ্বারা কৈশোরোচিত পরমৈশ্বর্য আচ্ছাদিত হয়ে বাৎসল্যরসপোষক

বৈভবত্বে বৈ ভবত্বে তদেব সকলং বাল্যাদ্যপি নিস্তর্কনিত্যমেব। এবং নির্ব্যলীকমুরলীকলমুরলীকুর্বন্ কলগানগানবত্ত্বেন বৈণবিকত্বেন ব্রজপুরপুরন্ধ্রীণাং বিস্ময়মাততান ॥

৩১। আগত্য চ তাস্তস্য সন্নিধিম্—

হে কৃষ্ণ মাতৃকুচচূচুকচূষণেঽপি, নালং যদেতদধরোষ্ঠপুটং তবাসীৎ।
তেনাদ্য তে কতিপয়েষু দিনেষ্বকস্মাৎ, কস্মাদ্‌গুরোরধিগতঃ কলবেণুপাঠঃ ॥

নিত্যসলীলতা নিত্যলীলাবত্ত্বং সৈব কল্পলতা কল্পবল্লী তত্তদনুরক্তবিবিধভক্তবাঞ্ছিতপূরণাৎ, তৎকল্পভূতং শৈশবাদি তত্তন্নিত্যলীলাময়ং বেত্যর্থঃ। আদি-শব্দাৎ পৌগণ্ডঞ্চ, যদপি যদ্যপি, বিরুধ্যেত ইতি বাল্যকৈশরয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবত্বাৎ। ননু জানুচংক্রমণাদি নিকুঞ্জবিহারাদ্যোর্বাল্য-কৈশোরলীলয়োর্যুগপদেব শ্রীকৃষ্ণে ধর্মিণি বিরোধঃ, কালভেদব্যবস্থয়া তু কুতস্তয়োর্বিরোধঃ? তত্রাহ—নিত্যকিশোরতয়েতি। ননু যদ্যেবং তর্হি জন্মারভ্য প্রাকৃতবালকস্যেবাস্য কথং তথা তথা বিকারিত্বপ্রতীতিঃ? তত্রাহ—অপিহিতমাচ্ছাদিতং পরমৈশ্বর্যং স্বয়ংভগবত্ত্বেন মহাষড়ৈশ্বর্যং যস্য, তদিচ্ছাবশাল্লীলাশক্ত্যেবেত্যর্থঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তেন নিত্যভূতং ষড়ৈশ্বর্যমিব নিত্যকিশোরত্ব-স্বরূপমপি তদানীং তয়ৈব বাল্যলীলারসপুষ্ট্যর্থমাচ্ছাদিতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। ননু কথমেবমুচ্যতে, পূতনাদিবধবিশ্বরূপদর্শন-বন্ধনদাম-দ্ব্যঙ্গুলন্যূনত্বাপাদক-বিচিত্রৈশ্বর্যসম্বলিতত্বেনৈব তত্তদ্‌বাল্যলীলায়া অপি দৃষ্টত্বাদিত্যত আহ—হিতং বিস্ময়ানিষ্টশঙ্কাদিভির্বাৎসল্যরসস্য পোষকম্, ন তু তদ্বিঘাতকং যৎ পরমৈশ্বর্যং তস্য স্যদেন বেগেন ললিতং প্রাপ্তশোভং তৎ প্রসিদ্ধং তস্য তথালীলায়িতং যেন নিত্যকৈশোরে এব বপুষি তথা তথা বাল্যাদিপ্রকাশঃ। কীদৃশে? সকলান্ বাৎসল্য-সখ্য-মধুরাদীন্ সর্বানেব ভাবান্ পুষ্ণাতীতি তস্মিন্, তেন বালাদিবপুষস্তাদৃশত্বাভাবাৎ তৎপ্রকাশত্বমেব। তথোক্তং শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—(২।১।৬৩) "বয়সো বিবিধত্বেঽপি সর্বভক্তিরসাশ্রয়ঃ। ধর্মী কিশোর এবাত্র নিত্যনানাবিলাসবান্ ॥" ইতি। প্রকাশে কো হেতুঃ? তত্রাহ—স্বস্ববাসনাসু বাৎসল্যাদিভাবমাত্রময়ীষু বাসো নৈশ্চল্যং যেষাম্, তথাভূতা যে নানাবিধভক্তাস্তেষামনুগ্রহাধীনতয়া তেনানাদিসিদ্ধবেদাগমাদিপ্রসিদ্ধ-তত্তদুপাসনাপরম্পরাপ্রবাহাদেব তত্তল্লীলায়া নিত্যত্বং সূচিতম্। অতএব নিত্যস্থিতস্যৈব বাল্যাদেঃ প্রকাশ এব, ন তু সা কালিকী কালকৃতা। ননু স্বস্বোচিতকাল এব তস্যাস্তস্যা অবস্থায়া জাতত্বেনৈব প্রতীতেঃ কথং কালিকত্বখণ্ডনম্? প্রতীতিরবাস্তবীতি চেৎ, প্রতীতিময়ান্যেব সর্বাণি তানি তানি লীলায়িতানীতি তেষামপি অবাস্তবত্বপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ—কিন্ত্বিতি। ন চিন্ত্যং চিন্তয়িতুং শক্যং বৈভবং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বে সতি, তস্যাচিন্ত্য-

---

যে পরমৈশ্বর্যের প্রকাশ হচ্ছে তার বলে ললিত সেইরূপ সেইরূপ লীলাময় শৈশবাদি অবস্থা তাঁর সচ্চিদানন্দঘন নিত্যকিশোর বপুতেই প্রকাশিত হচ্ছে—বাৎসল্যাদি ভাবমাত্রে নিষ্ঠ নানাবিধ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহপরবশতাহেতু, এই বাল্যাদি অবস্থা কালকৃত নয়। শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা স্বীকার করলে এ-সব বাল্যাদি সকল অবস্থাই নিশ্চয়ই নিত্য—এ সম্বন্ধে তর্কের কোন অবকাশ নাই। এইরূপে কৈশোর অবস্থার প্রকাশে প্রিয় মুরলী-কাকলীতে কলগান নির্ভুলভাবে অভ্যাস করতে করতে বেণুবিদ্যায় প্রবীণতা লাভ করে ব্রজপুরপুরন্ধ্রীগণকে বিস্মিত করে তুললেন শ্রীকৃষ্ণ।

৩১। তাঁরা তাঁর নিকট এসে বললেন—

'হে কৃষ্ণ, তোমার এই যে-অধরোষ্ঠপুট মাতৃকুচের বোঁটা চূষণেও অসমর্থ ছিলো তার দ্বারা আজ কয়দিন মধ্যেই তুমি কোন্ গুরুর নিকট অকস্মাৎ অধিগত করলে এই কলবেণুপাঠ।

৩২ । নির্মঞ্ছনং তব নয়ামি মুখস্য তাত, বেণুং পুনর্ললন বাদয় বাদয়েতি।
উচুর্যদা স্বজননীজনকোপকণ্ঠে, তং বাদয়ন্নথ তদা সরসীকরোতি ॥

৩৩ । তমালবর্ণং তমালবর্ণং বাঙ্‌মনসাবসানং বসানং চ বসনং কেশরপরাগভরপিঞ্জর-তমালিনমিব বনমালিনমিব বনকুঞ্জরশাবকং বকবৈরিণমালোকয়িতুমহরহরেব নভসি ভসিতধারিণা দেবেন সহ সহ কমলজনিনা চ সুরনগরনাগরাঃ সমুপসীদন্তি ॥

৩৪ । এবং স্থিতে কস্মিন্নপ্যহনি অনুদিত এবাহস্করে পুষ্করেক্ষণো জননীমুবাচ—'মাতরদ্য নিরবদ্য-বিপিনভোজনে ভো জনেশ্বরি ! বিহিতলালসোঽস্মি, তদদ্যাত্র নাশনীয়ম্, নাশনীয়ং চ ন মে বচনমিদং শুভবত্যা ভবত্যা' ইতি তনয়োদিতমনয়োদিতমবগম্য ব্রজরাজবধূর্জবধূয়মান-বদনং 'ন ন ন ন' ইতি যদা

শক্তিমত্ত্বস্বীকারে সতীত্যর্থঃ। বৈ নিশ্চিতম্, নিস্তর্কেতি "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥" ইতি, তত্র তর্কযোজনস্য নিষিদ্ধত্বাদিতি। নির্ব্যলীকং প্রিয়ম্, "ব্যলীকমপ্রিয়াকার্য-বৈলক্ষ্যেষ্বপি দৃশ্যতে" ইতি বিশ্বঃ। কলগানগং মধুরাস্ফুটগানপ্রাপকম্, অনবদ্যত্বং প্রশংসার্হত্বম্, তেন বৈণবিকত্বেন বেণুবাদনশীলত্বেন ॥ (৩১)

৩২ । হে ললন ! হে লালনীয়েত্যর্থঃ। তং বেণুং সরসীকরোতি ॥

৩৩ । তং শ্রীকৃষ্ণম্, আলবর্ণং হরিতালবর্ণং বসনং বসানং পরিদধতম্; "তালমালং চ হরিতালকে" ইত্যমরঃ। পুনঃ কীদৃশম্ ? বাঙ্মনসয়োশ্চিন্তনবর্ণনাভ্যামবসানং সীমা যস্মিংস্তম্ ; বনমালিনম্, (শ্রীরাধাকৃষ্ণগণোদ্দেশ-দীপিকায়াং পরিশিষ্টে ১৩২) "পত্রপুষ্পময়ী মায়া বনমালা পদাবধিঃ" ইতি বিবক্ষিতলক্ষণমালাযুক্তম্। বনকুঞ্জরশাবকমিবেতি—ইবেত্যস্য প্রাগ্‌ভাবো যমকানুরোধেন, 'ইবেন সহ নিত্যসমাসবচনম্' ইত্যস্য প্রায়িকত্বাৎ। অহরহঃ প্রতিদিনমেব, ভসিতং ভস্ম, তদ্ধারিণা শম্ভুনা, কমলযোনিনা ব্রহ্মণা, গমনে অনয়োরপ্রাধান্যং পুরাতনপুরুষত্বেন গাম্ভীর্যাদ্দর্শনৌৎসুক্য-স্যাল্পাবিষ্কারাৎ। সুরনগরস্য নাগরা ইন্দ্রাদয়ঃ ॥

---

৩২ । হে বাপধন, হে ললন, তোমার মুখের বালাই লয়ে মরি, আর একবার বেণুবাদন করহে কর, শুনি'—এ-রূপ তাঁরা বললে তিনি নিজ জনকজননীর নিকট বেণু বাজাতে বাজাতে বেণুকে সরস করে তুললেন।

৩৩ । বাক্য-মনের অগোচর, পীতবর্ণ বসনধারী, কমলকেশরপরাগ-ধূসরিত পীত ভ্রমরসম, বনকুঞ্জর-শাবকসম, তমালশ্যাম বকবৈরী বনমালীকে দেখবার জন্য প্রতিদিন আকাশে ভস্মাচ্ছাদিত শিব ও কমলজনি ব্রহ্মার সঙ্গে স্বর্গের ইন্দ্রাদি দেবতাগণ এসে উপস্থিত হন।

পুলিনভোজনলীলা ঃ

ভোজ্যদ্রব্য সহ বনযাত্রা ঃ

৩৪ । এইরূপ পরিস্থিতিতে কোনও একদিন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বেই কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মা'কে বললেন—'হে জনেশ্বরি মা, আজ অতি সুন্দর এক বিপিনভোজন-খেলায় অত্যন্ত লোলুপ হয়েছি, আজ আর ঘরে আহার করব না, সৌভাগ্যবতী তুমি আমার এ-কথা অন্যথা করতে পারবে না, পুত্রের

নিজগাদ, তদা পুনরপি সনির্বন্ধং লীলাবালকোহলকোল্লসদ্ভালো ভালোকবিঘটিততমা বিঘটিততমামাত্মনো লালসামালোক্য তদ্‌ঘটনসদৃশপথেন শপথেন মুহুরনুনাথ্য তদনুমোদনং কারয়ামাস ॥

৩৫। তদনু দেবেন বলদেবেন বলপূরিতশৃঙ্গধ্বনিনাঽধ্বনি নাঽহূতবিলম্বং নিজনিজাত্মনাগারাদাগারদাগতেষু সহচরেষু 'দেহি নো জননী; জন-নিকামমদনীয়মদনীয়ম্' ইতি নাথতি নাথতিলকে ত্রিভুবনস্য বনস্য যোগ্যানি ভোজ্যানি জ্যানিবিহীনানি, দধিমহোদধিমহোদ্ভটপঙ্কপিণ্ডানীব দধীনি, পীযূষকিরণপললানীব ললিতানি নবনীতানি, ক্ষীরনীরধিহিণ্ডীরা ইব মাংসলাঃ পয়ঃসরাঃ, নয়নামোদঘটকাঃ পর্পটকা বটকাশ্চ সুরস-সুরভি-বহুমূল্যাঃ শষ্কুল্যাদয়শ্চ, স্ত্যান-তুহিনশকলানীব আমিক্ষাখণ্ডানি

৩৪। জনেশ্বরীতি অন্যলোককৃতস্তুতিসম্বোধনপদানুবাদেন স্বাভীপ্সিতে তত্র সম্মতিপ্রার্থনা দ্যোত্যতে। অত্র গৃহে ন অশনীয়ং ন ভোক্তব্যম্, প্রত্যাখ্যাস্যমানাং মাতরমাশঙ্ক্যাহ—ইদং বচনং মম ভবত্যা ন নাশনীয়ং ন হেবমিতি প্রত্যুত্তরং ন দাতব্যমিত্যর্থঃ। শুভবত্যেতি—অত্র শুভকার্যে বাধা তবানুচিতেতি ভাবঃ। তনয়স্য উদিতং বাক্যম্, অনয়স্য উদিতমুদয়ো যত্র তথাভূতম্, জবেন বেগেন ধূয়মানং বদনং যথা ভবত্যেবম্। ভাভিরঙ্গকান্তিভিরালোকেন দৃষ্ট্যা চ বিঘটিতং দূরীকৃতং তমো ধ্বান্তমজ্ঞানঞ্চ অন্যদীয়ং যেন তথাভূতোঽপি নিজক্ষুৎক্ষামতাশঙ্কোদিতবৈয়গ্র্যায়া মাতুরগ্রে তথাভূতত্বেনৈশ্বর্যপ্রকাশস্যাপ্যকিঞ্চিৎকরত্বমিতি ভাবঃ। আলোক্যাবগম্য; শপথেন কীদৃশেন? তদ্‌ঘটনস্য স্বাভীষ্টপ্রাপ্তেঃ সদৃশঃ পন্থা যতস্তেন। 'মাতর্মমৈব শপথো যদ্যেতৎ ত্বং নানুমন্যসে, তথা তবৈব শপথো যদ্যহং গৃহে প্রাতর্ভুঞ্জে' ইত্যেবং লক্ষণেন মুহুরনুনাথ্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থ্য তস্যা অনুমোদনং কারয়ামাস। 'বৎস হঠিল! যথাভিরোচতে তুভ্যম্' ইতি বাচয়ামাসেত্যর্থঃ। এতচ্চ তদ্‌বৈয়গ্র্যশমনার্থং তদানীং তদ্দত্তপক্কান্নাদিকং ভুক্তৈবেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৩৫। তং শ্রীকৃষ্ণম্, অনু লক্ষীকৃত্য দীব্যতি ক্রীড়তীতি তেন বলেন উচ্চৈঃ কৃত্বা পূরিতঃ শৃঙ্গে ধ্বনির্যেন তেন, অধ্বনি গোচারণার্থবনপ্রয়াণবর্ত্মনি ন আহূতো বিলম্বো যত্র তথাভূতং যথা স্যাত্তথা। মনাক্ সকৃদেব আরাৎ সমীপমাগতেষু নিজনিজাদাগারাৎ গৃহাৎ; "বিদ্যাদগারমাগারম্" ইতি দ্বিরূপকোষঃ; "সকৃদর্থে মনাক্" ইত্যমরটীকায়াং

এ-বাক্য নীতিবিরুদ্ধ মনে হলে ব্রজরাজবধূ খুব জোরে মাথা ঝেকে বললেন—'না না না এ হতেই পারে না' এরূপ বললে অলকে উজ্জ্বল ললাট-অঙ্গকান্তির দীপ্তিতে অজ্ঞানান্ধকারহারী লীলাবালক নিজ অভিলাষ অন্যথাভূত হতে দেখে পুনরায় সনির্বন্ধে 'তা যাতে হয়' সেইরূপ শপথের সহিত বার বার অনুরোধ করে মায়ের অনুমোদন আদায় করলেন।

৩৫। এই-তো শোনা যাচ্ছে—লীলাবিলাসী শ্রীবলদেব শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করে উচ্চস্বরে শৃঙ্গধ্বনি করছে। তা শুনে অনতিবিলম্বে নিজ নিজ ঘর থেকে যুগপৎ সখাগণ সকলে গোষ্ঠ-গমনের রাস্তার নিকট এসে উপস্থিত হল। এদিকে ত্রিভুবন-মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণ মাকে বললেন—'মাগো, সকলেরই লোভনীয়-আনন্দপ্রদ-উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য আমাদের দাও'। পুত্রের এ-যাচ্ঞায় মা যশোদা বন-ভোজনের যোগ্য সদ্যকৃত বহু টাটকা খাবার এনে উপস্থিত করলেন—দধি-মহাসাগরের বিশাল পঙ্কপিণ্ডের মতো দধি-সমারোহ, চন্দ্রমা-দেহের মাংসপিণ্ডের মতো ললিত নবনীত, ক্ষীরসাগরের ফেনের মতো পুষ্ট দুগ্ধদধির সর, নয়নানন্দকর পাপড় ও বড়া, সুরস-সুরভিত বহুমূল্য শষ্কুলি পিষ্টক, পুঞ্জিভূত হিমখণ্ডের মতো ছানাখণ্ডচয়,

দেবানামপি নয়নামোদকানি মোদকানি, পূর্ণিমাচন্দ্রমণ্ডলা ইব সুরূপাঃ পূপাঃ, অগলৎকরকা ইব সিতোপলা-শকলনিকরাঃ, অতিসুরভি-মেধ্যমোদনানি দধ্যোদনানি, জনিতসুধামাধুর্য্যবেপথুকা ঘনসার-সুরভিপয়ঃ-সিক্তপৃথুকাঃ, আবর্ত্তিতকৌমুদীসারসম্পন্নানি পরমান্নানি, সুরস-সুরভীণি সন্ধানফলানি, সকলান্যেব মাতৃবাৎসল্যানীব অপরিমিতানি উপাদেয়ানি পেয়ানি, মনসাপ্যনূহ্যানি লেহ্যানি, নয়ন-সুখানুপূর্ব্যাণি চর্ব্যাণি, কেনাপি কথঞ্চিদপ্যদূষ্যাণি চূষ্যাণি, এবং চতুর্বিধান্যপি বিবিধানি, মাতৃরচিতান্যপি ন মাতৃপরিচিতানি, অনেকবাহ্যান্যপি ন বাহ্যানি, হিতান্যপি ন হি তানি কাপি সুলভানি, তানি বিলোকয়তায়তানন্দেন তেন সহচরাঃ সমূচিরে—'রে সখায়ঃ! কাননভোজনার্থমেতানি সমাদধ্বং মাদধ্বংসেন' ইতি সপ্রণয়মুক্তা মুক্তাভিমানতয়া নতয়া মনোবৃত্ত্যা সর্ব এব তে বতেমানি সকলান্যেব গ্রহীতুকামাঃ, কামার্বুদার্বুদাধানকারি-সৌরূপ্যেণ তেন পুনরূচিরে—'অচিরেণ ভো অধ্যাত্মবিদাং

ভরতেন। নোঽস্মভাং জনানাং নিকামং মদনীয়ং হর্ষো যত্র তৎ ; 'মদী হর্ষে' ভাবে অনীয়ঃ। অদনীয়ং ভক্ষণযোগ্যং বস্তু নাথতি যাচমানে সতি। জ্যানির্জরা, তয়া বিহীনানি নবেদ্ভবানীত্যর্থঃ। পীযূষকিরণস্য চন্দ্রস্য পললানি মাংসানি শৈত্যসাধুত্ব-শুভ্রতাভিঃ ; মাংসলাঃ পুষ্টাঃ, পর্পটকাঃ 'পাপড়' ইতি খ্যাতাঃ ; শষ্কুলী 'গুঝা' ইতি খ্যাতা ; স্ত্যানানি পুঞ্জিতানি হিমখণ্ডানীব ; "আমিক্ষা সা শৃতোষ্ণে যা ক্ষীরে স্যাদ্দধিযোগতঃ" ইত্যমরঃ। চন্দ্রমণ্ডলা ইবেতি সিতাঘটিতত্বেন শুভ্রতয়াপি, করকা বর্ষোপলা, সিতোপলা 'মিশ্রী' ইতি খ্যাতা। মেধ্যানি পবিত্রাণি, মোদনানি হর্ষকাণি, বেপথুঃ কম্পঃ, ঘনসারঃ কর্পূরঃ, আবর্তিতানাং পাকেন ঘনীকৃতানাম্, কৌমুদীনামিব সারেণ সম্পন্নানি সন্ধানফলানি তৈলাদি-সংহিতাম্রজম্বীরাদীনি। উপ আধিক্যেনাদেয়ানি গ্রহীতুং যোগ্যানি, অনূহ্যানি তর্কয়িতুমপ্যশক্যানি, অপূর্বস্বাদানুভবা-দিত্যর্থঃ। বিবিধানি তত্তদ্ভেদেন। ন মাতৃভিঃ পরিমাণকর্তৃভিঃ পরিচিতানি। পরিচয় এব নাস্তি, কুতস্তদ্গণনেতি

দেবতাগণেরও নয়নানন্দকর লাড্ডু সমূহ, পূর্ণিমাচন্দ্রমণ্ডলের মতো সুরূপা পুয়া, কঠিন শিলের মতো মিছিরিখণ্ডচয়, অতি সুরভিত পবিত্র আনন্দদায়ক দধিমাখা অন্ন, সুধামাধুর্য-ধিক্কারকারী কর্পূর-বাসিত দুগ্ধসিক্ত চিড়া, অগ্নিজ্বালে ঘনীকৃত চন্দ্রমানির্যাসে যেন বাসিত ক্ষীরের পরমান্ন, সুরস-সুরভিত তৈলে ফেলা আচার। এই সকল বস্তু সবই মাতৃবাৎসল্যের মতোই অপরিমিত ছিল—পেয়বস্তু যা ছিল তা সব অনেক বেশী পরিমাণে গ্রহণ-যোগ্য ছিল, লেহ্যবস্তু যা ছিল তা সব অপূর্ব আস্বাদন-অনুভবহেতু ভালমন্দ বিচারের বাইরে ছিল, চর্ববস্তু যা ছিল তা আগাগোড়া নয়নানন্দকর ছিল, চুষ্যবস্তু যা ছিল তাতে দোষ ধরবার কারোর কোন প্রকারেই উপায় ছিল না। এরূপ চর্বচূষ্যলেহ্যপেয় চতুর্বিধ বিবিধ বস্তু সবই মায়ের নিজের হাতে কৃত হলেও পরিমাণকারিদের অপরিচিত ছিল অর্থাৎ বস্তুগুলি অপরিমিত ছিল, এদের বহনে বাহকের প্রয়োজন হলেও এ-সকল বস্তু হেয় ছিল না, এ-সকল অপ্রাকৃত বস্তু হিতকারী হলেও প্রাকৃত লোকের কখনো-ই সুলভ ছিলো না।

এ-সকল বস্তু বিলোকনজনিত আনন্দে শ্রীকৃষ্ণ সখাগণকে বললেন—'আরে সখাগণ লজ্জা-অভিমান ছেড়ে দিয়ে বন-ভোজনের জন্য আনিত এ-সব বস্তু তুলে নাও'—সপ্রণয়ে এরূপ বললে মুক্তাভিমানে ও বিনম্র মনোভাবে তাঁরা সকলেই এই সকল বস্তুর সব কিছুই নিতে ইচ্ছা করলেন, কিন্তু

মনাংসীব নীরসতয়া কঠিনপ্রায়াণ্যেব গৃহ্ণীত, যানি বৎসানুপদং ধাবৎসু ভবৎসু ন গলন্তি' ইতি তথৈব তেষু স্ব-স্বসমুচিতমেব বিভজ্য গৃহ্যমাণানি তানি প্রভূতান্যপি স্তোকপ্রমাণান্যেব বভূবুরপরিমিতত্বাত্তেষাম্। তদবলোক্য ভগবজ্জননী পুনরন্যান্যপি তানি তানি হসন্তী সমুপসাদয়ামাস ॥

৩৬। তদনু তান্যপি সমুচিতং বিভজ্য নিজনিজ-চিত্রতরবিহঙ্গিকা-সঙ্গি-শিক্যেষু সমুচিত-ভাজনস্থানি বিধায় চলনসুসজ্জেষু তেষু স্বয়মপি ভগবজ্জননী বিরচিত-সমুচিত-বেশভূষং ভগবন্তং বেণু-বনমালাদিভিঃ পুনরপি বিশিষ্য ভূষয়িত্বা স্নেহস্নুতপয়োধরপয়ঃ-কণনিকর-ক্লিন্নকঞ্চুকাগ্রপরিসরা কিয়দ্দূরমনুব্রজন্তী সহ পুরন্ধ্রীভিরগ্রে চালিতানামপরিমিতানাং কৃষ্ণবৎসানাং তথা তদনুচরগণস্যাপি প্রতিজনমনেকেষাং বৎসানাং পরস্তাদগ্রে চলতঃ কেনাপি হেতুনা গৃহস্থিতিকুতূহলিনি হলিনি কেবলস্য স্বতনয়স্য পশ্চাচ্চলতাং চ তেষামনুচরাণাং চ রামণীয়কমতিলোকোত্তরমাকলয়াঞ্চকার ॥

ভাবঃ। ন বাহ্যানি, ন হেয়ানীত্যর্থঃ। ন হি নৈবেদ্যার্থে। বিলোকয়তা পশ্যতা, আয়ত আনন্দো যস্য তেন শ্রীকৃষ্ণেন সমাদধ্বং যূয়ং গৃহ্ণীত, মাদধ্বংসেন অহঙ্কারত্যাগেন। কামার্বুদস্যাপি অর্বুদো ব্রণভেদস্তস্য আধানকারি সৌরূপ্যং যস্য তেন; "অর্বুদো মাংসকীলে স্যাদ্দশকোটিষু চার্বুদম্" ইতি বিশ্বঃ। অধ্যাত্মবিদামপি তাদৃশান্যপি মনাংসি এতল্লীলা-মাধুর্যবলাদাকৃষ্য গৃহ্ণীতেতি সরস্বত্যা ভঙ্গী চ জ্ঞেয়া ॥

৩৬। বিহঙ্গিকা 'বাহউকা' ইতি খ্যাতা, প্রতিজনম্, একৈকস্য জনস্যেত্যর্থঃ। বৎসানাং পরস্তাৎ পশ্চাদগ্রে, প্রথমং কেনাপি হেতুনেতি শৃঙ্গমাপূর্য গন্তুমুদ্যতেঽপি তস্মিন্ তদৈব মিলিতদৈবজ্ঞজনপ্রোক্ততদ্দিবসীয়নক্ষত্রগ্রহাদিশান্তিক-

---

রূপমাধুরিতে অর্বুদ কামদেবের হৃদ্‌পীড়াজননকারী শ্রীকৃষ্ণ তাদিকে পুনরায় বললেন—'ওহে, জ্ঞানিদের মনের মতো রসশূন্যতাহেতু যেগুলি প্রায় শক্ত-শক্তের মতো হয়েছে সে-গুলিই শুধু শীঘ্র শীঘ্র নিয়ে নাও যাতে বৎসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াবার সময় রস না ঝরে। এই নির্দেশানুসারে সখাগণ নিজ নিজ বিবেচনায় বিভাগ করে নিয়ে ঐ সকল বস্তু গ্রহণ করতে থাকলে পরিমাণে প্রভূত হলেও বালকগণের সংখ্যার অনুপাতে উহা কমই পড়ে গেল—তা দেখে ভগবজ্জননী পুনরায় যা-যা কম পড়ে গেল তা-তা হাসতে-হাসতে এনে পূরণ করে দিলেন।

৩৬। অতঃপর সেইগুলিও সমুচিত ভাবে বিভক্ত করে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য তাঁদের অতি বিচিত্র বাঁকে ঝুলানো শিকায় স্থাপিত সমুচিত ভাণ্ডে রেখে সখাগণ যখন বনে যাওয়ার জন্য সুসজ্জিত হয়ে গেলেন তখন পূর্বেই সমুচিত বেশভূষায় শ্রীকৃষ্ণ সজ্জিত থাকলেও তাঁকে স্নেহস্নুতস্তনদুগ্ধনিকর-ক্লিন্ন কঞ্চুকের ছওড়া অঞ্চলে শোভনা জননী যশোদা পুনরায় বেণুমালাদি দ্বারা সাজিয়ে পুরনারীগণের সহিত তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর পর্যন্ত চললেন—অগ্রে চলছে কৃষ্ণের অগণিত বৎস, তথা তাঁর অনুচর এক-এক জনের বহুসংখ্যক বৎস, কৌতূহলী হলধর যাত্রাকালে এঁদের সঙ্গে চলতে থাকলেও কোনও হেতু বশতঃ ঘরে থেকে গেলেন, কেবল স্বতনয় ও তাঁর অনুচরগণ চললেন এই বৎসপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ। এদের সকলের পশ্চাতে চলতে চলতে রমণীয় অতিলোকোত্তর এক দৃশ্য মা যশোদার নয়ন সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—

৩৭। যথা—বেণুং বামে করকিশলয়ে দক্ষিণে চারুযষ্টিং, কক্ষে বেত্রং দলবিরচিতং শৃঙ্গমত্যদ্ভুতং চ।
বর্হোত্তংসং চিকুরনিকরে বল্গুকণ্ঠোপকণ্ঠে, গুঞ্জাহারং কুবলয়যুগং কর্ণয়োশ্চারু বিভ্রৎ ॥

৩৮। কিঞ্চ, সদ্রত্নালঙ্করণনিকরেষ্বাদধানোঽবহেলাং, বন্যাকল্পে বিরচিতরুচির্বৎসপালানুকৃত্যা।
ধাবন্নগ্রে ব্রজশিশুগণস্যোল্লসদ্বৈজয়ন্তী-,মালঃ শ্রীরঞ্জিতলসদুরোভিত্তিরাভাতি কৃষ্ণঃ ॥

৩৯। অংসে চারুবিহঙ্গিকাগ্রবিলসচ্ছিক্যস্থ-ভাণ্ডৌদনা
কক্ষে বেণু-বিষাণ-পত্রমুরলী-শৃঙ্গাণি যষ্টিঃ করে।
গুঞ্জোত্তংসময়ূরপিচ্ছরচনা মৌলৌ গলে গৌঞ্জিকো
হারঃ শ্রোণিতটে ধটীতি মধুরো বেশঃ শিশূনাং বভৌ ॥

৪০। কেয়ূরে বলয়ানি কিঙ্কিণিঘটা হারাবলী কুণ্ডলে
মঞ্জীরৌ মণিতুন্দবন্ধলতিকা যদ্যপ্যমীষাং বভুঃ।
নাসীত্তত্র তথাপি মাতৃরচিতাকল্পেষু তেষাং গ্রহঃ
কামং বৎসক-রক্ষণোচিতবনাকল্পে যথা লালসঃ ॥

মঙ্গলাভিষেকার্থং জনন্যৈব ততো নিবারিতে সতীতি জ্ঞেয়ম্। কুতূহলিনীতি তস্য চ বহুগোস্বর্ণাদিদানপ্রিয়ত্বাৎ ॥

৩৭। কুবলয়যুগমিতি—কুণ্ডলস্য পীতিম্না অস্য চ নীলিম্না শোভাধিক্যাৎ ॥

৩৮। শ্রীঃ কনকরেখাকারা ॥

৩৯। অংসে বামস্কন্ধে চার্বী বিহঙ্গিকা; কীদৃশী? অগ্রে বিলসতোর্বিরাজমানয়োঃ শিক্যয়োস্তিষ্ঠৎসু ভাণ্ডেষু ওদনানি যস্যাম্। ওদনেতি সর্বভক্ষ্যবস্তূনামুপলক্ষণম্ ॥

রাখালবেশে কৃষ্ণ ও গোপশিশুগণ ঃ

৩৭। বামকরকিশলয়ে বেণু, দক্ষিণে চারু যষ্টি, কক্ষে বেত্র ও পত্র বিরচিত অতি অদ্ভুত শৃঙ্গ, কেশকলাপে ময়ূরপাখার শিরোভূষণ, কণ্ঠদেশে মনোহর গুঞ্জাহার, এবং চারুকর্ণে নীলকমলযুগল ধারণ করে—

৩৮। বহুমূল্যবান্ শ্রেষ্ঠ রত্নালঙ্কারনিকরে অবহেলা ভাব, ও বন্যবেশে রুচি থাকায় বৎসপালানুরূপ বেশে সজ্জিত, উৎফুল্লিত বৈজয়ন্তী মালায় শোভিত, স্বর্ণরেখা-রঞ্জিত উজ্জ্বল বক্ষদেশ। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজশিশুগণের অগ্রে ধাবিত হতে হতে শোভা পাচ্ছেন।

৩৯। বামস্কন্ধে চারুবিহঙ্গিকাগ্রে দীপ্ত হচ্ছে শিক্যস্থ অন্নভাণ্ড, কক্ষে বেণু-বিষাণ-পত্রমুরলী-শৃঙ্গ, করে যষ্টি, কর্ণে গুঞ্জাভূষণ, শিরে ময়ূরপিচ্ছমুকুট, গলায় গুঞ্জাহার, শ্রোণিতটে ধটি—এত সবে শিশুদের বেশ হয়েছিল মধুর।

৪০। বাহুতে কেয়ূর, করে বলয়, কটিতটে ঘন্টিমেখলা, গলে হারশ্রেণী, কর্ণে কুণ্ডল, চরণে নূপুর, কোমরে মণিপাটালতিকা—এ-ও যদিও শিশুদের ছিল তথাপি মাতৃরচিত এ-সব বেশে তাঁদের তেমন আগ্রহ ছিল না যেমন ছিল প্রচুর লালসা বৎসক-রক্ষণোচিত গুঞ্জাহারাদি বন্যবেশে।

৪১। এবমতিকৌতুকাকৃষ্টমনাঃ সাচি সা চিরতরমালোকয়ন্তী খেলাকুতূহলেন দূরতরং গতেষু তেষু শনৈর্ভবনমুপজগাম ব্রজরাজমহিষী ॥

৪২। এবং বৎসানগ্রে চালয়িত্বা চলতি ভগবতি তদনুপমকুতূহলবিলোকনায় পরমস্থবিরতমস্য সকললোকপিতামহস্যাপি তা মহস্যাপি কতমা বৃত্তয়ো বভূবুঃ। পরমাত্মারামস্যাপি নীলকণ্ঠস্য নীলকণ্ঠস্যেদ ইব মুদিরবিলোকনমুদি, রবিলোকন ইব কমলাকরস্য, সমুৎকণ্ঠাভরস্তথৈব সমপদ্যত, যথা নভসি নির্নিমেষতয়া চিত্রলিখিতাবিব তাবাস্তাম্, কিং পুনঃ কুতুকলম্পটাঃ শতমখমুখাঃ ॥

৪৩। এবং সতি ভগবতি পুরোগামিনি তৎসংস্পর্শনপণপণিতমতয়োঽহংপূর্বিকয়া কয়াপি ধাবন্তোঽনুচরাঃ পরস্পরং ময়ৈবাগ্রতোঽয়ং স্পৃষ্ট ইতি বিবদমানাঃ পরস্পরজিগীষয়া শ্রীকৃষ্ণমেব সাক্ষিত্বেন যদ্যবৃণ্বত, তদা হসিত-সুধাস্নপিত-দশন-বসনং দশনময়ূখমঞ্জরীভিরভিতো বলক্ষয়ন্ লক্ষয়ন্নথ সকল-সহচরমুখং 'কিং বঃ পৌর্বাপর্য্যং পর্য্যঙ্কনীয়ম্, যুগপদেব পদে বর্ত্তমানা মাং প্রাপুর্ভবন্তঃ' ইতি নিজগাদ ॥

৪০। কেয়ূরে অঙ্গদে ॥

৪১। তেষু কৃষ্ণাদিষু ॥

৪২। সকলানাং লোকানাং পিতামহস্য ব্রহ্মণোঽপি তাঃ প্রসিদ্ধা মহস্য উৎসবস্য অপি নিশ্চিতং কতমা বৃত্তয়ো বভূবুঃ। নীলকণ্ঠস্য রুদ্রস্য সম্যগুৎকণ্ঠাভরঃ সমপদ্যত। কীদৃশঃ? মুদিরস্য মেঘস্য বিলোকনমুদি দর্শনানন্দে সতী নীলকণ্ঠস্য ময়ূরস্য মুদ ইব নৃত্যাদিবেগ ইব। রবীতি—তেন বিনা তস্য স্বরূপস্যাপ্যনুপলম্ভ ইতি বিবক্ষয়া ॥

৪৩। হসিতসুধয়া স্নপিতে স্নানং কারিতে দশনবসনে ওষ্ঠাধরৌ যথা তথা নিজগাদ। বলক্ষয়ন্, ধবলী কুর্ব্বন্

৪১। খেলার আনন্দে তাঁরা বহুদূরে চলে গেলে এ-রূপ ভারি মজা দেখায় আবিষ্ট ব্রজরাজমহিষী আড়চোখে তাঁদের দেখতে দেখতে ধীরে ধীরে স্বভবনের নিকট এসে গেলেন।

৪২। এইরূপে বৎসগণকে আগে আগে চালিয়ে ভগবান্ ব্রজের পথে চলতে থাকলে সেই অনুপম আমোদ দর্শন করবার জন্য পরমবৃদ্ধতম সকললোকপিতামহ ব্রহ্মার হার্দিক মহোৎসবের সেই প্রসিদ্ধ বৃত্তি নিশ্চয়ই কতই-না উচ্ছলিত হয়ে উঠেছিল, পরম আত্মারাম হয়েও শিবের সমুৎকণ্ঠাবেগ হয়ে উঠেছিল মেঘবিলোকনজনিত আনন্দবেগে নৃত্যশীল ময়ূরের মতো, সূর্যবিলোকনজনিত আনন্দবেগে প্রফুল্লিত সরোবর-কমলের মতো,—তাই তাঁরা আকাশে নির্নিমেষভাবে চিত্রলিখিতের মতো অবস্থান করছিলেন, আমোদপ্রিয় ইন্দ্রাদি দেবতাগণের কথা আর কি বলবার আছে।

বনভোজনপথে কৃষ্ণসঙ্গে গোপশিশুদের আনন্দ-হুল্লোড় ঃ

৪৩। এইরূপে ভগবান্ আগে আগে চলতে থাকলে—'তাকে কে আগে ছুঁতে পারে' তাই নিয়ে পণ রেখে 'আমি আগে ছুঁবো আমি আগে ছুঁবো' বলে কোনও কোনও ধাবনপর অনুচর 'আমিই আগে ছুঁয়েছি' বলে পণ জেতার ইচ্ছায় পরস্পর বিবাদমান হয়ে শ্রীকৃষ্ণকেই যখন সাক্ষী মানলেন তখন হাসির সুধায় ওষ্ঠাধরকে ধুইয়ে দন্তের কিরণমঞ্জরীতে চতুর্দিক শুভ্রতায় ভরিয়ে দিয়ে সহচরগণকে

৪৪। তদনু দনুজদমনে দমনেয়মনসাং মনসাং দুর্লভে বৎসানুপদং চলতি চলতিমিরকড়ম্ব ইব কৌমুদীকদম্বানুবর্ত্তিনি পরস্পরং তেষামজনি খেলাপরিমলঃ ॥

৪৫। কেচিৎ কস্য হরন্তি শিক্যমপরে মুঞ্চন্তি কেষাং করা-
দন্যে তৎ প্রতিপাদয়ন্তি চ ততঃ সংকৃষ্য তৎস্বামিনে।
অপ্যন্যে পরিবর্ত্তয়ন্তি চকিতং ভক্ষ্যেণ ভক্ষ্যং নিজং
দৃষ্টে তেন পুনর্দদত্যপি লসদ্ধাসং বিলাসালসাঃ ॥

৪৬। কিঞ্চ, কশ্চিৎ কস্য চ যষ্টিকামপহরত্যন্যস্য বেণুং পরঃ
শৃঙ্গং কস্য চ কোঽপি কস্য চ পরো গুঞ্জাস্রজং কণ্ঠতঃ।
তস্মাৎ কোঽপি ততশ্চ কশ্চন ততঃ কোঽপীতি চৌর্য্যোৎসবে
দৃষ্টে তৎক্ষণতঃ স এব লভতে তদ্যস্য যৎ স্যান্নিজম্ ॥

লক্ষয়ন্ পশ্যন্, পদে স্থানে ॥

৪৪। দনুজদমনে চলতি সতি খেলাপরিমলস্তেষামজনি। কীদৃশে? দমেন ইন্দ্রিয়-নিগ্রহেণ নেয়ানি বশ্যানি মনাংসি যেষাং তেষাং মহামুনীনামিত্যর্থঃ।—"বেশ্যস্ত নেয়ঃ" ইত্যমরঃ। মনসাং দুর্লভে চঞ্চলতিমিরাঙ্কুরে ইব ॥

৪৫। কস্য কস্যচিদিত্যর্থঃ। ততো মুঞ্চদ্ভ্যঃ সংকৃষ্য সম্যগাচ্ছিদ্যেত্যর্থঃ। তেন ভক্ষ্যস্বামিনা দৃষ্টে সতি ॥

৪৬। ইতি এবং প্রকারেণ চৌর্যোৎসবে সতি, দৃষ্টে ইতি যষ্টিকাগুন্যতমে পরকীয়বুদ্ধ্যা প্রথমং হৃতে তৎক্ষণত

দেখতে দেখতে তিনি বললেন—'তোমাদের পূর্বাপর কি গণনা করা যায়? এ-স্থানে বর্ত্তমান আমাকে যুগপৎ-ই তোমরা সকলে পেয়েছ।'

৪৪। অতঃপর ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের দ্বারা মনকে বশে এনেছেন যাঁরা সেই মহামুনিগণের মনেরও দুর্লভ দনুজদমন যখন উচ্ছলিত জ্যোৎস্নাধারার অনুগামী চঞ্চল তিমিরাঙ্কুরের মতো বৎসপালের অনুগামী হলেন তখন সখাগণের পরস্পরের খেলার আনন্দসৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

৪৫। কোনও সখা কারও শিকা চুরি করছেন, অপর কেঁউ চোরের উপর বাটপাড়ি করে ওটা নিয়ে নিচ্ছেন, অন্য কেঁউ আবার ওঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ঐ শিকার মালিককে প্রত্যার্পণ করে দিচ্ছেন। খেলার খুশিতে ঢলঢলে অন্য কিছু সখা হাসির হিল্লোলে উদ্ভাসিত হয়ে নিজের খাদ্যদ্রব্যের সহিত চকিতে অন্যের খাদ্যদ্রব্যের অদলবদল করে নিচ্ছেন—দেখে ফেললে পুনরায় ফিরিয়েও দিচ্ছেন।

৪৬। আরও, কেঁউ কাঁরোও যষ্টি, কাঁরোও বেণু, অন্য কাঁরোও শিঙা ছিনিয়ে নিলেন—কেঁউ বা কাঁরোও গুঞ্জামালা কণ্ঠ থেকে ছিনিয়ে নিলেন, তাঁর থেকে অন্য কেঁউ, আবার তাঁর থেকে অন্য কেঁউ, এইভাবে চৌর্যোৎসব চলতে থাকল—দেখে ফেললে কিন্তু যাঁর যা তৎক্ষণাৎ তা তিনি ফেরত পেয়ে যাচ্ছেন।

৪৭। এবং খেলন্তঃ কিয়দ্দূরং গত্বা নবতৃণাঙ্কুরনিকুরম্বসমাস্বাদাদতিতৃপ্তিমাসাদ্য ক্ষণং বিশ্রান্তেষু বৎসনিকরেষু ক্বচন রুচিরতরতরুতলে নিজনিজবিহঙ্গিকাদি-সকল-সামগ্রীর্নিধায় শ্রীকৃষ্ণং পরিতোষয়ন্তো হাসয়ন্তশ্চ পুনঃ খেলান্তরং বিরচয়াংচক্রুঃ ॥

৪৮। কেচিন্নৃত্যন্তমারান্মদকলশিখিনং বীক্ষ্য নৃত্যন্তি তদ্বৎ
কেচিদ্বাপ্যাদিকচ্ছে বকমনু স ইবাকুঞ্চিতাঙ্গং বসন্তি।
একে ভেকেন সার্দ্ধং পয়সি পরিপতন্ত্যূর্ধ্বমুৎপ্লুত্য দূরং
ছায়াং ধাবন্তি কেচিন্নভসি তত ইতো ধাবতামণ্ডজানাম্ ॥

৪৯। কেচিচ্ছাখামৃগাণাং বদনমনু মুখস্যাতিবৈকৃত্যপূর্বং
তানুচ্চৈর্ভীষয়ন্তে বিদধতি চ তদাকর্ষণং ধৃতপুচ্ছাঃ।
আরোহন্তি দ্রুমাগ্রং ক্ষণমপি সহ তৈস্তৈঃ সমং চ প্লবন্তে
কেচিদ্গায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপি লঘু কতমে কেঽপি তাংস্তান্ হসন্তি ॥

৫০। রাজা কশ্চিদ্ভবতি কতমস্তস্য মন্ত্রী তথান্যো
দণ্ডস্বামী কতিচিদপরে হন্ত সামন্তবর্গাঃ।
কশ্চিচ্চৌরস্তমথ কতমোঽভ্যাসমানীয় রাজ্ঞঃ
ক্রুদ্ধো বিজ্ঞাপয়তি স চ তচ্ছাসমাজ্ঞাং বিধত্তে ॥

এব দৃষ্টে সতি যস্য যৎ যষ্টিকাদি নিজং স্বীয়ং স্যাৎ, তৎ স এব তৎস্বামী এব লভতে ॥ (৪৭)

৪৮। বাপী দীর্ঘিকা ॥

৪৯। মুখস্যাতিবৈকৃত্যমতিবিকৃতাকারত্বম্, তৎপূর্বকং যথা স্যাত্তথা, ধৃতাশ্চালিতাস্তেষাং পুচ্ছা যৈস্তে ॥

৪৭। এইরূপে খেলতে খেলতে কিছুদূর গিয়ে নব তৃণাঙ্কুর আস্বাদনে অতি তৃপ্ত বৎসপাল কিছুকাল বিশ্রাম করতে থাকলে কোনও অতি মনোহর তরুতলে নিজ নিজ বাঁকাদি সকল সামগ্রী রেখে শ্রীকৃষ্ণকে পরিতুষ্ট করতে করতে হাসাতে হাসাতে পুনরায় অন্য খেলারসধারাপ্রবাহ রচনা করলেন।

৪৮। কেঁউ নিকটে আনন্দমত্ত ময়ূরকে নৃত্যরত দেখে তার মতো নাচতে লাগলেন, কেঁউ দীঘির তটে বকের অনুকরণে তার মতো কুঞ্চিত শরীরে বসে রইলেন, একজন আবার ভেকের সঙ্গে উপরে লাফিয়ে উঠে ঝপাৎ করে জলে গিয়ে পড়লেন, কেঁউ আবার আকাশে উড্ডীয়মান পাখীর দূরবর্তী ছায়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হলেন।

৪৯। কেঁউ কেঁউ বানরের মুখের অনুকরণে মুখ অতি বিকৃত করে উচ্চ চিৎকারে তাদের ভয় দেখাতে লাগলেন, ঝুলানো লেজ ধরে টানাটানি করতে লাগলেন, কিছুকাল তাদের সঙ্গে বৃক্ষের আগডালে চড়ে বসলেন, আবার তাদের সঙ্গে নীচে লাফিয়ে পড়লেন—কেঁউ গাইতে লাগলেন, কেঁউ নাচতে লাগলেন, আবার কেঁউ কেঁউ টক্ করে নাচিয়ে গাইয়েদের ভেঙ্গাতে লেগে গেলেন।

৫০। কেঁউ রাজা সেজে বসলেন, কেউ বা হলেন মন্ত্রী, কেঁউ বা হলেন দণ্ডকর্তা, আর অপর

৫১ । কৌচিন্মেষায়মাণাবতিশয়তরসা সোপসর্পাপসর্পৌ
মূর্দ্ধা মূর্দ্ধা নতেন প্রমদকুতুকিনৌ যুধ্যমানাবভাতাম্ ।
কেচিদ্ব্যাঘ্রায়মাণাঃ কটুপটুরটনেনাপরান্ ভীষয়ন্তে
পশ্চাদাগত্য কেষাঞ্চিদপি পিদধতে কেঽপি নেত্রে করাভ্যাম্ ॥

৫২ । রংহঃসজ্জেন সৈংহাঃ শিশব ইব মহাসিংহশাবোত্তমেন
প্রাত্যগ্রোদগ্রজাগ্রন্মদকরিকলভেনেব মত্তদ্বিপার্ভাঃ ।
মূর্ত্তানন্দেন মূর্ত্তা ইব রভসরসা গ্রাম্যবালেন সর্বে
গ্রাম্যা বালা ইবামী বনভুবি কুতুকাত্তেন সার্দ্ধং বিজহ্রুঃ ॥

৫৩ । অথ সর্ব এব পরস্পরং মন্ত্রয়ন্তঃ—
কৃষ্ণস্তরস্বী কিমহো বয়ং বা, জানীত ভো ভ্রাতর ইত্যুদীর্য্য ।
ধাবন্ত এতে ত্বরয়াপি যান্তং, শ্রীকৃষ্ণমারাদতিচক্রমুস্তম্ ॥

৫৪ । এবং শ্রীকৃষ্ণস্যাগ্রতোঽজাগ্রতো জাগরূকস্য ধাবমানাঃ কিয়তি দূরে বকীবকয়োরাসাদিত-

---

৫০ । শাসনে শাস্তিবিষয়ে আজ্ঞাম্ ॥

৫১ । পিদধতে আচ্ছাদয়ন্তি ॥

৫২ । প্রত্যগ্রেণ অভিনবেনোদগ্রমুন্নতং যথা স্যাত্তথা । জাগ্রতা মত্তকরিশাবকেন, রভসরসা হর্ষরসময়াঃ ॥

৫৩ । তরস্বী বেগবত্তরঃ ॥

কতজন অহো হলেন সামন্তবর্গ—আবার কেঁউ বা হলেন চোর, আর কতজন তাঁকে ধরে রাজার সামনে হাজির করে রাগতভাবে এত্তেলা দিলেন, রাজা তাঁর শাসন-আজ্ঞা জারি করলেন ।

৫১ । দুই জন সখা মেষের ভাব দেখিয়ে নীচু হয়ে অত্যন্ত বেগে মাথায় মাথা ঠেকিয়ে ঢুঁ খেলার আনন্দ-কৌতুকে মেতে উঠলেন, তাঁদের দেখাচ্ছিলো যেন যুদ্ধ করছেন—কেউ আবার ব্যাঘ্রের ভাব দেখিয়ে ভয়প্রদ সুচতুরচালে গমনের দ্বারা অন্যদের ভয় দেখাচ্ছিলেন—পশ্চাতে এসে কেঁউ আবার কারোও চোখে হাত দিয়ে আচ্ছাদিত করে ধরছিলেন ।

৫২ । সিংহশাবকেরা যেমন মহাসিংহের অতি বলদৃপ্ত শাবকের সঙ্গে খেলায় কুঁদে বেড়ায়, অভিনব উন্নতজাতের মদমত্ত হস্তীশাবক যেমন সাধারণ মত্ত হস্তিশাবকের সঙ্গে খেলে বেড়ায় তেমনই আনন্দরসের মূর্তি গ্রাম্যবালকগণ মূর্তানন্দস্বরূপ গ্রাম্যবালকবৎ লীলাপরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের সহিত ব্রজভূমিতে আনন্দে বিভোর হয়ে বিহার করতে লাগলেন ।

৫৩ । হে ভাইসব শোন, কৃষ্ণই দ্রুত দৌড়াতে পারে কি আমরা এটা আজ দেখতে হবে—এই বলে দৌড় দিয়ে সখারা শ্রীকৃষ্ণ দ্রুত দৌড়ালেও তাঁকে অল্প কিছু অতিক্রম করে চলে গেলেন ।

বনভোজন-পথে অঘাসুরবধ :

৫৪ । এইরূপে মায়ার অগ্রে জাগরূক যিনি সেই শ্রীকৃষ্ণের অগ্রে অগ্রে ধাবমান সখাগণ—

মৃত্যুগর্ভয়োঃ সগর্ভয়োঃ সমবর্ত্তি-সদনবর্ত্তিতয়া জনিতয়োঃ ক্রোধ-শোকয়োঃ কয়োশ্চিদতিশয়াবেগেন বেগেন বৈরশুদ্ধিকামং কামং ক্রূরমতিমতিপামরমেব তমধ্বানমধ্বানমাক্রম্য বর্ত্তমানমানতমধিধরমধরমধিগগনো-র্দ্ধমূর্দ্ধমূর্দ্ধতয়োষ্ঠমাধায় গ্রসিতুমিব ত্রসং ত্রসন্তমাবিরিঞ্চমমরচয়ং রচয়ন্তং মূর্ত্তমঘমঘনামানমসুরং নিরীক্ষ্য বর্ণয়ামাসুঃ ॥

৫৫। 'অহো! বিচিত্রেয়ং গিরিদরী দৃশ্যতে। পশ্যত পশ্যত শ্যত শ্যত চ বিভ্রমম্, বিভ্রমং চাস্যা বীক্ষ্য কৌ তু কে কৌতুকেন নোপরুধ্যন্তে, যেয়ং মহাব্যালস্য ব্যালস্যবিবৃততুণ্ডশোভামালম্বতে ॥

৫৬। যথা তস্য দংষ্ট্রাবলী তথাস্যা উভয়তো ভয়তোষকরাণি শৃঙ্গাণি, যথা চ তস্য ভয়রাজিহ্বা জিহ্বাদ্বয়ী, তথাস্যা মরুদান্দোলিতা যোজনবল্লীবল্লীদ্বয়ী বহিঃস্ফুরতি ॥

৫৪। কৃষ্ণস্য কীদৃশস্য ? অজায়াঃ প্রকৃতেরজস্য ব্রহ্মণো বা অগ্রতোঽগ্রে জাগরূকস্যাগ্রে ধাবমানা অঘনামানমসুরং বীক্ষ্য বর্ণয়ামাসুঃ। বকী পূতনা, বকশ্চ তয়োঃ সগর্ভয়োঃ সোদরয়োঃ সমবর্ত্তিসদনবর্ত্তিতা যমগৃহবাসঃ ; "সমবর্ত্তী পরেত-রাট্" ইত্যমরঃ, তয়া ; জনিতয়োঃ ক্রোধশোকয়োরতিশয় আবেগস্তেন হেতুনাবেগেন শীঘ্রং বৈরশুদ্ধিঃ প্রতীকারস্তাং কাময়ত ইতি তম্। ক্রূরমতিং ঘাতুকধিয়ম্, অরমেব ক্ষিপ্রমেব তং প্রসিদ্ধমধ্বানং পন্থানম্, অধ্বানং নিঃশব্দং যথা ভব-ত্যেবমাক্রম্য ; কেন প্রকারেণ ? অধিধরং ধরা পৃথ্বী তস্যামানতম্ সম্যক্ নতমধরমাধায় অর্পয়িত্বা তথা অধিগগনোর্দ্ধং গগনাদপি উর্দ্ধপ্রদেশে উর্দ্ধমূর্দ্ধতয়া উর্দ্ধমস্তকত্বেন ওষ্ঠমাধায় ত্রসং চরাচরম্ ; "ত্রসমিঙ্গং চরাচরম্" ইত্যমরঃ। গ্রসিতুমিব বর্ত্তমানমাবিরিঞ্চং বিরিঞ্চিপর্যন্তমমরচয়ং ত্রসন্তং ত্রাসযুক্তং রচয়ন্তং কুর্বন্তম্ ॥

৫৫। বিশিষ্টং ভ্রমং শ্যত শ্যত দূরীকুরুত ; 'শো তনূকরণে' দিবাদিঃ। অস্যা গিরিদর্যা বিভ্রমং শোভাম্ ; যা ইয়ং মহাব্যালস্য মহাসর্পস্য বিশিষ্টেনালস্যেন হেতুনা বিবৃতং যৎ তুণ্ডং তস্য শোভাম্ ॥

৫৬। ভয়তোষকরাণি—বৈকট্যাদ্ভয়ম্, অদ্ভুতত্বাত্তোষঞ্চ কুর্বন্তি, ভয়ানাং রাজিং শ্রেণীং হ্বয়তে ইতি সা। যোজনবল্লীবল্লী মঞ্জিষ্ঠালতা ; "যোজনবল্ল্যপি মঞ্জিষ্ঠা" ইত্যমরঃ ॥

সহোদর ভাইবোন বকবকী মৃত্যুগর্ভে পতিত হলে তাদের যমগৃহবাস-জনিত ক্রোধ-শোকের কোনও অতিশয় আবেগে শীঘ্র প্রতিকার বিধান ইচ্ছায় নীচের ঠোঁট পৃথিবীতে বেশ ভালভাবে ঠেকিয়ে মাথা উঁচিয়ে উপরের ঠোঁট আকাশেরও উপরে ধরে চরাচর বিশ্বকে যেন গ্রাস করবার জন্য গোষ্ঠের প্রসিদ্ধ রাস্তা জুরে বিরাজমান, মূর্তিমান পাপস্বরূপ, ক্রূরমতি, অতি পামর অঘাসুরকে কিছুদূরে গিয়ে দেখে তার বর্ণনা করতে লাগলেন।

৫৫। অহো, ভাইসব শোন, এ-গিরিগুহাতো বড় বিচিত্র বলে প্রতিভাত হচ্ছে, দেখ হে দেখ, আর মনের ভ্রম দূর করো, এ পৃথিবীতে কার মনকে-না মজায় পেয়ে বসে এ-গিরিগুহা দেখে– যা মহাসর্পের বিশেষ কোন আলসে ব্যাদিত মুখ-শোভাকে মনে করিয়ে দেয়।

৫৬। মহাসর্পের যেরূপ দু-পার্শ্বে দন্তরাজি থাকে এ-গিরিগুহার দু-পার্শ্বে ভয় ও সন্তোষপ্রদ শৃঙ্গরাজি বিরাজমান আছে—মহাসর্পের যেরূপ ভয়প্রদ দুটি জিহ্বা থাকে সেইরূপ এ-গুহার বাইরে শোভা পাচ্ছে মরু-আন্দোলিত দুটি মঞ্জিষ্ঠালতা।

৫৭। যথা চ তস্য বিষমবিষ-মহাগ্নিকণাস্তথাস্যা বিবিধধাতুকণা বহির্নিঃসরন্তি, তস্য মহাকাকুদ-কাকুদবদস্যা উপরিতনকুরুবিন্দশিলাবিলাসঃ, তস্যাধমধমনিবদস্যাঃ কুহরহরণোন্মুখী নানালতাবিততিঃ॥

৫৮। উপরি চোভয়তো লোভয়তো লোচনে লোচনে ইব তস্যাস্যাঃ কমলরাগমণীন্দ্রৌ, দেদীপ্যন্তে হপ্যন্তে তস্য শ্বাসা ইব বিধূতোপবনাঃ পবনাঃ, তস্য বিষানলধূমধূমলাঃ কান্তয় ইবাস্যা মারকতমণি-দীধিতয়ঃ। তন্নূনমিয়ং ব্যালতুণ্ডাকৃতির্গিরিকন্দরা কন্দরাঽঽতুরং করোতু॥

৫৯। তৎ সাম্প্রতং সাম্প্রতং হ্যেবাত্র প্রবেশঃ' ইতি নিশ্চিত্য পুনঃ সংদিগ্ধয়া দিগ্ধয়া চ সাধ্বসেন ধিয়া পুনরন্যোন্যম্—'অরে ভ্রাতরঃ! সত্যমেব যদি বলবদুপসর্পঃ সর্পঃ স্যাদয়ং তদা প্রিয়সহচরো নঃ সকলবৈরিলাবকো বকোপমমেনং মারয়িষ্যতি। তারয়িষ্যতি তাবদস্মানপি, ন পিধাপনীয়োঽয়মর্থঃ

৫৭। মহাকাকুদমতিভয়শোকবিকারপ্রদং যৎ কাকুদং তালু তদ্বৎ ; "তালু তু কাকুদম্" ইত্যমরঃ। অধমধমনিবৎ কুৎসিতনাড়ীবৎ কুহরং বিবরম্, প্রতিহরণোন্মুখী আকর্ষণোন্মুখী॥

৫৮। তস্য সর্পস্য লোচনে রোচনে রুচিযুক্তে লোচনে নেত্রে ইব। কীদৃশস্য? লোভয়তো লোভং যতঃ প্রাপ্নুবতঃ, তস্য শ্বাসা ইব অন্তেঽপি অস্যাঃ পবনা দেদীপ্যন্তে, অতিশয়েন প্রকাশন্তে, বিশেষেণ ধূতানি খণ্ডিতানি উপবনানি যৈরিতি খরতরত্বম্। কং দরাতুরং ভয়াতুরং করোতু? অপি তু ন কমপীত্যর্থঃ; "দরোঽস্ত্রিয়াং ভয়ে শ্বভ্রে" ইত্যমরঃ॥

৫৯। অত্র সাম্প্রতমিদানীং প্রবেশঃ সাম্প্রতমেব যোগ্যমেবেত্যর্থঃ; "সাম্প্রতং চাধুনার্থে স্যাদ্ যুক্তার্থেঽপি চ সাম্প্রতম্" ইতি বিশ্বঃ। ন পিধাপনীয়ঃ, নাচ্ছাদয়িতুং শক্যঃ। সর্বৈরেব শশ্বদেব প্রকটমেবোপলভ্যমানত্বাদিতি ভাবঃ।

৫৭। মহাসর্পের বিষম বিষরূপ মহাগ্নিকণা যেরূপ বাইরে বেরিয়ে আসতে থাকে সেইরূপ এর গৈরিকাদি বিবিধ ধাতুকণা বাইরে বেরিয়ে আসছে, ওর মুখের উপরের দিকে যেমন অতি ভয়-শোক-বিকারপ্রদ তালু থাকে সেইরূপ এর উপর দিকে রয়েছে কুরুবিন্দশিলার চন্দ্রাতপ, ওর কুৎসিত নাড়ী যেরূপ ওর মুখের দিকে পোকামাকড় আকর্ষণ করে নিয়ে আসে তেমনই এর আছে নানা লতাজাল যা মানুষকে এ-গুহার ভিতরে আকর্ষণ করে নিয়ে আসতে উন্মুখী।

৫৮। মহাসর্পের উপরের দিকে দু-পার্শ্বে যেমন শোভাপায় জনমনলোভা সুন্দর দুটি নয়ন তেমনই এর উপরের দিকে দু-পার্শ্বে শোভা পাচ্ছে শ্রেষ্ঠ দুটি কমলরাগমণি, ওর ফোঁস-ফোঁসানি যেমন বাইরে খরতররূপে প্রকাশ পায় তেমনই এর থেকে যে বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে তা বাইরের উপবনাদিকে ছিন্নভিন্ন করে দিচ্ছে, ওর বিষানলধূম-ধূমল দেহের মতো এর দেহ মরকতমণিমঞ্জরীর দীপ্তিতে ধূমল! এ তো দেখছি মহাসর্পমুখো গিরিগুহা, অতএব এ আর কাকে ভয়াতুর করবে?

৫৯। সুতরাং সম্প্রতি এ-গুহায় প্রবেশই নিশ্চয় উচিত, এরূপ নিশ্চয় করলেও পুনরায় সন্দেহকাতরতা হেতু ভীত-ভীত মনে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—'আরে ভাইসব, সত্যই যদি বলদর্পে আমাদের নিকট কিলবিল করে এগিয়ে আসছে—এমন একটি সর্পই হয়ে পড়ে এটি! আহো, তা হলেই বা কি, সকল বৈরীনাশক আমাদের প্রিয়সহচর ঠিক বকাসুরের মতোই একে

পরেণ কেনাপি' ইতি কলিতকরতালতাললিতং ভগবতি কৃতবিশ্বস্ততাশ্বস্ততালেন যাবদনেন চারুবদনেন চারুণাঽরুণাক্ষেণ ন নিষিধ্যন্তে, তাবদেব দেবতনয়প্রতীকাশাস্তে তদাননবিবরং প্রবিবিশুঃ ॥

৬০। তদনু তদনুপদমেব 'মা বিশত মা বিশত, ভো ব্যালোঽয়ং ব্যালোঽয়ম্' ইতি সার্ত্তস্বরং স্বরন্তরচারিমধুরঘোষো ঘোষরাজতনয়ো নয়োদ্ধুরং যাবদুবাচ, তাবদেব তে তদাননপ্রবেশমাত্রেণৈব বিষজ্বালয়া লয়ারূঢ়সকলেন্দ্রিয়াঃ কৃষ্ণ এবাসন্, কৈঃ শ্রোতব্যং তদ্বচনম্ ॥

৬১। ইত্যবসরে স রেরীয়মাণনয়নাম্বুরিব, করতশ্চ্যুতান্নিধীনিব, তাননুশোচন্নতিকরুণোন্নতিকরুণো যুগপদেষাং জীবনমস্য চ মরণং কথং স্যাদিতি চিন্তিতকার্য্যদ্বয়োঽদ্বয়ো মতোভয়যোগে যোগেশ্বরস্তদনুপদমেব তদাননং বিবেশ ॥

৬২। তদা তদাননং বিশতি ভগবতি—

ইতি হেতোঃ কলিতঃ করে সর্পাপসর্পণার্থমিব তালো যৈস্তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া ললিতং যথা স্যাত্তথা, বিশ্বস্ততা বিশ্বাসস্তয়া আশ্বস্ততা আশ্বাসস্তদ্বলেন। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন ॥

৬০। স্বঃ স্বর্গস্য অন্তরচারী মধ্যগামী মধুরো ঘোষো যস্য সঃ ॥

৬১। রেরীয়মাণ ইতি 'রীঙ্ শ্রবণে' যঙন্তঃ। অতিকরুণোন্নত্যা অতিকৃপোদ্গমেন হেতুনা করুণঃ শোকবান্, অদ্বয়ঃ একাকী, মতয়োঃ সম্মতয়োরুভয়য়োঃ সখিজীবন-দুষ্টমরণয়োর্যোগে বিষয়ে যোগেশ্বরঃ পরমসমর্থঃ; যদ্বা, সখীনাং রক্ষণেন দুষ্টস্য চ মোক্ষদানেন যদভয়ং তস্য যোগে মতঃ সম্মতঃ ॥

বধ করে ফেলবে—চোখের সামনের এই পদার্থটিকে অপর কেউ-ই লুকিয়ে রাখতে পারবে না যতক্ষণ-না সখা আমাদের উদ্ধার করে।' এই বলে দেবশিশুর মতো সুন্দর বালকগণ চারুবদন-চারু অরুণ নয়ন তাঁদের সখা নিষেধ করতে না-করতেই কৃষ্ণবিশ্বাসের আশ্বস্ততা বলে বলীয়ান হয়ে করতলে সুন্দর সাপ-তাড়াবার তালি বাজিয়ে সেই মুখবিবরে প্রবেশ করে গেলেন।

৬০। অতঃপর তাঁদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে চলতে ঘোষরাজতনয় ন্যায়দীপ্ত আকাশমধ্যচারী মধুর আর্তধ্বনি করে উঠলেন—'আরে ভাইসব, ও-তে ঢুকো না, ঢুকো না, ওটা এক মহাসর্প মহাসর্প' কিন্তু এ-কথা বলতে না-বলতেই তাঁরা ঐ সর্পমুখে প্রবেশ করে গেলেন—প্রবেশমাত্রই বিষজ্বালায় তাঁদের সকল ইন্দ্রিয়বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে লীন হয়ে গেল, তাঁরা কৃষ্ণময় হয়ে রইলেন। ঐ আর্তধ্বনি আর কে শুনবে ?

৬১। ইত্যবসরে কৃষ্ণের নয়ন থেকে যেন নয়নজল ঝরে পড়তে লাগল, 'হাত থেকে যেন প্রাপ্তনিধি হারিয়ে গিয়েছে' এই ভাবে তাঁদের প্রতি অতিশয় কৃপোদ্গম হেতু শোকাচ্ছন্ন হয়ে, 'সখাদের জীবনরক্ষা এবং অঘাসুর মারণ' এই কার্যদ্বয় যুগপৎ কি করে সমাধা হয়—সে সম্বন্ধে বিচারপর হয়ে, উভয় বিষয়ে কর্তব্য স্থির করে নিয়ে পরমসমর্থ শ্রীকৃষ্ণ একাকী সখাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ সর্পমুখে প্রবেশ করে গেলেন।

৬২। ভগবান ঐ সর্পমুখে প্রবেশ করে গেলে—আকাশে দেবতাগণ অনুতাপের সহিত

হাহাকারো দিবি দিবিষদামুচ্চচারানুতাপৈ-
হীহীকারোঽসুরপরিষদাং সপ্রকর্ষৈঃ প্রহর্ষৈঃ।
যোগে যোগেশ্বর-পরিবৃঢ়স্তদ্দ্বয়স্যাতিহেলো
ব্যত্যাসেন স্বয়মুপদধে মানসং মানসন্ধঃ॥

৬৩। স চ মহাব্যালো মহাব্যালোলমনা ভগবৎপ্রবেশাপেক্ষয়া ক্ষয়ায় চাত্মনো নো তাবৎ সংববার বদনম্॥

৬৪। প্রবিষ্টে তু ভগবতি কৃতার্থমাত্মানং মন্যমানো মানোদ্ধত-ধীরধীরতয়ৈব শাম্বরীবরীয়ান্ বদনং সংবরীতুমনা মনাগপি ন শশাক॥

৬৫। ভগবতি কৃতো হি ভাবোঽভাবোপযোগী ন ভবতীতি তথৈব ব্যাত্তাননো ন নোদয়িতুমশকদাত্মনো ব্যাত্তাননতাম্॥

৬৬। অন্তর্গলং কীলায়মানে কীলায়মানেন তেজসা দহতি হতিসরসং সমেধমানে নিখিলকলা-সৌভগবতি ভগবতি সকরুণারুণাপাঙ্গতরঙ্গরিঙ্গৎসুধাসুধারয়া সহচরান্ জীবয়তি যতিহৃদয়েঽপি ঘূর্ণীয়মানে

৬২। তদ্দ্বয়স্য হাহাকার-হীহীকারয়োর্ব্যত্যাসেন বিপর্যাসেন যোগে বিষয়ে মানসং চিত্তমুপদধে, অধুনা অসুরাণাং হাহাকারো ভবতু, দিবিষদাং তু হীহীকার ইত্যেবম্। যতো মানসন্ধো মানং সম্মানং বিজয়রূপপ্রশংসামেব সম্যগ্ ধত্তে, ন তু পরাজয়রূপমবমানমিতি সঃ; যদ্বা, মানে সম্মানে সন্ধা মর্যাদা যস্য সঃ; "সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা" ইত্যমরঃ॥

৬৩। ন সংববার, ন সংবৃতবান্॥

৬৪। মানোদ্ধতঃ নীর্গর্বোদ্ধতবুদ্ধিঃ; শাম্বরী মায়া॥

৬৫। অভাবোপযোগী নাশবান্ ন ভবতীতি দৃষ্টান্তীভূত উৎপ্রেক্ষিত ইতি ভাবঃ। ন নোদয়িতুং ন দূরীকর্তুম্॥

৬৬। অন্তর্গলং গলমধ্যে কীলায়মানে কীলতুল্যে ভগবতি হতিসরসং যথা স্যাত্তথা বর্ধমানে সতি কীলায়মানেন

'হাহাকার' ধ্বনি, আর অসুর-সভাপারিষদগণ অত্যন্ত খুশীতে উচ্ছলিত হয়ে 'হীহীকার' ধ্বনি করে উঠল। জয়ের প্রশংসা যাঁর অঙ্গভূষণ, কার্য-সাধনে যাঁর পরিশ্রম করতে হয় না সেই যোগেশ্বরেশ্বর 'হাহাকার' 'হীহীকার' এ-দুয়ের অদলবদল করে দিবেন বলে স্বয়ং মন স্থির করলেন।

৬৩। সেই মহাসর্প অত্যন্ত চঞ্চলমনা হয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রবেশ অপেক্ষায় এবং নিজ বিনাশ সাধনার্থে তাঁর না-ঢোকা পর্যন্ত মুখ সঙ্কুচিত করলো না।

৬৪। কিন্তু ভগবান্ প্রবেশ করলে নিজেকে কৃতার্থ মন্যমানা, ও গর্বে অবিনীত-বুদ্ধি সেই শ্রেষ্ঠ মায়াবী অস্থির ভাবে মুখ সঙ্কুচিত করতে গিয়ে এক চুলও পারল না।

৬৫। ভগবৎস্পৃষ্ট অবস্থা বিনাশশীল নয়—এ শাস্ত্র প্রসিদ্ধ, তাই অঘাসুর তার এই মুখব্যাদন দূর করতে সমর্থ হল না।

৬৬। তখন নিখিল বিদ্যানিপুণ ভগবান্ লোহার গোঁজের মতো বহ্নিজ্বালা সদৃশ জ্বলিত হয়ে গলমধ্যে অত্যন্ত পীড়া দিতে দিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছিলেন, আর করুণামাখা অরুণ কটাক্ষপাতে সুধা-ধারা

তদন্তরপি সমেধমানে স মহামহিমা পরিপচ্যমান-কর্কটীফলবচ্ছুৎপপাট ॥

৬৭। পাটিতে চ তস্য তস্মিন্ দেহে বিবুধদ্রুহি দ্রুহিণতুহিন-কিরণশেখর-শতমখ-মুখমুখরিতজগৎ-পাবনস্তবনমালিনি বনমালিনি প্রবেষ্টুকামং তন্মহো মহোজ্জ্বলং সূর্য্যাচন্দ্রয়োরন্যতরদিব তরদিব গগন-সরোবরং নিরবলম্বনমেব তাবদাসীৎ ॥

৬৮। যাবত্তদবস্থাবস্থানচটুলস্য দীর্ঘাভোগস্য ভোগস্য কুহরতো হরতো গিরিদরীশোভামুদয়গিরি-গহ্বরাদ্গভস্তিমালীব বনমালী সমুজ্জীহিতে, হী তেঽপি শিশবো লব্ধজীবিতা জীবিতাধিনাথং প্রাগেব বহির্ভূতাঃ ॥

৬৯। তদনু বহির্ভূতে ভূতেশাদি-নূতচরণে ভগবতি সুরাসুরাদিভির্দরীদৃশ্যমানমেব তন্মহো নব-জলদমেদুরে তস্মিন্নেব লয়মাসসাদ। কিমহো বর্ণনীয়ং তস্য মহানুভাবস্য চরিতম্, যদসৌ প্রথমমাত্মনি ভগবন্তং নিবেশ্য পুনর্ভগবত্যেব স্বয়ং নিবিবিশ ইতি ॥

বহ্নিজ্বালাসদৃশেন; বহ্নের্দ্বয়োর্জ্বালকীলৌ" ইত্যমরঃ। সকরুণস্য অরুণাপাঙ্গস্য অনুরাগিনেত্রান্তস্য তরঙ্গাৎ রিঙ্গন্ত্যাঃ প্রসরন্ত্যাঃ সুধায়াঃ সুন্দরধারয়া। যতীনাং সন্ন্যাসিনাং হৃদয়েঽপি ঘূর্ণীয়মানে ঘৃণাং কুর্বতি জুগুপ্সয়েব তত্র প্রবেষ্টুং সঙ্কুচতীত্যর্থঃ। তস্যাঘাসুরস্যান্তরেঽপি সম্যগ্ বর্ধমানে দুর্বিতর্ক্যচরিত্বাদিতি ভাবঃ। অতঃ সোঽঘাসুরঃ স্ফুটিত ইতি ভাবঃ।

৬৭। দ্রুহিণো ব্রহ্মা, তুহিনকিরণশেখরো মহেশঃ, শতমখ ইন্দ্রঃ। তস্যাঘাসুরস্য মহো জীবরূপং তেজঃ, তস্যাদৃশ্যত্বেঽপি তন্মোক্ষে সন্দিহানানাং কুতর্কভৃতাং বিজ্ঞমানিনাং মুখমোটনার্থং ভগবদিচ্ছয়ৈব দৃশ্যত্বম্। গগনমেব সরোবরং তৎ তরদিব তৎপারং গচ্ছদিব ॥

৬৮। তদবস্থা মরণদশা, তস্যা অবস্থানেন হেতুনা চটুলস্য চঞ্চলস্য দীর্ঘ আভোগঃ পরিপূর্ণতা যস্য তস্য, ভোগস্য ফণস্য; হীতি বিস্ময়ে ॥

বইয়ে সহচরদিগকে জীয়িয়ে তুলছিলেন। জ্ঞানী সন্ন্যাসীর হৃদয়েও যেতে যিনি ঘৃণা বোধ করেন সেই তিনি গলমধ্যে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে থাকলে সেই মহামহিম অঘাসুর পরিপক্ক কর্কটীফলের মতো ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

অঘাসুরের কৃষ্ণে প্রবেশ ঃ

৬৭-৬৮। দেবদ্রোহী ঐ দেহ ফেটে গেলে ব্রহ্মাশিবইন্দ্রাদি দেবগণের মুখনিঃসৃত জগৎপাবন-স্তবনমালী বনমালীতে প্রবেষ্টুকামী, সূর্যচন্দ্রের মতো মহোজ্জ্বল অঘাসুরের জীবতেজ নিরবলম্বনরূপে গগনসরোবরে 'যেন তার পারে যাচ্ছে' এ-ভাবে সেই পর্যন্ত অবস্থান করছিলো যতক্ষণ-না মরণদশায় অবস্থান জনিত চঞ্চলতায় দীর্ঘ সম্পূর্ণ বিস্তারিত ফণগহ্বর থেকে নির্গত হয়ে গিরিগুহাশোভাহারী বনমালী উদয়গিরিগহ্বর থেকে নির্গত কিরণমালীর মতো দীপ্তি পেতে লাগলেন। অহো কি আশ্চর্য, লব্ধজীবন ঐ শিশুগণও তাঁদের জীবিতাধিনাথের পূর্বেই বাইরে বেরিয়ে এসে গিয়েছিলেন।

৬৯। অতঃপর শিবাদি-স্তুতপদ ভগবান্ বাইরে এলে সুরাসুরাদি সকলের চোখের সামনেই

৭০। ততশ্চ, ভেরীভাঙ্কাররাবৈঃ পটুপটহঘনাঘাত-সংঘাতঘোরৈ-
রুচ্চৈণ্ডৈর্ডিণ্ডিমানাং ধ্বনিভিরবিরলৈর্দুন্দুভীনাং প্রণাদৈঃ।
গানৈর্গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-তুরগমুখপ্রেয়সীনাং মুনীনাং
স্তোত্রৈঃ শব্দান্তরেষু ক্ষণমিব বধিরাঃ স্বর্গিণস্তে বভূবুঃ ॥

৭১। উর্বশ্যাদ্যা ননৃতুরভিতঃ সিদ্ধবধ্বো বভূবু-,র্মার্দঙ্গিক্যো জগুরতিকলং সুভ্রুবঃ কিন্নরাণাম্।
দেব্যো দেবদ্রুমসুমনসাং বর্ষমুচ্চৈর্বিতেনু-,র্মত্তেবাসীদমরনগরী সা গরীয়ঃ-প্রমোদৈঃ ॥

৭২। কিং বহুনা? ভ্রাম্যচ্চূড়াগ্রচন্দ্রস্খলদমৃতরসেনাপ্লুতৈর্মুণ্ডমালা-
মুণ্ডৈর্লব্ধা শরীরং নটনপটু নরীনৃত্যমানৈঃ পরীতঃ।
চণ্ডৈরট্টাট্টহাসৈর্ডমরুডিমিডিমিৎকারসংস্কারসারৈঃ
কুর্বন্ ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডং স্ফুটিতমুদতনোত্তাণ্ডবং চণ্ডিকেশঃ ॥

৬৯। নুতচরণে স্তুতপদে॥

৭০। তুরগমুখপ্রেয়স্য কিন্নর্যঃ। শব্দান্তরেষু অন্যশব্দবিষয়েক্ষণং ব্যাপ্য বধিরা ইব॥ (৭১)

৭২। অতিপ্রচণ্ডে নৃত্যাবেশে জাতে সতি ভ্রাম্যতশ্চূড়াগ্রবর্তিনশ্চন্দ্রাৎ স্খলতা অমৃতরসেনাপ্লুতৈরতএব মুণ্ড-মালাস্থমুণ্ডৈঃ শরীরং লব্ধা নটনপটু যথা স্যাত্তথা অতিশয়েন নৃত্যদ্ভিঃ পরীতঃ যুক্তঃ॥

সেই তেজ নবজলদমেদুর তাঁতে লীন হয়ে গেলো।

দেবদেবীগণের আনন্দোৎসব :

অহো সেই মহানুভবের চরিত কি আর বর্ণনা করবো—কেন-না ইনি তো প্রথমে নিজ দেহেতে ভগবান্‌কে প্রবেশ করিয়ে পুনরায় নিজেই ভগবানে প্রবেশ করে গিয়েছিলেন।

৭০। তারপর ভেরীর ভাঙ্কার ধ্বনি, পটু মৃদঙ্গের ঘন আঘাত-সংঘাতজনিত গম্ভীর শব্দ, ডিণ্ডিমের উচ্চ প্রচণ্ড ধ্বনি, আর দুন্দুভীর অজস্র উচ্চ নাদ, গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরপ্রেয়সীগণের গানের শব্দ, মুনিগণের স্তোত্রপাঠের শব্দ—এ-সব শব্দ-তরঙ্গের আঘাতে দেবতাগণ ক্ষণকাল বধিরের মতো হয়ে গিয়েছিলেন—অন্য শব্দ সম্বন্ধে।

৭১। চতুর্দিকে উর্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয় নটীগণ নাচতে লাগলেন, সিদ্ধগণের বধূরা মৃদঙ্গ বাজাতে লাগলেন, আর সুন্দরী কিন্নরীগণ অতি কলস্বরে গাইতে লাগলেন, স্বর্গের দেবীগণ কল্পবৃক্ষ-পুষ্পের ধারাবর্ষণ করতে লাগলেন—এই আনন্দোচ্ছ্বাসে অমরাবতী যেন মত্ত হয়ে উঠল।

৭২। আর অধিক কি বলবার আছে—চণ্ডিকাস্বামী শিব প্রচণ্ড অট্ট অট্ট হাসি ও ডমরুর অতি উচ্চ তালে চমৎকার ডিমি ডিমি বাদ্যের সহিত ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড বিদীর্ণ করতে করতে তাণ্ডব নৃত্য বিস্তার করলেন—ঐ নৃত্যের ঘূর্ণনে চূড়াগ্রচন্দ্র থেকে নিঃসৃত অমৃতে আপ্লুত মুণ্ডমালার মুণ্ড নটনপটু শরীর লাভ করে শিবকে ঘিরে নৃত্য আরম্ভ করল।

৭৩। অথ মৃত্যুমুখাদাগতা ইব তে বালা বালাতপোজ্জৃম্ভমাণকমলনয়নং নয়নন্দিতভুবনং ব্রজরাজকুমারং সুকুমারং সুখবৈবশ্যেনৈকৈকশ্যেন পরিরভ্য 'সখে! সখেলং বিষমবিষমহানলজ্বালাবলীঢ়ানস্মান্ কথমজীবয়স্তবান্' ইতি ভগবন্তমূচুঃ। স চ সচমৎকারং তানগদং—'অগদদক্ষোঽস্মি বিষস্য, যেনাগদেন নাগদেন গন্ধমাত্রাদেব গতাসবোঽবগতাসবোৎসবা ইব সমুল্লসিতজীবনা ভবন্তি' ইতি॥

৭৪। তদুদিতমুদিতমুদাকর্ণ্য পরস্পরমপি পরমপিহিতসৌহৃদা হৃদা নির্ভরমালিঙ্গ্য 'ভো ভো! ভ্রাতরস্তদৈব দৈবজ্ঞা ইব বয়মবোচাম, বকমিবামুময়ং নিহনিষ্যতি' ইতি জগদুঃ। জগদুত্তরচরিতেন তেন ভগবতাদিষ্টা দিষ্টাতিশয়বন্তস্তে তত ইতো বিস্মৃমরান্ সৃমরানিব বৎসান্ যূথীকৃত্য ব্রজপুরপুরন্দরমহিষীদত্তান্নপানাদিবিহঙ্গিকা বিহঙ্গিকানিকরৈরেব রক্ষ্যমাণাঃ সমানীয় চ ভগবন্তমনুসস্রুঃ॥

৭৫। সমনন্তরমনন্তরহসা করুণাচারুণা চামীকরবসনেন সবৎস-বৎসপেন নির্জনভোজনভোচিতং

৭৩। বিষস্য অগদে ঔষধে দক্ষোঽস্মি, যেন অগদেন নাগদেন নাগং সর্পং দ্যতি খণ্ডয়তীতি তেন, গতাসবো গতপ্রাণা অপি জনাঃ, অবগতোঽনুভূত আসবোৎসবো মধুপানোৎসবো যৈস্তথাভূতা ইব॥

৭৪। তদুদিতং তস্মিন্ কৃষ্ণে উদিতং কৃতোদয়ম্, উদিতং বাক্যম্, ন পিহিতং ন আচ্ছন্নং সৌহৃদং যেষাং তে। জগদুত্তরং লোকোত্তরং চরিতং যস্য তেন ভগবতা দিষ্টা আজ্ঞপ্তাঃ, দিষ্টং ভাগ্যং তদতিশয়বন্তঃ। সৃমরান্ মৃগভেদানিব বিস্মৃমরান্ বিশিষ্টকূর্দনাদিগতিশীলান্, তেষামপ্যঘোদরপ্রবেশমহাবিপন্মোক্ষাদেব হর্ষোদ্রেকাদিতি ভাবঃ। বিহঙ্গিকাঃ পক্ষিস্ত্রিয়ঃ॥

সখ্যরসে নিমজ্জিত রাখালগণের কৃষ্ণসঙ্গে পুনর্যাত্রা ঃ

৭৩। অতঃপর মৃত্যুমুখ থেকে যেন ফিরে এসেছে এই ভাবে ঐ বালকগণ বালরোদে বিকসিত কমলসম স্নিগ্ধ নয়ন, নীতি বিস্তারে ভুবনানন্দ ব্রজরাজকুমার সুকুমারকে সুখবৈবশ্যে এক-এক করে সকলে আলিঙ্গন করে বললেন—'সখে, খেলতে খেলতে আমরা বিষম বিষমহানল-জ্বালায় শেষই হয়ে গিয়েছিলাম, তুমি আমাদের কি করে বাঁচালে? এ-কথার উত্তরে তিনি আশ্চর্যের সহিত বললেন—'অহো আমি যে-বিষের ঔষধে নিপুণ, ঐ ঔষধে সর্প পরাস্ত হয়ে যায়, ঐ ঔষধের গন্ধমাত্রেই প্রাণহীন ব্যক্তি মধুপানজনিত আনন্দসম আনন্দ অনুভব করে।

৭৪। কৃষ্ণমুখ-নির্গত বাক্য শ্রবণ করে অনাচ্ছাদিত সৌহার্দের আতিশয্যে পরস্পর বক্ষে-বক্ষে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে বালকগণ বললেন—'আরে আরে ভাইসব, তখনই তো দৈবজ্ঞের মতো আমরা বলেছিলাম-না—'আমাদের সখার হাতে বকের মতো এ-ও নিহত হবে।' এ-কথা বলবার পর লোকোত্তর-চরিত সেই ভগবানের দ্বারা আদিষ্ট হয়ে অতিশয় সৌভাগ্যশালী সেই-সখাগণ মৃগের মতো ইতস্ততঃ কূর্দনরত বৎসপালকে একত্রিত করে পুরন্দরমহিষী-দত্ত অন্নপানাদির বিহঙ্গিকাসমূহ যা এতক্ষণ একমাত্র পাখীদ্বারাই রক্ষিত হচ্ছিল তা স্কন্ধে তুলে নিয়ে ভগবানের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলতে আরম্ভ করলেন।

ভোজনস্থলী নির্বাচন ঃ

৭৫। এরপর অনন্তরহস্যময়, করুণায় সুন্দর, কনকবসনধারী, বৎস ও বৎসপালগণে বেষ্টিত,

স্থলমনুসন্দধতা দধতা চ বয়স্যান্ প্রতি প্রণয়ং কিয়তা দূরেণ সরসঃ সরসঃ পুলিনপরিসরো দদৃশে ॥

৭৬। দৃষ্ট্বা চ 'ভো ভোঃ সবয়সো বয়সোঽপি নাত্র সঞ্চারো বর্ত্ততে। নয়নপ্রমোদজননী জননী-ক্রোড়বদতিবিশ্বসনীয়েয়ং পুলিনপদবী, পদবীথিকাপি ন দৃশ্যতেঽত্র লোকস্য, তদিহৈব ভোক্তব্যম্, তদিমমভ্যাসমভ্যাসন্নং চরন্তু বৎসগণাঃ, বয়মপি ভুঞ্জামহে ॥'

৭৭। ইতি নিগদতি জগদতিজরীজৃম্ভমাণবিচিত্রচরিত্রে 'ভো বয়স্য! বয়মপ্যশনায়য়া নায়য়ামহ ইব কষ্টেনৈব কালম্। নহি সময়া সময়ান্তরং ভোজনমপেক্ষণীয়ম্। তদেবমেব মে বচনম্' ইতি সরস-মেকৈকশ্যেন বদতি সহচরচয়ে 'রচয়েয়মত্র ভোজনস্থলম্' ইতি মিতিরহিতমহিম্না তেন ঘনতর-তরুতরুণ-চ্ছায়াচ্ছায়ামে ঘনসারসারধূলিধবলেঽবলেপরহিতে হিতে পুলিনে বিকচকমলকমলশীকরনিকরনির্ভরপব-মানমাননীয়ে সৌগন্ধিক-গন্ধিকমনীয়ে মধ্যমধ্যবস্থিতৌ কৃতায়াং তেঽপি পরিতোঽবতস্থিরে স্থিরেণৈব মনসা ॥

৭৫। অনন্তরহসাঽসংখ্যারহস্তেন; যদ্বা, অনন্তস্য সঙ্কর্ষণস্যাপ্যতিগুহেন, অত্রাগ্রে বলদেবেনাপ্যজ্ঞায়মানতত্ত্বকত্বাৎ; "রহোঽতিগুহ্যে সুরতে বসন্তে" ইতি বিশ্বঃ। চামীকরং কনকম্; ভোজনস্য ভা শোভা তদুচিতম্, সরসস্তড়াগস্য পুলিনপরিসরঃ। কীদৃশঃ? সরসঃ ॥

৭৬। বয়সোঽপি পক্ষিণোঽপি, তস্মাদিমং প্রদেশমভ্যাসন্নং সর্বতোভাবেন নিকটং চরন্তু। কীদৃশমভ্যাসম্? নির্ভয় এব আস উপবেশো গতির্বা যত্র তম্ ॥

৭৭। অশনায়য়া বুভুক্ষয়া; "অশনায়া বুভুক্ষা ক্ষুৎ" ইত্যমর। নায়য়ামহ ইতি কালোঽস্মান্নয়তি, তং বয়ং নায়য়ামহে ইতি ণিচ্ প্রত্যয়ঃ। সময়ান্তরং সময়া সময়ান্তরস্য নিকটে ইত্যর্থঃ। সময়াশব্দযোগে 'অভিতঃ পরিতঃ' ইত্যাদিনা দ্বিতীয়া। মিতিরহিতমহিম্না, অপরিমিতমহিম্না তেন শ্রীকৃষ্ণেন, 'অত্র ভোজনস্থলং রচয়েয়ম্' ইত্যুক্ত্বা তত্র পুলিনে মধ্যমধিরুহ্য অবস্থিতৌ কৃতায়াং সত্যাং তেঽপি সহচরাঃ পরিতোঽবতস্থিরে ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশে পুলিনে? ঘনতরাণাং

নির্জনভাজনশোভার সমুচিত স্থান অনুসন্ধানরত, বয়স্যগণের প্রতি প্রণয়বান্ শ্রীকৃষ্ণ কিছুদূরে জলপূর্ণ এক সরোবরের প্রশস্ত তটভূমি দেখতে পেলেন।

৭৬। দেখেই বললেন—'ওহে ওহে সখাগণ, দেখ, এই স্থানটি পক্ষীকুলের পর্যন্ত গতায়াত শূন্য। এই তটভূমি নয়নানন্দজনক, জননীক্রোড়ের মতো বিশ্বাসনীয়, অহো লোকের পায়চলা রাস্তা পর্যন্ত চোখে পড়ছে না এখানে, অতএব এই হ'ল বনভোজনের যোগ্য স্থান, বৎসকুল শয়নে-চলাফেরায় নির্ভয় হয়ে এই নিকটেই চরতে থাকুক, আর সেই অবসরে আমরাও খাওয়া-দাওয়া করতে থাকি।

৭৭। যাঁর বিচিত্র চরিত্র জগৎভরে অতি উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রয়েছে সেই শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বললে সখাগণ সকলে এক-এক করে চিত্তাকর্ষকভাবে বললেন—'ওহে সখা, আমরাও-তো এতক্ষণ ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হয়েই কষ্টে সময় কাটিয়েছি, ভোজনের জন্য আর সময়ান্তরের অপেক্ষা করা উচিত হবে না। অতএব আমাদেরও বলবার কথা ঐ একই'—সহচরগণ এরূপ বললে অপরিমিত মহিম শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'বেশ তা-হলে এ-স্থানেই ভোজনস্থলী রচনা করছি'—বলেই তিনি অতিঘন

৭৮। সহস্রপত্রসহস্রপত্রীব সা মণ্ডলী ব্যরাজত রাজতপয়সা ধৌত এব তত্র পুলিনোদরে কিঞ্জল্কাবৃতবিলক্ষণবীজকোষ ইব কনকরুচিরুচিরাম্বরো ভগবান্। সুপরিচ্ছদচ্ছদপঙ্‌ক্তয় ইব শিশবঃ॥

৭৯। তত্র চ সদ্ভাবলয়া বলয়াকারাস্ত্রিচতুরাস্ত্রিচতুরাভাঃ পঙ্‌ক্তয়ঃ। তাসাং চ প্রণয়ভুব্যবহিতানাং ব্যবহিতানাং চ পরস্পরং প্রতিজনমভিমুখমুখকমলতয়া বর্ত্তমানঃ প্রত্যেকং 'মমৈবায়মভিমুখমুখঃ' ইত্যভিমানমানয়ন্ (গী° ১৩।১৩) 'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' ইতি প্রাচাং বাচাং বান্বয়মভিনয়ন্ 'ভো ভো ভো-ভোজ্জ্বলনিষ্কাঃ! নিষ্কাসয়ত ভক্ষ্যসামগ্রীমগ্রীয়াম্' ইতি শ্রীকৃষ্ণো যদা নিজগাদ, তদৈব শিক্যতো

তরুতরুণানাং ভোজনাপেক্ষণীয়-বিতানকার্যকারিণাং ছায়াভিরচ্ছো নির্মল আয়ামো যস্য তস্মিন্. ইত্যাতপরাহিত্যেন সুখদত্বম্। দণ্ডকারণ্যশিখণ্ডিযুবান্ ইত্যাদিবৎ তরুণশব্দস্য পরনিপাতঃ। ঘনসারেতি সুখস্পর্শেন সৌগন্ধ্যেন চ। অবলেপরহিত ইতি পাবিত্র্যেণ, হিতে ইত্যশঙ্কাস্পদত্বেন; বিকচানি প্রফুল্লানি কমলানি পদ্মানি যত্র তথাভূতস্য কমলস্য জলস্য শীকরনিকরাণাং নির্ভরো যত্র তেন পবমানেন পবনেন ভোজনাপেক্ষণীয়শিশিরব্যজনকার্যকারিণা মাননীয়ে; "সলিলং কমলং জলম্" ইত্যমরঃ; সৌগন্ধিকস্যেব গন্ধোঽস্যেতি সৌগন্ধিকগন্ধি, তচ্চ তৎকমনীয়ঞ্চেতি তস্মিন্নিতি ভোজনাপেক্ষ্যধূপাদিসৌরভ্যবত্বেন। অত্র যমকানুরোধাৎ বিধেয়াংশাবিমর্ষঃ সোঢ়ব্যঃ॥

৭৮। সহস্রপত্রস্য কমলস্য, সহস্রাণাং পত্রাণাং সমাহারঃ সহস্রপত্রী সেব; রাজতেন রজতবিকারেণ জলেন ধৌতে প্রক্ষালিতে ইব বীজকোষঃ কর্ণিকাবিলক্ষণ ইতি শ্যামবর্ণত্বাৎ॥

৭৯। সদ্ভাবেন লয়ঃ সংশ্লিষ্টঃ সন্নিবেশো যাসাং তাঃ; তিস্রো বা চতস্রো বা ত্রিচতুরাঃ পংক্তয়ঃ। কীদৃশ্যঃ? ত্রিচতুরা আভাঃ কান্তয়ো যাসাং তাঃ; প্রথমা পংক্তিঃ পীতা, দ্বিতীয়া রক্তা, তৃতীয়া শ্যামা,—ইত্যেবং তিস্র আভাস্তথা চতুর্থী শ্রেণী হারিতী বেতি। ব্যবহিতানাং ব্যবধানেন স্থিতানামপি তাসাম্, চকারোঽপ্যর্থে। প্রণয়স্য ভুবি সত্তায়াং প্রাপ্তৌ বা, অবহিতানাং কৃতাবধানানাং প্রতিজনম্, একৈকস্য জনস্য (গী° ১৩।১৩) "সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্। সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥" ইতি বাচামিব অন্বয়ম্। অভিনয়ন্ অভিনয়েন দর্শয়ন্, ইবার্থে

নবীন তরুছায়ায় অমল ভূমির বিস্তারে সুখদ, অবলেপ-রাহিত্যহেতু পবিত্র, প্রফুল্ল কমলস্পর্শী জলকণানিকরবাহী পবনের দ্বারা মাননীয়, সৌগন্ধীকমল-সুগন্ধে কমনীয় পুলিনের মধ্যদেশে বসে গিয়ে নিজের আসন স্থাপন করলে সখাগণ শান্ত মনে তাঁর চতুর্দিকে ঘিরে বসে পড়লেন।

বনভোজনোৎসব :

৭৮। রৌপ্যজলে ধোয়া স্থানের মতো শুভ্র সেই পুলিনের মধ্যদেশে কিঞ্জল্কাবৃত বিলক্ষণ বীজকোষের মতো চারু কনকবর্ণ বসনপরীহিত শ্রীভগবান্‌কে ঘিরে কমলপত্রচয়ের মতো শিশুগণের সেই মণ্ডলী কমলঘিরে সহস্রপত্রের সমাহারের মতো শোভা পেতে লাগল।

৭৯। আর এই মণ্ডলীতে সদ্ভাবহেতু গায়-গায় লেগে বসা সখাগণের সারি পীতাদি তিন-চার বর্ণের তিন-চারটি হলো,—এই সারিগুলি পরস্পর ব্যবধানের সহিত সন্নিবেশিত হলেও কৃষ্ণপ্রণয়প্রাপ্তি বিষয়ে যাঁরা হুঁশিয়ার সেই সখাগণের প্রতিজনের অভিমুখে মুখকমল মেলে ধরে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণ প্রত্যেকের মনে 'আমার দিকেই সখা মুখ করে বসে আছে' এইরূপ অভিমান আনয়ন করিয়ে গীতার

নিষ্কাস্ত কেচিৎ সুপরিচ্ছদেষু চ্ছদেষু, কেচিৎ কুসুমেষু কুসুমেষু, কেচিদ্বিমলতাখণ্ডেষু লতাখণ্ডেষু কেচন সুরশ্মিষু রশ্মিষু, কেচন অচপলেষূপলেষূত্তমেষু, কেচিদতিস্তবকেষু স্তবকেষু, কেচিত্তত্তৎকর-সংস্পর্শসফলেষু ফলেষু, কেচিদচঞ্চলেষ্বঞ্চলেষ্বমলবসনানাম্, কেচিৎ সুরেখানিকরেষু করেষু, কেচিদূরুষূরুষূপনিধায় নিজ-নিজভোজ্যাদগ্র্যমগ্র্যমতিশয়সারং শ্রীকৃষ্ণায় পত্রপুটকেষু নিধায়োপকল্পয়ামাসুঃ ॥

৮০। স চ ভগবান্ মধুরমধুরবচনপেশপেশলমধুরিম-সুধাসুধারাধৌতদশন-বসনতয়াতিচারুতায়া-মিহ সন্ হসন্ হাসয়ন্ স যন্ পরমকৌতুকম্, দরোদরোপনীবিনিহিতমুরলীকোঽলীকোজ্ঝিতলক্ষণে কক্ষ-তলেঽক্ষতলেলিপ্যমানমধুরিমণি বিন্যস্তবেত্রবিষাণঃ করতলে পরমাভিরামে বামেঽবাস্তদধ্যোদনকবলো-ঽবলোলেষু তদঙ্গুলিদলেষু কৃতসন্ধানফলবিশেষো বিশেষোপলভ্যমানসৌন্দর্য্যলক্ষ্মীকো দিবি দিবিষদ্বৃন্দ-বৃন্দারকৈঃ কমলজ-শিতিকণ্ঠপুরন্দরাদিভিরমরনগরনাগরীভিরপি সকৌতুকমালোক্যমানোঽলোক্যমানো

বাকারঃ। ভো ভো ইত্যতিহর্ষেণ দ্বিত্বম্। ভাং শোভাম্ উভন্তি পূরয়ন্তীতি ভোভা অতএব উজ্জ্বলা নিষ্কাঃ পদকানি যেষাং তে। অগ্রীয়াম্ উত্তমাম্; ছদেষু পত্রেষু কুসুমেষু কৌ পৃথিব্যাং শোভনা মা শোভা যেষাং তেষু; বিমলতয়া নৈর্মল্যেনা-খণ্ডেষু পূর্ণেষু; সুরশ্মিষু সুকান্তিষু রজ্জুষু উপলেষু প্রস্তরেষু। অতিস্তবকেষ্বতিস্তুতিমৎসু স্তবকেষু কুড্মলেষু সুলক্ষণো রেখানিকরো যেষু তেষু; উরুষু বৃহৎসূপনিধায়, ভক্ষ্যসামগ্রীমিতি পূর্বেণানুষঙ্গঃ। অগ্র্যমগ্রভবং ভাগম্ ॥

৮০। স চ ভগবান্ বুভুজে। কীদৃশঃ? মধুরমধুরো বচনপেশঃ;—'পিশ অবয়বে' বাক্যাবয়বে ইত্যর্থঃ। স এব পেশলমধুরিমা শোভনমাধুর্যা সুধাসুধারা অমৃতস্য ধারা তয়া ধৌতে প্রক্ষালিতে দশনবসনে ওষ্ঠাধরৌ যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা ইহ ভোজনাবসরে অতিচারুতায়ামতিসৌন্দর্যে সন্ বর্ত্তমানো হসন্ সখীনাং নর্মোক্ত্যা হাসয়ন্ স্বকৃতনর্মভিঃ সখীনিত্যর্থঃ। সঃ শ্রীকৃষ্ণো যন্ গচ্ছন্ প্রাপ্নুবন্নিত্যর্থঃ। দরোদরং কৃশোদরম্, উপনীবি নীবিনিকটং চ তয়োর্নিহিতা মুরলী যেন সঃ; তথা কক্ষতলে বিন্যস্তে বেত্রবিষাণে যেন সঃ। কীদৃশে? অলীকোজ্ঝিতং সত্যমেব লক্ষণং সামুদ্রোক্তং

'সর্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্' এই প্রাচীন বাক্যকে অভিনয় করে দেখাতে দেখাতে বললেন—'ওহে ওহে, শোভারও শোভাস্বরূপ উজ্জ্বল পদকধারী সখাগণ, তোমাদের ভক্ষ্যসামগ্রীমধ্যে যা-যা উত্তম বের করতো'। শ্রীকৃষ্ণ এ-রূপ বললে সখাগণ সঙ্গে সঙ্গে নিজনিজ ভাণ্ড থেকে বের করে কেঁউ কেঁউ চারুপত্রে, কেঁউ কেঁউ সর্বসৌন্দর্যের সার-সৌন্দর্যবিশিষ্ট কুসুমে, কেঁউ কেঁউ নির্মলতায় পূর্ণ লতাখণ্ডে, কেঁউ কেঁউ অতিসুন্দর রজ্জুতে, কেঁউ কেঁউ উত্তম প্রস্তরে, কেঁউ কেঁউ অত্যন্ত প্রশংসিত পুষ্পকুঁড়িতে, কেঁউ কেঁউ নিজনিজ করস্পর্শে সফলিকৃত ফলে, কেঁউ কেঁউ অচঞ্চল অমল বসনাঞ্চলে, কেঁউ কেঁউ সুলক্ষণ রেখাযুক্ত হাতে, কেঁউ কেঁউ স্থূল উরুতে ভোজ্যবস্তু ধরে ও-থেকে প্রথমে অতিশয় সার অগ্রভাগ উঠিয়ে পাতার দোনায় ধরে শ্রীকৃষ্ণকে নিবেদন করে দিলেন।

৮০। সেই ভগবান্ও ভোজন-অবসরে মধুর মধুর বচনপরিপাটির শোভন মাধুর্যময় অমৃত-ধারাপ্রবাহে তাঁর ওষ্ঠাধরকে ধুইয়ে দিতে দিতে অতি সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়ে নর্মোক্তিতে হাসতে হাসতে সখাগণকে হাসাতে হাসাতে পরমকৌতুক লাভ করছিলেন—কৃশোদরের কটিবন্ধনীতে গোঁজা মূরলী, সামুদ্রিক-শাস্ত্রোক্ত শুভ লক্ষণে চিহ্নিত - উচ্ছলিত মধুরিমায় প্লাবিত বাম কক্ষতলে স্থাপিত

নির্জনিজ-ভক্ষ্যমাধুর্য্যধুর্য্যতাপ্রখ্যাপনপণনচতুরৈর্হসদ্ভিঃ সদ্ভিঃ শিশুভির্হাস্যমানো ভুঞ্জানৈঃ সহ সহচরৈঃ স্মিতলেশপেশলবদনকমলো বুভুজে ভুজেন চলতা দক্ষিণেন, কথান্তরমপ্যন্তরান্তরা কথয়ন্‌ সহচরাণামতীব হৃদয়াবগাহী বভূব চ ॥

৮১। ইত্যেবং যত্ত্বসরোঽজনি, সরোজনিজনির্হি তদা হিতদাক্ষিণ্যপরোঽপি তমঘাসুরবধবিভব-মালোক্য জাতবিস্ময়ঃ স্ময়মানঃ স্ময়মানপরঃ পরঃসহস্রীভূতানাং পরমেশ্বরাণাং পরমেশ্বরস্য পুনরৈশ্বর্য্য-পরীক্ষণক্ষণনিমিত্তমুদ্যমমাততান ॥

৮২। তচ্চ তস্য, কতিপয়ঃ পয়ঃপ্রসর ইতি পয়োধিপয়োঽধি তদবধিমধিজিগমিষোর্যষ্টিনিক্ষেপ ইব,

---

যত্র তস্মিন্‌। অক্ষতং যথা ভবত্যেবং লেলিপ্যমানোঽতিশয়েন লিপ্তীভবন্‌ মধুরিমা যত্র তস্মিন্‌। তথা করতলে অবাস্তো গৃহীতো দধ্যোদনকবলো যেন সঃ। বামে ইতি কক্ষতল-করতলয়োর্বিশেষণম্‌। অবেত্যস্যাকারলোপে নঞা অবলোলেষু অচলেষু অচঞ্চলেষ্বিত্যর্থঃ। সন্ধানফলং তৈলসঞ্চিতকরমর্দকরীরাদি; বৃন্দারকৈঃ শ্রেষ্ঠৈঃ; ন লোক্যং লৌকিকং মানং প্রমাণং যস্য সঃ। নিজনিজভক্ষ্যস্য বস্তুনো মাধুর্যধুর্যতায়া মাধুর্যাধিক্যস্য প্রখ্যাপনে যৎ পণনং পণস্তত্র চতুরৈঃ, চলতা ভুজেনেতি কথাভিনয়প্রদর্শনার্থমিত্যর্থঃ ॥

৮১। যত্ত্বসরোঽজনি জাতস্তদা সরোজনি কমলং তত্র জনির্যস্য স ব্রহ্মা, হিতমেব যদ্দাক্ষিণ্যং সরলতয়া সাধুত্বং তৎপরোঽপি স্ময়মানপরঃ স্ময়েন মদেন ব্রহ্মাহং নিজৈমশ্বর্যং বিবিধসৃষ্ট্যাবেশেঽপি জানাম্যেবেত্যভিমানপরঃ স্ময়মানঃ। অয়ং তু প্রাকৃতবালকচেষ্টাবেশান্নিজমহৈশ্বর্যং বিস্মৃতবানিবেত্যভিপ্রেত্য ঈষদ্ধসন্‌ তথাপ্যঘাসুরাদিবধজ্ঞাপিতমৈশ্বর্যমহো অস্য বর্ত্তত এবেতি জাতবিস্ময়ঃ। ততশ্চ পরঃসহস্রীভূতানাং সহস্রাৎ পরসংখ্যাবতাম্‌; "পরঃশতাদ্যাস্তে যেষাং পরা সংখ্যা শতাধিকাৎ" ইত্যমরঃ। পরমেশ্বরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য ঐশ্বর্যস্য পরীক্ষণমেব ক্ষণ উৎসবস্তন্নিমিত্তম্‌। এবঞ্চালক্ষিতমেব ভগবন্মায়য়া প্রথমমেব ব্রহ্মণো মহামোহো জাত ইতি ভাবঃ ॥

বেত্রবিষাণ, পরমাভিরাম বাম করতলে গৃহীত দধিমাখা অন্নের গ্রাস, আর অচঞ্চল অঙ্গুলীদলের ফাঁকে ফাঁকে তৈলে ফেলা আচার—এইরূপে প্রকাশিত বিশেষ উপভোগ্য সৌন্দর্যলক্ষ্মীকে স্বর্গের ব্রহ্মা-শিব-ইন্দ্রাদি দেবতাশ্রেষ্ঠগণ এবং দেবাঙ্গনাগণ সকৌতুকে চেয়ে দেখছিলেন। আর তাঁদের নয়ন সম্মুখে অলৌকিক নিজনিজ ভক্ষ্যমাধুর্যের শ্রেষ্ঠতা প্রখ্যাপনে পণচতুর সখাগণের দ্বারা হাস্যমান, স্মিতলেশ-শোভন কমলবদন শ্রীকৃষ্ণ এক সঙ্গে ভোজনরত সখাগণের সঙ্গে ভোজন করতে লাগলেন, আর এই ভোজনের মাঝে মাঝে কথার সঙ্গে দক্ষিণহস্ত অভিনয় ভঙ্গীতে নাড়াতে নাড়াতে এ-কথা ও-কথা বলতে বলতে সখাগণের অতীব হৃদয়গ্রাহী হলেন।

ব্রহ্মার গো-গোপাল হরণ ঃ

৮১। এ-ভোজনলীলার অবসরে সরলতাহেতু সাধুত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েও অহঙ্কারে স্ফীত পদ্মজ-ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই অঘাসুর বধরূপ মঞ্জুমহিমা দর্শনে যুগপৎ হাসি ও বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের পরমেশ্বরেরও পরমেশ্বর সেই অঘনাশনের ঐশ্বর্য-পরিক্ষণোৎসবের উদ্যোগ আয়োজনে মেতে উঠলেন।

কিয়ৎপ্রমাণং গগনতলমিতি মিতিমিচ্ছতো মানরজ্জুনিপাত ইব, জাতমোহস্য হস্যমানমভূৎ ॥

৮৩। যিদিদং মায়াবলেন ভগবতো বৎসকুলাপহরণং তচ্চ কূপাকূপারয়োরিব জলাশয়ত্বে, খদ্যোত-খদ্যোতকরমহসোরিব মহস্বিত্বে, তমিস্রায়াস্তমসস্তমসশ্চেব মহোবারকত্বে, স চ পিতামহো মহোন্মত্ত ইবাঽঽত্মভগবতোর্মায়াবিত্বে সামান্যবিশেষভাবং ন বিদাঞ্চকার ॥

৮৪। অপহৃতে চ বৎসকুলে বৎসপাশ্চামী ভগবতা সহ সরসমদন্তো দন্তোজ্জ্বলকিরণধৌতাধরতয়া হসন্তঃ সন্তঃ সন্ততমতিমধুরকথোপকথোপযোগেন বিস্মৃতবৎসা দৈবাসাদিত-তৎস্মরণেন তৎসঞ্চারস্থলমবেক্ষ্য বৎসগণানবলোকেন লোকেননাথং তমূচিরেঽচিরেণ ॥

৮২। তস্য ব্রহ্মণস্তচ্চ উদ্যমপ্রকটনং হস্যমানমভূদিত্যন্বয়ঃ। কস্যেব? পয়োধেঃ সমুদ্রস্য পয়ো জলম্ অধি অধিলক্ষ্য, তস্য সমুদ্রস্যাবধিং তলসীমানমবিজিগমিষোর্জিজ্ঞাসোঃ যষ্টিঃ সাপ্তবিতস্তিকং লকুটং তস্যা নিক্ষেপ ইব, ইতি ভগবদৈশ্বর্যস্য মহাদুরবগাহত্বমুক্তম্, গণনয়াপি অপরিচ্ছেদমাহ—কিয়দিতি ॥

৮৩। কিং তদুদ্যমপ্রকটনমিত্যপেক্ষায়ামাহ—যদিদমিতি। তচ্চ তদপি ন বিদাঞ্চকার, ন পরামমর্ষ। তদেব কিমিত্যপেক্ষায়ামাহ—আত্মনো ভগবতশ্চ যন্মায়াবিত্বং তত্র সামান্যবিশেষভাবমিতি। কয়োরিব? কূপোঽপি জলাশয়ঃ, অকূপারঃ সমুদ্রোঽপি জলাশয় ইতি জলস্থানীয়মায়ায়াঃ পরিমাণস্যাল্পত্ববৃহত্ত্বাভ্যামুপমা। খদ্যোতো জ্যোতিঃকীটঃ; খে আকাশে দ্যোতকরাণি দীপ্তিকারীণি মহাংসি যস্য সঃ খদ্যোতকরমহঃ সূর্যঃ, তাবুভাবেব মহস্বিনাবিতি জাতিপরিমাণয়োঃ, তমিস্রায়াঃ কুহূরজন্যাস্তমসোঽন্ধকারস্য তমসো রাহোশ্চ মহস্তেজস্তস্য বারকত্ব ইতি মায়ায়া আবরণরূপধর্মস্য জ্ঞাপনার্থম্। অয়ং ভাবঃ—কূপ-খদ্যোত-রাহূণাং সমুদ্র-সূর্য-কুহূরাত্রিভ্যোঽন্যত্রৈব স্থিতিঃ স্বপ্রভাবজ্ঞাপিকা। তত্র তত্রৈব স্পর্দ্ধয়া প্রবেশস্তু স্বস্বসত্তায়া অপি বিনাশকর ইতি। অত্র তমস ইতি ক্রমভঙ্গো যমকানুরোধাদঙ্গীকৃতঃ ॥

৮৪। লোকানাম্ ইনাঃ প্রভবো মহেশাদয়স্তেষামপি নাথম্; "ইনঃ সূর্যে প্রভৌ" ইত্যমরঃ ॥

৮২। এর জলের গভীরতা কতটুকু—এই জিজ্ঞাসায় সমুদ্রের তলসীমা মাপবার জন্য সাড়ে তিন হাত যষ্টি নিক্ষেপের মতো, এই অনন্ত আকাশতলের পরিমাণ কতটুকু—এ-জিজ্ঞাসায় সীমিত এক রজ্জু নীচে ক্ষেপনের মতো মোহপ্রাপ্ত ব্রহ্মার এই উদ্যমপ্রকাশ হাস্যকরই বটে।

৮৩। শ্রীভগবানের বৎসকুলের এই যে মায়াবলে অপহরণ প্রচেষ্টা এ বিষয়ে পিতামহ ব্রহ্মা মহা উন্মত্তের মতো এ-কথাও কি বিচার করতে পারলেন না-যে কূপ ও সমুদ্রের জলাশয়ত্বে, খদ্যোত ও সূর্যের তেজস্বিতায়, অমাবস্যান্ধকার ও রাহুর আলো-আবরকত্বে যেমন সামান্য-বিচারে ভেদ না থাকলেও বিশেষ বিচারে বিস্তর ভেদ আছে তেমনই তাঁর নিজের ও শ্রীভগবানের মায়াবিত্বে সমান্য-বিচারে ভেদ না থাকলেও বিশেষ-বিচারে বিস্তর ভেদ আছে।

৮৪। ব্রহ্মার দ্বারা বৎসকুল অপহৃত হলে ভগবানের সহিত ভোজনরত, দন্তের উজ্জ্বল কিরণে ধৌত অধরপ্রান্তের হাসিতে ঝলমল ঐ রাখালগণ ভোজনাবেশে বৎসকুলের কথা বিস্মৃত হয়ে গিয়েছিলেন, হঠাৎ মনে পড়ে যেতেই গোচারণস্থান খুঁজে বৎসকুলকে না দেখে ব্রহ্মাশিবাদির প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে দৌড়ে গিয়ে বললেন—

৮৫। 'কৃষ্ণ! সখে! সখেদাঃ স্মঃ, নৈকোঽপি দৃশ্যতে বৎসঃ, মন্যে নবতৃণাঙ্কুরলালসালসাভাবাদতিদূরং গতাস্তদধুনা তদনুসন্ধানায় সন্ধানায়কৈর্ভবিতব্যমস্মাভিঃ' ইতি তদুদিতাদুদিতাভিযোগো ভগবানপি স্মিতলেশলে শশিতিরস্কারিণি বদনে কবলমাদধান এব মাদধানো নিজগাদ ॥

৮৬। 'ভো ভো ভবদ্ভিরিহৈব ভূয়তাময়মহমনুসন্দধামি' ইতি করকৃতকবলোঽধিকবলোঽধিকক্ষতলমাহিতবেত্রবিষাণো জঠরপটপটদ্বেণুরথ বৎসগণানুসন্ধানমনুববন্ধ ॥

৮৭। সারতরচমৎকারকারকমহোভারভরিতবনোদ্দেশো দেশোচিতবেশো মুহুরিতস্ততো বিচরন্ খরখুরখুরলী-লক্ষ্মলক্ষ্মীমবনাবনালোচ্য প্রত্যগ্রজাগ্রদুদগ্রতাঞ্চ তৃণানামবলোকয়ন্ 'নানেন পথা সমচরন্ বৎসাঃ' ইতি তত্রৈবাবর্ত্তমানোঽমানোন্নতধীরধীরমনা মনাগ্বিস্মিতোঽনন্তরমনন্তরমণীয়মায়েন তেনৈব বৎসপগণে চাপহৃতে দ্বয়মেব পরিতো বিচারয়ন্ বৎসান্ সহচরানপি নৈক্ষতাক্ষতাত্মবলস্তদা সন্দেহোপরমে

৮৫। তৃণাঙ্কুরলালসয়া হেতুনা অলসাভাবাৎ অনালস্যাৎ। তত্তস্মাত্তেষাং বৎসানামনুসন্ধানার্থম্। সন্ধাং সীমানং প্রতি আনায়কৈরানয়নকর্ত্তৃভিরস্মাভির্ভবিতব্যম্ : "সন্ধা প্রতিজ্ঞা মর্যাদা" ইত্যমরঃ। বদনে কীদৃশে? স্মিতলেশং লাতি গৃহ্লাতীতি তস্মিন্। শশিনশ্চন্দ্রস্যাপি তিরস্কার-কারিণি বদনে কবলমাদধান এব অর্পয়ন্নেব মাদধানো মাদং হর্ষং দধাতীতি ধানো নন্দ্যাদিঃ ॥

৮৬। অধিকং বলং যস্য যস্য সঃ, জঠরপটে পটন্ গচ্ছন্ বেণুর্যস্য সঃ : 'অটপট গতৌ' ॥

৮৭। খরাণাং খুরাণাং খুরলী সঞ্চারঃ পৌনঃপুন্যম্ ; "অভ্যাসঃ খুরলী যোগ্যা" ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ, তস্যা লক্ষ্মলক্ষ্মীং চিহ্নশোভামবনৌ ভূতলে প্রত্যগ্রামভিনবাং জাগ্রতীম্। উদগ্রতামুন্নতাগ্রতাম্, অমানা অপরিমিতা উন্নতা ধীর্যস্য সোঽপ্যধীরমনা বৎসাদিবিষয়কস্য প্রেম্ণঃ সহসা সর্বাচ্ছাদকত্বশক্তেরিতি ভাবঃ। অনন্তরং তেনৈব ব্রহ্মণৈব বৎসপগণে

৮৫। 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে সখা, আমরা বড় দুঃখে পড়লাম-যে, একটি বৎসও খুঁজে পেলাম না, মনে হচ্ছে নব তৃণাঙ্কুর লালসায় আলস্য ত্যাগ করে অনেক দূরে চলে গিয়েছে ওরা, অতএব এখন ওদের অনুসন্ধানের জন্য ওদের আনয়নকর্তা আমাদের এ-বনের সীমানার দিকে যাওয়া উচিত।' এদের কথা শুনে ভগবান্ও এ-বিষয়ে উৎসাহী হয়ে মুখে ঈষৎ হাসি ফুটিয়ে চন্দ্রতিরস্কারী বদনে গ্রাস তুলতে তুলতে আনন্দের সহিত বললেন—

মুগ্ধের মতো অনুসন্ধানপর কৃষ্ণের ব্রহ্মমায়া ভেদ ঃ

৮৬। ওহে সখাগণ, তোমরা এখানেই থাকো, বৎসপালের অনুসন্ধানে আমি যাচ্ছি'—এই বলে অতি বলবান্ শ্রীকৃষ্ণ হাতে দধিমাখা অন্নের গ্রাস, বাম কক্ষতলে ন্যস্ত বেত্রবিষাণ, আর জঠরপটে গোঁজা বেণু—এ-অবস্থাতেই বৎসগণকে খুঁজতে এগিয়ে গেলেন।

৮৭। বনোদেশোচিত বেশে ভূষিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র পরমচমৎকারকারক উজ্জ্বল অঙ্গ-জ্যোতিতে বনভূমি আলোকিত করে বার বার ইতস্ততঃ বিচরণ করতে করতে বৎসকুলের তীক্ষ্ণ খুরাঘাত-চিহ্ন ভূমিতে পর-পর না দেখে এবং নূতন গজানো তৃণাঙ্কুরকে মাথা-উচানো দেখে—'এ পথে তো বৎসকুল বিচরণ করে নাই' এ-ভাব মনে আসতেই অপরিসীম তীক্ষ্ণবুদ্ধি তাঁর ঘূর্ণাবর্তে পড়ে

পরমেষ্ঠিনৈব বিহিতমিদমিতি নিশ্চিত্য সত্ত্ব এব—

যে যাদৃগ্‌গুণ-বর্ণ-রূপ-বয়সো যাদৃক্‌স্বরা যাদৃশ-
প্রজ্ঞা যাদৃশ-ভাব-নাম-কৃতয়স্তত্তদ্বিধাস্তেঽখিলাঃ।
বৎসা বৎসপালকাশ্চ মুরলী শিক্যং বিষাণো দলং
ভূষা দাম বিহঙ্গিকা লুটিকা সর্বং স এবাভবৎ ॥

৮৮। আনন্দাত্মচিদাত্মকঞ্চ তদিদং স্বেনৈব সম্পাদিতং
শুদ্ধং যদ্যপি কার্য্যজাতমখিলং নো কারণাদ্ভিদ্যতে।
লীলোপাধি তথাপি ভিন্নমবত্তেষাং স্বভাবোদয়াৎ
সোঽনির্বাচতয়াদ্ভুতঃ পরমভূৎ সর্গো নিসর্গোত্তমঃ ॥

৮৯। অথ তত্তদ্ভাবাপন্নৈর্গোপকুমারাকৃতিভিরাত্মভির্বৎসাকৃতীনাত্মন আত্মনৈব নৈব বিকৃতেন তেন

চাপহৃতে সতি। ননু ভগবৎসখানাং তেষাং মহাবৈকুণ্ঠবাসিপার্ষদৈরপি পরমবন্দ্যতমানাং ক্ষুদ্রস্য ব্রহ্মণ এব মায়য়া কথং মোহিতত্বসম্ভবঃ? তত্রাহ—অনন্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যৈব রমণীয়া মায়া যত্র তেন ব্রহ্মণা ব্রহ্মমায়য়াপি ভগবন্মায়াশক্ত্যা অনুমোদিতত্বাৎ ভবন্মায়াত্বমিত্যর্থঃ। যথোক্তম্—(ভা০ ১০।১৪।৪৩) "কৃষ্ণমায়াহতা রাজন্ ক্ষণার্দ্ধং মেনিরেঽর্ভকাঃ" ইতি; তথা (ভা০ ১০।১৩।৪৪) "স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ" ইতি। ব্রহ্মমায়য়ৈব ব্রহ্মণো মোহিতত্বোক্তের্মায়ায়াশ্চ স্বাশ্রয়ব্যামোহকস্বভাবত্বাসম্ভবাত্তস্যা ভগবন্মায়াত্বমেব। সর্বং স এব শ্রীকৃষ্ণ এব। অত্র তেষামেব যদনানয়নং তদ্‌ব্রহ্মাণমেব স্বীয়বৈভবাবর্তে নিপাত্য ব্যাকুলীকর্তুং তথা স্বং পুত্রীয়ন্তীস্তত্তন্মাতৃঃ পূর্ণাভিলাষাঃ কর্তুং তথা মহাবৈকুণ্ঠনাথাদিষু কৈমুত্যাপাদনায় শ্রীবলদেবমপি বিস্মাপয়িতুমিত্থঞ্চ বহূন্যেব প্রয়োজনানি জ্ঞেয়ানি ॥

৮৮। আনন্দেতি মায়িকসৃষ্ট্যা তত্তৎপ্রতিনিধিত্বাসম্ভবেনস্বক্রীড়া ন সিধ্যতীতি ভাবঃ। সর্গঃ সৃষ্টিঃ ॥

গেলো, তিনি চঞ্চলমনা হয়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হলেন, অনন্তর তাঁর রমণীয় মায়াশক্তির অনুমোদিত ব্রহ্মমায়াতে বৎসপালকগণ অপহৃত হলে অখণ্ড ঐশ্বর্যময় সেই ভগবান্ নিজের ঐশ্বর্যের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে মুগ্ধের মতো বৎস এবং বৎসপালক দুই-ই খুঁজতে খুঁজতে সন্দেহের উপরমে ব্রহ্মাই এ-কাজ করেছে' এরূপ নিশ্চয় করে তৎক্ষণাৎ-ই—

কৃষ্ণের বৎস-গোপালাদি অপূর্ব সৃষ্টি :

যাঁর যেরূপ গুন-বর্ণ-রূপ-বয়স, যেরূপ কণ্ঠস্বর, যাদৃশী বুদ্ধি, যাদৃশ ভাব-নাম-আচরণ সেই সেই গুণবর্ণাদিবিশিষ্ট অখিল বৎস ও বৎসপালক, তথা মুরলী-শিকা-বিষাণ-দল-ভূষা-মালা-বিহঙ্গিকা-যষ্টি সব কিছু তিনি নিজেই হলেন।

৮৮। শ্রীকৃষ্ণসত্ত্বা থেকে সম্পাদিত গো-গোপালাদি এই অখিল সৃষ্টিকার্য কার্য্য-কারণ অভেদ হেতু যদিও সচ্চিদানন্দময় এবং শুদ্ধ তথাপি লীলা-প্রয়োজনে এতে পূর্ব বৎস-বৎসপালকদের স্বভাব উদয় হেতু ভিন্ন—ভিন্ন হলেও এ-সৃষ্টি অনির্বচনীয় বলে পরম অদ্ভুত উত্তম স্বভাবসম্পন্ন।

৮৯। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ দিবাবসান দেখে যাঁর যেরূপ ভাব সেই ভাবপ্রাপ্ত গোপকুমারাকৃতি

দিবসাবসানমবলোক্য ভবনায় বনায়নাৎ সমবহারয়ন্ বেণুমবীবদৎ ॥

৯০। তমথ মথনকৃতং মনসো বেণুরবং নিশম্য সর্ব এবাত্মভূতা ভূতারল্যকৃতঃ সহচরাঃ শৃঙ্গবেণু-দলশৃঙ্গাদিরবৈ রবৈধমান-মানসতোষাঃ পরিতোঽপ্যাত্মভূতানখিলবৎসান্ সমবহার্য্য দিনান্তরবদ্‌ব্রজ-মাবিশন্তি স্ম ॥

৯১। মাতৃভিরভিব্রজন্তীভিঃ পূর্বং তনয়াননাদৃত্য যথা কৃষ্ণসন্দর্শনং কৃতং তথা স্বস্বতনয়েষ্বেব কৃষ্ণ-সাধারণং প্রেম লভমানাভিরপি সম্প্রতি চ প্রতিচমৎকৃত-মানসতয়ৈব কুর্বতীভিরেব নির্বব্রে ॥

৯২। তেঽপি ত ইব মাতৃবৎসলতয়া তয়া পূর্বপূর্ববৎ স্নপনাদিক্রিয়য়া মাতৃঃ প্রীণয়মাস্থরয়ং খলু বিশেষোঽশেষোপতাপশমনা অমী অমীবহারিণস্ত ইব ভগবতো দিনকৃতং ন কথয়ামাসুঃ ॥

৮৯। গোপকুমারাকৃতিভিরাত্মভিঃ সহ বৎসাকৃতীন্ আত্মনো বনরূপং যদয়নমাস্পদং তস্মাৎ সকাশাৎ ভবনায় ভবনং প্রাপয়িতুং সমবহারয়ন্ সম্যগাকর্ষয়ন্ বেণুমবীবদদ্‌বাদয়ামাস ॥

৯০। শৃঙ্গাদিরবৈর্ভুবঃ পৃথিব্যা অপি তারল্যং হর্ষহেতুকং কুর্বন্তীতি তে, দলঘটিতং শৃঙ্গাকারং দলশৃঙ্গম্ ॥

৯১। তত্তন্মাতৃণাং পূর্বতঃ স্বভাববিশেষং তদানীমলক্ষিতমুৎপন্নং দর্শয়তি। মাতৃভিঃ সুবলাদিজননীভিঃ পূর্বং তনয়ান্ অনাদৃত্য যথা কৃষ্ণসন্দর্শনং কৃতম্; (ভা° ১০।১৪।৪৯) "ব্রহ্মন্ পরোদ্ভবে কৃষ্ণে"; (ভা° ১০।১৪।৫৫) কৃষ্ণমেন-মবেহি ত্বম্" ইত্যাদি-শুকপরীক্ষিৎসংবাদগতসিদ্ধান্তানুসারাৎ তথা সম্প্রত্যপি কৃষ্ণদর্শনং কুর্বতীভিরেব নির্বব্রে নির্বৃতির-লভ্যত। অয়ং তু বিশেষঃ—পূর্বং তনয়াননাদৃত্য, সম্প্রতি তু প্রতিচমৎকৃতমানসতয়ৈবেতি। তত্র হেতুঃ—স্বস্বতনয়ে-ষ্বিত্যাদি; কৃষ্ণসাধারণং কৃষ্ণতুল্যম্, ন তু কৃষ্ণনিষ্ঠ;—তেষাং কৃষ্ণস্বরূপত্বেঽপি তত্তৎস্থিতচররূপগুণমাত্রাবিষ্কারাৎ। কৃষ্ণস্য তু সর্বগুণাবিষ্কারাৎ স্বীয়রূপে স্থিতত্বাৎ মূলভূতত্বাচ্চাপূর্ববৈশিষ্ট্যমস্তোবেতি ভাবঃ ॥

নিজ-স্বরূপ সহ বৎসাকৃতি নিজ-স্বরূপকে বনাশ্রয় থেকে ঘরে ফিরিয়ে আনার জন্য সম্পূর্ণ অবিকৃত নিজ শ্রীবিগ্রহের মুখে বেণুস্থাপন করে ধ্বনি করলেন।

৯০। অতঃপর মনোমথনকারী ঐ বেণুরব শ্রবণ করে পৃথিবীরও চঞ্চলতা উৎপাদনকারী আত্মভূত সহচরগণ উচ্ছলিত আনন্দে শৃঙ্গ-বেণু-দলশৃঙ্গাদিধ্বনিদ্বারা আত্মভূত বৎসকুলকে চতুর্দিক থেকে একত্রিত করে অন্যদিনের মতোই ব্রজে প্রবেশ করলেন।

আত্মভূত বৎস-বৎসপালদের দর্শনে মায়েদের অপূর্ব ভাব ঃ

৯১। দর্শনোৎকণ্ঠায় উত্তরগোষ্ঠের পথে প্রতিদিন এগিয়ে যান যাঁরা সেই জননীগণ পূর্বে নিজনিজ তনয়কে অনাদর করে যেরূপ কৃষ্ণ-সন্দর্শন করতেন আজ কিন্তু আর তাঁদেরকে সেরূপ অনাদর করে নয় আজ নিজনিজ তনয়ে কৃষ্ণতুল্য প্রেমলাভহেতু প্রত্যেকে চিত্তের চমৎকার অবস্থা নিয়েই এগিয়ে গিয়ে কৃষ্ণদর্শন করে পরমানন্দ লাভ করলেন।

৯২। কৃষ্ণাত্মক এই বালকগণ পূর্বভূত সুবলাদির ন্যায় একই প্রকার মাতৃবাৎসল্যতায় পূর্বপূর্বের মতোই স্নানাদি কার্য সম্পন্ন করে মায়েদের প্রসন্নতা বিধান করলেন,—এখানে বিশেষ কথা এই যে অশেষ-সন্তাপ শান্তকারী বিরহবৈক্লব্যহারী হয়েও এই কৃষ্ণাত্মক বালকগণ পূর্বভূত সুবলাদির মতো শ্রীকৃষ্ণের

৯৩। বৎসাশ্চ দিনান্তরবৎ নিজনিজমাতৃসবিধমুপগতাস্তাভিরপি পূর্বতোঽপূর্বতোষতরলহৃদয়াভির্দয়াভিভূততয়া ততয়া লিহ্যমানা হূয়মানানন্দেন পীয়মানা ইব সগদ্‌গদগদনঘনঘর্ঘরস্বরাভিরঙ্কে কৃতা এব সুষুপুঃ ॥

৯৪। কৃষ্ণমপি নিজভবনমাসাদ্য সাদ্যমানবাল্যবিলাসম্—

দোর্ভ্যামুত্থাপ্য বক্ষোভুবি নিবিড়তরস্নেহপীড়ং নিপীড্য
শ্মশ্রুস্পর্শে সশঙ্কং মৃদুনি কমলতো ন্যস্য বক্ত্রে চ বক্ত্রম্।
উন্নীয়োষ্ণীষমশ্রুপ্লুতনয়নমবঘ্রায় চাস্যোত্তমাঙ্গং
নাতুষ্যদ্‌গোকুলেন্দ্রঃ ক্ষণমথ মহিষীতৃপ্তয়ে তং মুমোচ ॥

৯৫। ততশ্চ জনন্যাঽনন্যাতুলবাৎসল্যপতাকয়া কয়াচিদিব কৃতাভ্যঙ্গোদ্বর্তনাদিকোঽনাদিকোঽমলতনুস্তনুমানিব জননীবাৎসল্যসারঃ কৃতাহারো হারোপস্কৃতবক্ষাঃ প্রক্ষালিতপাদঃ ক্ষপিত-ক্ষণকতিপয়ঃ পয়ঃফেনবলক্ষলক্ষমূল্যশয়নতলে কৃতশয়নোঽসৌ নিশামনৈষীৎ ॥

৯২। তেঽপি কৃষ্ণাত্মকা বালাঃ, ত ইব পূর্বভূতসুবলাদয় ইব। অমীবং বিরহবৈক্লব্যম্ ॥

৯৩। পূর্বতো গবামপি স্বভাববিশেষ উক্তঃ ॥

৯৪। সাদ্যমানঃ প্রাপ্যমাণো জ্ঞাপ্যমানো বা বাল্যবিলাসো যেন তম্। সশঙ্কমিত্যত্র হেতুঃ—কমলতোঽপি মৃদুনি সুকুমারে বক্ত্রে বক্ত্রং স্বমুখম্, উত্তমাঙ্গং শিরঃ; নাতুষ্যৎ নাতৃপ্যৎ, মহিষী শ্রীযশোদা, তস্যা স্বপুত্রমুখচুম্বনোৎকণ্ঠামালক্ষ্যেতি ভাবঃ ॥

৯৫। কয়াচিদিব অনির্বচনীয়মেব, অনন্যয়া অদ্বিতীয়য়া অতুলবাৎসল্যস্য পতাকয়া। অনাদিকো নিত্যভূতো

আজকের অঘাসুর বধাদি কথা কিছু বললেন না।

৯৩। বৎসসমূহও অন্যদিনের মতোই নিজনিজ মাতার নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'ল, আর মায়েরাও পূর্বে কোনদিন যা হয়নি সেইরূপ অপূর্ব আনন্দে চঞ্চল ও বাৎসল্যে অভিভূত হয়ে পড়ল, অপরিমিত আনন্দে সদ্যজাত পীয়মান বৎসের মতো ওদিকে লেহন করতে লাগল, এবং গদ্‌গদ বচনে গম্ভীর ঘর্ঘর শব্দ করতে লাগল। অতঃপর এইরূপ মাতাদের দ্বারা অঙ্কগত হয়ে বৎসগুলি শুয়ে পড়ল।

৯৪। নিজ ভবনে পৌঁছলে বাল্যলীলায় বিলসিত কৃষ্ণকেও গোকুলেন্দ্র নন্দবাবা দু-হাতে বক্ষোস্থলে উঠিয়ে নিবিড়তর স্নেহে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে কঠিন স্মশ্রু-স্পর্শে শশঙ্ক পুত্রের কমল থেকে মৃদু মুখে মুখ লাগিয়ে চুম্বন এবং অশ্রুপ্লুত নয়নে তাঁর পাগড়ী উঠিয়ে শির আঘ্রাণ করেও তৃপ্তি লাভ করতে পারলেন না, ক্ষণকাল পর মহিষীর তৃপ্তির জন্য তাঁকে ছেরে দিলেন।

৯৫। অতঃপর অদ্বিতীয়া-অতুলনীয়া-অনির্বচনীয়া-বাৎসল্যপতাকাস্বরূপা জননীদ্বারা অভ্যঙ্গ-উদ্বর্তনাদিতে সেবিত, অমল তনু, অনাদি জননীবাৎসল্যসারের মূর্তিস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ আহার করে বক্ষে হার দুলিয়ে পা ধুয়ে কিছুকাল সময় এদিক-ওদিক কাটিয়ে দুগ্ধফেননিভ বহুমূল্য শয়নতলে শয়ন করে রাত্রি যাপন করলেন।

৯৬। উদিতেঽথ কিরণমালিনি চ বনমালিনি চ বনগমনায়োদ্যতে সহচরা জননীভিঃ পূর্বতোঽপি সুবিহিত-প্রসাধনাহিতপ্রসাধনাঃ কৃতপানভোজনা জনানন্দকারিণো ভগবদঙ্গনমাসেদুঃ ॥

৯৭। ভগবানপি ন পিতৃমাতৃতোষমন্তরেণান্যত্র সাদরোঽদরোপলালিতস্তাভ্যাং স্বস্নেহমনুগতশ্চ কিয়দ্দূরং স আত্মসহচর আত্মপাল্য আত্মপালকঃ পূর্বপূর্বদিনবদ্বনমনুসসার ॥

৯৮। এবং গচ্ছৎসু কতিপয়েষু মাসেষু কস্মিংশ্চন দিবসে জনাভিরামেণ রামেণ সহ সহসা কৃষ্ণে চলিতে চলিতেষু তেষু চাত্মস্বরূপেষু স্বরূপেষু সুললিতেষু বৎসবৎসপেষু গিরিবরসবিধে তানাত্মভূতান্ বৎসান্ চারয়তি রয়তিগ্মগমনেন সদ্যস্তন-স্তনপ-তর্ণকানপি বিহায় বিহায়সেবোড্ডীয়মানাঃ স্থিরৈরাভীরৈরাভীরৈর্নিবিড়দণ্ডদণ্ডনেনাপি নিবারয়িতুমশক্যাঃ সকলা এব ধেনবো নবোদীর্ণবাৎসল্যাস্তানেব বৎসতরানুপগত্য গত্যবসাদেন খিন্না অপি হম্বেতি গদ্গদগদন-রুদ্ধকণ্ঠং সোৎকণ্ঠং সোৎসাহমভিলিহন্ত্যো জিঘ্রন্ত্যো নতরাং নিবর্ত্তন্তে, তৃণমপি ন চরন্তি স্ম ॥

জননীবাৎসল্যসারস্তনুমানিবেত্যন্বয়ঃ। অমলা অভ্যঙ্গাদিভির্গোধূল্যাদিরহিতা তনুর্যস্য সঃ। পয়ঃফেনবৎ বলক্ষে ধবলে ॥

৯৬। সুবিহিতেন প্রসাধনেন প্রকৃষ্টযত্নেনাহিতমর্পিতং প্রসাধনং ভূষণং যেষাং তে ॥

৯৭। অদরমনল্পমুপলালিতঃ ॥

৯৮। কস্মিংশ্চন দিবস ইতি লীলাবিশেষাপেক্ষয়া, বস্তুতস্তু নিত্যমেব রামেণ সহ বনগমনং তস্যেতি স্বেষাং রূপেষু বর্ণমাধুর্যে বিষয়ে সুষ্ঠু ললিতেষু। গিরিবরঃ শ্রীগোবর্ধনঃ। ধেনবঃ সকলা এব গাবঃ, তস্যৈব গিরিবরস্য শৃঙ্গবর্তি-তৃণচারিণ্যোঽকস্মাদ্দূরত এব তান্ বৎসতরানালোক্যেত্যর্থতো গম্যতে। সদ্যস্তনান্, সদ্যোভবান্, অতএব স্তনমাত্র-পায়িনস্তর্ণকান্, বৎসান্ বিহায় ত্যক্ত্বা, কিং পুনর্দ্বিত্রদিনভবান্ মাসিকান্ দ্বৈমাসিকান্ বা, রয়েণ বেগেন তিগ্মং

৯৬। অতঃপর কিরণমালী উদিত হলে বনমালী যখন বন-গমনে উদ্যত হলেন তখন জনানন্দ-কারী সহচরগণ তাঁদের মায়েদের দ্বারা পূর্বের থেকে অনেক বেশী যত্নে অর্পিত প্রসাধনে ভূষিত হয়ে খাওয়া-দাওয়া সেরে কৃষ্ণের গৃহাঙ্গনে এসে উপস্থিত হলেন।

৯৭। যাঁর পিতামাতার সন্তোষবিধান বিনা অন্য কোনও কোথাও আদর নাই সেই ভগবান্-ও পিতামাতার দ্বারা বহুপ্রকারে উপলালিত হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত তাঁদের দ্বারা অনুসৃত হয়ে আত্মভূত বৎস-পালক এবং আত্মভূত বৎসপালকে সঙ্গে নিয়ে পূর্বপূর্ব দিনের মতো বনে চলে গেলেন।

বলরামের মোহ ও রহস্যোদ্ঘাটন ঃ

৯৮। এরূপে কয়েক মাস গেলে কোনও একদিন জনাভিরাম রামের সহিত কৃষ্ণ গোচারণে চললে এবং তাঁদের সঙ্গে বর্ণে-মাধুর্যে অতি সুন্দর আত্মস্বরূপ বৎস ও রাখালগণ চললেন—যখন তাঁরা আত্মভূত বৎসসমূহকে গিরিগোবর্দ্ধনের তটদেশে নিয়ে গিয়ে চরাচ্ছিলেন তখন পর্বতোপরি চরণরত নবপ্রসূতা দুগ্ধবতী গাভীসমূহ ওদের সদ্যজাত স্তনমাত্রপায়ী বৎসকে ত্যাগ করে আকাশপথে উড়ে চলার মতো তীব্র বেগে লাফিয়ে গিয়ে ঐ আত্মভূত বৎসগুলির নিকটে উপস্থিত হ'ল—বৃদ্ধ গোপগণ

৯৯। তন্নিবৃত্তয়ে সমুপসন্নাঃ সন্নাবয়বাঃ খেদেনাপি নিবর্ত্তয়িতুং যদা তে ন শেকুস্তদা পরিতোঽপরিতোষহারিণো হারিণো নিজতনয়ানবলোক্য ধেনুবৃন্দাদপ্যধিক-বাৎসল্যভাজো ভাজোষেণ দ্রুতমেব তমেব দেশমাসাদ্য মাসাদ্যমানসৌভগান্ মূর্দ্ধ্নি নাসাপুটং মুখে মুখং কৃত্বা দোর্ভ্যামুরসি রসিকতয়া সমুত্থাপ্য নয়নশ্রুধৌতবক্ষসশ্চিত্রলিখিতা ইব যদা বভূবুঃ, তদা বলভদ্রো ভদ্রোদ্ভূতসন্দেহো দেহোপচিত-হর্ষবিস্ময়স্তানালোক্য চ ক্ষণং মনসি পরামমর্শ—'অহো কিমিদম্ ?—

প্রাঙ্নাসীৎ স্তনপেষ্বপি ব্রজগবাং বাৎসল্যমেতাদৃশং
যাদৃক্ সম্প্রতি হন্ত বৎসনিচয়ে মুক্তস্তনেঽপীক্ষ্যতে।
গোপানাং ন পুরেদৃশঃ শিশুততৌ স্নেহো মমাপ্যদ্য য-
স্তন্মন্যে ভবিতব্যমত্র হি কয়াঽপ্যস্মৎপ্রভোর্মায়য়া ॥'

তীক্ষ্ণং যদ্গমনং তেন, বিহায়সেব আকাশপথেনেব উড্ডীয়মানা ইবেত্যুৎপ্রেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। ততশ্চ আভীরৈর্গোপৈঃ, আভীরৈঃ, রলয়োরৈক্যাৎ আভীলৈঃ কষ্টৈঃ; "স্যাৎ কষ্টং কৃচ্ছ্রমাভীলম্" ইত্যমরঃ; নিবিড়দণ্ডৈরপি কৃত্বা দণ্ডনেন নিবারয়িতুমশক্যাঃ, তানেব দ্বিবার্ষিকত্রিবার্ষিকানপীত্যর্থঃ ॥

৯৯। সন্নাবয়বা অতিধাবনেন জানূরুগুল্ফেষু জাতব্যথাঃ। ভা কান্তিস্তস্যা জোষেণ সেবনেন স্বস্ব-তনয়রূপ-বিলোকনেনেত্যর্থঃ। ধাবনজনিত-তত্তদ্ব্যথামপি বিস্মৃতবন্ত ইতি ভাবঃ। মা শোভা তয়া সাম্যমানং প্রাপ্যমাণং সৌভগং যেষাং তান্। ভদ্রং যথা স্যাত্তথা উদ্ভূতঃ সন্দেহো যস্য সঃ। তান্ বৎসপান্ বৎসাংশ্চ আলোক্য, চকারাত্তেষু তত্তৎপিতৃণাঞ্চ পরমবৎসলানামমূষাং গবাং দৃষ্টিপথমেব 'কথমেতে বৎসানানীতবন্তঃ' ইতি ক্রোধেন তান্ তাড়য়িতু-মাগতানামপি তেষাং তাদৃশমপূর্বং বাৎসল্যমালোক্য চ দেহে উপচিতো যো হর্ষস্তেন মমাপ্যপূর্বো নির্হেতুকঃ কথমেতেষু

জোরে জোরে দণ্ডাঘাত করেও ওদের থামিয়ে রাখতে পারলেন না—সেখানে পৌঁছে তীব্র বেগে চলার অবসাদে ক্লান্ত হলেও রুদ্ধকণ্ঠে গদ্গদ্গদনে 'হাম্বা হাম্বা' শব্দ করতে করতে উৎকণ্ঠায় উৎসাহে ওদিকে লেহন করতে লাগল, ওদের ঘ্রাণ নিতে লাগল—এতেও তৃপ্ত হল না, ঘাসে আর মুখ দিল না।

৯৯। গাভীগুলিকে ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য ওদের নিকটে আগত, অতি ধাবনে জানু-উরুতে ব্যথাকাতর বৃদ্ধ গোপগণ অতি কষ্টেও যখন ওদের ফেরাতে সমর্থ হচ্ছেন না সেই সময়ে যেই চতুর্দিকে দুঃখদৈন্যহারী-হারে বিভূষিত নিজনিজ পুত্র চোখে পড়ে গেল অমনই ঐ গাভী থেকেও অধিক বাৎসল্য-পাত্র তাঁদের পুত্রের অঙ্গকান্তিতে অভিভূত হয়ে দ্রুত তাঁদের নিকট এসে উচ্ছলিত সৌভাগ্যে অলঙ্কৃত ঐ বালকদের মস্তকে নাসাপুট মুখে মুখ লাগিয়ে বাৎসল্যরসের উচ্ছ্বাসে উদিত নয়নাশ্রুতে ধৌত বক্ষে তাদেরকে দু-হাতে উঠিয়ে নিয়ে চিত্রলিখিতের মতো স্তম্ভিত হয়ে যখন দাঁড়িয়ে রইলেন তখন বলভদ্রের মনে এক সন্দেহের উদয় হল, বাৎসল্যের এই উত্তাল তরঙ্গ দর্শনে হর্ষ, আর নিজের ভিতরেও এক অপূর্ব বাৎসল্যের উদয়ে বিস্ময়—এই দু-ভাবে বিভাবিত হয়ে তিনি ক্ষণকাল মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—

অহো এ-কি আশ্চর্য, নবপ্রসূতা ব্রজগাভীগণের স্তন্যপায়ী বৎসদের উপরেও এতাদৃশ বাৎসল্য

১০০। অথ কথমপরথা রথাঙ্গপাণেরজস্যাগ্রজস্যাগ্রতো মম দৈবী বাঽঽসুরী বা প্রভবিতুমায়াতি মায়াঽতিমায়াবিচক্রচূড়ামণিং তমেব সমুপেত্য পৃচ্ছামিচ্ছামি কর্ত্তুম্, ইতি নিকটমুপস্থিত্য 'কিমিদমহো মহোন্নতবুদ্ধে! বুদ্ধেরগোচরো মম, যদমী বলবদমীবলঙ্ঘিনোঽমরবরা এব সহচরাঃ, অমী চ মুনয়ো নয়োদ্ধুরা এব গোবৎসা ইত্যেব মে গোচরঃ। সম্প্রতি সম্প্রতিজানে শ্রীজানে! শ্রীমান্ ভবানেব

ইত্যেবংলক্ষণো বিস্ময়ো যস্য সঃ॥

নন্বাস্তামমীষাং তন্মায়ামোহিতত্বাত্তেষু তথা তথা ভাবঃ, কিন্তু মম শুদ্ধজ্ঞানঘনস্বরূপস্যাপি কথং তথাত্বম্? তত্র স্বয়মেবাহ—অস্মৎপ্রভোঃ, মদংশসঙ্কর্ষণকারণার্ণবশায্যাদ্যবতারাণাং সর্ব্বেষামপ্যস্মাকং প্রভোর্ম্মদ্ভূতস্যাংশিনঃ প্রভুত্বাদেবেচ্ছয়া অস্মানপি মোহয়িতুং সমর্থস্যেতি ভাবঃ। অত্রাস্য সখ্যেঽপি তদ্রহস্যানুপলম্ভাৎ স্বযোগ্যতামননেনৈব মদ্বয়স্যোঽয়মেতৎকর্ম্মণি ময়ি ন বিশ্বস্তবানিতি দৈন্যোদয়েন দাস্যরসাস্বাদঃ প্রেমব্যাকুলতয়ৈব। এবমেব মধুররসবাৎসল্যরসাদাবপি দৃশ্যতে। যথা—(ভাঃ ১০।৩০।৪০) "দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয়সন্নিধিম্; (ভাঃ ১০।৪৭।৬৬) "মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ" ইতি। নন্বেতাবন্তং কালং প্রত্যহমেব তত্তৎপিত্রাদীনাং তেষু তেষু তথা তথা ভাবং তথৈব গবামপি তাদৃশাপত্যে বিলক্ষণবাৎসল্যেন বলাৎ স্তনপায়নং গোদোহনাদিসময়ে পশ্যতোঽপি মম কথমদ্যৈব বিস্ময়েনৈতাবান্ পরামর্শঃ, ন তু তদানীং প্রথমমেবেতি? তত্রাহ—কয়াপীতি। তদিচ্ছাং বিনা সত্যপি বিরোধদর্শনে পরামর্শবতোঽপি ন বিরোধস্ফুর্ত্তির্যথা অধুনাপি মহতামপ্যমীষাং গোপানাং তজ্জ্ঞাপনেচ্ছায়াং সত্যাং তু সর্ব্বস্যাপি মায়য়েয়মিতি জ্ঞানং স্যাৎ, যথাদ্য মমেতি, তয়া অনির্ব্বচনীয়য়েত্যর্থঃ॥

১০০। অপরথা অন্যথা যদি তন্মায়া ন স্যাদিত্যর্থঃ। রথাঙ্গপাণেঃ সর্ব্বমায়াসংহারকতেজস্কচক্রহস্তস্য, অজস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি, অগ্রজস্য জ্যেষ্ঠভ্রাতুর্ম্মমাগ্রতো দৈবী আসুরী বা মায়া প্রভবিতুমায়াতি; অত্র অন্যমায়য়া অনভিভবঃ সাহজিকোঽপি স্বস্য দৈন্যেনৈব তৎসম্বন্ধেন নোক্তঃ; অতএব অতিমায়াবিচক্রচূড়ামণিং তং পৃচ্ছাং কর্ত্তুমিচ্ছামি, অহো আশ্চর্য্যম্, 'হে মহোন্নতবুদ্ধে' ইতি সম্বোধনেন 'ময্যপি তব নো বিশ্বাসঃ, সাধু সাধু তবেদং বুদ্ধিচাতুর্য্যম্' ইতি কেবলসখ্যোদয়েন প্রণয়কোপব্যঞ্জক উপালম্ভঃ। নন্ কিমিত্যুপালভসে, ত এবামী বৎসাস্ত এবামী বালকা ইতি সত্যং যদ্যস্মাৎ অমী বলবৎ অমীবং পাপং তল্লঙ্ঘনশীলা দেবপ্রবরা এব সহচরা বালকা অমী চ মুনয় এব গবাং বৎসাঃ, তত্র তত্র তত্তদংশপ্রবেশাৎ তত্তচ্ছব্দেনোক্তিঃ। সম্প্রতি অধুনা ভগবানেব সর্ব্বম্, তেষাং তু কতমোঽপি ন দৃশ্যত ইতি

পূর্ব্বে দেখা যায়নি, যাদৃশ অহো সম্প্রতি মুক্তস্তন বৎসদের উপর দেখা যাচ্ছে, আজকের মতো ঈদৃশ স্নেহ তাঁদের বালকদের উপর পূর্ব্বে গোপগণেও দেখা যায় নি, আমারও মনে জাত হয় নি—কাজেই মনে হচ্ছে আমার প্রভুরই কোনও অনির্ব্বচনীয় মায়াদ্বারাই এ-ব্যাপার সংঘটিত হচ্ছে।

১০০। তা না-হলে কি করে সর্ব্বমায়াসংহারক-চক্রধারী অজকৃষ্ণের অগ্রজ আমার উপর দেবদেবী বা আসুরীমায়া প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে? এঁর রহস্য মহামায়াবীমণ্ডলের চূড়ামণি যিনি সেই তাঁর নিকট গিয়েই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করছে—এ-রূপ চিন্তা করে নিকটে গিয়ে কেবল-সখ্যভাবে প্রণয়কোপ ব্যঞ্জক সম্বোধনে ডেকে বললেন—'হে বুদ্ধিমানের শিরোমণি, এ আমার বুদ্ধিতে আসে না, কি আশ্চর্য এই সম্মুখের সখাগণ একটু পূর্ব্বেই দুরন্তপাপ লঙ্ঘনকারী শ্রেষ্ঠ দেবতাদের মতো এবং এ-গোবৎস সমূহ ন্যায়দৃপ্ত মুনির মতো আমার গোচরীভূত হ'ল—হে লক্ষ্মীকান্ত, আমি ত্রিসত্য

সর্বমিতি কিমত্র তত্ত্বং তত্ত্বং কথয়' ইতি কথয়েতিহাসকথামিব তৎ সকলমানুপূর্ব্ব্যা কথয়ন্ শ্রীযশোদাকুমারঃ কুমারয়ামাস ॥

১০১। এবং বৎসরবৎসরক্ষণক্ষণকৌতুকে সংবৃত্তপ্রায়ে প্রায়েণ হি ভগবন্মহিম-হিল্লোলগণগণনায়াং প্রবৃত্তো বৃত্তোঽহঃ স্বয়ম্ভুঃ স্বয়ম্ভুর্লোকমাগত্য 'চোরিতেষু ময়া বৎসবৎসপেষু তত্র কিং বৃত্তম্' ইতি বৃত্তমিতি-রহিতস্য তস্য বৃত্তমবগন্তুকামঃ কামপি সাধ্বসাধ্বসতামালম্ব্য দূরত এব তথাবিধান্ বিবিধান্ বিলোক্য বৎসবৎসপান্ বিস্মিতবিস্মিতবিমনাঃ 'কথমমী তত‌এব ত এবাগতাঃ, কিংবা পরে, কিংবা প্রাকৃতা এবামী ময়াপহৃতা বস্তুতোঽবস্তুতোদয়েনালীকা নালীকাসনস্য গলিতো গর্বঃ' ইতি স্বমনুগঞ্জয়ন্ ভগবতি পরম-

---

ভাবঃ। নম্ন বলবতা নিভালনেন নিষ্টঙ্ক্য কথ্যতাম্? তত্রাহ—সম্যক্প্রকারেণ প্রতিজানে, প্রতিজ্ঞায়ৈবেদং ব্রবীমীতি। শ্রীর্জায়া যস্য সঃ শ্রীজানিঃ। হে শ্রীজানে লক্ষ্মীকান্ত! অমী সর্বে ভবদংশা লক্ষ্মীকান্তাশ্চতুর্ভুজা দৃশ্যন্ত ইতি ভাবঃ। ইতি কথয়েতি তদ্বাকোনেতিহাসকথামিব কুমারয়ামাসেতি; 'কুমার ক্রীড়নে' চুরাদিঃ। তত্র তদানীমেব তং প্রতি স্বরহস্য-জ্ঞাপনেচ্ছায়াং ভগবতোঽয়মভিপ্রায়ো জ্ঞেয়ঃ,—যদি প্রথমমেব ব্রবীমি, তদা দয়ালু-সরলস্বভাবস্য মদগ্রজস্য তেষাং তাদৃশাবস্থাসহনাশক্ত্যা কোপেন ব্রহ্মণোঽপি কোপে প্রবৃত্তিসম্ভবাদেতল্লীলানির্বাহো মে ন স্যাৎ। যদি তন্নির্বাহান্তরমেব ব্রবীমি, তদা তদানীমেব হন্ত! কিমিতি নাব্রবীঃ, কাত্র ক্ষতিরভবিষ্যৎ, তথাভূতত্বং তব নাভালিতং ময়েতি তচ্ছোচনয়া বৈরস্যমেব, যদি পুনর্ন ব্রবীম্যেব, তদা তৎকথনযোগ্যে তাদৃশে সখ্যৌ তস্মিন্ বিশ্রাম্ভাযোগেন সখ্যরসস্যৈব হানিঃ, বর্ষে সমাপ্তপ্রায়ে তু কথনেন কিঞ্চিদনবদ্যমিতি। বস্তুতঃ সিদ্ধান্তগত্যা তু তাদৃশস্য মহাপুরুষাস্যাংশিনঃ শ্রীবলদেব-স্যাপি মোহকত্বেন মহাস্বয়ংভগবত্ত্বজ্ঞাপকেন তস্যাচিন্ত্যশক্ত্যা ব্রহ্মরুদ্রাদিমোহনে কৌমুত্যমেবানীতমিতি ॥

১০১। এবং বৎসরং ব্যাপ্য বৎসরক্ষণস্য ক্ষণকৌতুকে উৎসবকৌতুকে বৃত্তঃ সমাপ্ত উহস্তর্কো যস্য সঃ; বৃত্তং চেষ্টা

করে বলছি, আবার এখন-ই এই শ্রীমান্ তুমিই সব কিছু, যেন এ-রূপ দেখছি (অর্থাৎ এঁদের সকলকেই তোমার অংশ চতুর্ভুজ রূপে দেখা যাচ্ছে)—এতে কি রহস্য আছে খুলে বলতো'—এর উত্তরে শ্রীযশোদাকুমার এ-বিষয়ে আনুপূর্বিক সব কিছু ইতিহাস-কথার মতো করে বলতে বলতে খেলা করে বেড়াতে লাগলেন।

মায়ামুগ্ধ ব্রহ্মার কৃষ্ণের মঞ্জুমহিমা দর্শন ঃ

১০১। এইরূপে এক বৎসর ধরে যে বৎসরক্ষণোৎসব কৌতুক চলছিল তা সমাপ্তপ্রায় হলে ভগবন্মহিমা-হিল্লোলগণ-গণনায় প্রবৃত্ত ব্রহ্মার চিত্তেরও তর্ক-সমাপ্তিকাল প্রায় এসে গেল, তখন তিনি স্বয়ং ভূলোকে এসে 'আমি-যে সেই বৎস-বৎসপালদের চুরি করেছিলাম, সেখানে এখন খবর কি? এরূপ জিজ্ঞাসায় এই অপরিসীম লীলার খবর জানতে ইচ্ছুক ব্রহ্মা কোনও অনির্বচনীয় অতি সাহসে ভর করে ঐদিকে তাকাতেই দূর থেকে তথাবিধ বিবিধ বৎস-বৎসপালদের দেখতে পেলেন, বিস্ময়ে তাঁর মুখের হাসি শুকিয়ে গেলো, তিনি বিমনা হয়ে চিন্তা করতে লাগলেন—'এঁরা কি আমার দ্বারা গোপনে রক্ষিত সেই বৎস-বৎসপালই—কি করেই বা ওরা এখানে এসে যাবে, এঁরা কি অপর কেঁউ—আমি কি বস্তুতঃ আসল কি ভ্রমে পড়ে মিথ্যাভূত মায়িক বৎস-বৎসপালই অপহরণ করেছিলাম?' এরূপ বিচারে

মায়াবিনি বিনিহিতমায়োঽহিতমায়ো নলিনজো ন জোষয়িতুমাত্মানং প্রবভূব ॥

১০২। অনভিজ্ঞ ইব স্বচরিতৈনৈবাকৃতীভবন্ স্বয়ৈব মায়য়া স্বয়মেব বদ্ধ ইতি বৈফল্যেনালীকা নালীকাসনস্য কৃতিরাসীৎ ॥

১০৩। অথ পুনরপি তান্ সমালোকয়তি সতি তস্মিন্—

সর্বে পঙ্কজ-শঙ্খ-চক্র-গদিনঃ শ্রীমচ্চতুর্বাহবোঽ-
নন্তানন্দচিদেকমাত্রবপুষঃ সূর্যেন্দুকোটিত্বিষঃ।
লীলোল্লাসিতলোমকূপকুহরোন্মজ্জন্নিমজ্জত্তর-
স্বেদান্তঃকণিকানিকায়সদৃশ-ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডব্রজাঃ ॥

১০৪। কিঞ্চ, শ্যামাঃ কুণ্ডলিনো মণিমুকুটিনঃ কেয়ূরিণো হারিণঃ
কূজৎকঙ্কণিনঃ কণৎকটকিনো মঞ্জীরিণো নিষ্কিণঃ।
আকণ্ঠপ্রপদং লসত্তুলসিকামালালিঝঙ্কারিণঃ
খেলন্মেখলিনস্তড়িদ্দ্যুতিকরশ্রীচেলিনস্তে বভুঃ ॥

লীলেতি যাবৎ, তস্য মিতিঃ পরিমাণং তদ্রহিতস্য; বৃত্তং বার্তাম্; অসাধ্বসাং নির্ভয়তাম্, বিস্মিতেন বিস্ময়েন বিগতং স্মিতং যস্য স চাসৌ বিমনাশ্চ; অবস্তুতা অবাস্তবম্; অলীকা মিথ্যাভূতা মায়িকা ইত্যর্থঃ। নালকাসনস্য কমলাসনস্য, ইতি হেতোঃ, গর্বো গলিতঃ। অহিতং মিমীতে ইত্যহিতমায়ঃ; যদ্বা, অহিতা অপকারিণী অভদ্রা মা কান্তিস্তাং যাতীতি সঃ, অনুতাপেন ভ্রষ্টশ্রীরিত্যর্থঃ। জোষয়িতুং প্রীণয়িতুম্, আত্মানং ন প্রবভূব, ন সমর্থোঽভূৎ ॥

১০২। অলীকা মিথ্যাভূতা ॥

১০৩। লীলয়ৈব উল্লাসিতানাং লোম্নাং কূপকুহরেষ্বতিশয়েন উন্মজ্জন্ত উদ্গচ্ছন্তস্তথা অতিশয়েন নিমজ্জন্তস্তত্রৈব

কুলকিনারা না পেয়ে কমলাসন ব্রহ্মার গর্বপর্বত গলতে আরম্ভ করল, তিনি নিজেকে নিজেই ভর্ৎসনা করতে লাগলেন। পরমমায়াবী ভগবানের উপর মায়াজাল বিস্তার করতে গিয়ে অনুতাপে ভ্রষ্টশ্রী ব্রহ্মা নিজের আত্মারই প্রীতি সম্পাদন করতে সমর্থ হলেন না।

১০২। ব্রহ্মা অনভিজ্ঞের মতো নিজের কার্যের দ্বারা নিজেই বোকা বনে গেলেন, নিজেরই মায়াদ্বারা নিজেই বদ্ধ হয়ে পড়লেন—এরূপ বিফলতা দ্বারা কমলাসন ব্রহ্মার কর্ম মিথ্যাভূত হয়ে পড়ল।

১০৩। অতঃপর পুনরায় ঐ বৎস-বৎসপালদের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলেন—

তাঁরা সকলেই পদ্ম-শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শোভন চতুর্বাহুবিশিষ্ট কোটিসূর্যচন্দ্রসম তেজে উজ্জ্বল অনন্তানন্দচিদেকমাত্র বপু, যাঁদের লীলোল্লসিত লোমকূপবিবরে উন্মজ্জিত-নিমজ্জিত হচ্ছে স্বেদবারিবিন্দু-সম ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহ।

১০৪। আরও যাঁদের অঙ্গের বরণ শ্যাম, কর্ণে কুণ্ডল, শিরে মণিমুকুট, বাহুতে কেয়ূর, কণ্ঠে দোলমান মালা, মণিবন্ধে কিনি কিনি বাজছে কঙ্কন, শ্রীচরণে রুণুঝুণু বাজছে খাড়ু ও নূপুর, কণ্ঠদেশে

১০৫। অথ প্রতিজনমেকেন পরমেষ্ঠিনা দ্বাভ্যামশ্বিভ্যাং ত্রিভিগু ণৈশ্চতুর্ভির্বেদৈঃ পঞ্চভিস্তন্মাত্রাভিঃ ষড়্ভিঋর্তুভিঃ সপ্তভিঋর্ষিভিরষ্টভিঃ সিদ্ধিভির্বসুভিশ্চ নবভির্নিধিভিগ্র হৈশ্চ দশভির্বিশ্বেদেবৈরেকাদশভী রুদ্রের্দ্বাদশভিরাদিত্যৈস্ত্রয়োদশভির্বহিরন্তরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবৈশ্চতুর্দশভির্মনুভিঃ পঞ্চদশভিস্তিথিভিঃ ষোড়শভির্বিকারৈর্মূর্ত্তিমদ্ভিরুপাস্যমানা মানান্তরানধিগম্যমানা দদৃশিরে দৃশি রেচিতকৃপাতরঙ্গতয়াগতয়া চ সর্বসৌন্দর্য্যসম্পদা কৃতাস্পদাঃ ॥

১০৬। এবমবলোকয়ন্নেব সর্বমেব বাসুদেবময়মিতি জানন্নবিলম্বেনৈব দধ্যোদনকবলকরং বলকরং রসায়নমিব সর্বসুহৃদাং হৃদাং রঞ্জনং পরিতোঽপরিতোষেণ পুরেব বপুরেব বহুলমাখেদয়ন্তং বৎসান্ বৎসপাংশ্চ সমনুসন্দধানং দধানং চ কক্ষে বেত্রং বিষাণঞ্চ, জঠরপটপরীত-মুরলীকমলীকবিমনস্কতাবিরসমিব তত ইতো বিলোকয়ন্তমেকমেব বিচরন্তম্ (ছা° ৬।২।১) 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' ইতর্থমিব মূর্ত্তিমন্তমালোক্য নিরাবাধাপরাধাপরাজিত ইব চতুর্মুখশ্চতুঃসানুঃ কনকগিরিরিব দণ্ডবদ্ভুবি নিপপাত ॥

লয়ং গচ্ছন্তঃ স্বেদাম্ভসাং কণিকাসমূহৈঃ সদৃশা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডসমূহা যেষাং তে। অত্র সূক্ষ্মঃ কণঃ কণী, ততোঽপ্যল্পার্থে কপ্রত্যয়েন পরমাণুভূতা অলক্ষিতা এবেত্যর্থঃ ॥ (১০৪)

১০৫। শ্রোত্রত্বগাদীনামধিষ্ঠাতৃভির্দিগ্বাতাদিভির্দশভিস্তথা মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারাণাং চ সোম-ব্রহ্ম রুদ্রৈরিতি ত্রয়োদশভিরিন্দ্রিয়াণি দশ মনশ্চৈকং মহাভূতানি পঞ্চেতি ষোড়শভিঃ। মানান্তরেণ তৎপ্রকাশকেন প্রমাণান্তরেণ নাধিগম্যমানাঃ, কিন্তু স্বপ্রকাশতাশক্ত্যৈব স্বয়ং দৃশ্যমানা ইতি ভাবঃ। প্রতিজনং প্রত্যেকং নারায়ণং তে ব্রহ্মণা দদৃশিরে ইত্যন্বয়ঃ। কীদৃশাঃ? দৃশি দৃষ্টৌ, অল্পত্ববোধকমেকবচনম্, অপাঙ্গেষ্বিত্যর্থঃ। রেচিতা সংপৃক্তাঃ কৃপাতরঙ্গা যেষাং তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া আগতয়া ব্রহ্মণোঽনুগ্রহার্থমিতি ভাবঃ। যদ্বা, স্বাভাবিক্যৈব তয়াঽগতয়া স্থিরয়া কৃতাস্পদাঃ কৃতবাসা ইতি ॥

১০৬। ইত্থঞ্চ বৎসবৎসপানাং প্রত্যেকমেব সপরিকরবৈকুণ্ঠনাথনিষ্ঠৈশ্বর্যশালিতামভিজ্ঞাপ্য ব্রহ্মাণং নির্মদীকৃত্য তং দৈন্যব্যাকুলতোত্থপ্রেম্ণা সংশোধ্য পুনঃ পরমকৃপয়া স্বতেজসা সর্বাচ্ছাদকং মূলভূতং স্বরূপমপি দর্শয়ামাস ভগবানি-

---

পদক ও আকণ্ঠপদাগ্র দোলায়িত ভ্রমরগুঞ্জনমুখরিত তুলসীমালিকা, কটিতটে শোভে চঞ্চল ঘন্টিমেখলা, আর পরিধানে বিদ্যুৎসম উজ্জ্বল পীতবসন।

১০৫। অতঃপর ব্রহ্মা আড় চোখে চেয়ে দেখতে পেলেন—জ্ঞানিদের জ্ঞানে অপ্রাপ্য, তাঁর উপর কৃপাতরঙ্গবেগে আগত, সর্বসৌন্দর্য-সম্পদের আধার এঁদের প্রত্যেককে উপাসনা করছে—এক ব্রহ্মা, দুই অশ্বিনীকুমার, তিন গুণ, চতুর্বেদ, পঞ্চতন্মাত্র, ষড়্ঋতু, সপ্তঋষি, অষ্টসিদ্ধি-অষ্টবসু, নবনিধি-নবগ্রহ, দশাগ্নি, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশাদিত্য, ত্রয়োদশ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতা, চতুর্দশ মনু, পঞ্চদশ তিথি, ষোড়শ বিকার—মূর্তিমন্ত পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়-পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-এক মন-পঞ্চমহাভূত।

১০৬। এরূপ দর্শন করেই ব্রহ্মা জানতে পারলেন—এরা সকলেই বাসুদেব মূর্তি। এরূপ বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রকঠিন অপরাধ হেতু পরাজিতের মতো চতুর্মুখ ব্রহ্মা—দধ্যোদন কবলকর, সর্বসুহৃদ-হৃদয়রঞ্জক, পূর্ববৎ নিরানন্দে বৎস-বৎসপালকদের অনুসন্ধানশ্রমে অত্যন্ত ক্লিষ্ট বপু, কক্ষে সন্নিহিত বেত্রবিষাণে ও জঠরপটে গোঁজা মুরলীতে শোভিত, অলীক বিমনস্কতা-বিরসের ভাবে চকিত

১০৭। সমনন্তরং সংচারতো বিরতো বিহিতস্থিতিরেব কেবলমভূদভূতপূর্ব-গাম্ভীর্য্যো বিবিধশক্তি-নর্ত্তকী-নাট্যসূত্রধারঃ সকলগুণাধারস্তমালতরুকড়ম্ব ইব নিশ্চলঃ ॥

১০৮। তদনু চতুর্মুখ-চতুর্মুকুটকোটিমহামণীন্দ্র-মরীচিবীচয়ো ভগবচ্চরণকমলস্পর্শকাম্যয়েব ধাবন্ত্যো ভগবত এব চরণনখরমণীমঞ্জরীভিরনধিকারিতয়া নিবার্য্যমাণা ইব কুণ্ঠতামাপেদিরে যদি, তদা নালীকাসনো নালিকাসনো ভবন্ উত্থায়োত্থায় ভূয়ো ভূয়ো নত্বা যথাপরাধমতিনম্রতামুপগম্য তমস্তৌষীৎ ॥

১০৯। জয় জয় নূয়তে চিদববোধরসৈকময়ং, ঘনরুচি চন্দ্রকস্তবকগৌঞ্জিক-হারভৃতঃ।
চলবনমালিকং কবলবেণুবিষাণভৃতো, বপুরিদমদ্ভুতং ব্রজপুরন্দরনন্দন তে ॥

ত্যাহ—দধ্যোদনেতি। এবং চ বৎসরং যাবত্তেনৈব রূপেণ তস্যাবস্থিতির্গম্যতে, প্রতিদিনং ব্রজে গমনঞ্চ স্বস্বরূপপ্রকাশ-দ্বৈতেনৈব। জনক-শ্রুতদেব-গৃহগমনবৎ তৎপ্রকাশে কালগমনঞ্চ সখীনামিব তস্যাপি সংক্ষেপেণৈব জাতম্, কবলাদীনাং তথৈব স্থিতেরিতি জ্ঞেয়ম্। নিরাবাধেন দৃঢ়েনাপরাধেন আ সম্যক্ পরাজিতঃ পরাভূত ইব ॥

১০৭। বিবিধাঃ শক্তয় এব নর্ত্তক্যস্তাসাং নাট্যে সূত্রধার ইতি পশুপবংশশিশুত্বনাট্যমিত্যস্য পদস্য মূলগতস্য ব্যাখ্যানরূপমিদম্। ততশ্চ তত্র পশুপবংশশিশুত্বঞ্চ তথাকারত্বেনৈব নটস্য ভাবো নাট্যঞ্চ তয়োর্দ্বৈন্দ্বৈক্যম্, তত্ত্বদ্বহদিত্যর্থ ইতি ॥

১০৮। অলীকমসনং দীপ্তির্যস্য সঃ, তথা ন ভবন্, ভগবচ্চরণনখকান্তিভিঃ স্পৃষ্টত্বাৎ ॥

১০৯। অথ ব্রহ্মণশ্চতুর্ভির্মুখৈশ্চতুর্ভির্বেদৈরিব সা স্তুতিরিতি বেদস্য তচ্ছন্দসা নর্কটকেনৈব তামুপনিবধ্নাতি। জয়জয়েতি হর্ষমঙ্গলাভ্যাম্। তে তব বপুর্নূয়তে স্তূয়তে। তব কীদৃশস্য? চন্দ্রকাদিভৃতঃ, তথা কবলাদিভৃতঃ; বপুঃ

চকিত ইতস্ততঃ বিচরণরত, 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' এই বাক্যার্থের মূর্তবিগ্রহের মতো স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে কনকগিরির মতো তাঁর সম্মুখে ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে পড়ে গেলেন।

১০৭। অনন্তর ব্রহ্মা দেখলেন—বিবিধ শক্তিনর্তকী-নাট্যসূত্রধার শ্রীকৃষ্ণ ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়ান থেকে বিরত হয়ে অভূতপূর্ব গাম্ভীর্যে স্থিত হয়ে তমালতরু-অঙ্কুরের মতো একস্থানে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

১০৮। অতঃপর দেখা গেলো—যেন চতুর্মুখ ব্রহ্মার চতুর্মুকুটস্থিত কোটিমহামণীন্দ্রের মরীচিমালা ভগবচ্চরণকমল-স্পর্শকামনায় ধাবিত হলে শ্রীভগবানের চরণযুগল-নখর-মণীমঞ্জরীজ্যোতিদ্বারা তা অনধিকারহেতু নিবারিত হলো, আর এতেই যেন ব্রহ্মা কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। তখন তিনি সঙ্কুচিত হয়ে বার বার ভূমিতে দণ্ডবৎ হয়ে প্রনাম করতে লাগলেন, উঠতে লাগলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে অপরাধানুরূপ নম্রতা স্বীকার করতে করতে স্তব করতে লাগলেন—

ব্রহ্মস্তব ঃ

১০৯। জয় জয় হে ব্রজপুরন্দরনন্দন! মেঘশ্যামল বরণ, ময়ূর পিচ্ছের মুকুটে শোভন, পুষ্পস্তবক ও গুঞ্জামালা ধারণ, চঞ্চল বনমালায় শোভন, কলবেণুবিষাণধারী, আপনার এই চিৎঘনজ্ঞান-রসৈকময় অদ্ভুত বপুকে প্রণাম করি।

১১০। অথ মদনুগ্রহার্থকমশেষবিশেষতয়া, প্রকটিতমদ্ভুতং যদিহ বৎসপবৎসবপুঃ।
অপি লবমস্য ভো ন মহিমানমবৈমি বিভো, কিমুত তবেদৃশাযুতবিকাশবিকারকৃতঃ॥

১১১। অপি চ চতুর্ভুজাঃ কমলকম্বুগদারিভৃতো, ঘনরসচিন্ময়া নিখিলভূতিভৃতঃ সকলাঃ।
ত্বমজিত কেবলং ললিতগোপতনুর্দ্বিভুজো, ন হি বিকৃতিং প্রযাত্যখিলকারণ তে প্রকৃতিঃ॥

১১২। অতিরসবর্ষিণীং তব পদাম্বুজভক্তিবিধা-মহহ বিহায় যঃ প্রযততে হ্যববোধকৃতে।
ন স লভতে শ্রমাদপরমণ্বপি হন্ত ফলং, তুষবুষঘাততো ন হি কদাপি ফলোপগমঃ॥

১১৩। বিজহতি যে প্রয়াসমববোধবিধৌ সুধিয়ো, দধতি তবাঙ্ঘ্রিপঙ্করুহভাবমতীবদৃঢ়ম্।
অতিকুতুকী স্ববানপি কৃপাব্ধিতরঙ্গচল-,স্ত্বমজিত তৈর্জিতো ভবসি নাথ তদীয়বশঃ॥

কীদৃশম্? চলা চঞ্চলা বনমালিকা যস্য তৎ। এবঞ্চ (ভা° ১০।১৪।১) "নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে" ইত্যস্যার্থো বিবৃতঃ॥

১১০। বৎসপ-বৎসানাং বপুর্বাসুদেবাকারম্, একমপি, তথা চ (ভা° ১০।১৪।২) "অস্যাপি দেব বপুষঃ" ইতি॥

১১১। তত্র "সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্ম" ইতি সাক্ষাৎপদস্য তাৎপর্যং বিবৃণোতি—অপি চেতি। কম্বুঃ শঙ্খঃ, অরিশ্চক্রম্, অখিলানাং ক্ষিত্যাদীনাং প্রাপঞ্চিকানামপ্রাপঞ্চিকানাঞ্চ সপরিকর-বাসুদেবাদি-স্বরূপাণাঞ্চ হে কারণভূত! তথাপি তে তব প্রকৃতির্মূলভূতং স্বরূপং বিকৃতিং প্রাকৃতমপ্রাকৃতং বা বিকারং ন প্রাপ্নোতি। প্রকৃতিমেব নির্দিশতি—ললিতগোপতনুর্দ্বিভুজ ইতি॥

১১২। বিধা প্রকারঃ, অববোধো জ্ঞানম্, তুষো ধান্যাদিবল্কলং খণ্ডিতম্, বুষোঽখণ্ডিতমিতি। তথা চ (ভা° ১০।১৪।৪) "শ্রেয়ঃসৃতিম্" ইত্যাদি॥

১১৩। স্ববানপি স্বাধীনোঽপি। তথা চ (ভা° ১০।১৪।৩) "জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য" ইত্যাদি॥

১১০। হে প্রভু, আমার প্রতি অনুগ্রহ বিস্তারের জন্য অশেষ-বিশেষভাবে এই যে গোপালক-গোবৎসসদৃশ অদ্ভুত শরীর প্রকট করেছেন এঁর লবমাত্র মহিমাও আমি ধারণা করতে পারছি না—ঈদৃশ অযুত অবস্থান্তর প্রকাশক আপনার মহিমার কথা আর বলবার কি আছে?

১১১। হে অখিল কারণ, আপনার প্রকটিত এ-বিগ্রহগণ সকলেই চতুর্ভুজ, কমল-শঙ্খ-গদা-চক্রধারী, ঘনরসচিন্ময়, নিখিল ঐশ্বর্যপূর্ণ; তথাপি হে অজিত, আপনার মূলভূত এ-স্বরূপ কেবল ললিত গোপতনু-দ্বিভুজ—এ কখনও বিকারপ্রাপ্ত হয় না।

১১২। হায় কি দুঃখ, অতিরসবর্ষী আপনার পদাম্বুজ-ভক্তিপ্রবাহ ত্যাগ করে যাঁরা জ্ঞানের জন্য যত্নপরায়ণ হয়, হায় হায় তাদের পরিশ্রমই সার হয়, অনুমাত্র ফলপ্রাপ্তিও হয় না—যেরূপ তুষের গাদা কুটনে কদাপি ফলপ্রাপ্তি হয় না।

১১৩। যে সুবুদ্ধি জন জ্ঞানপথের প্রয়াস পরিত্যাগ করে শোভা-সম্পত্তির আধার আপনার পদপঙ্কজ অতীব দৃঢ়ভাবে ধারণ করে—হে অজিত, আপনি স্বাধীন হলেও তাঁর দ্বারা জিত হন, হে নাথ, অতিকৌতুকী আপনি কৃপাব্ধিতরঙ্গে চঞ্চল হয়ে তাঁর বশ হয়ে যান।

১১৪। কতি চ ন তে পুরা পরমহংসবতংসগণা-,স্তব পদপঙ্কজে সদনুরাগবিলাসভৃতঃ।
তব চরিতামৃত-শ্রবণ-কীর্তন-চিন্তনতঃ, কিমপি সনাতনং তব সুখেন পদং প্রযযুঃ॥

১১৫। তদপি চ নির্গুণস্য তব পুণ্যগুণৈকনিধে-,র্ন হি মহিমাঽমলাত্মভিরবৈতুমহো সুশকঃ।
অনুভবমাত্রতঃ পরমনন্যবিবোধ্যতয়া-,ঽপ্যবিকৃতিতো ভবেদ্যদি ভবত্যপি নেতরথা॥

১১৬। তব গুণসাগরস্য গুণমেকমপীশ্বর কে, গণয়িতুমীশতে হিতকৃতে হ্যবতীর্ণবতঃ।
অপি ধরণীরজাংস্যপি চ ভানি তুষারকণা, অপি গণনীয়তাং দধতি কস্য চ কালবশাৎ॥

১১৭। তব তদনুগ্রহিলতাধ্বনি দত্তদৃশো, নিজনিয়তিক্রমোপগত-দুঃখসুখোপভুজঃ।
বচনবপুর্মনোভিরনুসংদধতশ্চ ভবৎ-,পদকমলং ভবন্তি তব ধামনি দায়ভৃতঃ॥

১১৪। বতংসোঽবতংসঃ; তথা চ (ভা° ১০।১৪।৫) "পুরেহ ভূমন্" ইত্যাদি॥

১১৫। নন্বু কেবলং ভজনাগ্রহ এব কিমিতি স্থাপ্যতে? বহুশাস্ত্রবিচারাদ্ভূতজ্ঞানচ্ছিন্নসংশয়াদিমালিন্যকেনান্তরাত্মনৈব তন্মহিমজ্ঞানসিদ্ধেঃ, তথা (শ্বে° ৩।৮) "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদিশ্রুতেজ্ঞানাগ্রহোঽপ্যুপাদেয় এবেতি? তত্রাহ—তদপি চ তথাপি, তাদৃশে জ্ঞানে জাতেঽপীত্যর্থঃ। নির্গুণস্য প্রাকৃতগুণাতীতস্য তব মহিমা অবৈতুং জ্ঞাতুং ন সুশকঃ। কথং তর্হি সুশকঃ? তত্রাহ—অনুভবমাত্রতো ভজনমাত্রোত্থাৎ কেবলাদনুভবাদেব যদি মহিমা অবৈতুং সুশকো ভবেত্তর্হি ভবতু, ইতরথা শাস্ত্রোত্থজ্ঞানাদিভ্যস্তু ন ভবত্যেবেত্যর্থঃ। যদি-শব্দঃ কাৎস্ন্যেন মহিম্নো জ্ঞানাভাবজ্ঞাপকঃ। কীদৃশাৎ? অবিকৃতিতঃ প্রাকৃতবিকাররহিতাৎ। তথা চ (ভা° ১০।১৪।৬) "তথাপি ভূমন্" ইত্যাদি॥

১১৪। পুরাকালে কত কত-না পরমহংসমুকুটমণিগণ আপনার এই পদপঙ্কজে শ্রেষ্ঠানুরাগবিলাস ধারণ করে, ও আপনার চরিতামৃত শ্রবণ-কীর্তন-চিন্তন করে আপনার কোনও অনির্বচনীয় সনাতন ধাম অনায়াসে প্রাপ্ত হয়েছেন।

১১৫। তথাপি বিষয়নিবৃত্ত নির্মলান্তকরণ মহাত্মাগণও অহো, প্রাকৃতগুণাতীত অপ্রাকৃতগুণৈকনিধি আপনার মহিমা জানতে কিছুতেই সমর্থ হয় না, পরমস্বপ্রকাশ-স্বভাব ও প্রাকৃতবিকাররহিতহেতু ভজনমাত্রোত্থ কেবলানুভবের দ্বারাই শুধু এর কিছুটা জানা যায় তো যাউক—শাস্ত্রোত্থ জ্ঞানাদির দ্বারা তো জানা যায় না।

১১৬। (আপনার মহিমাজ্ঞান দূরে থাকুক, আপনার একটি গুণের মহিমার কথাও দূরে, তার গণনাও দুষ্কর—কারণ একটি গুণেরও ভেদ-প্রভেদ অনন্ত—তাই বলা হচ্ছে—)

কোনও সামর্থ্যবান ব্যক্তি কালবশে ধরণীর ধূলিকণা, চন্দ্রের কিরণকণা, এবং হিমকণাও গণনে সমর্থ যদি-বা হয়, জগতের মঙ্গলের জন্য অবতীর্ণ গুণসাগর আপনার একটি গুণও কে গণনা করতে সমর্থ হবে? কেউ না।

১১৭। (তবে কৃতার্থ কে? এর উত্তরে বলা হচ্ছে।)

আপনার অনুগ্রহ-আগ্রহমণ্ডিত ভক্তিপথে দৃষ্টি রেখে নিজ অদৃষ্টক্রমে উপগত দুঃখসুখ উপভোগ করতে করতে যে ভক্ত কায়বাক্যমনে আপনার পদকমল অনুসন্ধান-তৎপর হয়ে থাকে তিনি আপনার

১১৮। অথ মদভব্যতাং কলয় নাথ জগদ্বিরলাং, ত্বয়ি পরমেশ্বরে প্রথিতমায়িকিরীটমণৌ।
স্ববিহিতমায়য়া স্বয়মিহাস্মি বিমোহিতধী-,রনলকণঃ ক্ব চ ক্ব চ মহাপ্রলয়জ্বলনঃ॥

১১৯। পুরুকৃপ মৃষ্যতাং মম মহানপি মন্তুরয়ং, সহজরজোভুবঃ পৃথগধীশ্বরভাবভৃতঃ।
বলবদজাবলেপপরিলেপ-মহাকুমতে-,রয়ি ময়ি নাথবানয়মিতীব বিধেহি কৃপাম্॥

১২০। ক্ব মহদহংমহী-খ-মরুদম্বু-কৃশানুসমা-,বৃতজগদণ্ডভাণ্ডগত-সপ্তবিতস্তিতনুঃ।
অহমহহ ক্ব চেদৃশপরার্দ্ধপরানুগতা-,গতপথরোমকূপনিকরেশ তবেশ্বরতা॥

১১৬। তব মহিমজ্ঞানং দূরে বর্ত্ততাম্, ত্বদীয়স্যৈকস্যাপি গুণস্য মহিম্নো বার্ত্তা দূরে, তস্য গণনমপি দুষ্করম্, একস্যাপি ভেদপ্রভেদানামানন্ত্যাদিত্যাহ—তব গুণেতি; কস্য চ কস্যাপি গণনীয়তাং দধতি, কেনাপি কালবশাদ্‌গণনার্হাণি ভবন্ত্যপি তব ত্বেকমপি গুণং কে গণয়িতুমীশতে, ন কেঽপীত্যর্থঃ। তথা চ (ভা° ১০।১৪।৭) "গুণাত্মনস্তেঽপি" ইত্যাদি॥

১১৭। কে তর্হি কৃতার্থাঃ? তত্রাহ—তবেতি। নিয়তিরদৃষ্টম্; তথা চ (ভা° ১০।১৪।৮) "তত্তেঽনুকম্পাম্" ইত্যাদি॥

১১৮। অহং তু তেষাং মধ্যে কতমোঽপি ন ভবামি, কিন্তু পরমমন্দবুদ্ধিরেবেত্যাহ—অথেতি। তথা চ (ভা° ১০।১৪।৯) "পশ্যেশ মেঽনার্যম্" ইত্যাদি॥

১১৯। মন্তুরপরাধঃ। বলবানজোঽহমিত্যবলেপোঽহঙ্কারঃ। কথং তর্হ্যেতাদৃশাপরাধবতি ত্বয়ি কৃপাসম্ভাবনাপীতি তত্র কৃপোদ্‌গমপ্রকারং স্মারয়তি—ময়ি নাথেতি। যদ্যপ্যসাবন্যত্র স্বয়মেব প্রভুস্মন্যস্তথাপি ময়ি বিষয়ে নাথবানেবায়ম্, এতস্য নাথ এবাহম্, অয়ন্তু মদ্‌ভৃত্য এবেতি প্রকারকেণৈব পরামর্শেন স্বনিষ্ঠেন কৃপাং বিধেহি। কিন্তু মন্নিষ্ঠং তদুদ্‌গমকং কিঞ্চিদপি লক্ষণং নাস্ত্যেবেতি ভাবঃ। তথা চ (ভা° ১০।১৪।১০) "অতঃ ক্ষমস্বাচ্যুত" ইত্যাদি॥

১২০। নন্বহমেব সর্বজগৎপ্রভুরিতি সত্যমেব; ত্বমপি চেদন্যত্র স্বপ্রভুতাং খ্যাপয়সি, তর্হি ত্বয়ি স্পর্দ্ধৈব মে যোগ্যা,

---

ধাম-প্রাপ্তিতে অধিকারী হয়ে থাকেন।

১১৮। (আমি তো উপর্যুক্ত ভক্তগণের মধ্যে কেউ নই—অতি মন্দবুদ্ধি আমি—তাই বলছি—)

হে নাথ, আমার জগৎবিরল অভদ্রতা একবার দেখুন-না, প্রসিদ্ধ মায়াবিমুকুটমণি পরমেশ্বর আপনার উপর নিজের মায়া বিস্তার করতে গিয়ে তৎদ্বারা নিজেই এখন বিমোহিত হয়ে পড়েছি—কোথায় অনলকণসম আমি, আর কোথায় মহাপ্রলয়াগ্নিসম আপনি।

১১৯। হে কৃপাবারিধি, স্বভাবতঃ রজগুণসম্ভূত পৃথক্ অধীশ্বর-অভিমানী আমার এই অপরাধ কঠিন হলেও ক্ষমা করে দিন—'আমি বলবান্ ব্রহ্মা' এরূপ অহঙ্কারে পরিলিপ্ত মহাকুমতি আমার প্রতি কৃপা দান করুন—এই বিচারে দান করুন যে এ যদিও অন্যত্র নিজেকেই প্রভু মনে করে তথাপি আমা বিষয়ে এর বুদ্ধি—'আমি এর নাথ, এ আমার ভৃত্য।'

১২০। (শ্রীকৃষ্ণ যেন বলছেন—আমি সর্বজগতের প্রভু এ সত্য বটে—তুমিও তো কম নও, অন্যত্র নিজের প্রভুতা প্রচার করে থাক, অতএব তোমার সঙ্গে আমার স্পর্দ্ধাই যোগ্য, কৃপা নয়—এর উত্তরে বলা হচ্ছে 'না-না'।)

১২১। অপি জননীজনোদরগতস্য শিশোশ্চরণো-,ন্নমনবিধির্ভবেন্ন জননীষ্বপরাধকরঃ।
ত্বদুদরবর্তিনী নিখিলজীবঘটেতি বিভো, ত্বমসি জগৎপ্রসূরিতি সমক্ষকৃতোঽনুভবঃ॥

১২২। অথ জলশায়িনো ভগবতশ্চ তবৈব তনো-,র্যদহমভূবমীশ্বর ততোঽসি মমাপি পিতা।
নহি জনকোঽসতস্তনুভুবোঽপ্যপরাধকৃতঃ, পরিহরতে নিসর্গসুতবৎসলতাকুশলঃ॥

১২৩। নরনিকরায়ণং সকলদেহভৃদাত্মতয়া, সহজত এব তদ্ব্যভিধয়া চ ভবানপি সঃ।
ইতি হি তদাত্মজোঽপ্যহমধীশ তবাত্মভবঃ, কুরু করুণাং ক্ষমস্ব মম মন্তুমনন্তধৃতে॥

ন তু কৃপেতি তত্র ন হি ন হীত্যাহ—ক্ক মহদিতি। স্পর্দ্ধা হীষৎসাম্যেঽপি ভবতি, তব মম তু বহ্বেবান্তরমিতি ভাবঃ। মহদাদিভিঃ সমাবৃতং জগদণ্ডমেব ভাণ্ডং তদ্গতা তদন্তর্ভূতা স্বমানেন সপ্তবিতস্তিময়ী তনুর্যস্য সোঽহং ক্ক, হে ঈশ! তবেশ্বরতা বা ক্ক? অত্যন্তাসম্ভবজ্ঞাপকং ক্ক-দ্বয়ম্। তত্রাপি সপ্তবিতস্তিমিতত্বং স্বস্য নিকৃষ্টপুরুষত্বসূচকম্। মহাপুরুষা হি স্বমানেন নব-বিতস্তয়ো ভবন্তীতি। ঈদৃশানাং জগদণ্ডভাণ্ডানাং পরার্দ্ধসংখ্যানাং পরমাণুতুল্যানাং গতাগতস্য প্রবেশ-নির্গমস্য পন্থানো রোমকূপনিকরা যস্য হে তথাভূত ইতি তদংশভূত-প্রথমপুরুষকারণার্ণবশায়িত্বেনোক্ত্যা সাক্ষাত্তস্যাংশিনঃ পরমকৈমুত্যমানীতম্। তথা চ—(ভা° ১০।১৪।১১) "ক্বাহং তমো মহৎ" ইতি।

১২১। অথ স্বাপরাধক্ষমাপনে যুক্তিমুত্থাপয়ন্ (গী° ৯।১৭) "পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ" ইতি শ্রীভগবদ্গীতাপ্রামাণ্য-সাক্ষাৎকারেণ পিতৃব্যবধানং বিনৈব মাতৃত্বম্, তথা মাতৃব্যবধানং বিনৈব চ পিতৃত্বং তস্য গর্ভোদ-শায়ি-পুরুষত্বেনাহ শ্লোকদ্বয়েন,—অপীত্যাদিনা। তত্র যথা মাতৃত্বে গর্ভে ধারণমেব লিঙ্গম্, তথৈব পিতৃত্বেঽপি 'মত্তো ব্রহ্মা জায়তাম্' ইতি আধানস্থানীয়া ভগবদিচ্ছৈব লিঙ্গমবগন্তব্যম্। তথা চ (ভা° ১০।১৪।১২) "উৎক্ষেপণং গর্ভগতস্য" ইত্যাদি॥

১২২। অপরাধকারিণোঽপি তনুভবঃ পুত্রান্ ন হি পরিহরতে, ন ত্যজতি। তত্র হেতুঃ—নিসর্গেতি। তথা চ (ভা° ১০।১৪।১৩) "জগত্ত্রয়ান্তোদধি" ইত্যাদি॥

অহহ, কোথায় মহত্তত্ত্ব-অহঙ্কার-ভূমি-আকাশ-বায়ু-জল-অগ্নি সমাবৃত জগদণ্ডভাণ্ডগত সপ্তবিতস্তি কায় আমি, আর কোথায় বা হে ঈশ আপনার ঈশিতা যাঁর রোমকূপরূপ প্রবেশনির্গম পথনিবহে ঈদৃশ অগণিত জগদণ্ডভাণ্ড ত্রসরেণুর মতো গতায়াত করছে।

১২১। (অতঃপর স্বাপরাধ-ক্ষমাপনে যুক্তি উঠিয়ে দুই শ্লোকে বলছেন—)

হে প্রভু, জননী-উদরগত শিশুর উর্দ্ধাধো পদসঞ্চালন জননীর প্রতি অপরাধবহ হয় না। নিখিল জীবকুল আপনার উদরে স্থিত, অতএব আপনি জগন্মাতা—এ আমার সাক্ষাৎকৃত অনুভব।

১২২। হে ঈশ্বর, গর্ভোদশায়ী ভগবান্ আপনারই তনু হতে যেহেতু আমি জন্মলাভ করেছি সেহেতু আপনি আমার পিতা। নিসর্গ পুত্রবৎসলতাকুশল পিতা পুত্র অসৎ-অপরাধী হলেও নিশ্চয়ই তাকে ত্যাগ করে না।

১২৩। (দেখ গর্ভোদশায়ী নারায়ণই তোমার মাতাপিতা—এ সত্য, এতে শ্রীনন্দনন্দন আমার কি? এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—আপনি যে কেবল অংশী বলেই সেই নারায়ণ এমন নয়, কিন্তু সেই

১২৪। তদপি জলস্থিতং তব সদেব বপুঃ পরমং, জলগততৈব তস্য নিয়তা ন ভবেদ্ভগবন্।
অথ পরিলোকিতং ন চ বিলোকিতমপ্যপরং, যদপি ময়া তবৈষ মহিমা হি কৃপাকৃপয়োঃ॥

১২৫। অথ কথমন্যথা জঠরমধ্যমধীহ বিভো, সমকলয়ৎ প্রসূস্তব সমস্তমধীশ জগৎ।
অসদিদমীক্ষ্যতে বহিরহো ন তবোদরগং, ঘনচিতি কেবলং ক্ক জড়জাতবিমিশ্রবিধিঃ॥

১২৩। ননু জলশায়ী নারায়ণ এব তব মাতা পিতা চেতি সত্যমেব। তেন গোপেন্দ্রসূনোর্মম কিমায়াতম্? তত্র ন কেবলং তদংশিত্বেন ভবানেব স ইতি ন্যায়ঃ, কিন্তু তন্নামনিরুক্তিরপি মুখ্যা ত্বয্যেব দৃশ্যতে ইত্যাহ—নরনিকরায়ণমিত্যাদি। সমূহার্থকাণন্তস্য নার-শব্দস্য ব্যাখ্যা নরনিকর ইতি। তস্যায়নমাশ্রয়ঃ। কেন প্রকারেণ? সকলদেহভৃতাং সর্বজীবানামাত্মতয়া পরমাত্মত্বেন, ইতি স্বভাবাদেব তদ্বাভিধয়া তন্নাম্নাপি স নারায়ণো ভবান্ "সাক্ষাৎ প্রকৃতিপরো যোঽয়মাত্মা গোপালঃ কথং ত্ববতীর্ণো ভূম্যাং হ বৈ" ইতি (উত্তরবিভাগে ২৪) শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতেঃ। (ভাঃ ১০।১৪।৫৫) "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" ইতি স্মৃতেশ্চেতি। 'অনন্তধৃতে' ইতি পরমধৈর্যশালিত্বেনাক্ষোভ্যতয়া তব ক্ষমা যুক্তৈবেতি ভাবঃ। তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।১৪) "নারায়ণস্ত্বং ন হি" ইত্যাদি॥

১২৪। ননু তর্হি (বিঃ পুঃ ১।৪।৬) "আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি তৎপ্রসিদ্ধনিরুক্ত্যা প্রাকৃততত্ত্বময়জলান্তঃপাতিত্বেন তদ্বপুষঃ প্রাকৃতত্বমায়াতম্? তত্র ন হি ন হীত্যাহ—তদপি জলস্থিতমপি তব বপুঃ সৎ সত্যমেব, কিন্তু তস্য জলগততৈব জলাশ্রিততৈব ন নিয়তা; সমস্ততত্ত্বানামাশ্রয়ভূতস্যাপি জলাপরিচ্ছিন্নস্য তদ্বপুষো জলাশ্রিতত্বেঽপি জলপরিচ্ছিন্নত্বপ্রতীতিরেব ন বাস্তবীত্যর্থঃ। যদ্বা, জলপরিচ্ছিন্নতৈব ন নিয়তা, অপি তু জলাপরিচ্ছিন্নতাপি। অতর্ক্যৈশ্বর্যে তস্মিন্ পরিচ্ছেদাপরিচ্ছেদৌ ন বিরুধ্যেতে ইত্যর্থঃ। ননু তদ্বপুঃ সত্যং চেদ্ব্রূষে, তর্হি একবারং বিলোক্যাপি কিমিতি তৃতীয়স্কন্ধকথানুসারেণ ভবতা পুনর্ন বিলোকিতম্? তত্রাহ—অথেতি। দর্শনাদর্শনং হি তব ক্রমেণ কৃপাকৃপয়োরেব মহিমা, ন তু সত্যাসত্যত্বজ্ঞাপকং তদেবেতি ভাবঃ। তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।১৫) "তচ্চেজ্জলস্থম্" ইত্যাদি॥

নামের নিরুক্তিও মুখ্যভাবে আপনাতেই পর্যবসিত হচ্ছে।)

পরমাত্মারূপে আপনি সর্বজীবে অবস্থিত বলে 'নার' অর্থাৎ নরসমূহ আপনার 'অয়ন' অর্থাৎ আশ্রয়, অতএব এর থেকে স্বাভাবিকভাবেই নার+অয়ন 'নারায়ণ' এ-নাম সম্পাদিত হচ্ছে, আর আপনিই যে সেই নারায়ণ তাও এসে যাচ্ছে। এই কারণে হে অধীশ, গর্ভোদশায়ীর আত্মজ হলেও আমি আপনার পুত্র, তাই বলছি হে পরমধৈর্য্যশালী পিতা করুণা করুন, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন।

১২৪। (বিঃ পুঃ ১।৪।৬ 'আপো নারা ইতি'—এই প্রসিদ্ধ নিরুক্তি অনুসারে সেই বপু প্রাকৃতত্ত্বময় জলান্তঃপাতি বলে প্রাকৃতত্ত্বময় হচ্ছে না-কি? এর উত্তরেই যেন ব্রহ্মা বলছেন—'না-না'—)

হে ভগবন্, জলস্থিত হলেও আপনার বপু পরম সত্যই, তাঁর জলাশ্রয়ে থাকাটা কোনও স্থায়ী নিয়ম নয় (জল-পরিচ্ছন্নতা প্রতীতিমাত্র, বাস্তব নয়)। (তৃতীয় স্কন্ধানুসারে) আপনার সেই জলশায়ী নারায়ণ মূর্তি একবার দেখে পুনরায় আর দেখতে পেলাম না—এই যে কথাটা এ আপনার কৃপা অকৃপারই মহিমা।

১২৬। পুরুকৃপ যত্ত্বয়া জঠরবর্ত্তি তদেহ জগৎ, স্বসহিতমীক্ষিতং ন তদমুষ্য ভবেৎ প্রতিমা।
যদি ভবতীহ তৎপ্রতিমুখত্বমমুষ্য ভবে-,দথ ন চ মায়িকং তব বিনোদকলৈব হি সা॥

১২৫। তদ্বপুষঃ প্রাকৃতজলপরিচ্ছিন্নত্বে প্রতীতিরবাস্তবীতি ভবতৈব স্বয়ং দৃষ্টান্তীভবতা প্রদর্শিতমিত্যাহ—অথেতি। অন্যথা যদি বপুষঃ প্রপঞ্চাশ্রিতত্বমেব স্যাদিত্যর্থঃ, তদা জঠরমধ্যমপি অধিকৃত্য প্রসূর্মাতা সমস্তং জগৎ কথং সমকলয়ৎ সম্যগপশ্যৎ? সর্বজগতামাশ্রয়ভূতমেব মদ্বপুর্ন তু জগদাশ্রিতমিতি জ্ঞাপনার্থমেব মাতরং লক্ষীকৃত্য জঠরস্থং জগত্ত্বয়া প্রকটিতমিতি ভাবঃ। কিন্তু বস্তুত সিদ্ধান্তবিচারে তু বহিঃস্থিতমিদং জগৎ অসৎ অসর্বকালস্থায়ি নশ্বরস্বরূপমেব, তবোদরগতং তু ন তথা সত্যম্, অনশ্বরস্বরূপমেব কারণত্বাদিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—কেবলং ঘনচিতি ত্বদ্বিগ্রহে জড়জাতস্য বিমিশ্রবিধির্বিলিপ্তত্বপ্রকারঃ ক্ব। ন হি ঘন চৈতন্যে জড়প্রলেপঃ সম্ভবেদিত্যর্থঃ। ব্রজেশ্বর্যা ত্বজ্জঠরস্য তত্রস্থজগতশ্চ বৈধর্ম্যেণানুভূতত্বাদিতি ভাবঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।১৬) "অত্রৈব মায়াধমনাবতারে" ইত্যাদি॥

১২৬। নন্থ কিমেবং মন্যসে?—বহিঃস্থিতস্যৈব জগতো মজ্জঠরে প্রতিবিম্বোঽস্তু, মজ্জঠরস্থিতস্যৈব জগতো বা ছায়ারূপং বহিঃস্থিতং জগদস্তু? তত্রাহ—হে পুরুকৃপেতি। ত্বৎকৃপয়ৈব তব তত্ত্বং স্ফুরতি, ন মমাত্র শক্তিরিতি ভাবঃ। তদা তস্মিন্ সময়ে ত্বয়া জঠরবর্তি যজ্জগৎ ঈক্ষিতং দর্শিতম্, তদমুষ্য বহির্ভূতস্য জগতঃ প্রতিমা ত্বয়ি দর্পণরূপে প্রতিবিম্বো ন ভবেৎ। তত্র হেতুঃ—স্বসহিতং ত্বৎসহিতম্, ন হি দর্পণে দর্পণোঽপি দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। যদি অমুষ্য বহির্ভূতস্য জগতস্তৎ প্রতিমুখত্বং ভবেৎ, তস্য জঠরবর্তিনো জগতঃ প্রতিচ্ছায়াত্বমিতি ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। অথ তদা অদো

১২৫। (প্রাকৃত জলপরিচ্ছন্নতা যে প্রতীতিমাত্র এ আপনি নিজেই দৃষ্টান্ত হয়ে দেখিয়েছেন—অথেতি)

যদি স্বীকার করা যায় আপনার এ-বিগ্রহ এই প্রপঞ্চের আশ্রিত তা হলে হে প্রভু অধীশ, কি করে আপনার জঠরমধ্যে মা সমস্ত জগৎ অবস্থিত দেখতে পেলেন? 'সমস্ত জগতের আশ্রয় আমার এ-বপু, জগৎ এ-বপুর আশ্রয় নয়'—এটা জানাবার জন্যই মাকে লক্ষ্য করে জঠরস্থ জগৎ আপনার দ্বারা প্রকটিত হল। কিন্তু বস্তুতঃ সিদ্ধান্ত বিচারে অহো বাইরের এ-জগৎ নশ্বরস্বরূপ কিন্তু আপনার জঠরস্থটি সেরূপ নয়, ওটি সত্য অনশ্বরস্বরূপ—তার হেতু কেবল ঘনচিৎ সে-বিগ্রহে কি করে জড়জাত বস্তুর বিলেপন-প্রণালী ঘটতে পারে?

১২৬। (এরূপ মনে করছ কেন? মনে কর-না বাইরের জগৎ আমার জঠরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে, অথবা আমার জঠরস্থ জগতের ছায়ারূপা বাইরের জগৎ, এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে—)

হে কৃপাবারিধি, আপনার কৃপাতেই আপনার তত্ত্বের স্ফূর্তি হয়, এতে আমার কিছু নাই, সে-সময়ে আপনার দ্বারা জঠরমধ্যে (দর্পণরূপ) আপনা সহিত যে জগৎ দেখান হয়েছিল তা (দর্পণরূপ) আপনাতে প্রতিবিম্বিত ছিল—এরূপ বলা যাবে না, কারণ দর্পণে দর্পণের নিজ প্রতিবিম্ব পড়ে না; যদি বাইরের জগৎকে জঠরস্থ জগতের প্রতিচ্ছায়া স্বীকার করা যায় তবে বহির্ভূত জগৎ আর মায়িক থাকে না। সত্য বস্তুর ছায়াও সত্যই হয়ে থাকে, কাজেই স্থির সিদ্ধান্ত কিছু দাঁড়াচ্ছে না।

কাজেই আমার বিচার এ আপনার অনির্বচনীয় কোনও বিনোদকলাই নিশ্চয়।

১২৭। অথ যদমী ভবাংশ্চিদববোধরসৈকময়াঃ, স্বয়মভবদ্বিভো স্বয়মথৈকক এব পুনঃ।
তদপি চ মায়িকং যদি তদীয়জড়ত্বমিতি-,র্যদি জড়তা ততোঽনুভবসিদ্ধিবিরোধবিধিঃ॥

১২৮। তত ইদমূহ্যতে তব তু কাচিদহো ইয়তী, ব্যপমিতিরীশতা ত্রিভুবনৈকবিমোহনকরী।
ঘনরসচিন্তয়া বহুবিধোঽসি ন বৈ নৃতয়া, তদিতরযোগিনাং তব চ ভেদ ইয়ান্ হি মহান্॥

১২৯। প্রথমত একক‌ঃ স্বয়মভূরথ ভূরিতরা, সহচরবৎসকাবলিরভূরথ সাপি পুনঃ।
অজনি চতুর্ভুজা প্রতিজনং চ ময়োপনুতা, পুনরসি চৈক ইত্যপি কলৈব ন তে কুহকম্॥

বহির্ভূতং জগৎ মায়িকং ন চ স্যাৎ, সত্যবস্তুনশ্ছায়াপি সত্যৈব ভবতি,—সর্বকালস্থায়িত্বপ্রসক্তেরিতি ভাবঃ। তর্হি কো নিশ্চয়ঃ? তত্রাহ—সা তব বিনোদকলৈব অনির্বাচ্যমেবেদমস্মাভিরিতি ভাবঃ। তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।১৭) "যস্য কুক্ষৌ" ইতি॥

১২৭। অমী বৎস-বৎসপাস্তাঃ। নন্বাদ্যন্তয়োরদৃষ্টত্বাৎ তৎ সর্বং মায়িকমস্ত? তত্রাহ—তদপি চেতি। তদা ত্বদীয়জড়ত্বস্য মিতিঃ প্রমিতিঃ স্যাৎ অস্তু, কো দোষ ইতি চেত্তত্রাহ—যদি জড়তা স্যাৎ, তদা অনুভবস্য সত্যজ্ঞানানন্তা-নন্দমাত্রৈকরসমূর্তয় ইত্যুক্তপ্রকারস্য সাক্ষাৎকারস্য যা সিদ্ধির্যুক্ত্যা নিষ্পন্নতা তস্যা বিরোধকারণমিতি। ন হ্যনুভবসিদ্ধে বস্তুন্যপ্রামাণ্যশঙ্কা সম্ভবতীতি ভাবঃ। তথা চ (ভাঃ ১০।১৪।১৮) "অদ্যৈব ত্বদৃতে" ইত্যাদি। তস্যায়মর্থঃ—ত্বদৃতে ত্বাং বিনা অন্যস্য মায়াত্বং ন দর্শিতম্? কিন্তু দর্শিতমেব। বৎসবৎসপাস্তাস্ততশ্চতুর্ভুজাস্তাশ্চ ত্বমেব ভবসীতি, ত্বদ্রূপা এব তে ইতি ন তেষাং মায়িকত্বম্। 'ত্বদৃতে' ইত্যনেন ত্বদ্ভিন্নানামেব মায়িকত্বোক্তেরিত্যাহ—'একোঽসি' ইত্যাদি। অদ্বয়ং ব্রহ্ম শিষ্যত ইতি বহূনামপি তেষাং ত্বৎস্বরূপত্বাৎ ত্বমেবৈকো ভবসীত্যর্থ ইতি॥

১২৮। ব্যপমিতির্নিরুপমা, ঈশতা ঐশ্বর্যম্; ন নৃতয়া নৃশব্দস্য মনুষ্যার্থত্বাৎ তেষাং চ প্রকৃতিজন্যত্বান্ন প্রাকৃততয়ে ত্যর্থঃ। তত্তস্মাদিতরেষাং যোগিনাং তব চ ইয়ান্ এতাবান্ ভেদো মহানিতি তেষাং মায়িকরূপত্বেনৈব বহুরূপতাসামর্থ্যম্, তব তু ঘনরসচিদ্রূপত্বেনেতি। তথা চ "অদ্যৈব ত্বদৃতে" ইত্যস্যৈব তাৎপর্যতো যুক্তিনির্দ্ধার ইতি॥

১২৭। (যে সব বৎস-বৎসপালকসমূহ কৃষ্ণ নিজেই হলেন তাঁদিকে যেহেতু লীলার আদি অন্তে দেখা যায় না সে কারণে সে সব মায়িক হউক এর উত্তরে বলা হচ্ছে—)

হে প্রভু, চিৎঘনরসৈকময় আপনি নিজেই চিৎঘনরসৈকময় বৎস-বৎসপালসমূহ হলেন, লীলান্তে পুনরায় নিজে এককই থাকলেন। সেরূপ হলেও এই বৎস-বৎসপালক সব কিছুকে মায়িক বলে যদি ধরা যায় তবে তাঁদের জড়ত্ব প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে, এতে অনুভবসিদ্ধির বিরোধ-কারণ উপস্থিত হয়।

১২৮। এ কারণে বিচারে এ-ই নিশ্চিত হচ্ছে যে অহো, আপনার অনির্বচনীয় ঐশ্বর্য্যের বিস্তার এত বেশী যে এর কোনও উপমা হয় না। এ ত্রিভুবনের একমাত্র বিমোহনকারী আপনি চৈতন্য-ঘনরসবিগ্রহ বলেই বহুবিধ মূর্তি ধারণ করেন, প্রাকৃত দেহধারী বলে নয়। সেই কারণে ইতর যোগিগণের সঙ্গে আপনার ভেদের পরিমাণ মহান্, মায়িকরূপী বলে যোগিগণ বহু রূপ ধারণে অসমর্থ।

১২৯। প্রথমতঃ আপনি স্বয়ং একক ছিলেন, অতঃপর প্রচুরতর সহচর বালক এবং গোবৎস-সমূহ হলেন, এঁরাও পুনরায় চতুর্ভুজ মূর্তিরূপে প্রকাশিত হল, আমি প্রত্যেক চতুর্ভুজ মূর্তিকে স্তবস্তুতি

১৩০। তব পদবীমিমামবিদুষাং তু মনঃকুহরে, ভবসি হরে পৃথক্ পৃথগিব প্রতিভানপরঃ।
অবনবিধাননাশকর একক এব ভবা-,নিহ হরিরজজো ভব ইতীশ্বর তে কুহকম্॥

১৩১। সুর-মুনি-মানুষাদিষু তবাবিরহো যদিদং, হিতকৃতয়ে সতামহিত-সংবিধয়েঽপ্যসতাম্।
তদখিলমংশতো যদপি তন্ন বিভো কুহকং, হ্যবয়বিনো বিরূপ ইহ নাবয়বপ্রকরঃ॥

১৩২। ত্বমসি পরাৎপরঃ সকলশক্তিকদম্বময়ঃ, পরভগবত্তয়া ত্বমখিলেশ্বরমূর্দ্ধমণিঃ।
ঘটয়সি দুর্ঘটং বিঘটয়স্যপি ভোঃ সুঘটং, তব মহিমা হি মাদৃশগিরাং ন ভবেদ্বিষয়ঃ॥

১২৯। ময়া ব্রহ্মরূপেণ, উপনুতা স্তুতা, কলৈব কৌতুকমেব ; যদ্বা, তবাংশ এব, ন কুহকং মায়েতি। তথা চ তস্যৈব পদ্যস্য "একোঽসি প্রথমম্" ইত্যাদি॥

১৩০। একক এব ভবান্ পৃথক্ পৃথগিব। ত্বত্তো হরঃ পৃথক্, ব্রহ্মাপি পৃথগেব ; তত্রাপি যুক্তিদার্ঢ্যাভাবসূচক ইবশব্দঃ। ইতি এতদ্ভানং তে কুহকং মায়া। অত্র চ হরেঃ স্বরূপেণৈব, ব্রহ্মরুদ্রয়োস্তু গুণাবতারত্বেনৈক্যমিতি মন্তব্যম্। যদ্বা, স্বায়ম্ভুবমন্বন্তরে যজ্ঞাবতারেণৈবেন্দ্রত্বমিব ক্বচিৎ কল্পে বিষ্ণুস্বরূপেণৈব ব্রহ্মরুদ্রত্বমিতি তদপেক্ষয়ৈবোক্তম্। তথা হ্যক্তং শ্রীসংক্ষেপ-ভাগবতামৃতে (১।৪৮)—"ভবেৎ ক্বচিন্মহাকল্পে ব্রহ্মা জীবোঽপ্যুপাসনৈঃ। ক্বচিদত্র মহাবিষ্ণুর্ব্রহ্মতা প্রতিপদ্যতে॥" ইত্যাদীতি। তথা চ—(ভা০ ১০।১৪।১৯) "অজানতাং ত্বৎপদবীম্" ইত্যাদি॥

১৩১। গুণাবতারান্ প্রস্তূয় লীলাবতারানপি তদৈক্যেন প্রস্তৌতি—সুরাদিষু বামনাদিরূপেণাবিরাবির্ভাবঃ। তদখিলমংশত এব যদ্যপি, তথাপি তদ্বিরাড়্বন্ন কুহকম্। তত্র হেতুঃ—অবয়বিন ইতি। ন হি মানুষস্যাবয়বিনো হস্তপাদাদ্যা বিজাতীয়াঃ পশ্বাদিসম্বন্ধিনো ভবন্তি। তথা হি (ভা০ ১০।১৪।২০) "সুরেষু" ইত্যাদি॥

করলাম, পুনরায় আপনি একক হলেন—এ সব আপনার এক কৌতুকই, মায়া নয়।

১৩০। হে ঈশ্বর, আপনার এ-তত্ত্ব যাঁরা জানেনা তাঁদের হৃদয়-কন্দরে আপনা থেকে পৃথক পৃথকের মতো একক আপনিই সৃষ্টিস্থিতিলয়কর প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বররূপে প্রকাশিত হন, এ আপনার মায়ার খেলা। (এখানে যুক্তির দৃঢ়তা-অভাবসূচক মতো শব্দের প্রয়োগ, আর বিষ্ণুর স্বরূপত্বহেতু, ব্রহ্মরুদ্রের গুণাবতারত্ব হেতু ঐক্য—এরূপ বুঝতে হবে।)

১৩১। (গুণাবতারগণের কথা বলে লীলাবতারগণকেও কৃষ্ণসঙ্গে একতায় স্তব করছেন—)

সুর-মুনি-নরাদির ভেতর অহো আপনার যে আবির্ভাব সে সকল সাধুগণের মঙ্গল, আর অসাধুগণের অমঙ্গল বিধানের জন্য যদিও আপনার অংশ থেকেই হয় তথাপি হে প্রভু, এঁরা সেই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড-বিগ্রহের মতো মায়িক নয়—তার কারণ দেখুন না, মনুষ্য শরীরধারী জীবের হস্তপদাদি বিজাতীয় পশ্বাদি-সম্বন্ধী হয় কি? হয় না।

১৩২। (যদ্যপি এই রূপে ঐক্য দেখান হল, তথাপি পূর্ণ অবতারী বলে সে সব অবতারের মূলভূত পৃথক্‌রূপে আপনি বিরাজমান,—তাই বলা হচ্ছে—)

আপনি পরাৎপর, সকলশক্তিকদম্বময় পরমেশ্বর বলে অখিল অবতারের শিরোমণি, অঘটন-ঘটন ও ঘটন-অঘটন পটীয়ান্ আপনি অহো, আপনার মহিমা মাদৃশ জনের বাগ্‌বিষয় হতে পারে না।

১৩৩। ক ইহ নু বেত্তি তে চরিতমণ্বপি ভূমতমো-,ত্তম ভগবন্ পরাত্মতম যোগবিদাং পরম।
ক্ব কতি কথং কদা যদয়ি যোগকলাং প্রথয়ন্, বিহরসি লীলয়া শিববিরিঞ্চি-দুরাসদয়া॥

১৩৪। ইদমখিলং জগদ্যদপি নশ্বরমীশ্বর ভোঃ, পুরুতরদুঃখদং বিরসমন্তত এব হি যৎ।
ত্বয়ি রসবোধনিত্যবপুষি প্রকটং বিলস-,দ্ভবতি ভবৎপদপ্রতিমমেব হি শাশ্বতিকম্॥

১৩৫। ত্বমনিতরঃ পুরাণপুরুষঃ স্বয়মাত্মমহঃ-,প্রকরবিসারতঃ সমধিরূঢ়-সমস্তভগঃ।
ঘনসুখচিদ্রসো রসবিলাসবিশেষময়ঃ, পুরুকরুণাময়ঃ ক ইহ তেঽস্তু কটাক্ষপদম্॥

১৩২। যদ্যপ্যেবমৈক্যম্, তথাপি পূর্ণত্বেনাবতারিত্বাৎ তেষাং মূলভূতস্ত্বং পৃথগেবেত্যাহ—ত্বমসীতি। তে পরমস্বরূপাঃ, ত্বন্তু পরাৎপরঃ, তে যথোপযোগিজ্ঞানেচ্ছাকৃত্যাদিশক্তিপ্রকাশবন্তঃ, ত্বন্তু সকলশক্তিকদম্বময়ঃ, তে ভগবত্তয়া অখিলানামীশ্বরাঃ, ত্বন্তু পরমভগবত্তয়া তেষামপি মূর্দ্ধমণিরূপঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২১) "কো বেত্তি ভূমন্" ইত্যস্য আভাস-তাৎপর্য্যম্॥

১৩৩। তেঽবতারা ভূমানস্ত্বন্তু ভূমতমোত্তম ইতি। এবং পরাত্মতমেত্যাদি। তথা চ "কো বেত্তি ভূমন্" ইত্যাদি॥

১৩৪। অসতোঽপি সত্তাপ্রদত্বাৎ ত্বমেব সাক্ষাদীশ্বর ইত্যাহ—ইদমখিলং জগৎ যদ্যপি নশ্বরম্, মায়িকত্বাৎ ত্বৎস্বরূপাদ্ভিন্নম্, তথাপি ত্বয়ি প্রকটং বিলসৎ ভবতি, ত্বৎসেবনোন্মুখং চেৎ স্যাৎ ভবতি, তদা ভবতঃ পদং স্থানং ধাম তৎপ্রতিমমেব তৎসদৃশমেব শাশ্বতিকং নিত্যভূতং ভবতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২২ "তস্মাদিদম্" ইত্যাদি। তস্যায়মর্থঃ—মায়াত উত্থদপি জগৎ মায়াবৃত্তিজাতমপি নিত্যসুখবোধতনৌ ত্বয়ি বিষয়ে স্যাৎ, ত্বৎসেবানুকূলং চেৎ স্যাদিত্যর্থঃ, তদা সদিব সত্যং বৈকুণ্ঠমিবাভাতীতি॥

১৩৫। অনিতরঃ, ন বিদ্যতে ইতরো যস্মাৎ সঃ, এক ইত্যর্থঃ। ভগ ঐশ্বর্য্যাদিঃ, তব কটাক্ষপদং তিরস্কার্য্যঃ কোঽস্তু? ন কোঽপীত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—পুরুকরুণাময় ইত্যাদি। যদ্বা, তে তব পুরুকরুণাময়ত্বাদ্যুক্তলক্ষণস্য

১৩৩। (অবতারগণ হলেন ভূমান অর্থাৎ সর্বব্যাপক আর আপনি হলেন ভূমতমো-উত্তম তাই সম্বোধন করা হচ্ছে—)

হে ভূমতমোত্তম ভগবন্, আপনি পরমাত্মতত্ত্ব যোগিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। শিববিরিঞ্চিগণের দুঃসাধ্য যোগকলা বিস্তার করে আপনি কোথায়, কতটুকু, কি প্রকারে, কোন্ সময়ে লীলায় বিহার করেন আপনার সেই চরিতের এক কণও এ-জগতে কে জানতে সমর্থ?

১৩৪। (অসৎবস্তুরও সত্তাদানকারী বলে আপনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—তাই বলা হচ্ছে—)

হে ঈশ্বর, যদিও শাস্ত্র বলছে এ-অখিল জগৎ নশ্বর, অতিশয় দুঃখপ্রদ, অন্তেও বিরস তথাপি এ যদি সচ্চিদানন্দবিগ্রহ আপনাতে সেবোন্মুখ হয় তবে আপনার ধামের সদৃশ নিত্যস্বরূপ হয়ে যায়।

১৩৫। হে প্রভু, আপনি এক অদ্বিতীয় পুরাণপুরুষ, আপনি নিজেই নিজতেজরাশি বিস্তারের দ্বারা সমস্ত ঐশ্বর্য সম্যক্রূপে প্রাপ্ত হয়েছেন। আপনি ঘনসুখচৈতন্যরস, রসবিলাসবিশেষময়, এবং অতিশয় করুণাময়—এ হেতু এ-জগতে আপনার তিরস্কারের পাত্র কে আছে—কেউ নাই, অথবা এমন মহাভাগ্যবান্ কে আছে যে আপনার কৃপাকটাক্ষভাজন হতে পারে? (ভঙ্গিক্রমে ব্রহ্মার কৃপা প্রার্থনা)।

১৩৬। গুণনিধিমীদৃশং ননু ভবন্তমুপাস্যতয়া, চরণসরোরুহে নিহিতমত্তমনোভ্রমরঃ।
অনুপধিচিদ্রসপ্রসরকান্তিলসদ্বপুষং, ভজতি হি সদ্গুরোঃ করুণয়ৈব সুধীঃ কতমঃ॥

১৩৭। তব চরণাম্বুজোল্লসদনুগ্রহশুদ্ধমতি-,স্তব নিজতত্ত্ববিদ্ভবতি কোঽপি পরঃ সুকৃতী।
ন তু নিগমাগমাদ্যখিলশাস্ত্রবিচারণয়া, কৃতমতিরপ্যসৌ সুনিপুণোঽপি মহানপি যঃ॥

১৩৮। অত ইদমেব ভূরিতর-ভাগ্যমিহৈব জনুঃ, কিমপি যতো ভবেত্তব জনাঙ্ঘ্রিরজঃস্নপনম্।
স্বজনগণস্য জাতিকুলশীলধনাদি ভবান্, চরণরজোঽধুনাপি বত বেদবিমৃগ্যতমম্॥

কটাক্ষপদং কৃপাবলোকাস্পদং কো ভবেৎ? কস্য এতাদৃশং মহাভাগ্যমস্তীত্যর্থঃ। ভঙ্গ্যা তু 'কো ব্রহ্মা করুণাময়স্য তব কটাক্ষপদমস্তু' ইত্যাশাস্তে চ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২৩) "একস্ত্বমাত্মা" ইত্যাদি॥

১৩৬। অনুপধেরুপাধিশূন্যস্য নিরঞ্জনস্য চিদ্রসস্য প্রসরঃ প্রকাশো যস্মাত্তচ্চ; অতএব কান্ত্যা লসচ্চ বপুর্যস্য তম্; তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২৪) "এবংবিধং ত্বাম্" ইত্যাদি। তত্র আত্মাত্মতয়েত্যস্যার্থোঽনুপধীত্যাদিনা বিবৃতঃ। কিরণরূপস্য নিরঞ্জনচিদ্রসময়স্যাত্মনোঽপ্যাত্মা পরমাশ্রয়ভূতং ত্বদ্বপুরিতি। অতো বিচক্ষত ইতি ত এব বিচক্ষণা জ্ঞেয়া ইতি ভাবঃ। ইতি তেন সাক্ষাদ্ভবদুপাসকঃ কতম এব বিরলঃ সুধীঃ, অন্যে পুনস্ত্বদ্বপুঃকিরণরূপব্রহ্মোপাসকাঃ, সাক্ষাত্ত্বচ্চিদ্রূপ-ভজনত্যাগিনো মন্দধিয় এব বহব ইতি দ্যোতিতম্। অতএব তৈরবিচক্ষণৈরত্র ভক্তিরসময়ে গ্রন্থে কিমিত্যেতদভিপ্রেত্য তন্নিষ্ঠা-প্রকারপ্রদর্শকম্। (ভা০ ১০।১৪।২৫) "আত্মানমেবাত্মতয়াঽবিজানতাম্" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়মুল্লঙ্ঘিতমেবেতি॥

১৩৭। ননু তর্হি কেবলব্রহ্মতত্ত্বমাত্রজ্ঞানপরা মামভজন্তো বিগীতাঃ সন্তু, কিন্তু সাক্ষান্মাং ভজতামপি মত্তত্ত্বজ্ঞানার্থং তেষাং জ্ঞানিনামিব বেদাদিশাস্ত্রবিচারণমপেক্ষিতং স্যাদেব? তত্র নেত্যাহ—তবেতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।২৯) "অথাপি তে দেব" ইত্যাদি॥

১৩৮। তত্রাপি ভক্ত্যেকময়ে শ্রীবৃন্দাবনধাম্নি যে যৎকিঞ্চিজ্জন্মমাত্রবন্তস্তেষাং ভাগ্যমাশাসন এব স্তৌতি—অত

১৩৬। যে ঈদৃশ গুণনিধি, নির্মল চৈতন্যরসপ্রকাশক কান্তিতে উজ্জ্বল বপু আপনাকে উপাস্য-রূপে বরণ করে আপনার চরণপঙ্কজে মত্ত মনোভ্রমরকে নিবিষ্ট করিয়ে গুরু-করুণাতেই যা একমাত্র লভ্য সেই ভজন করে এমন সুধি জগতে বিরল?

১৩৭। (আচ্ছা স্বীকার করলাম কেবল ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানপর জন যদি আমার ভজন হীন হয় তবে সে নিন্দার্হ, কিন্তু সাক্ষাৎ আমার ভজনপরায়ণ ব্যক্তিকেও তো আমার তত্ত্বজ্ঞানের জন্য ঐ জ্ঞানিদের মতোই বেদাদি শাস্ত্রবিচারের অপেক্ষা আছে—এর উত্তরে বলা হচ্ছে—

আপনার চরণাম্বুজ-মাধুরীর দ্বারা উল্লসিত অনুগ্রহে শুদ্ধমতি কোনও পরম সুকৃতিশালী জন আপনার নিজ তত্ত্বের জ্ঞাতা হয়; কিন্তু কেউ নিগমাদি অখিলশাস্ত্রবিচারে সূক্ষ্মবুদ্ধি-সুনিপুণ-মহান্ হয়েও এর জ্ঞাতা হতে পারে না।

১৩৮। (এর মধ্যেও আবার রাগভক্তিময় শ্রীবৃন্দাবনধামে যে জন তৃণগুল্ম জন্মমাত্র লাভ করেছে, তাঁদের ভাগ্য বাঞ্ছা করে স্তব করছেন ব্রহ্মা—)

এই শ্রীবৃন্দাবনেই তৃণগুল্মলতার মধ্যে যে কোনও একটি জন্ম বাঞ্ছা করছি। এটিই ভূরিতর

১৩৯। তদিহ মমাপ্যহো ভবতু জন্ম কিমত্র ভবে, কিমথ পরত্র গুল্ম-তরু-পক্ষি-পশু-প্রভৃতৌ।
অহমপি যেন তে চরণপদ্মনিষেবিজনা-,নতু চরণাম্বুজং তব ভজামি নিরস্তমদঃ ॥

১৪০। সুকৃতমহো অহো বত মহোন্নতি-ঘোষজুষাং, যদসি পরং বৃহত্তমসি চিদ্রসপূর্ণতনুঃ।
মহদহমোঃ পরঃ প্রকৃতিপুরুষয়োশ্চ পরঃ, পরমসুহৃত্তমো বত যদীয় ইয়ানতুলঃ ॥

ইতি। কিমপি তৃণগুল্মাদি-সম্বন্ধোঽপি, যতো জন্তুষঃ। নন্বত্র সাক্ষান্ময্যপি তিষ্ঠতি মদীয়জনাঙ্ঘ্রিরজসি কোঽয়মত্যাগ্রহঃ? তত্র তেষামিব প্রেমাণং নিগূঢ়মাশাসানস্তানেব সগদ্গদং স্তৌতি—স্বজনেতি। জাতীতি—অহো ত্বয়ি মমতাপরিপাটীতি ভাবঃ। অতএব বেদৈরপি অতিশয়েন বিমৃগ্যমেব, ন তু প্রাপ্তম্। তথা চ "তদ্ভূরিভাগ্যম্" ইত্যাদি ॥

১৩৯। তদেবাত্যৌৎসুক্যেন স্পষ্টমেবাহ—তদিতি। অত্র ভবে ইতি। স্বজনগণস্তেত্যস্য প্রক্রান্তত্বাৎ অত্র ভবে মনুষ্যমাত্রযোনৌ, পুনরতিদৈন্যোদয়েন তত্র স্বস্য যোগ্যতাভাবমাশঙ্ক্যাহ—পরত্র গুল্মেত্যাদি। অত্র লক্ষ্যাকৃতা, তৎসঙ্গাত্তাদৃশং ভজনমনুশিক্ষ্যেত্যর্থঃ। তত্র বৃন্দাবনস্থানাং তরুগুল্মাদীনাং পুষ্প-পল্লবাদিপ্রসাধনপ্রদানৈঃ শুকাদিপক্ষিণামপি প্রিয়ভাষণৈর্গবাদিপশূনামপি ভারাদিবহনৈঃ প্রসিদ্ধং ভজনমস্তীতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩০) "তদস্তু মে নাথ" ইত্যাদি ॥

১৪০। নন্বত্র ত্যানামেষামেব কিং তদ্ভাগ্যং তন্নি রূপং ন শক্যতে, কিন্তু "ফলেন ফলকারণমনুমীয়তে" ইতি ন্যায়েন কথঞ্চিদুচ্যত ইত্যাহ—সুকৃতমিতি। অহো ইতি পুনরুক্তিরত্যাশ্চর্যে। বতেতি তত্রাপ্যতিচমৎকারে। মহতী উন্নতির্যস্য তৎ। মহদহমোর্মহত্তত্ত্বাহাঙ্করয়োর্ভঙ্গ্যা তু তদধিষ্ঠাতৃত্বাদ্ব্রহ্ম রুদ্রয়োঃ পরঃ। কিয়দেতৎ প্রথমকক্ষাগতং মাহাত্ম্যমিতি তয়োরপি পরয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োরপি পরঃ। ননু "বৃহত্ত্বাদ্বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" ইতি ব্রহ্মৈব

ভাগ্য, যেহেতু তা হলে আপনার জনের পদরেণু স্নপন হতে পারবে। (সাক্ষাৎ আমি এই সম্মুখে উপস্থিত থাকতে মদীয়জনের পদরেণুর জন্য এই অত্যাগ্রহ কেন? এর উত্তরেই যেন তাঁদের মতো নিগূঢ় প্রেমের অভিলাষ করে তাঁদের স্তব করছেন ব্রহ্মা—স্বজন ইত্যাদি) আপনার নিজজনগণের জাতি-কুলশীলধনাদি সব কিছুই আপনি। (অহো আপনাতে কি মমতা-পরিপাটি তাঁদের, তাই তাঁদের চরণ-রজে আগ্রহ করছি) আপনার চরণরজ তো অহো আজও বেদ খুঁজে বেড়াচ্ছে—পায়নি।

১৩৯। (অতঃপর অতিশয় ঔৎসুক্যে খোলাখুলি বলছেন—তদিতি)

হে প্রভু, এখনই যে-কোনও মনুষ্যযোনিতে আমার জন্ম হউক। (পুনরায় অতি দৈন্যোদয়ে ওতে নিজের যোগ্যতাভাব আশঙ্কা করে বলছেন) অথবা পরজন্মে গুল্ম-তরু-পক্ষী-পশু প্রভৃতি যে-কোন যোনিতেই জন্ম হউক না-কেন আমি যেন আপনার শ্রীচরণাম্বুজ নিষেবিজনের সঙ্গপ্রভাবে নিরহঙ্কার হয়ে আপনার ভজন করতে পারি।

১৪০। (যদিও ব্রজবাসিদের ভূরিভাগ্যের কথা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না, তথাপি 'ফলের দ্বারা বৃক্ষের পরিচয় কিছুটা পাওয়া যায়' এই ন্যায় অনুসারে কিছুটা বলা হচ্ছে—)

মহৎ-অহঙ্কার তত্ত্বের শ্রেষ্ঠ, প্রকৃতি-পুরুষ থেকেও শ্রেষ্ঠ, সর্বপরমভূত ব্রহ্মেরও আশ্রয়, চিৎরসপূর্ণ-তনু আপনি অহো যাঁদের পরম সুহৃত্তম সেই ব্রজবাসিদের সুকৃতি যে অহো কি মহা উন্নত কক্ষায় অবস্থিত তা কি ভাষায় ব্যক্ত করা যায়?—যায় না। (এ-সুকৃতির কারণ তাঁদের রাগাত্মিকা প্রেম।

১৪১। অহমিহ ধন্যতাং কিমনু বচ্মি গবাং সুদৃশা--মপি জগদুত্তরাং জগদধীশ ভবান্ ভগবান্।
অপিবদনুত্তমং বত যদীয়পয়োধরজং, রসমিহ বৎসবৎসপসলীল-শরীরধরঃ॥

১৪২। অথ মনুজাকৃতিং গতবতামিহ ঘোষভুবাং, করণকুলাশ্রয়াস্তব পদাম্বুজশীধু কিয়ৎ।
যদুপলভামহে তদবশিষ্টমনেন বয়ং, বহুসুভগা অমী কিমুভবন্তু গিরাং বিষয়াঃ॥

বহুত্র সর্বপরমভূতত্বেন শ্রূয়তে? তত্রাহ—বৃহৎ ব্রহ্ম পরং পরমভূতং সৎ ত্বমসি; (গী০ ১৪।২৭) "ব্রহ্মণোঽপি প্রতিষ্ঠাহম্" ইত্যাদি-শ্রুতিবাক্যৈস্তস্য তস্যাপ্যাশ্রয়ভূতশ্চিদ্রসপূর্ণতত্ত্বস্ত্বমেব ভবসীত্যর্থঃ। এবংভূতস্ত্বং যদ্যস্মাৎ ঘোষজুষাং ব্রজবাসিনাং পরমসুহৃত্তমঃ, ন চ সুহৃদেব, নাপি পরমসুহৃৎ, নাপি পরমসুহৃত্তরশ্চেতি ভাবঃ। তত্রাপ্যতিবিস্ময়ে বতেতি, ইয়ান্ এতাবান্ অতুলো নিরুপমোঽপি ত্বং যদীয়ঃ স্বস্বামিসম্বন্ধেন যেষাং স্বামীত্যর্থঃ। তত্র তাদৃশঃ প্রেমৈব কারণমিতি ভাবঃ। তেন তৈরেব সেবিতৈস্তৎপ্রসাদেন ত্বং লভ্যসে, নান্যথেত্যতঃ সাধূক্তং ময়া—তব জনাঙ্ঘ্রি রজঃস্নপনমিতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩২) "অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যম্" ইত্যাদি॥

১৪১। তেষ্বপি মধ্যে মুখ্যামুখ্যতরাণাং মাহাত্ম্যং পুনরতীব দুষ্পারমিতি দিগ্দর্শনরীত্যাহ—অহমিহেতি। ইহ ব্রজে, পুনরিহেতি অত্র সময়ে, বৎসবৎসপেতি বহুবিধরূপধারণেন তৎ পানং তব মহাতল্লোভপরবশ্যব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩১) "অহোঽতিধন্যাঃ" ইত্যাদি॥

১৪২। করণকুলাশ্রয়া ইন্দ্রিয়কুলাশ্রিতা তদধিষ্ঠাতৃদেবত্বেন বয়মিত্যর্থঃ। অত্র যত্তপ্যভিমন্তৃত্বাংশেন এব বিষয়ভোগঃ, ন তু তত্তৎকর্তৃণামিন্দ্রিয়াধিদেবানামিত্যধ্যাত্মসিদ্ধান্তস্তথাপি বুদ্ধৌ ব্রহ্মা তিষ্ঠতি, চক্ষুষি সূর্যস্তিষ্ঠতি, তং তমধিষ্ঠাতারং বিনা তু তত্তদিন্দ্রিয়ং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠানামপি রূপরসাদীনাং গ্রাহকং ন স্যাদিতি সামান্যদৃষ্ট্যা অধ্যাত্মবিদাং প্রবাদোঽপি শ্রীকৃষ্ণে প্রেমোৎকণ্ঠ্যবতাং ব্রহ্মাদীনামানন্দহেতুঃ, কর্তৃত্বমাত্রেণৈব ভোক্তৃত্বাভিমানস্বীকারাৎ প্রেম্ণামেব বিলক্ষণেয়ং প্রক্রিয়া দৃশ্যতে চান্যত্র পদ্যাবল্যাদৌ—(১৭৯) "মিথ্যাপবাদবচসাপ্যভিমানসিদ্ধি" ইত্যাদীতি। অন্যথা চিদানন্দময়বপুষা শ্রীভগবৎপরিবারাণাং তেষামিন্দ্রিয়াদেঃ প্রাকৃতত্বেনৈব ন শক্যতে বক্তুম্, কুতস্তত্র তত্র তৎপ্রপঞ্চগতানাং ব্রহ্মাদীনাং প্রবেশ

যেহেতু তাঁদের সেবাদ্বারা তাঁদের প্রসাদেই সেই সুকৃতি পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই তাই আমি ঠিকই বলেছি 'জনাঙ্ঘ্রিরজঃ স্নপনম্' ১৩৮ শ্লোকে।)

১৪১। (এই ব্রজবাসিদের মধ্যেও মুখ্যামুখ্যগণের মাহাত্ম্য পুনরায় অতীব দুষ্পার, তাই দিগ্দর্শন-রীতিতে বলা হচ্ছে—)

হে জগদীশ্বর, আমি এ ব্রজগাভীদের এবং ব্রজাঙ্গনাদের লোকোত্তর মহিমার কথা কি বলব—যেহেতু আপনি ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবান্ হয়েও বৎস-বৎসপালকগণের বহুবিধ শরীর ধারণ করে হায় যাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্তনরস ব্রজে এই এখনই লীলায় পান করলেন।

১৪২। এ-ব্রজে মনুষ্যাকৃতি যে ব্রজবাসী আছেন তাঁদের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আমরা তাঁদের উপভুক্ত আপনার পদাম্বুজমধুর যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট যা লাভ করছি তাতেই বহুভাগ্যবান্ হয়ে যাচ্ছি। তাঁদের অপার মহিমার কথা আর বলবার কি আছে? (প্রাকৃত জগতের এ-ব্রহ্মাদি দেবতাগণ এঁদের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা হতে পারে না, তবে ব্রহ্মার এ-উক্তি প্রেমেরই এক বিলক্ষণ প্রক্রিয়া—পদ্যাবলিতে আছে 'মিথ্যাপবাদ-বচসাপ্যভিমানসিদ্ধিঃ'।)

১৪৩। বিষবিষমস্তনাপি কৃতমাতৃসুবেশতয়া, সমজনি পূতনা তব সুধাম্নি সহাবরজা।
ধনজনজীবনাদ্যখিলদানকৃতাং কিমহো, ব্রজপুরবাসিনাং বিবরিতেতি ভবাম্যপধীঃ॥

১৪৪। অথ বত লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কামমুখা, বিদধতি তাবদেব হি জনস্য মলিম্লুচতাম্।
গৃহমপি তাবদস্য পরমেশ্বর বন্ধগৃহং, তব চরণাব্জয়োর্ন খলু যাবদয়ং নিরতঃ॥

১৪৫। অহহ বিদন্তি যে তু মহিমানমহো ভবতঃ, সুভগ বিদন্তু তে সুকৃতিনোঽতিবিদগ্ধধিয়ঃ।
ন হি বিবদামহে ন খলু তেষু ঘৃণাং তনুমো, মম তনুহৃদ্গিরামপদমেব ভবন্মহিমা॥

১৪৬। ইদমনুমন্যতাং কৃপণবৎসল যামি ভবৎ-,কৃতপরমেষ্ঠিতাস্পদপদানুপদঃ পদবীম্।
অখিলজগজ্জনান্তরবিদেকচিদেকরসো, মম হৃদয়ঞ্চ বেৎসি তব দেব নমামি পদে॥

ইতি। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৩) "এষাং তু ভাগ্যমহিমাচ্যুত" ইত্যাদি॥

১৪৩। কৃতো মাতুর্যশোদায়া ইব বেশো যয়া তস্যা ভাবস্তত্তা তয়া, সুধাম্নি শোভনধাম্নি বৈকুণ্ঠে, সমজনি সমভূৎ। কিং বিবরিতা? কং বরং ভবান্ দাস্যতীতি তদনুসারেণৈষামুচিতস্য বরস্যাসম্ভবাৎ ঋণিত্বেন তবৈতৎ পারতন্ত্র্যং যুক্তমেবেতি ভাবঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৫) "এষাং ঘোষনিবাসিনাম্" ইত্যাদি॥

১৪৪। এষাং তাদৃশস্য প্রেম্ণস্তাবদাস্তাং মহিমা দূর এব, সামান্যতো ভক্তেরেব মহিমা পরমদ্ভুত ইত্যাহ—অথেতি। মলিম্লুচতাং মালিন্যম্; তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৬) "তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাঃ" ইত্যাদি॥

১৪৫ ভগবদ্ভক্তিরহস্যোদঘাটন-চাপল্যেন স্বস্য ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞম্মন্যতামাত্রমাশঙ্ক্য সপ্রশ্রয়মাহ—অহহেতি। অতি-বিদগ্ধধিয় ইতি বিরুদ্ধলক্ষণয়া শ্লেষেণ তু আকাশপরিমাতৃণামিব বিশেষতো দক্ষৈব ধীস্তেষামিতি। তথৈব সুকৃতিন ইত্যত্রাপ্যকারপ্রশ্লেষ ইতি ন বিবদামহ ইতি তৈর্বিবাদোঽপি পরমমূর্খতেতি ভাবঃ। ঘৃণাং ন তনুম ইতি ভবত্তত্ত্বনিশ্চয়-চাপলমাত্রং কৃতবতো মমাপি তাদৃশত্বং জাতমিতি ভাবঃ। কিন্তু ভগবৎকৃপয়া সাম্প্রতমেব সা মম মূর্খতা অপগতেত্যাহ—মম ইত্যাদি। অপদমনাস্পদমগম্য এবেত্যর্থঃ। তথা চ (ভা০ ১০।১৪।৩৮) "জানন্ত এব জানন্তু" ইত্যাদি॥

১৪৩। পূতনা বিষবিষমস্তনী হয়েও শুধুমাত্র মাতার সুবেশ-ধারণ হেতু আপনার শোভন ধাম বৈকুণ্ঠ সহোদরগণসহ সঙ্গে সঙ্গে প্রাপ্ত হল। ধন-জন-জীবনাদি অখিল দাতা ব্রজবাসীদের অহো আপনি কি বর দিতে পারেন? এ-বিষয়ে আমি মোহপ্রাপ্ত হচ্ছি।

১৪৪। (এঁদের তাদৃশ প্রেমের মহিমা দূরে থাকুক সামান্য ভক্তির মহিমাই পরমাদ্ভুত—এ-আশয়ে বলা হচ্ছে—)

অহো, লোভ-কোপ-মদ-মৎসর-কাম প্রমুখ সে-পর্যন্তই জীব-চিত্তে মালিন্য বিধান করে, সে-পর্যন্তই হে পরমেশ্বর এদের গৃহও কারাগৃহ হয়ে থাকে যে-পর্যন্ত-না আপনার চরণকমলে এরা আসক্ত হয়।

১৪৫। হে সুন্দর, অহহ, আপনার মহিমা যাঁরা জানে তো জানুক, তাঁরা সুকৃতিশালী অতি বিদগ্ধবুদ্ধি। আমি তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে চাই না, তাদের ঘৃণাও করি না, আমার তো তনু-হৃদয়-বাক্যের অগোচর আপনার মহিমা।

১৪৬। (শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ব্রহ্মার এত স্তবের পরও মৌন ধরে থাকলে তাঁকে সম্প্রতি ব্রহ্মলোকে

১৪৭। গতে স্বয়ংভুবি ভুবি সুবিমলায়াং নবতৃণাঙ্কুরাচামোদারমোদা রভসেন চরন্তী পূর্ববৎ সা বৎসাবলিরথ রথচরণপাণিনা দদৃশে ॥

১৪৮। তদনু কলকোমলগভীর-হাঙ্কারকলিতচলনেঙ্গিতানুবিদ্ধ-লঘুলঘুযষ্টিকাঘূর্ণনেন সসম্ভ্রম-ভ্রমণেন মুখবিবরবিগলদর্দ্ধাবলীঢ়তৃণাঙ্কুরনিকর-করম্বিত-ধরণিতলং বৎসকুলমনু মনুজাকৃতি পরং ব্রহ্ম ব্রহ্ম-মোহনানন্তরমনন্তরমণীয়রহস্য-হস্যমান-পরমোপযোগি-যোগিকুলং পূর্বভোজনস্থলমনুসসার ॥

১৪৬। অথ তাদৃশস্বযাচ্ঞায়াং তেনৈব কৃপয়তাপি ভগবতা কৃতমৌনেন "যাবদধিকারমাধিকারিকাণাম্" ইতি ন্যায়েন স্বস্য সত্যলোকপ্রস্থাপনমেব প্রাপ্তপ্রতমভিপ্রেতমিত্যনুমায় সলালসাগর্ভবিনয়ং সময়োচিতমাহ—অনুমন্যতাম্ অনুমতিং কুরু, পদবীং সত্যলোকং যামি। কীদৃশঃ? ভবতৈব কৃতং স্বাজ্ঞয়া প্রযুক্তং যৎ পরমেষ্ঠিতাস্পদং পদং সৃষ্ট্যাদি-ব্যবসায়স্তেনৈবানুপন্থতে অনুগচ্ছতীতি তথাভূতঃ। তেনাত্রাবস্থানানর্হতয়া তাদৃশ-ত্বদাজ্ঞাস্থায়িত্বমেব মম নিকৃষ্টদাসস্য যুক্তমিতি ভাবঃ। অখিলানামেব জগজ্জনানামন্তরং বেৎসি, অতস্তন্মধ্যপতিতস্য মমাপি হৃদয়ং কিং ময়া স্বাভিলষিতং মুহুর্বিজ্ঞাপ্যমিতি ভাবঃ। তেনৈব তদধিকারান্তে মদভীষ্টং সম্পাদয়িতুং শ্রীভগবচ্চরণা এব প্রমাণমিতি দ্যোত্যতে। ন চ প্রাকৃতস্যেব তবাত্র বিস্মৃতিঃ সম্ভাব্যেতি দ্যোতয়ন্নাহ—একো মুখ্যশ্চিদেকরসো জ্ঞানঘনরসময় ইত্যর্থঃ। তথা চ (ভাঃ ১০। ১৪।৩৯) "অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ" ইত্যাদি। অত্র (ভাঃ ১০।১৪।৩০) "তদস্তু মে নাথ" ইত্যাদি, (ভাঃ ১০।১৪.৪০) "শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলপুষ্কর-" ইত্যন্তানাং মূলপদ্যানামর্থক্রমানুরোধেন পাঠক্রমস্ত্যক্তঃ। তত্র (ভাঃ ১০।১৪।১) "পশুপাঙ্গজায়" ইতি স্তবোপক্রমানুরোধেনাত্যুপযুক্তত্বাভাবাদেব (ভাঃ ১০।১৪।৩৭) "প্রপঞ্চং নিষ্প্রপঞ্চোঽপি" ইতি "শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুল-পুষ্কর-" ইতি পদ্যদ্বয়ার্থো ন বিবৃতঃ, কিন্তু একশ্চিদেকরসো নমামীতি পদাভ্যামুট্টঙ্কিত এব। শ্রীমদ্ভাগবতশ্লোক-ব্যাখ্যা-চাতুর্যবদ্ধিয়াম্। তদৈকার্থ্যরসাস্বাদে দিঙ্মাত্রমিহ দর্শিতম্ ॥

১৪৭। নবতৃণাঙ্কুরাণামাচামেন আস্বাদেনোদারো মোদো যস্যাঃ সা। রভসেন হর্ষেণ ॥

১৪৮। হাঙ্কারঃ পরাবর্তনার্থং তাদৃশসঙ্কেতধ্বনিস্তেন কলিতং কৃতং চলনেঙ্গিতং তস্যাপি অঙ্গিতয়া অঙ্গিত্বেন

প্রস্থাপনই প্রভুর অভিপ্রেত এরূপ অনুমান করে সলালসাগর্ভ বিনয়বাক্যে সময়োচিত প্রার্থনা এরূপ করলেন ব্রহ্মা—)

হে দীনজনবৎসল প্রভু, আপনার আজ্ঞায় নিযুক্ত ব্রহ্মপদে করণীয় সৃষ্ট্যাদি কার্যানুসারে ব্যবহারকারী আমি অনুমতি পাই তো ব্রহ্মলোকে যাই—অখিল জগজ্জনের অন্তরবিদ্ মুখ্য জ্ঞানঘনরসময় আপনি আমার হৃদয়ও জানেন—হে দেব আপনার শ্রীচরণকমলে প্রণাম করছি।

ভোজনলীলার সমাপ্তি ঃ

১৪৭। ব্রহ্মা তাঁর নিজলোকে চলে গেলে চক্রপাণি শ্রীকৃষ্ণ পরমনির্মল বিচরণভূমিতে পূর্ববৎ আনন্দে বিচরণরত অবস্থায় সেই নবতৃণাঙ্কুর আস্বাদনে প্রফুল্লিত গোবৎসগণকে দেখতে পেলেন।

১৪৮। অতঃপর মৃদুমধুর কোমল গম্ভীর হাঙ্কার ধ্বনিতে চলন-ইঙ্গিতের সাথে সাথে লঘু লঘু যষ্টি ঘূর্ণনের ভয়ে তাড়াতাড়ি চলনে যাদের মুখ-গহ্বর থেকে অর্দ্ধচর্বিত তৃণাঙ্কুরনিকর বিগলিত হয়ে ভূমিতল আচ্ছাদিত করে দিচ্ছিল সেই বৎসপালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নরাকৃতি পরংব্রহ্ম যিনি ব্রহ্মমোহন-লীলার পর অনন্ত রমণীয় রহস্যময় হাসিতে পরমযোগ্য ব্রহ্মাদি যোগিগণকে পরিহাস করছিলেন সেই

১৪৯। সারভূতাং মুকুটমণিমিমমালোক্য তেঽপি তদনবলোকন-বৈমনস্যং বৈ মনস্যঞ্জসা যদুপজগ্মুস্তদপহায় হায়নং গতমপি ক্ষণার্দ্ধমিব মন্যমানা মানান্তরানধিগম্যমানমহিমানমহিমানহারিহারিচরিতমুপব্রজন্তো 'নাভোজি ভো জিতরিপুসমীকবল! কবল একোঽপি ভবন্তমন্তরেণ' ইতি বদন্তো দন্তোজ্জ্বলকিরণমঞ্জরীজরীজৃম্ভমাণমধুরাধরা ধরাভরাপহারিণং হারিণং তমভিত আবব্রুঃ॥

১৫০। তদনু দনুজদমনোঽপি মনোঽপিধায়িনীং সপ্রণয়মুবাচ বাচমতিমধুরতরাম্। 'এবমেব মে প্রণয়লোভবতাং ভবতাং সুচিরময়ি ময়ি হৃদ্যসৌহৃদ্যসৌরভম্' ইতি নিগদিতা দিতাখিলতাপা লতাপাশবলয়বলয়িতকরাঃ করাগ্রং ভগবত আধৃত্য 'এহি চিরারব্ধমশনং সমাপয়ামো যামোঽশনয়ায়াঃ পারম্' ইতি মিতিরহিতকথামোদেন তেষাং জাতকৌতুকঃ স দানবনাশনো বনাশনোৎসব-পরিসমাপ্তিমভিললাষ॥

১৫১। অথ ভোজনরস উপরতে পরতেজসা তেন দিবসমণের্ললাটন্তপস্যাঽহতপস্যাপনোদায়

অনুবিব্ধং লঘুলঘুযষ্টিকাঘূর্ণনং তেন হেতুনা যৎ সসম্ভ্রমং ভ্রমণং তেন॥

১৪৯। মানান্তরেণ প্রমাণান্তরেণানধিগম্যমানো ন জ্ঞায়মানো মহিমা যস্য তম্। অহিরঘাসুরস্তস্য মানহারি জ্ঞাননাশকং গবহারীতি বা হারি মুগ্ধং চরিতং যস্য তম্। একোঽপি কবলো ন অভোজি। ভো ইতি সম্বোধনে। সমীকং সৈন্যম্॥

১৫০। মনসোঽপিধায়িনীং প্রেম্ণা আচ্ছাদনকারিণীম্। অয়ি সম্বোধনে। ময়ি বিষয়ে যৎ হৃদ্যং হৃদয়প্রিয়ং সৌহৃদ্যং তস্য সৌরভং তদ্বদিন্দ্রিয়াহ্লাদকত্বম্। দিতঃ খণ্ডিতোঽখিলতাপো যেষাং তে। অশনায়ায়াঃ ক্ষুধায়াঃ;—"অশনায়া বুভুক্ষা ক্ষুৎ" ইত্যমরঃ॥

তিনি পূর্বভোজনস্থলী-পথ ধরে চলতে লাগলেন।

১৪৯। সারগ্রাহিগণের মুকুটমণি শ্রীকৃষ্ণকে দেখে গোপবালকগণও তাঁর অদর্শনে মনে যে সহসা উদ্বেগের সঞ্চার হয়েছিল তা ত্যাগ করে, অতীত হয়ে যাওয়া একবৎসরকালকে ক্ষণকাল মনে করে প্রমাণান্তরের দ্বারা অনধিগম্যমান মহিম, অঘাসুরের জ্ঞাননাশক সেই মুগ্ধচরিতের নিকট গিয়ে বললেন—'হে রিপুসৈন্যবলজেতৃ সখা, এই দেখ তোমাকে ছাড়া একটি গ্রাসও মুখে তুলিনি' এই বলতে বলতে দন্তের উজ্জ্বল কিরণমঞ্জরীতে দীপ্তমধুরঅধরা সখাগণ পৃথিবীর ভারনাশকারী হরিকে চতুর্দিকে ঘিরে ধরলেন।

১০৫। অতঃপর দনুজদমনও মনো-আচ্ছাদনকারী প্রণয়ের সহিত অতি মধুরতর বাক্যে বললেন—'এই দেখ, আমার প্রণয়লুব্ধ তোমাদের চিত্তে নিত্যসখা এই আমাতে যে হৃদয়গ্রাহী সৌহার্দ-সৌরভ রয়েছে তা এই রূপ ইন্দ্রিয়ের আহ্লাদকই বটে'—এ-কথার পর অখিল বিরহতাপমুক্ত লতারজ্জু-বলয়ে রচিত কঙ্কনে শোভন সখাগণ ভগবানের করাগ্র ধারণ করে বললেন—'এস হে সখা, বহুকাল পূর্বে আরব্ধ ভোজনপর্ব এবার শেষ করেনি, আর ক্ষুধার নিবৃত্তি করেনি'। তাঁদের এরূপ সীমাহীন কথার আনন্দে জাতকৌতুক দৈত্যনাশক কৃষ্ণ বনভোজনোৎসবের এইবার পরিসমাপ্তি অভিলাষ করলেন।

১৫১। অতঃপর ভোজনলীলারস শেষ হলে প্রখর তেজে ললাটদেশ সন্তপ্তকারী সূর্যের তাপ

বিনোদায় বিশ্রামেণ চ ক্ষণমলসতালসতামবয়বানাং খেলাখেদং প্রচ্ছায় প্রচ্ছায়ললিততরুমূলমালম্বমানো লম্বমানোদারহারঃ সহচরোরুমুলকৃতোপধানো মুহূর্তং সুষ্বাপ সুস্বাপতেয়মিব রমণীয়তাদেব্যাঃ ॥

১৫২। অথ ভগবন্নিলয়-লয়নার্থমিব গগনচত্বরত্বরমাণে চরম দিগ্বনিতা-নিতান্তপরভাগভাগতিশয়-প্রণয়মহিম্নেব তদ্ভবনমালম্বিতুমুপক্রান্তেঽপক্রান্তে চ সকললোকতাপতোঽপতোষতয়া কমলিনীমলিনীভাব-ভাবয়িতরি তরিমিব গগনপারাবারপারাবারয়োঃ স্বমণ্ডলীমণ্ডলীনামিব চিকীর্ষতি ভগবতি গভস্তিমালিনি বেণুবিষাণধ্বনিধ্বনিত-দিগ্বলয়া নিলয়ায় নিভৃতহৃদয়া হৃদয়াধিনাথেন তেন সহ সহচরাঃ সর্ব এব সর্বতো বৎসান্ সমবহারয়ন্তো রয়ং তোষস্যাসাদ্য ব্রজন্তো ব্রজং তোয়দেন সহ নভোদিবসা ইব ভোগিনস্তস্যৈব পূর্ণাভোগং ভোগং বীক্ষ্য সকৌতুকং 'অহো! মহোজ্জ্বলং নঃ খেলাগহ্বরমিদং জাতম্' ইতি পরস্পরং

১৫১। দিবসমণেঃ সূর্যস্য; কীদৃশস্য? পরতেজসা ললাটন্তপস্য; (পা০ ৩।২।২৬) "অসূর্যললাটয়োর্দৃশিতপোঃ" ইতি খশ্। তৎসম্বন্ধিন আতপস্যাপনোদায় নিবারণার্থং বিশ্রামেণ হেতুনা ক্ষণং বিনোদায়ানন্দার্থং ভোজনহেতুকয়া অলসতয়া আলস্যেন লসতাং শোভমানানামঙ্গানাং খেলাজনিতং খেদং প্রচ্ছায় দূরীকৃত্য; 'ছো ছেদনে'; প্রকৃষ্টা ছায়া যত্র তথাভূতং তরুমূলং সুষ্বাপ। কীদৃশম্? রমণীয়তাদেব্যাঃ শোভনং স্বাপতেয়ং ধনমিব; (পা০ ৪।৪।১০৪) "পথ্যতিথি-বসতিস্বপতের্ঢঞ্" ইতি ঢঞ্। রমণীয়ত্বস্য সর্বস্বভূতং তৎ, শয়নমিত্যর্থঃ॥

১৫২। ভগবতো নিলয়ে লয়নং সংশ্লেষঃ প্রাপ্তিস্তদর্থমিব গভস্তিমালিনি সূর্যে গগনচত্বরাৎ ত্বরমাণে সতি শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গিনাং তেষাং সুখময়সময়স্যাল্পপ্রমাণত্বভাণাৎ সর্বে সহচরাঃ শ্রীকৃষ্ণং পুরো নিধায় পুরঃ পুর্য্যাঃ পুরোঽগ্রদেশস্য সমীপমুপ-সীদন্তি স্মেত্যর্থঃ। গভস্তিমালিনি কীদৃশে? চরমদিগেব বনিতা তস্যা নিতান্তপরভাগমতিশয়শোভাং ভজতে তথাভূতো যোঽতিশয়প্রণয়স্তস্য মহিম্না ইব তদ্ভবনমালম্বিতুমুপক্রান্তে কৃতারম্ভে। ততশ্চ সকললোককর্মকাৎ তাপতোঽপক্রান্তে নিবৃত্তে তদ্বনিতা-বিরহসন্তপ্তেনেব তেন সকললোকতাপনাৎ। ততশ্চ অপতোষতয়া স্বকর্তৃকত্যাগেন গতসন্তোষতয়া কমলিন্যা মলিনীভাবস্য ভাবয়িতরি উৎপাদকে। কিঞ্চ, স্বমণ্ডলীং নিজবিম্বম্, অণ্ডলীনাং ব্রহ্মাণ্ডকটাহলগ্নামিব চিকীর্ষতি।

নিবারণের জন্য, বিশ্রামের দ্বারা ক্ষণকাল চিত্তবিনোদনের জন্য দোলায়মান বিশাল হারে শোভিত শ্রীকৃষ্ণ ঘন ছায়াযুক্ত ললিত তরুমূল আশ্রয় করে আলসে শোভন অঙ্গের খেলাখেদ দূর করে সখার উরুমূল উপাধান করে রমণীয়তাদেবীর শোভন সম্পত্তির মতো সুখনিদ্রায় মগ্ন হয়ে গেলেন।

উত্তরগোষ্ঠ পথে ঃ

১৫২। ভগবান্ সূর্যদেব গগনচত্বর থেকে যেন ঘরে ফেরার তাড়ায় ব্যস্ত হয়েই পশ্চিম দিগ্বধূর শোভাতিশয্যকে উজ্জ্বলকারী প্রণয়াতিশয্যের মহিমাস্বরূপ নিজ ভবন আশ্রয় করতে আরম্ভ করলে, সকল লোকের তাপ নিবৃত্তি হলে, সূর্যকর্তৃক ত্যাগের অসন্তোষতায় কমলিনীর মলিনীদশা সৃজন হতে থাকলে, গগনসমুদ্র-পারাপার তরীসম সূর্যমণ্ডলকে যেন ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-তটে ভিড়াবার ইচ্ছায় সূর্যদেব গগনপ্রাঙ্গন থেকে নিম্নগামী হলে হৃদয়াধিনাথের সহিত ঘরে ফেরার জন্য নিশ্চলমতি সকল সহচরগণ বেণুবিষাণের ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে দিগদিগন্তর মুখরিত করতে করতে চতুর্দিক থেকে গোবৎসসমূহকে একত্র করতে করতে সমেঘ শ্রাবণমাসের মতো আনন্দবেগে উচ্ছলিত হয়ে ব্রজের পথে চলতে চলতে সেই

গদন্তোঽগদং তোদহরমিব শ্রীকৃষ্ণং নিধায় পুনঃ পুনঃ সমীপং সমুপসীদন্তি স্ম ॥

১৫৩। তত্র চ মাতৃস্তনপানোৎসুকতয়া সত্বরাগ্রচরণা রণাজিরোদিত্বরমহসি মহসিদ্ধিকৃতি পশ্চাদ্বর্ত্তিনি ভগবতি বিলম্বমানোত্তরচরণা ইব সর্বে বৎসা উভয়তস্ত্বরাত্বরাভ্যাং সহজতোঽপি মন্থরগতয় এব বভূবুঃ ॥

১৫৪। প্রবিষ্টে চ ব্রজপুরং ব্রজপুরন্দরনন্দনে কলমধুরমুরলীরবমধুভিঃ কুর্বতি সকললোকশ্রুতিসেচনকমসেচনকমধুরিমণি রচয়তি সমস্তজন-জীবনাগমনমিব স্নেহভরনির্ভরনির্ভুগ্নহৃদয়াভ্যাং তন্মুরলীনাদগুণেনাকৃষ্টাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রতোলী-তলমুপসেদে ॥

স্বমণ্ডলীং কীদৃশীম্? গগনমেব পারাবারঃ সমুদ্রস্তস্য পারাবারয়োঃ পারাবারতটয়োর্গমনার্থং তরিমিব নৌকামিব; শ্লেষেণ স্বমণ্ডলীং স্বগোষ্ঠীং তথাভূতাং চিকীর্ষতি। তদ্বনিতাস্থানমেকাকিন্যৈব জিগমিষয়েতি ভাবঃ। রয়ং বেগম্, তোষস্য সন্তুষ্টেঃ, আসাদ্য প্রাপ্য, ব্রজং গোষ্ঠম্, নভসঃ শ্রাবণস্য, দিবসা ইবেতি তদবিনাভাবিত্বং ধ্বনিতম্। ভোগিনঃ সর্পস্য তস্যৈব অঘাসুরস্য ভোগং শরীরম্; "ভোগং শরীরম্" ইতি ভাগবৃত্তিঃ; পূর্ণাভোগং পূর্ণ বিস্তারম্, অগদম্ ঔষধম্, তোদহরং ব্যথাহরম্ ॥

১৫৩। তত্র চ সমুপসাদনক্রিয়ায়াং সর্বে বৎসা উভয়তোঽগ্রতঃ পৃষ্ঠতশ্চ ক্রমেণ ত্বরা অত্বরা চ তাভ্যাম্। তত্র ত্বরায়াং হেতুঃ—মাতৃস্তনেতি, অত্বরায়াং হেতুঃ—পশ্চাদ্বর্তিনি ভগবতীতি। কীদৃশে? রণাজিরে যুদ্ধাঙ্গনে উদিত্বরমুদয়শীলং মহস্তেজো যস্য তস্মিন্, স্বজীবনরক্ষকে প্রেম সমুচিতমেবেতি ভাবঃ। মহসিদ্ধিকৃতি উৎসবসম্পাদকে, ইতি তত্র প্রেম্ণি তাদৃশবুদ্ধিপূর্বকত্বশঙ্কাপি নিরস্তা। সহজতোঽপি মন্থরগতয় ইতি ত্বরাতোঽপ্যত্বরায়া আধিক্যং বোধয়তি। তেন চ স্বাস্থ্যদেহাদিতোঽপি তেষাং শ্রীকৃষ্ণে প্রেমাধিক্যং দ্যোতিত ইতি ॥

১৫৪। শ্রুতিসেচনকমিতি স্বার্থে কঃ। অসেচনকং পরমানন্দকারী মধুরিমা যস্য তস্মিন্;—"তদসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাৎ" ইত্যমরঃ। তত্র দর্শনাদিত্যুপলক্ষণমনুভবস্যাপি, তথা দীর্ঘাদিত্বঞ্চ ক্বচিদিতি ভট্টীকাকৃতঃ।

(অঘাসুর) মহাসর্পের পূর্ণবিস্তারিত দেহ দেখতে পেয়ে সকৌতুকে বললেন—'অহো এ দেখছি আমাদের এক মহোজ্জ্বল খেলাগহ্বর রচিত হয়ে আছে' এরূপ পরস্পর বলতে বলতে ব্যথাহর ঔষধের মতো শ্রীকৃষ্ণকে সম্মুখে করে নগরপ্রান্তদেশের নিকট এসে পৌঁছে গেলেন।

১৫৩। এ-সময়ে মাতৃস্তন-পানোৎসুকতায় যেন সম্মুখ চরণের ত্বরা, আর যুদ্ধাঙ্গনে তেজদীপ্ত, উৎসবসম্পাদক, পশ্চাৎবর্তী ভগবানের প্রেমে যেন পিছের চরণের অত্বরা—ত্বরাত্বরা এ-উভয় টানে স্বাভাবিকভাবেই সকল বৎস মন্থর গতিই হয়ে পড়ল।

ব্রজপুরে প্রবেশ ঃ

১৫৪। ব্রজপুরনন্দন ব্রজপুরে প্রবিষ্ট হলে কলমধুর মুরলীরবমধুধারা যেন সকল লোকের শ্রুতিতে মধুবর্ষণ করছিল, পরমানন্দকারী মধুরিমণি যেন রচনা করছিল, এ হয়ে উঠল সমস্তজনের জীবনসঞ্চারী সঞ্জীবনী সদৃশ। উচ্ছলিত স্নেহভারে অতিশয় কাতরমনা সেই মুরলীনাদগুণে আকৃষ্ট পিতামাতা পথতলে নেমে এলেন।

১৫৫। তদনু দনুজদমনসহচরাশ্চরাচরগুরোস্তস্যৈব বৎসরান্তরকৃতং কৃতং তদদ্যতনমিব জানন্তোঽনন্তোত্তমসন্তোষতঃ স্ব-স্বজননীজননীরজস্কীক্রিয়মাণবপুষঃ সন্তো নিজগদুঃ—'জননি! জননিতান্তবিস্মাপকং স্মাপকং চাস্মাকমতিসাহসপুষ্করং দুষ্করং দুরাসদং রাসদং কর্ম কৃতবান্, অস্মানপি বিষমবিষমহানলদগ্ধানবিদগ্ধানবিলম্বেনৈব জীবয়ামাস চ স চতুরশিরোমণিঃ' ইতি বৎসরক্ষণা বৎসরক্ষণাহিতলক্ষণাঃ শিশবঃ সর্বমেবানুপূর্ব্যা কথয়াংবভূবুঃ॥

১৫৬। অথ ঘোষরাজো রাজোচিত-পরিচ্ছদকরৈঃ পরিচারকনিকরৈঃ করৈকদিশ্যমানৈরুপচরিতং চারুচরিতং চারুণাখ্যং প্রভূতনয়ং তনয়ং স্নানপানাহারাদিভিরপসারিতখেদং খে দন্দহ্যমানস্য খরকিরণস্য কিরণস্যন্দঃ কথমনেনসানেন সাধুনাধুনা শিরীষকোমলবপুষা সহ্যত ইতি জনন্যাঽনন্যাতিশয়বৎসলয়া করতলেনামৃশ্যমান-সকলাঙ্গং বিশ্রামায় নিযোজয়ামাস॥

প্রতোলী রথ্যা ;—"রথ্যা প্রতোলী বিশিখা" ইত্যমরঃ॥

১৫৫। বৎসরান্তরে কৃতং তৎ কর্ম অঘাসুরবধলক্ষণম্। স্মাপকং চ মন্দহাস্যজনকং চ। অতিসাহসেন পুষ্করং পুষ্কলম্, রলয়োরৈক্যাৎ। রাসো বিনোদঃ, বৎসরঃ ক্ষণবদ্যেষাং তে বৎসরক্ষণাঃ ; বৎসানাং রক্ষণে আহিতলক্ষণা নিপুণাঃ ;—"গুণৈঃ প্রতীতে তু কৃতলক্ষণাহিতলক্ষণৌ" ইত্যমরঃ। অত্র এষু মাতৃভিঃ শ্বস্তনাদিব্যবসায়স্য প্রশ্ন. তাস্তৈভিরপি প্রত্যুত্তরেণ তদনুমোদনম্, শ্রীভগবৎপ্রভাবেণ পূর্বস্মরণেঽপি নিজতৈষাং স্ফূর্তিরিতি জ্ঞেয়ম্॥

১৫৬। করৈকেন দক্ষিণকরেণ। 'এতদেতদেবমেবং ক্রিয়তাম্' ইতি স্বয়মভিমানেন দিশ্যমানৈরাজ্ঞাপ্যমানৈঃ, দন্দহ্যমানস্য অতিশয়েন দাহকস্য খরকিরণস্য সূর্যস্য কিরণস্যন্দো রশ্মিধারাপাতঃ। এনঃ পাপম্, অনেনসা অঘরহিতেন। বস্তুতস্তু পঞ্চম্যন্যপদার্থবহুব্রীহিণা অঘহন্ত্র্যা জনন্যা কর্ত্র্যা করতলেনামৃশ্যমানানি সকলান্যঙ্গানি যস্য তম্। কীদৃশ্যা? ন বিদ্যতে অন্যস্যামতিশয়ো যস্যাঃ, তথাভূতা চাসৌ বৎসলা চেতি তয়া॥

১৫৫। অতঃপর অসীম আনন্দে নিজনিজ জননী যখন অঙ্গের ধূলা মুছে পরিষ্কার করে দিচ্ছিলেন তখন দনুজদমন সহচরগণ চরাচরগুরুকৃত এক বৎসর পূর্বের অঘাসুর-বধ কথা সে-দিনই যেন কৃত হয়েছে এ-জ্ঞানে বলতে লাগল—'মা, চতুরশিরোমণি আমাদের সখা আমাদের সকলকেই অত্যন্ত বিস্ময়জনক, মন্দহাস্যজনক, অতি সাহসপূর্ণ, দুষ্কর, দুর্দ্ধর্ষ, রসোবিনোদ এক কর্ম সম্পন্ন করেছে, এবং বিষমবিষমহানলদগ্ধ, অবিদগ্ধ আমাদের অবিলম্বে বাঁচিয়ে তুলেছে।'

এরূপে এক বৎসরকাল যাদের নিকট ক্ষণবৎ প্রতীয়মান সেই বৎসরক্ষণচতুর শিশুগণ ঐ ঘটনার সবকিছু আনুপূর্বিক বলে গেলেন।

১৫৬। অতঃপর ঘোষরাজের দক্ষিণহাতের ইশারায় আদিষ্ট রাজোচিত পরিচ্ছদ হাতে অপেক্ষমান পরিচারকসমূহের দ্বারা সেবিত, 'আকাশে প্রজ্জ্বলিত সূর্যের রশ্মিধারাপাত নিষ্পাপ সুশীল বাছা আমার কি করে শিরীষ কোমল দেহে তাঁর সহ্য করল' এ-রূপ শঙ্কিতা-নিরতিশয় পুত্রবৎসলা মায়ের হাতে মার্জিত সকলাঙ্গ, চারুচরিত, চারুনয়ন, প্রভূত নীতিবান্ পুত্রকে ঘোষরাজ বিশ্রামের জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

১৫৭। গতবতি ভবন-মধ্য-মধ্যবসায়-সহস্রৈরপ্যনধিগম্য-ভাবলীলেহবলীলেহিত-যোগীন্দ্র-বৃন্দদুষ্কর-করণে ভগবতি ব্রজপুরপুরন্দরোঽদরোৎসাহসাহসিক্যবশো মহিষ্যা সমং মন্ত্রয়ামাস ॥

১৫৮। 'অয়ি শ্রীকৃষ্ণজননি! পরিচারকাদিপরিচ্ছদ ইব কৃষ্ণস্য পৃথগাবাসোঽপি কারয়িতুমর্হঃ।' সহসা হসন্তী সাঽঽহ—'সন্তীহ কতি দিবসা অস্য জাতস্য, নাধুনানেন ধুনানেন সকলাঙ্গতাপং শূন্যোৎসঙ্গয়া ময়া ভবিতুং শক্যতে ॥'

১৫৯। স চোবাচ বাচমতিকোমলামমলাম্—অয়ি ন জানাসি নাসি বিজ্ঞাঽবিজ্ঞানামিদমপি কিঞ্চিদভিমানসুখম্, যদপত্যে জাতমাত্র এব তদ্বৈভব-ভবনায় প্রমোদন্তে সম্পন্না হি পিতরঃ। সুখবিশেষ এবায়ম্, কথমত্র শূন্যোৎসঙ্গয়া ভবিতব্যং ভবত্যা' ইতি স্মিতপূর্বং তূষ্ণীকয়া তয়া কৃতানুমোদনো মোদ-নোন্নুত্থমানমানসস্তদপরেদ্যুরারভ্য কৃষ্ণার্থং পৃথগেবাত্মপুরসদৃশমাত্মপুরলগ্নমেব পুরং কারয়ামাস ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৌমারলীলালতাবিস্তারে বৎসক-বকাঘাসুরবধ-পুলিনভোজন-
ব্রহ্মমোহনো নাম সপ্তমঃ স্তবকঃ ॥৭॥

১৫৭। কীদৃশে? অবলীলয়ৈব ঈহিতং কৃতং যোগীন্দ্রবৃন্দৈরপি দুষ্করং করণং কর্ম ব্রহ্মমোহনাদিলক্ষণং যেন তস্মিন্; অদরেণ অনল্পেন উৎসাহেন সাহসিক্যং সহসা প্রবর্ত্তনং তদ্বশঃ ॥

১৫৮। সা যশোদা আহ। কীদৃশী? সহসা হসন্তী, প্রশ্নস্যাত্যন্তাযোগ্যত্বমননেন কৃতহাসা। অস্য কৃষ্ণস্য জাতস্য সতঃ কতি দিবসাঃ সন্তি তে স্বয়ং গণ্যন্তামিত্যপেক্ষিতস্য শেষস্যানুক্তিরপর্যালোচিতচিকীর্ষিতে ত্বয়ি কিং প্রত্যুত্তরয়িতব্যমিতি ব্যজ্যমানার্থপোষিকা। অনেন শ্রীকৃষ্ণেন, অধুনা ইদানীমেব, ধুনানেন দূরীকুর্বতা, শূন্যোৎসঙ্গা শূন্যক্রোড়য়া ॥

১৫৭। অবহেলায় কৃত ভবলীলা যাঁর সহস্র সহস্র অধ্যবসায়ে অনধিগম্য সেই যোগীন্দ্রবৃন্দ-দুষ্কর কর্মকর্তা ভগবান্ ভবনমধ্যে চলে গেলে ব্রজপুরপুরন্দর সহসা কোন কিছু প্রবর্তনের অত্যুৎসাহ-বিবশতায় মহিষীর সঙ্গে পরামর্শ করতে লাগলেন।

১৫৮। 'অয়ি কৃষ্ণজননী, পরিচারক-পরিচ্ছদাদিবৎ পৃথক্ একটি আবাসও কৃষ্ণের জন্য ঠিক করে দেওয়া উচিত'—এ-কথায় সহসা হেসে উঠে কৃষ্ণজননী বললেন—'এর ক'দিন হয় আর জন্ম হয়েছে বলুন তো, এখনও কি এ আমার সকল অঙ্গতাপ দূর করে না তাঁর সুখস্পর্শে, আমি একে কোল থেকে ছেরে দিয়ে শূন্য কোলে থাকতে পারবো না।'

১৫৯। এর উত্তরে নন্দবাবা অতি কোমল অমল বাক্যে বললেন—'ওহে তুমি বুঝতে পারছ না রাণী, তুমি অজ্ঞান দেখছি, কিছু বুঝেসুঝে নয়, অজান্তে এমনই একটা অভিমান-সুখের উদয় হয় কখনও কখনও—যেহেতু অপত্যের জন্মমাত্রেই সম্পন্ন পিতাদের মনে বৈভববিস্তারের জন্য সখ হয়। এ একটা সুখবিশেষ, এতে কি করে তুমি শূন্যক্রোড়া হবে।' এ-কথায় যশোদারাণী মৌন ধরে

১৫৯। সম্পন্নাঃ ধনাদিমন্তঃ, তূষ্ণীকয়া মৌনবত্যা। কৃতনুমোদন ইতি 'মৌনং সম্মতিলক্ষণম্' ইত্যুক্তেঃ। মোদেন নোন্নুন্থমানমতিশয়েন প্রের্যমানং মানসং যস্ত সঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং সপ্তমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৭॥

থাকলেন। 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' বুঝে আনন্দোচ্ছল মনে তার পরের দিনই আরম্ভ করে দিয়ে কৃষ্ণের জন্য পৃথক্ একটি নিজের পুরের সদৃশ নিজপুর-সংলগ্ন একটি পুর নির্মাণ করে দিলেন নন্দবাবা।

= শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৌমারলীলাবিস্তারে বৎসকবকাঘাসুরবধ-পুলিনভোজন-
ব্রহ্মমোহন নামক সপ্তম স্তবক =

অষ্টমঃ স্তবকঃ

১। অথ কৌমারলীলাং তিরোধাপ্য ক্রমানুরোধাপ্যক্রমানুত্তমবয়োঽবস্থাবস্থান-স্বীকারেণাবির্ভাবিতপৌগণ্ডো গণ্ডোড্ডমরতারতামন্দহসিতাসবঃ স বনে বিস্মৃতধূলিখেলোঽলিখেলোড্ডমরকুসুমকন্দুকখেলাপরোঽপরোক্ষঘনরসো রসোৎসবকরোঽবকরোজ্ঝিতনিখিলগুণৈঃ সহ সহচরৈর্বৎসরক্ষণক্ষণমপহায় হায়নাতীত ধেনুপালনলীলালীলাবণ্যমুরীচকার ॥

২। এবমস্য পৌগণ্ডে বয়সি কৈশোরপ্রাগ্‌ভাব ইব ক্রমবিরলায়মাণতারল্যতয়া প্রথমারব্ধগাম্ভীর্য্য-

---

অষ্টমঃ স্তবকঃ

অথ পৌগণ্ডকৈশোরলীলে যুগপদুদ্গাতে। কৃষ্ণস্য গুরুভিঃ কান্তাবর্গৈরাস্বাদিতে ক্রমাৎ ॥
পূর্বরাগো ব্রজস্ত্রীণাং কৃষ্ণজন্মতিথৌ মহান্। উৎসবঃ কন্দুকক্রীড়া ধেনুকস্য বধোঽষ্টমে ॥

১। ক্রমানুরোধেন আপ্যঃ প্রাপ্যো যঃ ক্রমঃ পরিপাটী ;—"ক্রমঃ শক্তৌ পরিপাট্যাম্" ইতি বিশ্বঃ, তেনানুত্তমায়া অত্যুত্তমায়া বয়োঽবস্থায়া অবস্থিতি-স্বীকারেণাবির্ভাবিতং পৌগণ্ডং যেন সঃ। গণ্ডয়োঃ কপোলয়োরুড্ডমরতা উন্নতিস্তস্যামারতমমন্দহসিতমেব আসবো মধু যত্র সঃ। স শ্রীকৃষ্ণঃ অলীনাং ভ্রমরাণাং খেলয়া উড্ডমরৈরুন্নতৈঃ কুসুমৈরেব কন্দুকং তৎখেলাপরঃ। রসায়াঃ পৃথিব্যা উৎসবকরঃ; অবকরো মালিন্যম্; হায়নাতীতো হায়নান্ সংবৎসরপরিবৎসরেদাবৎসরানুবৎসর-বৎসরান্ পঞ্চ অতীতঃ ষড়্‌বৎসরবয়াঃ। ঐশ্বর্যপক্ষেঽপি কালাতীতঃ লীলানামালী শ্রেণী তস্যা লাবণ্যম্ ॥

অষ্টম স্তবক

কৈশোর লীলায় পূর্বরাগ ঃ

কৃষ্ণের পৌগণ্ড-কৈশোর অবস্থা বর্ণন ঃ

১। (অতঃপর পৌগণ্ড ও কৈশোরলীলা যুগপৎ প্রকট হলে শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ এবং কান্তাগণ নিজনিজ ভাবানুসারে আস্বাদন করতে থাকলে—এই অষ্টম স্তবকে যথাক্রমে ব্রজস্ত্রীগণের পূর্বরাগ মহান্ কৃষ্ণজন্মতিথি-উৎসব, কন্দুক ক্রীড়া, ধেনুকবধলীলা বর্ণিত হয়েছে।)

শ্রীব্রহ্মমোহনলীলার পর কৌমারলীলার তিরোধান ঘটিয়ে ক্রমানুরোধে প্রাপ্য পরিপাটি অনুসারে অতি উত্তম বয়সে স্থিতি স্বীকার করে পৌগণ্ডবয়সের (৫-১১ বৎসর) আবির্ভাব ঘটালেন ইচ্ছাময় শ্রীকৃষ্ণ—ফুলো ফুলো গাল দুটো তাঁর মন্দ হাসির স্পর্শে মধুর হয়ে উঠল, বনে বনে ধূলিখেলা ভুলে ভ্রমর-গুঞ্জিত উৎফুল্লিত কুসুম-কন্দুকখেলায় তৎপর হয়ে উঠলেন তিনি, অপরোক্ষ ঘনরসরূপ ষষ্ঠবর্ষে উপনীত শ্রীকৃষ্ণ জগতের আনন্দস্বরূপ নিখিল নির্মল গুণাধার সখাগণের সহিত বৎসরক্ষণোৎসব ছেরে দিয়ে ধেনুপালন-লীলাপ্রবাহলাবণ্য স্বীকার করলেন।

স্বাধ্যায়মিব গমনম্, শৈশবদশাসহচরীবিরহেণ মলিনমুখীভাবমনুসরন্তীব লোমলতিকা, ক্ব গতমস্য বাল্যচাপল্যমিতি সুহৃদ্বিচ্ছেদেনেব ক্রমক্ষীয়মাণমবলগ্নম্, ক্ব গতমস্য শৈশবতারল্যমিতি তদনুসন্ধানধুরন্ধরতয়েব চাপল্যমভ্যস্যন্তী এব নয়নকমলে, সুকবিকাব্যমিব অস্থানস্থপদাদিদূষণরহিতমুদিতম্, কিং বহুনা? অধিমধুদিনমনুপর্বকর্বুরিত-নবাঙ্কুরকন্দলদলদ্রামণীয়ক-নবতমালকড়ম্ববিড়ম্বকম্, প্রত্যঙ্গরঙ্গিতরঙ্গি-বিশেষমাধুরীধুরীণমন্তরুৎপদ্যমান-মধুপরাগমধুপরাগভাগভিনবকুড্‌মলীভাবভাবহিতং কুসুমমিব অপাকনিষ্কষায়মৃদুমধুরলুলিতং শ্যামলতালতায়াঃ কিমপি ফলমিব, স্বয়মেব রত্নান্তরেণ পরিবর্ত্তিত-বিশিষ্টরত্নান্তরায়মাণৈরিব লাবণ্যবিশেষৈরুপচীয়মানম্, মদমুদিত-মাতঙ্গকুলমিব সদানবাপীনবক্ষোভং বক্ষোভঙ্গিমসঙ্গিমধুরিমাংসমাংসলতাভ্যাং তদপ্যন্তদিব প্রতিভাসমানমসমানমঞ্জুলমখিললোকলোচনচমৎকারকারণং বপুরপূর্বমিব তদা তদাসীৎ ॥

২। বালচাপল্যং বালৈঃ সহ চাপল্যং ধাবন-কূর্দনাদ্যুপযোগি। পদাদীত্যাদি-শব্দাৎ পদৈকদেশঃ, উদিতং বাক্যম্। তদা তস্য তদপি বপুরপূর্বমিবাসীদিত্যন্বয়ঃ। কীদৃশম্? অধিমধুদিনং বসন্তদিবসেষু, অনুপর্ব পর্বণি পর্বণি, প্রতিগ্রন্থি ইত্যর্থঃ। কর্বুরিতৈঃ কির্ম্মিরায়িতৈর্নবাঙ্কুরকন্দলৈর্দলৎ প্রস্ফুটৎ রামণীয়কং রামণীয়ত্বং যস্য সঃ তথাভূতস্য নবতমালকড়ম্বস্য বিড়ম্বকং স্বরোমাবল্যাদ্যুদ্গমশোভয়া তিরস্কারকম্। প্রত্যঙ্গম্ অঙ্গস্যাঙ্গস্য, রঙ্গী রঙ্গসূচকো যস্তরঙ্গিতবিশেষস্তেন যা মাধুরী তস্যা ধুরীণং বহনসমর্থম্। তরঙ্গিতেতি ক্যঙন্তাৎ ক্বিবন্তাদ্ ভাবে নিষ্ঠা; পৌগণ্ডভাক্‌ত্বেঽপি অন্তর্গত-কৈশোর-ধর্ম-

---

২। এইরূপে পৌগণ্ড বয়সের আগমনে শ্রীকৃষ্ণের দেহের কৈশোর-পূর্ববর্তী ভাবসূচক পরিবর্তনের কথা বলা হচ্ছে—বাল্যচাপল্য ক্রমে ক্রমে বিরল হয়ে এলো, আর এহেতু গমনভঙ্গী হয়ে এলো প্রথমারব্ধ পাঠের মতো মন্থর, শৈশবদশা সহচরীর বিরহে যেন লোমলতিকা কালোমুখী-ভাবের অনুসরণে কালো হয়ে এলো, 'কই গেল এর বালচাপল্য' এরূপ সুহৃদ্বিচ্ছেদেই যেন কটিতট ক্রমে ক্ষীণ হয়ে এলো, 'কই গেল এর শৈশব-তারল্য' এভাবে তদনুসন্ধান ধুরন্ধরতা হেতুই যেন নয়নকমল হয়ে এলো চাপল্য অভ্যাসরত, সুকবির কাব্যের মতো অনুপযুক্ত স্থানে পদপ্রয়োগাদি-দোষরহিত বাক্‌চাতুরীর উদয় দেখা যেতে লাগলো, আর অধিক বলবার কি আছে—বসন্তকালে প্রতি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে নব অঙ্কুরিত বিবিধবর্ণের পত্রচয়ে রমণীয় নব তমাল অঙ্কুরকে তিরস্কৃত করে দিতে লাগলো এঁর অঙ্গের সৌন্দর্য, প্রত্যেক অঙ্গের রঙ্গসূচক তরঙ্গবিশেষের মাধুরী ধারণে সমর্থ হয়ে উঠল দেহ, অন্তরে উৎপদ্যমান মধু ও পরাগের দ্বারা ভ্রমরের অনুরাগ জনয়িতৃ-অভিনব নবীন কলিকাভাবের কান্তিতে উজ্জ্বল কুসুমসদৃশ হয়ে এলো তাঁর দেহ, অপক্ক-কষায়দশাতিক্রান্ত-কোমল-সুস্বাদু-লোভনীয় শ্যামল লতার কোনও অনির্বচনীয় ফলসদৃশ হয়ে এলো তাঁর দেহ, তাঁর বাল্যলাবণ্য নিজে নিজেই অবস্থান্তর দশা প্রাপ্ত হল। বিশিষ্টরত্নান্তরের মতো অর্থাৎ কৈশোরবর্তী লাবণ্যের মতো আচরণকারী লাবণ্যবিশেষের প্রবাহে দেহটি তাঁর ভরে উঠল কানায় কানায়, মদমুদিত মাতঙ্গকুল যেমন 'স দান-বাপি-নব-ক্ষোভং' অর্থাৎ নব স্রাবিত প্রচুর হস্তিমদজল সমন্বিত তেমনই শ্রীকৃষ্ণের বপু হয়ে উঠল 'সদা-নব-অপীন-বক্ষো-ভং' অর্থাৎ সদা নবীন প্রসস্ত বক্ষস্থলের কান্তিতে এবং লম্পটতা সূচক ভাবে প্রোজ্জ্বল বক্ষ-মধুরিমা বিশিষ্ট।

৩। এবমবসরে ভগবদুপমাসপক্ষা মাসপক্ষান্তরং ভগবদবতারস্য যা অনুধরণি ধরণিধরেন্দ্রদুহিতৃ-সুন্দরতাদরতাকারিণ্যো ভগবতঃ প্রিয়তমা যতমানাস্তস্যৈব নিত্যসঙ্গিত্বেঽঙ্গিত্বে চ প্রথমরসস্য রসস্যন্দরূপা অবতেরুঃ ॥

৪। তাসামপি কৌমারাপগমে ঋজূভূয় বর্দ্ধিতা মঞ্জরীব তিরশ্চীনা দৃষ্টিঃ, হেমন্তদিনমিব ক্রম-হীয়মানং হসিতম্, কাব্যগুণবিশেষ ইব বাক্যার্থেঽপি পদমাত্রপ্রয়োগো ব্যাহারঃ, বলীকপ্রান্তনিঃস্যন্দী

সূচকত্বে দৃষ্টান্তঃ—অন্তরুৎপদ্যমানাভ্যাং মধুপরাগাভ্যাং মকরন্দধূলিভ্যাং মধুপস্য ভ্রমরস্য রাগং ভজতে তথাভূতঞ্চ, অভিনবস্য কুড্‌মলীভাবস্য ভা কান্তিস্তত্রাবহিতং সাবধানম্। দার্ষ্টান্তিকপক্ষে মধু রমণাভিলাষঃ; পরাগস্তদুচিত-ধীর-লালিত্যোপযোগিনী চেষ্টা; মধুপোঽত্রানঙ্গঃ। উৎপদ্যমানেতি বর্ত্তমানকালত্বং ক্ষণক্ষণবৃদ্ধিসূচকম্। ননু তথাপি প্রকট-পৌগণ্ডমাত্রকত্বে তস্য কথং শৃঙ্গারিত্বেন সৌরস্যম্? তত্রাহ—অপাকসম্প্রাপ্তপাকম্; কিঞ্চ, নিষ্কষায়ং কষায়দশামতিক্রান্তম্, মৃদু কোমলম্, মধুরং সুস্বাদু, লুলিতং লোভ্যম্, কিমপ্যনির্বাচ্যং ফলমিতি। তেন প্রথমপৌগণ্ডেঽপ্যস্যাতিতেজস্বিত্বাৎ পৌগণ্ডশেষং প্রাপ্তমিব প্রথমকৈশোরং স্পৃষ্টবদিব বপুরভূদিত্যর্থঃ।

তদেব স্পষ্টয়তি—রত্নান্তরেণ বাল্যসম্বন্ধি লাবণ্যেন পরিবর্তিতং বিশিষ্টরত্নান্তরং কৈশোরবর্তি-লাবণ্যং তদ্বদাচরদ্ভিঃ। দানবাপ্যা সূচিতো যো নবঃ ক্ষোভস্তেন সহ বর্ত্তমানম্;—"বাপী তু দীর্ঘিকা" ইত্যমরঃ। পক্ষে—সদা নবা নবীনা আপীনস্য বক্ষসো ভা যত্র তৎ! বক্ষসি ভঙ্গিমসঙ্গী লম্পটতাসঞ্জকো যো মধুরিমা, অংসয়োঃ স্কন্ধয়োর্মাংসলতা চ তাভ্যাম্;—"ভঙ্গো ধূর্ত্যাটবিড্‌গয়োঃ" ইতি বিশ্বঃ। ভঙ্গস্য ভাবো ভঙ্গিমা বিড্‌গত্বম্ ॥

৩। ভগবদুপমানানাং নীলমণি-মেঘ-নীলোৎপলাদীনাং সপক্ষাঃ কনকবিদ্যুচ্চম্পকাদয়ো রূপকাত্ত্বর্থং বর্ত্তন্তে যাসু তা ধরণিধরেন্দ্র-দুহিতুঃ পার্বত্যা অপি সুন্দরতায়াঃ সৌন্দর্যস্য দরতাকারিণ্যোঽল্পতাকারিণ্যঃ, প্রিয়তমাঃ শ্রীরাধিকাদ্যা-স্তস্যৈব ভগবতো নিত্যসঙ্গিত্বে যতমানাঃ ক্রিয়মাণযত্নাঃ প্রথমরসস্য শৃঙ্গাররসস্যাঙ্গিত্বে মুখ্যত্বে নিমিত্তে চ যতমানাস্তাসাং তাদৃশীশ্চেষ্টা বিনা তস্য মুখ্যত্বমেব মহাত্মভিরনাদৃতং স্যাদিতি। যথোক্তম্—'হরিরেষ ন চেদবাতরিষ্য-,ন্মথুরায়াং মধুরাক্ষী রাধিকা চ। অভবিষ্যদিয়ং বৃথা বিসৃষ্টি-,র্মকরাঙ্কস্য বিশেষতস্তদাত্র ॥' ইতি ॥

৪। কাব্যগুণেতি; তথা চোক্তম্—"পদার্থে বাক্যরচনং বাক্যার্থে চ পদাভিধা" ইতি। পদমাত্রেতি, ন তু বাল্য-

---

এই মধুরিমা আর স্কন্ধের মাংসলতা এ-দুয়ের দ্বারা অন্যপ্রকার অর্থাৎ প্রথমকৈশোরস্পর্শী বপুর মতো প্রতিভাত হতে থাকল তাঁর দেহ, এই অসামান্য সুন্দর অখিল লোকলোচনচমৎকারকারী তাঁর বপু তখন অপূর্বের মতোই দেখা যাচ্ছিল। (অতি তেজস্বিতাহেতু প্রথম-পৌগণ্ডেই যেন পৌগণ্ডশেষের অবস্থা এসে গেল, তাই তাঁর বপুও হয়ে উঠল প্রথম কৈশোর-স্পর্শী বপুর মতো।

শ্রীরাধাদি গোপীগণের পৌগণ্ড-কৈশোরাবস্থা বর্ণন ঃ

৩। শ্রীকৃষ্ণ যেমন নীলমণি-মেঘ ইত্যাদির উপমেয় তেমনই কনক-বিদ্যুৎ ইত্যাদির উপমেয়া, হিমালয় কন্যা পার্বতীর সৌন্দর্যকে তুচ্ছকারিণী. শ্রীকৃষ্ণের নিত্য সঙ্গিত্বে তথা শৃঙ্গাররসের মুখ্যত্ব-স্থাপনে যত্নমানা, রসনির্ঝরিণীরূপা, কৃষ্ণপ্রিয়তমা শ্রীরাধাদি গোপীগণ ইতিমধ্যে কেঁউ কেঁউ কৃষ্ণাবতারের একমাস কেঁউ কেঁউ একপক্ষকাল পর ভূতলে অবতীর্ণ হলেন।

৪। এঁদের বাল্যাবস্থার অপগমে লতামঞ্জরীর মতো সরলভাবে বর্দ্ধিতা দৃষ্টি ক্রমশঃ বক্রতা

নির্বৃষ্টজলধরজলবিন্দুসন্দোহ ইব ক্রমমন্দমন্দশ্চরণবিহারঃ, দীনলব্ধমহারত্নমিব জনলোকনসঙ্কোচাচ্ছন্নং বক্ষঃ, অর্ঘপাত্রমিব অবগুণ্ঠনমুদ্রয়াবগুণ্ঠিতমুত্তমাঙ্গম্, অন্তর্বর্ত্তিরত্নশলাকং মৃণালশকলমিব কৌমারাপগমেন নিষ্কৃষ্টমপি কয়াপি দেবতয়েব জুষ্টং মানসম্, কৌমারপরিচিতানপরিচিতানিব বিষয়ান্ কুর্বাণং জ্ঞানম্, আরুণ্যং করতলয়োঃ, পীযূষরশ্মিতা বদনবিম্বে, অঙ্গারকতা অনঙ্গে, সৌম্যতা দৃঙ্নিপাতে, গুরুতা শ্রোণৌ, কাব্যতা বচনে, শনৈশ্চরতা চরণয়োঃ, তমস্তা কেশপাশে, কেতুত্বং গুণগণেষ্বিতি নবৈব গ্রহা আশ্রয়মিব চক্রুঃ ॥

বদিদানীমপি বচনপ্রাচুর্যমিত্যর্থঃ। যথা 'সুন্দরি ! কমবলোকসে' ইতি সখ্যা পৃষ্টা সুস্নিগ্ধনীরদং সস্পৃহমীক্ষমাণা কাচিত্তাং প্রত্যাহ—আসেচনকমিতি ;—"তদাসেচনকং তৃপ্তের্নাস্ত্যন্তো যস্য দর্শনাৎ" ইত্যমরঃ। এবমেব বাক্যার্থেষু অভিসারিকা কাকুদ ইত্যাদিপদমাত্রপ্রয়োগো জ্ঞেয়ঃ। বলীকং ছদিঃ প্রান্তদেশঃ, তস্যাপি প্রান্তাৎ, নিঃস্যন্দী ক্ষরণশীলঃ। নির্বৃষ্টো বৃষ্টিং কৃত্বা বিরতো জলধরো মেঘো যস্য তথাভূতো জলবিন্দুসমূহ ইব। জনলোকনসঙ্কোচেনৈবাচ্ছন্নম্, ন তু বস্ত্রাচ্ছন্নমপি কর্ত্তুং শক্যত ইতি ভাবঃ। তথাত্বে আত্মনো যুবতিত্বখ্যাপনে লজ্জাপাতাৎ, উত্তমাঙ্গং শিরঃ; "উত্তমাঙ্গং শিরঃ শীর্ষম্" ইত্যমরঃ ; অন্তর্বর্তিনী রত্নশলাকা যস্য তথাভূতং মৃণালখণ্ডমিব, মানসমিতি মনসো বাল্যসূচকং সারল্যং প্রকটং লক্ষ্যমাণমপি যৌবনস্পর্শেনাসারল্যগর্ভং জাতমিত্যর্থঃ। কৌমারস্যাপগমে বিরামে বিষয়েন নিষ্কৃষ্টমপি নিষ্কর্ষংপ্রাপ্তমপি, সন্দিগ্ধমপীতি যাবৎ। কয়াপি কামোন্মাদাঙ্কুররূপয়া কৌমারে পরিচিতান্ রথ্যাধূলিক্রীড়িতাদীন্ বিষয়ান্ অপরিচিতানিব কুর্বাণং জ্ঞানম্। অনুভাবশোভাসম্পত্তিং বর্ণয়িত্বা তৎকালিকীমঙ্গশোভাসমৃদ্ধিমপি বর্ণয়তি। আরুণ্যং রক্তিমা, পক্ষে, অরুণঃ সূর্যস্তস্য ভাব আরুণ্যম্। পীযূষমমৃতং তদিব সুরসা রশ্ময়ো যত্র তত্তা ; পক্ষে, পীযূষরশ্মিশ্চন্দ্রঃ ; অঙ্গানি ইয়তি প্রাপ্নোতীতি 'ঋ গতৌ' ইত্যস্মাৎ ণ্বুলি অঙ্গারকঃ ; পক্ষে, মঙ্গলগ্রহঃ। সৌম্যতেতি "সৌম্যো বুধে মনোজ্ঞে স্যাদগ্রে

প্রাপ্ত হতে লাগল, মুখের হাসি হেমন্ত দিনের মতো ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসতে লাগল, মুখের কথা কাব্যগুণবিশেষের মতো বাক্যার্থও পদমাত্রপ্রয়োগে সংক্ষিপ্ত হতে লাগল—('হে সুন্দরি, ঐ দিকে চেয়ে কি দেখছ'—এর উত্তরে শুধু পদমাত্রপ্রয়োগ হল 'আসেচনক' অর্থাৎ যাঁর দর্শনে তৃপ্তি হয় না তাঁকে দেখছি), বিরমিত বৃষ্টির জলবিন্দুচয়ের ছাদপ্রান্তদেশ থেকে মন্দমন্দ চ্যুতির মতো ক্রমশঃ মন্দমন্দ হয়ে এল চরণবিহার, দীনলব্ধমহারত্নের মতো লব্ধ বক্ষদেশের আচ্ছাদন হল শুধু অন্যদৃষ্টিপাত জনিত সঙ্কোচ, শুধু অবগুণ্ঠনমুদ্রাতেই অবগুণ্ঠিত হতে থাকল শিরোদেশ, এঁদের মনের অবস্থা হল অন্তর্বর্তিনী রত্নশলাকাযুক্ত কোমল সরল মৃণালখণ্ডের মতো যার বাইরে প্রকাশ থাকল বাল্যসূচক সরলতা আর ভিতরে উদয় হল যৌবন-স্পর্শের বক্রতা—কৌমার অবস্থার বিরামে মন সন্দেহপ্রবণ হয়ে উঠলেও কামোন্মাদ-অঙ্কুররূপা কোনও দেবতাদ্বারা সেবিত হতে থাকল, কৌমার অবস্থার পরিচিত ধূলিখেলাদি অপরিচিতের মতো মনে হতে লাগল,—করতলের অরুণতা (পক্ষে সূর্য্য), বদনবিম্বে অমৃতকিরণ-আভা (পক্ষে চন্দ্র), কাম বিষয়ে দেহ-প্রাপকতা (পক্ষে মঙ্গল), দৃষ্টি নিক্ষেপে সৌম্যতা (পক্ষে বুধ), শ্রোণিতে স্থূলতা (পক্ষে বৃহস্পতি), বচনে কাব্যতা (পক্ষে শুক্র), চরণে মন্থরতা (পক্ষে শনি), কেশপাশে তামসতা (পক্ষে রাহু), গুণগণে কেতুতা (পক্ষে কেতু)—এরূপ নবগ্রহ এঁদের দেহকে আশ্রয় করল।

৫। কিঞ্চ, চরণচাঞ্চল্যং নয়নেন, মধ্যগৌরবং শ্রোণীভারেণ, জ্ঞানতানবমুদরেণ, বচনপ্রাচুর্য্যং মাধুর্য্যেণ হৃতমিতি শৈশবাধিকারে নশ্যতি সত্যঙ্গাদীনাং পরগুণবিশেষলুণ্টাকতাসীৎ ॥

৬। কিঞ্চ, অণিমা মধ্যমে, মহিমা শ্রোণিভারে, লঘিমা বচসি, প্রাপ্তিরপত্রপায়াম্, কামাবসায়িতা মনসি, ঈশিতা লাবণ্যে, বশিতা নয়নকোণয়োঃ, প্রাকাম্যং মাধুর্য্য ইতি সিদ্ধয়োঽপি তদা তাসু প্রাদুরাসন্ ॥

৭। যেন খলু সুরভীকৃতমিব ব্রজনগরম্, রঞ্জিতমিব সকলমেব ভুবনম্, সংপাদিতমিব কুসুমধন্বনো জনুষঃ সাফল্যম্, শোধিত ইব শৃঙ্গারাখ্যো রসঃ, মার্জিতা ইব সর্বে ভাবাঃ সরসীকৃতমিব লীলাবিলসিতং শ্রীকৃষ্ণস্য, কৃতার্থীকৃতমিব কবিকুলবাঙ্‌নির্মাণম্, যেন চ তাসামপি উৎকলিকা উৎকলিকা, মনোভূর্মনোভূঃ,

---

সৌমদৈবতে" ইতি বিশ্বঃ। শনৈঃ শনৈশ্চলত ইতি শনৈশ্চরৌ চরণৌ ; পক্ষে, শনৈশ্চরো মন্দঃ। তমোঽন্ধকারো রাহুশ্চ, কেতুঃ পতাকা, তন্নামা গ্রহশ্চ। অত্রাঙ্গপক্ষে তমস্তা কেতুত্বমিত্যেতদ্দ্বয়মাচারার্থকক্কিবন্তোত্তরকর্তৃবাচকক্কিব্‌ভাব-প্রত্যয়েন সিদ্ধম্। অতএব কেতুত্বমিত্যত্র দ্বিতকারকসংযোগোঽস্তু বা, "অনচি চ" ইতি দ্বিত্বেন চ যদা ভবতি হি তাদ্ধর্ম্যাত্তাচ্ছব্দমিতি লক্ষণয়ৈব সুসংস্থিতিঃ অলমেতাবতা কষ্টেনেতি ॥

৫। তানবং কৃশতা ॥

৬। অণোর্ভাবঃ অণিমা কার্শ্যম্, মহতো ভাবো মহিমা স্থৌল্যম্ ; লঘিমা অল্পতা, কামাবসায়িতা কন্দর্পব্যবসায়ঃ, ঈশিতা ঐশ্বর্য্যম্, বশিতা বশীকরণম্, প্রাকাম্যং পরিপূর্ণতা ॥

৭। যেনেত্যাদিনা তাসাং স কোঽপি হৃদ্বিকারঃ সমজনীত্যনেনান্বয়ঃ। উৎকলিকা উৎকণ্ঠা ; কীদৃশী ? উদ্গতা কলিকৈব যস্যাস্তথাভূতা, অবহিঃপ্রকাশিতগুণেত্যর্থঃ। মনোভূঃ কন্দর্পঃ। কীদৃশঃ ? মনোভূর্মনস্যেব ভবতি ন বহিঃ-প্রকাশিতব্যাপার ইত্যর্থঃ। মনোরথঃ শ্যামসুন্দরেণ সহ রংস্যামহে ইত্যেবংলক্ষণঃ। মন এব রথোঽধিকরণং যস্য সঃ। অত্র

৫। আরও, নয়নের দ্বারা চরণচাঞ্চল্য, শ্রোণিভারের দ্বারা কটিদেশের স্থূলতা, উদরের দ্বারা জ্ঞান-অল্পতা, মাধুর্যের দ্বারা বচন-প্রাচুর্যতা হৃত হল। এরূপে শৈশবাধিকার নষ্ট হয়ে গেলে অঙ্গাদিতে পরগুণবিশেষের লুণ্ঠকতা ধর্ম প্রকাশ পেল।

৬। আরও, কটিদেশে অণিমা, শ্রোণিভারে মহিমা, বাক্যে লঘিমা, লজ্জাতে প্রাপ্তি, মনে কন্দর্পব্যবসায়, লাবণ্যে ঈশিতা, নয়নকোণে বশীকরণ-বিদ্যা, মাধুর্যে পরিপূর্ণতা—এরূপ অষ্টসিদ্ধি সে সময় এঁদের ভিতর এসে প্রাদুর্ভূত হল।

৭। এঁদের মনে জন্ম নিল কোনও এক অনির্বচনীয় হৃদ্বিকার—যার দ্বারা সৌরভে যেন ভরে উঠল ব্রজনগর, রঞ্জিত যেন হয়ে উঠল সকলভুবন, সফলতা যেন প্রাপ্ত হল মদনের জন্ম, শোধিত যেন হল শৃঙ্গারাখ্য-রস, মার্জিত যেন হল সকল ভাব, সরসতা যেন প্রাপ্ত হল শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস, কৃতার্থতা যেন প্রাপ্ত হল কবিকুলের কাব্যরচনা। যার বেগে এঁদের উৎকণ্ঠা উপনীত হল কোরকদশায়, মনে মনে কন্দর্প ক্রীড়া করে বেড়াতে লাগল, মনোরথে চড়ে বেড়াতে লাগল শ্যামসুন্দরের সহিত বিলাসের স্পৃহা, কৃষ্ণপ্রীতি ধারণ করল অতি বিশাল রূপ, জনশঙ্কা পরিপূর্ণ হয়ে উঠল, বৈরাগ্য

মনোরথো মনোরথো, রতিরতিদ্রাঘীয়সী, ত্রপাত্র পারশূন্যা, সাধ্বসং সাধ্বসঙ্কোচমুচ্চৈররতিররতিগ্মা, অনুৎসাহোঽনুৎসাহো বৈমনস্যং বৈ মনস্যন্দুকপ্রায়ম্ ॥

৮। যশ্চ ষষ্টিকশালিরিব অন্তরে পরিপাকং ব্রজন্নপি ন বহির্বিকাশী, পরিজনৈরনুযোজ্যমানোঽপি নিহ্নূয়মানঃ রস ইব অশব্দবাচ্যঃ, মুখ্যার্থ ইব কদাপি ন লক্ষ্যঃ, নিরূঢ়-লক্ষ্যার্থ ইব অব্যঙ্গঃ, অন্তর্বিঘূর্ণ-মানোঽপি সুস্থিরঃ, উদ্বেগজনকোঽপ্যনুদ্বেগঃ, সন্নিপাতজ্বর ইব অস্থিসন্ধ্যাদি-বিমর্দ্দকরঃ, সততং তৃষ্ণা-জনকশ্চ, তাসাং স কোঽপি হৃদ্বিকারঃ সমজনি ॥

৯। যস্তু অবিপক্কমরসভাবিতং তাসামন্তরং বংশমিব ঘুণঃ সন্তরমেব নিকৃন্ততি ॥

১০। তস্মিন্ সতি লবলীফলপাণ্ডুরং কপোলতলম্, আতপশুষ্যমাণকিলয়মিবৌষ্ঠাধরম্, সাবশ্যায়-

---

ত্রপা লজ্জা, সাধ্বসং জনশঙ্কা সাধু যথা স্যাত্তথা ন বিদ্যতে সঙ্কোচোঽল্পতা যস্য তৎ, পরিপূর্ণমেবেত্যর্থঃ। অরতিরনিবৃত্তিঃ, অরং দ্রুতং তিগ্মা তীক্ষ্ণা; অনুৎসাহঃ কথম্ভূতঃ? নুদং খণ্ডনং ন সহত ইতি দুশ্চিকিৎস্য ইত্যর্থঃ। অসূর্য্যম্পশ্যা ইতিবৎ। যদ্বা, ন উৎসাহোঽনুৎসাহ ইতি নঞা পশ্চাৎ সম্বন্ধঃ। বৈমনস্যং দুর্মনস্কতা, বৈ নিশ্চিতং মনসি অন্দুকপ্রায়ম্;—"অন্দুকো নিগড়োঽস্ত্রিয়াম্" ইত্যমরঃ ॥

৮। ষষ্টিকশালিঃ ষাঠীতি খ্যাতং ধান্যম্; অনুযোজ্যমানঃ পৃচ্ছ্যমানঃ, "প্রশ্নোঽনুযোগঃ পৃচ্ছা চ" ইত্যমরঃ। অশব্দবাচ্যঃ শব্দেনাভিধাতুমশক্যঃ, রসস্যানুভবৈকগোচরত্বাৎ, তথাত্বে চারসত্বৈব স্যাদ্ দূষণঞ্চ। যথোক্তম্—"ব্যভিচারি-রসস্থায়িভাবানাং শব্দবাচ্যতা" ইতি। পক্ষে, তদ্বাচক-শব্দস্তাভির্ন প্রযুজ্যতে, মুখ্যার্থঃ সঙ্কেতিতঃ। যথা গঙ্গাদিশব্দানাং প্রবাহাদিলক্ষণোঽর্থঃ কদাপি ন লক্ষ্যঃ, লক্ষণাবৃত্তিগম্যো ন ভবতি। পক্ষে, অন্যৈর্দুস্তর্ক্যঃ। অব্যঙ্গ্যঃ, ন বিদ্যতে ব্যঙ্গ্যং যত্র সঃ। কুশলো মণ্ডপ ইত্যাদৌ; পক্ষে, তাভির্ব্যঞ্জনয়াপি ন প্রকাশ্যঃ। ন বিদ্যতে নুৎ খণ্ডনং যস্য তথাভূতো বেগো যস্য সঃ, অনুদ্বেগঃ—অখণ্ড্যবেগ ইত্যর্থঃ। তৃষ্ণা পিপাসা সম্ভোগেচ্ছা চ ॥

৯। যস্তু ইতি—তুকারঃ পূর্বতো ভিন্নক্রমার্থঃ। তাদৃশমন্তরং প্রতি তস্য ঘুণসাধর্ম্যং তু স্বরূপলক্ষণমিতি জ্ঞাপনায় ॥

দ্রুত তীব্রতা ধারণ করল, নিরুৎসাহতা দুশ্চিকিৎস্য ও অন্যমনস্কতা প্রায় নিশ্চিতরূপে মনের শৃঙ্খল হয়ে দাঁড়াল।

৮। (এঁদের হৃদ্বিকারের কথা বলা হচ্ছে—)

যা ষাঠী ধান্যের মতো ভিতরটা পরিপক্ক দশায় পৌঁছে গেলেও বাইরে অপ্রকাশিত, পরিজনের দ্বারা জিজ্ঞাসিত হয়েও লুক্কায়িত রসের মতো শব্দে অবাচ্য, শব্দের মুখ্যার্থ যেমন লক্ষণাবৃত্তিতে অগম্য তেমনই অন্যের দুস্তর্ক, অভিধা বৃত্তিতে তো নয়ই লক্ষণাতেও অপ্রকাশ্য, ভিতরে ওলট-পালটকারী হয়েও সুস্থির, উদ্বেগজনক হয়েও অখণ্ড বেগবান, সন্নিপাত জ্বরের মতো অস্থি-সন্ধ্যাদি বিমর্দক, সতত তৃষ্ণা-জনক সেই কোনও এক অনির্বচনীয় হৃদ্বিকার জন্মাল এঁদের।

৯। (দ্বিতীয় শ্রেণীর পূর্বরাগবতী—)যাঁদের অন্তর তখনও পরিপক্কদশায় পৌঁছায়নি, রসে ভাবিত হয়নি তাঁদের অন্তরদেশটি কাঁচা নিরস বাশে ঘুণের মতো নিরন্তর কাটতে লাগল এই হৃদ্বিকার।

১০। এরূপ হলে পূর্বরাগ দশার লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগল এঁদের মধ্যে—গণ্ডদেশ হয়ে উঠল

নীলনলিনদলমিব নয়নযুগলম্, নিদাঘদিনমিব দীর্ঘোষ্ণং শ্বসিতম্, অজ্ঞজনহৃদয়মিব অন্তঃ-শূন্যমবলোকনম্, আত্মারামপ্রস্থানমিব উদ্দেশ্যশূন্যং পদবিহরণম্, গ্রহগ্রস্তদশাপন্ন-জনচরিতমিব অনবস্থিতং বচনম্, নির্বিণ্ণ-জনশীলমিব গৃহাদিকার্যপরাঙ্মুখমবিপক্ব-ব্যবসিতমিতি স্থিতে সহজবর্ত্তী জবর্ত্তীয়ো গৃহাদিষু তাসাং ভগবতি ভাবো ভা-বোধ্যতয়া নব ইব লক্ষ্যমাণো বক্ষ্যমাণো যদা নাভূৎ, তদাঽতুঃ সহচর্য্যো তুঃসহচর্য্যোপচারসঞ্চারসময়ে তত্তদ্ধৃদয়জ্ঞতয়া জ্ঞতয়া চ তমবগম্যাপি বিশেষাবগতয়ে গতয়েব ধিয়া শ্রীকৃষ্ণস্য তনুমহসঃ সাদৃশ্যং দৃশ্যং বহন্তি নবেন্দ্রমণিময়ালঙ্করণান্যলঙ্ককরণাঽন্যথাভাবকারীণি সুরঞ্জনা-ন্যঞ্জনান্যবতংসীকরণার্থমানীতান্যামোদিতকুবলয়ানি কুবলয়ানি পুরতঃ সমানীয় 'প্রিয়সখ্যঃ! পশ্যত শৃত নয়নয়োরনয়োরসারস্যং রস্যং কৃষ্ণরুচিরুচিরং নেপথ্যং পথ্যং গৌরেষ্বঙ্গেষু ভবতীনাম্' ইতি যত্যচিরে-ঽচিরেণ তদা তানি কৃষ্ণাঙ্গবর্ণসদৃশানি দৃশা নিভাল্য কৃষ্ণনামচরিতং নাম চরিতং শ্রুতিপথে সমনুভূয়

১০। অবশ্যায়ো নীহারঃ, দীর্ঘঞ্চ তৎ উষ্ণং চেতি দীর্ঘোষ্ণম্। উদ্দেশ্য-শূন্যং গন্তব্যদেশনিশ্চয়াভাবাৎ সংস্কার-বশেনেত্যর্থঃ। এবমত্র (উ০ নী০ শৃঙ্গারভেদ-প্র০ ২১) "লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥" ইতি পূর্বরাগোক্তা দশা অপ্যুক্তেষু যথাযোগং সূচিতা বিবিচ্য জ্ঞেয়াঃ। যথান্তবিঘূর্ণেত্যত্র লালসা উদ্বেগজনক ইতি উদ্বেগঃ, সন্নিপাতেতি ব্যাধিঃ, লবলী ফলেতি পুনর্ব্যাধিঃ, আতপেতি মোহঃ, সাবশ্যায়েতি জাগর্যা, নিদাঘেতি ব্যাধিঃ, অজ্ঞজনেতি জড়িমা, আত্মারামেত্যুদ্বেগঃ, গ্রহগ্রস্তেত্যুন্মাদঃ, নির্বিণ্ণজনেতি তানবম্, অবিপক্বেতি মৃতেরুদর্কতাজ্ঞাপনম্। যদি তাসাং ভগবতি ভাবো ভগবন্নিষ্ঠো ভাবো বক্ষ্যমাণো নাভূৎ, মনোমধ্য এবায়মস্মাভি-র্নিহ্নবনীয়ঃ, কথমপি সখীভ্যোঽপি ন বক্তব্য ইতি নিশ্চিতোঽভূদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতো ভাবঃ? গৃহাদিষু জবর্তীয়ো জবেন বেগেন ঋতীয়া ঘৃণা যস্মাৎ। ন চায়মাগন্তুকঃ, কিন্তু সহজবর্ত্তী স্বাভাবিকঃ, তথাপি ভা কান্তিস্তয়া বোধ্যতয়া জ্ঞেয়ত্বেন নবো নবীন ইব লক্ষ্যমাণঃ। তদা সহচর্যো নবেন্দ্রমণিময়ালঙ্কারাদীনি পুরতঃ সমানীয় অচূরিত্যন্বয়ঃ। কদা? তুঃসহায়া

লবলীফলসম পাণ্ডুর, ওষ্ঠাধর হয়ে গেল সূর্যতেজে শুষ্যমান নবপল্লবসম, নয়নযুগল হয়ে পড়ল নীহার-ধোয়া নীলপদ্মসম, শ্বাসপ্রশ্বাস হয়ে গেল নিদাঘ দিনের মতো দীর্ঘ ও উষ্ম, চাউনি হল অজ্ঞজন হৃদয়ের মতো অন্তঃসারশূন্য, পদবিহার হল আত্মারামের চলনের মতো উদ্দেশ্যশূন্য, কথাবার্তা হয়ে পড়ল উন্মাদদশা প্রাপ্ত ব্যক্তির চেষ্টার মতো এলোমেলো, স্বভাব হয়ে পড়ল সন্ন্যাসিনীর মতো গৃহকার্যে পরাঙ্মুখ ও বালসুলভ ক্রিয়াশীল।

এমত অবস্থায় যদ্যপি গৃহপ্রতি স্বাভাবিকভাবেই ঘৃণা উদ্রেককারী শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠভাব মনোমধ্যে গোপন রাখাই স্থির হল, তথাপি ঐ ভাব নিজকান্তিচ্ছটাতেই জ্ঞানের বিষয় হয়ে যখন নূতনের মতো লক্ষ্যমান হল, কিন্তু বলবার মতো কিছু হল না, তখন সেই অসহ্য আশ্চর্য পূর্বরাগ জনিত স্থিতিতে যা সময়োপযোগী সেই ভূষণাদি উপচার আনয়নকালে শ্রীরাধাদির ভাববিজ্ঞ সখীগণ ওঁদের কৃষ্ণনিষ্ঠভাব গোপনে রক্ষিত হলেও সামান্যাকারে তার সন্ধান জানতে পেরে ওর বিশেষ অবগতির জন্য উপযুক্ত বুদ্ধি খেলিয়ে কৃষ্ণাঙ্গকান্তির মনোরম সাদৃশ্য বহনকারী, ভাববতীদের ইন্দ্রিয়ের অশ্রু-কম্পাদি অনুভাব আনয়নকারী নব ইন্দ্রনীলমণিময় অলঙ্কারনিবহ, সুরঞ্জী অঞ্জনচয়, কর্ণভূষণ করবার জন্য আনিত

ভূয়স্তেন বিপুলপুলকান্যঙ্গানি ধৌতকজ্জলানি জলানি বহন্তীদৃশো বহিরিব নিঃসরন্তি শ্বসিতানি শ্বসিতানি চ ধারয়মাণাসু রয়মাণাসু চ কামপি দশাং কামপি কাপি সহচরী চরীকরীতি স্ম প্রণয়-পরিহাসমিব ॥

১১। 'আঃ কষ্টমালি ! মালিন্যং হৃদি মে জাতম্, যদিদমঞ্জনমীক্ষিতমেব তে নয়নজলজং জল-জঙ্ঘালতাস্তিমিতমকরোৎ, ইদমপি পুরন্দরমণীন্দ্রাভরণমপি নদ্ধমেব বিপুলপুলকময়ীং চকার বপুর্যষ্টিম্, ইদমপীন্দীবরজালমনাঘ্রাতমেব স্ফীতসরসামিব গন্ধবহাং গন্ধবহাং সংপাদয়ামাস। নয়নাদৌ কৃতানি পুনঃ কিং করিষ্যন্তীমানীতি মানীতি-পরোঽয়ং সখীজনঃ সখি ? স খিদ্যতি খিদ্যতি। তদিহ তত্ত্বং তত্ত্বং

অসহ্যায়াশ্চর্যায়াঃ পূর্বরাগজন্যায়াঃ স্থিতের্য উপচারস্তস্য সঞ্চার সময়ে জ্ঞতয়া বিদগ্ধতয়া তং কৃষ্ণনিষ্ঠং ভাবং তাভিরপ্রকাশি-তমপি অবগম্যাপি সামান্যাকারেণ জ্ঞাত্বাপি তস্য বিশেষস্যাবগতয়ে গতয়া প্রাপ্তয়েব ধিয়া। তানি সর্বাণি কীদৃশানি ? কৃষ্ণস্যাঙ্গকান্তের্দৃশ্যং মনোরমং সাদৃশ্যং বহন্তি, অলমতিশয়েন করণানাং নেত্র-ত্বগাদীন্দ্রিয়াণামন্যথাভাবকারীণি অশ্রু-রোমাঞ্চাদিমত্ত্বকারীণি আমোদিতকুবলয়ানি সুবাসিতভূমণ্ডলানি, কুবলয়ানি নীলোৎপলানি। অসারস্যং তাপং শ্যত দূরীকুরুত; "শো তনুকরণে" ইত্যস্য রূপম্; রস্যং রসাঢ্যম্, নেপথ্যং ভূষণম্, নাম প্রাক্‌শ্যে, শ্রুতিপথে কৃষ্ণনামচরিতং চলিতং প্রবিষ্টমিত্যর্থঃ। অনুভূয় আস্বাদ্য কামপি দশাং রয়মাণাসু প্রাপ্নুবতীষু জলানি বহন্তীদৃশো দৃষ্টীর্বহির্নিঃসরন্তি শ্বসিতানি ইব বহির্গচ্ছতঃ প্রাণানিব শ্বসিতানি শ্বাসান্ ধারয়মাণাসু তাসু মধ্যে কামপি মুখ্যাম্, চরীকরীতীতি যঙ্লুগন্তপদম্ ॥

১১। ঈক্ষিতমেব সৎ অঞ্জনং কর্তৃ, জলেন জঙ্ঘালতয়া অতিবেগেন স্তিমিতমার্দ্রিতম্;—"জঙ্ঘালোঽতিজবঃ" ইত্যমরঃ। অপিনদ্ধমপরিহিতমেব সৎ। গন্ধবহাং নাসাম্, গন্ধবহাং দূরাদেবেষদ্‌গন্ধং বহন্তীং সতীং স্ফীতা ফুল্লা চাসৌ সরসা চেতি তথাভূতাং সম্পাদয়ামাস। অত্র নাসাফুল্লত্ব-নাসাশ্রবৌ কৃষ্ণাঙ্গগন্ধসাজাত্যানুভবেন জাতৌ। অয়ং সখীজনঃ, মা নীতিপরো ন নীতিজ্ঞঃ। হে সখি! স প্রসিদ্ধো মল্লক্ষণ ইত্যর্থঃ। খিদ্যতি খেদং প্রাপ্নোতি। হে খিদ্যতি! খিং

ভূমণ্ডল-সুবাসিতকারী নীলোৎপলনিকর সম্মুখে নিয়ে এসে বললেন— আরে প্রিয় সখিগণ, এই দেখ নয়নযুগলের তাপ দূর করে নেও, তোমাদের গৌর-অঙ্গের পথ্যস্বরূপ রসাবহ কৃষ্ণকান্তিসম মনোহর ভূষণ এনেছি'—এরূপ বললে শ্রীরাধাদি গোপীগণ নয়নকোণে কৃষ্ণাঙ্গবর্ণসদৃশ বস্তুগুলি অবলোকন করে, কর্ণপথে প্রাবিষ্ট কৃষ্ণনামচরিত আস্বাদন করে কোনও এক অনির্বচনীয় দশা প্রাপ্ত হলেন সঙ্গে সঙ্গে—অঙ্গে বিপুল পুলকের উদয় হল, কাজলধোয়া নয়নজলধারা বাইরে গড়িয়ে পড়তে লাগল, শ্বাস-প্রশ্বাস এমন বইতে লাগল যেন পঞ্চপ্রাণই বাইরে বেরিয়ে আসছে।

সখীদের মধ্যে কোনও প্রধানা সখী (ললিতা) প্রণয়পরিহাসে (রাধাকে) বলতে লাগলেন—

১১। সখি, অহো কি কষ্ট, আমার চিত্ত ব্যথায় ভরে উঠছে—যেহেতু এ-অঞ্জন দর্শনদান মাত্রই তোমার নয়নকমলকে করে দিল অতি বেগবান্ নয়নজলে স্তিমিত, এ ইন্দ্রনীলমণি-আভরণ পরিধান না করতেই তোমার অঙ্গলতাকে করে দিল পুলকময়, আর দূর থেকেই ঈষৎ গন্ধ বিতরণকারী এ-নীলোৎপলনিকর ঘ্রাণ না নিতেই নাসাকে তোমার করে তুলল প্রফুল্লিত ও সরস, অহো, নয়নাদিতে ধারণ করলে এ-সব না জানি কি অঘটন ঘটায়,—রসরীতিতে অজ্ঞ তোমার এ-সখীজনের মন দুঃখে

কথয় কিমেষামেব শক্তিবিশেষঃ, কিং ভবতীনামেব মনসঃ কোঽপি বিকারঃ' ইতি স্থিতে সর্বাসামেবানুরাগিণীনামূঢ়ানূঢ়ানাং সর্বা এব সহচর্য্যঃ পরমগুণোত্তরাঃ, যাসাং নিন্দিতকমলাচরণানি চরণানি, বিহতশোভারম্ভারম্ভা ঊরবঃ, কামসিংহাসন-হাসনকারীণি শ্রোণিবিম্বানি, ধিক্কৃতডমরুমধ্যানি মধ্যানি, যাসাং চ কুচকোরকৈরপি কৃতানি সৌন্দর্য্যেষু বিফলানি ফলানি দাড়িমীলতানাম্, দশনবসনৈরপহৃতশোণিমসৌরভ্যাদি-বন্ধুজীবানি বন্ধুজীবানি জাতানি, দশনৈঃ পরাজিতানি মনোরমাণি মাণিক্যশকলানি, নাসাপুটৈরবধীরিতা মুহুরধোমুখকামেষুধিরধোমুখকামেষু ধিষণা চ কটাক্ষৈঃ, নয়নৈরপি তিরস্কৃতানি বিলসৎকালিকালিন্দীবরেন্দীবরেহিতানি বিধূয়মানবদনবিধূয়মানবদনলঙ্কৃতকমলানি কমলানি, তাস্তাঃ স্বস্বযূথপাযূথপারবশ্যং গতা গতাশঙ্কং তাসাং ভাবপরীক্ষণক্ষণবশা বভূবুঃ ॥

সম্পদাদি ক্বিপা খিদঃ, তাং যাতী গচ্ছন্তী প্রাপ্নুবতী, তস্যাঃ সম্বোধনে হে খিন্নতি! তৎ তস্মাদিহ তৎ প্রসিদ্ধং তত্ত্বং ত্বং কথয়। ঊঢ়ানাং গোপৈর্ব্যূঢ়ানাং শ্রীরাধাচন্দ্রাবল্যাদীনাম্, অনূঢ়ানাং ধন্যাদিকন্যানাং সর্বা এব সহচর্যস্তাসাং ভাবপরীক্ষণে ক্ষণবশ: কৌতুকবশা বভূবুরিত্যন্বয়ঃ। নিন্দিতং কমলায়া লক্ষ্ম্যা অপি আচরণং স্বাঙ্গপ্রসাধনাদি কর্ম যৈস্তানি, এতৎ চরণস্থস্বাভাবিকসৌন্দর্যমপি লক্ষ্ম্যা ভূষণাদি-প্রসাধিত-সমস্তাঙ্গেষ্বপি নাস্তীতি ভাবঃ। ন চাত্র ব্যতিরেকালঙ্কারেণ চরণৈঃ পদ্মশোভাক্ষেপ ইতি শক্যতে ব্যাখ্যাতুম্,—অগ্রে মুখৈরেব পদ্মশোভাখণ্ডনস্য বর্ণয়িষ্যমানত্বেন পৌনরুক্ত্যাপত্তেঃ। ন চ চরণাদি-মুখান্তানামঙ্গানাং প্রত্যেকমুপমাখণ্ডনপ্রক্রমস্য ভঙ্গঃ,—লক্ষ্মী-সর্বাঙ্গতিরস্কারিশোভত্বেন চরণানামপি সামান্যাকারেণ তথাত্বস্য ভঙ্গ্যোদিতত্বাৎ। অথেন্দিরামৃগ্যাসৌন্দর্যস্ফুরদঙ্ঘ্রিনখাঞ্চলেতি মহানুভাব-সর্বজ্ঞকবিচূড়ামণি-শ্রীমদরূপগোস্বামিবর্ণিত-রাধাসারূপ্যবারি-বিশাখাদীনাং তথোৎকর্ষস্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধত্বাভাবেন প্রস্তুতোপযোগিত্বাচ্চ এতদেব সাধু ব্যাখ্যানমিতি বিশেষেণ হতশোভো রম্ভাণামারম্ভো যৈস্তে, কামস্য যৎ সিংহাসনং তস্য হাসনকারিণীতি এতত্তুলাং কামস্য রাজপট্টভূতসিংহাসনমন্যন্নাস্তীত্যতৈব কামঃ সাম্রাজ্যার্থমাস্ত ইতি ভাবঃ। দাড়িমীলতানাং ফলানি সৌন্দর্যেষু বিফলানি

ভরে যাচ্ছে, তাই বলছি—হে সখি খেদ-মূর্তি, সেই প্রসিদ্ধ তত্ত্ব কি, তুমি বল। এ-বস্তুগুলিরই কি এ কোনও শক্তি-বিশেষ, কি তোমারই মনের কোনও বিকার এ। এরূপ পরিস্থিতিতে পরোঢ়া ও কন্যকা গোপীদের পরমশ্রেষ্ঠগুণশালিনী ললিতা বিশাখাদি সখীগণ—যাঁদের চরণযুগলের স্বাভাবিক সৌন্দর্যও অলঙ্কৃতা লক্ষ্মীর সর্বাঙ্গে নাই, উরুর শোভা নবকদলীবৃক্ষের শোভাকে তুচ্ছিকৃত করে দিচ্ছে, নিতম্বদেশ কামরাজের সিংহাসনকে পরিহাস করছে, কটিদেশ ডমরুর মধ্যভাগকে ধিক্কৃত করছে, কুচকোরক সৌন্দর্য বিষয়ে দাড়িম্বলতার ফলকে বিফল করে দিচ্ছে, ওষ্ঠাধর বাঁধুলিপুষ্পচয়ের লালিমা-সৌরভ্যাদি ও বন্ধুরূপ আত্মাকেও অপহরণ করে নিয়েছে, দশন মনোরম মাণিকখণ্ডকে পরাজিত করে দিচ্ছে, নাসাপুটের দ্বারা তিরস্কৃত হচ্ছে সত্য অধোমুখ কামের তূণ; আর কটাক্ষের দ্বারা তিরস্কৃত হচ্ছে লজ্জায় অধোমুখ কামের সন্ধানবতী বুদ্ধি, নয়নের দ্বারা তুচ্ছিকৃত হচ্ছে সুখবিহারীভ্রমরচুম্বিত-প্রস্ফুটিতআন্দোলিত কালিন্দির শ্রেষ্ঠ কমল, এবং যাঁদের চন্দ্রবদনের ভয়ে যেন কম্পমান কমলচয় যমুনার জলকে আর শোভিত করতে পারছে না সেই স্ব স্ব যূথেশ্বরীর যূথে বশতা প্রাপ্তা তাঁরা (ললিতা-বিশাখাদি সখীগণ) শঙ্কাগ্রস্তা হয়ে যূথেশ্বরীগণের ভাব-পরীক্ষণের জন্য কৌতুকাক্রান্তা হয়ে পড়লেন।

১২। নিত্যসিদ্ধানামাসাং নিত্যসিদ্ধা নামাসাম্মুখ্যং নার্হতি কাচিৎ সা রসরীতিঃ। ন চ সা বয়ঃকৃতেতি বয়ঃ কৃতেতিকর্ত্তব্যতা চ তস্যা ইতি কৈশোরাগমে রাগমেদুরতা চ তাসাং ন বিস্ময়জনিকা জনিকালসমকালমেবাজনি। কদাচিদভিব্যক্তিরেব কৈশোরে ইতি রহস্যে রহস্যৈকা কাচিদমৃতবল্লিশাখা বিশাখা বিদগ্ধভাবমুগ্ধমধুরা-মধুরাক্ষরমাত্মনঃ প্রিয়সখীং রাধাং নিগদতি স্ম ॥

১৩। সুমুখি কথমকস্মাদেষ তে হৃদ্বিকারঃ, প্রণয়িপরিজনানাং প্রাণসংবাধকারী।
সমজনি জনিমাত্রেণৈব যাতশ্চ পাকং, তদপি ন চতুরাণামপ্যয়ং তর্কগম্যঃ ॥

কৃতানীত্যন্বয়ঃ। বন্ধুজীবানি বন্ধুজীবকুসুমানি যাসাম্, দশনবসনৈরপহৃতশোণিমসৌরভ্যাদি-বন্ধুজীবানী জাতানীত্যন্বয়ঃ। অপহৃতশোণিম্নঃ শোণত্বস্য সৌরভ্যস্য, আদি-শব্দাৎ প্রকাশস্য চ বন্ধুরূপো জীব আত্মাপি যেষাং তানি। অবধীরিতা তিরস্কৃতা অধোমুখী কামস্য ইষুধিস্তূণঃ। লজ্জয়া অধোমুখস্য কামস্য ইষুষু শরেষু যা ধিষণা সন্ধানবতী বুদ্ধিঃ, সা চ কটাক্ষৈরবধীরিতা। বিশেষেণ লসৎ কং সুখং যেষাং তথাভূতা অলয়ো ভ্রমরা যেষু তেষাং কালিন্দীসম্বন্ধিশ্রেষ্ঠেন্দীবরা-ণামীহিতানি বিকাশান্দোলনাদীনি নয়নৈস্তিরস্কৃতানি। উপমানাদাচারে ক্যঙা বিধূয়মানৈর্বিধুতুলৈর্বদনৈর্বিধূয়মানবৎ বিশেষেণ কম্প্যমানানীব খণ্ড্যমানানীব বা কমলানি পদ্মানি জাতানীত্যর্থঃ। ইবার্থকেন বচ্ছব্দেন সহ সমাসঃ। অতএব অনলঙ্কৃতমভূষিতং কমলং জলং যেভ্যস্তানি;—"সলিলং কমলং জলম্" ইত্যমরঃ। যাসাং সখ্য এব ঈদৃশসৌন্দর্যাস্তা যূথপাঃ কেন কবিনা বর্ণয়িতুং শক্যা ইতি ন তা বর্ণিতা ইতি দ্যোতিতম্। স্বস্বযূথপানাং যূথে পারবশ্যং বশতাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥

১২। আসাং নিত্যসিদ্ধানাং সা রসরীতিরপি নিত্যসিদ্ধা, কদাচিদপি অসাম্মুখ্যং শ্রীকৃষ্ণোন্মুখতাং নার্হতি, নাম প্রাকাশ্যে। ইতীত্যুক্তহেতোরেব সা রসরীতিঃ প্রাকৃতানামিব ন চ বয়ঃকৃতা, ন চ কৈশোরবয়োজনিতা, তথা তস্যা রস-রীতেরিতিকর্ত্তব্যতা তত্তদ্ব্যাপারশ্চ ন চ বয়ঃকৃতা, ন চ কৈশোরস্যাগমে প্রাপ্তে তাসাং রাগস্য মেদুরতা, অনুরাগস্য নিবিড়তা ন বিস্ময়জনিকা। নিত্যসিদ্ধরতিক্রীড়াবতীনামপ্যাসাং কৈশোর লৌকিকরীত্যা কিমিতি পূর্বরাগ ইতি বিদ্বজ্জনবিস্ময়ং নোৎপাদয়তীত্যর্থঃ। তত্র সমাধত্তে—জনিকালেতি। রহস্যে ইতি অতিগোপ্যে সিদ্ধান্ততত্ত্বে স্থিতে

১২। এ-নিত্যসিদ্ধাদের এ-রসরীতিও নিত্যসিদ্ধা। প্রকাশ্যে কখনও-ই শ্রীকৃষ্ণপ্রতি এর বিমুখতা হতে পারে না। এ-হেতু এ-রসরীতি প্রাকৃত জগতের নিয়মে কৈশোর বয়সের ধর্মরূপে আগন্তুক কিছু নয়, তথা এ-রসরীতির তত্তদ্ব্যাপারও বয়োধর্মরূপে আগত নয়, কৈশোর অবস্থা প্রাপ্তিতে এঁদের অনুরাগ-নিবিড়তাও বিস্ময়জনক নয়। (সাধারণ জগতের নিয়মে কৈশোরাগমে নিত্যসিদ্ধরতিক্রীড়া-বতীদের ক্ষেত্রে 'পূর্বরাগ' কথাটি আবার আসছে কি করে, নিত্যের আবার পূর্ব পর কি? বিদ্বৎজনের মনে এরূপ বিস্ময় জন্মায় না।) এ-গোপীদের জন্মের সমকালেই তাদের সঙ্গে শৃঙ্গাররসরীতি আবির্ভূত হয়ে থাকে, কৈশোরে কখনও তা বাইরে প্রকাশ হয় মাত্র।

সিদ্ধান্তের এরূপ অতি গোপন স্থিতিতে সখীগণের মধ্যে মুখ্যা কোনও অনির্বচনীয় অমৃতশাখা-স্বরূপা-বিদগ্ধভাবমুগ্ধমধুরা বিশাখা নাম্নী সখী নির্জনে মধুর অক্ষর-বিন্যাসে নিজ প্রিয়সখী রাধাকে বলতে লাগলেন—

১৪। যতঃ, ক্ব তেঽধ্যয়নকৌতুকং ক্ব শুক-শারিকাধ্যাপনা
ক্ব বর্হিনটনে ক্ষণং ক্ব পরিবাদিনীবাদনম্।
ক্ব হাসপরিহাসিনী প্রিয়সখীজনৈঃ সংকথা
কিমালি বনমালিনা তব মনোমণিশ্চোরিতঃ॥

১৫। নৈতদসংভাবনীয়ম্। ন হি কুমুদবান্ধবমন্তরেণ কুমুদ্বতী মুদ্বতী ভবিতুমর্হতি। তপনমণ্ডলমন্তরেণ কমলিনী মলিনীভাবমর্হত্যেব। নাপি স্বমুদি মুদিরমন্তরেণ সারঙ্গী সারঙ্গীতমন্যস্য মন্যতে, নাপি কুসুমধন্বানমন্তরেণ রতিরতিরতিমতী ক্বাপি ভবতি। ন হি জলধরোৎসঙ্গসঙ্গমন্তরেণ সৌদামিনী দামিনী ভবিতুমীষ্টে, ন চ মধুমাসমন্তরেণ ক্বচন কলকণ্ঠী সমুৎকণ্ঠীভবতি। নাপি কমলাকরমপহায় সলিলমাত্র

সতীত্যর্থঃ। রহসি বিবিক্তদেশে, একা সখীষু মুখ্যা॥

১৩। পাকং বিপরিণামং যাতঃ প্রাপ্তঃ॥

১৪। কথমসাববসিত ইতি চেত্তত্রাহ—ক্ব তে ইতি। পরিবাদিনী বীণা॥

১৫। মুৎ আনন্দস্তদ্বতী। নন্থ শীতলস্বভাবে কুমুদবান্ধবে কুমুদ্বতী মোদতাং নাম, কৃষ্ণস্য তু তথাত্বমনিশ্চিত্য কথং প্রীতিস্তত্র কর্তুমুচিতা? বহুবল্লভত্বেন তত্র কঠিনচরিতত্বস্যাপি সম্ভবাৎ? তত্রাহ—তপনেতি, কান্তস্য তৈক্ষ্ণ্যং প্রণয়িন্যাঃ সুখায়ৈব ভবতীতি ভাবঃ। নন্থ কথং তত্রৈব প্রীতেরৈকান্তিকত্ব-ব্রতনিশ্চয়ঃ? তত্রাহ—নাপীতি। স্বস্য মুদি হর্ষে সারঙ্গী চাতকী মুদিরং মেঘং বিনা অন্যস্য গীতং সারং ন মন্যতে। মেঘে চাতকীনামিব কৃষ্ণে গোকুলবালানামৌৎপত্তিক এব তথা ভাব ইতি ভাবঃ। নন্থ তথাপি মেঘচাতক্যোঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বশোভাসাদগুণ্যাভাবঃ স্পষ্ট এব, বিনাপি চাতকীমেঘশোভায়া অপ্রচ্যুতত্বদর্শনাদিত্যত আহ—নাপি কুসুমেতি।

নন্থ মা ভবত্বন্যত্রাপি রতিমতী, কিন্তু বিনাপি কন্দর্পং সম্বরগৃহে তস্যা বহুকালমবৈকল্যং দৃষ্টমিত্যত আহ—নহি

সখীসমাজে সংলাপ ঃ

১৩। হে সুমুখি, কি করে অকস্মাৎ প্রণয়িপরিজনের প্রাণসংহারকারী তোমার এ-হৃদ্বিকার উপস্থিত হল, যদিও এ তোমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই উৎপন্ন ও পরিপাক প্রাপ্ত তথাপি এ চতুরদিগেরও তর্কগম্য নয়॥

১৪। যেহেতু, কই গেল তোমার সে অধ্যয়ন-কৌতুক, কই বা গেল সে শুকশারী-অধ্যাপনা, কই বা গেল সে ময়ূরনৃত্য-দর্শন, কই বা গেল সে বীণাবাদন, কই বা তোমার সে প্রিয়সখিজনসঙ্গে হাস্যপরিহাসময় সংলাপ—হে সখি, বল তো বনমালী কি তোমার মনোমণি চুরি করে নিয়েছে।

১৫। অহো সখি, তোমার এ কি বিরহবেদনা! এ-কিছু অসম্ভবও নয়। কুমুদবান্ধব চন্দ্র বিনা কুমুদিনী কখনও-ই আনন্দবতী হতে পারে না, তপনমণ্ডল বিনা কমলিনীর মলিনীভাব-প্রাপ্তি খুবই স্বাভাবিক, বারিদ বিনা নিজপ্রমোদ বিষয়ে চাতকী অন্য কারও গীতধ্বনি শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে না, কামদেব বিনা রতিদেবী অন্য কোথাও রতিমতী হন না, জলধর-আলিঙ্গন বিনা সৌদামিনী চমৎকারী-দশায় পৌঁছতে পারে না, মধুমাস বিনা অন্য কোন সময় কলকণ্ঠী সমুৎকণ্ঠী হয় না, সরোবর বিনা

এব শোভতে রাজহংসী। ন চ বলক্ষপক্ষমন্তরেণ পরিপুষ্টিমীয়তে চান্দ্রমসী রেখা। ন চ নিকষপাষাণশকলং বিনা নিজগুণমাবিষ্করোতি কাঞ্চনী রেখা। ন চ বসন্তমন্তরেণ পরিমলমালম্বতে বাসন্তী। কিং বহুনা? চন্দ্র এব চন্দ্রিকা, রত্ন এব রত্নপ্রভা, কুসুম এব মাধ্বীকধারেতি কিময়ি! ময়ি তেঽপলাপঃ। ন খলু মণিবণিজামগোচরো মণেরান্তরঃ কোঽপি ভাবঃ। তন্নাপলপনীয়মিদং পনীয়মিদঞ্জসা॥'

জলধরেতি। সৌদামিনী বিদ্যুৎ; "সৌদামনী চ সৌদাম্নী সৌদামিন্যপি দৃশ্যতে" ইতি দ্বিরূপকোষঃ। দামিনী দামযুক্তা শোভাবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ শোভায়া অভাবাদেবান্যত্র ন তিষ্ঠতোবেতি ভাবঃ।

নহু তস্যা অপি তত্রাস্থৈর্যমেব স্পষ্টো দোষ ইত্যত আহ—ন চ মধ্বিতি। মধুমাসশ্চৈত্রঃ; কলকণ্ঠী কোকিলাঙ্গনা; সমুৎকণ্ঠীতি চিৎপ্রত্যয়ান্তম্। অত্রোভয়োঃ পরস্পরসাপেক্ষত্বেনৈব শোভাসাদ্গুণ্যম্, কলকণ্ঠ্যাস্তত্রাস্থৈর্যাভাবস্তদ্বিনাভাবস্ত উপমাপ্রয়োজকভূত-তদ্ধর্মাভাবাদেবেতি ন পূর্বোক্তা দোষাঃ।

নহু কলকণ্ঠ্যাঃ কণ্ঠস্বরঃ প্রশস্ততাং নাম, ন তু গাত্রসৌন্দর্যমিত্যত আহ—নাপি কমলেতি। কিঞ্চ, প্রীত্যৈর্যোগ্যপ্রতিযোগি-সঙ্গস্য ভাবাভাবাভ্যামেব সমৃদ্ধিনাশাবপীত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—ন চ বলক্ষেতি। বলক্ষপক্ষং শুক্লপক্ষম্, ঈয়ত ইতি 'ঈঙ্ গতৌ' দৈবাদিকঃ। অন্যচ্চ, স্বনিষ্ঠপ্রেমাদিমহাগুণপরীক্ষণং চ তাদৃশপ্রতিযোগিত্বেব, নান্যত্রেতি দৃষ্টান্তঃ—ন চ নিকষেতি। কিঞ্চ, গুণনামপ্রসিদ্ধ্যাদিকং সর্বমেব তাদৃশপ্রতিযোগিসাহিত্যেনৈব প্রকাশতে, নান্যথেত্যত্র দৃষ্টান্তঃ—ন চ বসন্তেতি। পরিমলমিতি গুণঃ, বসন্তোঽপি সুরভিঃ, বাসন্তীতি নাম, স চাপি বসন্তনামা, লতাসু মধ্যে শ্রেষ্ঠা মাধবীতি প্রসিদ্ধিঃ, স চাপি ঋতুষু শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি, তথা পরস্পরশোভাসাপেক্ষত্বাবিনাভাবস্থৈর্য্য-সৌন্দর্যাদ্যাঃ পূর্বপূর্বদৃষ্টান্তনিষ্ঠা গুণা অপ্যত্র বর্তন্ত এব, ইত্যয়মেব মুখ্যো দৃষ্টান্ত ইত্যত্রৈব পর্যবসানমিতি। দার্ষ্টান্তিক-পক্ষেঽপি বৈদগ্ধ্যাদিনা গুণেন তুল্যাবেব রাধামাধবৌ, মাধবেতি রাধেতি তুল্যপর্যায়ত্বাৎ নাম্নাপি প্রসিদ্ধ্যা চ লোকোত্তরয়া প্রেম্ণা চ পরস্পরসাপেক্ষত্বাদিভিশ্চেতি॥

অথ তত্রাপ্যত্যন্তৈক্যবিবক্ষয়া ধর্মধর্মিরূপেণপৌরাণিকসিদ্ধান্তোপযোগিত্বাচ্ছক্তিশক্তিমত্তারূপেণ বা সম্বন্ধেন দৃষ্টান্তত্রয়ম্। তত্র চন্দ্রচন্দ্রিকয়োঃ সুখস্পর্শতা ত্বগিন্দ্রিয়গম্যা। রত্নরত্ন-প্রভয়োর্দর্শনীয়তা নেত্রেন্দ্রিয়গম্যা জাড্যাদিরাহিত্যেন পূর্বতোঽপ্যধিকা। কুসুমমাধ্বীকধারয়োস্ত সৌরস্যং সৌরভ্যং সুখ-স্পর্শত্বং সুদর্শত্বমিতি সর্বেন্দ্রিয়গম্যত্বমিত্যত্রৈব শ্রৈষ্ঠ্যে বিশ্রান্তিরিতি। অপলাপঃ সংগোপনম্; "অপলাপস্ত নিহ্নবঃ" ইত্যমরঃ। মণিবণিজামিতি ত্বৎসখিত্বাৎ ত্বৎসাধর্ম্যবত্ত্যো বয়ং স্বানুভবেনৈব সর্বং জানীম ইত্যর্থঃ। ভাবঃ স্বরূপম্। ইদং হৃদ্বিকারচিহ্নম্, অঞ্জসা সাক্ষান্নাপলপনীয়ম্। পনীয়া স্তব্যা মিৎ স্নেহো যস্যাঃ হে পনীয়মিৎসখি! স্নেহেন ময়ি সর্বমেব কথয়েতি ভাবঃ; 'পন স্তুতৌ', 'ঞিমিদা স্নেহনে'

অন্য যে কোনও সলিলমাত্রেই রাজহংসী শোভা পায় না, শুক্লপক্ষ বিনা চন্দ্রমাকলা পরিপুষ্টি লাভ করে না, নিকষ-পাষাণখণ্ড বিনা কাঞ্চনী রেখা স্বগুণ প্রকাশ করে না, বসন্তঋতু বিনা মাধবীলতা পরিমলে চতুর্দিক ভরিয়ে তোলে না।

আর বেশী বলবার কি আছে,—চন্দ্র ও চন্দ্রিকা, রত্ন ও রত্নপ্রভা, কুসুম ও মধুধারা যেমন অবিচ্ছেদ্য তেমনই রাধা ও রাধারমণ অবিচ্ছেদ্য—ওহে সখি, তবে কেন আর আমার নিকট তোমার এ-গোপন। জহুরীর নিকট মণির অন্তর্ভাব কিছুই অগোচর থাকে না। তোমার এ-হৃদ্বিকারচিহ্ন সাক্ষাৎ গোপন করার মতো নয়, হে স্তবনীয় স্নেহময়ী সখি, স্নেহবশে আমাকে সব কিছু আদ্যোপান্ত বলে দেও।

১৬। ইতি তদুদিতোপরমে পরমেণ প্রণয়েন সকলগুণললিতা ললিতা চোবাচ—'যুক্তমুক্তমুদারপ্রণয়ক্রমশাখয়া বিশাখয়া, বিচিত্রং নৈতৎ, পীযূষময়ূখেনৈব বিভাবরীবিভা বরীয়সী ভবতি। তমন্তরেণ চকোরী চ কোরীকরোতি কমপরম্ ॥'

১৭। ইত্যুক্তা সাহ—'সাহসমিদং ভবতীনাং যদিদমসম্ভাব্যমপি সম্ভাব্যতে। বিশাখা বিশাখাভাবং ন ত্যজতি, যদিয়ং মাধবমাসহায়িনী' ইতি ॥

১৮। তদুদিতাহেঽতান্তেন মনসা পুনর্ললিতাঽঽহ—'ভাবিনি! ভাবি নিয়তমেব ভবতি। রাধাভিখ্যে তত্র রাধৈব সাহায্যমবলম্বতে,—রাধাবিশাখয়োরৈক্যাৎ ॥'

ইতি ধাতু ॥

১৬। বিভাবর্যা রাত্র্যা বিভা কান্তিঃ। তং বিনা কা চকোরী কমপরমুরীকরোতি স্বীকরোতীতি তব কান্তিদায়িত্বং জীবনদায়িত্বঞ্চ কেবলমেকস্য কৃষ্ণস্যৈব, নান্যস্যেত্যোকত্রৈব দৃষ্টান্তদ্বয়-তাৎপর্যম্ ॥

১৭। ইতি ললিতয়োক্তা সা রাধা আহ—বিশাখাভাবং বিশাখানক্ষত্রস্বভাবম্; মাধবমাসো বৈশাখঃ; "বৈশাখে মাধবো রাধঃ" ইত্যমরঃ। তং জিহীতে গচ্ছতি প্রাপ্নোতীতি গ্রহ্যাদিভ্যো ণিনিঃ,—বৈশাখ-পূর্ণিমায়াং বিশাখানক্ষত্রযোগাৎ। ভঙ্গ্যা তু বিশাখা ত্বং তস্মিন্মাধবে সঙ্গত্যৈব তিষ্ঠসীতি মা স্বসদৃশীং মাং জানীহীতি নর্ম সূচ্যতে। পক্ষে, মাধবস্য মা শোভা, তস্যাঃ সহায়িনী সহায়বতী তদনুকূলব্যাপারযুক্তা। অত্রাদৃষ্টাশ্রুতচরেঽপি শ্রীকৃষ্ণে প্রথমমস্যা রাগঃ শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণিদর্শিতাল্লালনানিষ্ঠস্বরূপাদেব, ততো বক্ষ্যমাণপ্রকারাদ্বলভিতলে দর্শনাদয়ং স ইতি নিশ্চয় আসীৎ। ততস্তদনুসন্ধানধৃতচিত্তত্বয়াঽন্যজনপরিশীলিত-তৎপ্রসঙ্গপরামর্ষান্নামাদিজ্ঞানমিতি বিবেচনীয়ম্ ॥

১৮। অত্যান্তেন প্রফুল্লেনেত্যর্থঃ। তস্যাঃ স্বস্বভাবপ্রকাশনকর্মঠনর্মশ্রবণাৎ। হে ভাবিনি! সুন্দরি! ভাবি ভবি-

---

১৬। এরূপে বিশাখার বলা শেষ হলে সর্বগুণে অলঙ্কৃতা ললিতা পরমপ্রণয়ে বললেন—'উদার প্রণয়ক্রমের শাখাস্বরূপা বিশাখা যুক্তিযুক্তই বলেছে—এ বিচিত্র নয়, জ্যোৎস্নাতেই রজনীর কান্তি উজ্জ্বল হয়, জ্যোৎস্না বিনা কোন্ চকোরী অন্য কিছু স্বীকার করে,—তোমার কান্তি-জীবন সব কিছু একমাত্র কৃষ্ণই দিতে পারে।

১৭। এ কথার পর রাধা বললেন—'তোমাদের সাহসের বলিহারি যাই, যেহেতু এ-অসম্ভব বিষয়েও সম্ভাবনার কল্পনা করে নিয়েছ। বিশাখা বিশাখানক্ষত্রের স্বভাব ছাড়তে পারে না, যেহেতু এ মাধবমাস আশ্রয়িনী। (মাধবমাস অর্থাৎ বৈশাখমাসিক পূর্ণিমায় বিশাখা নক্ষত্রের যোগ হয়—এ কথাকে আশ্রয় করে এখানে ভঙ্গীক্রমে বলা হলো 'সখী বিশাখা কৃষ্ণে মিলিত হয়েই অবস্থান করে আমাকে তেমন জানবে না।' এখানে আরও ধ্বনি হল—বিশাখা স্বভাব ত্যাগ করে না, যেহেতু এ কৃষ্ণশোভার সহায়কারিণী হয়ে থাকে অর্থাৎ কৃষ্ণের আনুকূল্য বিধান করে থাকে।)

১৮। এ কথার শেষে ললিতা প্রফুল্লিত হয়ে উঠে পুনরায় বললেন—'হে পরমাসুন্দরী রাধে, ভবিতব্য নিশ্চয়ই হবে, 'রাধাভিখ্যে' রাধা নাম্নি বৈশাখমাসে রাধাই সাহায্যকারিণী হয়ে থাকে—এর কারণ রাধা ও বিশাখা এক পর্যায়ভুক্ত—(বিশাখা নক্ষত্রের অন্য নাম রাধা)।' (এর ভিতরের

১৯। অথাহ সা হসামৃতমধুরম্—'ললিতে! ন হ্যাকাশলতা কাশলতাকুসুমসমানকুসুমেতি শক্যতে বক্তুম্, তদয়ি মুখবিজিতনালীকে নালীকেন বিতর্কেণ সম্ভাবনীয়োঽয়ং জনঃ॥'

২০। ইত্যেবমবসরে স্বভাবশ্যামা শ্যামা নাম রাধারাধায় প্রতিদিনমেবাগমনশীলা তদাপি তদাপিতহৃদয়া হৃদয়ালুতয়া তত্রৈবাজগাম। আগতায়াং চ তস্যামেতস্যা মেদুরহৃদঃ কমলমুখ্যাঃ মুখ্যায়া হৃদয়মতিস্নিগ্ধমুগ্ধমুদিতমাসীৎ॥

২১। পরস্পরং মিলিতবতীষু সকলাসু সকলাসু সস্মিতগাম্ভীর্যাবহিত্থং মুখ্যাঽঽহ—'কমলমুখ্যাঽঽহরস্ব মে বচসি মনো মনোজ্ঞে প্রিয়সখি শ্যামে দৃশ্যা মে দৃশোঃ কর্পূরবর্ত্তিরিব ভবতী ভবতীহ। তদাকর্ণয় কর্ণযশস্করং কিমপি মে সখীজন-বচনম্' ইতি সখ্যোরুদিতং কথয়তি॥

তব্যম্। রাধাভিখ্যে রাধানাম্নি, তত্র বৈশাখমাসে তৎসনাম্নী রাধৈব। ননু কা তত্র রাধা? তত্রাহ—রাধাবিশাখয়োরৈক্যাৎ একপর্যায়ত্বাৎ। তত্র বিশাখানক্ষত্রমেব রাধা উচ্যতে ইত্যর্থঃ। শ্লেষেণ, রাধয়া অভিখ্যা শোভা যস্য তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে;—"অভিখ্যা নামশোভয়োঃ ইত্যমরঃ॥

১৯। হসামৃতমধুরং যথা স্যাত্তথা সা রাধা আহ,—আকাশেতি। আকাশলতায়াঃ কীদৃশং কুসুমমিতি প্রশ্নে কাশলতায়াঃ কুসুমতুল্যং তদিত্যুত্তরমিব ভবতীনামলীকমূলকে প্রশ্নে মমাপি কিং তাদৃশমুত্তরমুচিতমিত্যর্থঃ। মুখেন বিজিতং নালীকং কমলং যয়া হে তথাভূতে! অলীকেন মিথ্যাভূতেন বিতর্কেণ ন সম্ভাবন য়ঃ; অয়ং মল্লক্ষণো জনঃ॥

২০। স্বভাবেন শ্যামা "শীতকালে ভবেদুষ্ণা" ইত্যাদ্যুক্তলক্ষণা। রাধায় আরাধায় আরাধনায়, সুহৃৎপক্ষত্বাদুপসর্পণায়েত্যর্থঃ। তথাপি তত্রৈবাজগাম। কীদৃশী? তস্যাং রাধায়ামাপিতং প্রাপিতং সমর্পিতং হৃদয়ং স্বমনো যয়া সা। তত্র হেতুঃ—হৃদয়ালুতয়া সৌহার্দেনেত্যর্থঃ। এতস্যা মুখ্যায়াঃ শ্রীরাধায়াঃ॥

২১। সকলাসু কলাভির্বৈদগ্ধীভিঃ সহিতাসু মুখ্যা রাধা আহ। মে বচসি মন আহরস্ব প্রবেশয়। ভবতী মম

অন্য অর্থ হল—'রাধাভিখ্যে' অর্থাৎ রাধাদ্বারা যিনি শোভিত সেই শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে রাধাই সাহায্যকারিণী হয়ে থাকে।)

১৯। অতঃপর রাধা হাস্যামৃতমধুরবাক্যে বললেন—'ললিতে, আকাশ লতার কুসুম কেমন, এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে পার না, এ কাশলতা কুসুমের মতো এক জাতীয় কুসুম, তাই বলছি—ওহে কমলবিজয়িনী মুখশ্রীযুক্তে ললিতে, আমার মতো সরলাকে মিথ্যা বিতর্কজালে জড়িয়ো না।'

২০। এরূপ কথার অবসরে স্বভাবশ্যামা শ্যামা নামক সখী প্রতিদিন আগমনশীলা হয়েও রাধাতে সমর্পিত-হৃদয়া বলে রাধা আরাধনার জন্য সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তাঁর আগমনে সেই স্নিগ্ধহৃদয়া কমলমুখী গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধার হৃদয় অতিস্নিগ্ধমুগ্ধতায় উৎফুল্লিত হয়ে উঠল।

২১। রসমূর্তি সখীগণ পরস্পর মিলিত হলে মুখ্যা শ্রীরাধা গম্ভীর হয়ে অবহিত্থার ভাবে বৈদগ্ধীর সহিত মৃদুহেসে বললেন—'হে কমলমুখী মনোহরা প্রিয়সখী শ্যামে, আমার কথায় একটু মন দেও, তুমি আমার নয়নের কর্পূরপ্রদীপস্বরূপা, তাই আমার সখিজনের কর্ণযশস্কর কোনও অদ্ভুত কথা বলছি, শোন। এ-বলে সখীদের কথিত কথাগুলি বলতে লাগলেন।

২২। শ্যামাঽঽহ—'মা হরিণাক্ষি! সখীজনমভ্যস্য়ূয়তু ভবতী, সকলাস্বেব গোকুলকুলললনা-পরিষৎস্বু গোকুলললনাললামভূতায়াস্তব স্তবনকথাপ্রসঙ্গে সঙ্গেয়মিদং বৃত্তম্। তৎস্বভাবো হি ভাবো হিমকরকুমুদিন্যোরিব তস্য তব চ জায়মান এব সকলগোকুলনগরীগরীয়ঃ সৌরভ্যমভ্যাগময়তি॥'

২৩। মুখ্যা হসিতমুখ্যাহ—'সিতময়ুখমুখি! সত্যমেব ভবতি লোভবতী ভবতী চ তস্মিন্ জনে, যদাত্মকথামন্যত্রাসঞ্জয়সি, জয়সি ত্বং সর্বকলয়া কথমিদমপি সম্ভাব্যতে। পশ্য কা পুনরহিমকরং হিমকরং বা করেণাহর্তুমভিলষতু। কা চ কাচমণিনা মহামণিং পরিবর্তয়িতুমুদ্যতা ভবতু? কা বা রত্নাকরবর্তীনি করবর্তীনি কর্তুমাকাঙ্ক্ষতু মহারত্নানি, কা বা ডগমগায়মানমণিবরলোভেন ফণধরফণধরণার্থমর্থিনী ভবতু? কা চ বা কণ্ঠীরব-কিশোরকেশর কেশরচনার্থমুদ্যততাম্? তদলং প্রতারিতালীকেনালীকেনামুনা বৃত্তান্তেন॥'

দৃশ্যা সতী দৃশোর্নেত্রয়োঃ কর্পূরবর্তিরিব ভবতি॥

২২। পরিষৎ সভা, ললামভূতায়া ভূষণরূপায়াঃ;—"ললামং পুচ্ছপুণ্ড্রাশ্বভূষাপ্রাধান্যকেতুষু" ইত্যমরঃ। সঙ্গেয়ং প্রশংসনীয়ম্। স্বভাবো হি ভাব ইত্যাতিনিরুপধিত্ববিবক্ষয়া লক্ষণা স্বাভাবিকো ভাব ইত্যর্থঃ॥

২৩। মুখ্যা রাধা আহ। হসিতমুখী সতীতি নর্মার্থম্ সিতময়ুখমুখি! চন্দ্রমুখি! সর্বকলয়া সর্বাংশেন। পূর্বরাগ-পাকাবস্থায়াং দৈন্যস্যৈব সঞ্চারিণঃ প্রাবল্যাত্তদনুরূপমাহ। তত্র প্রথমং কৃষ্ণস্যাতিদুর্লভতাস্ফূর্ত্যা আহ—কা পুনরিতি। অহিমকরং সূর্যম্, হিমকরং চন্দ্রম্। শুদ্ধপ্রেম্ণা দুর্লভোঽপি বশীকর্তুং শক্য ইতি চেত্তত্র স্বপ্রেম্ণোঽপি তথাত্বাভাবং দৈন্যেনৈবাহ—কা চেতি। কা চ নারী কাচমণিনা স্বনিষ্ঠপ্রেম্ণা মহামণিমিন্দ্রনীলমণিং শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠপ্রেমাণং পরিবর্তয়িতুং স্বকর্তৃক-প্রেমাণং কৃষ্ণে অর্পয়িত্বা কৃষ্ণকর্তৃক-প্রেমাণমাত্মন্যর্পয়িতুম্। অথ শ্রীকৃষ্ণস্যাক্ষয়াণাং মহাগুণানামানন্ত্যমবকলয্যাত্মনশ্চ তদুদাহরণোচিতপাত্রত্বাভাবমাশঙ্ক্য সবিচারমাহ—কা বা রত্নাকরেতি। ন হি রত্নাকরস্থ-সমস্তরত্নানি করতলমাত্রে মান্তীতি ভাবঃ। অত্যযোগ্যত্বেঽপ্যাত্মনঃ কদাচিদপি প্রাপ্তুমশক্যোঽপি বস্তুনি সাহসাবিষ্কারে কষ্টমেবোদর্কং স্যান্ন তু সুখমিতি

২২। শ্যামা বললেন—'হে মৃগনয়নী রাধে, তুমি সখীদের বৃথা দোষারোপ করো না, গোকুল-কুলললনা সভায় গোকুলললনাভূষণরূপা তোমার স্তবন কথা প্রসঙ্গে এ-বৃত্তান্ত প্রশংসনীয়ই বটে, তাই চন্দ্রমা ও কুমুদিনীর স্বাভাবিক ভাবের মতো তোমার ও কৃষ্ণের মধ্যে যে স্বাভাবিক ভাব আছে তা জাতমাত্রেই সকল গোকুলনগরীর শ্রেষ্ঠ সৌরভ আহরণ করে নিয়েছে।

২৩। মুখ্যা শ্রীরাধা হাসতে হাসতে বললেন—'হে চন্দ্রমুখী, মনে হচ্ছে সত্যই তুমি সেইজনে লোভবতী হয়েছ, যেহেতু তুমি নিজের কথা অন্যের উপর চাপাচ্ছ, তুমি সর্বতো ভাবে বিজয়িনীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা, বলতো কি করে এরূপ একটা অসম্ভবের বিষয়েও কল্পনা আসতে পারে? দেখ, কে এমন বোকা আছে যে সূর্যচন্দ্রকে হাত বাড়িয়ে ধরতে যায়, কে এমন আছে যে কাচমণির সঙ্গে মহামণির বদলাবদলি করতে উদ্যত হয়, কে এমন আছে যে সমুদ্রগর্ভস্থ মহারত্নচয় হাতের মুঠোয় আনতে বাসনা করে, কে বা এমন আছে যে ডগমগায়মান মণীন্দ্রের লোভে সর্পের ফণা ধরতে অভিলাষী হয়, আর কেউ বা এমন আ.ছ যে সিংহকিশোরের কেশর দিয়ে কেশ-বিন্যাসে উদ্যোগী হয়?

২৪। । শ্যামাহ—‘শ্যামাহতং তে সত্যমেব হৃদয়ং হৃদয়ংগমেনামুনৈব বচসা চ সাতিশয়মেব ব্যক্তীকৃতম্, কৃতং তে প্রতারণেন ॥’

২৫। ইত্যুক্তবত্যামেতস্যাঃ প্রতারণচাতুরী চাহহতুরীভূতা যদি, তদা স্বভাবভাবভাবুকসুভগংভাবুকমনোবৃত্তিতয়া রোমাঞ্চমাঞ্চনচটুলকপোলপালিপালিতকজ্জলজলমিষেণ নয়নকমলাভ্যামন্তর্গতং কৃষ্ণকান্তিদ্রবমিব বমন্তীমং তীব্রতরকৃষ্ণানুরাগ-পরভাগপরভাজনভাবং ব্যঞ্জয়ন্তী জয়ন্তীব বৈজয়ন্তী সর্ব্বসৌভাগ্য-সম্পদাং সখীজনহৃদয়দ্রবায় সমজনি। ক্ষণমাশ্বাস্য চ ‘শ্যামে! ক মে ক্বণতু তাদৃশং ভাগধেয়ভূষণম্, অবধেহি,—

অতিপরম-মহার্ঘ্যমস্য চেতো, মণিমতিলোকমণীন্দ্রবন্দনীয়ম্।
তৃণমণিবদয়ং মমানুরাগঃ, পরিপণিতুং পণতাং কথং প্রযাতু ॥’

ইতি রোদিতি ॥

সভয়প্রদর্শনমাহ—কা বা ডগমগায়েতি। ডগমগেতি স্নিগ্ধোজ্জ্বল্যবাচি ভাষানুকরণম্। “প্রায়ো বীররতাঃ স্ত্রিয়ঃ” ইতি ন্যায়েন কান্তস্য শৌর্যং সুখমেবাবহতীত্যন্তরভিলাষে সত্যপি আত্মনো মৌগ্ধ্যমাত্রমাবিষ্কৃত্য কৃষ্ণস্য চাঘ-বকাদ্যসুরমারণোদ্দণ্ডপ্রভাবতাং ব্যঞ্জয়ন্তী সত্রাসং সান্তরৌৎসুক্যং চাহ—কা চ বেতি। কণ্ঠীরবকিশোরস্য কেশরৈর্যা কেশরচনা তদর্থমুদ্যততামুগ্রমং করোতি। অত্র সমাসাদ্বিধেয়াংশাবিমর্শো যমকান্তরোধাৎ সোঢ়ব্য ইতি। প্রতারিতা আলী সখী যেন তেন বৃত্তান্তেন ॥

২৪। শ্যামেন শ্রীকৃষ্ণেনাহতমুৎকণ্ঠোৎপাদনয়া ভাবনাগতেন তাড়িতমিত্যর্থঃ। বচসা দৈন্যবোধকেন তদুৎকর্ষকথনমেব তব স্পৃহাব্যঞ্জকমিতি ভাবঃ। তস্মাৎ প্রতারণেন কৃতম্, অলমিত্যর্থঃ ॥

২৫। আতুরীতি চিৎঃ। স্বভাং নিজকান্তিমবতি রক্ষতীতি তথাভূতো যো ভাবো বদ্ধমূল ইত্যর্থঃ। তস্য ভাবুকেন কুশলেন সুভগস্তাবুকা মনো বৃত্তির্যস্যাস্তত্তয়া হেতুনা যো রোমাঞ্চস্তস্য মা শোভা তস্যা অঞ্জনেন প্রাপ্ত্যা চটুলৌ শোভনৌ কপোলৌ তয়োঃ পালীভ্যাং ক্রোড়াভ্যাং পালিতং রক্ষিতং যৎ কজ্জলসম্বন্ধিজলং তন্মিষেণ তচ্ছলেন; “চটুলঃ সুন্দরে

কাজেই আমার মতো সরলা সখীকে এরূপ মিথ্যা বাক্যে প্রতারণা করবার কি প্রয়োজন।

২৪। শ্যামা বললেন—‘সত্যই তোমার হৃদয় শ্যামাহত, হৃদগত তোমার এ বাক্যেই তা সাতিশয়রূপে প্রকাশ পাচ্ছে, তোমার এ প্রতারণার আর প্রয়োজন কি?’

২৫। এ কথায় তাঁর প্রতারণাচাতুরী যদি আর টিকল না তখন তিনি বদ্ধমূল ভাবের উচ্ছলনে পরমসুন্দর মনোভাবাবেশ জনিত রোমাঞ্চের শোভায় শোভন ভ্রূ-কপোলদেশগত কজ্জলমিশ্রিত নয়নজলধারাচ্ছলে যেন নয়নকমলদ্বারে হৃদয়মধ্যস্থিত কৃষ্ণকান্তিদ্রব উদ্গিরণ করতে লাগলেন। এর দ্বারা পরিপক্ক কৃষ্ণানুরাগ জনিত সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠপাত্ররূপে নিজেকে প্রকাশ করতে লাগলেন, যেন সর্বসৌভাগ্য-সম্পদপতাকা উড্ডীয়মান হয়ে পতপত করতে লাগল। একটু আশ্বস্ত হয়ে—শ্যামে, তাদৃশ ভাগ্যভূষণ আমার কোথায় ধ্বনিত হবে, শোন—

অতি পরমমহার্ঘ সেই তাঁর চিত্তমণি অলৌকিক ও মণীন্দ্রবন্দনীয়, তুচ্ছ তৃণমণিসম আমার

২৬। শ্যামাহহহ,—মা হন্ত ! খেদনীয়ং বামনয়নে, নয় নেতব্যতামস্মদ্বচসি প্রামাণ্যম্। সমাশ্বসিহি বিশ্বসিহি বিগতালীক্যে মদালিবাক্যে, ত্বদনুরাগরত্নেনৈব তন্মনোমাণিক্যং পরিচীয়তে। তথা হি—

প্রসরতি সহজাবরোহহানে-,রধিনিধি কশ্চন বীরুধোহবরোহঃ।

নিধিরপি ন স তেন দুর্বিদঃ স্যাৎ, কলয়তি যস্তমহো স এব বেত্তি॥'

২৭। আহতুরুভে বিশাখাললিতে—'ললিতেক্ষণে শ্যামে ! পুরাপি তব তস্য চেতি মুদিতমুদিতমধুনাপি মধুনাপিহিতমিব কিঞ্চিদুচ্যতে। তদয়ি মধুরহসিতে ! রহসি তে কিমপি শ্রবণপথাতিথিত্বমাগতমিব।' সাহহহ—'সাহসিক্যমিদং যদহং কথয়ামি॥'

চলে" ইতি ধরণিঃ; "পালিঃ স্ত্র্যশ্রাঙ্কপঙ্ক্তিষু" ইত্যমরঃ। নয়নকমলাভ্যাং তদ্ধারাভ্যাং বমন্তী উদ্গিরন্তী। ততঃ কিম্? তত্রাহ—তীব্রতরঃ পরিপক্কো যঃ কৃষ্ণানুরাগস্তেন পরভাগঃ সৌন্দর্যং তস্য পরভাজনভাবং শ্রেষ্ঠপাত্রত্বং ব্যঞ্জয়ন্তী, আত্মন ইত্যর্থঃ। ততঃ কিম্? তত্রাহ—বৈজয়ন্তী পতাকা জয়ন্তীব সর্বোৎকর্ষেণ বর্তমানেব। অতিলোকা লোকমতিক্রান্তা লোকোত্তরা মণীন্দ্রাদৈস্তৈরপি বন্দনীয়ং বন্দনার্হং তৎস্থানীয়মিত্যর্থঃ। তৃণমণিস্তৃণাকর্ষকো মণিবিশেষঃ, পরিপণিতুং ক্রেতুং পণতাং মূল্যতাম্॥

২৬। অস্মদ্বচসি প্রামাণ্যং প্রধানকর্মভূতম্, নেতব্যতাং গ্রাহ্যতাম্, নয় প্রাপয়। তত্র প্রামাণ্যে তবোপাদেয়তা তিষ্ঠতু, ন তু হেয়তেত্যর্থঃ। বিগতমালীক্যমলীকত্বং মিথ্যাত্বং যস্য তস্মিন্, মমালীনাং সখীনাং বাক্যে। ত্বদনুরাগরত্নং তত্রৈব লগ্নং সৎ তন্মনোরূপং মাণিক্যং পরিচিনোত্যেবেত্যর্থঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ—সহজৈব অবরোহস্য শাখাজটায়া হানিস্ত্যাগো যস্যাস্তথাভূতায়া অপি বীরুধঃ। অধিনিধি নিধিপ্রদেশে অবরোহঃ প্রসরতি;—"শাখা শিফাবরোহঃ স্যাৎ" ইত্যমরঃ। ততশ্চ স নিধিরপি তেনাবরোহেণ দুর্বিদো দুর্জ্ঞেয়ো ন স্যাৎ। কুতঃ? অহো আশ্চর্যে, যোহবরোহো লম্বিতঃ সন্ তং কলয়তি গৃহ্লাতি, অতঃ স এব তং নিধিং বেত্তি। অত্র নিধিস্থানীয়ং শ্রীকৃষ্ণমনঃ কর্মভূতম্, অবরোহস্থানীয়স্ত্বদনুরাগ এব গৃহ্লাতি, জানাতি চ নান্য ইত্যনেন ত্বয্যাকৃষ্টমেব তস্যাপি মনঃ সাম্প্রতং বর্তত এবেতি ব্যঞ্জিতম্। তবাপ্যয়মনুরাগো নাধুনিক এব, কিন্তু অদৃষ্টাশ্রুতচরেহপি তস্মিন্ প্রাগেবারভ্যাসীদিত্যপি ব্যঞ্জিতম্॥

এ-অনুরাগ ওটি ক্রয়ের মূল্য কি করে হতে পারে ? এ বলে রোদন করতে লাগলেন।

২৬। শ্যামা বললেন—'হায় হায়, হে সুনয়নে, আর খেদ কর না, আমার কথার প্রামাণিকতা স্বীকার করে নেও, আস্বস্ত হও, সত্যবাদিনী আমার সখীদের কথা বিশ্বাস কর, তোমার সেই অনুরাগরত্নই সেখানে লগ্ন হয়ে সেই মনোমাণিক্যের সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে নিবে। এতে দৃষ্টান্ত—

২৬। স্বাভাবিক শাখারূপ জটা-ত্যাগী লতা মাটিতে পোতা গুপ্তনিধিপ্রদেশে যদি জটা বিস্তার করে তবে তখন আর সেই নিধি ঐ জটার অপরিচিত থাকে না। যে জটা লম্বিত হয়ে নিধিকে জড়িয়ে ধরেছে সেই তো তাকে জানবে। (এখানে নিধিস্থানীয় শ্রীকৃষ্ণ আর জটাস্থানীয় শ্রীরাধার অনুরাগ।

২৭। ললিতা বিশাখা উভয়েই বলে উঠলেন—'হে ললিত নয়নী শ্যামে, তোমার ও কৃষ্ণের আনন্দোচ্ছাস তো পূর্বেই উদয় প্রাপ্ত হয়েছে, অধুনাও মধুমিশ্রিত কিছু মিষ্টি মিষ্টি কথা বললে।

২৮। উভে আহতুঃ—'শ্যামে! শপাবহে স্বশিরসা, রসান্তরেণ চেদিদং ভবতি, তদসঙ্কোচেনাऽऽলপ, লপনেন্দোস্তে নির্মঞ্ছনং যাবঃ॥'

২৯। অথ সা হসন্ত্যাহ—'সম্ন্যায়তধিয়ো মদীয়াঃ সহচর্য্যস্তা একদা কদাচন বনগমনারম্ভসম্ভাবিত-বেণু-বিষাণ-গুঞ্জাশিখণ্ডাদিভূষণসম্ভারৈঃ সহ সহচরৈরগ্রেসরস্তথাবিধ-বিবিধভূষণো ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনঃ পুরতোরণতঃ পুরতো রণতঃ কনকমণিময়ালঙ্কারান্ দধানোऽয়মধিবলভীতলমধিবলভীতলজ্জিতনয়নমিতস্ততোऽবলোকয়ন্তীং ভবত্যোঃ সখীমাকস্মিকেনাকুটিলেনাऽऽলোকনেনেষত্তরাং তমালোক্য তৎসমকাল-জনিত-মন্দাক্ষমন্দাক্ষমপবর্ত্তমানাং বর্ত্তমানান্দোলিতানন্দোল্লাস-পরাভবেন পুনরপি বিবলিতগ্রীবমালোক-মানামাকস্মিকেনৈবাকুটিলেন তদালোকনেনার্দ্ধবর্ত্মনি নিকৃত্তস্য কটাক্ষস্য চরমার্দ্ধমুপসংহরন্তীমনপেক্ষ-

২৭। মুদিতমানন্দঃ, উদিতমুদয়প্রাপ্তম্। মধুনা পিহিতং মধুমিশ্রিতমিব বিগতালীক্যে মদালিবাক্যে ইতি তথা নিধিরপি ন স তেন দুর্বিদঃ স্যাদিত্যনেন চ সুরসমিত্যর্থঃ॥

২৮। আলপ কথয়, লপনেন্দোর্মুখচন্দ্রস্য; "আননং লপনং মুখম্" ইত্যমরঃ॥

২৯। হসন্তীতি,—বর্ণয়িষ্যমাণ-রাধিকৌৎসুক্য-চাপল্য-স্মরণাৎ। ব্রজপুরপুরন্দরনন্দনঃ কামপ্যাকস্মিকীং রুজমাসাদ্য কমপি প্রিয়নর্মসহচরং যদুবাচ, তন্মদীয়াঃ সহচর্যস্তা অন্বিষ্যমাণাভ্যঃ শুকীভ্যঃ শৃণ্বন্তি স্মেত্যন্বয়ঃ। কথম্ভূতঃ সন্নিত্যপেক্ষায়াং প্রথমত এব ক্রমেণ সমস্তোদন্তং বিবৃণ্বতী বিশিনষ্টি—বনগমনারম্ভেত্যাদিনা। পুরস্য তোরণতো বহির্দ্বারাৎ পুরোऽগ্রে বর্ত্তমানঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ? রণতঃ কণতো মণিময়ালঙ্কারান্ দধানঃ, 'রণ ধ্বন শব্দে' শত্রন্তঃ। অয়মিতি বুদ্ধ্যা প্রকটীকৃতং তমঙ্গুল্যা দর্শয়ামীবেতি ভাবঃ। পুনঃ কীদৃশঃ? ভবত্যোঃ সখীং বর্ণ্যমানলক্ষণামনপেক্ষমাণেন কটাক্ষস্য পূর্বার্ধেন ছিন্নপরার্ধেনেব হৃদি বিদ্ধঃ। কীদৃশীম্? অধিবলভীতলং বলভীতলে। অধিবলেন অধিকবলেন ভীতেন ভয়েন লজ্জিতে ব্যাক্ষিপ্তে নয়নে যত্র তথাভূতং যথা স্যাত্তথা সচকিতমিত্যর্থঃ, ইতস্ততোऽবলোকয়ন্তীম্;—"চন্দ্রশালা চ বলভী স্যাতাং প্রাসাদ-মূর্ধনি" ইতি শ্রীধরঃ। আকস্মিকেনাকস্মাজ্জাতেনালোকনেনেষত্তরামল্পতরাং যথা স্যাত্তথা তং শ্রীকৃষ্ণমালোক্য তৎ-

অতএব হে মধুর হাস্যমুখী, বলতো নির্জনে কোন কথা কি তোমার কর্ণগোচর হয়েছে? শ্যামা বললেন—'হ্যাঁ হয়েছে, যা আমি বলবো সে এক আকস্মিক ব্যাপার।

২৮। উভয়ে বলে উঠল—'শ্যামে আমাদের মাথার দিব্বি দিয়ে বলছি—যদি এ রসপূর্ণ হয় তবে অসঙ্কোচে বলে দেও, অহো তোমার মুখচন্দ্রের বালাই লয়ে মরে যাই।'

২৯। অতঃপর শ্যামা হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন—'একদা কখনও বনগমন-উদ্যোগপর্বে বেণু-বিষাণ-গুঞ্জা-ময়ূরপুচ্ছাদি ভূষণসম্ভারে সজ্জিত সখাগণের সহিত তথাবিধ বিবিধ ভূষণে ভূষিত, রুণুঝুণু ধ্বনিত কনকমণিময় অলঙ্কারে মণ্ডিত ব্রজপুরপুরন্দরনন্দন পুরদ্বারের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হলে—ঐ সম্মুখের চন্দ্রশালিকার নীচে দণ্ডায়মানা, অতি ভয়সচকিত নয়নে ইতস্ততঃ ঈক্ষণমানা তোমাদের সখী হঠাৎ নয়নকোণে কৃষ্ণকে যেই একটু দেখছে অমনই লজ্জা এসে তাঁর চাউনির বেগকে স্তিমিত করতে করতে তিরোভাব করিয়ে দিল,—অতঃপর আনন্দোল্লাসের আন্দোলনের দ্বারা লজ্জার পরাভবে ('গোল্লায় যাক্ লজ্জা, যা হয় হউক, একবার দেখে তো নি'—এ ভাবে) পুনরায় গ্রীবা উঠিয়ে যদি কটাক্ষ-

মাণেন পূর্বার্দ্ধেন ছিন্নবিশিখার্দ্ধেনেব হৃদি বিদ্ধো নিয়তিনিয়োগেন নিকৃত্তভুজগীপূর্বার্দ্ধেন দষ্ট ইব কামপি দৈবোপসন্নামাকস্মিকীং রুজমাসাদ্য সোৎকণ্ঠং সচমৎকারং সবিস্ময়ং পশ্যন্ কমপি প্রিয়নর্মসহচরং যদুবাচ, তদন্বিষ্যমাণাভ্যঃ পঞ্জরতো বিচ্যুতাভ্যঃ শুকীভ্যঃ শৃণ্বন্তি স্ম ॥

৩০। যথা—'প্রিয়সখ! কেয়ং বলভীতলবিদ্যোতিনী নির্মুদিরা বিদ্যুদিব, নন্দনবনতো নিপত্য বড়ভীতলমালম্বমানা বালকল্পলতিকেব, ত্রিলোকীলোক-সম্মোহকারিণী মদনৈন্দ্রজালিকস্য কুহককনক-পাঞ্চালিকেব, গোকুলপুরাধিষ্ঠাতৃদেবতেব, কেনাপি পরমকলাবতা চিত্রকরেণ চিত্রিতা নির্ভিত্তিচিত্রলেখেব,

---

সমকালং জনিতং যন্মন্দাক্ষং লজ্জা তেন মন্দে বেগহীনে অক্ষিণী নেত্রে যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, অপবর্ত্তমানাং তিরো-ভবন্তীম্;—"মন্দাক্ষং হ্রীস্ত্রপা ব্রীড়া" ইত্যমরঃ। ততশ্চ বর্ত্তমানো জায়মান আন্দোলিত আন্দোলং প্রাপিত আনন্দো যেন তথাভূতাদুল্লাসাদৌৎসুক্যাদ্যঃ পরাভবঃ অধীরতায়া ধ্বংসস্তেন পুনরপি 'কিময়ং মাং পশ্যন্নস্তি' হন্ত হন্ত গতো বা, ম্রিয়তাং নাম মে লজ্জা, যদ্ভাবি তদ্‌ভবতু, কিন্তু একবারমীক্ষিতব্য এবাসৌ' ইতি চাপল্যেন বিবলিতগ্রীবং গ্রীবামুখাপ্যালোকমানাম্, ততশ্চাকস্মিকেনৈব তদালোকেন কৃষ্ণালোকেনার্ধবর্ত্মনি নিকৃত্তস্য ছিন্নস্যেতি দ্বয়োঃ পরস্পরং প্রতি তুল্যকালমেব কটাক্ষশরসন্ধানাৎ কটাক্ষস্য স্বকৃতস্য চরমার্ধমুপসংহরন্তীমিতি সম্পূর্ণস্যৈবোপজিহীর্ষায়াং সত্যামপি পৃষ্ঠদেশার্ধমেব পূর্বার্ধস্য তীক্ষ্ণফলিকাযুক্তস্য কৃষ্ণকটাক্ষেণ ছিন্নত্বাৎ। অতস্তাদৃশীং তামনপেক্ষমাণেন ছিন্নশরার্ধেনেতি তস্যাশক্যানির্গমত্বাৎ। নিয়তিনিয়োগেন দৈবপ্রেরণয়া। নিকৃত্তভুজগীতি তদ্বিষস্য দুঃশকপ্রতিকারত্বাৎ। অত্রায়মর্থঃ—মাময়ং মা পশ্যতু, অহন্তু এনমেকবারং পশ্যামীতি বাঞ্ছয়াঽবলোকনারম্ভে তদৈব শ্রীকৃষ্ণাবলোকনং দৈবাজ্জাতমালক্ষ্য হন্ত হন্ত মাময়ং দৃষ্টবানেব, তদৌৎসুক্যসূচিকা মে দৃষ্টিরিয়মেতস্য দৃষ্টিগতা মা ভবত্বিতি তিরোদধতা। এতস্যাঃ সম্পূর্ণদৃষ্টেরেবোপসংহারেচ্ছা, কিন্তু দৃষ্টেঃ প্রথমভাগস্য প্রথমমেব কৃষ্ণদৃষ্টৌ যোগোঽভূদিতি ন তস্যোপসংহারঃ শক্য ইতি পশ্চাদ্‌ভাগ এবোপসংহৃতঃ। তথা একস্যাঃ সম্পূর্ণায়া দৃষ্টেঃ পূর্বার্ধপরার্ধয়োঃ প্রকাশাপ্রকাশৌ তাৎকলিকৌ কৃষ্ণদৃষ্টৌব সম্পাদিতাবিতি তয়োর্মধ্যে ছেদ উৎপ্রেক্ষিতঃ। তেন চাভিলষণীয়ত্বেঽপি তৎপশ্চাদ্‌ভাগস্য কৃষ্ণে নাপ্রাপ্তিরেব সৌরস্যাৎ তদুৎকণ্ঠাবর্ধিনী জাতেতি ॥

৩০। নির্মুদিরা মেঘবিনাভূতা। বিদ্যুদিবেতি নেত্রচমৎকারিরূপচাকচিক্যবতীত্বেন। বালকল্পলতেতি মনো-লোভনীয়বস্তুদিৎসুতয়া। কুহকেত্যদৃষ্টাশ্রুতচরত্বেনাসম্ভাব্যসৌন্দর্যস্যাকস্মাদুদ্গমেন। তত্রাপি স্বস্য কামসুখমনুস্মৃত্য মদ-নৈন্দ্রেতি। তত্রাপ্যতিশয়মালক্ষ্য সম্মোহেতি। ঐন্দ্রজালিকবিদ্যয়া স্বস্যাশক্যবশীকারত্বং সম্ভাব্যাহ—গোকুলপুরেতি।

নিক্ষেপ করেছে, তখন হঠাৎ কৃষ্ণের কটাক্ষশরসন্ধানে অর্দ্ধপথে ছিন্ন তাঁর কটাক্ষশরের শেষভাগ উপসংহৃত হল বটে, কিন্তু তোমাদের সখীর অনপেক্ষমান তীক্ষ্ণ ফলাকাযুক্ত প্রথমার্দ্ধ ছিন্ন শরের মতো ছুটে গিয়ে কৃষ্ণের হৃদয় বিদ্ধ করল। এতে দৈবযোগে ভুজগীর ছিন্ন প্রথমার্দ্ধের দংশনে পীড়িত ব্যক্তির মতো কোনও দৈবগত আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত কৃষ্ণ উৎকণ্ঠা-চমৎকার-বিস্ময়সহকারে প্রিয়নর্মসহচরকে যা বলেছিলেন তা মদীয় অতিবুদ্ধিমতী সখীগণ পিঞ্জরমুক্তা অন্বিষ্যমানা সারিকার কাছ থেকে যেমন শুনেছিল তা কৃষ্ণের জবানীতে বলছি শোন—

৩০। প্রিয়সখা, কে-ও চন্দ্রশালিকাতল আলোকরা বিনামেঘে বিজলীর মতো, নন্দনবন থেকে চ্যুত হয়ে চন্দ্রশালিকাতল আলম্বমানা বালকল্পলতার মতো, ত্রিলোকিলোক-সম্মোহনকারিণী

গগনসরসো লম্বমানা হেমহংসীব, আকাশকনককেতকীব, কুসুমধনুষো নিষ্কৃপা কৃপাণীব, অদ্বিতীয়া দ্বিতীয়া চন্দ্রলেখেব, সম্মোহস্য মহিমবল্লীব, লাবণ্যস্য দর্পণিকেব, মাধুর্য্যস্য পতাকিকেব, গুণমণীন্দ্রবৃন্দ-তেজোমঞ্জুমঞ্জরীব, সৌরূপ্যবিহঙ্গপুরটপঞ্জরিকেব, ক্ষণমেবাবির্ভূয় তিরোভবতি। কিময়ং মে স্বপ্নঃ; কিমুত ভ্রম এব বা, কিমুত মদীয়মনসো বিভ্রামিকা কাপি দৈবী মায়া॥'

৩১। স আহ—'সখে! সখেদেন মা ভবিতব্যম্। ইয়ং হি বার্ষভানবী নবীনৈব সৃষ্টির্বেধসঃ। যাং খলু সর্বসৌভাগ্যসারাধিকাং রাধিকাং প্রাহু' ইত্যুক্তে সতি 'আং জানামি নামিতসকলসুন্দরীসৌন্দর্য্য-গর্বামেনাং গুণবতীগণগণনাপ্রসঙ্গে প্রসঙ্গেয়চরিত্রামম্বয়োঃ সংবাদ এব কিং ত্বত্তৈব মে নয়নপথি পথিকেয়ম্'

তাদৃশমুখনেত্রাদ্যঙ্গসৌষ্ঠবস্য বিধাতৃসৃষ্টাবসম্ভাবিতত্বং নিশ্চিত্যাহ—চিলেখেতি। তত্রাপ্যতিলোকোত্তরতামনুভূয় পরমকলা-বত্তেতি। কেনাপীতি বিশ্বকর্মতোঽপি বৈলক্ষণ্যং দ্যোতিতম্। নিভিত্তীতি তস্যাতর্কশক্তিতা সূচিতা, অলঙ্কার-ক্বণিতস্য কর্ণাহ্লাদকতামনুভূয়াহ—হেমহংসীতি। অঙ্গসৌরভ্যস্য মনোভ্রমরব্যাকুলীকারিত্বদিগ্দর্শনেনাহ—কনককেতকীতি। তদনু-স্মৃত্যা কামপীড়ামনুভূয়াহ—কুসুমধনুষ ইতি। তত্রাপি চিত্তাহ্লাদকতয়া দোষাস্পৃষ্টতয়া দ্বিতীয়াতিথি-চন্দ্রলেখেবেতি। অদ্বিতীয়া ন বিদ্যতে সাম্যেন দ্বিতীয়া যস্যাঃ সা। তত্র হেতুমানন্দমূর্চ্ছাজনকত্বং তস্যাঃ প্রাহ—সম্মোহেতি।

অথ লাবণ্য-মাধুর্য-সাদ্গুণ্য-সৌন্দর্যাণামবধিভূতত্বেনোৎপ্রেক্ষতে ক্রমেণ চতসৃভিঃ। মণিদর্পণায়মানত্বমঙ্গানাং লাবণ্যেনৈব ভবতি। ইয়ং তু সাক্ষাল্লাবণ্যস্যৈব দর্পণিকেতি। তথা হি তল্লক্ষণম্—(উ° নী° ১০।২৮) "মুক্তাফলেষু ছায়ায়াস্তরলত্বমিবান্তরা। প্রতিভাতি যদঙ্গেষু তল্লাবণ্যং বিদুর্বুধাঃ॥" ইতি। পতাকিকা উৎকর্ষপরা অবধিসূচিকা। সৌরূপ্যং সৌন্দর্যম্, তদ্রূপো বিহঙ্গঃ পক্ষী অস্যাং পঞ্জরিকাভূতায়ামেব নিবদ্ধস্তিষ্ঠতীতি তেনান্যত্র ন দৃশ্যত ইতি ভাবঃ। যদ্বা, সৌরূপ্যং শোভনরূপত্বং বর্ণিতধর্মাণাং সমস্তানামেব তৎ, তেনৈতন্নিষ্ঠাঃ সর্ব এব বর্ণিতগুণাঃ ক্বাপি ন নিঃসৃতা ইতি ভাবঃ। স্বপ্ন ইতি তস্যৈবাসম্ভাব্যসম্ভাবকত্বং কদাচিদ্ যুজ্যত ইতি ভাবঃ। তিষ্ঠতশ্চলতশ্চ মে গোচরণায় স কথং সম্ভবেদিতি ভ্রমস্তাৎকালিকঃ, স চাপি নির্হেতুকঃ কথং স্যাদিতি দৈবী মায়া॥

মদন-ইন্দ্রজালিকের মায়া-কনকপুতুলের মতো, গোকুলপুর অধিষ্ঠাতৃদেবীর মতো, কোনও পরমশিল্প-নিপুণ চিত্রকরের আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মতো, আকাশ-সরসিতে লম্বমানা স্বর্ণহংসীর মতো, আকাশের কনককেতকীর মতো, মদনের নিষ্করুণ খড়্গের মতো, দ্বিতীয়ার অদ্বিতীয়া চন্দ্রলেখার মতো, সম্মোহন-বিদ্যার মহিমালতার মতো, লাবণ্যের দর্পনের মতো, মাধুর্যের বিজয়পতাকার মতো, গুণ-মণীন্দ্রবৃন্দের তেজের মনোহর মঞ্জরীর মতো, সৌরূপ্যবিহঙ্গের স্বর্ণপিঞ্জরের মতো কে-ও ক্ষণমাত্র আবির্ভূত হয়ে তিরোভূত হয়ে গেল।

এ কি আমার স্বপ্ন, কিম্বা ভ্রমই বা হবে, কিম্বা মদীয় মনোবিভ্রামিকা কোনও দৈবীমায়া।

৩১। প্রিয়নর্মসখা বললেন—'সখে, দুঃখিত হয়ে না, ঐ ব্রজে প্রসিদ্ধা বার্ষভানবী, বিধাতার নবীনা এক সৃষ্টি—যাঁকে লোকে সর্বসৌভাগ্যসারের অধিকা রাধিকা বলে ডাকে।' এরূপ বলবার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষ্ণ বলে উঠলেন—'ও! মনে পড়েছে, সকল সুন্দরীর সৌন্দর্যগর্বকে ধূলিসাৎকারী, গুণবতী-গণনাপ্রসঙ্গে প্রশংসার যোগ্য চরিত্রবতী এঁর পরিচয় মায়েদের আলাপের ভেতর পূর্বেই পেয়েছি,

ইত্যবহিত্থয়া প্রসঙ্গান্তরমাপাদ্য হৃদি সঞ্জাতবিকারো বহিঃ প্রকৃত ইব, অনুগবীনো নবীনো নটন্মেঘ ইব, মেদুরদুরবগাহনীলধামা ধামাতিশ্যামায়িতং বিপিনমলঙ্কার। তদয়ি দয়িতে! ললিতে! নির্ব্যূঢ়মুভয়োরেব মনসি মনোরথ-মহাঙ্কুরেণ। কালে দ্বিপত্রায়িতক্রমেণ ফলদশাপ্যস্য সম্ভাবনীয়া ॥

৩২। মুখ্যাহ—'শ্যামে! অলীকবাদিনি! বিরম বিরম, নাহং কদাপ্যেকাকিনী বড়ভীতলমারূঢ়া। তন্মাতঃ পরমিমং জনং লঘুতরীকর্ত্তুমর্হসি, পাদয়োস্তে নিপতামি, মা পরমপত্রপা-পারাবারে পাতয় মাম্' ইতি তদুদিতোপরমে সাহহস,—যদীয়মলীকৈব বর্ত্তা, তৎ কথমত্রাপত্রপা-পারাবারঃ? অতো নিহ্নূয়মানোঽপি নিহ্নোতুং ন শক্যতে স্বাভাবিকো হি ভাবঃ। যদিদং ক্ষম্যতাং মে চাপলম্। অতঃ পরং বিশ্বস্তা ভব নিজভাগধেয়-সম্পাদি, ইত্যেবং তদা সমস্তা এব ব্রজনগরে স্ব-স্ব-যূথপাভিঃ সমং স্ব-স্ব-সখ্যঃ সমন্তত এবমেব যথাস্বং সরসকথাপ্রসঙ্গেন শ্রীকৃষ্ণে জাতমনুরাগং ব্যঞ্জয়ন্তি স্ম। নিরন্তরং চ বর্দ্ধিত এব পূর্ব্বরাগনাটকপূর্ব্বরঙ্গঃ ॥

৩৩। তথা হি—ধ্বজ-কমলাদি-বিলক্ষণলক্ষণলক্ষিতচরণচিহ্নময়ী পৃথিবী, তৎকান্তি-সকান্ততরণি-

---

৩১। অম্বয়োরিতি শ্রীযশোদা-রোহিণ্যোঃ কদাচিত্তথা সংবাদ পূর্ব্বমাসীদিতি জ্ঞাপিতম্। সঙ্কেয়চরিত্রাং প্রশংসাহচরিতাম্। অবহিত্থয়া আকারগোপনেন; প্রসঙ্গান্তরমিতি 'বিরমতু তাবদনুচিতেয়ং বার্ত্তা, প্রস্তুতানুসরণমেব চারু; হংহো সখায়োঽস্য কুত্র বনে চিক্রীড়িষা ভবতাম্, কা বা তত্র খেলা?' ইত্যেবংলক্ষণম্। অনুগবীনো গবাং পশ্চাদলংগামী; (পাঃ ৫।২।১৫) "অনুগ্বলংগামী" ইতি খঃ; মেদুরং সান্দ্রং স্নিগ্ধং দুরবগাহং নীলং ধাম কান্তির্যস্য সঃ। একস্যৈব মনোরথশাখিন একেনৈব মহাঙ্কুরেণ, উভয়োর্মনসি নির্ব্যূঢ়মিত্যনেন দ্বয়োর্মনসোরপ্যেকত্বমেবেতি দ্যোতিতম্। অতএব মনসীত্যেকবচনম্। তথা চোক্তং শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণৌ (স্থায়িভাব-প্রঃ ১৫৫) "রাধায়া ভবতশ্চ চিত্তজতুনী" ইত্যাদি ॥

৩২। পারাবারঃ সমুদ্রঃ ॥

কিন্তু নয়নপথের পথিক এই আজই হল।' এ-বলে অবহিত্থায় প্রসঙ্গান্তর করে হৃদয়ে অনুরাগবিকারগ্রস্ত হয়েও বাইরে অবিকারী স্বাভাবিকের মতো, ধেনুগণের পশ্চাৎগামী নবীননৃত্যশীল মেঘের মতো, সান্দ্র-স্নিগ্ধ-দুর্বোধনীলবর্ণ কৃষ্ণ তার কান্তিতে অতিশয় শ্যামল শ্রীবৃন্দাবনকে অলঙ্কৃত করলেন।

৩২। রাধা বললেন—'মিথ্যাবাদিনী, থাম থাম, আমি কখনও একাকিনী শ্রীচন্দ্রশালিকাতলে যাইনি, অতএব অতঃপর আর এ-লোকটাকে একেবারে খেলো করে দেওয়া উচিত হবে না, তোমার পায়ে পড়ছি, আমাকে মহালজ্জাসাগরে ফেলো না'—এরূপে তাঁর কথা শেষ হলে শ্যামা বললেন—'এ যদি মিথ্যা কথাই হয়ে থাকে তবে আর এতে লজ্জাসাগরের কি আছে? অতএব গোপন করতে গেলেও স্বাভাবিক ভাব গোপন করা যায় না। যা হোক, আমার এ-চপলতা ক্ষমা কর। অতঃপর স্বভাগ্যসম্পদের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর'—এইরূপে সমস্ত ব্রজনগরের স্ব-স্ব-যুথেশ্বরীগণের সঙ্গে স্ব-স্ব-সখীগণ চতুর্দিকে এরূপ যথাযোগ্য সরসকথাপ্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণে জাত তাঁদের চিত্তের অনুরাগ পরস্পর প্রকাশ করতে লাগলেন। আর নিরন্তর বর্দ্ধিত হয়ে চলল পূর্ব্বরাগনাটকের নান্দীপাঠাদি পূর্ব্বরঙ্গ।

৩৩। সেই পূর্ব্বরঙ্গে তাঁদের নিকট প্রতীতি হতে থাকল—পৃথিবী ধ্বজ-কমলাদি বিলক্ষণ

তনয়াসলিলসলীলানি সকলান্যেব সলিলানি, তদীয়শ্যামলমহোময়ানি সকলান্যেব মহাংসি, তদ্‌গন্ধবাহিনঃ সর্ব এব গন্ধবাহাঃ, তন্মুখচন্দ্রচন্দ্রিকাধৌতমাকাশমিতি তাসাং সর্বাণ্যেব ভূতানি তন্নিষ্ঠানি জাতানি ॥

৩৪ । এবং ধ্যানৈকতানতায়াং চ তস্যাং তদ্রূপমেব নয়নেষু, তদধররস এব রসনাসু, তদগন্ধ এব গন্ধবহাসু তৎস্পর্শ এব ত্বক্ষু, তদ্দর্শনক্ষণগণনাসু সংখ্যা, তদধিকরণপ্রেমপরীক্ষণেষু পরিমাণম্, গুরুজনাদিবর্গাৎ পৃথক্‌ত্বম্, তদাকার এব মনসঃ সংযোগঃ, পত্যাদিগৃহাদ্বিভাগঃ, গুরুপরিজনেষু পরত্বম্, কৃষ্ণসম্বন্ধিম্বপরত্বম্, জীবনেষু গুরুত্বম্, চেতসি দ্রবত্বম্, প্রেম্ণি স্নেহত্বম্, শ্রবণে তদ্‌গুণশব্দঃ, তৎসংযোগচিন্তাসু বুদ্ধিঃ, তৎসঙ্গপ্রত্যাশায়ামেব সুখম্, তদসঙ্গ এব দুঃখম্, তদাসক্তিষু ইচ্ছা, গুর্বাদিষু দ্বেষঃ, কৃষ্ণোপসর্পণ এব প্রযত্নঃ, তদুপসত্তিরেব ধর্ম্মঃ, তদন্যথাভাব এব অধর্ম্মঃ, তৎপ্রেমকরণ এব সংস্কারঃ, ইত্যেবং সর্বাসাং চতুর্বিংশতিরেব গুণাস্তদানীমেবংবিধা আসন্ ॥

---

৩৩ । অথাসাং গাঢ়াসক্তিব্যঞ্জকং তন্ময়ত্বানুসন্ধানং দর্শয়তি—ধ্বজেত্যাদিনা । চরণচিহ্নময়ীতি সর্বেষামেব পৃথিবীস্থানামঙ্করেখাদীনাং স্ববুদ্ধ্যৈব ধ্বজাদিসাধারণ্যকল্পনয়া তচ্চিহ্নত্বেন প্রতীতিরিত্যর্থঃ । তৎকান্ত্যা সকান্তং তুল্যং যৎ তরণিতনয়ায়া যমুনায়াঃ সলিলং তেন সমানা লীলা রূপবিলাসো যেষাং তানি ॥

৩৪ । এবং বৈশেষিকদর্শনোক্তানাং পৃথিব্যাদিদ্রব্যাণাং তন্ময়ত্বেনৈব গ্রহণমুক্ত্বা তদ্দর্শনোক্তানামন্যেষাং রূপরসাদিচতুর্বিংশতিগুণানামপি কেষাঞ্চিত্তদীয়ানামপি কেষাঞ্চিত্তদনুকূলতয়ৈবোপাদেয়তাং তাসামাহ—ধ্যানৈকতানতায়াং ধ্যানৈকাগ্রমনস্তায়াং সত্যামিত্যর্থঃ; "একতানোঽনন্যবৃত্তিঃ" ইত্যমরঃ । রসনাসু জিহ্বাসু । তদধররস ইতি ভাবনয়ৈব সাক্ষাদুপনত ইত্যর্থঃ । তৎস্পর্শ ইতি সংপ্রয়োগ-লীলাদিকমপি তথৈব নির্ব্যূঢ়মেবেতি ধ্বনিতম্ । তদ্দর্শনে তদ্দর্শনানন্তরং

লক্ষণে লক্ষিত কৃষ্ণচরণচিহ্নময়ী, সকল জলই কৃষ্ণকান্তিতুল্য শ্যাম যমুনাজলের মতো রূপবিলাসময়ী, সকল তেজই কৃষ্ণতুল্য শ্যামতেজময়, সর্ব বায়ুই কৃষ্ণাঙ্গগন্ধবাহী, আর আকাশ কৃষ্ণমুখজ্যোৎস্নায় ধৌত । এরূপে ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এ-পঞ্চমহাভূতই তাদের নিকট কৃষ্ণনিষ্ঠা উৎপাদক হয়ে উঠল ।

৩৪ । (এরূপে বৈশেষিক দর্শনোক্ত ক্ষিতি-অপ ইত্যাদির তন্ময়ত্বের সহিত গ্রহণ বলে ঐ দর্শনোক্ত রূপ-রসাদি চতুর্বিংশতি গুণেরও কিছু কৃষ্ণের গুণ কিছু কৃষ্ণানুকুল গুণ বলে উপাদেয় হেতু উল্লেখ করা হচ্ছে ।)

এরূপে কৃষ্ণধ্যানে তন্ময়তা হেতু সেই রূপই তাঁদের নয়নে, সেই অধরামৃতই রসনায়, সেই অঙ্গগন্ধই নাসিকায়, সেই স্পর্শই ত্বকে, সেই দর্শনক্ষণ-গণনায় সংখ্যা, সেই আধারে আমা-বিষয়ে প্রেম কতটা সেই জিজ্ঞাসায় পরিমাণ, গুরুজনবর্গ থেকে নিজেদের পৃথকস্থিতি-ভাবনা, সেই আকারেই মনের সংযোগ, পত্যাদির গৃহবিষয়ে মনের বিয়োগ, গুরুপরিজনে বহিরঙ্গবুদ্ধি, কৃষ্ণসম্বন্ধি-বিষয়ে আপন আপন বুদ্ধি, জীবনে ভারবুদ্ধি, চিত্তে দ্রবতা, প্রেমে স্নেহত্ব, শ্রবণে সেই গুণগান শব্দ, সেই মিলন-চিন্তায় বুদ্ধি, সেই সঙ্গপ্রত্যাসাতেই সুখ, সেই বিরহই দুঃখ, সেই আসক্তিতেই ইচ্ছা, গুরুজনে দ্বেষ, কৃষ্ণ-নৈকট্যলাভেই প্রযত্ন, কৃষ্ণসেবাই ধর্ম, কৃষ্ণবিমুখতাই অধর্ম, কৃষ্ণপ্রেমকরণেই সংস্কার । গোপীগণের চতুর্বিংশতি গুণই তখন উপর্যুক্ত প্রকারে কৃষ্ণনিষ্ঠ হয়ে গেল ।

৩৫। এবং চ তাসামন্যোন্যং সরসানুলাপশ্চাসীৎ ; যথা—

'ঈদৃশা পুরুষভূষণেন যা, ভূষয়ন্তি হৃদয়ং ন সুভ্রুবঃ।
ধিক্ তদীয়কুলশীলযৌবনং, ধিক্ তদীয়গুণরূপসম্পদঃ॥

৩৬। জীবিতং সখি পণীকৃতং ময়া, কিং গুরোশ্চ সুহৃদশ্চ মে ভয়ম্।
লভ্যতে স যদি কস্য বা ভয়ং, লভ্যতে ন যদি কস্য বাঽভয়ম্॥

৩৭। কিঞ্চ, মাং ধবো যদি নিহন্তি হন্যতাং, বান্ধবো যদি জহাতি হীয়তাম্।
সাধবো যদি হসন্তি হস্যতাং, মাধবঃ স্বয়মুরীকৃতো ময়া॥

৩৮। কিন্তু, ব্রীড়াং বিলোড়য়তি লুঞ্চতি ধৈর্য্যমার্য্য-,ভীতিং ভিনত্তি পরিলুম্পতি চিত্তবৃত্তিম্।
নামৈব যস্য কলিতং শ্রবণোপকণ্ঠে, দৃষ্টঃ স কিং ন কুরুতাং সখি মদ্বিধানাম্॥'

৩৯। এবং সকলাঃ স কলানিধির্দিনমুখে মুখেন বিধুরীকৃতপীযূষময়ূখেন মুরলীং বাদয়মানো দয়-

---

বা যে ক্ষণাস্তেষাং গণনে সংখ্যা। একক্ষণমাত্রং শ্রীকৃষ্ণো ময়া দৃষ্টঃ, কৃষ্ণদর্শনানন্তরং মে পঞ্চ ক্ষণাঃ পঞ্চ কল্পায়মানা ব্যতীতা ইত্যেবং তদধিকরণে কৃষ্ণ-রূপাশ্রয়ালম্বনে প্রেমা স্ববিষয়কস্তস্য পরীক্ষণে কিয়ানয়ং জাত ইতি জিজ্ঞাসায়াং পরিমাণং তোলনং লক্ষিতম্। পৃথক্ত্বং তস্মাদ্ভিন্নতয়া আত্মনাং স্থিতিভাবনা। আদি-শব্দাৎ তৎসম্বন্ধিজনবর্গাদপি বিভাগো বিশ্লেষঃ। আদি-শব্দাৎ শ্বশ্রূাদিগৃহাদপি, কন্যানান্তু পিতৃগৃহাৎ। পরত্বং বহিরঙ্গবুদ্ধিঃ শত্রুত্বং বা। অপরত্বং স্বীয়ত্বম্ ; গুরুত্বং ভারবুদ্ধিঃ, দ্রবত্বমিতি ধর্ম-ধর্মিণোরভেদোপচারাৎ। তদাধিক্যবিবক্ষয়া চেতস এব দ্রবত্বমিত্যর্থঃ। স্নেহত্বং স্নেহবাচকত্বম্। কিংবা, শ্রীমদুজ্জ্বলনীলমণ্যুক্তানুসারেণ (স্থায়িভাব-প্র০ ৫৯) প্রেম্ণ এব কঞ্চিদুৎকর্ষং প্রাপ্তস্যৈব স্নেহত্বমিতি। আসক্তিঃ সামীপ্যম্॥ (৩৫)

৩৬। যদি ন লভ্যত এব, তর্হি তদপ্রাপ্তিবেদনাতুরায়া মরিষ্যন্ত্যা মম গুরুভয়ং কিং নামেত্যর্থঃ॥

৩৭। হন্যতাং হীয়তাং হস্যতামিতি ত্রয়ং ভাবসাধনম্॥

৩৮। লুঞ্চতি অপনয়তি॥

৩৫। আর তাঁদের পরস্পরে এরূপ সরস অনুলাপ হতে থাকল, যথা—

ঈদৃশ পুরুষভূষণের দ্বারা যে সুন্দরী হৃদয় ভূষিত করল না—ধিক্ তদীয় কুলশীলযৌবনের, ধিক্ তদীয় গুণরূপসম্পদের।

৩৬। সখি হে, ঐ চরণে জীবন পণ রেখেছি, গুরু ও সুহৃদের ভয় কি—তাঁর যদি লাভ হয় তবেই বা কার ভয়, আর তাঁরই যদি লাভ না হয় তবেই বা কার ভয়।

৩৭। আরও, পতি যদি আমাকে মারে মারুক, বন্ধুগণ যদি ত্যাগ করে করুক, সাধুগণ যদি পরিহাস করে করুক—ক্ষতি কি আমার, স্বয়ং মাধব যখন আমার অঙ্গীকৃত হয়েছে।

৩৮। যাঁর নাম কর্ণক্রোড়গত হওয়া মাত্র লজ্জা মথিত করে দিচ্ছে ধৈর্যের চ্যুতি ঘটিয়ে দিচ্ছে, আর্যভীতি ভেঙ্গে দিচ্ছে, চিত্তবৃত্তি আনন্দে আপ্লুত করে দিচ্ছে, সেই ব্যক্তি দৃষ্ট হলে সখি হে, মদ্বিধজনের কি দশাই না ঘটে!

মানো নোদিতনয়নকমলাঞ্চলচঞ্চলচটুলতয়া তত ইতো নিরীক্ষণেন ক্ষণেন বর্ত্মন উভয়তোঽভয়তোষকরীষু বীথিষু নিজনিজপুরগোপুরগোচরান্ গোকুলকুলবৃদ্ধানানন্দবৃন্দবৃতমনসঃ কুর্ব্বন্ননুগবীনো নবীনো নট ইব ভবনতো বনং বনতো ভবনং যদা যাতি, যদাঽঽয়াতি চ, তদৈব কাশ্চিৎ কেশপ্রসাধনসাধনতোঽকৃতকেশ-বন্ধাঃ, কাশ্চিদাপ্লবতো বতোদকমপি নাপসারয়ন্ত্যঃ, কাশ্চিদালিজনেনাঞ্জনেনাঞ্জয়তেক্ষণে 'মদিরেক্ষণে ! ক্ষণং বিরম' ইতি নিষিধ্যমানা অপ্যঞ্জিতার্দ্ধৈকনয়নাঃ, কাশ্চিৎ সখীজনেনানুরক্তেনালক্তেনালমারজ্যমানৈ-কচরণাশ্চরণাব্জচিহ্নৈনৈকপার্শ্ব এব সোপানপদবীমরুণয়ন্ত্যঃ, কাশ্চিদেকতরচরণকৃতনূপুরতয়াঽঽরতয়া বিশৃঙ্খলশিঞ্জিতে ভীস্থগিতত্ব সত্বরচলন-চ্ছিন্নার্দ্ধশৃঙ্খলাতিবিশৃঙ্খলারাবাঃ, কাশ্চিদর্দ্ধগ্রথিতমেখলাঞ্চলচলন-কৃতচরণাগ্রমার্জনা মৃণালনালসন্দানিতা নিতান্তবিশৃঙ্খলগামিন্যো রাজহংস্য ইব মহাগুরুগুরুভয়মধো নিধায়

৩৯। এবং স কলানিধিঃ শ্রীকৃষ্ণো দিনমুখে দিনাদৌ ভবনতো যদা বনং যাতি, যদা চ বনতো ভবনমায়াতি চ তদৈব সময়দ্বয়ে গোকুলকুলবালা বলভীতলমারোহন্তীত্যন্বয়ঃ। বিধুরীকৃতস্তিরস্কৃতঃ পীযূষময়ূখশ্চন্দ্রো যেন তেন মুখেন মুরলীং বাদয়মানঃ। পুনঃ কথম্ভূতঃ? সকলা উক্তলক্ষণাঃ স্বানুরাগিণীর্দয়মানঃ কৃপয়ন্। কেন প্রকারেণ? নোদিতেন প্রেরিতে তাঃ প্রতি প্রস্থাপিতে যে নয়নকমলয়োরঞ্চলে তয়োশ্চঞ্চলচটুলতয়া; কর্মধারয়োত্তরভাবপ্রত্যয়ান্তত্বাদেকত্বম্, চাঞ্চল্যসৌন্দর্যাভ্যামিত্যর্থঃ; "চটুলঃ সুন্দরে চলে" ইতি ধরণিঃ। ক্ষণেন উৎসবেন বীথিষু মহাবর্ত্মপ্রান্তগতাসু প্রতিপুর-প্রবেশার্থপদবীষু নিজনিজপুরস্য স্বস্বাবাসস্য গোপুরগোচরান্ সিংহদ্বারে দৃষ্টিবিষয়ী ভূতান্। কেশানাং প্রসাধনস্য ভূষণস্য যৎ সাধনং বালপাশ্যাপট্টচমরীমাল্যাদি তস্মাৎ, তৎ পরিত্যজ্য, 'ল্যব্লোপে পঞ্চমী'; আপ্লবতঃ স্নানাৎ, আপ্লবনপরিসমাপ্যে-ত্যর্থঃ। আলিজনেন সখীজনেন কর্ত্রা অঞ্জনেন কজ্জলেন ঈক্ষণে নেত্রে অঞ্জয়তা, হে মদিরেক্ষণে! কৃষ্ণনূপুরধ্বনিমাত্রে-ণৈব অধৈর্যাদতিচপলনেত্রে ইতি ভাবঃ। অত্রৈকবচনমেকৈকাং প্রতি একৈকস্যাঃ সখ্যা উক্তেঃ। অলক্তেন যাবকেন,

---

কৃষ্ণদর্শনার্থে চন্দ্রশালিকাতলে আরোহণ :

৩৯। এ-রূপে সকলকলানিধি শ্রীকৃষ্ণ সকালবেলা চন্দ্রমা-তিরস্কারী সুন্দর বদনে মুরলীর ধ্বনি করতে করতে, পূর্বানুরাগবতী গোপীদের প্রতি কৃপাদৃষ্টি সিঞ্চন করতে করতে, এবং এঁদের প্রতি সঞ্চালনহেতু চাঞ্চল্য-সৌন্দর্যযুক্ত নয়নকমলকোণে ইতস্ততঃ-নিরীক্ষণ-উৎসবের দ্বারা গোকুলকুলবৃদ্ধ যাঁরা রাজপথের উভয় পার্শ্বের নির্ভয়-সন্তোষদায়ক গলিপথে স্বস্বপুরসিংহদ্বারে নয়নগোচর হন তাঁদিগকে আনন্দে আপ্লুত করতে করতে গোসমূহের পশ্চাৎ পশ্চাৎ নবীন নটের মতো ঘর থেকে যখন বনে গমন করেন এবং বন হতে ঘরে ফিরে আসেন তখন বালসূর্যতাপে বিকসিত কমলিনীর মতো গোকুলবালাগণ কেঁউ কেঁউ কেশপ্রসাধন-সামগ্রী কাঁকুই-সূত্র-মাল্যাদি ত্যাগ করে মুক্ত কেশেই, কেঁউ কেঁউ স্নান ত্যাগ করে হায় হায় জল না মুছেই, কেঁউ কেঁউ সখীর হাতে যখন কাজলরেখায় অঞ্জিত-নয়নী হচ্ছিলেন তখন 'মদিরনয়নি, ক্ষণকাল ক্ষান্ত হও' এরূপ সখীদ্বারা নিষিধ্যমানা হয়েও এক নয়নে আধকাজল-রেখায় রঞ্জিতা হয়ে, কেঁউ কেঁউ অনুরক্তা সখীজনের হাতে অতি যত্নে এক চরণে লাগান আলতায় সিঁড়ির ধাপের এক পার্শ্বমাত্র চরণচিহ্নে অরুণ করতে করতে, কেঁউ কেঁউ একচরণে নূপুর ধারণহেতু বিশৃঙ্খল ধ্বনি তুলে যখন চলছিলেন তখন গুরুজনের ভয়ে কখনও দাঁড়িয়ে পড়াতে কখনও সত্বর চলাতে ঐ

ধাবমানা গোকুলকুলবালা বালাতপবিকাশিন্যঃ কমলিন্য ইব বড়ভীতলমারোহন্তি ॥

৪০। এবং চ সতি—

অহ্নো মধ্যে হৃদি নিবসতো মাধবস্যাবলোকে
নিদ্রাণায়াঃ কুবলয়ততেঃ শ্রীহরাণীক্ষণানি।
প্রাতঃ সায়ং কলিতবলভীজালরন্ধ্রাণি তাসাং
মুঞ্চন্ত্যাভামহহ বসতাং পঞ্জরে খঞ্জনানাম্ ॥

৪১। এবমনূঢ়ানামপি নাম পিহিতমনোরথানাং ধূলিখেলাবধি ভগবদ্ভবনকৃতগতাগতানাং গোপজাতিস্বভাব ঋজুমার্গস্থিতত্বেন সর্বজনগোচরাণাং বিশেষতো মাতাপিতৃভ্যামদ্যতনীয়মিতি প্রত্যেকমধিগততয়াঽনবলোকিতদূষণানাং স্বস্ববাসনাসনাথেন ভাবিপতিভাবেন দৃঢ়তরেণ নিভৃতনিখাতমহানিধিনেবান্তস্তৃপ্ততয়া বহিস্তদভিলাষেণ দুঃস্থিতবদ্দৃশ্যমানানাং জনানামিব হৃদয়নিহিত-ভাবসরসতয়া বহির্ব্যঞ্জিত-

---

অলমত্যর্থম্, আরজ্যমান এক এব চরণো যাসাম্। একচরণ এব কৃতো নূপুরো যাসাং তত্তয়া। কীদৃশ্যা ? বিশৃঙ্খলশিঞ্জিতে দ্বিতীয়নূপুরাভাবাদগ্রথিতশব্দে আরতয়া, পুনরপি ভিয়া গুরুজনভয়েন স্থগিতত্বং সত্বরচলনঞ্চ তাভ্যাং ছিন্না যা অর্দ্ধশৃঙ্খলাপি তয়া হেতুনা পূর্বতোঽপি অতিবিশৃঙ্খলা আরাবা যাসু তাঃ, অর্ধনূপুরশব্দস্যাভাবাৎ তদ্ধ্বনেঃ পূর্বতোঽপ্যগ্রথিতত্বমিত্যর্থঃ। অর্ধগ্রথিতা যা মেখলা কাঞ্চী তস্যা অঞ্চলেন চলনে গমনকর্মণি কৃতং চরণাগ্রমার্জনং যাসাং তাঃ সন্দানিতা বদ্ধা। বালাতপঃ প্রাভাতিকসূর্যকিরণঃ ॥

৪০। অহ্নো মধ্য ইতি—তদা বিরহবৈবশ্যেন তদ্ধ্যাননিষ্ঠতয়া ঈক্ষণানাং মুদ্রিতত্বম্; জালরন্ধ্রাণি পঞ্জরস্থানীয়ানি ॥

৪১। অনূঢ়ানাম্ কন্যানাম্, নাম প্রাকাশ্যে, স্বস্ববাসনয়া ঔৎপত্তিকৈক্যেব সনাথঃ সফলো ভাবিপতিভাবঃ, অস্মাকং কৃষ্ণ এব ভাবী পতিরিতি তস্য ভাবেন ভাবিপতিত্বেন তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ এব হৃদয়ে নিহিতো যো ভাবস্তদুচিতঃ প্রেমা তেন

বিশৃঙ্খল ধ্বনির অবশিষ্ট শৃঙ্খলিত অর্দ্ধাংশটুকুও ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় যে অতি বিশৃঙ্খল ধ্বনি উঠে তার সহিত চলতে চলতে, কেঁউ কেঁউ অর্দ্ধগ্রথিত মেখলাঞ্চলের আন্দোলনে চলমান চরণাগ্রভাগ মুছিয়ে দিতে দিতে মৃণালনালবদ্ধা নিতান্ত বিশৃঙ্খলগামিনী রাজহংসীর মতো মহাগুরুর মহাভয় ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ধাবিত হতে হতে চন্দ্রশালিকাতলে গিয়ে আরোহণ করেন।

৪০। এরূপ চলতে থাকলে—মধ্যাহ্নে হৃদয়-নিবাসী মাধবের অবলোকনের জন্য ধ্যানে মুদ্রিত নয়ন তাঁদের হয়ে যায় সূর্য্য বিরহে মুদিত কমলচয়ের শোভাহারী, আর সকাল সন্ধ্যায় চন্দ্রশালারন্ধ্রজাল আশ্রয়কারী নয়ন তাঁদের চঞ্চলতায় হয়ে যায় পিঞ্জরাবদ্ধ খঞ্জনপাখীর শোভাহারী।

কন্যকা গোপীদের কৃষ্ণধ্যান :

৪১। এ প্রকার গুপ্ত মনোরথিনী, ধূলিখেলাবধি কৃষ্ণভবনে গতায়াতকারিণী গোপজাতিস্বভাবে সরলবুদ্ধিহেতু সকলজনের দৃষ্টিবিষয়ীভূতা, বিশেষতো 'এ আমার আজকার বালিকা' পিতামাতার এ-প্রকার জ্ঞান এদের প্রত্যেকের উপর থাকায় অনবলোকিত-দূষণা, স্ব-স্ব-বাসনায় সফল ও অতিদৃঢ়ভাবে

তাটস্থ্যানাং কুমারীণাময়মেব নঃ পতির্ভাবীতি মনোরথবহনেন সময়ং গময়ন্তীনাং দিনানি কতিচিদ্‌যাতানি ॥

৪২। অথৈকদা মণিপঞ্জরতঃ কেলিশুকং নিষ্কাস্য করকমলতলে বিনিধায় পরিপক্কদাড়িমীবীজমেকৈকং চঞ্চূপুটনিকটে সমর্পয়ন্তী কৃষ্ণানুরাগভরনির্ভর-ভজ্যমানহৃদয়তয়া 'কৃষ্ণং বদ' ইতি মুহুরভিলাপয়ন্তী কমপি পরিতোষমাসসাদ বৃষভানুপুত্রী। তদন্তরান্তরারূঢ়মহানুরাগনির্বিণ্ণতয়া কিঞ্চন পদ্যং হৃদ্যং শ্রাবয়িত্বৈব পঠতি স্ম; যথা,—

দুরাপজনবর্ত্তিনী রতিরপত্রপা ভূয়সী, গুরূক্তিবিষবর্ষণৈর্মতিরতীব দৌঃস্থং গতা।
বপুঃ পরবশং জনুঃ পরমিদং কুলীনান্বয়ে, ন জীবতি তথাপি কিং পরমদুর্মরোঽয়ং জনঃ॥

৪৩। স চ শুকঃ পরমবিদগ্ধঃ প্রাগেবাধীতসকলবিদ্যস্তদপি পদ্যং শ্রাবং শ্রাবমেব কণ্ঠে চকার। তস্মিন্নেব সময়ে স্বভাবপক্ষিভাবেন স্বাতন্ত্র্যমাসাদ্য পরিপুষ্টোঽপি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' ইতি তদুক্তং পঠন্নপি তৎকরকমলতঃ সমুড্ডীয় গগনমুৎপপাত। অনন্তরমুড্ডয়নাপ্রবীণতয়া পুরভবনপটলাৎ পুরভবনপটলান্তরং

সরসতয়াপি বহির্ব্যঞ্জিতং তাটস্থ্যম্, গোপনার্থং তত্রোদাসীন্যং যাভিস্তাসাম্। তত্র দৃষ্টান্তঃ,—নিভৃতমন্যজনালক্ষিতং যথা স্যাত্তথা, নিখাতেন খনিত্বা পৃথিবীমধ্যে স্থাপিতেন। উক্তপোষন্যায়েনাহ—অয়মেব ন ইতি॥

৪২। কমপি পরিতোষমিতি কৃষ্ণনাম্নঃ স্ববাচ্যসাধর্ম্যবত্ত্বস্বরূপত্বাৎ। তদন্তরা তন্মধ্য এব, অয়ং মল্লক্ষণো জনঃ॥

গোপনে প্রোথিত মহানিধিসম ভাবিপতিভাবের দ্বারা অন্তরে তৃপ্ত হওয়ায় বাইরে কৃষ্ণাভিলাষে দুঃস্থিতবৎ দৃশ্যমান জনের মতো, হৃদয়নিহিত-ভাবের দ্বারা সরসতা প্রাপ্তি হলেও বাইরে তটস্থা উদাসিনীর মতো আচরণকারিণী কন্যকা গোপীগণের সময় 'কৃষ্ণই আমাদের ভাবিপতি' এরূপ ভাবনায় অতিবাহিত হতে থাকল।

বিদগ্ধ কেলিশুকের দৌত্য ঃ

৪২। অতঃপর একদা মণিপঞ্জর থেকে কেলিশুককে বাইরে বের করে করকমলতলে বসিয়ে পরিপক্ক দাড়িম বীজের একটি দানা তাঁর চঞ্চুপুটের নিকটে দিতে দিতে কৃষ্ণানুরাগের প্রবল তরঙ্গাঘাতে ভগ্নহৃদয়া থাকায় 'কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ বল' এরূপ মুহুর্মুহুঃ বলতে বলতে বৃষভানুপুত্রী কোনও অনির্বচনীয় পরিতোষ প্রাপ্ত হলেন। এর মধ্যে মধ্যে আবার অন্তরারূঢ় মহানুরাগ-জনিত নির্বিন্নতাহেতু কোনও একটি মনোরম শ্লোক শুককে শুনিয়ে শুনিয়ে পাঠ করতে থাকলেন, যথা—

'দুরাপজনবর্তিনী রতি' ইত্যাদি অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্যজন-বিষয়ে আমার লজ্জাজনক রতি অতিভারী, গুরুজনের বাক্যবিষ-বর্ষণে অতীব দুর্দশাগ্রস্ত আমার মতি, দেহ আমার পরবশ, জন্ম আমার কুলিন-বংশে—এমন প্রাণঘাতী পরিস্থিতিতেও পরম কঠিনপ্রাণা এ-রাধা কি বেঁচে নেই ?

৪৩। সেই পরমবিদগ্ধ শুক পূর্বজন্মেই সকল বিদ্যা অধ্যয়ন করে রেখেছিল, সে এ-শ্লোক শুনে শুনেই কণ্ঠে করে নিল। সেই সময়ে স্বভাব-পক্ষিভাবের দোষে স্বাতন্ত্র্যতা প্রাপ্ত হয়ে তাঁর হাতে

নিপতন্ ক্রমেণ গোকুলরাজকুমারস্য ভবনালিন্দে নিপত্য কলকোমলস্বরেণ কিমপি রঞ্জয়ন্ 'দুরাপজনবর্ত্তিনী রতিঃ' ইত্যাদি তদেব পদ্যমগাসীৎ। তদাকর্ণ্য কর্ণরম্যম্ 'অহো! কিমিদম্' ইতি সবিস্ময়কৌতুকম্ 'অয়ে! কোঽসি কস্যাসি' ইতি ব্রজরাজকুমারস্তমাদাতুকামঃ স্বয়মেব তদভ্যাসমভ্যাগচ্ছন্তং 'পুনঃ পঠ্যতাম্' ইতি সপ্রণয়মুবাচ। স চ তৎ পুনঃ পপাঠ॥

৪৪। কৃষ্ণ আহ,—'মহামেধ! মে ধন্যীকৃতং ত্বয়া শ্রবণযুগলম্, পরমবিদ্বত্তর! বচসা চ সাম্প্রতম্, ততস্ত্বমতীবধন্যোঽসি।' স আহ,—'ব্রজরাজনন্দন! অতীব কৃতঘ্নোঽয়ং জনঃ কথং ধন্যোঽসীতি বৃথা স্তূয়তে। যদয়ম্,—

গাঢ়ানুরাগভরনির্ভরভঙ্গুরায়াঃ, কৃষ্ণেতি নাম মধুরং মৃদু পাঠয়ন্ত্যাঃ।
ধিঙ্ মামধন্যমতিচঞ্চলজাতিদোষা-,দ্দেব্যাঃ করাম্বুরুহকোরকতশ্চ্যুতোঽস্মি॥'

৪৫। শ্রীকৃষ্ণঃ—'অহো! মহানুরাগবত্যাঃ কস্যাশ্চিৎ করতললালিতোঽয়ং ভবিষ্যতি' ইতি মনসি বিভব্য, 'অয়ে! ক্ষণমিহৈব স্থীয়তাং যাবদহং তবাভীষ্টমাস্পদং প্রাপয়ামি' ইতি করকমলং প্রসারয়ামাস।

৪৩। তং শুকম্; কীদৃশম্? স্বয়মেব তদভ্যাসং কৃষ্ণসমীপমাভিমুখ্যেনাগচ্ছন্তং বস্তুশক্ত্যৈবাকর্ষণাদিতি ভাবঃ॥

৪৪। মেধা ধারণাবতী বুদ্ধিঃ। বচসা চেতি চকারাত্তব স্বাভাবিক-কূজিতেনাপি। ব্রজরাজনন্দনেতি পূর্বং কদাচিদ্বলভীতলে বনায় গচ্ছন্তং কৃষ্ণমালোক্য তেন শুকেন কোঽয়মিতি পৃষ্টয়া বিশাখয়া ব্রজরাজনন্দনোঽয়মিতি পরিচায়িতত্বাৎ তস্যেতি জ্ঞেয়ম্॥

পরিপুষ্ট হয়েও, তাঁর মুখোচ্চারিত 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' নাম পাঠ করেও তাঁর করকমল থেকে উড়ে গিয়ে আকাশে পড়ল। অনন্তর ওড়নে অপ্রবীণতা হেতু পুরভবনের ছাদ থেকে ছাদান্তরে পড়তে পড়তে ক্রমে গোকুলরাজকুমারের ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসে মধুর মৃদুকণ্ঠে কৃষ্ণকে যেন অনুরক্ত করতে করতে 'দুরাপজনবর্তিনী রতি' শ্লোকটি গাইতে লাগল। সেই কর্ণরম্য শ্লোক শুনে 'অহো এ কি' এরূপ সবিস্ময়-কৌতুকে—'ওগো কে তুমি, কার পোষা' এরূপ বলে তাকে ধরতে ইচ্ছুক হলেন ব্রজরাজকুমার, এবং নিজেই নিকটে আগমনরত ওকে বললেন—'আবার পড়তো শুক'। প্রীতিসহকারে এরূপ বললে ও পুনরায় আবৃত্তি করতে লাগল।

৪৪। কৃষ্ণ বললেন—হে মহাস্থির বুদ্ধিমান্, হে অতি পরমবিদ্বন্, স্বাভাবিক কূজনে বিশেষ করে এই এখনকার কথায় তুমি আমার শ্রবণযুগলকে ধন্য করে দিয়েছ, অতএব তুমি অতীব ধন্য। পাখীটি বলল—'হে ব্রজরাজনন্দন, এ ব্যক্তি অতীব কৃতঘ্ন, ধন্য হল কি করে, অতএব এ বৃথা-স্তুতি হচ্ছে। যেহেতু—

গাঢ়ানুরাগের প্রবল তরঙ্গাঘাতে ভগ্নহৃদয়া এক দেবী 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' মধুর নাম মৃদু মৃদু আমাকে পড়াচ্ছিলেন। অধন্য আমাকে ধিক্, অতি চঞ্চল জাতিদোষে দেবীর করকমলকোরক থেকে এ অধম উড়ে চলে এল।'

৪৫। শ্রীকৃষ্ণ 'অহো মহানুরাগবতী কারও করতল-লালিত হবে এ' এরূপ মনে মনে চিন্তা

স চ নিঃসাধ্বসমেব তদিচ্ছাপ্রতিপালন-লালসতয়া তৎকরকমলমারুরোহ। তদেবমবসরে কশ্চিদুর্বীগীর্বাণ-পুত্রঃ কুসুমাসবো নাম বটুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য হাসপ্রিয়সখঃ সমাগত্য 'বয়স্য! মহাবিদগ্ধোঽয়ং শুকঃ কেলিকৌতুকায় সম্পৎস্যতে, যত্নাদয়ং রক্ষণীয়ঃ' ইতি দাড়িমীবীজনিকরেণ তমনুতর্পয়তি॥

৪৬। তত্রৈব সময়ে কৃষ্ণানুরাগভরপরাভব-ভজ্যমান-মৃদুলাঙ্গী সা কিল বৃষভানুদুহিতা করতলাদুড্ডীয় গতং তং শুকং গবেষয়িতুকামা কামপ্যনুচরীমাহ,—'মধুরিকে! ধাত্রেয়ীমিমামাদায় গবেষয় কুতো গতবানয়ং শুকশাবকঃ' ইতি প্রহিতানুচরী ধাত্রেয্যা সহ তত ইতোঽন্বেষয়ন্তী দৈবান্নিজপুরগোপুরপরিসরে বসন্তং বসন্তং মধুনেব কুসুমাসবেন সহ তমেব লালয়ন্তং লয়ং তং গতং তস্মিন্নেবানন্দে তৎপরিপঠিত-পদ্যদ্বয়ার্থানুভবভবদতিহৃদয়গাঢ়বেদনাবেদনায় জনমন্যমপশ্যন্তং স্বহৃদয়েনৈব সহ বিচারয়ন্তং চারয়ন্তং চ ধ্যানলব্ধায়াং তস্যামেব মনোমনোরমং কৃষ্ণমালোকয়ামাস॥

৪৭। আলোক্যোপসৃত্য চ 'জয়তি জয়তি শ্রীব্রজরাজকুমারঃ, পীতাংশুক! শুক এষ মদ্দেব্যাঃ।

৪৫। উর্বীগীর্বাণো বিপ্রঃ। হাসপ্রিয়সখো বিদূষকাখ্যঃ॥

৪৬। ধাত্রেয়ীং ধাত্র্যাঃ পুত্রীম্। বসন্তমৃতুরাজমিব তং কৃষ্ণমালোকয়ামাস। মধুনেব চৈত্রেণেব। তমেব শুকং লালয়ন্তম্। তস্মিন্নেব লালনাত্মকে আনন্দে লয়মত্যাসক্তিং গতম্। তমিতি কৃষ্ণবিশেষণং লয়বিশেষণং বা। তেন শুকেন পরিপঠিতং যৎ পদ্যদ্বয়ং প্রথমং বৃষভানুসুতোক্তং দুরাপেতি, দ্বিতীয়ং শুকোক্তং গাঢ়ানুরাগেতি। প্রথমে স্বানুরাগো ব্যঙ্গ্যঃ, দ্বিতীয়ে বাচ্যঃ; তস্য পদ্যদ্বয়স্যার্থানুভবেন হেতুনা ভবন্তী অতিশয়া যা হৃদয়গাঢ়বেদনা তস্যা বেদনায় জ্ঞাপনায়॥

করে—'ওহে কিছুকাল এখানেই থাক যতক্ষণ-না আমি তোমার অভীষ্টদেবীর হাতে তুলে দিতে পারি' এ-বলে করকমল প্রসারিত করে দিলেন, সেও তাঁর ইচ্ছা প্রতিপালন-লালসায় সেই করকমলে গিয়ে বসল। এমন সময়ে কোনও ব্রাহ্মণপুত্র কুসুমাসব নামক বটু কৃষ্ণের হাস্যপ্রিয় সখা এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—'বয়স্য এ দেখছি এক মহাবিদগ্ধ শুক, কেলিকৌতুকের জন্য মিলে গিয়েছে, একে যত্নে পালন করা উচিত।' এ বলে দাড়িমী বীজনিকরে তাঁর তৃপ্তি বিধান করতে লাগলেন।

৪৬। সেই সময়ে কৃষ্ণানুরাগভারে পরাভবহেতু ভজ্যমান মৃদুলাঙ্গী সেই বৃষভানুদুহিতা করতল থেকে উড়ে যাওয়া সেই শুককে খুঁজে আনার ইচ্ছায় কোনও কিঙ্করীকে বললেন—'মধুরিকে, এ-ধাত্রী-কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজে দেখতো কোথায় গেল আমার শুকশাবক।' এরূপে প্রেরিতা কিঙ্করী ধাত্রীকন্যা সঙ্গে নিয়ে এখানে-ওখানে খুঁজতে খুঁজতে দৈবাৎ স্বপুরীসিংহদ্বারে চৈত্রমাসের সঙ্গে বসন্ত ঋতুর সঙ্গতির মতো কুসুমাসবের সহিত সঙ্গত, সেই শুককে লালন করতে করতে সেই লালনাত্মক আনন্দে লয় প্রাপ্ত, ঐ শুকপরিপঠিত পদ্যদ্বয়ের অর্থানুভব-জনিত অতি হৃদয়বেদনা জ্ঞাপনের কোনও পাত্র চোখে না পড়ায় স্বহৃদয় সহিতই বিচারপরায়ণ, ধ্যানলব্ধা রাধাতেই মনোচারণাতে রত মনোমনোরম কৃষ্ণকে দেখলেন।

৪৭। দেখেই নিকটে গিয়ে বললেন—'শ্রীব্রজরাজকুমারের জয় হউক জয় হউক, হে পীতাম্বর,

তদয়ং সদয়ং সরসভাবেন দীয়তামাদীয়তামাত্মনো যশঃপরিমলো বিমলো বিবিধ এব তে গুণগণঃ, কিমপরং ব্রবীমি ॥'

৪৮। কুসুমাসব আহ,—'তব দেব্যা অয়মিতি কিমত্র নিগমনম্? নিগমনং নাপি বচস্তে, যদি ভবতি, তদাহূয়তাম্, আহূতশ্চেত্তব করমারোহতি, তদা সম্ভব্যতে তাবকঃ' ইতি ॥

৪৯। সাহ,—'বটো! ব্রজয়াজকুমার-করকমল-স্পর্শায় কো ন স্পৃহয়তি, যদস্যাঽঽস্বাদমনুভবন্তী অচেতনাপি বংশী কদাপি ন পরিহরতি, কিমুতায়ং চেতনঃ পক্ষী। তৎ কুমার! সা নো দেবী শুকাদি-গীতগুণচরিতং প্রতি পরমলালসা। তদ্বিনা ক্ষণমপি ন নির্বৃণোতি। তদয়ং দীয়তাম্' ইতি ॥

৫০। কুসুমাসব আহ,—'ভবতি হি, এবম্বিধগুণং নবকীরং ধনং ন কাঃ কাময়ন্তে? সাহ,—'তস্যা এবায়ম্, কথমত্র কামনা?' স আহ,—'কা তে দেবী?' সাহ,—'যথায়ং তে বয়স্যো ব্রজরাজস্য কস্যাপি

৪৭। হে পীতাংশুক! হে পীতাম্বর! আদীয়তাং গৃহ্যতাম্ ॥

৪৮। নিগমনং জ্ঞাপকম্ ॥

৪৯। আস্বাদমনুভবন্তী অচেতনাপি বংশীত্যনেন স্বদেব্যাস্তত্রানুরাগোঽপি ভঙ্গ্যা অভিব্যঞ্জিতঃ। তৎ তস্মাৎ কুমার! হে যুবরাজ কৃষ্ণ! "যুবরাজস্তু কুমার" ইত্যমরঃ। শুকাদীনাং গীতঞ্চ গুণশ্চ চরিতঞ্চ প্রতি পরমা লালসা যস্যাঃ সা। আদি-শব্দাৎ শারিকা হংসাশ্চ; পক্ষে, শুকাদিভিঃ; শ্লেষেণ ব্যাসপুত্রাদিভির্গীতানি গুণাশ্চরিতানি চ যস্য তং শ্রীকৃষ্ণম্। তদ্‌বিনা তদীয়গুণচরিতং বিনা। যদ্বা, শুকাদিভির্গীতং যদ্গুণচরিতং তদ্বিনা তস্য কৃষ্ণসম্বন্ধিত্বং প্রত্যাসত্তি, ভঙ্গীলব্ধম্। অত্রাদি-শব্দাৎ সখীভিঃ সুহৃদ্‌ভিশ্চ ॥

৫০। হি নিশ্চিতং ভবতি, ভবিতুং যুজ্যত এবৈতদিত্যর্থঃ। নবকীরং নবীনং শুকং ধনং ধনরূপং কা ন কাময়ন্তে, অপি তু সর্বা এবেতি, প্রাপ্তিস্তু দুর্ঘটেতি ভাবঃ। পক্ষে, বকবন্ধনং পূতনাঘাতিনং কৃষ্ণং কা ন কাময়ন্তে, কিন্তু সর্বাঃ কাময়ন্ত এবেত্যর্থঃ। তত্র এবংবিধগুণমিতি স্ববয়স্যপক্ষপাতিতামালক্ষ্য তাং প্রতি অনির্বচনীয়াদ্ভুতগুণে মদ্‌বয়স্যে

এ-শুক আমার দেবীর, অতএব কৃপা করে ভাল মনে একে দিয়ে দাও। নিজস্য বিমল যশপরিমলে এবং বিবিধ গুণগণে উদ্ভাসিত হও। বিশেষ আর কি বলব।

৪৮। কুসুমাসব বললেন—'এটি যে তোমার দেবীর তার প্রমাণ কি? তোমার কথাতেই প্রমাণ হয় না, তোমাদেরই যদি হয় ডেকে নেও দেখি, ডাকলে যদি হাতে যায় তবে তোমার বলে না-হয় একটা অনুমান লাগান যাবে।

৪৯। মধুরিকা বললেন—'ওহে বটু ব্রজরাজকুমারের করকমলস্পর্শের জন্য কে-না স্পৃহা করে, কেন-না দেখো এর আস্বাদন-অনুভবকারী বংশী অচেতন হয়েও একে কদাপি ত্যাগ করে না, এ চেতন পক্ষীর কথা আর বলবার কি আছে। তাই বলছি হে যুবরাজ কৃষ্ণ, আমাদের দেবীর শুকাদি-গুণচরিতের প্রতি পরমলালসা, এ-ছারা এক মুহূর্তও শান্তি পায় না, অতএব একে দিয়ে দেও।

৫০। কুসুমাসব বললেন—'এ তো হবেই, এরূপ গুণবান নবীন শুকধন কোন্ সুন্দরী-না কামনা করে?' মধুরিকা বললেন—'এটি তো তারই, এতে আর কামনার কি কথা? কুসুমাসব—'কে

নন্দনঃ, সা চ তথা নন্দিনী কতমস্য, তমস্য ভবতঃ সাক্ষাৎ কিং প্রখ্যাপয়ামি ॥'

৫১। স আহ,—'ভবতু, কথময়মস্মাভির্দাতব্যঃ ? ন চোরীকৃত্য চোরীকৃত্যমনেনানায়ি। নানায়িতকলালোভবত্যো ভবত্যো মৃষা দোষমাসঞ্জয়িতুং ভ্রমন্তি। দৈবাদয়ং শরণাগতঃ শরণাগতবৎসলেনামুনা রক্ষি, রক্ষিত্বা পুনঃ কথং দাস্যতে' ইত্যেবমবসরে ব্রজেশ্বরী তত্রাগত্য 'বৎস ! কথং বিলম্বসে ?—

অন্নং শীতলতামুপৈতি নিয়তশ্চাহারকালো যযৌ
মাত্রা ভোজিতপায়িতাস্তত ইতঃ প্রাপ্তাঃ সখায়স্তব।
উৎকর্ণং বিবৃতেক্ষণং বিবলিতগ্রীবং স-হম্বারবং
ধেনূনাং নিচয়শ্চ তাত ভবতঃ পন্থানমুদ্বীক্ষতে ॥

৫১। তদেহি, ভোজনানন্তরং ভো জনানন্তরঙ্গানাদায় গোষ্ঠমাসীদ' ইতি যদোবাচ, তদৈবোপ-

---

ভবদ্দেব্যা অনুরাগ উচিত এবেতি তস্যা অভিনন্দনম্। পুনশ্চ বকীরন্ধনমিতি তস্যাঃ পক্ষপাতিতামালম্ব্য তূষ্ণীং স্থিতং সবয়স্যং প্রতি এতাদৃশানুরাগবত্যামপি তস্যাং স্বরাগমনভিব্যঞ্জয়তস্তব স্ত্রীবধেঽপি ভয়ং নাস্তি, যতস্ত্বয়া প্রথমমেব সা পূতনা ঘাতিতৈবেত্যুপালম্ভনং দ্যোতিতম্। অয়ং শুকঃ: পক্ষে, কৃষ্ণঃ। তং তস্যাঃ পিতরং ব্রজরাজতুল্যমিত্যর্থঃ। অস্য ধৃষ্টরূপস্য ভবত ইত্যর্থঃ। তেন সদৃশান্বয়জাতত্বেনাপি তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণেন সহ প্রতিযোগিতা সমুচিতৈবেতি চ সূচিতম্ ॥

৫১। অচোরশ্চোরঃ সম্পদ্যতে তস্য কৃত্যমিতি চিবঃ; তৎ উরীকৃত্য অঙ্গীকৃত্য, অনেন মদ্বয়স্যেন, অয়ং শুকো ন আনায়ি, নানীতঃ। নানায়িতাসু নানাবদাচরন্তীষু কলাসু নর্মশিল্পেষু লোভবত্যঃ। দোষমাসঞ্জয়িতুমিতি শুকানয়নব্যাজেন মদ্বয়স্যেন সহ সংবদিতুং কঞ্চিৎ ক্ষণং বিলম্ব্য ভঙ্গ্যা দূত্যমেবাঙ্গীকৃত্য কয়াচিদপি সহ প্রবাদান্তরমপ্যুত্থাপয়িতুং ভবত্যঃ শক্নুবন্তীতি ভাবঃ। ইয়মাশ্বাসভঙ্গ্যেব, ন তু বস্তুত আক্রোশঃ। ভোজিতপায়িতা ইতি প্রথমং ভোজিতাঃ, ততঃ পায়িতাঃ, (পা০ ২।১।৪৯) "পূর্বকালৈক-"—ইত্যাদিনা সমাসঃ ॥

৫২। ভোঃ কৃষ্ণ ! জনান্ সখীনন্তরঙ্গানাদায় গোষ্ঠং গবাং স্থানমাসীদ প্রাপ্নুহি। শৃঙ্খলাময়রসনারূপকেণ শুকং

তোমার দেবী ?' মধুরিকা—'যেমন তোমার এ-বয়স্য কোনও ব্রজরাজের নন্দন তেমনই সেও কোনও রাজার নন্দিনী—এঁর পিতৃপরিচয় ধৃষ্টের মূর্তি তোমার নিকট বিশেষ আর কি বলবো।

৫১। কুসুমাসব বললেন—'আচ্ছা বেশ বেশ, তা আমরা একে কি করে দিব, চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করে তো আর আমার সখা একে আনেনি। নানারঙ্গিলা নর্মশিল্পেলুব্ধ তোমরা ঘুরে বেড়াচ্ছো মিথ্যা দোষারোপ করবার জন্য। দৈবাৎ এ এসে শরণ নিয়েছে, আর শরণাগতবৎসল আমার সখা একে শরণ দিয়েছে। শরণ দিয়ে পুনরায় কি করে তোমাদিকে দিয়ে দিবে। এই সময়ে ব্রজেশ্বরী সেখানে এসে বললেন—'বৎস বিলম্ব করছ কেন ?'—

বাপধন, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাওয়ার নির্দিষ্ট সময় চলে গিয়েছে, মায়ের হাতে খাওয়া-দাওয়া সেরে চতুর্দিক থেকে সখাগণ এসে গিয়েছে, ধেনুসমূহ উৎকর্ণ হয়ে নেত্র বিস্ফারিত করে গ্রীবা উঠিয়ে হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে তোমার পথের দিকে চেয়ে আছে।

৫২। তাই বলছি, শোন হে কানাই—'এসো খাও, খাওয়ার পর অন্তরঙ্গ সখাদের নিয়ে

স্মৃত্য কুসুমাসব আহ,—'মাতর্মাঽতঃ পরং কুতুকমস্তি, যদয়ং শুকঃ শুক ইব পরমবুধঃ, বুধ ইব কলানিধিভূঃ, নিধিভূরিব সর্বজনাগোচরঃ, চর ইব সর্বহৃদয়াগ্রহঃ, দয়াগ্রহ ইব চেতোদ্রবাস্পদম্, পদমিব বিভক্তিযুক্, ভক্তিযুগিব প্রিয়ম্বদঃ, বদ ইব মেধাবী, ধাবীর সমুৎকণ্ঠঃ, কণ্ঠ ইব সর্বস্বনাশ্রয়ঃ, স্বরাশ্রয় ইব সুমনাঃ, সুমনা ইব শান্তিকমনঃ, মন ইব দুর্দ্ধরঃ, ধর ইব স্থিরঃ স্থিরচরচমৎকারকারঃ, সহসা সহ সাধুৎকণ্ঠয়া সমুড্ডীয় বয়স্যকরে পতিতঃ। তদস্য বিবিধকলাপেনাঽঽলাপেনাতিচমৎকৃতমনা মনাগত্র বয়স্যো বয়স্যোতেন প্রণয়েন বিললম্বেঽলং বেদনয়ানয়া, কিঞ্চ, শুকোঽয়ং বয়স্যেন মাদৃশাদপ্যধিকং প্রণয়পাত্রীক্রিয়তে। তদন্তরান্তরারূঢ়মদা মদাসঞ্জিতদোষা গোপকুমারীয়ং মদ্দেব্যাঃ শুকোঽয়মিতি বদন্তী নেতুমভিলষতি। তেনানয়ানয়াদ্দত্তমুত্তরং বয়স্যং ব্যথয়তি' ইতি। ব্রজেশ্বরী তদুক্তমাকর্ণ্য পার্শ্বে তা বিলোক্য 'কথমিহৈব মধুরিকা' ইতি সানুগ্রহং করেণামৃশতি॥

বর্ণয়তি—শুক ইব বৈয়াসকিরিব, বুধ ইব চতুর্থগ্রহ ইব, কলানিধিভূশ্চন্দ্রপুত্রঃ ; পক্ষে—কলা বৈদগ্ধী সৈব নিধিস্তং প্রাপ্তঃ, 'ভূ প্রাপ্তৌ' কিবন্তঃ। নিধিভূর্নিধিক্ষেত্রম্ ; সর্বেষাং হৃদয়ং মন আ সম্যক্ গৃহ্লাতীতি সঃ ; পক্ষে—সর্বেষামেব হৃদয়স্য মনস আগ্রহো যত্র সঃ। দয়ারূপো গ্রহো দয়াগ্রহঃ। বিভক্তয়ঃ স্বাদয়ো গুণবৈলক্ষণ্যরূপা বিভাগাশ্চ। ভক্তিযুক্ ভগবদ্ভক্তঃ ; বদঃ সিদ্ধান্তবক্তা, ধাবী ধাবনপরঃ, সমুৎকণ্ঠঃ সম্যগুদ্গত উচ্চীকৃতঃ কণ্ঠো যস্য সঃ ; পক্ষে—সমীচীনা উৎকণ্ঠা অধ্যয়নাদিবিষয়া অস্মৎসন্নিধিস্থিতিবিষয়া বা যস্য সঃ। স্বরাশ্রয় ইব স্বর্গবাসীব সুমনা দেবঃ ; "সুপর্বাণঃ সুমনসস্ত্রিদিবেশাঃ" ইত্যমরঃ। পক্ষে, সুমনাঃ কোবিদঃ ; "সুমনাঃ পুষ্পমালত্যোস্ত্রিদশে কোবিদেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ। সুমনা ইব সাধুরিব শান্ত্যা। শান্তিগুণেন কমনঃ কমনীয়ঃ। দুর্ধরো ধর্তুমশক্যঃ, উপমেয়স্যৈব প্রাধান্যাৎ পুংস্ত্বম্ ; ধরঃ

গোষ্ঠে যাও, এরূপ বললে কুসুমাসব নিকটে গিয়ে বললেন—'মা, এর থেকে কৌতুকের আর কিছু হতে পারে না, যেহেতু এই যে দেখছ শুক, এ শুকদেবের মতো পরমপণ্ডিত, চন্দ্রপুত্র বুধের মতো বৈদগ্ধীনিধির আকরভূমি, নিধিক্ষেত্রের মতো সর্বজন-অগোচর, গুপ্তচর যেমন 'সর্বহৃদয়াগ্রহঃ' অর্থাৎ সর্বজনচিত্তভাব জেনে নেয় তেমনই 'সর্বহৃদয়াগ্রহঃ' অর্থাৎ সর্বজনহৃদয়ে নিজের প্রতি আগ্রহজনয়িতা, দয়াগ্রহের মতো চিত্তদ্রবকারী শক্তির আধার, সংস্কৃত পদমাত্রই যেমন বিভক্তি-যুক্ত তেমনই নানাগুণে বিভূষিত, ভগবদ্ভক্তের মতো প্রিয়ম্বদ, সিদ্ধান্তবক্তার মতো মেধাবী, ধাবনপর ব্যক্তি যেমন 'সমুৎকণ্ঠঃ' অর্থাৎ উচ্চীকৃত কণ্ঠ তেমনই 'সমুৎকণ্ঠ' অর্থাৎ অধ্যয়নাদি বিষয়ে সমীচীন উৎকণ্ঠাযুক্ত, কণ্ঠের মতো সর্ব স্বরের আশ্রয়, স্বর্গবাসী যেমন সুমনাঃ তেমনই 'সুমনাঃ' অর্থাৎ পরমপণ্ডিত, সাধুর মতো শান্তিগুণে কমনীয়, মনের মতো দুর্ধর (যাকে ধরা যায় না), পর্বতের মতো স্থির, স্থাবর-জঙ্গমের মতো চিত্তচমৎকারী। এহেন শুক অতি উৎকণ্ঠায় সহসা উড়ে এসে সখার হাতে পড়ল। এরপর এর বিবিধ নর্মসূচক আলাপে অতি চমৎকৃত হয়ে আমার সখা এই কিছুকাল এ-পক্ষীর প্রণয়ে গ্রথিত হয়ে এখানে বিলম্ব করছে—এতে আর আপনার বেদনার কি আছে? আরও, সখা-আমার মাদৃশ প্রিয়পাত্র থেকেও অধিক প্রিয়পাত্র করে নিচ্ছিল এ-শুককে। এরই মধ্যে মদগর্বে স্ফীত-হৃদয়া আমাতে চুরির দোষারোপকারিণী এ-গোপ-কুমারী 'এ-শুক আমার দেবীর' এরূপ বলে একে নিতে ইচ্ছা করছে। তার এরূপ অনীতিমূলক

৫৩। সা চ সসাধ্বসভক্তিশ্রদ্ধং প্রণম্য 'ব্রজাধীশ্বরি ! ন ময়া কিমপ্যুক্তম্, মদ্দেব্যা রাধায়া অয়ং শুকঃ ক্রীড়োপকরণম্, অনেন বিনা সা খিদ্যতীতি কেবলমহমবোচম্॥'

৫৪। সা চাহ নিভৃতম্—'মধুরিকে ! ত্বমধুনা ভবনমনুসর, বৎসে বনং গতবতি ময়ৈবায়ং শুকো ভবদ্দেব্যৈ প্রেষয়িতব্যঃ।' মধুরিকা চ 'যথাজ্ঞাপয়তি তত্রভবতী' ইতি প্রণম্য নিশ্চক্রাম। ততঃ সা ব্রজেশ্বরী তনয়স্য করকমলমাধৃত্য 'এহি বৎস ! এহি' ইত্যুত্থাপ্য 'কুসুমাসব ! শুকমেনমাত্মনৈব সাবধানং রক্ষ, ভক্ষয় চৈনং কনকপুটিকয়া ঘৃতৌদনম্' ইতি যদা নিগদতি স্ম, তদা শ্রীকৃষ্ণঃ সমুবাচ,—'ময়ৈব ভোজয়িতব্যোঽয়ম্' ইতি করকমলধৃতশুকঃ পীতাংশুকঃ পীতাং শ্রবণপুটকেন তাং গাথামন্তরমনুপঠন্ তদুত্তররূপং কিঞ্চন পদ্যং শুকং শ্রাবয়িত্বা জনান্তিকং কুসুমাসবমামন্ত্র্য পঠতি—'সখে ! কুসুমাসব !—

ন বনগমনে নাপ্যাসঙ্গে বয়স্যগণৈঃ সমং, ন চ মুরলিকানাদে মোদো ন ধেনুগণাবনে।
ইমমশৃণবং যাবৎ কীরোত্তমাননিঃসৃতং, কমপি দয়িতালাপং গাঢ়ানুরাগভরালসম্॥'

পর্বতঃ। সাধু যথা স্যাত্তথা উৎকণ্ঠয়া সহ বর্ত্তমানঃ, যদ্বা, সাধ্বী যা উৎকণ্ঠা তয়া বিবধাঃ কলাঃ পাতীতি তথাভূতেনালাপেন, বয়সি পক্ষিণি, ওতেন গ্রথিতেন প্রণয়েন হেতুনা বিললম্বে, প্রেম্ণা তল্লালনাদ্যর্থং বিলম্বিতবানিত্যর্থঃ। অতএব অনয়া অয়ং শীতলতামিত্যাদিনা ব্যঞ্জিতয়া বেদনয়া অলম্। তদন্তরা তন্মধ্য এব, অনয়াং অনীতিমালম্ব্য, অনয়া গোপকুমার্য্যা উত্তরমিতি কর্তৃপদম্॥

৫৩। সা চ মধুরিকা সসাধ্বসেতি কদাচিদ্‌ব্রজেশ্বরী ময়ি খিদ্যেদিতি ভাবনয়া, সাধ্বসম্, ভক্তিশ্রদ্ধে তু সাহজিক্যাবেব। রাধায়া ইত্যত্র নামগোপনস্যাযুক্তত্বাৎ॥

৫৪। জনান্তিকমিতি তৃতীয়জনাজ্ঞাপ্যম্। শ্রাবয়িত্বেতি তৎকণ্ঠস্বীকৃতেন পুনশ্চ স্বভাবাদেব রাধাগ্রে পঠিষ্যমাণেন তেন পদ্যেনৈব স্বানুরাগব্যঞ্জনয়া তামাশ্বাসয়িতুমিতি ভাবঃ। গাঢ়েনানুরাগভরেণালসম্, আলসতি প্রকাশত ইতি তথা

কথাবার্তা বয়স্যকে ব্যথিত করছে।' এই সব কথা শুনে ব্রজেশ্বরী পাশে তাকিয়ে 'মধুরিকা, তুমি এখানে কি করে' এ-বলে আদরে মাথায় হাত দিলেন।

৫৩। সেও সম্ভ্রমভক্তিশ্রদ্ধায় প্রণাম করে বললেন—'ব্রজাধীশ্বরী, আমি তো কিছুই বলি নি, আমার দেবী রাধার ক্রীড়োপকরণ এ-শুক, এ ছাড়া তিনি দুঃখ পাবেন—এ কথাই তো শুধু আমি বলেছি।'

৫৪। তিনি চুপে চুপে বললেন—'তুমি ঘরে যাও, বাছা বনে গেলে আমি নিজেই এ-শুক তোমার দেবীর কাছে পাঠিয়ে দিব।' মধুরিকা বললেন—'যেরূপ আজ্ঞা, তাই হবে' এরূপ বলে প্রণাম করে চলে গেলেন। অতঃপর ব্রজেশ্বরী 'এসো বাছা এসো' বলে পুত্রের হাত ধরে উঠিয়ে নিয়ে বললেন—'কুসুমাসব, এ শুককে তুমি নিজে সাবধানে সঙ্গে নিয়ে চলো, সোনার বাটিতে ঘিভাত খাওয়াইও। এ-শুনে কৃষ্ণ বলে উঠলেন—এ-কে আমিই খাওয়াব' এই বলে করকমলে শুক ধরে নিয়ে পীতাম্বর শ্রীকৃষ্ণ শ্রবণপুটে পীত সেই গাথা মনে মনে বার বার গাইতে গাইতে তার উত্তরস্বরূপ কোনও একটি অপূর্ব পদ্য শুককে শ্রবণ করাবার পর কুসুমাসবকে নিভৃতে ডেকে পাঠ করে শুনালেন—

৫৫। ইতি মাতুরনুপদং পদকমলমাধায় ক্ষালিতপদো ভোজনাসনমধ্যাস্য ভুঞ্জানঃ স্ব-সম্মুখে কনক-পুটিকায়ামাত্মনৈব শ্রীকরকমলেন সুরভিতরঘৃতাক্তমোদনং শুকমাশয়ামাস ॥

৫৬। অনন্তরমাচান্তঃ পূর্বপূর্বদিনবদনুগবীনো জিগমিষুঃ 'জননি! জননিরপেক্ষতয়া রক্ষিতব্যোঽয়ং শুকঃ' ইতি সপ্রণয়ং স প্রণিজগাদ। ততশ্চ গতবতি সতি ধেনুপালনায় বিপিনমধ্যং লীলাকিশোরে শ্রীকৃষ্ণে ধাত্রীদুহিত্রা রাধাশুকং রাধাগৃহে প্রেষয়ামাস শ্রীকৃষ্ণজননী। তামথ করকমলকলিতশুকাং শ্রীকৃষ্ণজননীধাত্রেয়ীমালোক্য শ্যামলয়া সখীভ্যাং চ সহ সহসোত্থায় 'এহ্যেহি' ইতি সবহুমানমাহূয় নিজাসনার্দ্ধমধ্যারোপ্য 'ভবতি! কুশলং তত্রভবত্যাঃ শ্রীব্রজেশ্বর্যাঃ' ইতি সপ্রণয়ভক্তিশ্রদ্ধং নিগদতি স্ম বৃষভানুকিশোরী। সাহ,—'কল্যাণিনঃ খলু তে চরণাঃ, কিন্তু তবামুনা শুকেনাঽঽশু কেনানন্দিতঃ কুমারঃ কুমারয়তি স্ম, চিরং রুচিরং রুতং চাশ্রুত্য শ্রুত্যপরিমেয়পরিতোষমাসাদিতবান্, দিতবান্ চক্ষুষ্মতাং তাপত্রয়ং চ। অথ তস্মিন্ ধেনুচারণায় বনং গতবতি তব তিলমাত্রদুঃখাসহনয়াঽনয়া

তম্, অস্যাতিগুরুত্বাদ্‌বোঢ়ুমসমর্থমিবেতি ভাবঃ ॥ (৫৫)

৫৬। শুকেন কীদৃশেন? আশুকেন আশু শীঘ্রং কং সুখং যস্মাত্তেন। কুমারঃ কৃষ্ণঃ কুমারয়তি স্ম, ক্রীড়িতবান্। চিরং রুচিরং রুতং চ আ সম্যক্ শ্রুত্যোঃ কর্ণয়োরপরিমেয়তোষং প্রাপ্তঃ, দিতবান্ খণ্ডিতবাংশ্চ। তদা তথাভূতোৎ-

---

'সখে, কুসুমাসব,

যখন থেকে এ-শুকশ্রেষ্ঠের মুখনিঃসৃত গাঢ়ানুরাগভরালস কোনও দয়িতালাপ শুনেছি তখন থেকে না-বনগমনে, না-বয়স্যগণসঙ্গাসক্তিতে, না-মুরলীনাদে, না-ধেনুপালনে কোনও সুখ আছে আমার মনে।'

৫৫। এ বলে মায়ের পিছু পিছু চলে পা ধুয়ে খাবার আসনে বসে খেতে খেতে নিজের সম্মুখে কনকপাত্রে ধরা সুরভিত ঘিমাখা ভাত নিজেই খাওয়াতে লাগলেন শুককে।

৫৬। অনন্তর আচমনের পর পূর্বপূর্ব দিনের মতো গোগণের পিছু পিছু বনে যেতে ইচ্ছা করে গোপাল সপ্রণয়ে মাকে বললেন—'মা অন্যের উপর নির্ভর না করে নিজেই এ-শুককে পালন করবে'। অতঃপর লীলাকিশোর শ্রীকৃষ্ণ ধেনুপালনের জন্য বনমধ্যে গেলে ধাই কন্যাকে দিয়ে রাধার শুক রাধার গৃহে পাঠালেন শ্রীকৃষ্ণজননী।

অতঃপর হাতে শুক পাখীটি ধরা কৃষ্ণজননীধাইকন্যাকে দেখে বৃষভানুকিশোরী শ্যামলা ও ললিতা-বিশাখা সহিত উঠে দাঁড়িয়ে 'আসুন আসুন' বলে বহুমান্যসহকারে ডেকে নিয়ে নিজ আসনের অর্দ্ধাংশে উঠিয়ে বসিয়ে বললেন—'হে মহানুভববতি, ওদিকে আপনাদের ব্রজেশ্বরীর কুশল তো।' তিনি বললেন—'হে কল্যানীগণ, তাঁর শ্রীচরণের কুশল, কিন্তু তোমার এ-আশু সুখদায়ী শুকের দ্বারা আনন্দিত আমাদের কুমার ঐ শুকের সঙ্গে খেলা করছিলেন, আর বহুক্ষণপর্যন্ত ওর কণ্ঠে মনোরম ধ্বনি শুনে কর্ণে অপরিমেয় পরিতোষ প্রাপ্ত হচ্ছিলেন, আর সেই অবসরে কুমারের ঐ আনন্দোচ্ছল রূপ দর্শনে চক্ষুষ্মানগণের তাপত্রয় দূরীভূত হচ্ছিল।

সমর্য্যাদয়া দয়াবত্যা ত্বয়ি ত্বয়ি কুশলে! কুশলেশমাত্রমপি বিলম্বমকুর্ব্বাণয়া প্রেষিতোঽয়ং খগোত্তমো ব্রজেশ্বর্য্যা ॥'

৫৭। শ্যামাহ,—'সুবদনে! বদ নেদম্। ইহ গোকুলে গোপকুলে গোপনীয়মগোপনীয়ং বা যৎ কিঞ্চন রত্নভূতং ভূতং ভূতংসরূপং তৎসকলমেব ব্রজরাজনন্দনস্য, নন্দনস্য বিহগোত্তমেভ্যোঽপ্যয়ং সৌভগবান্, ভগবান্ যমমুং করে চকার। তদয়ং তস্যৈব খেলোপকরণং করণীয়ঃ। কিন্তু সম্প্রতি প্রতিপেষণমসাম্প্রতম্। সাম্প্রতং গচ্ছতু ভবতী, পশ্চাদ্গতাগতললিতয়া ললিতয়ায়ং ধেনুবনতো বনতো ভবনমাগত এব তস্মিন্ ব্রজেশ্বরীসমক্ষং সমর্পণীয়ঃ ॥'

৫৮। মুখ্যাহ—'সুমুখ্যাহ সুললিতমেব শ্যামা, তদ্দগম্যতাম্, গম্যতাং প্রাপয় মে নতিবিততীনামীশ্বরীচরণান্ ॥'

ফুল্লমুখোঽভূদ্যথা তদানীং স পশ্যতাং ত্রিবিধতাপং খণ্ডিতবানিত্যর্থঃ। অনয়া শ্রীব্রজেশ্বর্যা ত্বয়ি তু দয়াবত্যা, অয়ি সম্বোধনে; হে কুশলে, কুশলেশো দর্ভসম্বন্ধী অতিসূক্ষ্মাংশবিশেষস্তদতিক্রমে সূর্যস্য যাবান্ কালো ভবতি তন্মাত্রমপি ॥

৫৭। শ্যামাহেতি তয়া স্বহৃদয়স্য রাধিকাহৃদয়েন সহৈক্যনিশ্চয়াৎ। রত্নভূতং রত্নরূপং ভুবস্তৎসরূপং ভূষণরূপং ভূতমভূৎ। নন্দনস্য স্বর্গোদ্যানস্য। ভগবানিতি সখীং প্রতি প্রণয়পরিহাসব্যঞ্জনা; যদ্বা, শ্রীমান্ঃ "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্যবীর্যযত্নার্ককীর্তিষু" ইত্যমরঃ। অসাম্প্রতমনুচিতম্ ॥

৫৮। সুমুখী শ্যামা সুললিতমেবাহ। তত্তস্মাত্ত্বয়া গম্যতাম্, ঈশ্বরীচরণান্মে মম নতিবিততীনাং প্রণতিসমূহানাং গম্যতাং প্রাপয়। নতিবিততীনামিতি "কৃত্যানাং কর্তরি বা" ইতি ষষ্ঠী। ঈশ্বরীচরণা মে নতিভির্গম্যা ইতি জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। অত্র যদি শ্রীমত্যা ব্রজেশ্বর্যা স্বপুত্রসৌখ্যানপেক্ষ্যাঽপ্যস্মাসু স্নিগ্ধতয়াঽস্মৎসুখমনুরুন্ধত্যা প্রেষিতোঽয়মাস্মাকীনঃ শুকঃ, তর্হ্যস্মাভিরপি তৎপুত্রসৌখ্যানুমোদনেনৈব প্রসাদনীয়া সা পরমবৎসলা গরীয়সীতি স্বাভিপ্রায়ং জ্ঞাপিতা তয়া ধাত্রেয়ী। বস্তুতো মূলাভিপ্রায়স্ত্বস্যাঃ কৃষ্ণসঙ্গতেন স্বীয়শুকেনৈব স্বসঙ্গমসুখমভিমন্যমানায় মম পরমবিদগ্ধেন শুকেনৈব

অতঃপর কুমার ধেনুচারণের জন্য বনে গমন করলে তিলমাত্র তোমার দুঃখ-সহনে অশক্যতা হেতু তোমাতে দয়াবতী মহিমান্বিতা ব্রজেশ্বরী অয়ি কল্যানীয়া, কুশলেশমাত্রও বিলম্ব না করে এ-খগোত্তম পাঠিয়ে দিলেন ॥

৫৭। শ্যামা বললেন—'সুবদনে, এরূপ বলবেন না।' এ-গোকুলে গোপকুলে গোপনীয়-অগোপনীয় স্থানে ভূষণরূপ-রত্নরূপ যা কিছু আছে তৎসমস্তই ব্রজরাজনন্দনের, এ-শুক নন্দনকাননবিহারী বিহগোত্তম থেকেও অধিক সৌভাগ্যবান্, যেহেতু ভগবান্ একে নিজহাতে লালন করেছেন। অতএব একে তারই খেলোপকরণ করাই সমীচীন। কিন্তু সম্প্রতি ফেরৎ পাঠিয়ে দেওয়া অসৌজন্যমূলক হবে। এখন আপনি চলে যান, পরে যাতায়াতে সুন্দরী ললীতার দ্বারা কৃষ্ণ বন থেকে ঘরে ফিরে এলেই ব্রজেশ্বরীর সাক্ষাতে তার হাতে দিয়ে দিলেই হবে।

৫৮। রাধা বললেন—'সুমুখী শ্যামা অতি সুন্দর বলেছে, অতএব যান, ঈশ্বরীর চরণে আমার কোটি কোটি প্রণতি জানাবেন।'

৫৯। গতায়ামথ তস্যাং সা বার্ষভানবী নবীনকৃষ্ণানুরাগ-পরভাগভাগভিমুখমাগতং তং বিহগোত্তমম্ 'অয়ি ধন্য! ধন্যসি সৌভাগ্যধনেন ত্বং যদমুষ্য দুর্লভজনস্য সুখাকরকরস্পর্শস্ত্বয়া ভো অলম্ভি। অলং ভিয়াঽভিযাহি মৎপাণৌ। ভবন্তং স্পৃশন্তী শং তীব্রমনুভবানি' ইতি নীতিমতী তং পাণৌ কৃত্বা 'কথয় কিমাকলিতম্' ইতি যদা বভাষে, বভাষে চ তদা সোঽপি—

'ময়া নিগদিতং বচঃ শ্রবণবর্ত্ম যাবদ্যযৌ, স তাবদতিদুঃস্থিতো মনসি কৈশ্চনাঽঽলক্ষিতঃ।
চরন্নপি নিজৈঃ সমং হৃদি নিগূঢ়গাঢ়ব্রণঃ, কিশোরবরবারণোত্তম ইবানিশং শীর্য্যতি॥'

৬০। উক্তং চ সখায়ং লক্ষ্যীকৃত্য জনান্তিকম্—'সখে! কুসুমাসব!—

ন বনগমনে নাপ্যাসঙ্গে বয়স্যগণৈঃ সমং, ন চ মুরলিকাগানে মোদো ন ধেনুগণাবনে।
ইমমশৃণবং যাবৎ কীরোত্তমাননিঃসৃতং, কমপি দয়িতালাপং গাঢ়ানুরাগভরালসম্॥'

তৎপ্রীতিপাত্রীভবতা সর্বাভীষ্টং সাধয়িষ্যতে ইত্যযোঽপি ন মুখ্যঃ, কিন্তু প্রেম্ণো রীতিরেবেয়ং যৎ প্রিয়তমস্য প্রীত্যর্থ-সেবাস্বদেহপ্রিয়বস্ত্বাদি ভবতীতি॥

৫৯। নবীনকৃষ্ণানুরাগস্য পরভাগং শোভামুৎকৃষ্টভাগং বা ভজত ইতি সা। সৌভাগ্যধনেন হেতুনা ত্বং ধনী ধন-বানসি। সুখাকর ইতি "সুখপ্রিয়াদানুলোম্যে" ইতি ডাচ্। যদ্বা, সুখস্যাকরো যঃ করস্তস্য স্পর্শঃ। ভিয়া অলমিতি হস্তাসমীক্ষ্যকারিণা ময়া লালয়ন্ত্যা অপি ভবত্যাঃ পাণিতো জাতিস্বভাবাদুড্ডীয় গত্বা অপরাদ্ধমেব, কথং পুনস্তত্রৈব পাণাবুপবিশামীতি ভয়ং ন কর্তব্যমিত্যর্থঃ। অভিযাহি, আভিমুখ্যেনৈব মৎপাণাবাগচ্ছ। ভবতা নাপরাদ্ধম্, প্রত্যুত মদভীষ্টমেব সাধিতমিত্যাহ—ভবন্তমিতি। ভবন্তং স্পৃশন্তী সতী তীব্রং নির্ভরং শং সুখমনুভবানীতি ত্বৎস্পর্শেন পরম্পরয়া মমাপি তৎপাণিস্পর্শাভিমানো ভবত্বিতি ভাবঃ। শ্রবণবর্ত্মে ত্যত্র তস্যেত্যনুক্তিঃ প্রেমবৈবশ্যেনৈবেতি ন্যূনপদতাদোষো নাসঙ্কনীয়ঃ। কৈশ্চ কৈরপি মনসি দুঃস্থিতঃ, ন আ সম্যক্ লক্ষিতঃ, ঈষত্তু চতুরজনৈর্লক্ষিত এবেত্যর্থঃ। তস্যাতিগাম্ভী-

---

৫৯। ধাত্রীকন্যা চলে গেলে নবীন কৃষ্ণানুরাগপরাকাষ্ঠা সেবনকারিণী বার্ষভানবী সম্মুখে আগত সেই বিহগোত্তমকে বললেন—'অয়ি ধন্যে, তুমি সৌভাগ্যধনে ধন্য, যেহেতু হে ধন্যে, তুমি সেই দুর্লভ-জনের সুখাকরকরস্পর্শ লাভ করেছ। ভয়ের কি আছে, আমার হাতে এসে বস, তোমার স্পর্শে আমার মনে তীব্র সুখানুভব-প্রবাহ চলবে।' এ বলে নীতিমতী রাধা তাঁকে করতলে ধরে যখন জিজ্ঞাসা করলেন—'বলতো কি শুনে এলে', তখন শুক বলতে লাগল—

'আমার কথিত 'দুরাপজনবর্তিনী' শ্লোকটি কর্ণকুহরে যখন থেকে প্রবেশ করল তখন থেকে মনোবেদনায় অস্থির তাঁর ভাব কেউ সম্যক্ বুঝতে পারছে না। নিজের সখাসঙ্গে ঘুরতে ফিরতে থাকলেও হৃদয়ে নিগূঢ় গাঢ়ব্রণে পীড়িত কিশোরশ্রেষ্ঠ গজেন্দ্রের মতো নিরন্তর ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে।'

৬০। বলছিলও, সখাকে লক্ষ্য করে নির্জনে—'সখে, কুসুমাসব,

যখন থেকে এ-শুকশ্রেষ্ঠের মুখনিঃসৃত গাঢ়ানুরাগভরালস কোনও দয়িতালাপ শুনেছি, তখন থেকে না-বনগমনে, না-বয়স্যগণসঙ্গাসক্তিতে, না-মুরলিকানাদে, না-ধেনুপালনে কোনও সুখ আছে আমার মনে।'

৬১। শ্যামাহ,—'মা হসনীয়াস্মি। সম্প্রতি প্রতিপন্নং মে বচনং চ নন্দয়িতুং দয়িতুং চার্হসি, যদয়ং দয়িতালাপমিতি দয়িতাত্বেন ভবতীমুরীচকার ॥'

৬২। মুখ্যাহ—'শ্যামে ! শ্যামেরিতং নাধ্যবোধি, বোধিদ্রুমদলোদরি ! মা পরিহাসকর্ম ধারয় কর্মধারয় এবায়ং ন ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। তৎ পুরুষঃ স খলু দুর্লভ এব, কিমসম্ভাবনয়াঽনয়া মামতিলঘূকরোষি। ভবতু পরমাদ্ভুতস্য তস্য দশা তাদৃশীদৃশীমদ্ভাগধেয়ে জনে কথমীয়তেঽনুমীয়তে নু বা কথং ভবত্যা ভবত্যাত্মসমাপি সমাপিতোপরোধা পরিহাসে হা ! সেধয়তি কৌতুকম্ ॥'

র্থেঽপি তাদৃশ-ত্বদ্বিষয়কভাবস্য দুর্গোপত্বাদিতি ভাবঃ ॥ (৬০)

৬১। মা হসনীয়াস্মি, অতঃপরমহং ত্বয়া হসিতুং ন শক্যাস্মি, মে বচনং নন্দয়িতুং চ দয়িতুং চ কৃপয়িতুং চ অর্হসি, ন তু পূর্ববন্নিন্দিতুং নাপুাপক্রমমাত্র এব ছেত্তুমিতি ভাবঃ ॥

৬২। শ্যামস্য ঈরিতং বাক্যং নাধ্যবোধি, ভবত্যা ন জ্ঞাতম্। বোধিদ্রুমস্য অশ্বত্থস্য দলবদুদরং যস্যা হে তথাভূতে ! ইতিঃ সৌন্দর্য্যেণৈব মত্তত্ত্বমধিকা ত্বম্‌সী, ন তু বিমর্শনৈপুণ্যেতি ভাবঃ। পরিহাসরূপং কর্ম মা ধারয়, মা কুর্বিত্যর্থঃ। যতো দয়িতালাপমিত্যয়ং সমাসঃ কর্মধারয় এব, ন ষষ্ঠীতৎপুরুষঃ। ততশ্চ দয়িতশ্চাসাবালপশ্চেতি তম্। মেধাবিনোঽধীতশাস্ত্রস্য শুকস্যালাপো নিসর্গাদেব সকললোকস্য প্রিয়ো ভবত্যেব, কিং পুনঃ সদা ক্রীড়াপরস্য তস্য। অনুরাগভরালসমিতি অশৃণবমিতি ক্রিয়াবিশেষণং স্পষ্টমেবেতি তন্ন ব্যাখ্যাতম্। ময়া নিগদিতং বচ ইত্যাদি তু শুককৃতং পঞ্চমপ্রমাণমেব। তত্তস্মাদ্ধেতোঃ 'স খলু পুরুষো দুর্লভ এব' ইতি প্রাক্তন-মদ্বাক্যমেব প্রমাণম্, ত্বদবচনং তু যুক্তিচ্ছিন্নমিতি ভাবঃ। ননু ষষ্ঠীতৎপুরুষস্ত্বয়া কথং খণ্ডিত ইত্যত আহ—ভবত্বিতি। 'তুষ্যতু'-ন্যায়েন স্বীকারে ভবতু ষষ্ঠীতৎপুরুষস্তথাপি পরমাদ্ভুতস্য তস্য তাদৃশী ভবত্যা ব্যাখ্যাতা দশা ঈদৃশি অল্পভাগ্যে মল্লক্ষণে জনে বিষয়ে কথমীয়তে জ্ঞায়তে নির্ধার্যতে ভবত্যেত্যর্থঃ। অনুমানাদিতি চেৎ, নু প্রশ্নে, কথং বানুমীয়তে, তত্র তাদৃশো হেতুরুচ্যতাম্, স তু নাস্ত্যেব, তস্মাদপরস্যামেব কস্যাঞ্চিৎ তথা সম্ভবেদিতি ভাবঃ। আত্মসমা মৎসমাপি ভবতী। সমাপিতঃ সমাপ্তীকৃত উপরোধো

৬১। শ্যামা বললেন—'অতঃপর তুমি আর আমাকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারবে না। সম্প্রতি প্রমাণিত আমার কথা তোমার অভিনন্দন করা উচিত ও কৃপার চোখে দেখা উচিত, কেন-না এ-শ্লোকের 'দয়িতালাপং' বাক্যে তোমাকেই দয়িতা রূপে স্বীকার করে নেওয়া হল।'

৬২। রাধা বললেন—'শ্যামে, শ্যামসুন্দরের কথা তুমি বুঝতে পার নাই, হে অশ্বত্থদলোদরি, পরিহাস কর না, এখানে 'দয়িতালাপং' বাক্য কর্মধারয় সমাসে ব্যবহৃত হয়েছে—'দয়িতশ্চাসৌ আলাপশ্চ' অর্থাৎ 'প্রিয় আলাপ' এই অর্থে, ষষ্ঠীতৎপুরুষে নয় অর্থাৎ 'প্রিয়ার আলাপ' এই অর্থে নয়, 'তৎপুরুষ' অহো সে তো অতি দুর্লভ, কেন আর এ-অসম্ভব ভাবনায় আমাকে একেবারে খেলো করে দিচ্ছ। আচ্ছা ষষ্ঠীতৎপুরুষে অর্থ যদি স্বীকারই করা যায় তা হলেও পরমাদ্ভুত তাঁর ঈদৃশী দশা আমার মতো ঈদৃশী অল্পভাগ্যজন-সম্বন্ধে কি করে নিশ্চয় করলে, অনুমানই যদি করে থাক তাই বা কি করে করলে। অন্য কোথাও ওরূপ হতে পারে তো—দুঃখের বিষয় তো এই, তুমি আমার আত্মসম প্রিয়া হয়েও আমার উপরোধ খণ্ডন করে দিয়ে হায় হায়, পরিহাসে কৌতুক বাড়িয়ে তুলছ।'

৬৩। সাহ—'অয়ি! অসমীক্ষ্যভাষিণি! মধুরিকা তেঽনুচরীতি গোকুলে কো ন বেত্তি, সেয়ং যদা মদীয়দেব্যাঃ শুকোঽয়মিত্যাললাপ, তদৈবাসৌ ভবতীমবোধিষ্ট। তদলমত্রাসম্ভাবনয়া' ইতি বিশ্রান্তো বিবাদঃ॥

৬৪। অথৈকদা ভগবজ্জন্মতিথিরতিথিরভূদ্যদি, তদা মহামহারম্ভেঽহরং ভেরীভাঙ্কারলম্পটপটহ-পটুমর্দলদলন্মুরজ-তুন্দুভি-দম্মদম্মঙ্কার-চমৎকারকারি-নানাধ্বনিধ্বনিতে, অধ্বনি তেষাং ঘোষজুষাং ঘোষজুষাং সমেধমানে মেধমানে পরমানন্দে, দ্বিজবৃষভসম্ভোদীরিত-মন্ত্রপূতসলিল-পরিপূরিতস্ফটিক-ঘট-সহস্রধারা-ঘট-সহস্র-ধারা-ঘটমানাভিষেক-মঙ্গলামঙ্গলাবণ্য-লক্ষ্মীং দধানে, ধৃতনব্যদিব্য-পীতকৌশেয়প্রত্যুদ্গমনীয়ে প্রত্যুদ্গমনীয়েন মণিমণ্ডনমহসা মহসারূপ্যমহৌজ্জ্বল্যে, মঙ্গলমণিবন্ধমণি-বন্ধবলয়োপরিপরিচিত-হরিদ্রাক্ত-

যয়া সা। হা খেদে। পরিহাসে বিষয়ে কৌতুকং সেধয়তি, সিদ্ধং করোতি। 'ষিধু সংরাদ্ধৌ' গ্যন্তঃ। ন তু মদ্ব্যথোপরোধেন ব্যথিতা ভবতী, প্রত্যুত কৌতুকবতী পরিহসত্যেব মাম্, তস্মান্মযানুরোধস্তব নাস্তীত্যর্থঃ॥

৬৩। হে অসমীক্ষ্যভাষিণি! অপর্যালোচ্যৈব সর্বং ব্রূষে ইত্যর্থঃ। আত্মনঃযোগ্যতামধ্যারোপ্য দৈন্যাদেবেতি ভাবঃ॥

৬৪। অথ (পঞ্চমকিরণে ৬২-৬৩) "স্বপ্নাদ্বা শ্রবণাদবাপি চিত্রাদেশাবলোকনাৎ। সাক্ষাদাকস্মিকাদ্বাপি দর্শনাদ্দুর্লভে জনে॥ প্রোক্তনী রতিরুদ্ভূতা" ইত্যাদ্যলঙ্কারকৌস্তভোক্তহেতুবৈবিধ্যেন জাতপূর্বরাগাণাং বিবিধানামেব তাসাম্ (উ° নী° শৃঙ্গারভেদ-প্র° ২১) "লালসোদ্বেগজাগর্যাস্তানবং জড়িমাত্র তু। বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ॥" ইতি পূর্বদর্শিত-দশদশাপ্রাপিত-তাদৃশবিপদাং সঙ্কুক্ষণার্থমিব শুভদৈবযোগাদেকস্মিন্ দিনে সর্বাসামেব যুগপদেব সাক্ষাদ্দর্শন-সমীপগমনোপায়নপ্রদানাদিকমপি ঘটিতমিত্যাহ—অথৈকদেতি। তদা মহামহারম্ভে অজিতে শ্রীকৃষ্ণে দিব্যাসনমারূঢ়ে

৬৩। "শ্যামা—হে অবিচারভাষিণী, গোকুলে কে-না জানে যে মধুরিকা তোমার অনুচরী—সে যখন 'মদীয় দেবীর শুক এটি' এরূপ আলাপ করছে তখন 'মদীয় দেবী' বাক্যে তোমাকেই বুঝে নিয়েছে কৃষ্ণ। কাজেই এখানে 'অসম্ভাবনা' চিন্তা করবার কি প্রয়োজন,"—এইরূপে বিবাদ বিরমিত হল।

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব ঃ

৬৪। অতঃপর একদা ভগবজ্জন্মতিথি যদি এসে অতিথির মতো উপস্থিত হল তদা মহামহোৎসবের আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণ দিব্যসিংহাসনোপরি উঠে বসলে সমাগত গোপগোপীগন যথাক্রমে প্রত্যেকে তাঁকে পূজা করতে লাগলেন।

এ-মহোৎসবের আরম্ভে ভেরীর সুপরিণত উগ্র ভাঙ্কার ধ্বনি, ঢোলের স্বশব্দচাতুরী, মাদলের স্পষ্ট বোল, মৃদঙ্গ ও তুন্দুভির 'ধিন্‌তা ধিনা' ও 'দম্‌দম্' ইত্যাদি চিত্তচমৎকারকারী নানাধ্বনি-প্রতিধ্বনি নানাদেশাগত জনের নিকট উৎসবের বার্তা পৌঁছে দিতে থাকলে, অতঃপর পথে স্বীয় নূপুরাদি মৃদঙ্গাদি শব্দযুক্ত সম্যক্ বৃদ্ধিশীল ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষ জনতার পরস্পর মিলনজনিত পরমানন্দ উচ্ছলিত হয়ে উঠলে দ্বিজশ্রেষ্ঠমণ্ডলির মুখোচ্চারিত মন্ত্রধ্বনির সহিত পবিত্রজলভরা স্ফটিকমণির সহস্র-ধারাযুক্ত ঘট থেকে সহস্র ধারায় নিঃসৃত জলে অভিষেকে মঙ্গলপ্রাপ্ত অঙ্গের লাবণ্যপ্রবাহে মোহন,

সূত্রেণ নদ্ধদূর্বাঙ্কুরে গোরোচনারোচনায়তবিশেষক-বিশেষ-কমনীয়ে, জনন্যা জনন্যায়বিদাং প্রবরয়োৎসব-রয়োৎসবদামোদয়া দয়াশীলয়া শিরসি নিহিতাশীঃ কুসুমধান্যে সবহুমানমাহুতাভির্ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভির্মঙ্গল-গানপুরঃসরং সরন্তীভিঃ কৃতনীরাজনে, জনেন সকলেন কৃতকৌতুক-যৌতুক-যৌগপদ্যে সমনন্তরমনন্তর-সোপকরণমোদকপায়সাপূপাদিভিরাহিতসৌহিত্যে, হিত্যে সকলজন্যানাং জন্যানাং প্রেমধামনি, পুনরপি নীরাজিতেঽজিতে দিব্যাসনমারূঢ়ে রূঢ়েদ্ধমহসি, মহসিদ্ধিনিমিত্তমিত্তরলতাসিদ্ধবন্ধুবর্গনিমন্ত্রণ-ব্যবহারেণ ব্রজরাজমহিষ্যা নিমন্ত্রিতেষু ব্রজপুরপুরন্ধ্রীজনেষু বধূজনকুমারিকাজনেষু চ, ব্রজরাজেন নিমন্ত্রিতেষু দ্বিজ-বৃষভেষুসন্নন্দোপনন্দপ্রভৃতি-সকলাভীরনিকরেষু চ, সন্নন্দাদিবধূভিঃ সহ সকলগুণারোহিণ্যা রোহিণ্যা

গোপগোপঙ্গনাশ্চ প্রত্যেকং তং পূজয়ামাসুরিত্যন্বয়ঃ। মহামহো মহোৎসবস্তস্যারম্ভে। কীদৃশে? আরং দ্রুতমেব ভেরীণাং ভাঙ্কারৈঃ লম্পটৈঃ প্রৌঢ়নিনদোদ্ধত্যবদ্ভিঃ পটহৈঃ পটুভির্দক্কৈঃ স্বশব্দনচাতুর্যবদ্ভির্মর্দলৈর্দলদ্ভিঃ প্রস্ফুটৎস্বনিতৈর্মুরজৈশ্চ দুন্দুভী-নাঞ্চ দম্মদম্মকারৈশ্চমৎকারকারিণো যে নানাধ্বনয়স্তৈরেবং ধ্বনিতে নানাদিগ্দেশগতজনান্ প্রতি ব্যঞ্জিতে। ততশ্চাধ্বনি পথি ঘোষজুষাং ব্রজবাসি-স্ত্রীপুরুষসমাজানাং ঘোষজুষাং স্বীয়নূপুরাদি-মৃদঙ্গাদি-শব্দযুক্তানাং সমেধমানে সম্যগ্ বর্ধমানে মেধমানে পরস্পরং সঙ্গমবতি পরমানন্দে সতি। 'মেধৃ সঙ্গমে' শানজন্তঃ। ততশ্চাজিতে শ্রীকৃষ্ণে; প্রথমং কীদৃশে? দ্বিজ-বৃষভাণাং দ্বিজশ্রেষ্ঠানাং সভাভিরুদীরিতেন মন্ত্রেণ পূতৈঃ সলিলৈঃ পরিপূরিতা যে স্ফটিকঘটসহস্রধারা ঘটাঃ স্ফটিকানাং ঘটং ঘটনে শিল্পবিশেষবিন্যাসং সহস্রধা সহস্রপ্রকারং রান্তি গৃহ্নান্তি ধারয়ন্তীতি 'সোমপা'-শব্দবদাকারান্তঃ। তথাভূতৈ-র্ঘটৈর্যা সহস্রধারাস্তাভির্ঘটমানেনাভিষেকেণ মঙ্গলাং মঙ্গলভূতামঙ্গানাং লাবণ্যশোভাং দধানে ধারয়তি সতি। তত-শ্চার্দ্রশুষ্কসূক্ষ্মশুভ্রবস্ত্রৈর্গাত্রজলাপসরণং জ্ঞেয়ম্, ততো বস্ত্রাদিপরিধানম্। প্রত্যুদ্গমনীয়ে ধৌতোত্তরীয়ে; "তৎ স্যাদুদ্-গমনীয়ং যদ্ধৌতয়োর্বস্ত্রয়োর্যুগম্" ইত্যমরঃ। প্রত্যুদ্গমনীয়েন প্রত্যুৎকর্ষজ্ঞেয়েন মণিগণানাং মহসা কান্ত্যা মহস্য উৎসবস্য সারূপ্যেণ তুল্যত্বেন মহৎ ঔজ্জ্বল্যং যস্য তস্মিন্। ততশ্চ মঙ্গলান্যেব মণয়স্তেষাং বন্ধো যত্র তথাভূতস্য মণিবন্ধস্য বলয়োপরি পরিচিতেন হরিদ্রাক্তসূত্রেণ নদ্ধো বদ্ধো দূর্বাঙ্কুরো যত্র তস্মিন্। ততো গোরোচনয়া রোচনায়তং কান্ত্যা বিস্তৃতং যদ্বিশেষকং তিলকং তেন বিশেষতঃ কমনীয়ে। উৎসবরয়স্য উৎসববেগস্য উৎসব উৎকৃষ্টঃ সবঃ প্রসব উৎপত্তিস্তং দদাতীতি তথাভূত আমোদ আনন্দো যস্যাস্তয়া কৃতনীরাজনে কৃতনির্মঞ্ছনে। ততশ্চ সর্বজনেন কৃতানি কৌতুকেন যৌতুকানি উৎসবে দেয়ানি বস্তূনি তৈর্যৌগপদ্যং তুল্যকালত্বং যত্র তস্মিন্। তদানীং পূর্বপশ্চাদ্ভাবমসহমানাঃ

অতঃপর আর্দ্র-শুষ্ক-সূক্ষ্ম-শুভ্র বস্ত্রের দ্বারা অঙ্গের জল মুছে নিয়ে পীত বস্ত্র ও নব-দিব্য-পীত-রেশমী-ধোয়া চাদর পরিয়ে দিবার পর অতি উৎকৃষ্ট মণি-অলঙ্কার পড়িয়ে দিলে তার মহা ঔজ্জ্বল্যে দীপ্ত, অতঃপর মঙ্গলসূচক মণিখচিত মণিবন্ধ-বলয়োপরি স্থাপিত হরিদ্রাক্ত সূত্রবদ্ধ দূর্বাঙ্কুরে মণ্ডিত, অতঃপর গোরচনার কান্তিতে অতি বিশিষ্ট তিলকে অতি কমনীয়, অতঃপর লৌকিক নীতিজ্ঞগণের মধ্যে পরমশ্রেষ্ঠা উৎসবস্রোত উচ্ছলিতকারিণী আনন্দস্বরূপিণী দয়াবতী মা যশোদার দ্বারা শিরোপরি কুসুমধান্য বর্ষণে আশীর্বাদিত, অতঃপর বহুমান্যসহকারে নিমন্ত্রিতা মঙ্গলগান মুখে আগমনরতা ব্রজপুরপুরন্ধ্রীগণ কর্তৃক নিরাজিত, উৎকণ্ঠায় বিলম্ব অসহমান সব লোকের দ্বারা কৌতুকের সহিত একই সঙ্গে উপহার দানে সম্মানিত, অতঃপর অনন্ত রসোপকরণে তৈরী মোদক-পায়স-পুয়াদিতে তৃপ্ত, সামান্যতঃ স্নিগ্ধবন্ধুদের

পাচিতৈর্নানাবিধৈরুপকরণৈরাশয়িতুং সমুচিত-সময়-সমাগমে সতি পুনরপি প্রতিভবনং তাংস্তানানায়য়িতুং প্রেষিতেষু স্ত্রীপুংসপরিকরেষু, সমাগতানাং তেষাং সর্বেষাং মধ্যে যথাক্রমং গোপা গোপাঙ্গনাশ্চ পরমসুকুমারং কুমারং তমাশীর্ভিরভ্যর্চয়িতুমুৎকণ্ঠমানাঃ কণ্ঠমানায্য মণিহারান্ প্রত্যেকং পূজয়ামাসুঃ ॥

৬৫। তদনু শ্বশ্রূম্মন্যানামনুপদীনা অদীনাপ্রপদীনাঃ প্রপন্নমালিন্য-প্রতনুতরপ্রাবারবিবরবিবেব্রীয়মাণতনুকিরণ-কন্দলীকাঃ মৃদুতা-নব-তানবচলচীনাবগুণ্ঠন-পটাঞ্চল-চঞ্চলৈরনুরুদিত্বর-ত্বরমাণ-স্বভাব-ভাবর্পিশুনৈরপি তৎকালীনাবহিত্থয়া নির্বিকারকুটিলাবলোচনৈর্লোচনকুবলয়ৈর্বলয়ৈরপ্যমুখরৈঃ খরৈরনুরাগে-

---

সর্ব এব যুগপদেব যৌতুকান্যুপাজহ্রুরিত্যর্থঃ। অনন্তরসান্যুপকরণানি যেষাং তৈর্মোদকাদিভিরাহিতমর্পিতং সৌহিত্যং তৃপ্তির্যত্র তস্মিন্। হিত্যে হিতহিতে; তস্মৈ হিতমিতি যৎ; যদ্বা, হিতার্হে; দণ্ডাদিত্বাৎ যঃ। সকলানাং জন্যানাং সামান্যতঃ স্নিগ্ধবন্ধূনাং তথা জন্যানাং বিশেষতো ব্রজেশ্বর্যাঃ সখীনাং প্রেমাস্পদে; "জন্যাঃ স্নিগ্ধা বরস্য যে" ইত্যমরঃ; "জন্যা মাতৃবয়স্যা স্যাৎ" ইতি ধরণিঃ। পুনরপি তাম্বূল-প্রাশনানন্তরং নীরাজিতে তাভিরেব কৃতারাত্রিকে অজিতে শ্রীকৃষ্ণে ইতি বিশেষ্যপদম্। রূঢ়ং প্রাদুর্ভূতম্, ইদ্ধং দীপ্তং মহো যস্য তস্মিন্। মহস্য উৎসবস্য সিদ্ধিনিমিত্তে মিত্তরলতয়া স্নেহতারল্যেন সিদ্ধো বন্ধুবর্গাণাং নিমন্ত্রণব্যবহারস্তেন। মিদিতি 'ঞিমিদা স্নেহনে' ইত্যস্য ভাবে ক্বিপা রূপম্। তাংস্তান্ পুরন্ধ্রীজনাদীন্ দ্বিজবৃষভাদীংশ্চ প্রেষিতেষু স্ত্রীপুংসপরিকরেষ্বিতি ব্রজেশ্বর্যা স্ত্রীপরিকরেষু ব্রজরাজেন তু পুংপরিকরেষ্বিতি যথাক্রমং পূর্ববজ্‌জ্ঞেয়ম্। কণ্ঠমানায্য কুমারস্যৈব কণ্ঠং প্রাপয্য কণ্ঠে সমর্প্যেত্যর্থঃ॥

৬৫। শ্বশ্রূম্মন্যানাং গণোদ্দেশদীপিকোক্ত-জটিলা ভারুণ্ডীনাম্, অনুপদীনা অনুপদং প্রবিশন্ত্যঃ; (পা০ ৫।২।৯) "অনুপদ-সর্বান্নায়ানয়ং বদ্ধা-ভক্ষয়তি-নেয়েষু" ইত্যত্র বদ্ধেত্যস্য পারতন্ত্র্যময়-প্রবেশবদ্‌বাচিত্বাৎ খপ্রত্যয়ঃ। অদীনমতিবহুমূল্যম্, আপ্রপদীনং পাদাগ্রপর্যন্তব্যাপি অন্তরীয়বস্ত্রং যাসাং তাঃ। আপ্রপদং ব্যাপ্নোতীতি খঃ। প্রপন্নং মালিন্যং পূর্ব-

---

হিতকারক, তথা ব্রজেশ্বরীর সখীদের প্রেমাস্পদ, পুনরায় নিরাজিত, আবির্ভূত তেজে দীপ্ত শ্রীকৃষ্ণ দিব্যাসনে আরোহণ করলেন। তখন উৎসব সিদ্ধির নিমিত্ত পাকাবন্ধুদের নিমন্ত্রণের রীতিতে ব্রজরাজমহিষীর দ্বারা স্নেহতরলতার সহিত নিমন্ত্রিতা ব্রজপুরস্ত্রীগণকে, বধূজনকে, ও কুমারিকাজনকে, তথা ব্রজরাজের নিমন্ত্রিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ-সনন্দ-উপনন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণকে সমুচিত সময় উপস্থিত হলে সাহায্যকারিণী সনন্দাদির বধূগণ ও সকলগুণমুকুটমণি রোহিনীদেবী-পাচিত নানাবিধ উপকরণে ভোজন করাবার জন্য ডেকে আনতে প্রতি ভবনে পুনরায় স্ত্রীপুরুষ পরিকরদের পাঠালেন নন্দরাণী। অতঃপর সমাগত গোপ-গোপাঙ্গনার মধ্যে প্রত্যেকে যথাক্রমে পরমসুকুমার সেই কুমারকে আশীর্বাদের দ্বারা অর্চনা করবার জন্য উৎকণ্ঠমান হয়ে একে একে প্রত্যেকে তাঁর কণ্ঠে মণিহার পরিয়ে দিয়ে অর্চনা করলেন।

৬৫। শ্বশ্রূম্মন্যদের পিছু পিছু অতিবহুমূল্যবান পাদমূলপর্যন্ত বিস্তৃত অধোবসনে সজ্জিতা হয়ে আগতা, পূর্বরাগবিরহে মলিনা, অতিসূক্ষ্ম উত্তরীয়বস্ত্রের সূক্ষ্ম-সূক্ষ্ম রন্ধ্রজালে নিজেকে স্পষ্টভাবে প্রকাশকারী দেহের কান্তিমালায় দীপ্তা কোনও অনির্বচনীয়া নবানুরাগিণীগণ তীব্রানুরাগে নরম-নব-

স্তাঃ কাশ্চন নবানুরাগিণ্যো দৈবোপপন্ন-সম্পন্ন-সংস্তব-স্তবকিত-সৌভাগ্যভাজনতয়া জনতয়া তর্ক্যমাণয়া পরমমহানিধিবল্লভমানবল্লভমাননয়া দায়দায়মদদত ॥

৬৬। এবং মাতৄণামনুপদীনাঃ স্বভাবপতিভাব-ভাবনা-সুরভিমনসো মনসো মহোৎসবমিব তং দিনং দিনং প্রেক্ষমাণা অপি তত্র মহোৎসবে সবিশেষ-সৌন্দর্য্যদর্য্যবগাহনেন তদেব প্রথমমিব দৃশ্যমানং দৃশ্যমানন্দিতনিখিলজনপতিভাবকর্পূরপূরভাবিতৈর্মনঃসুমনঃসুসম্ভারৈঃ স্বয়ং বব্রির ইব কন্যা ধন্যাদিকাঃ ॥

রাগলক্ষণবিরহজনিতং যস্যাস্তথাভূতা প্রতনুতরস্য প্রকৃষ্টসূক্ষ্মতরস্য প্রাবারস্যোত্তরীয়বস্ত্রস্য বিবরেভ্যঃ সূক্ষ্মরন্ধ্রেভ্যোঽপি বিবেব্রীয়মাণা অতিশয়েন বিবৃতিমতী স্বপ্রকাশকারিণী তনোর্দেহস্য কিরণকন্দলী কান্তিশ্রেণী যাসাং তাঃ; “দ্বৌ প্রাবারোত্তরাসঙ্গৌ” ইত্যমরঃ। তাঃ কাশ্চন নবানুরাগিণ্যো দায়দায়ং দায়স্য দানম্, অদদত দত্তবত্যঃ। “যৌতুকাদিষু যদ্দেয়ং স দায়ঃ” ইত্যমরঃ। দায়মদদতেতি ‘দানং দত্তবাম্’, ‘বচনমুবাচ’, ‘সত্যবাদী সত্যং বদতি’ ইত্যাদিবৎ পৌনরুক্ত্যমবিরুদ্ধম্। কেন প্রকারেণ? মৃদুতানবেত্যাদি বিশেষণবিশিষ্টৈর্লোচনকুবলয়ৈঃ পরমমহানিধিবল্লভমানবল্লভা যা মাননা সম্মাননা তয়া; পরমমহানিধিরূপো যো বল্লভঃ কৃষ্ণস্তস্য মানবতী আদরযুক্তা লভো লাভো যস্যা যয়া বা, তথাভূতা চাসৌ মাননা চেতি তয়া; লভেতি ‘ডুলভষ্ প্রাপ্তৌ’ ইত্যস্য ষিত্বাদঙ্। কীদৃশ্যা? জনতয়া তত্রত্যজনসমূহেন অতর্ক্যমাণয়া অলক্ষ্যমাণয়েত্যর্থঃ। লোচনকুবলয়ৈঃ কীদৃশৈঃ? মৃদুতয়া কোমলতয়া নবেন তানবেন নির্মাণবৈরল্যকল্পিতয়া শ্লক্ষ্ণতয়া চ চলং স্বভাবাদেব চঞ্চলং যচ্চীনস্য সূক্ষ্মসূত্রস্য অবগুণ্ঠনপটস্যাঞ্চলং তস্মাচ্চঞ্চলৈস্ততো নিঃসৃত্য চলদ্ভিরিবেত্যর্থঃ। অন্তঃ অন্তঃকরণে, উদিত্বর উদয়শীলঃ, ত্বরমাণস্ত্বরাযুক্তঃ স্বভাবো যস্য তথাভূতো যো ভাবশ্চাপলাখ্যসঞ্চারী তস্য সূচকৈরপি তৎকালীনয়া তৎকালজনিতয়া অবহিত্থয়া লজ্জাহেতুক-তাদৃশভাবগোপনেন হেতুনা নির্বিকারমেব কুটিলং তিরশ্চীনমবলোচনমবলোকো যেষু তৈঃ। অমুখরৈর্নিঃশব্দৈঃ, বলয়ানামমৌখর্য্যং সঙ্কোচপ্রশ্রয়াভ্যাং সৌশীল্যব্যঞ্জকম্। হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা দায়প্রদানসময়ে তেষাং তৎপ্রসক্তিঃ স্যাদিতি নিষেধঃ। খরৈস্তু তৈক্ষ্ণ্যরতিগাঢ়ৈরিত্যর্থঃ। কয়া যোগ্যতয়া তাদৃশসম্মাননেত্যপেক্ষায়ামাহ—দৈবেন শুভাদৃষ্টেনৈব উপপন্নো যঃ সম্পন্নসংস্তবঃ সম্পূর্ণপরিচয়স্তেন স্তবকিতং তাদৃশপুষ্পফলার্থংকোরকিতং যৎ সৌভাগ্যং তস্য ভাজনতয়া পাত্রতয়া ॥

৬৬। তং শ্রীকৃষ্ণং দিনং দিনং ব্যাপ্য প্রতিদিনং প্রেক্ষমাণা ইত্যর্থঃ। (ভা০ ১০।২২।১) “হেমন্তে প্রথমে মাসি

সূক্ষ্ম বলে চঞ্চল অবগুণ্ঠন-বস্ত্রাঞ্চলের ভিতর থেকে নিক্ষেপিত, অন্তকরণের উদয়শীল চাপলাখ্য সঞ্চারিভাবের সূচক হয়েও তৎকালজনিত অবহিত্থায় নির্বিকার রূপে প্রকাশিত কটাক্ষযুক্ত নয়নকমলদ্বারে পরমমহানিধিস্বরূপ বল্লভ শ্রীকৃষ্ণকে আদর-মাখান সম্মান উপঢৌকন দিলেন—শুভাদৃষ্টবশে আগত সম্পন্নপরিচয়ের দ্বারা স্তবকিত সৌভাগ্যপাত্রে ধরে, তত্রস্থ জনগণের অলক্ষ্যভাবে, হাতের বলয়ের নিঃশব্দতার মাঝে।

৬৬। এরূপে মায়েদের পিছু পিছু আগতা ধন্যাদি কন্যাগণ স্বভাবপতিভাব-ভাবনায় সুরভিত তাঁদের মনের মনোমহোৎসবের মতো, প্রতিদিন দেখলেও নন্দালয়ে মহোৎসবে সবিশেষ সৌন্দর্যকন্দরায় অবগাহনে তখনই প্রথমের মতো দৃশ্যমান, নিখিলজনের আনন্দদায়ী পরমসুন্দর শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবরূপ কর্পূরবাসিত মনপুষ্পসম্ভারের দ্বারা স্বয়ং যেন বরণ করলেন।

৬৭। এবং চ সতি সমসমবধানসঙ্গোপিত-সকলাকারবিকারবিশেষতয়া বিশেষেণালক্ষ্যমাণাসূক্ষ্যমাণাসূত্তমেন মন্দাক্ষেণ সকলাস্বেব নবগোকুলকুলললনাসু চিরোপসত্তিসত্তিমিতহৃদয়তয়াঽঽয়তয়া ব্রজরাজকুমারসমীপতোঽপতোদমুৎপত্য চরণকমলোপরি পরিপততি পততি তস্মিন্নেব সসম্ভ্রমং তদীয়ত্বেনাঽঽধীয়মানবহুমানবহুলমপসর্পন্ত্যাং বার্ষভানব্যাং নব্যাং পঙ্কজস্রজমিব সৈবেয়মিতি বিভাব্য দৃষ্টিমদৃষ্টিমধুরাং মধুমথনোঽথ তোদয়াঞ্চক্রে দয়াঞ্চক্রে চ মনোবৃত্ত্যা॥

নন্দব্রজকুমারিকাঃ" ইত্যত্র কন্যাগণস্ত তন্মূল-নগরোৎপন্নত্বাৎ মূলত এব কৃষ্ণেন সহ পরিচয়োঽস্তীতি শ্রীবৈষ্ণবতোষণ্যাং ব্যাখ্যানাৎ। সৌন্দর্যদরী সৌন্দর্যকন্দরা তস্যা অবগাহনেন লোচনদ্বারা মনসৈবেতি ভাবঃ। দৃশ্যং দৃগ্‌ভ্যাং হিতং দৃশ্যমানং প্রত্যক্ষীক্রিয়মাণম্, পতিভাবেন কর্পূরপূরেণ ভাবিতৈর্বাসিতৈর্মনাংস্যেব সুমনাংসি পুষ্পাণি, তান্যেব শোভনাঃ সন্তারাস্তৈঃ॥

৬৭। অথাত্র সাময়িকীং শ্রীকৃষ্ণাকাঙ্ক্ষিত-সুখসাধকতাবৈদগ্ধীং শুকস্যাহ—এবং সতীতি। সকলাস্বেব গোকুলকুলবধূষু মধ্যে বার্ষভানব্যাং রাধায়াং মধুমথনো নব্যাং পঙ্কজস্রজমিব দৃষ্টিং নোদয়াঞ্চক্রে ইত্যন্বয়ঃ। সকলাসু তাসু কীদৃশীষু? সমং তুল্যমেব যৎ সম্যগবধানং যথা দ্রষ্টুঃ শ্রীকৃষ্ণস্য তদ্দর্শনার্থমবধানম্, তথৈব দৃশ্যানাং তাসাং তদ্দৃষ্টিবরাণার্থং যদবধানমিত্যর্থঃ, তেন সম্যগ্‌ গোপিতঃ সকল আকারো বিকারবিশেষশ্চ রোমাঞ্চাদির্যাভিস্তাসাং ভাবস্তত্তা তয়া হেতুনা বিশেষেণালক্ষ্যমাণাসু পরিচেতুমশক্যাস্বিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—উত্তমেন মন্দাক্ষেণ লজ্জয়া উক্ষ্যমাণাসু আর্দ্রীক্রিয়মাণাসু; 'উক্ষ সেচনে' ধাতুঃ; "মন্দাক্ষং হ্রীস্ত্রপা" ইত্যমরঃ। বার্ষভানব্যাং কীদৃশ্যাম্? তস্মিন্নেব প্রসিদ্ধ এব পততি শুকে পক্ষিণি; "পতৎ-পত্ররথাণ্ডজাঃ" ইত্যমরঃ; অপগতোদং গতব্যথং যথা স্যাত্তথা, উৎপত্য উড্ডীয় চরণকমলোপরি পততি সতি তদীয়ত্বেন কৃষ্ণসম্বন্ধিতাপ্রাপ্তত্বেন হেতুনা আধীয়মানাৎ তত্রার্প্যমাণাৎ বহুমানাৎ প্রচুরসম্মানাৎ হেতোর্বহুলং যথা স্যাত্তথা সসম্ভ্রমমপসর্পন্ত্যাম্। তস্য শুকস্য তস্যা এব চরণকমলপতনে কো হেতুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—চিরোপসত্তিশ্চিরকালং তন্নিকটবাসস্তত এব হেতোঃ সৎ শোভনং তিমিতং প্রেমার্দ্রং চ হৃদয়ং যস্য তত্তয়া। আয়তয়া বিস্তৃতয়া, ন তু

৬৭। (অতঃপর এখানে শুকের সাময়িক কৃষ্ণাকাঙ্ক্ষিত সুখসাধকতাবৈদগ্ধী বলা হচ্ছে—)

গোপীর প্রতি দৃষ্টি দানে কৃষ্ণের যেরূপ অবধান সেইরূপ অবধান হল লজ্জায় আর্দ্রীভূতা গোপীগণের ঐ দৃষ্টি বারণে, এতে তাঁদের রোমাঞ্চাদি সকল আকার-বিকারবিশেষ সঙ্গোপিত হওয়াতে সকল কুলবধূগণের মধ্যে কে কোন্‌টি বুঝা যাচ্ছিল না। তখন প্রসিদ্ধ সেই শুক ব্রজরাজকুমারের নিকট থেকে গতব্যথ ভাবে উড়ে গিয়ে দীর্ঘকাল নিকটে বাসহেতু যাঁর প্রতি চিত্তে শোভন প্রেমার্দ্র আদরের ভাব বর্তমান সেই চরণকমলোপরি উড়ে গিয়ে পড়ল, তার পড়তেই কৃষ্ণসম্বন্ধ প্রাপ্তত্ব হেতু ঐ শুকের প্রতি প্রচুর সম্মানের উদ্রেকে বহু সম্ভ্রমের সহিত একটু পিছে সরে গেলেন ঐ গোপী—এই ইঙ্গিতে চিনতে পেরে ঐ পশ্চাৎ অপসরণরতা বার্ষভানবী রাধাতে মধুমথন নবীন কমলমালার মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন—'বনগমনকালে চন্দ্রশালিকাতলে যাঁকে দেখেছিলাম শুকস্বামিনী সেই এই রাধা' এই ভেবে। অন্যের অলক্ষে কৃষ্ণের এই গোপনদৃষ্টি রাধার পক্ষে অতি মধুর হল। আর শ্রীরাধার পূর্বরাগবিরহজনিত অঙ্গকৃশতাদর্শনে কৃষ্ণের মনে যে দয়ার ভাব সেটি ঐ কটাক্ষেই প্রকাশিত হল।

৬৮। অথ নিখিলসৌভাগ্যশোভার্য্যা ভার্য্যা ব্রজপুরপুরন্দরস্য দরস্যন্দমান-হসিতমাধ্বীকা সাধ্বী কাসারজমুখীস্তাঃ সকলাঃ সুতসমীপতঃ স্বয়মানীয় যথাযথমুপপাদিতেষু ভোজনস্থলেষু নিবেশয়ামাস ॥

৬৯। তস্মিন্নেব সময়ে নিরুপমগন্ধমাল্যাদিভির্নৈচিকীনিচয়মভ্যর্চ্য মণিপ্রঘণে প্রঘণে সর্বতোভদ্রা-সর্বতোভদ্রাসনে নিবেশ্য ধাবিতচরণান্ কনকময়পাত্রপাত্রসাৎকরণযোগ্যানতএব তথাবিধপান-ভোজনা-চমনাদি-ভাজনৈর্বিরচিতোপচারান্ দ্বিজবৃষভানর্ঘ্যাদিনাভ্যর্চ্য সন্নন্দোপনন্দ-ভার্য্যাভ্যাং ভার্যাভ্যাং রোহিণ্যা চ পরিবেশিতান্যন্নপানাদীন্যাশয়িত্বা স্রগ্‌গন্ধ-তাম্বুল-বাসোঽলঙ্কারাদিনা চোপচর্য্য জননয়নতাপসঙ্কর্ষণেন সঙ্কর্ষণেন সহ সর্বানেব দশমিনঃ শমিনস্তরুণানপি শিশূনপি বল্লবানগ্রেকৃত্বা রোহিণ্যা পরিবেশিতমন্নমশিতুং ব্রজরাজো যদা প্রববৃতে, তদৈব প্রসৃমরমরকতভবনমধ্যমধ্যংস্থাপিতেষু সবসনেষ্বাসনেষ্বারোপ্যমাণানাম-সামান্যানাং মান্যানাং পার্শ্বদ্বয়তো মুখ্যাক্রমেণ সমুপবেশিতানাং বধূনাং কুমারিকানাং চ প্রত্যেকং

সা তস্যালেত্যর্থঃ। তেন মহাধীরস্যাপি তস্য তস্য ধৃতিলোপো নাসমঞ্জস ইতি ভাবঃ। ততশ্চ সৈব বলভীতলে দৃষ্টচরী শুকস্বামিনী প্রসিদ্ধা রাধেয়মিতি বিভাব্য দৃষ্টিং নেত্রং প্রেরয়ামাস। কীদৃশীম্? অদৃষ্ট্যা দর্শনেন মধুরাম্। সাম্মুখ্যাভাবা-দর্শনমেব তৎ শ্বশ্রূজনাদীন্ প্রতি ব্যজ্য নিভৃতং নীচৈর্নেত্রেণ স্বকর্তৃকদর্শনমাধুর্যং তু তাং জ্ঞাপয়ামাসেত্যর্থঃ। দয়াঙ্কুরে ইতি তদঙ্গানাং পূর্বরাগজনিতকার্শ্যাদ্যনুসন্ধানেন ॥

৬৮। সৌভাগ্যশোভয়া আর্যা মুখ্যা। দর ঈষৎ স্যন্দমানং হসিতমেব মাধ্বীকং যস্যাঃ সা। তাভির্বেষ্টিতস্য পুত্রস্য বিদ্যুন্মণ্ডলমধ্যবর্তিনো মেঘস্যেব শোভামালক্ষ্য মৎপুত্রবধ্ব এব এতা ভবিতুমনুরূপা ইতি নিরুপাধিনৈবাকস্মাদুদ্গতেন তাসু বধূভাবেন সা মন্দং জহাসেতি ভাবঃ। কাসারজং কমলম্ ॥

৬৯। মণিভিঃ প্রঘণে প্রকৃষ্টনিবিড়ে, প্রঘণে অলিন্দে। সর্বতোভদ্রায়া গম্ভার্যাঃ সর্বতো মঙ্গলং যদাসনং তত্র; "গম্ভারী সর্বতোভদ্রা" ইত্যমরঃ। ভা কান্তিস্তয়া আর্যাভ্যাম্। আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা; দশমিনো বৃদ্ধান্, অতএব শমিনঃ

৬৮। অতঃপর নিখিল সৌভাগ্যশোভায় সর্বশ্রেষ্ঠা ব্রজপুরপুরন্দর ভার্যা সাধ্বী যশোদা ঈষৎ হাসিতে মধু ঝরিয়ে কমলমুখী রাধাদি গোপী সকলকে পুত্রের নিকট থেকে নিজে নিয়ে এসে যথাযথ সজ্জিত ভোজনস্থলে সযত্নে বসিয়ে দিলেন।

৬৯। ব্রজরাজ সেই সময় নিরুপম গন্ধমাল্যাদিদ্বারা উত্তমগাভীসমূহকে অর্চনা করবার পর অতি জমাট মণিবারান্দায় গম্ভীরা বৃক্ষের কাষ্ঠে তৈরী সর্বমঙ্গলময় আসনে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে পা ধুইয়ে বসিয়ে দিলেন, তাঁরা কনকময় পাত্র দানপ্রাপ্তির যোগ্যপাত্র বলে তথাবিধ পান-ভোজন-আচমনাদি পাত্র দানে তাঁদের সম্মান করলেন, অতঃপর পাদ্য অর্ঘাদির দ্বারা অর্চনা করবার পর কান্তিতে শ্রেষ্ঠা সন্নন্দোপনন্দাদির ভার্যাদি ও রোহিনীদেবী দ্বারা পরিবেশিত অন্নপানাদি ভোজন করিয়ে স্রগ্-গন্ধ-তাম্বুল-বাস-অলঙ্কারাদি দ্বারা পরিচর্যা করলেন। অতঃপর নয়নতাপ জুড়ানো সঙ্কর্ষণের সহিত সকল শান্তিময় বৃদ্ধ-তরুণ-শিশু গোপগণকে অগ্রে করে ব্রজরাজ যদি রোহিনী-পরিবেশিত ভোজ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হলেন তখন অতি চিক্কন মরকতমণিগৃহমধ্যে পরিপাটি করে পাতা বসনাবৃত আসনে বসানোর যোগ্য অসামান্যা মান্যা বধূ ও কুমারিকাগণকে দু-পার্শ্বথেকে শ্রীরাধাদি মুখ্যাক্রমে আদর

স্বয়মেব পরিবেষণমাচরন্তী চরন্তীব সুখসমুদ্রে সমুদ্রেরীয়মাণস্মিতসুধাকণম্ ‘অয়ি ! ন ত্রপাত্র পালনীয়া’ ইতি প্রতিজনমাভাষমাণা যথাজোষমাশয়িত্বা প্রত্যেকমমলতর-বসনমণিময়ালঙ্কারমালানুলেপন-সিন্দুর-তাম্বূলাদিভির্যথাযথং সম্পূজ্য পূজ্যচরণাসৌ ভগবতী সৌভগবতীনাং মূর্দ্ধন্যা ধন্যা শ্রীকৃষ্ণজননী জননীত্যা তাঃ সমস্তাঃ প্রত্যেকমালিঙ্গ্য ভবনং প্রেষয়ামাস ॥

৭০। অনন্তরমবশিষ্টমতিমোদনমাপামরমখিলনগরবাসিভ্যো নিরলসলসন্মুখমেব বিভজ্য দত্ত্বা নটনর্ত্তকীবাদ্যপূরকচারণমাগধাদিভ্যো ব্রজরাজেন পৃথক্ পরিতোষিতেভ্যোঽপি স্বয়মপি পৃথগমীষাং মতিসঙ্কল্পকল্পনং দত্তবতীতি যদি বিশ্রান্তো মহোৎসবস্তদা নিত্যমেবমব চেদ্ভবতি, তদৈব নির্বৃতিরিতি মনসি বিভাব্য ক্ষণং তদুপরমপরমদুঃখানুভবমাসসাদ সা দয়ালুঃ ॥

৭১। অথ পরেদ্যবি কুর্বন্ ধেনূনামবনং বনং গতো ব্রজরাজকুমারঃ কুমারয়ন্ সহ সহচরৈঃ কুসুম-কন্দুকখেলামাততান। তত্র সহচর-করাবচিত-কুসুমনিকর-নিমিতৈরমিতৈরতিরুচির-চিরবিলাসরসোপ-

---

শান্তিমতঃ; “বর্ষীয়ান্ দশমী জ্যায়ান্” ইত্যমরঃ। সমুৎ সানন্দং রেরীয়মাণোঽতিশয়েন স্রবন্ স্মিতসুধায়াঃ কণো যত্র তথাভূতং যথা স্যাত্তথা; অয়ি পুত্রাঃ! অত্র ত্রপা লজ্জা ন পালনীয়া, স্বচ্ছন্দং ভুজ্যতামিত্যর্থঃ। যথাজোষং প্রীত্যনুসারেণ, আশয়িত্বা ভোজয়িত্বা, ভগবতী শ্রীমতী ॥

৭০। অতিমোদনমতিসুখদায়িনম্, ওদনম্ অন্নম্, চারণা নাটকাদ্যভিনয়কারিণঃ; মাগধা বংশশংসকাঃ; দয়ালু-রিতি সকলজনসম্পূর্ণতৃপ্ত্যাকাঙ্ক্ষয়া। ‘ধন্যোঽসি ভদ্রপদমাসসমস্তকালো ভদ্রং পদে তব যদস্থ ময়ানুভূতম্। ত্বাং যো ন যোজয়তি হা প্রতিমাসমেব ধিক্ তং বিধাতরমিতি প্রজগাদ রাধা ॥’

করে বসিয়ে প্রত্যেককে নিজ হাতে পরিবেশন করতে করতে সুখসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে মৃদুহাসিসুধা-বিন্দুর অজস্রপাতের সহিত মা যশোদা বললেন—‘ওহে তোমরা লজ্জা কর না, স্বচ্ছন্দে আহার কর’ এ-ভাবে প্রত্যেককে বলে বলে প্রীতিপূর্বক ভোজন করিয়ে প্রত্যেককে অতি সুন্দর বস্ত্র-মণিময় অলঙ্কার-মালা-অনুলেপন-সিন্দুর-তাম্বুলাদির দ্বারা যথাযথ সৎকার করে লৌকিকরীতি অনুসারে তাঁদের প্রত্যেককে আলিঙ্গন করে যাঁর যাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিলেন পূজ্যচরণ-ভগবতী-সৌভাগ্যবতীশিরোমণি ধন্যা শ্রীকৃষ্ণ-জননী।

৭০। অনন্তর অবশিষ্ট অতিসুখদায়ী ভোজ্য অপামর অখিল নগরবাসিগণকে নিরলস হাসিমুখে বিভাগ করে দিয়ে তৎপর ব্রজরাজ যাঁদের পৃথক্‌ভাবে দানে প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন সেই নট-নর্তকী-বাদ্যবাদক-চারণ-মাগধাদিকে যশোমা নিজ হাতে আবার পৃথকভাবে আশাতিরিক্ত দিয়ে দিলেন। এ-ভাবে মহোৎসব যদি সমাপ্ত হয়ে গেল তখন মা যশোদা ভাবলেন এরূপ উৎসব যদি নিত্য হত তবেই-না মনের আশা মিটত। এই ভাবের উদয়ে এর উপরমহেতু ক্ষণকাল পরমদুঃখের অনুভব প্রাপ্ত হলেন তিনি—যেহেতু সকলজনের সম্পূর্ণ তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষায় দয়ায় উচ্ছলিত তাঁর হৃদয়।

কন্দুকখেলা ঃ

৭১। অতঃপর পরদিন ধেনু চরাতে চরাতে বনে প্রবিষ্ট ব্রজরাজকুমার সহচরগণের সহিত

যোগিভিরিন্দুপললপিণ্ডৈরিব কুন্দকন্দুকৈরিতরেতর-তরলতাপন্নসম্পন্নসংহননসংহননকৌতুকেন কেনচিদতিসম্মোদমোদমানঃ, কদাচিদূর্দ্ধোদ্ধূননেন দ্যুরমণীরমণীয়ভাবভাবনামিব জনয়ন্, কদাচন তির্য্যগসনেন দিগ্‌বধূবৃন্দস্য কর্ণপূররচনামিব বিদধানোঽনুচরৈঃ সহ ধাবমানো মানোন্নতমনা মনাগপি ন বিশশ্রাম ॥

৭২। কদাচিচ্চ—

ধাবন্ কুণিতকোণশোণনয়নং ঘর্মদ্যুতেঃ শঙ্কয়া
হেলাখেলনকৌতুকী বিজয়তে লোলালকৈর্বালকৈঃ।
ঊর্দ্ধোদ্ধূনিতকন্দুকগ্রহবশাদুদ্বক্ত্র্মর্দ্ধস্খল-
চ্চারূষ্ণীষনিবেশিতোত্তরকরং প্রোন্নীতপাণ্যন্তরম্ ॥

৭৩। এবং গৃহীত্বা কন্দুকং দুরবগাহচরিতে, তস্মিংশ্চিরং বিলস্য শ্রমজল-কণভরভরিততয়া মুক্তাভিঃ

৭১। পরেদ্যবি পরদিবসে ; পরেদ্যব্যদ্যপূর্ব্বেদ্যুরিত্যাদি নিপাতনাৎ সিদ্ধম্। কুমারয়ন্ ক্রীড়য়ন্। ইন্দুপললপিণ্ডৈশ্চন্দ্রস্য মাংসপিণ্ডৈরিব কুন্দকুসুমকন্দুকৈঃ। ইতরেতরং পরস্পরং তরলতাপন্নে তারল্যপ্রাপ্তে, সম্পন্নে শোভাসম্পত্তিযুক্তে, সংহননে শরীরে, যৎ সম্যক্ হননং ক্ষেপণাঘাতস্তেন কৌতুকেন ; "সংহননং শরীরং বর্ষ্ম বিগ্রহঃ" ইত্যমরঃ। দ্যুরমণীনাং স্বর্গাঙ্গনানাং রমণীয়ভাবস্য ভাবনাম্। অস্মাভিঃ সহ বিজিহীর্ষুরেবাস্মান্ প্রতি কন্দুকং ক্ষিপতীত্যেবংলক্ষণাম্। তির্যগসনেন তির্য্যক্‌ক্ষেপণেন। 'অসু ক্ষেপণে' ল্যুড়ন্তঃ। মানঃ ক্রীড়াচাতুর্যম্, 'মন্ জ্ঞানে' ইত্যস্য ঘঞন্তত্বাৎ ঘঞ্, ক্রীড়া গর্বো বা তেনোন্নতং মনো যস্য সঃ॥

৭২। ঊর্দ্ধমুৎকর্ষেণ ধূনিতং চালিতং কন্দুকং তস্য গ্রহণবশাদুদ্বক্ত্রং যথা স্যাত্তথা, অর্দ্ধস্খলতি চারুণি উষ্ণীষে নিবেশিত উত্তরকরো বামপাণির্যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। প্রকর্ষেণোন্নীতমুচ্চতয়া স্থাপিতমুৎক্ষেপণবশাৎ পাণ্যন্তরং দক্ষিণপাণির্যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা। ঘর্মদ্যুতেঃ সূর্যস্য কিরণনিপাতশঙ্কয়া কুণিতৌ সঙ্কুচিতীকৃতৌ কোণৌ যয়োস্তথাভূতে শোণে নয়নে যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, হেলাখেলনকৌতুকী ধাবন্ সন্ বিজয়তে॥

খেলতে খেলতে কুসুমকন্দুকখেলায় মেতে উঠলেন। এ-খেলায় সহচরকরচয়িত কুসুমচয়ে নির্মিত অতুলনীয় অতি মনোহর সদাখেলারসের উপযোগী চন্দ্রমাংসপিণ্ডের মতো দেখতে কুন্দপুষ্পের কন্দুক পরস্পর পস্পরের চঞ্চল সুন্দর অঙ্গে ছুঁড়ে মারতে লাগলেন অব্যর্থ সন্ধানে, আর সেই কোনও অনির্বচনীয় আঘাতকৌতুকে পরমানন্দ-হিল্লোলে ভাসতে লাগলেন তাঁরা। কদাচিৎ উর্দ্ধে হস্তচালনে যেন স্বর্গরমণীদের চিত্তে রমণীয় ভাবের ভাবনা জন্মাতে জন্মাতে আবার কখনও তেরছাভাবে ছুঁড়নে যেন দিগ্‌বধূগণের কর্ণভূষণ রচনা করতে করতে অনুচরগণের সহিত ধাবিত হতে হতে ক্রীড়াচাতুর্যে উচ্ছলিত ব্রজরাজকুমার একটুও বিশ্রামের অবকাশ পেলেন না।

৭২। আবার কখনও, অব্যর্থ সন্ধানে চালিত কন্দুক ধরবার জন্য মুখ উর্ধ্বমুখী করাতে অর্দ্ধস্খলিত চারু উষ্ণীসে স্থাপিত বামকর, উঁচুকরে কন্দুক ক্ষেপনের জন্য সুচারুতায় উন্নীত দক্ষিণকর, আর সূর্যকিরণ-নিপাতভয়ে সঙ্কুচিতকৃত আরক্ত নয়নকোণ—এ-মধুর ভঙ্গীতে হেলাখেলাকৌতুকী গোপাল চঞ্চল চূর্ণকুন্তলে শোভিত বালকগণের সহিত ধাবিত হতে হতে সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত হলেন।

খচিতং শরদমলপূর্ণসুধাকরবিম্বমিব বদনমণ্ডলং দধানে, বিশ্রমণায় কস্যচন তরুতরুণস্য মূলমালম্বমানে লম্বমানেন লতাপল্লবেন কেনাপি বীজ্যমানে, কেনাপি নিজসিচয়াঞ্চলেন কল্পিতং তল্পমধিশয়ানে, কেনাপি সম্বাহিতচরণে সতি ক্ষণমনুচরাঃ সর্ব এব তং পরিচেরুঃ ॥

৭৪। ইত্যখিলাত্মনা শ্রীকৃষ্ণেন সহ পরমদয়িতা মদয়িতারঃ সকলরসবন্তোঽবন্তো নৈচিকীনিচয়ং দিনানি কিয়ন্তি গময়াংবভূবুরমী সুকৃতিনঃ কৃতিনঃ সর্বে ॥

৭৫। পরেদ্যবি দ্যবি চরৎসু বৃন্দারকনিকরেষু পশ্যৎসু শ্যৎসু চ নয়নতাপং জাতকুতূহলা হলায়ুধানুজেন সাগ্রজেন সাগ্রপ্রমোদেন সহ সহচরাঃ পূর্বপূর্বদিনবৎ চারয়ন্তো রয়ং তোষস্য গতবদ্‌গবাং নিকুরম্বকং শ্রীকৃষ্ণেন তেনৈব বৃন্দাবনতরুলতাখগমৃগমধুব্রতব্রাতসৌভাগ্যং স্বনিষ্ঠমপি পূর্বজং ব্যপদিশ্য দিশ্যমানং শৃণ্বন্তো বিহরন্তশ্চ হরন্তশ্চ নয়নবতাং নয়নসন্তাপং গগনমধ্যমধ্যবস্থিতে ময়ূখমালিনি রুচিরুচিরবনবিহারজাতশ্রমৌ শ্রমজলকণকমনীয়কপোলমণ্ডলৌ সহোদরাবদরাবরুদ্ধালস্থলস্থমানৌ পূর্ববদতিঘনপ্রচ্ছায়তরু-

৭৩। তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণে ॥

৭৪। অখিলানামাত্মনা প্রেমাস্পদত্বাদাত্মভূতেন মদয়িতারঃ, 'মদী হর্ষে' ইত্যস্মাৎ ণ্যন্তাৎ; কৃষ্ণং হর্ষয়ন্ত ইত্যর্থঃ। সকলরসবন্ত ইতি বলভদ্র-মণ্ডলীভদ্রাদীনাং সখ্য-বাৎসল্যদাস্যানি রসাঃ, সুবলোজ্জ্বলাদীনাং সখ্যশৃঙ্গারোচিতদাস্যরসৌ, শ্রীদামাদীনাং কেবলং সখ্যরসঃ, রক্তকাদীনাস্তু কেবলং দাস্যমিতি ॥

৭৫। দ্যবি আকাশে বৃন্দারকনিকরেষু দেবসমূহেষু শ্যৎসু দূরীকুর্বৎসু, 'শো তনূকরণে' শত্রন্তঃ। অগ্রেণ সহ বর্তমানঃ সাগ্রঃ সমগ্রঃ সম্পূর্ণঃ প্রমোদো যস্য তেন। বৃন্দাবনতরুলতেতি (ভা০ ১০।১৫।৫) "অহো অমী দেববরামরার্চিতম্"

৭৩। দুরবগাহচরিত্র শ্রীকৃষ্ণ এরূপে বহুক্ষণ পর্যন্ত কন্দুকখেলায় বিহার করতে থাকলে শ্রমজলকণাচয়ে সর্বাঙ্গ ভরে উঠায় তাঁর বদনমণ্ডল মুক্তাখচিত শরতের নির্মল পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের আকার ধারণ করল। তিনি বিশ্রামের জন্য কোনও তরুণতরুমূল আশ্রয় করলে কেঁউ ঝুলন্ত লতাপল্লবে বিজন করতে লাগলেন, কারুর নিজ বস্ত্রাঞ্চলে রচিত শয্যায় শুয়ে পড়লে কেঁউ পাদসম্বাহন করতে লাগলেন—এইরূপে সর্বসহচর তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন।

৭৪। এই রূপে অখিলাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁর পরমপ্রিয় আনন্দদায়ক সকল রসের আশ্রয় ঐ সকল সুকৃতিশালী কৃতি সহচরগণ গোগণকে পালন করতে করতে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন।

ধেনুকাসুর বধ ঃ

৭৫। পরদিন আকাশে বিচরণকারী দেববৃন্দ ঐ গোচারণলীলা দেখতে দেখতে নয়নতাপ দূর করতে থাকলে কৌতুহলাক্রান্ত সহচরগণ অগ্রজ বলরাম ও পরমানন্দিত কৃষ্ণের সঙ্গে পূর্ব পূর্ব দিনের মতো উচ্ছলিত আনন্দে গোগণকে চরাতে চরাতে স্বনিষ্ঠ হলেও কৃষ্ণ অগ্রজকে লক্ষ্য করে বৃন্দাবনের তরুলতা-খগ-মৃগ-মধুব্রতনিবহের সৌভাগ্যের কথা যা বলছিলেন তা শুনতে শুনতে, বিহার করতে করতে চক্ষুষ্মানগণের সন্তাপ হরণ করছিলেন। এরূপে সূর্য মধ্যগগনে উঠে গেলে দীর্ঘসময় ধরে মনোহর বনবিহারজনিত শ্রমে তাঁদের দুভাই-এর কপোলমণ্ডল হয়ে উঠল অতি কমনীয়—বিন্দু বিন্দু ঘর্মের

মূলমালম্বমানৌ শ্রমাপনোদ-বিনোদবিবিধোপচারৈরুপচরিতবন্তো হসন্তো হাসয়ন্তশ্চ মধুরতরকথাভিরথাভিনিন্যুঃ প্রণয়ডাম্বর্য্যম্ ॥

৭৬। শ্রীকৃষ্ণোঽপি ক্ষণং বিশ্রম্য সহসা সহসাধ্বসপ্রণয়মগ্রজস্য চরণকমলসম্বাহনাদিনা দিততদীয়খেদঃ, সহেলখেলোল্লসিত-হসিতহত-সকল-সহচর-চরমশ্রমো মধ্যাহ্ন-তপন-তাপমবধূয় ধেনুগণানুসরণকুতূহলিনা হলিনা সহ সহজপ্রণয়মধুরো বনভুবি বিহরমাণঃ ক্ষণং ক্ষণং বিতনুতে স্ম ॥

৭৭। তস্মিন্নেবাবসরে স রেরীয়মাণমধুমধুরং সকল-কলাকলাপ-কৌশল-শলন্মধুরিমা ধুরি মানভৃতাং মূর্দ্ধন্যো ধন্যোদারচরিতঃ সবলো বলোর্জ্জিতঃ শ্রীকৃষ্ণঃ সখিভিরভ্যুচে ॥

৭৮। 'ভো ভো রাম! ভো ভোঃ কৃষ্ণ! মহাপ্রভাব! প্রভাবধূতনিবিড়তমস্কাণ্ডপ্রকাণ্ড! বুভুক্ষয়াঽক্ষয়াঽজনি নো জঠরযাতনা যা তনাবপি নো মাতি। মাতিদূরে দূরে সরীসৃপ্যমাণৈঃ

ইত্যাদ্যুক্তম্। পূর্বজং বলদেবম্; সহোদরৌ ভ্রাতরৌ শ্রীরামকৃষ্ণৌ। অদরমনল্পমবরুদ্ধং যদালম্বং তেন লম্বমানৌ শ্লিষ্যমাণৌ 'লস ক্রীড়ায়াম্' ইত্যস্য শ্লেষার্থকত্বমপি বোপদেবে দৃষ্টম্। প্রণয়ডাম্বর্যং প্রেমোদ্রেকম্ ॥

৭৬। সহসাধ্বসপ্রণয়ং সসম্ভ্রমপ্রেমগৌরবস্য সাধ্বসগন্ধিত্বানপগমাৎ। সংবাহনক্রিয়ায়া বিশেষণমিদম্। দিতঃ খণ্ডিতস্তদীয়ঃ খেদো যেন সঃ। ক্ষণং ব্যাপ্য ক্ষণমুৎসবম্ ॥

৭৭। সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ, রেরীয়মাণমতিশয়স্রাবি মধ্বিব মধুরং যথা ভবত্যেবং সখিভিরভ্যুচে, উচ্যতে স্ম। তত্র হেতুঃ—সকলে কলাকলাপে ক্রীড়াশিল্পসমূহে যৎ কৌশলং নৈপুণ্যং তেনৈব শলন্ প্রাপ্নুবন্ মধুরিমা যস্য; 'শল হুল গতৌ'। ইদং দুর্লভ-তালফলভক্ষণমপ্যেকং ক্রীড়াকৌতুকমিতি ভাবঃ। মানভৃতাং সম্মানধারিণাং ধুরি গণনায়াং মূর্দ্ধন্য ইতি তাদৃশে প্রার্থনাপি ন লাঘবায়েতি ভাবঃ। উদারচরিত ইতি বকাঘাদ্যসুরানিব ধেনুকমপি হন্তুং সমর্থ ইতি ভাবঃ ॥

৭৮। অত্র রাম ইতি রময়সীতি রাম ইত্যুচ্যসে, তদস্মান্ সখীন্ রময়িত্বা স্বনাম্নৈব সার্থকং কুর্বিতি ভাবঃ।

প্রকাশে, অত্যালস-জড়িত দেহে তাঁরা পূর্ববৎ অতিঘন ছায়াময় তরুমূল আশ্রয় করলেন। সেবা অবসর বুঝে সখাগণ দুভাই-এর শ্রম দূরীকরণার্থে তুষ্টিদায়িনী বিবিধউপচারে পরিচর্যা করতে করতে হাসতে হাসতে হাসাতে হাসাতে মধুর মধুর কথায় প্রেমোদ্রেককারী অভিনয় করতে লাগলেন।

৭৬। শ্রীকৃষ্ণ কিছুকাল বিশ্রাম করে সহসা উঠে গিয়ে সম্ভ্রমপ্রেমগৌরবে অগ্রজের চরণকমল সম্বাহনাদিদ্বারা তদীয় খেদ দূর করলেন। অতঃপর সচ্ছন্দ খেলার উল্লাসে হাসির হিল্লোলে সকল সহচরের শ্রম দূর করে মধ্যাহ্ন তপনতাপ তুচ্ছ করে ধেনুর অনুগমনে কৌতুহলাক্রান্ত হলধরের সহিত সহজপ্রণয়মধুরভাবে বনভূমিতে বিহার করতে করতে ক্ষণকাল উৎসব রচনা করলেন তিনি।

৭৭। সেই অবসরে সকল ক্রীড়াশিল্পসমূহে নিপুণতায় মনোহর, সম্মানধারিগণের মধ্যে গণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, ধন্য-উদারচরিত, বলশ্রেষ্ঠ সেই শ্রীকৃষ্ণকে সখাগণ অনর্গল ক্ষরণশীল মধুধারাসম মধুর মধুর বলতে লাগলেন—

৭৮। 'ওহে ওহে রমণ, ওহে ওহে কৃষ্ণ, মহাপ্রভাব, প্রভাখণ্ডিততিমিরকাণ্ডপ্রকাণ্ড! শোন ক্ষুধায় আমাদের যে অক্ষয় জঠরযাতনা আরম্ভ হয়েছে তা আর এখন দেহেও সামায় না—নিকটেই

সৌরভৈরভ্যেধিতঘ্রাণামোদমতিপাকমেদুরদুরবাপফলানাং মোদং জনয়তি নস্তালবনং লবনং বিনাপি কেবলান্দোলেনৈব ফলানি নিপতিষ্যন্তি। তৈরস্মানাপ্যায়য়িতুমর্হতং ভবন্তৌ' ইতি গদিতৌ দিতৌৎকণ্ঠ্যান্ বিধাতুমেতান্ সমেতান্ লালসয়া তদ্ধেনুককৃতাবনং বনং সমুপব্রজ্য তচ্ছোভালোভালোলনয়নৌ নয়নৌৎকণ্ঠ্যমবতারয়ামাসতুঃ।

৭৯। পরিপাকপিঙ্গলতাঽগলতা ফলতাদবস্থ্যেন স্থবিষ্ঠস্কন্ধদেশা দেশাবচ্ছেদচ্ছেদরহিতা হিতালোকা লোকাভিরামা রামানুজেন তে ঘনমেদুরা দুরাসদাঃ সদাফলাঃ ফলামোদমোদমানভুবনজনা জনাগোচরাশ্চরাচরগুরুণাঽগুরুণা পবমানেন সটসটায়মানদলদলদ্রাবদ্রাবকারিণা চোরিতফলগন্ধাস্তালবিটপিনো দদৃশিরে দৃশি রেচিতবিভ্রমেণ তেন। 'পাতয়ধ্বং পাতয়ধ্বম্' ইতি নিগদিতৈস্তৈঃ পুষ্টলোষ্টলোলকরতলৈঃ পাত্যমানানাং ফলানামাকর্ণ্য ধ্বনিমধ্বনি মন্দ্রং খুরখুরপ্রক্ষুণ্ণ-ধরণিধূলিঘোরনিভিরন্ধকারীকৃত্য

প্রভয়া কান্ত্যা অবধুতং নিবিড়ং তমস্কাণ্ডং তমঃসমূহো যেন স চাসৌ প্রকাণ্ডশ্চেতীতি (পা০ ২।১।৬৬) 'প্রশংসাবচনৈশ্চ' ইতি সমাসঃ। ন কেবলমেতাবদেবেত্যাহুঃ, কিন্তু মহাপ্রভাবেতি। তেনাঙ্গানাং কান্ত্যা তমাংসি, বলেন তু তামসান্ নির্ধুনোষেবেতি প্রোৎসাহয়ন্তি। বুভুক্ষয়েতি প্রস্তুতকার্যসিদ্ধ্যর্থং স্নেহং জনয়ন্তি, নোঽস্মাকং তনৌ দেহেঽপি ন মাতি। তর্হি কিমর্থয়ধ্বে ? তত্রাহুঃ—নাতিদূরে নিকট এব তালবনং নোঽস্মাকং মোদং জনয়তি। অতিপাকেন মেদুরাণাং স্নিগ্ধানাং দুর্লভানাং ফলানাং সৌরভ্যৈঃ সরীসৃপ্যমাণৈঃ কুটিলবায়ুগত্যা কুটিলং নিঃসরদ্ভিঃ। অভি সর্বতোভাবেন এধিতো বর্দ্ধিতো ঘ্রাণামোদো যেন তথাভূতম্। লবনং ছেদনং বিনৈবেত্যায়াসাভাবোঽপি ব্যঞ্জিতঃ। দিতৌৎকণ্ঠ্যান্ খণ্ডিতৌৎকণ্ঠ্যান্ কর্তুং তত্তালপ্রদানেনৈব, নান্যথেত্যাহ—লালসয়া সমেতান্ যুক্তান্। ধেনুকেন কৃতমবনং রক্ষণং যস্য তদ্বনম্, নয়নে ফলগ্রহণে ঔৎকণ্ঠ্যমুৎকণ্ঠামবতারয়ামাসতুঃ, প্রাদুর্ভাবয়ামাসতুঃ, ফলপাতনার্থমুৎকণ্ঠাং চক্রতুরিত্যর্থঃ॥

৭৯। রামানুজেন কৃষ্ণেন তে তালবিটপিনস্তালবৃক্ষা দদৃশিরে দৃষ্টাঃ। কীদৃশেন ? দৃশি দৃষ্টৌ রেচিতঃ সংপৃক্তো বিলাসো যস্য, সোল্লাসনেত্রেণেত্যর্থঃ। তালবিটপিনঃ কীদৃশাঃ ? পরিপাকেন পিঙ্গলতায়াং পিঙ্গলবর্ণতায়াং সত্যামপি অগলতা অনপগচ্ছতা ফলানাং তাদবস্থ্যেন তদবস্থত্বেন হেতুনা স্থবিষ্ঠা অতিস্থূলাঃ স্কন্ধদেশা যেষাং তে। অতএব তত্র

এক তালবন আছে যেখানে অতিপক্কতায় স্নিগ্ধ দুর্লভ ফলের সৌরভ কুটিল বায়ুর গতিতে কুটিলভাবে নিঃসরিত হয়ে আমাদের মন আমোদিত করে তুলছে। এ-বনের ফল ছেদন বিনাও কেবল ঝাঁকুনিতেই পড়ে যায়। অতএব তোমার উচিত এ-ফলের দ্বারা আমাদের আপ্যায়িত করে দেওয়া।' সখাগণ এরূপ বললে লালসান্বিত তাঁদের উৎকণ্ঠা দূর করবার মানসে সেই ধেনুকাসুর-রক্ষিত বনে গিয়ে প্রবেশ করে ঐ বনের শোভা দর্শনলোভে চঞ্চল নয়ন কৃষ্ণ ফলগ্রহণের উৎকণ্ঠা আবির্ভূত করালেন।

৭৯। পরিপক্ক দশায় পিঙ্গলবর্ণ ধরে গেলেও অপতিত ফলভারে স্থুল স্কন্ধদেশসমন্বিত, স্কন্ধদেশের স্থূলতাহেতু পরস্পর মিলনে একীভূত, দর্শনমঙ্গল, নয়নাভিরাম, মেঘস্নিগ্ধ, দুষ্প্রাপ্য, সদাফলা, ফলগন্ধে ভুবনজনামোদী, লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত, সট্-সটায়মান পত্রচয়ের ফুৎকারসম শব্দে পলায়নকারী চরাচরগুরু বায়ু লোভে লঘু হয়ে যার ফলগন্ধ চুরি করছে সেই তালবৃক্ষনিবহ সেই

দশ দিশঃ প্রখরখরকায়ঃ পশ্চাত্তনচরণযুগলক্ষেপেণ নাটয়ন্নিব ভুবস্তটমূর্জস্বদূর্জদ্‌গর্জনেন তর্জয়ন্নিব নির্জরানপি জর্জরীকৃত-পর্জন্যঘোষো ঘোষোদ্ভবান্ বালকানুপেক্ষ্য রামকৃষ্ণাবেব হন্তুকামঃ কামমভিসসার সারবান্ ধেনুকো নাম দৈতেয়ঃ ॥

৮০। তমাপতন্তং পতন্তং পতঙ্গমগ্নাবিব ভূরিবলো বলোঽবহেলয়া হননায় ক্ষিপ্যমাণৌ পশ্চাত্তনাবঙ্‌ঘ্রী বামকরাগ্রেণাঽঽধৃত্য নভসি ঘূর্ণয়িত্বা, সমুত্তালতালতরৌ নিষ্পিষ্য তেনৈব তদ্বপুষানায়াসেনৈব ফলানি পাতয়ন্ ঘাতয়ামাস ॥

৮১। অথ সমেতানিহ নিহতেঽস্মিন্নেবানুগামিনঃ কিয়তো যতোত্থমান্ সহোদরাবেব সহোঽদরাবেবমাজল্পতুঃ ॥

দেশাবচ্ছেদে যস্ছেদো বিরলত্বেন ছিন্নত্বলক্ষণোঽবকাশস্তদ্রহিতাঃ, স্কন্ধদেশেঽতিস্থৌল্যাৎ পরস্পর-মিলনেনাতিনিবিড়া একীভূতা ইবেত্যর্থঃ। হিতঃ সুখদত্বাদালোকোঽপি যেষাং তে ঘনেভ্যো মেঘেভ্যোঽপি মেদুরাঃ স্নিগ্ধাঃ, দুরাসদা দুঃখেনাসাদ্যন্ত ইতি তথাভূতাঃ। তথা বর্ণিতগুণত্বং তেষামুৎপ্রেক্ষয়াপি ব্যঞ্জয়তি—চরাচরাণাং জঙ্গম-স্থাবরাণাং প্রাণতয়েন্দ্রিয়শক্ত্যুপদেশকত্বেন গুরুণাপি পবমানেন বায়ুনা; শ্লেষেণ, গুরুত্বাদহমপি পবিত্রীকুর্বতাপ্যগুরুণা ভবতা চৌর্যসঙ্কোচান্মন্দীভূতেন সতা চোরিতঃ ফলগন্ধো যেষাং তথাভূতাঃ। কীদৃশেন? সটসটায়মানানাং দলানাং পত্রাণাং দলদ্ভিঃ প্রস্ফুরদ্ভী রাবৈঃ ফুৎকারশব্দৈরিব দ্রাবং পলায়নং কর্তুং শীলং যস্য তথাভূতেন। যেষাং গন্ধমপি চরাচরগুরুরপি লোভাৎ তথা ভবং-শ্চোরয়তি, তেষাং ফলানাং লোভ্যত্বং কিং বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ। তেন রামানুজেন নিগমিতৈস্তৈঃ সখিভিঃ খুরা এব খুরপ্রাঃ খুরপা ইতি খ্যাতা অস্ত্রবিশেষাস্তৈঃ ক্ষুণ্ণায়া ধরণের্ধূলিধোরণিভির্ধূলিশ্রেণীভির্নির্জরান্ দেবান্। সারবান্ বলবান্ ॥

৮০। সম্যগুদ্‌গতস্তার উচ্চধ্বনির্যত্র স চাসৌ তালতরুশ্চেতি তস্মিন্, রলয়োরৈক্যাৎ। যদ্বা, সমুত্তালে সম্যগুৎকটে; "উত্তালো হেমকুণ্ডে স্যাদ্‌গর্বে চোত্তাল উৎকটে" ইতি বিশ্বঃ ॥

রামানুজ সোল্লাস নেত্রে চেয়ে দেখলেন। রামানুজ 'পাড় পাড়' বললে সখাগণ চঞ্চল করতলে ঢিল ছুঁড়ে যে ফল পাড়লেন তার গম্ভীর পতন-শব্দ শুনে খুরখুরপিদ্বারা খোদিত ধরণি-ধূলিজালে দশদিক্ অন্ধকার করে পিছু চরণযুগল ক্ষেপনে পৃথিবীকে যেন কাঁপাতে কাঁপাতে ভয়ঙ্কর দীপ্ত গর্জনে দেবতাগণকেও যেন তর্জন করতে করতে মেঘনাদকে জর্জরিতকারী প্রখর গর্দভাকার বলবান্ ধেনুক নামক দৈত্য গোপ বালকগণকে উপেক্ষা করে রামকৃষ্ণকে হত্যা করবার মানসে তাঁদের দিকে ধাবিত হল।

৮০। অগ্নিতে স্বয়ং পতনরত পতঙ্গের মতো তাঁর দিকে ছুটে এসে তাঁকে মেরে ফেলার ইচ্ছায় পিছনের পা-দুটো উঠিয়ে চাঁট মারল। রামানুজ বামকরাঙ্গুলিতে ঐ পা-দুটো ধরে আকাশে ঘুরপাক খাইয়ে উচ্চ ধ্বনিতে ধ্বনিত তালবৃক্ষে নিষ্পেষণ করে সেই দেহদ্বারাই অনায়াসে তাল পাড়তে পাড়তে তাকে বধ করে ফেললেন।

৮১। অতঃপর এ নিহত হলে এর কিছু অনুগামী একত্র মিলিত হয়ে প্রতিশোধ নিতে

৮২। অথ নিবিড়নিপাত-বিশীর্য্যমাণ-পরিপক্কফলরসকর্দ্দমদমদমায়মানে ভুবস্তলেঽশীর্য্যমাণান্যাপক্কানি ফলানি যথাকামমবচিত্যাবচিত্য কৌতুকতঃ কন্দুকখেলামেব চক্রুর্ন তু বুভুজিরেঽজিরে তদ্বনস্থ রুরুধিরে রুধিরেণ তেষাং তানি ফলানীতি নীতিবিদঃ ॥

৮৩। এবং তালফলানাস্বাদাজাতসৌহিত্যৈস্তদ্গন্ধবান্ধব্য-বন্ধুর-নাসাপুটৈস্তৈঃ সহ সহরামো ধেনূরবহার্যানাহার্যানাগাহ্য-মধুরিমা ধুরি মানভৃতামাদ্যো মা-দ্যোতিত-ভুবনতলো নতলোকশোকহাঽনোকহানোজস্বিনো বৃন্দাবনস্থ প্রত্যেকমবলোক্যাভিনন্দন্নপরাহ্নমালোক্য ব্রজাভিমুখো মুখোদীরিত-মুরলীকোঽলীকোন্নীতমানুষভাবো মহানুভাবো মহানুত্তমঃ মানসগঙ্গায়া অনুকূলমনুকূলমরুতা পুরঃ পুরঃ প্রতিনীয়-

---

৮১। ইহ অস্মিন্ ধেনুকে নিহতে সতি সমেতন্ সহোদরাবেব ভ্রাতরৌ দ্বাবেব। কীদৃশৌ? সহসা বলেন অদরৌ অনল্পৌ নির্ভয়ৌ ইতি বা। এবমনেন প্রকারেণ ॥

৮২। আপক্কানি ঈষৎপক্কানি, অতএব অশীর্যমাণানি স্কন্ধবৃন্তাদগলন্তি। ন তু বুভুজিরে ইত্যত্র হেতুঃ—তস্থ বনস্থ অজিরে প্রাঙ্গণেঽবকাশ ইতি যাবৎ তানি ফলানি সর্বাণি রুধিরেণ গর্দ্দভরক্তেন রুরুধিরে রুদ্ধানীতি অপাবিত্র্যাদিতি নীতিবিদো ধর্মশাস্ত্রনীতিজ্ঞা রামকৃষ্ণাদয়ঃ। অতএবাধুনিকা অপি তদীয়ভক্তাস্তাং নীতিং তালমাত্রাভক্ষণাদনুসরন্তীতি জ্ঞেয়ম্। অতএব মূলেঽপি। অথ তালফলান্যাদন্, মনুষ্যা গতসাধ্বসা ইত্যত্র মনুষ্যাস্তত্রত্যাঃ পর্বতবাসিনঃ পুলিন্দাদ্যা হীনজাতয় এব, ন তু তে রামকৃষ্ণাদ্যা ইতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥

৮৩। তালকলানামনাস্বাদেন হেতুনা ন জাতং সৌহিত্যং তৃপ্তির্যেষাং তৈঃ। তেষাং গন্ধস্যৈব বান্ধব্যেন গ্রাহকত্বাৎ বান্ধবতয়া বন্ধুরং সুন্দরং নাসাপুটং যেষাং তৈঃ, "বন্ধুরং সুন্দরেঽপি চ" ইতি বিশ্বঃ। অনাহার্যঃ, ন কুতশ্চিদাহরণীয়ঃ, কিন্তু স্বাভাবিক এবানাগাহ্যোঽতলস্পর্শো মধুরিমা মাধুর্যসমুদ্রো যস্থ সঃ। মানভৃতাং সম্মানধারিণাং ধুরি গণনায়ামাদ্যো মূলভূতঃ। মা শোভা তয়া দ্যোতিতং ভুবনতলং যেন সঃ। অনোকহান্ বৃক্ষান্, অভিনন্দন্নিতি পত্র-পুষ্প-ফল-

---

উদ্যমপরায়ণ হলে সহসা বাহুবলে বলীয়ান হয়ে দু-ভাই ধেনুকাসুরের মতো একই প্রকারে এদের বধ করলেন।

৮২। তালে বৃক্ষতল ভরে গিয়েছে। উচু থেকে পড়ার ফলে স্ফুটিত পরিপক্ক ফলরসে মাটি হয়ে উঠেছে কাদায় কাদাময়। অতঃপর ঐ তালতল থেকে অস্ফুটিত অর্দ্ধপক্ক তাল যথেষ্ট কুড়িয়ে নিয়ে সখাগণ ওকে কৌতুকে কন্দুকখেলার বল বানিয়ে নিলেন। ঐ বনদেশে বিশ্রামকালে সেই অসুরের রুধিরে আবৃত ফল খেলেন না-কিন্তু—অপবিত্রতা হেতু। কারণ তাঁরা যে নীতিবিদ্।

৮৩। এইরূপে তাল আস্বাদন না করায় তৃপ্ত না হলেও সেই গন্ধের বান্ধবতা হেতু যাঁদের নাসাপুটের মান বেড়ে গিয়েছে সেই সহচরগণ ও বলদেবের সহিত মিলিত হয়ে স্বাভাবিক-অতলস্পর্শী মাধুর্যনিধি, মাননীয়-গণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, শোভায় ভুবনতলকে উজ্জ্বলকারী, নতলোকশোকহারী শ্রীকৃষ্ণ ধেনুগণকে একত্রিত করে শ্রীবৃন্দাবনের ওজস্বিন বৃক্ষগণের প্রত্যেককে দৃষ্টিপাতে অভিনন্দিত করতে করতে অপরাহ্ন হয়েছে দেখে ব্রজের পথে যাত্রা করলেন। নরভাব অভিনয়কারী-মহানুভব-উত্তমের শিরোমণি শ্রীকৃষ্ণ মানসগঙ্গার কূলে কূলে মুরলী বাজাতে বাজাতে অনুকূল বাতাসে চলতে থাকলে রাজপুরীর

মানেষু ধেনুখুরখুরলিকোদ্ধূত-ধূলিনিকরেষ্বনুষক্তানুষক্তাকারতয়া লগ্নেন কিয়তা গোখুরপাংশুনা চোচুম্ব্যমান-চলদলকচারূষ্ণীষং বদনবিম্বং প্রিয়জননয়নে নিদধানো দধানো মুরলীকলেন কলেন ব্রজনগরনাগরী-গরীয়োমনোমাণিক্যচৌর্য্যং তাভিরভিতোঽধিরূঢ়বলভীতলাভিরনিমিষনয়নপুটকিনী-কুসুমদলপুটকেন পেপীয্যমানবদনো ভবনমাবিবেশ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

৮৪। তদনু জননীভ্যামুৎসারিত-রজস্কমভিমার্জিত-তনূধাবনানন্তরমভ্যক্তোদ্বর্তিত-স্নপিত-পরিধাপিত-ভূষিত-ভোজিত-পায়িতৌ সুখং সুষুপতুঃ শ্রীরাম-দামোদরৌ ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা-বিস্তারে পূর্ব্বরাগপরভাগো

নামাষ্টমঃ স্তবকঃ ॥৮॥

চ্ছায়াদিভিঃ প্রীতিদায়িত্বাত্তালানেব তদ্বিপরীতোন দুর্গমত্বান্নিন্দন্নিতি ভাবঃ। অলীকোন্নীতমানুষভাব ইতি মানুষশব্দোঽয়ং রূঢ়িবৃত্ত্যা প্রাকৃতজীববিশেষবাচী। মহেনোৎসবেন ন বিদ্যতে উত্তমো যস্মাৎ সঃ। অনুকূলং কূলে কূলে। পুরোঽগ্রতঃ; পুর ইতি দ্বিতীয়াবহুবচনম্, পুরীঃ প্রতীতার্থঃ। খুরলিকা অভ্যাসঃ। অনুষক্তাদনুষঙ্গাৎ হেতোরনুষক্তোঽনুরুদ্ধ আকারো যস্য তত্তয়া হেতুনা লগ্নেন চোচুম্ব্যমানা অতিশয়েন চুম্ব্যমানাশ্চলন্তোঽলকাশ্চূর্ণকুন্তলাশ্চারূষ্ণীষঞ্চ যত্র তৎ। মুরলীকলেন কীদৃশেন? কলেন কং সুখং লাতি দদাতীতি তেন। নয়নমেব পুটকিনীকুসুমং কমলপুষ্পং তদেব দলপুটকং পত্রপুটকম্; যদ্বা, তস্যৈব দলং পত্রং নেত্রৈকদেশস্তদেব পুটকং তেন ॥ (৮৪)

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যামষ্টমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৮॥

দিকে নীয়মান ধেনুর খুরের পুনঃ পুনঃ আঘাতে উত্থিত ধূলিজালের প্রতি তাঁর আসক্তি আছে বলেই দৃঢ়ভাবে লগ্ন কতিপয় গোখুররজের দ্বারা অতিশয় চুম্বমান হল তাঁর চঞ্চল চূর্ণকুন্তল ও উষ্ণীষ। এইরূপ রমণীয় বদনবিম্ব প্রিয়জন-নয়ন সম্মুখে উঠিয়ে ধরে মুরলীর সুখদায়ী কলনাদে ব্রজনগর-নাগরীদের মনোমাণিক্য চুরি করতে করতে যখন চলছিলেন তিনি তখন চতুর্দিকে চন্দ্রশালিকা অধিরূঢ়া ভাবময়ীগণ নয়নকমলরূপ কুসুমদলপাত্রে অত্যাসক্তিতে তাঁর বদনকমলমধু পান করছিলেন। এ অবস্থায় তিনি নিজগৃহে প্রবেশ করে গেলেন।

৮৪। অতঃপর যশোদা রোহিনী দু-মায়ের হাতে শ্রীরামকৃষ্ণ দু-ভাই অঙ্গের ধূলি পরিষ্কার, পরিষ্কৃত তনুর স্নান, অনন্তর অভ্যঙ্গ-উদ্বর্তন স্নপন-বস্ত্রপরিধান-ভূষণধারণ-ভোজন-পান ইত্যাদির দ্বারা সেবিত হয়ে সুখে নিদ্রা গেলেন।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতা-বিস্তারে পূর্ব্বরাগপরভাগ

নামক অষ্টম স্তবক।

নবমঃ স্তবকঃ

…—০:×:০—…

১। অথৈকস্মিন্নহনি বিনা রামেণ বনমাগতে বনমালিনি চারয়তি চ নৈচিকীনিচয়ং কিমপি জাতমাশ্চর্য্যম্। তথাহি—অহো! অহোনাথদুহিতুরচিকিৎস্যো হৃদ্রোগ ইব, ত্রিলোকলোকসংহারশক্তিনিক্ষেপস্থলমিব কালাগ্নিরুদ্রস্য, উৎপত্তিভূমিরিব ভয়ানকরসস্য, অনিয়োজিতসাহায্যকারী সুহৃদিব মৃত্যোঃ, কোঽপি কালিয়ো নাম কাদ্রবেয়ঃ পন্নগবৈরিণো ভিয়াঽভিয়াতস্তস্যা অন্তর্হ্রদমধ্যাস্তে॥

নবমঃ স্তবকঃ

ব্রজব্যাকুলতা নাগফণে নাট্যং তদা স্তুতিঃ।
বন্ধুভির্মিলনং দাবমোচনং নবমে ক্রমাৎ॥

১। বিনা রামেণেতি—তস্মিন্নহনি মাসিক তদীয়জন্মনক্ষত্রপ্রাপ্তৌ তন্মাত্রা তস্য মঙ্গলস্নপনার্থং গৃহ এব রক্ষিতত্বাৎ। তদেব কালীয়ফণাঙ্গনসান্তনটনলক্ষণমাশ্চর্যং বর্ণয়িষ্যন্ প্রথমং দুর্দমতাভিব্যঞ্জনায় সপরিকরং তমেব কালীয়মুৎপ্রেক্ষতে—অহো ইত্যাদিনা। অহো ইত্যাশ্চর্যে, অহোনাথস্য সূর্যস্যাপি দুহিতুরিতি;—"আরোগ্যং ভাস্করাদিচ্ছেৎ" ইতি স্মৃতেঃ, সর্বরোগনিহন্তুরপি কন্যায়া যমুনায়া হৃদ্‌রোগঃ। কিঞ্চ, রোগঃ স্বাশ্রয়মেব হিনস্তি, অয়ন্তু সর্বমেবেত্যতঃ পুনরুৎপ্রেক্ষতে—ত্রিলোকস্য ত্রিভুবনস্য লোকানাং জনানাং সংহারে যা শক্তিস্তস্যা নিক্ষেপস্থানমিব, সা শক্তিরস্মিন্ কালীয়ে এব কালাগ্নিরুদ্রেণ নিক্ষিপ্তা বর্ত্তত ইত্যর্থঃ; "লোকস্তু ভুবনে জনে" ইত্যমরঃ। কিঞ্চ, সা সংহারিকা শক্তিরপি সর্বেষাং ন সর্বদা ভয়প্রদা, কিন্তু স্বসময়ে সংহরতিমাত্রম্, যতস্ততোঽপ্যধিকতীক্ষ্ণত্বেনোৎপ্রেক্ষতে—উৎপত্তীতি। ন কেবলমতিভয়প্রদ এব, কিন্তু অনিয়োজিতঃ সন্নপি সাহায্যকারী মৃত্যোরেব প্রতিদিনমেব প্রাণিনো হিনস্ত্যয়ং সর্বতোঽপি বিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পন্নগবৈরিণো গরুড়স্য ভিয়া ভয়েনাভিগতস্তস্যা অহোনাথদুহিতুর্হৃদয়মধ্যমধ্যাস্ত ইত্যাদি বর্তমানপ্রয়োগোঽত্র কবেরন্তরনুভবসাক্ষাৎকারাবেশেনৈবেতি জ্ঞেয়ম্॥

নবম স্তবক

কালিয়দমন লীলা ঃ

কালিয়বিষে বিষাক্ত যমুনা ঃ

১। অতঃপর কোনও একদিন রাম বিনা বনমালি বনে এসে ধেনুসমূহ চরাতে থাকলে কোনও এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। তা এইরূপ—

অহো সূর্যকন্যা যমুনার অচিকিৎস্য হৃদ্রোগের মতো, কালাগ্নি রুদ্রের ত্রিলোক-লোকসংহারশক্তিনিক্ষেপপাত্রের মতো, ভয়ানকরসের উৎপত্তিভূমির মতো, মৃত্যুর অনিয়োজিত সাহায্যকারী বন্ধুর মতো কোনও এক কালিয় নামক কদ্রুপুত্র সর্প শত্রুভয়ে সূর্যকন্যা যমুনার অন্তরস্থ হ্রদের ভিতরে গিয়ে বাস করতে লাগল।

২। যস্য সলিলান্তরিতস্যাপি বিষস্যোষ্মণা তপ্যমানং বিহায়ো বিহায়োড্ডীয়ন্তে বিহগাঃ, যদুপরি পরিতশ্চ নিজতনুভস্মীভাবভয়েন গন্ধবাহোঽপি ন বহতি, নবহতিকরং যমস্বসা যমস্বসাধারণং জঠর-পিঠরপিধায়কং পিত্তগুল্মমিব মহাদাহাবহং বহন্তী যদীয়নিঃশ্বসন-শ্বসন-মহাবেগবেগবত্তরতরঙ্গাগ্রজাগ্রৎ-সম্পাকসম্পাককুসুমসংকাশবিষবিষমজ্বালাজালেন লবণমহোর্মিমালিনো মহোর্মিমালাশালিনিশাকালীন-লবণকান্তিবিশেষচাকচক্যশক্যোপমং পিত্তমিব সন্ততং বমতি ॥

৩। স চ মহাহ্রদো জলপটলমপিধায় সমুদ্ধূতাভির্যদীয়নিশ্বাসধূমধোরণিভিরন্তরনুমীয়মান-বিষ-বহ্নিমত্তয়া 'জলহ্রদো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' ইত্যসদনুমানমপি সদনুমানতয়া প্রমাণয়তি। যস্য বিষজ্বালয়া-ঽঽলয়ায় নেশতে শতেনাঽনূজ্বরাণাং জ্বরাণাং যাদাংসি বিনা তদীয়োদারদারতনয়াদি ॥

২। তপ্যমানং দহ্যমানং বিহায় আকাশং বিহায় বামতো দক্ষিণতো বা ত্যক্ত্বা "বিয়দ্বিষ্ণুপদং বা তু পুংস্যাকাশ-বিহায়সী" ইত্যমরঃ। গন্ধবাহঃ পবনো ন বহতীতি উর্দ্ধমুত্থিতো যো বিষোষ্মবেগস্তেন প্রাপ্তাঘাতত্বাদ্বহনাশক্তিরেব তথোৎপ্রেক্ষিতা। যমস্যাপি স্বসা ভগিনী স্বয়ং যমুনা। যং নবহতিকরং নিত্যনবীনপীড়াকরম্' অস্বসাধারণং ন বিদ্যতে স্বস্য সাধারণঃ সমানো যস্য তথাভূতং কালীয়ং জঠরমেব পীঠরঃ পাত্রভেদস্তস্য পিধায়কং তদবকাশাচ্ছাদকং পিত্তগুল্মমিব বহন্তী সতী যদীয়ানি নিশ্বসনানি নিশ্বাসা এব শ্বসনাঃ পবনাস্তেষাং মহতা বেগেন বেগবত্তরেষু তরঙ্গাগ্রেষু জাগ্রৎ প্রকটদ্যুতিযুক্তম্, সম্যক্ পাকঃ পরিপাকো যস্য তথাভূতস্য সম্পাককুসুমস্য 'শোণালু' ইতি খ্যাতপুষ্পস্য সঙ্কাশং সদৃশং যদ্বিষং তস্য বিষমেণ জ্বালাজালেনার্চিষাং সমূহেন লবণমহোর্মিমালিনো লবণসমুদ্রস্য উর্মিমালাং তরঙ্গশ্রেণীং শলিতুং প্রাপ্তুং শীলং যস্য তথাভূতস্য নিশাকালীনস্য লবণকান্তিবিশেষস্য যচ্চাকচিক্যং তেন শক্যা উপমা যস্য তথাভূতং পিত্তমিব সন্ততং সদা বমতি। "আরগ্বধে রাজবৃক্ষসম্পাকচতুরঙ্গুলাঃ" ইত্যমরঃ; "শলহুলপত৯ গতৌ" ॥

৩। অপিধায় আচ্ছাদ্য, সম্যগুদ্ধূতাভিরূর্ধ্বং চলিতাভির্ধূমধোরণিভির্ধূমশ্রেণীভির্হেতুভিঃ। অসদনুমানমিতি—বহ্ন্যনুমানে সর্বত্র জলহ্রদস্য বিপক্ষত্বেনৈব প্রসিদ্ধেঃ। সদনুমানতয়েতি—জলহ্রদস্য পক্ষত্বমেব তাবদবাধিতং পরতস্য বা পক্ষত্বে জলহ্রদস্য বিপক্ষতা বা কথং ঘটতামুভয়োরেব সাধ্যবত্ত্বাৎ। ততশ্চ সর্বত্র বহ্ন্যনুমানবাক্যে গঙ্গাপ্রবাহস্যৈব বিপক্ষত্বং কল্প্যমিতি ভাবঃ। যস্য কালীয়স্য বিষজ্বালয়া জ্বরাণাং শতেন হেতুনা আলয়ায় নিবসায় নেশতে, ন শক্নুবন্তি।

২-৩। যার সলিলান্তরিত বিষের জ্বালায় তাপিত আকাশ ছেড়ে পাখীরা উড়তো না, যার উপর দিয়ে ও কাছাকাছি দিয়েও নিজ তনু পুড়ে যাওয়ার ভয়ে বায়ু বইত না, স্বয়ং যমভগিনী যমুনা নিত্যনবপীড়াদায়ক অসাধারণ কালিয়কে জঠরপাত্রের মুখাবরক মহাদাহকারক পিত্তগুল্মের মতো ধারণ করাতে ওর নিশ্বাসবায়ুর মহাবেগে উচ্ছলিত তরঙ্গাগ্রে উজ্জ্বল দ্যুতিবিশিষ্ট সম্যক্-পরিপাকদশাপ্রাপ্ত শোনালু পুষ্পসদৃশ বিষের বিষমজ্বালায় লবণসমুদ্রের নিশাকালীন তরঙ্গশ্রেণীর লবণকান্তিবিশেষের চাকচিক্যের সহিত উপমাযোগ্য পিত্ত যে সতত যেন বমন করছে সেই মহাহ্রদ তার জলরাশিকে আচ্ছাদন করে উর্দ্ধে যে নিশ্বাসধূমজাল উঠছে তার থেকেই প্রমান করে দিচ্ছে যে এই হ্রদের অন্তর বিষবহ্নিমান। 'ধূম থেকে হ্রদজলে বহ্নির অনুমান' অসদনুমান হলেও একে সদনুমান বলে প্রমাণ করে দিচ্ছে এই মহাহ্রদ। কালিয়ের কুটিল বেগবান্ বিষজ্বালাজ্বরের

৪। তন্নিবাসভূতভূতদ্রোহসত্রমহানলকুণ্ডকল্পকল্পকালপুরুষনাভিহ্রদদেশীয়-হ্রদদেশীয়-সীম্নি যদৈব দৈববশতো গতা উদন্যাযোগাদন্যাযোগান্যম্ভাংসি গাবো গোপাশ্চ পিবন্তি স্ম, তদৈব শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতোঽচ্ছাতোদয়া অপ্যপ্রাকৃতদেহতয়াঽহতয়াপি গততদ্যাথাতথ্যেন সর্বে বিপদ্যন্তে স্মৈব ॥

৫। তদনু দনুজদমনো মনোব্যথামাসাদ্য সহসামৃতরসনিঃস্যন্দিনা নয়নকমলকোণেন জীবয়ামাসেব। জীবিতাঃ সন্তস্ততো বিস্মিতাঃ স্মিতামৃতমুচঃ পরস্পরপরমপ্রণয়তয়াঽঽয়তয়া পরস্পরমালিঙ্গন্তোঽগন্তোষময়মিব বিন্দন্তো মিথঃ সমূচিরে ॥

৬। 'অচিরেণ জীবিতা বয়মমুনাঽতো যমুনাতোয়পানতো মৃতাঃ পূর্বং যথাঽনঘানঘাসুরজঠরবর্ত্তি-

---

জরাণাং কীদৃশানাম্? অনৃজুঃ কুটিলোঽরো বেগো যেষাং তেষাম্; "যাদাংসি জলজন্তবঃ" ইত্যমরঃ ॥

৪। তন্নিবাসভূতং ভূতদ্রোহসত্ররূপং যন্মহানলকুণ্ডং তৎকল্পস্তত্তুল্যো যঃ কল্পকালপুরুষস্য প্রলয়কালসম্বন্ধিপুরুষস্য নাভিহ্রদস্তদ্দেশীয়স্তৎসদৃশো যো হ্রদস্তদ্দেশীয়সীম্নি তদ্দেশসম্বন্ধিসীমায়াম্; (পা০ ৫।৩।৬৭) "ঈষদসমাপ্তৌ কল্পব্দেশ্যদেশীয়রঃ" ইতি কল্পব্দেশীয়রৌ তদ্ধিতপ্রত্যয়ৌ। দ্বিতীয়ঃ কল্পঃ প্রলয়বাচী; "সংবর্তঃ প্রলয় কল্পঃ" ইত্যভিধানাৎ। দ্বিতীয়ো দেশীয় ইতি দেশসম্বন্ধিবাচী; শৈষিক 'ছ' প্রত্যয়ান্তত্বাৎ। উদন্যা পিপাসা তদযোগাৎ; "উদন্যা তু পিপাসা স্যাৎ" ইত্যমরঃ; অম্ভাংসি কীদৃশানি? অন্যাযোগানি অন্যস্য কালিয়নাগভিন্নস্য নাস্তি যোগো যত্র তানি। অচ্ছাতো ন ছিন্ন উদয়ো যেষাং তথাভূতা অপি; 'ছো ছেদনে' ইত্যস্য নিষ্ঠায়াং রূপম্। তত্র হেতুভূতয়া অপ্রাকৃতদেহতয়া চিদানন্দময়মূর্তিতয়া, অত এবাহতয়াপি অপাস্তয়াপি। শ্রীকৃষ্ণেচ্ছাতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যেচ্ছাশক্ত্যা তেন লীলাবেশাদনিযুক্তয়াপি তেষাং শ্রীকৃষ্ণবিষয়প্রেমবর্ধনার্থং বিস্ময়রসার্থং চ স্বয়মেবোদ্যততয়া হেতুনা গতমন্তর্হিতং তস্যা অপ্রাকৃতদেহতায়া যাথাতথ্যং যথোচিতস্বভাবত্বং তেন বিপদ্যন্তে স্ম, ইবেত্যবাস্তব-ব্যঞ্জকম্ ॥

৫। সহসা অকস্মাদেবামৃতরসক্ষরণশীলেনেবেতি পূর্ববৎ। আয়তয়া বিস্তৃতয়া অগং পর্বতং তোষময়ং সুখময়ং বিন্দন্তো লভমানা মিথঃ পরস্পরমূচিরে উক্তাঃ, কর্মভূতাঃ প্রথমান্তাঃ ॥

শতপ্রকার উপসর্গের দরুন তদীয় উদার স্ত্রীপুত্র বিনা অন্য কোনও জলজন্তু তথায় বাস করতে পারত না।

গো-গোপগণের বিষজল পান ও উদ্ধার ঃ

৪। ভূতদ্রোহছত্রস্বরূপ, মহানলকুণ্ডসদৃশ, কল্পকালপুরুষের নাভিহ্রদের তুল্য ঐ কালিয়ের বাসস্থান হ্রদের সীমানায় দৈববশতঃ ধেনু চরাতে চরাতে আগত গোপবালকগণ এবং গোসমূহ পিপাসার্ত হয়ে যখনই কালিয় বিনা অন্যের সংযোগহীন সেই জল পান করে নিল তখনই তাঁরা সকলে অন্তহীন উদয়বান্ এবং অপ্রাকৃতদেহধারী হেতু অমর হয়েও যেন বিগতপ্রাণ হয়ে পড়ে গেল—শ্রীকৃষ্ণেচ্ছায় তাঁদের যথোচিত স্বভাব অন্তর্হিত হওয়ার দরুন।

৫। অতঃপর এতে দনুজদমন মনে ব্যথা পেয়ে সহসা অমৃতরসনিস্যন্দী নয়নকমলকোণের দৃষ্টিপাতে তাঁদের জিয়েয়ে তুললেন। বেঁচে উঠে বসেই বিস্মিত মন্দহাস্যযুক্ত তাঁরা পরস্পর আলিঙ্গন করতে করতে যেন পর্বতপ্রমাণ সুখে ভাসতে ভাসতে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন—

৬। 'আরে ভাই সব, আমরা সকলে তো যমুনাজল পানহেতু মরেই গিয়েছিলাম, সখা

নোঽস্মান্ জীবয়ামাস, তদয়ং মৃতসঞ্জীবনঃ কোঽপি পদার্থঃ' ইতি সস্পৃহং শ্রীকৃষ্ণমালোকয়ামাসুঃ সখায়ঃ ॥

৭। শ্রীকৃষ্ণোঽপি স্বনাম্না মিত্রভূতায়াঃ কৃষ্ণায়া হৃচ্ছোধনার্থমিব তস্য কাদ্রবেয়স্য দ্রবে যস্যন্ আকাশমুখচুম্বনার্থলম্বমানলালসয়েব তুঙ্গিমানমানয়ন্তমবিকলদলকদম্বং কদম্বং সমারুহ্য কুটিলমলকনিকরং সমূহ্যাঽসমূহ্যাতুলমহিমাঽলমহিমানভঙ্গায় দৃঢ়তরনিবদ্ধপরিকরঃ করকমলতলেনোল্লাস্য পুনরপুনরবস্রংসমুষ্ণীষপট্টমাবধ্য, মাবধ্যমানমাধুর্য্যো ধুর্য্যোঽখিলসৌভগধুরন্ধরাণাং, ধুরং ধরাণাং স্থৈম্ন আবহন্, প্রথমকৈশোর-সুভগবয়স্তয়াঽঽয়স্তয়া মৃদুভাবপুষি বপুষি পরিচ্ছিন্নে পরিচ্ছিন্নেতরগরিমাঽনগরি-মানমর্দনমাধাতুকামো হর্ষোৎকর্ষোৎকমনা মনাগনুচরনিকরমালোক্য 'মা ভেতব্যমাভেতব্যয়মিহৈব ধেনুসম্বালনয়া স্থাতব্যম্' ইতি হসিতসিতদশনরুচিরুচিরাধরমাভাষ্য মাভাষ্যমাণপ্রভাবো ভাবোন্নতগৌরধীরতিবিষমবিষমহানলপচ্যমানকীলালং কীলালজ্ঝিত-খচর-ভূচর-ভূতনিকরং তং মহাহ্রদমতিগভীরমভীরমলপরাক্রমপরা-

৬। অনঘানঘরহিতান্, তথাপ্যঘাসুরজঠরান্তর্বর্তিনঃ॥

৭। শ্রীকৃষ্ণোঽপি কৃষ্ণায়া যমুনায়া অন্তসি নিপপাতেত্যন্বয়ঃ। কিং কর্ত্তুম্? কাদ্রবেয়স্য কালিয়স্য দ্রবে বিদ্রবনিমিত্তং দূরীকরণে ইত্যর্থঃ। যস্যন্ যত্নং কুর্বন্; 'যসু প্রযত্নে' দিবাদিঃ। কথম্? কদম্বং সমারুহ্য। কীদৃশম্? আকাশস্য মুখচুম্বনার্থমিব, অগ্রদেশস্য স্পর্শার্থমিব লম্বমানা অতিদীর্ঘা যা লালসা তয়েব, তুঙ্গিমানং তুঙ্গত্বমানয়ন্তম্, আ সম্যক্ প্রাপ্নুবন্তম্; অবিকলং তাদৃশবিষজ্বালয়াপ্যম্লানং দলকদম্বং যস্য তম্, ভাবি-ভগবচ্চরণস্পর্শসৌভাগ্যপ্রভাবাৎ। অমৃতমাহরতা গরুত্মতাক্রান্তত্বাদ্বা (ভা০ ১০।১৬।৬—ভা০ দী০) "স এব একস্তত্তীরেঽপি ন শুষ্কঃ" ইতি শ্রীধরস্বামিচরণাঃ। সমূহ্য সংবহ্য, একীকৃত্য বদ্ধেত্যর্থঃ। ন সম্যগূহ্যস্তর্কগম্যোঽতুলো মহিমা যস্য সঃ। অলমতিশয়েন, অহেঃ কালিয়স্য মানভঙ্গায় গর্বনাশায় ন পুনরবস্রংসঃ স্খলনং যস্মাত্তথা স্যাদেবং নিবধ্য। তত্র সনেত্রচমৎকারমাহ—মা শোভা তয়া বধ্যমানং সর্বতঃ সমাহৃত্য নিরুধ্যমানং মাধুর্যং যত্র সঃ। তথাভূতস্য তস্য তাদৃশব্যবসায়েন ব্যাকুলীকৃতং স্বমনঃ স্বয়মেবাশ্বাসয়ন্নাহ—

আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই জিয়িয়ে তুলল—যেরূপে না-কি অঘাসুর জঠরবর্তিনী নিষ্পাপ আমাদের এ জিয়িয়েছিল। অতএব এ কোনও মৃতসঞ্জীবন পদার্থ হবে।' এ-বলে সখাগণ কৃষ্ণকে সতৃষ্ণনয়নে দেখতে লাগলেন।

কৃষ্ণের বিষহ্রদে ঝম্পদান ও দাপাদাপি :

৭। শ্রীকৃষ্ণ একই নাম হেতু সখ্যতায় বদ্ধ কৃষ্ণার চিত্তশোধনের জন্যই যেন সেই কালিয়কে দূরীকরণার্থে যত্নশীল হয়ে উঠে দাঁড়ালেন—আকাশমুখ-চুম্বনার্থ অতি দীর্ঘ লালসায় অতি উচ্চতাপ্রাপ্ত, অম্লানপত্রে সুশোভিত কদম্ব বৃক্ষে। তর্কের অগম্য অতুল মহিম সেই শ্রীকৃষ্ণ কালিয়ের গর্ব চূর্ণবিচূর্ণ করে দেওয়ার ইচ্ছায় মুষ্টিবদ্ধ করে কুটিল কুন্তল বেঁধে নিলেন, অতি দৃঢ় করে বস্ত্রাদি পড়ে নিলেন, মাথায় পাগড়ি করকমলতলের দ্বারা উঠিয়ে যাতে পড়ে না যায় সেভাবে পুনরায় বসিয়ে বেঁধে নিলেন। অতঃপর সেই শোভাদ্বারা বন্দিকৃত মাধুর্যে মোহন, অখিল পরাক্রমশালিদের মধ্যে অতি মুখ্য, গৌরবের সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত, হর্ষে উচ্ছল, উৎকণ্ঠিতমনা শ্রীকৃষ্ণ প্রথমকৈশোর-সুখদবয়সহেতু আয়াসবান্-মধ্যমাকার-সুকুমার নরবপুতেই পর্বতপ্রমাণ স্থৈর্যভাব ধারণ করিয়ে অনুচরদের দিকে একটু তাকিয়ে

ঽঽক্রমণকুশলতয়া কুশলতয়া সুরুচি-রুচিরপল্বলশকলমিব মন্যমানোঽন্যমানোৎকর্ষহারী দূরতরমুড্ডীয় ঝষং জিঘৃক্ষন্নতিতরস্বী মৎস্যরঙ্ক ইব তরসা রসাদন্তসি নিপপাত। ততশ্চ,

নিষ্পাতাবেগবিগ্ন-দ্বিগুণিতলহরীজালমূর্দ্ধোর্ধ্ববৃদ্ধি-
প্রস্ফারস্ফেম ফেনস্ফুরদুরুগরলস্ফীতবিস্ফায়িতাম্ভঃ।
আমূলস্থূলকূলঙ্কষতরল-সমুত্তুঙ্গভঙ্গপ্রসঙ্গ-
ত্রাসাদ্দূরেঽপসর্পৎ-পশু-পশুপশিশু ক্ষুব্ধতাঽঽসীদ্হ্রদস্য॥

অখিলসৌভগধুরন্ধরাণাং ধুর্যঃ। সৌভগমত্র মহাপরাক্রমঃ, সুকীর্তির্বা ; "ভগং শ্রীকামমাহাত্ম্য-বীর্যযত্নার্ককীর্ত্তিষু" ইত্যভিধানাৎ ; ততশ্চ পরাক্রমভারবতাং মহাকীর্ত্তিমতাং বা মধ্যে ধুর্যোঽতিমুখ্য ইত্যর্থঃ। তাদৃশকালিয়মর্দনমপ্যস্য ঈষৎকরমেব, কা চিন্তেতি ভাবঃ। সবিস্ময়সীৎকারমাহ—প্রথমকৈশোরমেব সুভগং বয়ো যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া পরিচ্ছিন্নে বপুষি ধরাণাং পর্বতানাং স্থেম্নঃ স্থৈর্যস্য ধুরং ভারমাবহন্ সম্যগ্ ধারয়ন্। তাদৃশবয়স্তয়া কীদৃশ্যা? আয়স্তয়া আয়াসবত্যা প্রথমকৈশোরে হি বিবিধকৌতুকময়চেষ্টিতোদ্গমঃ স্বভাবাদেব ভবতীত্যর্থঃ। 'যসু প্রযত্নে' কর্ত্তৃনিষ্ঠান্তঃ। বপুষি কীদৃশে? মৃদুভাবং সৌকুমার্যং পুষ্ণাতীতি তস্মিন্ ; "কোমলং মৃদুলং মৃদু" ইত্যমরঃ। অতএব পরি সর্বতোভাবেন ছিন্ন ইতরেষাং গরিমা গৌরবং যেন সঃ। ন অঞ্চতি গচ্ছতীত্যনক্, অরিঃ শত্রুঃ কালিয়স্তস্য মানমর্দনং গর্বচূর্ণনম্। মা ভেতব্যম্। কিঞ্চ, আভায়াঃ প্রভায়া ইতো গতো ব্যয়ো যত্র তথাভূতং যথা স্যাদেবং স্থাতব্যম্, যত্র স্থিতিক্রিয়ায়াং প্রভাক্ষয়ো নাস্তীত্যর্থঃ। মৎকৃতে শোকো ন কার্য ইতি ভাবঃ। হসিতেতি স্বক্লেশলেশমাত্রাভাবজ্ঞাপনার্থম্। মাভাষ্যমাণো ন বাগ্গোচরঃ প্রভাবো যস্য সঃ, অকথ্যপ্রভাব ইত্যর্থঃ। ভাবেন শৌর্যেণোন্নতা ধীরা নিষ্কম্পা ধীর্যস্য সঃ ; অতএব তং মহাহ্রদমতিগম্ভীরমপি অভীর্ভয়রহিতঃ, অমলেন পরাক্রমেণ পরস্য শত্রোর্যদাক্রমণং তত্র কুশলতয়া দক্ষতয়া। কুশং জলং তৎসম্বন্ধিন্যা লতয়া শৈবালেন সুরুচিরং চিরপল্বলশকলং চিরকালীনক্ষুদ্রসরঃখণ্ডমিব মন্যমানঃ ; "কুশমপ্সু চ" ইত্যমরঃ। অত্র কুশলতাত্বেন কালীয় উৎপ্রেক্ষিতঃ। অন্যস্য মানোৎকর্ষৌ হরতীতি সঃ। মহাহ্রদং কীদৃশমপি? অতিবিষমং বিষমেব মহানলস্তেন পচ্যমানং কীলালং জলং যত্র তম্। কীলাভির্জ্বালাভির্বিলঙ্ঘিতো মারণার্থং স্বজলে বেগেন পাতিতঃ খচরাণাং পক্ষিণাং ভূচরাণাং তটে মৃগাদীনাঞ্চ ভূতানাং প্রাণিনাং নিকরো যেন তম্ ; "বহ্নের্দ্বয়োর্জ্বালকীলৌ" ইত্যমরঃ। অতিতরস্বী বেগবত্তরঃ। মৎস্যরঙ্কঃ 'মাছরাঙ্গা' ইতি খ্যাতঃ পক্ষিবিশেষঃ। দৃষ্টান্তোঽয়ং

দেখে নিয়ে বললেন—'ভয় কর না, মঙ্গলপ্রভায় অমঙ্গল চলে গিয়েছে, ধেনু সন্তালনের জন্য এখানেই অপেক্ষা কর।' এ-বলে হাসিতে উচ্ছল শুভ্র দশনকান্তিতে উজ্জ্বল অধরবিশিষ্ট, অকথ্য প্রভাবশালী, শৌর্যে উন্নত, বুদ্ধিতে ধীর, অন্যের অভিমানদর্পহারী শ্রীকৃষ্ণ শত্রুর পরাক্রম-আক্রমণকালে দক্ষতা থাকায় দ্রুতবেগে উৎসাহে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন—বিষম বিষমহানলে পচ্যমান জলপূর্ণ জ্বালায় খচর-ভূচর-ভূতগণকে স্বজলে পাতনকারী মহাহ্রদকে শৈবালে মনোহর ক্ষুদ্র জলাশয়ের মতো মনে করে, দূর থেকে উড়ে এসে মাছ ধরবার জন্য দ্রুতবেগে ঝপ্ করে জলে পতনশীল মাছরাঙ্গা পাখীর মতো।

এতে হ্রদের বুকে মহা আলোড়নের সৃজন হলো—সেই ঝম্পের বেগে তরঙ্গমালা কুটি কুটি হয়ে ভেঙ্গে গিয়ে দ্বিগুণিত হয়ে পড়ল, ক্রমে ক্রমে ঐ আলোড়ন বেড়ে গিয়ে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল, ফেন তথা তৎকালে উদ্গিরিত বিষম গরলের দ্বারা ক্রমে ক্রমে হ্রদের জল ফেঁপে ফুলে উঠল—আমূলস্থূল-

৮। কিঞ্চ, পাতালোদরদরণেচ্ছয়েব মজ্জন্‌, মজ্জানং স্ফুটমিব কম্পয়ন্নহীনাম্‌।
আন্দোলং ব্যতনুত বাহুমণ্ডলাভ্যাং, প্রেঙ্খোলদ্‌গরলশিখাভৃতো হ্রদস্য ॥

৯। ততশ্চ, কুতোঽকস্মাদস্মাদৃগপরিচিতোঽয়ং হ্রদপয়ঃ-
সমান্দোলো দোলোল্লহরিভরভীমঃ সমজনি।
ইতি স্ফায়ত্তর্কস্ময়রসভৃতা তেন ফণিনা
ফণীন্দ্রাণাং তেজোহর ইব মণীন্দ্রঃ স দদৃশে ॥

১০। তমালোচ্য তমালোচ্যমান-সাদৃশ্যং দৃশ্যং নিরাতঙ্কং তং কঞ্চন পরমমনোহরং হরন্তমিব দর্পং কন্দর্পং কংসয়ন্তমিব মাধুর্য্যেণ মাধুর্য্যেণ সপ্রকোপরুষা পরুষায়িতমনাঃ প্রৌঢ়াভোগেন ভোগেন স কালীয়ঃ

নির্ভয়তয়া গ্রহণমাত্রাংশ এব জ্ঞেয়ঃ ; রসাদত্যুৎসাহবশাদিত্যর্থঃ ততো হ্রদস্য ক্ষুব্ধতা ক্ষোভ আসীদ্‌বভূব। কীদৃশং যথা স্যাৎ ? নিস্পাতস্যাবেগেন সম্যগ্‌বেগেন বিগ্নং বিকলীকৃতং দ্বিগুণিতং চ লহরীজালং তরঙ্গসমূহো যস্মাত্তৎ। তথা উর্ধ্বোর্ধ্বমুপর্য্যুপরি বৃদ্ধেঃ প্রস্ফারো বিস্তারস্তস্য ক্ষেমা বহুত্বং যত্র তৎ। উপর্য্যুপরি ক্রমেণ ক্ষোভস্য বৃদ্ধিরপি বহু-বিস্তৃতাসীদিত্যর্থঃ। ফেনৈস্তথা তদানীন্তনৈঃ স্ফুরদ্ভিরুরুগরলৈশ্চ ক্রমেণ স্ফীতানি বৃদ্ধানি বিস্ফায়িতানি বিবর্ধিতানি চাম্ভাংসি যস্মাৎ তত্তথা। আমূলং মূলমভিব্যাপ্য স্থূলানাং কূলঙ্কষাণাং কূলকর্ত্তনকারিণাং তরলানাং চপলানাং সমুত্তুঙ্গা-নামত্যুচ্চানাং ভঙ্গানাং তরঙ্গানাং প্রসঙ্গাৎ প্রসক্তেস্ত্রাসাৎ। দূরে তটাদপি দূরেঽপসর্পন্তঃ পশবো গবাদ্যাঃ পশুপশিশবঃ কৃষ্ণসখায়শ্চ যতস্তৎ, সর্বমেতৎ ক্ষোভক্রিয়াবিশেষণম্‌। তেষাং তত্তচ্ছন্দেনোক্তিঃ স্বভাবভীরুত্বব্যঞ্জিকা ॥

৮। দরণং দলনম্‌, রলয়োরৈক্যাৎ। প্রেঙ্খোলন্তীং চলন্তীং গরলশিখাং বিভর্ত্তীতি তস্য ॥

৯। স্ফায়ন্‌ বৃদ্ধিং গচ্ছন্‌ তর্কো যত্র তথাভূতং স্ময়রসং বিস্ময়রসং বিভর্ত্তীতি তেন কালিয়েন ফণিনা স শ্রীকৃষ্ণো মণীন্দ্র ইন্দ্রনীলাখ্যঃ, তত্রাপ্যদ্ভুতত্বং ফণীন্দ্রাণাং শেষাং তেজোহর ইবেতি। যদ্বা, জাত্যৈব ফণীন্দ্রতেজোহরণশীলঃ কশ্চিন্মণীন্দ্র ইতি ॥

১০। তং শ্রীকৃষ্ণমালোচ্য স কালিয়ো ভোগেন স্বশরীরেণ সমবেষ্টয়দিত্যন্বয়ঃ। তং কীদৃশম্‌ ? তমালেন সহোচ্য-

---

তটভঙ্গকারী-চঞ্চল-অতিউচ্চ-বিশাল তরঙ্গ দেখে ভয়ের সঞ্চারে রাখালগণ ও গোসমূহ সরে গেল।

৮। আরও, শ্রীকৃষ্ণ পাতালের তলদেশ দলনেচ্ছাতেই যেন ডুব দিতে দিতে, স্পষ্টই যেন কালিয়ের মজ্জাতে কম্পন ধরিয়ে দিতে দিতে চঞ্চল গরলশিখাযুক্ত হ্রদের জল আলোড়িত করতে লাগলেন বাহুযুগলের দাপাদাপিতে।

৯। অতঃপর, 'অহো কোত্থেকে অস্মাদৃশ জনের অপরিচিত কে-এ চঞ্চল তরঙ্গোপরি ভয়ঙ্কর মূর্তি অকস্মাৎ হ্রদের জল আলোড়িত করে তুলছে!' এরূপ উচ্ছলিত তর্কজড়িত বিস্ময়রসে আকুল সেই ফণি শ্রীকৃষ্ণকে দেখল—ফণীন্দ্রের তেজোহর মণীন্দ্রের মতো।

কালিয়-বেষ্টনে কৃষ্ণ :

১০। তমালবৃক্ষের সহিত বর্ণনযোগ্য সাদৃশ্যবিশিষ্ট, নয়নমঙ্গলদায়ক, নিরাতঙ্ক, পরমমনোহর, দর্পসংহারক, শোভার ঝলকে উজ্জ্বলীকৃত মাধুর্যে কন্দর্পধিক্কারী, চিরপ্রসিদ্ধ, কোনও অনির্বচনীয় পীত

কালীয়কস্মুরভিশরীরং সমবেষ্টয়ৎ। ভগবানপি ন পিহিতৈশ্বর্য্যঃ প্রগল্‌ভে ॥

১১। তমথ মথনমঘস্য প্রাংশুপ্রাংশুভরেণ তেনৈব কৈশোরোৎসবপুষা বপুষা স্তোকমপি কমপি মহাযামমিব মন্যমানো মানোদ্ধতঃ স ভোগী ভোগকাণ্ডেন প্রকাণ্ডেন প্রবেষ্টয়ন্নপর্য্যাপ্তমম্বভূৎ ॥

১২। এবমিচ্ছয়াঽচ্ছয়াঽঽপন্নপন্নগবন্ধলীলো ভদ্রশ্রীতরুরিবাঽসাবক্ষোভো বক্ষোভোম্মিশ্রয়িতব্যনব্য কৌস্তুভস্য ভগবান্ তাবদেব ব্যলম্বিষ্ট, যাবৎ কর্ত্তব্যফণিবরফণামণ্ডলতাণ্ডবালোকো লোকোত্তরচমৎকারী ভবতি অন্যকামখিলানামখিলানামেব ব্রজবাসিনামিতি অনন্যদেবতেষামন্যদেব তেষামথ প্রেম বর্দ্ধয়িতুং বর্দ্ধয়িতুং চ ধৈর্য্যং ত্বরাগমনায় রাগমনায়ত্তং চ বিলোকয়িতুমাতঙ্কপিশুনামাঽঽশু নামারিষ্টকল্পনাং ব্রজে কারয়ামাস ॥

মানং বর্ণামানং সাদৃশ্যং যস্য তম্। দৃশ্যং দৃগ্‌ভ্যাং হিতং বস্তুশক্তিস্বাভাবোনাপি সমস্তদুরিতনাশাম, নিরাতঙ্কং নিঃশঙ্কং তং বহুকালতোঽপি প্রসিদ্ধং কঞ্চনানির্বচনীয়ং দর্পং হরন্তং সংহরন্তমিব। কন্দর্পং কামদেবমপি মাধুর্যেণ কংসয়ন্তং ধিক্‌কুর্বন্তম্; "কসি হিংসায়াং" চুরাদিঃ। মাধুর্যেণ কীদৃশেন? মা শোভা তস্যা ধুর্যেণ। অত্র তমালেতি দৃশ্যমিতি পরমেতি কন্দর্পেতি চ বিশেষণচতুষ্টয়েন তাদৃশমাধুর্যশালিনমপি নৃশংসঃ কালীয়ো হিংসার্থং তথাকরোদিতি। তথা নিরাতঙ্কমিতি দর্পং হরন্তমিতি বিশেষণাভ্যাং তাদৃশপ্রভাবশালিত্বেনানুভূয়মানমপি তং তথাঽকরোৎ স মহামূর্খ ইতি বিরোধো দ্যোতিতঃ। তত্র সমাধত্তে—সপ্রকোপেতি। প্রকোপো বৃদ্ধিঃ, যথা পিত্তপ্রকোপো জ্বরপ্রকোপ ইতি। সপ্রকোপয়া বর্ধমানয়া রুষা পরুষায়িতমনাঃ কটূকৃতচিত্তঃ। প্রৌঢ় আভোগঃ পরিপূর্ণতা যস্য তেন; "আভোগঃ পরিপূর্ণতা" ইত্যমরঃ। কালীয়ো দীর্ঘমধ্যোঽপি। কালীয়কং 'কলম্বক' ইতি খ্যাতং সুগন্ধিকাষ্ঠম্। প্রজগল্‌ভে প্রাগল্‌ভ্যমকরোৎ ॥

১১। তং ভগবন্তম্, প্রাংশুরুন্নতঃ, প্রকৃষ্টোঽংশুভরো যত্র তেন; "উচ্চপ্রাংশূন্নতোদগ্রাঃ" ইত্যমরঃ। মহাযামং বিস্তারম্, মানোদ্ধতো গর্বোদ্ধতঃ, যতো ভোগী ফণী, বিষয়ভোগবাংশ্চ ॥

১২। অচ্ছয়া নির্মলয়া, নাত্র কুযুক্তিঃ কল্পনীয়েতি ভাবঃ। প্রাপ্তসর্পবন্ধলীলঃ। ভদ্রশ্রীতরুশ্চন্দনবৃক্ষঃ; অক্ষোভঃ ক্ষোভরহিতঃ; অত্র কালিয়দমনলীলায়াং প্রয়োজনান্তরমপি নিগূঢ়মস্তীত্যাহ—বক্ষসো ভা কান্তিস্তয়োৎকর্ষেণ মিশ্রয়িতব্যো

চন্দনে সুরভিত সেই শ্রীকৃষ্ণকে দেখে জ্বরপ্রকোপের মতো বর্দ্ধমান ক্রোধে ঝাঁঝালো সেই কালিয় তার বিশাল শরীর দ্বারা জড়িয়ে ধরল।

১১। অতঃপর গর্বোদ্ধত সেই ভোগী কালিয় তার সেই অতিপ্রখর তেজশালী কৈশোর-আনন্দোচ্ছল শরীরের অনুপাতে আকারে ছোট্ট হলেও সেই অঘমথন ভগবানকে তৎকালে কোনও অনির্বচনীয় মহাবিস্তারপ্রাপ্ত বস্তুর মতো মনে করতে লাগল—তার বিশাল শরীরের দ্বারা তাঁকে পরিবেষ্টন করে সে যেন নিঃশেষিত হয়ে গেল।

১২। এইরূপে নিজের নির্মল ইচ্ছায় সর্পবন্ধনলীলায় লীলায়িত, চন্দন তরুর মতো সহিষ্ণু, বক্ষোকান্তির সহিত নবকৌস্তুভের একান্ত মিশ্রণাভিলাষী ভগবান্ ফণিবরের ফণামণ্ডলে যে তাণ্ডবনৃত্যের ইচ্ছা করছেন তার আরম্ভে বিলম্ব করতে লাগলেন যতক্ষণ-না কৃষ্ণাভিন্ন অন্য কামনারহিত, অন্য দেবতাগণে স্পৃহাহীন, সর্ববিলক্ষণ ব্রজবাসিদের নয়নের লোকোত্তর চমৎকারী হয় এ-নৃত্য। অতঃপর

১৩। তাবদেবমনুকূলমনুকূল-বিপর্য্যস্ত-প্রাণেশ-শ্রীকৃষ্ণোত্থান-বিলম্ব-লম্বমানমাভীলমাভীলমালম্ব-মানাঃ পশবঃ শিশবশ্চ শিথিলজীবনা বিহায়সি চ বিহায় সিচয়কচপ্রচয়াদি-সম্বরণং গীর্বাণা বাণাহতা ইব মর্মব্যথাপন্না হাহেতি স্রবদস্রবদনধাবনা ধাবনাসমর্থা নিধায় করযুগলং মূর্দ্ধনি ধ্বনিমুক্তকণ্ঠমুভয়ে ভয়েন শোকেন কেনচিদার্ত্তাঃ 'কষ্টং ভোঃ কষ্টং হা হতা হা হতাঃ স্ম' ইতি নিরালোকং লোকং সকলমেব বীক্ষমাণা যাবদাসাদিত-মূর্চ্ছাং মূর্চ্ছাং প্রাপ্নুবন্তি স্ম, তাবদেব ব্রজনগরজনগরলোদধিনেবাতিকষ্টেনারিষ্টেনা-বিকৃতিবিকৃতবিভাবকেনেবাভাবি ॥

মিশ্রয়িষ্যমাণো নব্যঃ কৌস্তুভো যেন সঃ, স্বত্যনন্তরং কালীয়পত্নীভিঃ কৌস্তুভরত্নস্যোপহারীকরিষ্যমাণত্বাৎ। যাবতি যৎপরিমাণকে কর্তব্যে করিষ্যমাণে ফণিবরস্য ফণামণ্ডলে তাণ্ডবস্যালোকো লোকোত্তরচমৎকারী ভবতি, তাবৎ তৎ-পরিমাণকং ব্যলম্বিষ্ট, বিলম্বমানো বভূবেত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণস্য তুঙ্গতানুসারেণ তেন স্বতুঙ্গতাবিষ্কারাৎ। কেষাং চমৎকারী? অন্যকামেষু কৃষ্ণভিন্নবস্তুকামনায়াং খিলানাং ন্যূনানাং রহিতানামিতি যাবৎ। অখিলানাং সমস্তানামিতি হেতোঃ। অখিলানামিত্যুক্তং তত্র তেষাং নগরস্থানাং নন্দাদীনাং সর্বেষাং কথমাগমনং সম্ভবেদিতি তদানীন্তন-তাদৃশেচ্ছাশক্ত্যা এব দুর্লক্ষণং প্রদর্শ্য ব্রজান্নিষ্কাস্য সর্ব এব তে স্বয়মানায়য়ামাসিরে শীঘ্রমেবেত্যাহ—অনন্যেতি। ন অন্যাং দেবতামপীচ্ছন্তীতি কিপ্, তেষাং দেবতাপি যদি পুত্রাদিরূপেণ স্বয়মাগত্য তিষ্ঠেৎ, তামপি শ্রীকৃষ্ণং বিনা নেচ্ছন্তীত্যর্থঃ। ননু তর্হ্যেবংভূতানপি তান্ বিষহ্রদস্থং স্বং দর্শয়িত্বা দুঃখয়িষ্যত্যেব কেবলমিত্যত্র 'ন হি ন হি ইত্যাহ—অগ্রদেব সর্ববিলক্ষণং প্রেম বর্ধয়িতুম্। আয়ত্যাং স্বপ্রাপ্ত্যা তেষাং পরমানন্দসিন্ধৌ মজ্জয়িষ্যমাণত্বাৎ। অতএব ধৈর্যং বর্ধয়িতুং ছেত্তুম্, 'বর্ধ ছেদনে' চৌরাদিকঃ। রাগমনুরাগম্, অনায়ত্তমপরাধীনম্, আতঙ্কপিশুনাং ভয়সূচিকাম্, আশু শীঘ্রম্, নাম প্রাকাশ্যে, অরিষ্টস্য কল্পনামিত্যনেন তস্যাবাস্তবত্বং ব্যঞ্জিতম্,—অঘবকাদিবধলীলায়ামিবাত্রাপি কৃষ্ণস্য সর্বথা স্বস্তিমত্ত্বেন স্থিতেঃ ॥

১৩। তাবদেবমনেন প্রকারেণ কূলমনু তটং লক্ষীকৃত্য-অনুকূলস্য বিপর্যস্তং প্রতিকূলং প্রাণেশস্য শ্রীকৃষ্ণস্যোত্থান-বিলম্বেন লম্বমানং দীর্ঘীভবৎ আভীলং কষ্টমালম্বমানা আশ্রয়ন্তঃ। কীদৃশম্? আ সম্যক্প্রকারেণ ভিয়ং লাতি দদা-তীতি তৎ। বিহায়সি আকাশে, ইত্যনুসন্ধানাভাবব্যঞ্জকম্। গীর্বাণা দেবাঃ, স্রবতা অস্রেণ বদনানাং ধাবনং প্রক্ষালনং

তাঁদের প্রেমবর্দ্ধনের জন্য, শীঘ্র যাতে চলে আসে সে-উদ্দেশ্যে তাঁদের ধৈর্য ছিন্ন করে দেওয়ার জন্য, সর্বতন্ত্রসতন্ত্র অনুরাগ দর্শনের জন্য ব্রজে আতঙ্কসূচক অরিষ্ট-কল্পনার উদয় করালেন তিনি।

ব্রজবাসিগণের ভয় ও বিলাপ :

১৩। সেই সময়ে এই প্রকারে তট থেকে দূরে প্রতিকূল অবস্থায় পতিত প্রাণদেবতা শ্রীকৃষ্ণের উত্থানের বিলম্বকাল দীর্ঘ হতে থাকলে অতি ভয়ঙ্কর দুঃখে অভিভূত সহচর শিশুগণ ও গোসমূহ প্রায় মরণদশায় এসে উপস্থিত হলেন। আকাশে দেববৃন্দ বস্ত্র-কেশকলাপাদি সম্বরণ না করেই বাণাহত জনের মতো কাতর হয়ে এসে 'হায় হায়' করে উঠলেন। শিশুগণ দৌড়তে অসমর্থ হয়েও মাথায় হাত দিয়ে অশ্রুবিসর্জন করতে করতে দৌড়তে দৌড়তে আর্তস্বরে চিৎকার করে শোক করতে লাগলেন— 'হা কষ্ট হা কষ্ট হায় হায় মরে গেলাম গো মরে গেলাম'—এরূপ কোনও অনির্বচনীয় ভয় ও শোকে আর্ত শিশুগণ ও গোসমূহ উভয়ে যখন সমস্ত জগৎ অন্ধকার দেখতে লাগলেন তখন অতি প্রবল মূর্চ্ছা

১৪। যথা দিনকরমুখাভিমুখ-মুখরতা-খরতার-ধ্বনি-ধ্বনিতাশিবাভিঃ শিবাভির্নির্ধূলীধূ-লীঢ়াভিরপি ধূমধূমলতয়া মলীমসতয়া সম্বাদিগবলাভির্দিগবলাভিঃ, বিড়ম্বিতনির্মহোমণিনাঽহোমণিনা, খরতরস্পর্শনেন স্পর্শনেন, বভূবে ভূ-বেপথুনা পৃথুনা পৃথগেব, পস্পন্দে বামনয়নাঽবামনয়নাদি, পুংসাস্তু বামনয়নাদি, উভয়েষামেব ব্যথমানমানসত্বং ন সত্বং তাবৎ কমপ্যনুদ্বেগমাশিশ্রায়॥

১৫। ইত্যেবংবিধ-বিবিধ-বিরুদ্ধাঽভাবুকভাঽঽবুক-মহাতঙ্ক-পঙ্কপঙ্কিলহৃদঃ সর্ব এব ঘোষা ঘোষাধিরাজেন সমং সমন্তত উদ্ভূত-ভূত-বিপ্লবমিব মন্যমানা মানাতীতং কৃষ্ণানুভাবং হৃদনুভাবং ভাবং চ নানুভবন্ত

যেষাং তে। উভয়ে পশবঃ শিশবশ্চ। আসাদিতা প্রাপ্তা মূর্চ্ছাসমুচ্ছ্রায়ো যয়া তাম্, অতিমহতীং মূর্চ্ছামিত্যর্থঃ; 'মূর্চ্ছা মোহসমূর্চ্ছয়য়োঃ' ইতি ধাতুপাঠাৎ। ব্রজনগরস্বজনেষু গরলসমুদ্রেণেব অরিষ্টেনাভাবি অভূয়ত। কীদৃশেন? অবিকৃতিবিশেষেণৈব ক্রিয়ারাহিত্যং নিশ্চেষ্টত্বং প্রলয় ইতি যাবৎ। সৈব বিকৃতিঃ সাত্ত্বিকবিকারোঽষ্টমস্তদ্বিভাবকেন তজ্জনকেনেব॥

১৪। দিনকরস্য সূর্যস্য মুখাভিমুখান্যগ্রে কৃতানি মুখানি তেষাং মুখরতয়া মৌখর্যেণ হেতুনা যঃ খরস্তার উচ্চতরো ধ্বনিস্তেন ধ্বনিতং ব্যঞ্জিতমশিবমশুভং যাভিস্তথাভূতাভিঃ সতীভিঃ শিবাভিঃ শৃগালৈর্বভূবে অভূয়ত। ধূলীনাং ধূঃ কম্পনং বায়ুগত্যা চলনং তয়া যা রীঢ়া নিন্দ্যত্বেনাবজ্ঞাস্তাভ্যো নির্গতাভিরপি; "রীঢ়াবমাননাবজ্ঞা" ইত্যমরঃ; রলয়োরৈক্যম্। সম্বাদি সাদৃশ্যধারি গবলং মহিষং শৃঙ্গং যাসাং তাভির্দিগ্ভিরেবাবলাভিঃ স্ত্রীভিঃ। অহোমণিনা সূর্যেণ। কীদৃশেন? বিড়ম্বিতোঽনুকৃতো নির্মহা নিস্তেজস্কো মণির্যেন তথাভূতেন বভূবে। স্পর্শনেন পবনেন। ভূবেপথুনা ভূকম্পেন পৃথগেবেতি সর্বতোঽপ্যাধিক্যদ্যোতনায়। বামনয়নানাং নারীণাম্, অবামনয়নাদি দক্ষিণনয়নভুজোরু, পুরুষাণাং তু তদ্বিপর্যয়েণ বামনয়নভুজোরু; উভয়েষাং পুংসাং স্ত্রীণাঞ্চ সত্ত্বং প্রাণঃ কমপ্যনুদ্বেগং ন আশিশ্রায়, ন প্রাপ, কিন্তু সর্বমেবোদ্বেগমিত্যর্থঃ। "সত্ত্বং ভাবে স্বভাবে চ ব্যবসায়প্রভাবয়োঃ। পিশাচাদৌ গুণে প্রাণে বলে জন্তৌ চ চেতসি॥" ইত্যমরমালা॥

এসে তাঁদের গ্রাস করল। আর সেই সময়ে ব্রজনগরজনের নিকট সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টতারূপ প্রলয় নামক অষ্টমসাত্ত্বিকবিকারের উৎপাদক, গরলসমুদ্রের মতো অতিশয় কষ্টপ্রদ, অমঙ্গলসূচক উৎপাত এসে উপস্থিত হল।

১৪। (এই অমঙ্গলসূচক অরিষ্ট কিরূপ তাই বলা হচ্ছে—)

শৃগাল সূর্যের দিকে মুখ করে মুখরতায় খর হয়ে উচ্চধ্বনিতে অশুভ ব্যঞ্জনা করতে লাগল, উড়ন্ত ধূলি কম্পনের দ্বারা দিগ্বলয়ের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করায় দিগ্বলয় ধূলিহীন হয়েও ধূমে ধূমল মলে মলিনতা প্রাপ্ত হয়ে মহিষশৃঙ্গবর্ণের সাদৃশ্য লাভ করল, সূর্য নিস্তেজ মণির সাদৃশ্য লাভ করল, পবন খরতর বইতে লাগল, আর সর্বাধিক অমঙ্গলসূচকরূপে দেখা দিল অতি প্রবল ভূমিকম্প, রমণীদের দক্ষিণভুজোরুনয়নাদি আর পুরুষদের বামনয়নাদি স্পন্দিত হতে লাগল—উভয়েরই মন ভরে উঠল বেদনায়, প্রাণে কোনপ্রকার স্বস্তি এল না, সব কিছুই উদ্বেগপূর্ণ মনে হতে লাগল।

১৫। এইরূপ উপর্যুক্তপ্রকার বিবিধ বিরুদ্ধ অমঙ্গল-তেজের জনক মহা আতঙ্কপঙ্কে পঙ্কিল

ইতি তং প্রতি শশঙ্কিরে ॥

১৬। 'অহো! অদ্য মহাবুদ্ধিবলেন বলেন বিনা বনং গতবানেকোঽনেকোপদ্রবকরাঽবকরাঽরিঘোরং নিরঘোঽরং নিরবধানৈঃ শিশুভিঃ পশুভিঃ নাভিজ্ঞৈঃ সহ স হতাঃ স্মো ন বিদ্মঃ শিব! শিব! কিং কষ্টং সমজনি' ইমি নীতিমন্তঃ ॥

১৭। ত্বরিতমেব যথাবস্থিতমবস্থিতমপহায় হায়নোর্ধ্বমপি বালকমারভ্য সকলা এব বিকলা, বিকলা এব বিবৃদ্ধশোককৃষ্ণবর্ত্মনা কৃষ্ণবর্ত্মনামুদ্দেশেন কুলবধূসমেতপুরপুরন্ধ্রীভিঃ সমং ব্রজেশ্বরী বালবৃদ্ধতরুণাভীরৈঃ সহ সহসঙ্কর্ষণো ব্রজেশ্বরশ্চ ত্রিভুবনবিলক্ষণলক্ষণভগবচ্চরণকমললক্ষ্মানুসারেণ কাতরমনসো মনসোঽগ্রত এব তং দেশমাসেদুঃ। কেবলং স্থাবরতয়াঽবরতয়া শোচন্তীবাত্মানমনিশান্তানি নিশান্তানি স্থিতানি ॥

১৫। এবংবিধং বিবিধং বিরুদ্ধং যদভাবুকমকুশলং তস্য ভা কান্তিস্তস্যা আবুকেন জনকেন মহাতঙ্করূপপঙ্কেন পঙ্কিলং হৃৎ যেষাং তে; "অথাবুকো জনকঃ" ইত্যমরঃ। ঘোষা গোপাঃ, মানাতীতং সংখ্যাতীতং কৃষ্ণস্যানুভাবং প্রভাবম্, অনুভাবং ভাবঞ্চ অনুভূয় অনুভূয়াপি নানুভবন্তঃ। অত্রাদৌ ধাতুঃ সাধনেন যুজ্যতে, পশ্চাদুপসর্গেণেতি-মতে ণমুলন্তস্য দ্বিত্বানন্তরমুপসর্গযোগ ইতি। তং প্রতি শ্রীকৃষ্ণং প্রতি ॥

১৬। কং শশঙ্কির ইত্যত্রাহ—অহো অদ্যেতি। বলেন বলদেবেন। বনং কীদৃশম্? অনেকোপদ্রবকরোঽবকরো দোষো যেষাং তৈররিভিঃ শত্রুভির্ঘোরম্। স কৃষ্ণস্তু নিরঘঃ কস্যাপ্যপরাধং ন করোতি, তথাপীত্যর্থঃ ॥

১৭। অবস্থিতং ভোজনপানাদ্যবস্থাং তত্তচ্চেষ্টামিত্যর্থঃ। তত্রাপি যথাবস্থিতং তত্তচ্চেষ্টানামপি তথা তথা ভাবমনতিক্রম্য সমাপ্তিমনপেক্ষ্য মধ্য এব বিহায়েত্যর্থঃ। শোককৃষ্ণবর্ত্মনা শোকাগ্নিনা;—"কৃষ্ণবর্ত্মা শোচিষ্কেশ উষর্বুধঃ"

হৃদয় গোপগণ সকলেই ঘোষাধিরাজের সহিত মনে করলেন যেন চতুর্দিক থেকে উঠে এসে ভূতলে ছড়িয়ে পড়ছে প্রলয়ের মতো কোন কিছু। অসংখ্য কৃষ্ণঐশ্বর্য অনুভূত হতে হতেও মাধুর্যের আবরণে পড়ে অননুভূতের মতো রয়ে গিয়েছে যাঁদের ভিতরে সেই তাঁদের মনে কৃষ্ণসম্বন্ধে নানাবিধ শঙ্কার উদয় হতে থাকল।

১৬। 'নীতিবিজ্ঞ গোপেরা বিলাপ করতে লাগলেন—অহো, অনেক উপদ্রবকর দোষে দুষ্ট শত্রুগণের দ্বারা উপদ্রুত ঘোর বনে অনবধান অনভিজ্ঞ শিশু-পশুর সহিত আমাদের নিরপরাধ কৃষ্ণ মহাবুদ্ধি বলে বলীয়ান বলদেব বিনা একা তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছে, হায় হায়, আমরা মরে গেলাম, এখান থেকে বুঝতে পারছি না শিব! শিব! তার কি কষ্ট উপস্থিত হল।'

১৭। ভোজনপানাদি চেষ্টা যেমন যেমন অবস্থায় ছিল তাড়াতাড়িতে সেই অবস্থাতেই ছেরে দিয়ে বৎসরাধিক বয়সের বালক থেকে আরম্ভ করে ভয়বিহ্বল কাতরমনা তাঁরা সকলেই প্রজ্জ্বলিত শোকাগ্নিতে অস্থির অবস্থাতে যমুনার পথ সন্ধান করে ব্রজেশ্বরী কুলবধূ-সঙ্গত পুরস্ত্রীগণের সহিত এবং ব্রজেশ্বর বালবৃদ্ধতরুণ গোপসমন্বিত সঙ্কর্ষণের সহিত ত্রিভুবন-বিলক্ষণ-লক্ষণ ধ্বজবজ্রাদি চরণকমলচিহ্ন অনুসরণে মনোবেগের থেকে অধিক বেগে সেই কালিয়হ্রদের তটে পৌঁছে গেলেন।

১৮। এবমাগতাশ্চ তে তং দেশং তদ্দেশং তমন্তরেণ রুদতঃ শিশূনপি পরমশোকাতুরানবলোক্য প্রশ্নমন্তরেণৈবমন্তরেণৈব নিবেদিতমবগত্য শ্রীকৃষ্ণস্য বিষহ্রদাপ্লাবনং বিষহ্রদাপ্লবনং কৃতবন্তমিবাত্মানং তটস্থা এব জানন্তি স্ম॥

১৯। আপাদাগ্রশিরোবিষানলমহোমাহাত্ম্যদগ্ধা ইব
জ্বালাজালকরালভস্মিতহৃদঃ সর্বে নিপেতুর্ভুবি।
বাত্যাবর্ত্তবিপাটিতা ইব লতা নার্য্যো নরাশ্চ ক্ষণা-
ন্মূলচ্ছেদধুতা দ্রুমা ইব হ্রদপ্রান্তস্থলীং তস্তরুঃ॥

২০। হা তাত তাতবৎসল, কিং কৃতমতিসাহসং সহসা।
ইতি বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠং, রুদন্মুমূর্চ্ছ ব্রজাধীশঃ॥

২১। ব্রজজনপ্রিয় বৎস বিপদ্যতে, ব্রজজনস্তব দর্শয় সন্নিধিম্।
অহহ হা বত হেত্যনুলাপিন-,স্তমভিতঃ পতিতা ভুবি গোদুহঃ॥

ইত্যমরঃ। তং দেশং কালিয়হ্রদতটম্। স্থাবরতয়া আত্মানমবরতয়া অবরত্বেন নিকৃষ্টত্বেন গমনাসামর্থ্যেন শোচন্তীব। অতএব অনিশান্তানি, ন নিতরাং শান্তানি দুঃখশান্তিমপ্রাপ্তানীত্যর্থঃ। নিশান্তানি গৃহাণি; "নিশান্তবস্ত্যসদনম্" ইত্যমরঃ॥

১৮। তদা তস্মিন্ কালে ঈশং শ্রীকৃষ্ণং তমন্তরেণ বিনা রুদতঃ, অতএব ক স ভবতাং প্রাণবন্ধুরিতি প্রশ্নমন্তরেণ, এবং হা হন্ত বিষহ্রদে স প্রবিষ্ট ইতি তৈর্নিবেদিতমপ্যন্তরেণ বিনৈবাবগত্য জ্ঞাত্বা তটস্থাঃ কূলস্থা অপি॥

১৯। করালং যথা স্যাত্তথা ভস্মিতং হৃৎ যেষাং তে। তস্তরুরাচ্ছাদিতবন্তঃ॥ (২০)

২১। হে ব্রজজনস্য প্রিয়! বহুব্রীহির্বা, তব ব্রজজনো বিপদ্যতে ম্রিয়তে। তং নন্দমভিতঃ, গোদুহো ব্রজরাজস্য সখায়ঃ॥

১৮। এই প্রকারে হ্রদের তটে আগত তাঁরা সকলে কৃষ্ণবিরহে পরমশোকাতুর শিশুদের রোদনরত দেখে বিনা প্রশ্নোত্তরেই আকার-ইঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণের বিষহ্রদে ডুবন জানতে পেরে তটে দাঁড়ান অবস্থাতেই মনে করতে লাগলেন যেন বিষহ্রদে ডুবে গিয়েছেন।

১৯। আপাদমস্তক বিষানল-তেজপ্রভাবে দগ্ধ ব্যক্তির মতো জ্বালাজালে সম্পূর্ণ ভস্মীভূত চিত্ত তাঁরা সকলে মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়লেন। নারীগণ ঝড়ের বেগে উৎপাটিতা লতার মতো আর পুরুষগণ মূল ছেদনে আন্দোলিত বৃক্ষের মতো ধরাশায়ী হয়ে হ্রদের তটভূমি ছেয়ে ফেললেন।

২০। 'আরে বাপ, পিতৃবৎসল, সহসা এ অতিসাহস কেন করলে'—এ বলে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কাঁদতে কাঁদতে ব্রজাধীশ মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হলেন।

২১। 'হে ব্রজজনপ্রিয়, বৎস, তোমার ব্রজজন বিপদগ্রস্ত, তোমার সান্নিধ্য দর্শন করাও, হায় হায়, হা দুঃখ' এরূপে বিলাপকারী গোপগণ ব্রজরাজের চারিদিকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়লেন।

২২ । সমদুঃখসুখা ব্রজেশভার্যাং, পরিতস্তাং পতিতাঃ সহৈব গোপ্যঃ ।
কুররীমিব শোককর্শিতাঙ্গীং, বিলপন্তীং করুণস্বরং বিলেপুঃ ॥

২৩ । নবমুগ্ধদৃশঃ কুমারিকাশ্চ, প্রথমানপ্রথমানুরাগভাজঃ ।
স্খলিতা ভুবি মূর্চ্ছয়ৈব সখ্যা, কৃতসান্ত্বা ইব নো তদা বিলেপুঃ ॥

২৪ । এবং তদা তদাকারাকারিতমনস্তয়াঽনস্তয়াঽপ্রাকৃততয়াঽঽততয়া চ তথাবিধেঽপি শোকে জীবিতানি বিতানিত-স্থেমানি ন পরং যদি বহিরভূবন্, তদা করুণবিলাপশব্দগুণং গগনম্, অশ্রুনির্ঝরময়ো হ্রদতটঃ, নিঃসহনিপতিতৈঃ কলেবরৈশ্ছিন্নলতাদ্রুমময়ীব ধরণী, শোকময়ঃ সময় ইতি স্থিতে কৃষ্ণানুভাব-ভাবনাকুতূহলিনা হলিনা কিঞ্চিদূচে ॥

২৫ । 'হংহো তাত ! তাতপ্যমান-মানসতয়া সমেধমানেন মাঽনেন শোকেন স্বদেহঃ খেদয়িতব্যো

---

২২ । গোপ্যো ব্রজেশ্বর্যাঃ সখ্যঃ সমদুঃখসুখাঃ, তস্যাঃ সুখেন সুখিন্যঃ, তস্য দুঃখেন দুঃখিন্য ইত্যর্থঃ । "অভিতঃ-পরিতঃ-সময়া-নিকষা-হা প্রতিযোগেষ্বপি দৃশ্যতে" ইতি দ্বিতীয়া ॥

২৩ । নবমুগ্ধদৃশো বধ্বঃ ; যদ্বা, তথাভূতা ভবত্যঃ কুমারিকাশ্চেতি চ-কারাল্লব্ধানাং বধূনামেবাত্র প্রাধান্য-মায়াতম্ ॥

২৪ । তদা তস্মিন্ কালে তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাকারেণাকৃত্যা আকারিতান্যাহূতানি মনাংসি যেষাং তেষাং ভাবস্তত্তা তয়া । অতএবানস্তয়া ন অস্তং গতয়া ; তত্র হেতুঃ—অপ্রাকৃততয়া । সাপি নৈকাংশেন, কিন্তু সর্বাংশেনৈবেত্যাহ—আততয়া সম্পূর্ণয়া হেতুনা, তথাবিধেঽপি শোকে, জীবিতানি প্রাণাঃ । কীদৃশানি ? বিতানিতো বিস্তারিতঃ স্থেমা স্থৈর্য্যং যৈস্তানি । নিঃসহং যথা স্যাত্তথা নিপতিতৈঃ । কৃষ্ণস্যানুভাবস্য প্রভাবস্য ভাবনা অনুসন্ধানং তেনৈব কুতূহলবতেতি তস্য প্রগাঢ়প্রেমা-বেশতিরোহিতৈশ্বর্য-জ্ঞানত্বেঽপি তদানীমৈশ্বর্যশক্ত্যা মনসি স্বয়মেব স্ফুরিতং শ্রীমন্নন্দাদীনাং সর্বেষাং কিঞ্চিৎ সন্ধুক্ষণ-প্রাপণার্থমিতি জ্ঞেয়ম্ ॥

২৫ । তাতপ্যমানমতিশয়েন তপ্তং ভবতি মানসং যস্মাত্তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সম্যগেধমানেন বর্ধমানেন শোকেন

---

২২ । সমদুঃখসুখী গোপীগণ ব্রজেশভার্যার চারদিকে তাঁর সহিতই লুটিয়ে পড়লেন ভূমিতলে—শোককর্শিতাঙ্গী বিলাপিনী ব্রজেশ্বরীর সঙ্গে সমস্বরে কুররীর মতো করুণস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন তাঁরা ।

২৩ । প্রথমান প্রথমানুরাগময়ী নবমুগ্ধনয়না বধূগণ ও কুমারিকাগণ ভূমিতে লুটিয়ে পড়লে মূর্চ্ছারূপা সখীদ্বারাই যেন সান্ত্বনাপ্রাপ্ত হয়ে কোনও রূপ বিলাপ করছিলেন না ।

২৪ । এ অবস্থাতেও শ্রীকৃষ্ণাকারে আকারিত মনোভাবের প্রভাবে এবং সর্বাংশে অপ্রাকৃততা হেতু তাঁদের প্রাণ অস্তমিত হল না । তথাবিধ শোকেও ধৈর্যধৃত হওয়ায় যদি অনন্তর তাঁদের প্রাণবায়ু বাইরে বেরিয়ে এল না তখন সেই বায়ুর বেগে আকাশ করুণ বিলাপ-শব্দগুণময়, হ্রদতট অশ্রু-নির্ঝরময়, ধরণী দুর্বার শোকে ভূলুণ্ঠিত কলেবরে যেন ছিন্নলতা-দ্রুমময়ী, আর কাল শোকময় হয়ে উঠল । এরূপ পরিস্থিতিতে কৃষ্ণপ্রভাব-অনুসন্ধান-কুতূহলী হলধর এইরূপ বললেন—

দয়িতব্যোঽয়ং কৃষ্ণস্য ॥

২৬। ভো মাতর্মাতঃপরং বিলপ, লপনং মে নির্দ্ধারয়, ধারয় ধৃতিম্, ভো ভোঃ পৌরজানপদাঃ ! বিপদাবিষ্করণেন মাঽপরং পরং সন্তাপমাপ্তুমর্হত ॥

২৭। অস্য হি মদবরজস্য মদবরজস্য শৌর্য্যস্য মহিমানং হি মাঽঽনন্দবর্দ্ধনং ভবন্তো জানন্তি, জানাম্যহমেব কেবলম্, কেঽবলম্বন্তামমরপরিবৃঢ়া অপি যল্লবাববোধম্ ॥

২৮। বোধং প্রাপ্নুত, ঈষৎকারঃ খল্বয়মনেন পুন্নাগেন নাগেনস্য পরাভবঃ। নাঽগেনপরাভবঃ পবনেন কর্ত্তুং শক্যতে। ন ময়ূখমালিমালিন্যং তমসা কর্ত্তুং প্রভূয়তে। ন চ সমূহো মহানলস্য নলস্য বনেন নির্বাপ্যতে। কিমস্য মকরকুণ্ডলিনঃ কুণ্ডলিনঃ ক্ষুদ্রতমাদ্ভয়সম্ভাবনম্। তদধুনা সন্তাপমুপশ্যত, পশ্যত ভুজঙ্গাপসদমমুমমুক্তশৌর্য্যো মুক্তপ্রাণমিব কৃত্বা সমুত্থিতপ্রাবোঽয়মভিপ্রায়োঽয়মভিমতো মম নিশ্চীয়তাম্ ॥'

স্বদেহো ন খেদয়িতব্যঃ, যতোঽয়ং দয়িতব্যঃ কৃষ্ণেনানুকম্পনীয়ঃ ॥

২৬। লপনং বচনম্ ॥

২৭। মদবরজস্য মৎকনিষ্ঠস্য শৌর্যস্য মহিমানং ভবন্তো হি নিশ্চিতং মা জানন্তি, ন জানন্তি। কীদৃশম্ ? আনন্দবর্ধনম্। শৌর্যস্য কীদৃশস্য ? মদবরাৎ মহাহঙ্কারাজ্জাতস্য। অস্যাগ্রে কো বরাকঃ কালিয় ইতি ভাবঃ। অমরপরিবৃঢ়া দেবশ্রেষ্ঠা অপি কে তাবদ্যস্য মহিম্নো লবস্যাপ্যববোধং জ্ঞানমবলম্বন্তাং প্রাপ্নুবন্তু ॥

২৮। পুন্নাগেন পুরুষকুঞ্জরেণ শ্রীকৃষ্ণেন, নাগেনস্য নাগানামিনস্য মুখ্যস্য কালিয়স্য পরাভবঃ। ননু কালিয়োঽপি-মহাশৌর্যবানতিক্রূরশ্চ ? সত্যম্, তথাপি শ্রীকৃষ্ণং পরাভবিতুমসৌ ন শক্নোতীতি সদৃষ্টান্তমাহ—নাগেনস্য ন অগেনস্য

বলদেব কর্তৃক সান্ত্বনা ঃ

২৫। হে পিতা, যার থেকে মন অতিশয় তপ্ত হয় সেই ভাবের দ্বারা উচ্ছলিত এই শোকে নিজ দেহকে খেদান্বিত করবেন না—এ-শরীর কৃষ্ণের অনুকম্পার পাত্র।

২৬। মাগো, অতঃপর আর বিলাপ করো না—আমার কথা মানো, ধৈর্য ধারণ করো। ওহে ওহে পুরবাসিগণ, বিপদ আবিষ্কার করে নিয়ে অতঃপর আর পরমসন্তাপ পাওয়া আপনাদের উচিত নয়।

২৭। আমার ছোট ভাই কানাই-এর আনন্দবর্দ্ধক শৌর্যের প্রভাব আপনারা জানেন না। এ যে অপ্রাকৃত মহা-অহঙ্কার থেকে জাত সে আমিই কেবল জানি। দেবশ্রেষ্ঠের মধ্যে কে এমন আছে যে এর লবলেশমাত্র জ্ঞান লাভ করতে পারে ? কেউ পারে না।

২৮। বুদ্ধি স্থির করুন, এ-পুরুষসিংহ কৃষ্ণের দ্বারা নাগশ্রেষ্ঠ এ-কালিয়ের পরাভব তো এক মামুলী ব্যাপার। বায়ু কখনও পর্বতের পরাভব করতে পারে না, অন্ধকার সূর্যের মলিনতা আনতে কখনও সমর্থ হয় না, নলখাগরার বন কখনও মহানলরাশিকে নির্বাপিত করতে পারে না, মকরকুণ্ডলী এ-কৃষ্ণের ক্ষুদ্রতম সর্প থেকে ভয়ের সম্ভাবনা কি আছে, অতএব এখন সন্তাপ দূর করুন। দেখুন,

২৯। ইত্যুক্তবতি ভগবতি ভগণপতিধবলে বলে সপরিজন-জনকজননীজননীরন্ধ্রশোককাতরতামনুমায় মায়য়া সম্মোহিত-সকলসুরাসুরাদিলোকো লোকোত্তরগুরুতরপ্রভাবো ভাবোধোজ্জ্বলঃ প্রকটিতপুরুপরাক্রমঃ ক্রমবরীবৃধ্যমানবেগো মত্তকুণ্ডলিকুণ্ডলিতস্তিমির-তরু-কাণ্ডগতশ্চন্দ্রমা ইব হ্রদোদরতোঽদরতোষপেশলস্মিতমুন্মমজ্জ নমজ্জনসুখাকরঃ শ্রীকৃষ্ণঃ ॥

৩০। অথ তদৈব দৈবতসদসি—

ভং ভং ভং ভমিতি বভূব শঙ্খঘোষো, ঢুং ঢুং ঢুং ঢুমিতি চ দুন্দুভিপ্রণাদঃ।
গীর্বাণা গরিমগভীরভূরিভেরী-,ভাঙ্কারৈঃ শ্রুতিপথপোথিনো বভূবুঃ ॥

পর্বতমুখ্যস্য পরাভবঃ ; "শৈলবৃক্ষৌ নগাবগৌ" ইত্যমরঃ। ন কেবলং পরাভবশক্তিরেব, কিন্তু মহাতেজস্বিনঃ সান্নিধ্যমাত্রেণৈব তৎপ্রতিকূলস্য নাশ এব স্যাদিত্যাহ—ন ময়ূখেতি। ময়ূখমালী সূর্যঃ। ন চ নাশমাত্র এব বিশ্রান্তিঃ, প্রত্যুত তত এব তেজসামপ্যপচয় এব মহান্ স্যাদিত্যাহ—ন চ সমূহ ইতি। ন চ নির্বাপ্যতে, প্রত্যুত স্বং ভস্মীকারয়িতুমতিবর্ধিষ্ণুক্রিয়তে ইতি ভাবঃ। মকরকুণ্ডলিনঃ কৃষ্ণস্য, কুণ্ডলিনঃ সর্পাৎ, উপশ্যত দূরীকুরুতঃ ; 'শো তনুকরণে' ইত্যস্য রূপম্ ॥

২৯। ভং নক্ষত্রম্, তদ্গণপতিশ্চন্দ্রঃ। তথাবিধেঽপি তস্মিন্ কালিয়স্য তদানীন্তন-স্বদৌরাত্ম্যপ্রকটনে হেতুঃ—মায়য়া সম্মোহিতেতি। তদানীং শ্রীবলদেবস্য বন্ধুজনাশ্বাসনযোগ্যতায়াং হেতুঃ—লোকোত্তরেতি। বকাঘাদ্যসুরবধসূচিতং মহাপ্রভাবং তস্য তদা তান্ স্মারয়ামাসেতি ভাবঃ। ভা দেহকান্তিঃ, বোধঃ স্ববিক্রমানুভবঃ, তাভ্যামুজ্জ্বলো বহিরন্তঃপ্রফুল্ল ইত্যর্থঃ। অত্র প্রকটিতপুরুপরাক্রমো ভাবৌঘোজ্জ্বলঃ ক্রমবরীবৃধ্যমানবেগ ইতি বিশেষণত্রয়েণ পর্বতময়ূখমালিমহানলেতি দৃষ্টান্তত্রয়ধর্মাঃ ক্রমেণ বিবৃতাঃ। মত্তস্য কুণ্ডলিনঃ কালিয়নাগস্য কুণ্ডলিতং কুণ্ডলাকৃতিবেষ্টনং যত্র সঃ। অদরেণ অনল্পেন তোষেণ হর্ষেণ পেশলং সুন্দরং স্মিতং যত্র তদ্যথা ; উন্মমজ্জ উত্থিতবান্, নমতাং ভক্তানাং জনানাং সুখাকরঃ ॥

আমার ভাইটি নীচ সর্পকে প্রাণহীনের মতো করে এই জল থেকে উঠে এলো বলে, আমার এই অভিপ্রায় ও অভিমত মনে নিশ্চয় করে নিন্ আপনারা।

২৯। চন্দ্রসম শুভ্র ভগবান্ শ্রীবলরাম এরূপ বললে—মায়াতে সুর-অসুরাদিলোকের মোহজনক, অলৌকিক অপরিসীম ঐশ্বর্যশালী, দেহকান্তি ও স্ববিক্রম অনুভবে বহিরন্ত প্রফুল্ল, ব্যক্ত পুরুপরাক্রমশালী, ক্রমে ক্রমে অতি উচ্ছলিত বেগশালী, শরণাগতজন-সুখাকর শ্রীকৃষ্ণ সপরিজন-জনকজননী সকল জনের গভীর শোক অনুমান করে মত্ত সর্পের দ্বারা বলয়াকারে পরিবেষ্টিত তিমিরতরুকাণ্ডে লগ্ন চন্দ্রমার মতো সুন্দর, পরমানন্দজনিত হাসিতে উদ্ভাসিত মুখচন্দ্র উঠিয়ে ধরলেন হ্রদের গর্ভ থেকে উপরে।

কৃষ্ণ কর্তৃক কালিয় বেষ্টন মোচন ঃ

৩০। অতঃপর সেই সময়ে দেবসভায় 'ভং ভং ভং ভং' এরূপ শঙ্খধ্বনি, 'ঢুং ঢুং ঢুং ঢুং' এরূপ দুন্দুভিনাদ আর গরিম গভীর বহুভেরীর ভাঙ্কার শব্দে দেবতাগণ কানের পর্দা ফাটিয়ে দেওয়ার

৩১। ততস্ততেন তেন প্রমোদনাদেন নাদেন সহ সহসা সমকালমেব লব্ধজীবিতা ইব বিপন্নাঃ, প্রমোদেনেব করগ্রাহমুত্থাপিতাঃ পিতামহাদিভিরভিনন্দ্যসৌভাগ্যা ভাগ্যাতিরেকভাজো ব্রজরাজাদয়ঃ। তমতি-তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণক-কালং করালতর-ফণফণদ্বিষফেণফেনিল-মুখবিবরজ্বলজ্‌জ্বালাজালজাঽলঘুবিস্ফুলিঙ্গলিঙ্গকমহাভয়ম্, শতমূর্দ্ধানমূর্দ্ধাঽঽনদ্ধমণিশতময়ূখনিচয়-খ-নিচয়ন-চতুরমধোমুখ-তপ্ততরাম্বরীষ-নিবিরীষনির্জাতজাতবেদঃ-কণ-সদৃশদৃশমবদোধূয়মানায়ত-যতন-দ্বিশতরসনা-সনাথমুখোদরম্, খোদরং লেলিহানমিবাতিমদং কালিয়নাগমালোক্য জাতমাত্রমানন্দকন্দলং দলন্তমপি ভূয়ো ভূয়োভির্ভয়ৈঃ শোষয়ন্তো মুহুরতোষয়ন্তো হৃদয়ং চ জীবিতাশ্বাসবলদে বলদেবস্য বচস্যপি ন বিশ্বসন্তো নিঃশ্বসন্তো নিতান্তং দীর্ঘমুষ্ণং

৩০। গরিম্ণা গভীরৈর্ভূরিভেরীণাং ভাঙ্কারৈঃ শ্রুতিপথস্য পোথিনঃ কুন্থনবন্তঃ; 'পুথি কুন্থনে' ইতি বোপদেবঃ॥

৩১। ততেন বিস্তৃতেন। প্রমোদনাং দদাতীতি তেন নাদেন সহ সমকালমেব লব্ধজীবিতা ইতি তাদৃশনাদোঽপি পূর্বং নষ্ট ইবাসীদিতি ভাবঃ। ব্রজরাজাদয়স্তমতিমিদং কালিয়নাগমালোক্য পুনরপি সমুপসন্নাং প্রমোহাবস্থামালম্বিতুং যদৈব প্রববৃত্তিরে, তদৈব সঙ্কর্ষণেন কিমপি নিগদতা অবরজঃ কৃষ্ণো দর্শয়াম্বভূবে ইত্যন্বয়ঃ। তং কীদৃশম্? অতিতীক্ষ্ণং তীক্ষ্ণকং লোহবিশেষমিব কালং কালবর্ণম্; "বিষাভিমরলোহেষু তীক্ষ্ণম্" ইত্যমরঃ। করালতরেভ্যোঽতিভীষণেভ্যঃ ফণেভ্যঃ ফণতাং নির্গচ্ছতাং বিষাণাং ফেনৈঃ ফেনিলানি যানি মুখানি তেষাং বিবরেষু জ্বলতো জ্বালাজালাৎ জাতা অলঘবো বিস্ফুলিঙ্গা এব লিঙ্গানি জ্ঞাপকা যস্য তথাভূতং মহাভয়ং যত্র যস্মাদ্বা তং তাদৃশমহাভয়রূপমিতি বা-ফণদিতি 'ফণ গতৌ' ইতি শত্রন্তঃ। শতমূর্ধানং শতসংখ্যমস্তকম্। এতচ্চ প্রাধান্যাপেক্ষয়া। যথোক্তম্—(ভা° ১০।১৬।২৮) "যদ্যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণঃ" ইতি। বস্তুতস্তু সহস্রফণ এবাসৌ, যথোক্তম্—(ভা° ১০।১৬।৩০) "তচ্চিত্রতাণ্ডববিরুগ্ণফণাসহস্রঃ" ইতি। ঊর্দ্ধদেশে অসম্যক্-প্রকারেণ নদ্ধস্য বদ্ধস্য মণিশতস্য ময়ূখনিচয়ৈঃ কিরণসমূহৈরেব খস্য আকাশস্য নিচয়াং চয়নে আকৃষ্য গ্রহণে চতুরম্, অধঃস্থিতানি মুখান্যেব তপ্ততরাণ্যম্বরীষাণি ভর্জনপাত্রাণি তেভ্যো

উপক্রম করলেন।

৩১। অতঃপর চতুর্দিকে বিস্তৃত সেই আনন্দদায়ক বাদ্যধ্বনির সমকালে সহসা লব্ধজীবিতের মতো জাগরিত, আনন্দদ্বারাই যেন হস্তাবলম্বে উত্থাপিত, পিতামহ ব্রহ্মাদিদ্বারা অভিনন্দিত সৌভাগ্যে ধন্য, অতিশয় ভাগ্যশালী, সমূহ বিপদগ্রস্ত ব্রজরাজাদি সকলে সেই অতি তীক্ষ্ণ লোহার মতো কৃষ্ণবর্ণ, অতি ভীষণ ফণা-নির্গত ফেণায় ফেণিল মুখগহ্বরে জ্বলিত অগ্নিশিখা থেকে জাত বৃহৎ বিস্ফুলিঙ্গরূপ চিহ্নে চিহ্নিত মহাভয়স্বরূপ, শতমুখ্য শিরসমন্বিত, শিরে খচিত মণিশতের কিরণজালে আকাশকে প্রতিবিম্বিত করে রাখতে চতুর, অধঃস্থিত মুখরূপ অতিতপ্ত কটাহ থেকে নিবিড়ভাবে নিঃসংশয়ে জাত বহ্নিকণা সদৃশ নেত্রযুক্ত, অতিচঞ্চল আয়ত ছোবলে কৃতযত্ন দ্বিশত জিহ্বায় করাল মুখ-বিবরসমন্বিত, আকাশের মধ্যভাগকে যেন বারবার লেহন করছিল এরূপ অতিমদমত্ত কালিয়নাগকে দেখতে পেলেন। এই ভীষণ দর্শনে তাঁদের সদ্যজাত আনন্দাঙ্কুর যা দেবতাদের বাদ্যধ্বনিতে এই মাত্র প্রস্ফুটিত হয়ে উঠছিল তা পুনরায় অত্যন্ত ভয়ে শুকিয়ে যেতে লাগল, দুঃখবেদনায় হৃদয় ভরে উঠতে লাগল, জীবনের আশ্বাসদানকারী বলদেবের বচনেও আর বিশ্বাস হল না, অতি দীর্ঘদীর্ঘ তপ্তশ্বাস বইতে

মুঞ্চন্ত ইব স্বয়ং স্বমেব ধৈর্য্যং পুনরপি সমুপসন্নাং প্রমোহাবস্থামনবস্থামনবধীরয়ন্তীমালম্বিতুং যদৈব প্রববৃতিরে, তদৈব শোকসঙ্কর্ষণেন সঙ্কর্ষণেন কিমপি নিগদতা সরসতরং স রসতরঙ্গতো রঙ্গতো ভুজঙ্গমোৎসঙ্গ-সঙ্গতমাত্মানং শিথিলীকৃত্য ফণফণায়মান-ফণায়মানমনাঃ ফণশত-মণিশত-কিরণমঞ্জরী-জরীজৃম্ভ্যমাণ-মহামহোবল্লিকাননবিজিগাহয়িষয়া সমুৎপতন্ সমুৎ পতন্নিব ফণমণ্ডলমারোহন্নবরজো বরজোষো দর্শয়াম্বভূবে ॥

৩২। 'ভো ভোঃ! দৃশ্যতাং দৃশ্যতাং গতোঽয়মঞ্জন-স্নিগ্ধো ভুজঙ্গ-দশন-দংশন-লগ্ন-বিষম-বিষ-মহানল-স্ফুলিঙ্গকণ-চাকচক্যাশক্যোপমমণিময়-সকলালঙ্করণোঽলঙ্করণোচিতবিক্রমঃ, ক্রমবরীবৃধ্যমানাব-

---

নিবিরীষং নিবিড়ং যথা স্যাত্তথা নির্জাতস্য নিঃসংশয়ং জাতস্য জাতবেদসো বহ্নেঃ কণৈরেব সদৃশ্যো দৃশো নেত্রাণি যস্য তম্, অবদোধূয়মানা অতিশয়েন চলন্ত্য আয়তা দীর্ঘায়তনা দদনার্থং কৃতযত্না দ্বিশতরসনা একৈকমুখে দ্বে দ্বে জিহ্বে ইতি নিয়মেন যা দ্বিশতসংখ্যজিহ্বাস্তাভিঃ সনাথানি মুখানামুদরাণি বিবরাণি যস্য তম্, খস্য আকাশস্যোদরং মধ্যম্, লেলিহানং পুনঃপুনর্লিহন্তম্, জাতমাত্রং শ্রীকৃষ্ণমুখশোভাদর্শনাদানন্দকন্দলমানন্দাঙ্কুরম্;—"কন্দলং তু কপালে স্যাদুপ-রাগে নবাঙ্কুরে" ইতি বিশ্বঃ; দলন্তং প্রস্ফুটন্তমপি, ভূয়ঃ পুনঃ কালিয়নাগালোকনাদ্ভুয়োভির্বহুতরৈর্ভয়ৈঃ শোষয়ন্তঃ শুষ্কীকুর্বন্তঃ; জীবিতস্য জীবনস্যাশ্বাসরূপং বলং দদাতীতি তস্মিন্; প্রমোহোবস্থাং মূর্চ্ছাম্; কীদৃশীম্? অনবস্থামনব-স্থানম্, অনবধীরয়ন্তীং নাবজানন্তীং পুষ্যন্তীমিত্যর্থঃ; যদ্বা, অনবধি অবধিশূন্যং যথা স্যাত্তথা, অনবস্থামীরয়ন্তীম্; শোকসঙ্কর্ষণেন শোকনাশকেন, অবরজঃ স্বানুজঃ শ্রীকৃষ্ণো দর্শয়ামাসে, তান্ প্রতীত্যর্থঃ। সরসতরং যথা স্যাত্তথা স কৃষ্ণো রসতরঙ্গতো জলতরঙ্গাৎ রঙ্গতো রঙ্গেণ ভুজঙ্গমোৎসঙ্গে সঙ্গতমাত্মানং শিথিলীকৃত্য সমুৎপতন্; ক ইব সমুৎপতন্? সমুৎ হর্ষযুক্তঃ পতন্ পক্ষীব; "পতৎ-পত্ররথাণ্ডজাঃ" ইত্যমরঃ। ততশ্চ ফণফণায়মানেষু সহসা বৃদ্ধিশীলেষু ফণেষু অয়মানং নৃত্যার্থং গচ্ছৎ মনো যস্য সঃ। ফণফণেতি সহসা বৃদ্ধিপ্রফুল্লতাঽনুকরণম্। কিমর্থম্? ফণানাং শতে মণিশতস্য কিরণমঞ্জরীভির্জরীজৃম্ভ্যমাণা অতিশয়েন প্রকাশ্যমানা মহামহোবল্ল্যো মহাতেজোময়লতাস্তাসাং কাননস্য বিগাহনেচ্ছয়া; বরো মুখ্যো জোষঃ প্রীতির্যত্র সঃ॥

৩২। দৃশ্যতাং দর্শনার্হতাং গতঃ প্রাপ্তঃ। ভুজঙ্গস্য দশনৈর্দন্তৈর্দংশনে লগ্নং বিষমং বিষমেব মহানলস্য স্ফুলিঙ্গ-কণস্তস্য চাকচক্যেনাশক্যোপমং নিরুপমং মণিময়ং সকলমলঙ্করণমলঙ্কারো যস্য সঃ; অলমতিশয়েন করণানাং ভুজাদীনা-

---

লাগল, নিজের ধৈর্য যেন নিজের দ্বারাই অপহৃত হতে লাগল, যখন এরূপে পুনরায় অসীম চঞ্চলতা উৎপাদক মূর্চ্ছাকে আশ্রয় করতে প্রবৃত্ত হলেন তাঁরা সকলে তখন শোক আকর্ষক সঙ্কর্ষণ কিছু বলতে বলতে অঙ্গুলি নির্দেশে দেখালেন—'কৃষ্ণ সর্পক্রোড়সঙ্গত নিজেকে রঙ্গপূর্বক শিথিল করে নিয়ে শতফণার শতমণিকিরণমঞ্জরীতে উদ্ভাসিত মহা মহোবল্লীকাননে বিহার এবং ফণফণায়মান ফণে আরোহণ ইচ্ছায় আনন্দোৎফুল্ল পক্ষীর মতো ছোঁ মেরে উঠে এসে ফণামণ্ডলে আরোহণ করতে যাচ্ছেন।'

বলদেব কর্ত্তৃক সান্ত্বনা :

৩২। শ্রীসঙ্কর্ষণ বলতে লাগলেন—'ওহে ওহে, ঐ যে সম্মুখে দেখুন দর্শনীয় স্নিগ্ধাঞ্জন চিক্কণ সেই কালরূপ, ভুজঙ্গের দন্তদংশনে লগ্ন বিষম বিষরূপ মহা অনলস্ফুলিঙ্গকণের চাকচিক্যের সহিত উপমা

মানাবহতভুজগ-ভোগ-বেষ্টন-শিথিলকচ-কলাপাঽলক-নিকরোষ্ণীষপীতবসনবনমালামালালিতবিগ্রহো বিগ্রহোপযুক্ততয়া পুনরপি দৃঢ়বদ্ধপরিকরঃ, পরিকরসুখদিদৃক্ষয়া ক্ষয়ায় ফণমণিমহসো মহসোস্সূয়মানমহসো নিজকলেবরস্য বরস্য প্রভয়া ভয়াক্রান্তেব নির্বাপিতেষু ফণমণিমহঃসু সুখমিদানীং দৃশ্যতাং মদ্বচসশ্চ তত্ত্বমনুভূয়তাম্। ভূয়তাং চ পরমানন্দবত্তয়া বিস্মৃতবৈকল্যৈঃ কল্যৈককল্যাণৈঃ' ইতি বিস্ময়-স্ময়-শবলেন বলেন নিগদিতা দিতাখিলশোকাঃ সর্ব এব ঘোষজুষো জুষোৎফুল্লনয়না নয়নানন্দকন্দং শ্রীকৃষ্ণমালোকয়ন্তো লোকয়ন্তোঽপি ভয়ানকমহীন্দ্রং যুগপদেব পদে বর্দ্ধমানমানন্দভয়য়োঃ শাবল্যং ভজন্তে স্ম ॥

মুচিতো বিক্রমো যত্র সঃ ; যদ্বা, করণে কার্যে বিষয়ে যুক্তবিক্রমঃ। ক্রমেণ বরীবৃধ্যমানোঽতিশয়েন বর্ধমানোঽবমানস্তিরস্কারস্তেনৈবাবহতং দূরীভূতং যদ্ ভুজগস্য মহাভোগেন বৃহদাভোগেন ভোগেন শরীরেণ বেষ্টনং তেন হেতুনা শিথিলাঃ, কচকলাপশ্চ অলকনিকরশ্চ উষ্ণীষশ্চ পীতবসনঞ্চ বনমালা চ তৈরেব যা শোভা তয়া লালিতো ললিতীকৃতো বিগ্রহো দেহো যস্য সঃ, বিগ্রহোপযুক্ততয়া নৃত্যমিষেণ কালিয়শিরসি পাদপ্রহারপ্রদানেচ্ছয়া দৃঢ়ং বদ্ধঃ পরিকরং পরিচ্ছদো যেন সঃ ; "ভবেৎ পরিকরো বৃন্দে পরিবারবিবেকয়োঃ। আরম্ভগাত্রিকাবন্ধপর্যঙ্কেষু পরিচ্ছদে ॥" ইত্যজয়ঃ। ফণানাং মণিমহসো মণিতেজসঃ ক্ষয়ায় চ বদ্ধপরিকরঃ, অতএব মহেন নির্নর্তিষোৎসবেন সোস্সূয়মানমতিশয়েন প্রাদুর্ভবৎ মহঃ কিরণো যস্য তথাভূতস্য কলেবরস্য প্রভয়া কান্ত্যা নির্বাপিতেষু। তত্র হেতুমুৎপ্রেক্ষতে—ভয়াক্রান্তেবেতি। কৃষ্ণগাত্রতেজস। মণিতেজাংসি ভীতানি জাতানি, অতএব তেন নির্বাপিতানীত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু মহাতেজসোঽগ্রে ক্ষুদ্রতেজস্তিরোধত্ত এব। অতএব যুষ্মাভির্বিস্মৃতবৈকল্যৈর্ভূয়তাম, বৈকল্যমপি স্মৃতিপথে মা তিষ্ঠত্বিত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? কল্যং সমর্থং নিরাময়ং বা একং মুখ্যংকল্যাণং ভাগ্যাতিরেকাদ্যেষাং তৈঃ ; "কল্যৌ সজ্জনিরাময়ৌ" ইত্যমরঃ। ইতি বিস্ময়স্ময়াভ্যামদ্ভুতহাস্যরসাভ্যাং শবলেন কর্বুরিতেন বলদেবেনোক্তাঃ সন্তঃ খণ্ডিতসমস্তশোকাঃ ; অতএব জুষা প্রীত্যা উৎফুল্লনেত্রাঃ ; 'জুষী প্রীতিসেবনয়োঃ' ভাবক্বিবন্তঃ। যুগপদেব পদে স্থানে বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণদর্শনেনানন্দো বর্ধতে, কালিয়দর্শনেন ভয়মিতি ॥

দেওয়া যায় না নিরুপম মণিময় অলঙ্কার সকলে ভূষিত, কার্যসম্পাদনে যথোপযুক্ত বিক্রমশালী, ক্রমশঃ অতি বর্দ্ধমান লাঞ্ছনার সহিত সর্পশরীরবেষ্টন মোচন করতে গিয়ে শিথিলীকৃত কচকলাপ-অলকনিকর-উষ্ণীষ-পীতবসন-বনমালার শোভায় ললিত, নৃত্যচ্ছলে কালিয়ের শিরে পাদপ্রহার প্রদানেচ্ছায় পুনরায় দৃঢ়বদ্ধ পরিচ্ছদবিশিষ্ট, স্বপরিকরের সুখ দর্শনেচ্ছায় ফণমণির ঔজ্জ্বল্য ক্ষয়ে বদ্ধপরিকর ঐ কাল রূপটি দেখুন। ওঁর নৃত্যের ইচ্ছারূপ উৎসবের দ্বারা বহুল কিরণ প্রকাশ হচ্ছে, নিজ অঙ্গের ঐ উজ্জ্বল জ্যোতিতে ফণিমণির তেজ যেন ভয়েই নির্বাপিত হয়ে যাচ্ছে—এইবার প্রাণভরে দেখে নিন, আমার কথার তত্ত্ব অনুভব করুন, দুর্যোগশান্তিরূপ কল্যাণের স্পর্শে বিকলতা ভুলে যান।'

বলদেব এরূপ অদ্ভুত-হাস্যরসমিশ্রিত কথা বললে অখিল শোকমুক্ত ব্রজজন প্রীতিতে উৎফুল্লনেত্র হয়ে নয়নানন্দকন্দ শ্রীকৃষ্ণকে এবং সঙ্গেসঙ্গেই ভয়ঙ্কর সর্পরাজকে দেখতে দেখতে কৃষ্ণবিষয়ে উচ্ছলিত আনন্দ আর সর্পরাজবিষয়ে ভয়—এ-উভয়ের মিশ্রিত এক ভাবে ভাবিত হয়ে পড়লেন।

৩৩। অথ শ্রীকৃষ্ণোঽপি তটস্থানতটস্থানতিমমতয়া মতয়া তান্ করুণাপাঙ্গেন কৃপাঙ্গেন কৃতার্থী-কুর্বন্নিখিলসুরকিন্নরনরসিদ্ধসিদ্ধসম্মানো মানোন্নতো নতোদ্ধারকঃ ফণমণ্ডলরঙ্গভুবি নিনর্তিষুর্যদি মনঃ সহচরীচরীকরীতি স্ম, তদৈব বিবুধা বিবুধা গন্ধর্ববিদ্যাধরাপ্সরসাং সরসাং গোষ্ঠীমারচয্য মৃদুমৃদঙ্গ-মুরজ-পণব-পণ-বহুলনৃত্যসাহায্যসম্পাদনায় সমবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥

৩৪। সমনন্তরমনন্তরহসি নিখিলকলাসৌভগবতি ভগবতি কর্কশমার্গরীত্যা দাক্ষিণাত্যপ্রবন্ধবন্ধমনু-সরতি গন্ধর্বাদয়োঽপি চচ্চৎপুটচাচপুটতালৌ গুরুলঘুপ্লুতদ্রুতদ্রুতার্দ্ধবিরামরামণীয়কবিদাং বরিষ্ঠৈঃ সশব্দ-নিঃশব্দাদিভেদবিচারচাতুরীগরিষ্ঠৈস্তালধারিভিরুদ্ঘাটয়ামাসুঃ ॥

৩৫। যথা— থৈয়াতথতথথৈয়া-,থৈথৈথৈয়াতথেতি গন্ধর্বাঃ।
তালং পাঠং বাদন-,মারেভির উচ্চৈকৈর্মুদিতাঃ ॥

৩৩। তটস্থান্ কূলস্থান্, মতয়া যুক্ত্যা অতিমমতয়া অতিশয়মমত্বেন হেতুনাঽতটস্থানন্নুদাসীনান্, তান্ ব্রজবাসিনঃ করুণাপাঙ্গেন করুণেনাপাঙ্গেন করুণরসময়কটাক্ষেণেত্যর্থঃ। কৃপা দয়ৈব অঙ্গং যত্র তথাভূতেন কৃতার্থীকুর্বন্ সন্ নিনর্তিষুর্যদি মন এব সহচরীকরোতি স্ম,—নৃত্যাঙ্গানাং বাদ্যগীতাদীনামপেক্ষিতত্বেঽপি তত্রান্যস্য প্রবেশাশক্তেঃ। স্ব-মানসমেব মার্দঙ্গিকাদিত্বেন স্থাপিতং তথাভূতমপি সহচরং স্বসঙ্গসঙ্গতমতিশয়েনাকরোদিত্যর্থঃ। সহচরীতি অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। নন্বেবমপি কথং নৃত্যসিদ্ধিঃ? তত্রাহ—অখিলানাং সুরাদীনাং সিদ্ধ এব সম্মানো নৃত্যসাধুবাদো যত্র সঃ। তত্র হেতুঃ—মানেন নাট্যশিল্পজ্ঞানেনোন্নতঃ। ন কেবলমেতাবত্ত্বমেব, কিন্তু নতোদ্ধারকো নতানাং ভক্তানাং স্বপ্রভুং তথা-ভূতমালোক্য ভয়বিহ্বলানাং তস্মাদুদ্ধারকর্ত্তা। অতএব বিবুধা দেবাঃ, বিবুধা বিশিষ্টপণ্ডিতাঃ, তদানীন্তন-ব্যবসায়ৌচিত্য-জ্ঞানাৎ। মৃদঙ্গাদিভিঃ পণবহুলস্য স্তুতিবহুলস্য নৃত্যস্য সাহায্যং সম্পাদয়িতুম্ ॥

৩৪। অনন্তরহসি অপরিমিতরহস্যে; রসোঽতিগুহ্যে সুরতে" ইতি বিশ্বঃ; যদ্বা, অনন্তস্য শেষনাগস্য রহস্যরূপে। অতঃ কালিয়ফণোপরি নৃত্যে কো বিস্ময় ইতি ভাবঃ ॥ (৩৫)

কালিয় মস্তকে কৃষ্ণের নৃত্য :

৩৩। অতঃপর অখিল সুরকিন্নরনরসিদ্ধদের নৃত্যসাধুবাদে সিদ্ধ-সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত, নটনপণ্ডিত, ভক্তোদ্ধারক শ্রীকৃষ্ণ যদি তটভূমিতে দাঁড়ানো অতিশয় মমতায় আসক্ত ব্রজবাসিদের করুণরসময় কটাক্ষে দয়া সম্বলিত কৃতার্থতা সম্পাদন করতে করতে ফণমণ্ডলরঙ্গভূমিতে নৃত্য করতে ইচ্ছা করলেন তখন সঙ্গতকারীরূপে নিলেন নিজ মনকে। আর এদিকে গান-বাজনায় পণ্ডিত দেববৃন্দ ঠিক সেই সময়েই গন্ধর্ব-বিদ্যাধর-অপ্সরাগণকে নিয়ে সরস গোষ্ঠী রচনা করে মৃদু মৃদঙ্গ-মুরজ-পনব-পণের সঙ্গতের দ্বারা পরমপ্রশংসনীয় নৃত্যের সাহায্য করবার জন্য এসে উপস্থিত হলেন সেখানে।

৩৪। অনন্তর অনন্ত রহস্যময় নিখিল কলাপারদর্শী শ্রীকৃষ্ণ কর্কশমার্গরীতিতে দাক্ষিণাত্য-প্রবন্ধবন্ধন অনুসরণে নৃত্য আরম্ভ করলে গন্ধর্বাদিও গুরু-লঘু-প্লুত-দ্রুতদ্রুত-অর্দ্ধবিরামাদির সৌন্দর্যবোধে পণ্ডিত সশব্দ-নিঃশব্দাদি ভেদবিচার-চাতুরীগরিষ্ঠ তালধারীগণের দ্বারা চঞ্চৎপুট ও চাচপুট তাল উদ্ঘাটন করে দিলেন।

৩৬ । উদ্ঘাটয়ন্তি শব্দং, তালং পাঠং চ তে যথা বিরুদম্ ।
অয়মপি তথৈব নৃত্যতি, ফণিনঃ ফণতঃ ফণান্তরং গচ্ছন্ ॥

৩৭ । নিজকল্পিতয়া গত্যা, নৃত্যতি কৃষ্ণো যথা স্বৈরী ।
ন তদনুরূপং গাতুং, বাদয়িতুং পঠিতুমপ্যমী শেকুঃ ॥

৩৮ । একো নৃত্যন্নথ ফণিপতেঃ শীর্ষতঃ শীর্ষ্ণি গচ্ছন্
স্বেনাক্৯প্তাং বদনবিধুনোদ্ঘাটয়ন্ শব্দমালাম্ ।
ঘাতে ঘাতে চরণকমলাঘাতভঙ্গ্যোন্নমন্তং
শীর্ণং কৃত্বা নময়তি ফণং পণ্ডিতস্তাণ্ডবেশঃ ॥

৩৯ । দ্রাং দ্রাং দ্রাং দৃমিদৃমিথোঙ্গথোঙ্গথোঙ্গি-,ত্যুত্তালপ্রসৃমরতালপাঠগত্যা ।
বিন্যস্যন্নদয়মুদারপাদপদ্মং, বভ্রাজে ফণিফণরঙ্গভঙ্গরঙ্গী ॥

৪০ । অথৈবং শ্রীকৃষ্ণস্য নিজগতিবিশেষমনুকর্তুমশক্নুবন্তোঽবন্তো ব্রীড়ামায়তমানা যতমানা অপি গন্ধর্বা অপ্সরসশ্চ যদি ন প্রভবন্তি স্ম, তদামী হর্ষোৎকর্ষোৎকমনসঃ স্বাতন্ত্র্যেণৈব ননৃতুর্জগুশ্চ ॥

---

৩৬ । যথাবিরুদং চণ্ডবৃত্তমঞ্জর্যাদিলক্ষণং বিরুদমনতিক্রম্য ॥

৩৭ । অমী গন্ধর্বাদয়ঃ ॥

৩৮ । ঘাতে ঘাতে প্রতিঘাতমেব স্বেন বদনবিধুনা স্বমুখচন্দ্রেণ ॥

৩৯ । অদয়ং নির্দয়ং যথা ভবত্যেবং পাদপদ্মং বিন্যস্যন্ সন্ বভ্রাজে ভ্রাজতে স্ম । শঙ্কুশরাবঘটোপরি পরিপাটীভির্নটন্তি শৈলূষাঃ, ইতি তানতিচিক্রমিষুঃ ফণিফণমন্তু নর্নৃত্যত্যাসৌ কৃষ্ণঃ ॥

---

৩৫ । তারা আনন্দিত মনে 'থৈয়া-ত-থ-ত-থ-থৈয়া= থৈ-থৈ-থৈ-থৈয়া-ত-থ' এরূপ বোল উচ্চ কণ্ঠে বলে বলে বাজাতে লাগলেন ।

৩৬ । তারা চণ্ডবৃত্তমঞ্জর্যাদিলক্ষণ বিরুদানুসারে শব্দ-তাল-পাঠ যেরূপ তাঁরা উদ্ঘাটন করতে লাগলেন কৃষ্ণও সেইরূপ নাচতে লাগলেন ফণীর ফণা থেকে ফণান্তরে পদক্ষেপে ।

৩৭ । কখনও নিজ কল্পিত গতিতে কৃষ্ণ স্বেচ্ছাচারীর মতো নাচতে আরম্ভ করলে তারা ওঁর সঙ্গে সঙ্গত করে গাইতে বাজাতে বোল উচ্চারণ করতে পারল না ।

৩৮ । অতঃপর নাচতে নাচতে ফণিপতির মস্তক থেকে মস্তকান্তরে পাদক্ষেপ করতে করতে নিজমুখচন্দ্রে রচিত বোলচয় আবৃত্তি করতে করতে নৃত্যের তালে তালে পাদক্ষেপে আঘাতে আঘাতে ফণির উন্নত মস্তক চূর্ণ করে নত করে দিতে থাকলেন একা সর্বেশ্বর নটনপণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ।

৩৯ । 'দ্রাং দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি থোঙ্গ থোঙ্গ থোঙ্গ' এ-প্রকার উত্তাল প্রসরণশীল বোলের গতিতে উদার পাদপদ্ম নির্দয়ভাবে বিন্যাস করতে করতে দীপ্তি পাচ্ছেন ফণিফণরঙ্গভঙ্গরঙ্গী শ্রীকৃষ্ণ ।

৪০ । অতঃপর এ-প্রকার শ্রীকৃষ্ণের নিজগতিবিশেষের সহিত তাল দিয়ে চলতে অসমর্থ

৪১। অথ তুমুলেষু দিবি দুন্দুভিহুঙ্কারেষু, ঘনগভীরেষু ভেরীভাঙ্কারেষু, স্বভাবমুখরেষু মুনিগণস্তবনেষু, নিপতন্তীষু চ নন্দনবনকুসুম-বৃষ্টিষু, বহুবিধমেধমানেষু চ দিবিষদাং ঘোষবাসিনাং চ প্রমোদেষু, বিবুধদ্রুহাং চ বৈমনস্যেষু, তাণ্ডবচণ্ডিমানমারব্ধবতঃ শ্রীবনমালিনো নির্দয়নির্ভরবিন্যস্যমানচরণকমলাঘাতখেদখিন্নতয়া প্রতিফণং বমদসৃগ্ধারমাভুগ্ননয়নমতিশীর্ষসন্তোগমাকুলতয়া ম্রিয়মাণমিব তমাশীবিষপতিং পতিং বিলোক্য বিষণ্ণহৃদো হৃদোপনীয়াপত্যানি পত্যা নিধনং গচ্ছতেব সকাতর্য্যং মমতয়া নিরীক্ষমাণাস্তেন চাতিশয়দোদূয়মানমানসাঃ 'ন সাম্প্রতং ভগবদনুগ্রহমৃতে মৃতেরস্য নিরাসকং বর্ত্ততে' ইতি মনসি বিভাব্য ভাব্যনুকম্পাং ভগবতোঽভিকাঙ্ক্ষন্ত্যস্তদ্বনিতা নিতান্তশোক-কর্ষিতত্বেন ত্যক্ত-সাধ্বসং সাধ্বসংহিতলজ্জং ভগবৎসবিধমভ্যাগত্য সশোক-কাতর্য্যং কলমধুরং স্তুবন্তি স্ম ॥

৪২। 'জয় জয় দেব ! দেবঘটামুকুটমহামারকত ! কতমদস্তি ভবতঃ পরং পরংব্রহ্ম ব্রহ্ম-শিতিকণ্ঠ-

---

৪০। ব্রীড়ামবন্তঃ পালয়ত প্রাপ্নুবন্ত ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—আয়তমানা বিস্তৃতগর্বাঃ, যতমানা যত্নবন্তোঽপি ॥

৪১। বিবুধদ্রুহামসুরাণাং বৈমনস্যেষু এধমানেষু নির্দ্দয়ং নির্ভরং চ যথা স্যাত্তথা বিন্যস্যমানয়োশ্চরণকমলয়োরাঘাতখেদেন খিন্নতয়া বমন্তি মুখানি অসৃগ্ধারাং যস্য তম্, মুখানীত্যস্য বৃত্তাবন্তর্ভাবঃ; জহচ্ছব্দঃ স্বার্থং যত্র সা জহৎস্বার্থা লক্ষণেতি যাবৎ। আশীবিষপতিং সর্পরাজম্, পতিং স্বভর্ত্তারম্। কীদৃশ্যঃ? পত্যা কালিয়েন নিধনং মৃত্যুং প্রাপ্নুবতা নিরীক্ষ্যমানাস্তেন হেতুনা অতিশয়েন দোদূয়মানং পুনঃপুনরুপতপ্যমানং মানসং যাসাং তাঃ। ভাব্যনুকম্পাং ভাবিনীমনুকম্পাম্, সাধু যথা স্যাত্তথা; ন সংহিতা ন বদ্ধা লজ্জা যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা ॥

৪২। হে দেব! জয় জয়। নমু কিমহমিন্দ্রচন্দ্রাদিদেবানামেকতমোঽস্মি? তত্র ন হি ন হীত্যাহুঃ—দেব-

---

গর্বোদ্ধত গন্ধর্ব অপ্সরাগণ লজ্জিত হয়ে পড়ল, যত্নবান্ হয়েও যদি পেরে উঠল না তখন আনন্দ উচ্ছল মনে সতন্ত্রভাবেই তাঁরা নাচগান করতে লাগল।

৪১। অতঃপর আকাশে তুমুল দুন্দুভির হুঙ্কার, ভেরীর ঘনগম্ভীর ভাঙ্কার, স্বভাবমুখর মুনিগণের স্তবন, এবং নন্দনবনের পুষ্পবৃষ্টি হতে থাকলে, দেবতাবৃন্দ ও ব্রজবাসিজনের আনন্দ আর অসুরগণের বিমনস্কতা উদ্বেলিত হয়ে উঠলে, উদ্দাম তাণ্ডবনৃত্য আরব্ধবান্ শ্রীবনমালির অতি নির্দয়ে পাতিত চরণকমলের আঘাত-যন্ত্রণার চোটে কালিয়ের প্রতি ফণ থেকে রক্তবমন হতে লাগল ধারাপ্রবাহে, নয়ন ঠেলে বেড়িয়ে আসতে লাগল, ফণা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে লাগল। অতি আকুলতায় ম্রিয়মান্ সেই সর্পরাজ পতিকে দেখে, ও বিষণ্ণহৃদয়া মৃতকল্পস্বামী মমতায় সকাতরে তাঁদের দিকে চেয়ে আছে এরূপ দেখে অতি দুঃখীতমনা নাগপত্নীগণ 'এখন এর ভগবদনুগ্রহ বিনা বাঁচবার উপায় নাই' এরূপ বিচার করে নিতান্ত শোকাচ্ছন্ন হেতু ভয় ছেরে দিয়ে লজ্জার বন্ধনে জলাঞ্জলি দিয়ে পুত্রকন্যা কোলে নিয়ে কৃষ্ণের সম্মুখে এসে শোক-কাতরতার সহিত কলমধুরকণ্ঠে স্তব করতে লাগলেন—ভাবি অনুকম্পার প্রার্থনা মুখে।

নাগপত্নীগণের স্তবস্তুতি :

৪২। 'জয় জয় দেব ! হে দেববৃন্দের মুকুটের মহামরকতমণি ! আপনি বিনা অন্য কে আর

কণ্ঠরত্নায়মানগুণরত্নাকর ! রত্নাকরতনয়া-কর-লালিতং তব পাদাম্ভোজং ভোজং ভোজমেব মানসমুখেন সুখেন সুযোগিনঃ পরমহংসা হংসা ইব ক্ষীরনীরয়োর্নীরমিব পুরুষার্থ-সার্থ-মুখ্যমপবর্গমপবর্গযোগ্যং কুর্বন্তি ॥

৪৩। কুর্বন্তিকে শ্রবসোরস্মন্নিবেদনং বেদনপ্তৃক ! সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ! বিগ্রহমাত্রক্ষপিত-সর্ব-দানব ! সর্বদা নব ! নবব্যূহপর ! পরমপুরুষ ! রুষমপহর ॥

৪৪। ত্বমভিনবাসুদেবো বাসুদেবোঽসি, ত্বমখিলতাপসঙ্কর্ষণঃ সঙ্কর্ষণশ্চ, ত্বমখিলঘোষবাসিনাং

ঘটেতি। সর্বদেবারাধ্যো নারায়ণস্ত্বমিতি ভাবঃ। ননু কেষাঞ্চিন্মতে পরব্রহ্মণ এব সর্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যং শ্রূয়তে ? তত্রাহুঃ—ভবতঃ পরং ত্বত্তোঽন্যভূতং পরং ব্রহ্ম কতমৎ ? ত্বদেব পরব্রহ্মেত্যর্থঃ। ননু তত্তু নির্গুণত্বেন প্রসিদ্ধম্, অহন্তু সগুণ এব তদ্বিপরীতঃ ? তত্রাহুঃ—ব্রহ্মশিতিকণ্ঠয়োর্বিবিধভবয়োঃ কণ্ঠে রত্নায়মানানাং গুণরত্নানাং গুণমুখ্যানামাকর ! হে খনি-রূপ ! "রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি" ইত্যমরঃ। ভগবদ্গুণানামপ্রাকৃতত্বাত্ত্বমেব নির্গুণং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। প্রাকৃতত্বে তাভ্যা-মাদরেণ কীর্তনীয়ত্বং ন স্যাদিতি ভাবঃ। তত্র সতাং প্রবৃত্তিমপি প্রমাণয়ন্তি—রত্নাকরেতি। ভোজং ভোজম্, আস্বাদ্যা-স্বাদ্য; মানসং মন এব মুখং তেনাপবর্গং মোক্ষমপি অপবর্গযোগ্যং ত্যাগার্হং কুর্বন্তি, ত্বদঙ্ঘ্রি চিন্তনাস্বাদেন ব্রহ্মজ্ঞান-সাধ্যস্য মোক্ষস্যারোচকত্বে কৃতে ব্রহ্মতোঽপি ত্বন্মাহাত্ম্যং প্রত্যুতাধিকমেবাবসীয়ত ইতি ভাবঃ॥

৪৩। অতঃ শ্রবসোঃ কর্ণয়োরন্তিকে অস্মন্নিবেদনং কুরু। বেদোঽপি নপ্তা নতিকর্তা যস্য। যথা বেদঃ প্রণম্যৈব ত্বাং স্বতাৎপর্যববধাপয়তি, তথা বয়মপি নিবেদয়াম ইতি ভাবঃ। ননু কেষাঞ্চিন্মতে বেদা নিরাকারপরা এব ? তত্রাহুঃ—সচ্চিদিতি। তন্মতেঽপি তবাপ্রাকৃতত্বাৎ নির্গুণ এব নিরাকারোঽপি ত্বমেবেতি ভাবঃ। কথং তর্হি দেবক্যামর্বাচীন ইব জাতোঽস্মি ? তত্রাহুঃ—বিগ্রহমাত্রেণৈব ক্ষপিতাঃ সংহৃতাঃ সর্বে দানবা যেন। ভূভারসংহারণার্থং কৃপয়ৈব ত্বমাবি-র্ভূতোঽসীত্যতো ন ত্বমর্বাচীনঃ, কিন্তু পুরাণপুরুষোত্তম এবেতি ভাবঃ। কিঞ্চ, বিগীতং পুরাতনত্বং ত্বয়ি নাস্তীত্যাহুঃ—সর্বদা এব নব ! নবীন ! নিত্যনবীনত্বেনৈব তব পুরাণত্বমিতি ভাবঃ। তদেব বিবৃণ্বন্তি—হে নবব্যূহপর ! যথোক্তং সাত্বততন্ত্রে—"চত্বারো বাসুদেবাদ্যা নারায়ণনৃসিংহকৌ। হয়গ্রীবো মহাক্রোড়ো ব্রহ্মা চেতি নবোদিতাঃ ॥" ইতি। অতো হে পরমপুরুষ ! রুষং দুষ্টনিগ্রহার্থামপ্যপহর ॥

৪৪। ব্যূহানেব মুখ্যান্ স্পষ্টীকুর্বন্তি। অভিনবোঽস্বূনাং প্রাণানাং দেবঃ প্রাণনাথোঽসীত্যর্থঃ। প্রেম্ণৈব প্রকৃষ্টং

পরংব্রহ্ম আছে, আপনিই একমাত্র পরংব্রহ্ম, হে ব্রহ্মাশিবের কণ্ঠে আদরে কীর্তিত গুণরত্নের আকরভূমি ! লক্ষ্মীকর-লালিত আপনার পদকমল মনোমুখে সুখে আস্বাদন করতে করতে সুযোগী পরমহংসগণ হংস যেমন ক্ষীরনীরের মধ্যে নীর ত্যাগ করে তেমনই পুরুষার্থ-সার্থ-মুখ্য মোক্ষকেও ত্যাগ যোগ্য করে দিচ্ছেন।

৪৩। কর্ণতটবর্তী করুন আমাদের নিবেদন হে বেদস্তুত্য ! হে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ! হে বিগ্রহধারণমাত্র নাশিত-সর্বদানব ! নিত্যনূতনের মাঝে হে পুরাতন ! হে বাসুদেব-নারায়ণ-নৃসিংহাদি নবব্যূহপর ! হে পরমপুরুষ ! ক্রোধ শান্তি করুন।

৪৪। আপনি অভিনব প্রাণপতি বাসুদেব, অখিল তাপহারী সঙ্কর্ষণ, অখিল ব্রজবাসিদের

প্রেমপ্রদ্যুম্নঃ প্রদ্যুম্নশ্চ, ত্বমাত্মমায়য়া নিরুদ্ধোঽনিরুদ্ধোঽসি, ত্বমখিলদেবতাত্মা বতাত্মা ব্রজবাসিনাম্। প্রসীদ সীদত্যয়ং ফণিপতিঃ ॥

৪৫। অস্য রস্যতমং সুকৃতং কৃতং কিয়দ্বাস্তি, যেন তেঽসুর-সুরকিন্নর-নরর্ষি-দেবর্ষিগণবন্দ্যমান-মাত্মারামরামণীয়কহতসমাধি-সমাধিদুর্লভং চরণকমলং কমলঙ্করোতি যদিদং তদনায়সেনাসকৌ সকৌতুক-নটনাটনাহিতং প্রতিফণমেবমেব বিভর্ত্তি ॥

৪৬। ভো অতীতগুণত্রয় ! গুণত্রয়কৃতোঽয়ং প্রপঞ্চঃ স্বয়মেব ভবতা ভবতাপহারকেণ নিখিলমনঃ-শোধনসত্ত্বেন সত্ত্বেন পাল্যতে, অনুকৃতকপিকচ্ছুরজসা রজসা সৃজ্যতে, অবধীরিতনিবিড়মসা তমসা সংহ্রিয়তে, নামমাত্রমত্র মহাভুজ ! গরুড়াসন-কমলাসন-বৃষাসনানাম্ ॥

ধনং যত্র সঃ ; দ্যুম্নমর্থ রৈবিভবা অপি" ইত্যমরঃ। আত্মমায়য়া যোগমায়য়া নিরুদ্ধঃ, অন্যৈরজ্ঞেয়-তত্ত্বত্বাৎ। নন্বেবং-ভূতোঽস্মি চেন্মচ্চরণস্পর্শো ভাগ্যমেব, কিমিতি বিষীদথ ? তত্রাহুঃ,—ফণিপতিঃ সর্পমুখ্যঃ, অতিতামস-জাতিত্বাৎ তৎ-স্বভাগ্যানভিজ্ঞ ইতি ভাবঃ ॥

৪৫। তৎ পুনরস্মাভিস্ত্বনুভূয়ত এবেত্যাহুঃ,—অস্যেতি। আত্মারামাণাং রামণীয়কং রমণীয়ত্বং যতঃ, হতঃ সম্যগা-ধির্মনোব্যথা যতঃ, স চ স চ যঃ সমাধিস্তত্রাপি দুর্লভম্। যদিদং কং সুখমলমত্যর্থং করোতি ; যদ্বা, কং জলমলঙ্করোতি, কিন্তু, ন কমপীতি পুনর্দুর্লভত্বম্। সকৌতুকং যৎ নটনমটনং চ তাভ্যামাহিতমর্পিতম্ ; বদ্বা, সম্যক্ হিতম্ ॥

৪৬। নন্ কিমিত্যেবমাদ্রিয়তে, দুষ্টোঽয়ং ময়া নিগ্রহীতব্য এব ? তত্র দুষ্টতাশিষ্টতয়োস্ত্যাগোপাদানে তৎপর-তন্ত্রাণাং জীবানাং স্বতো ন সম্ভবত ইতি বক্তুং তস্য নিরতিশয়ৈশ্বর্যং বিবৃণ্বন্ত্য আহুঃ,—ভো অতীতেতি। ভবতাপ-

---

প্রেমরূপ প্রকৃষ্ট ধনের পাত্র প্রদ্যুম্ন, আপনি যোগমায়া প্রভাবে অন্যের অজ্ঞেয় তত্ত্ব, তাই অনিরুদ্ধ, আপনি অখিল দেবতার অন্তর্যামি, অহো ব্রজবাসিদের প্রাণ। প্রসন্ন হউন, এ ফণিপতির প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে।

৪৫। অহো এ-কালিয়ের পূর্বকৃত পরমসরস সুকৃতি কি পরিমাণ, যাতে সে অসুর-সুর-কিন্নর-রাজর্ষি-দেবর্ষিগণের বন্দনীয়, আত্মারামগণের রমণীয়তা প্রতিপাদক, মনোব্যথা নিঃশেষে দূরকারী, সমাধিতেও দুর্লভ, সকৌতুকে নটন-ভ্রমণে অর্পিত চরণকমল অনায়াসে সচ্ছন্দে প্রতিফণোপরি ধারণ করছে।

৪৬। (এতে আর কি হল—এতো দুষ্ট, শাসনেরই যোগ্য—তা বটে, তবে দুষ্টতা শিষ্টতা ত্যাগ শ্রীভগবৎ-অধীন, জীবের স্বতঃ সম্ভব নয়। এ-কথা বলতে গিয়ে শ্রীভগবানের নিরতিশয় ঐশ্বর্যের কথা বলা হচ্ছে—)

হে অতীতগুণত্রয় ! স্বয়ং আপনিই গুণত্রয়ে রচিত এ-বিশ্ব নিখিল মনোশোধনতৎপর সত্ত্বগুণে পালন করেন, কণ্ডুরাচূর্ণসদৃশ রক্তবর্ণ রজগুণে সৃষ্টি করেন, নিবিড় তমসা তিরস্কারী কৃষ্ণবর্ণ তমোগুণে সংহার করেন। হে মহাভুজ ! গরুড়াসন বিষ্ণু - কমলাসন ব্রহ্মা - বৃষাসন শিব নামমাত্রই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্তা।

৪৭। কিঞ্চ, নিষ্কিঞ্চনপ্রিয় ! গুণতারতম্যেন জীবতারতম্যে ন জীবঃ স্বগুণগুণদোষৌ হাতুমর্হতি। তেনাস্য তমোজনিতয়া তমোজনিতয়া খলতয়া খলতয়া তুল্যং সৌজন্যম্, জন্যং কেন কদর্থয়তি। তবৈবেয়ং মায়া মা যাপয়িতুং শক্যতে। বিলোক্যতে বিলোদবসিতানামীদৃশ্যেব রীতিঃ ॥

৪৮। তেনায়ং নাপরাধ্যতি, রাধ্যতিরুণরসে প্রভবতি ভবতি ভবতি ক উপেক্ষ্যঃ। সমদৃশস্তব শস্তবহুলঃ সম এব সর্বঃ পন্থাঃ, কুরু কৃপামরম্, পামরং জীবমমুং জীবনেন ন মোচয়িতুমর্হসি ॥

৪৯। যং ভগবন্তং ভবন্তং ভব-কমলা-কমলাসন-প্রভৃতয়োঽপি যতয়োঽপি যতমানা হৃদাপি দাপিতাবধানা ন বেদিতুমর্হন্তি, তমসাবতি তমসাবতিষ্ঠমানগরিষ্ঠমানগরিমপুষ্টমতিঃ কথং বিদাঙ্করোতু ॥

হারকেণাপি ভবতা পালাত ইতি বিরোধঃ নিখিলানাং মনঃশোধনে মনঃ শোধয়িতুং সত্ত্বং সত্তা যস্য তেন সত্ত্বেন ; অনুকৃতং সদৃশীকৃতং কপিকচ্ছূরজঃ কণ্ডূরাচূর্ণং যেন তেন। কপিকচ্ছূরালকুষীতি, পাশ্চাত্যদেশে কৌঁচ ইতি খ্যাতা ; "কপিকচ্ছূশ্চ মর্কটী" ইত্যমরঃ ॥

৪৭। স্বস্য গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ, গুণদোষৌ শিষ্টতাদুষ্টতে। তেনাস্য কালিয়স্য তমোজানতয়া তামসজন্মত্বেন, খলতয়া খলত্বেন হেতুনা। কাদৃশ্যা তমোজনিতয়া ? তমসা ক্রোধেনোৎপাদিতয়া, খলতয়া আকাশলতয়া তুল্যং সৌজন্যম্, অসম্ভবমেবেত্যর্থঃ। জন্যং জনহিতম্। যদি দণ্ডেনাপি ন স্বভাবপরিত্যাগঃ, ততঃ কিং দণ্ডেনেত্যাহুঃ—তবৈবেতি। বিলোদবসিতানাং বিবরগৃহাণাম্ ;—"গৃহেগেহোদবসিতম্" ইত্যমরঃ ॥

৪৮। কিঞ্চ, ত্বয়ি পুনরসাবনুকম্প্য এব ভবিতুমর্হতি, ন তু দণ্ড্য ইত্যাহুঃ,—রাধী সিদ্ধ এবাতিকরুণরসো যত্র তস্মিন্। ন চান্যেষামিব কৃপায়ামসামর্থ্যমিত্যাহুঃ,—প্রভবতি প্রভবিষ্ণৌ, ভবতি ত্বয়ি। দণ্ডানুগ্রহয়োঃ প্রতিকূলত্বানুকূলত্বাভ্যাং প্রতীতয়োরপি ত্বৎকর্তৃকত্বাদ্‌যদ্যপি তুল্যত্বমেব, এতাদৃশদণ্ডস্যাপি শুভোদর্কত্বাৎ, তথাপ্যস্মিন্নতিমূঢ়ে কৃপাপক্ষ এবোচিত ইত্যাশয়েনাহুঃ—সমেতি। শস্তবহুলো মঙ্গলপ্রচুরঃ, সর্বঃ পন্থাঃ, দণ্ডশ্চ নিগ্রহশ্চ ; কৃপাং কুরু ; অরং শীঘ্রম্ ॥

৪৯। মামেব জ্ঞাপয়িতুমহমেব প্রভাবমাবিষ্কৃত্য দণ্ডয়ামীতি চেদত আহুঃ,—যমিতি। হৃদা চিত্তেন প্রয়োজককর্ত্রা।

৪৭। আরও, হে নিষ্কিঞ্চনপ্রিয়, গুণ-তারতম্যেই জীব-তারতম্য হয়ে থাকে। জীব নিজের গুণানুসারে প্রাপ্ত শিষ্টতা দুষ্টতা ছাড়তে পারে না—এ-কালিয়ের জন্ম তমোগুণ থেকে হওয়ার দরুণ তামসোদ্ভুত খলতা এতে স্বাভাবিক, সৌজন্য আকাশলতা তুল্য এতে অসম্ভব, জনহিতকর কার্যকে এ অনাদর করে, আপনার এ-মায়া নিরসনের শক্তি এর নাই—গর্তগৃহবাসিগণের এরকম রীতিই দেখা যায়।

৪৮। স্বধর্মবশে করেছে বলে এ-কর্মে এর কিছু অপরাধ ধরা যায় না—নিত্যসিদ্ধ করুণাসসাগর নিরতিশয় ঐশ্বর্যশালী আপনার কে উপেক্ষার পাত্র হতে পারে ? আপনার সকল পন্থাই মঙ্গলপ্রচুর ও সম। শীঘ্র কৃপা করুন, এ পামর জীবকে প্রাণে মারা কি আপনার সাজে।

৪৯। যে ভগবান্ আপনাকে শিব-লক্ষ্মী-ব্রহ্মা প্রভৃতি এবং যতিগণও যত্নশীল চিত্তে সাধিত অবধানের দ্বারাও জানতে পারে না সেই আপনাকে তমোগুণ-দোষের ভিতর সদা অবস্থিত অতিগর্বের গৌরবে পুষ্টবুদ্ধি এ-কালিয় কি করে জানবে।

৫০। তব হেলাকৃতনটনটনটনৎকারিবেদনাবেদনাভিভূতোঽয়ং মহাসারোঽপি রোপিতহৃন্মর্মব্রণ ইব শ্বাসমাত্রাবশিষ্টোঽশিষ্টোঽপি মহাপ্রাণো হা! প্রাণোজ্ঝিতো ন ভবতু ॥

৫১। ক্ষম্যতাময়মপরাধ, মা বৈধব্যমস্তু, পতিদানং বিধীয়তাম্' ইতি কাতরতরগদ্গদগদনপরাণামহি-মহিলানাং তদনুগ্রহগ্রহণগ্রহিলানাং কলকোমলমলরহিতহিতকাকুলপিতমাকর্ণ্য জাতানুগ্রহো ভগবান্ শিথিলীকৃতকৃতকনিগ্রহো বিগলিতরোষোদয়ো দয়োদ্ধুরমনা মনাগ্বিহস্য মধুমধুরতরমুবাচ ॥

৫২। 'মা ভৈষ্ট ভো মা ভৈষ্ট। মম বিরতোঽয়ং তোয়ং লব্ধেব মহানলো ভবতীনাং বচনেনানেনানেকোঽপি কোঽপি কোপঃ; তদয়ং পন্নগো ন গোচরো ভবিষ্যতি মৃত্যোঃ। তস্মাদয়ং মমেমনাক্রীড়ম-

---

দাপিতমবধানং যেভ্যস্তে। তং ভবন্তমসৌ কালিয়ঃ, অতিতমসা হেতুনাবতিষ্ঠমানস্য সদা তিষ্ঠতো গরিষ্ঠস্য মানস্য গর্বস্য গরিম্ণা গৌরবেণ পুষ্টা মতির্যস্য সঃ। বিদাঙ্করোতু জানাতু ॥

৫০। কারুণ্যমুৎপাদয়ন্ত্যঃ সদৈন্যং তর্জন্যা দর্শয়ন্ত্য আহুঃ,—হেলয়া কৃতেনাপি নটনেন হেতুনা যা টনটনৎকারিণী বেদনা পীড়া তস্যা বেদনেনানুভবেনাভিভূতোঽয়ং মহাসারোঽপি মহাবলোঽপি মহাপ্রাণঃ প্রাণিত্বাংশেন তু মহানেবেত্যর্থঃ ॥

৫১। অস্মৎসম্বন্ধেনাপ্যেষ রক্ষ্যতামিত্যাহুঃ—মা বৈধব্যমস্ত্বিত্যুক্ত্বাপি পতিদানং নো বিধীয়তামিতি বদন্তীনাময়মভিপ্রায়ঃ—যদ্যপি ত্বাং সদা ভজন্তীনামস্মাকং ত্বদ্বহির্মুখেনানেন পত্যা অলমেব, তথাপি বৈধব্যেঽপি স্ত্রীত্বাদস্বাতন্ত্র্যেণাস্মাকং পুনঃ কেনাপি বলিনাঽন্যেন সর্পেণাবশ্যমাক্রংস্যমানত্বাৎ, তস্যাপি ত্বদ্বহির্মুখত্বাবিশেষাৎ, প্রত্যুত ঔপপত্যজুগুপ্সাতশ্চায়মেব ত্বচ্চরণস্পর্শজনিতভাগ্যঃ পতির্বরং তিষ্ঠত্বিতি। অতএব হি দুষ্টস্য পত্যুর্ভগবৎকরিষ্যমাণশাস্তিমেবেচ্ছন্তীনাং প্রথমমনুপসর্পণম্, সম্প্রতি তু তস্য শরণাগতিলক্ষণভক্তিং জাতামনুমায়হৃষ্যন্তীনাং তত্র প্রীতিরিতি। যদুক্তম্ (ভা° ১০।১৬।৩০) "তমরণং শরণং জগাম" ইতি। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধাবপি দাসভক্তপ্রস্তাবে—(৩।২।২৩) "শরণ্যাঃ কালিয়-জরাসন্ধবদ্ধ-নৃপাদয়ঃ" ইতি। অহিমহিলানাং সর্পসুন্দরীণাং কৃতকনিগ্রহঃ কৃত্রিমদণ্ডঃ। মনাগ্ বিহস্যেতি তাসামপি তথাভক্তিনিষ্ঠানুভবাৎ ॥

৫২। অনেকোঽপি প্রচুরোঽপি কোঽপি অনির্বচনীয়ঃ কোপঃ; শ্লেষেণ—ন একঃ, ন মুখ্যঃ,—কৃতকনিগ্রহ ইতি

৫০। আপনি হেলাখেলায় যে নৃত্য করেছেন তার আঘাত জনিত পীড়ার টনটনানি বেদনায় কাতর, মহাবলবান্ হয়েও হৃদয়ে রোপিত মর্মব্রণে পীড়িত ব্যক্তির মতো শ্বাসমাত্র অবশিষ্ট এ-কালিয় অশিষ্ট হলেও একটা প্রাণী তো, মহানই বটে—হায় হায় প্রাণে যেন না মরে।

৫১। এ-অপরাধ ক্ষমা করুন, আমাদের যেন বৈধব্য উপস্থিত না হয়, আমাদিগকে পতি দান করুন' এরূপ অতিকাতর গদ্‌গদ কণ্ঠে কথনপর সর্পসুন্দরীদের কলকোমল-অমল-হিতকাকুবাক্য শ্রবণ করে শ্রীভগবানের চিত্তে অনুগ্রহের উদয় হল, তাঁর কৃত্তিম দণ্ডনিগ্রহ শিথিলীকৃত হয়ে পড়ল, রোষোদয় বিগলিত হয়ে গেল—দয়ায় উচ্ছলিত হয়ে একটু হেসে তিনি মধুর মধুর বলতে আরম্ভ করলেন।

কৃষ্ণ কর্তৃক অভয় দান ও কালিয় কর্তৃক স্তব ঃ

৫২। ভয় করো না ভো ভয় কর না। আমার এ-কোপ প্রচণ্ড হলেও কোন অনির্বচনীয়

পহায় যত এবাগতস্তত্রৈব প্রতিযাতু। যা তু মদীয়চরণচিহ্নচারুলক্ষ্মীরস্য রস্যতমোত্তমাঙ্গসঙ্গিনী, তামালোকয়তো গরুড়াদপি ন ভয়ম্' ইতি ভগবদুক্ত্যুপরমে পরমেণাঽঽশ্বাসেন নির্বৃতহৃদয়ো হৃদয়োভারভুগ্নমিব যদাসীৎ, তদতিলঘু লঘু মন্যমানোঽমানোঽয়ং ফণিপতিঃ সভয়ভক্তিশ্রদ্ধমাহ ॥

৫৩। 'ভো ভগবন্! প্রভবতো ভবতো ভুবীয়মাবির্ভূতির্ভূতিকৃতে সাধূনামসাধূনামভিভবায়। ভবায় ভব্যানাং ভব্যানাং ভক্তানাং চাঽঽচন্দ্রভাস্করং ভাস্করস্মিতমনোবিনোদায়, বিনোদায় চ পরমাশুভানামাশুভানামুদয়ায় ॥

৫৪। দয়ায়তন! তত্তচিতোঽয়ং তোয়ং তে ক্রীড়োচিতং দূষয়তো মম নিগ্রহোঽনুগ্রহশ্চানুত্তমশ্চাতঃ কোঽপরঃ? কোপরসতো নৃত্যতস্তব সকলমঙ্গলাস্পদ-পদকমল-লক্ষ্মলক্ষ্মীভর-ভরিতা মে যদমী ফণমণ্ডলাঃ, তদদ্য বলানুজানুজানীহি, ভবদাজ্ঞয়া রমারমণ রমণকমেব দ্বীপমনুযামি। যামিহ দুর্দৈবতো

পূর্বোক্তেঃ; "এক মুখ্যান্যকেবলাঃ" ইত্যমরঃ। আক্রীড়্যতেঽত্রেতি আক্রীড়ং হ্রদম্; যদ্বা, বৃন্দাবনম্। উত্তমাঙ্গসঙ্গিনী শিরোবর্তিনী। অয়সাং লোহপিণ্ডানাং ভারেণেব ভুগ্নং স্বমৃত্যুশঙ্কয়া রুগ্ণং হৃৎ মনঃ, তদতিলঘু, ভগবদাশ্বাসেন তদ্ভারাপগমাল্লঘু শীঘ্রমেব, অমানো গতগর্বঃ ॥

৫৩। ভূতিকৃতে সম্পত্ত্যৈ, ভব্যানাং মঙ্গলানাং ভবায় উৎপত্ত্যৈ। ভব্যানাং ভাবিনাম্,—(পা০ ৩।৪।৬৮) "ভব্যগেয়-" ইত্যাদিনা কর্তরি য-প্রত্যয়ঃ। ভাসা কান্ত্যা কর্মিতানাং মনসাং বিনোদায়ানন্দায় পরমাশুভানামত্যমঙ্গলানাং বিশেষেণ নোদায় দূরীকরণায়, অতএবাশু শীঘ্রং ভানাং প্রকাশানামুদয়ায়োদ্গমায় ॥

৫৪। দয়ায়তন! হে দয়ামন্দির! মকরাকৃতিনী বন্ধুরে সুন্দরে কুণ্ডলে যস্য। দিব্যাম্বরাণি চ বরমণিগণেষু মধ্যে গণনেন যথান্যে মণয়স্তথায়মপ্যেকো মণিরিত্যেবংলক্ষণেন কালিয়কর্তৃক-বিমর্শেন পিহিতমাচ্ছাদিতং স্বরূপং যস্য,

---

বটে, তোমাদের এ-মধুর কাকুবচনে ও নিভে গিয়েছে—বারিবর্ষণে মহানলের মতো। অতএব এ-সর্প আর মৃত্যুর গোচর হবে না। তাই বলছি আমার ক্রীড়াস্থান এ-বৃন্দাবন ত্যাগ করে ও চলে যাক্ যেখান থেকে এসেছিল সেই খানে। আমার চরণচিহ্নের যে চারু শোভা এর শিরসঙ্গিনী হয়ে রইল তা অতি রসদায়ক—এ শোভা দর্শনে গরুড় ধন্য হয়ে যাবে—তাঁর থেকে আর ভয় নাই।

লৌহপিণ্ডের মতো ভারে ভগ্নপ্রায় হৃদয় অতি হাল্কা বলে মনে হতে লাগল ফণিপতির—ভগবানের পরমাশ্বাসে আশ্বস্ত হওয়ার দরুণ। হতদর্প ফণিপতি সভয় ভক্তি শ্রদ্ধায় বলতে লাগলেন—

৫৩। হে ভগবন্! এ-জগতে এই যে আপনার ঐশ্বর্যময় আবির্ভাব এ হয়ে থাকে সাধুগণের প্রেমসম্পত্তি দান, ও অসাধুগণের পরাভবের জন্য। আরও, হয়ে থাকে যতদিন সূর্যচন্দ্র আছে ততদিন ভাবিভক্তগণের আপনার কান্তিতে অঙ্কুরিত মনোবিনোদ, ও পরম অশুভ অশেষ-বিশেষে দূরীভূত করে আশু মঙ্গলোদয়ের জন্য।

৫৪। হে দয়ামন্দির! আপনার ক্রীড়োচিত যমুনার এ-জল দূষিতকরণের সমুচিতই হয়েছে আমার এ-নিগ্রহ, আর অনুগ্রহ সে আর এর থেকে সর্বোত্তম কি হতে পারে? যেহেতু কোপরসভরে আপনার এ-নৃত্যে আমার ফণমণ্ডলশ্রেণী সকলমঙ্গলাস্পদ আপনার পদকমলচিহ্নের শোভাধিক্যে

দৈবতোত্তম ! তব চরণকমলয়োরনীতিমকরবং মকরবন্ধুরকুণ্ডল ! তাং ক্ষমস্ব' ইতি। দিব্যাম্বরবর-মণিগণগণনপিহিত-স্বরূপহিতস্বরূপকৌস্তুভমুক্তাহারোপহারোপনয়ন-পুরঃসরং কৃতপ্রণামঃ সপরিকরো নিশ্চক্রাম ॥

৫৫। নিষ্ক্রান্তে চ তস্মিন্ সদ্য এব পীযূষযূষবদতিমধুরসাধুরসা বভূব সা হ্রদপয়ঃপটলী, পটলীলয়া-বধীরিত-তড়িদ্বলয়ো বলয়োজ্জ্বলকরঃ স চ ব্রজরাজকুমারঃ কুলমুত্তীর্য্য তীর্য্যমাণ-ভয়কৌতুকচমৎকারা-নন্দশাবল্যসমুদ্রং সমুদ্রংহসা পিতরং মাতরং মান্যানন্যানপি ঘোষবৃদ্ধানৃদ্ধানৃতেন তেন পরমাদরেণ প্রণম্য মাতাপিতৃভ্যাং তৈরপি ব্রজপুরস্ত্রীভিঃ পরমকুতূহলিনা হলিনা চাঽহলিঙ্গিত, পরমানুরাগিণীভি-র্বধূভিঃ কন্যাভিশ্চ সানুরাগপরভাগ-পরভাগধেয়-মধুরমীক্ষ্যমাণ ঈক্ষমাণশ্চ তাঃ, তথৈব চিরমভিতো-ঽভিতোষবশম্বদাভির্ধেনুভিরপি সাস্রৈরেব নয়নপুটৈঃ পীয়মান ইব, প্রফুল্লাভির্ঘোণাভির্ঘ্রায়মাণ ইব,

---

তথাভূতশ্চাসৌ হিতস্বরূপশ্চ হিতধনরূপশ্চ যঃ কৌস্তুভঃ স চ মুক্তাহারাশ্চ তেষামুপহারাণামুপনয়নং সমীপে প্রাপণমেব পুরঃসরং যত্র, তদ্‌যথা স্যাত্তথা কৃতপ্রণামঃ। এতদুপহারীকরণং চ কালিয়স্য স্বপ্রেয়সীদ্বারৈব। যদুক্তং শ্রীগণোদ্দেশ-দীপিকায়াম্—(পরিশিষ্টে ১২৯) "কৌস্তুভাখ্যো মণির্যেন প্রবিশ্য হ্রদমৌরগম্। কালিয়প্রেয়সীবৃন্দহস্তৈরাত্মোপহারিতঃ ॥" ইতি ॥

৫৫। পটলীলয়া তদানীং লব্ধবস্ত্রদ্যুতিবিলাসেনাবধীরিতং তিরস্কৃতং বিদ্যুদ্বলয়ং তড়িন্মণ্ডলং যেন সঃ; তীর্যমাণো ন পুনস্তীর্ণঃ, বাধিতানুবৃত্তিন্যায়াৎ। ভয়াদীনাং শাবল্যরূপঃ সমুদ্রো যেন তম্, তত্র ভয়ং কালিয়দর্শনেন, কৌতুকং দেব-বাদ্যাদ্যনুভবেন, চমৎকারঃ সর্পফণোপরি নৃত্যাবকলনেন, আনন্দঃ শ্রীমুখফুল্লতানুমিত-দুঃখাভাবেন ; সমুৎ সানন্দং যথা স্যাত্তথা ; রংহসা বেগেন ঋদ্ধান্ সমৃদ্ধান্, তেন তৎকালোদিতেন ঋতেন সত্যেন নিষ্কৈতবেন। অনুরাগস্য পরভাগেন

ভরে গিয়েছে। অতএব হে বলানুজ, আজ্ঞা করুন, আপনার আজ্ঞায় হে রমারমণ রমণক দ্বীপেই চলে যাই আমি। হে দেবশ্রেষ্ঠ, দুর্দৈববশে আমি এখানে যা নীতি বহির্ভূত আচরণ করেছি আপনার চরণকমলে হে মকরবন্ধুরকুণ্ডল, তা ক্ষমা করে দিন।' এই বলে দিব্যাম্বর, 'বহু মণির মধ্যে এও যেন একটি সাধারণ মণি' এ-ভাবে গণনা করাতে কালিয়ের দ্বারা আচ্ছাদিতস্বরূপ হিতধন কৌস্তুভ, এবং মুক্তাহারাবলী উপহার কৃষ্ণচরণে নিবেদন করত প্রণাম করে সপরিকরে বেরিয়ে গেলেন কালিয় নাগ।

ব্রজবাসিগণ কর্তৃক কৃষ্ণাভ্যর্থনা :

৫৫। কালিয় নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্রদের জলরাশি পীযূষসারের মতো মধুর-সুন্দর-রসময় হয়ে উঠল। নববস্ত্রদ্যুতিবিলাসে তড়িৎমণ্ডলকে তুচ্ছ করে দিচ্ছিলেন যিনি সেই বলয়ে উজ্জ্বল করবিশিষ্ট ব্রজরাজকুমার তটে উঠে এসে ভয়কৌতুকচমৎকারানন্দ ভাবের মিশ্রণসমুদ্র উত্তীর্ণমান পিতামাতাকে এবং আনন্দবেগে সমৃদ্ধ অন্যান্য মান্য ঘোষবৃদ্ধগণকে নিষ্কৈতবে পরমাদরে প্রণাম করে, সেই মাতাপিতা ব্রজস্ত্রীগণ এবং পরমকুতূহলী হলধরের দ্বারা আলিঙ্গিত হয়ে, এবং অনুরাগোৎকর্ষতায় পরমশ্রেষ্ঠ ঈক্ষণ-বিনিময় পরমানুরাগিণী বধূকন্যাগণ ও তাঁর মধ্যে পরস্পর হতে থাকলে, তথা দীর্ঘকাল

রসজ্ঞাভী রসজ্ঞাভী রভসেন লিহ্যমান ইব, কলগদ্গদেন হম্বারবেণ সপ্রণয়মনাময়ং পৃচ্ছ্যমান ইব, প্রত্যেকমেব সখীনালিলিঙ্গ ॥

৫৬। ইত্যেবমামোদমানৈর্বন্ধুভিরামোদ্যমানে বিশ্রাম্যতি ভগবতি ব্রজবাসরমণে বাসরমণেরুপ-রামমালোক্য ব্রজরাজো জরাজোষমিব তং বাসরস্য মন্যমানো 'মা নোঽদ্য বাসগমনং ভবিতুমর্হতি' ইতি বিচার্য্য সর্বানেব নিদিদেশ দেশ-কালোচিতং কিমপি; যথা—'ভো ভোঃ! সমুপসন্নেয়ং শর্বরী শর্ব-রীতিরিব বিষমদর্শনা তমোবহুলা উগ্রা চ, তদিহৈবাদ্য বস্তব্যম্, স্তব্যং চেদং হ্রদতটমুপপাদিতং দিতং গরলানলজ্বলিতমনেন কল্যাণিনা বৎসেন। তদিদং হ্রদকূলমনুকূলমনুসৃত্য যামিনীং যাপয়াম' ইতি তদুদিতমাকলয্য সর্ব এব মুমুদিরে, মুদিরেন্দ্ররুচঃ কমনীয়কিশোরস্য রস্যতমাভিলষণীয়তম-দর্শন-সৌলভ্য-লভ্যমান-মানসবিকার-কারণোৎকলিকাকণ্ডূ-কণ্ডূলতাক্ষণনির্বাপনকৃতে বিশেষতোঽনুরাগিণ্যো মুগ্ধরমণ্যঃ কন্যকাশ্চ ॥

উৎকর্ষেণ হেতুনা যৎ পরং শ্রেষ্ঠং ভাগধেয়ং ভাগ্যং তেন সহিতঞ্চ তৎ, অতএব মধুরং চেতি তদ্‌যথা স্যাদেবম্। রসজ্ঞাভির্জিহ্বাভিঃ, রজজ্ঞাভী রসবিজ্ঞাভিঃ, রভসেন হর্ষেণ ॥

৫৬। আমোদমানৈর্হৃষ্যদ্ভিঃ, আমোদ্যমানে ক্রিয়মাণানন্দে সতি ভগবতি। কীদৃশে? ব্রজবাসরমণে, ব্রজং বাসেন রময়তীতি তস্মিন্। বাসরমণেঃ সূর্যস্যোপরামমস্তীভাবম্, বাসরস্য দিবসস্য জরাজোষমিব জরাপ্রাপ্তিমিব তমুপরামং মন্যমানঃ। নোঽস্মাকমদ্য বাসগমনং মা ভবিতুমর্হতি। শর্বরী রাত্রিঃ। সর্বস্য রুদ্রস্য রীতিরিব। স্তব্যং স্তবনার্হম্, যতো গরলানলস্য জ্বলিতং জ্বলনম্, দিতং খণ্ডিতম্। মুমুদিরে আনন্দিতা বভূবুঃ। অনুরাগিণ্যো বিশেষতো মুমুদির ইত্যনুষঙ্গঃ। কুতঃ? মুদিরেন্দ্ররুচো মেঘোত্তমতুল্যবর্ণস্য কৃষ্ণস্য রস্যতমমতিশয়াস্বাদ্যমভিলষণীয়তমং যদ্দর্শনং তস্য সৌলভ্যং

চতুর্দিকে মনের সন্তোষে ঘিরে থাকায় বশীভূত ধেনুগণের দ্বারা অশ্রুপূর্ণ নয়নপুটে যেন পীত হতে থাকলে, প্রফুল্ল নাসিকায় যেন ঘ্রাত হতে থাকলে, রসজ্ঞ জিহ্বায় যেন হর্ষে লীঢ় হতে থাকলে, মৃদু অস্ফুট গদ্গদ হাম্বা রবে সপ্রণয়ে যেন কুশল জিজ্ঞাসিত হতে থাকলে কালিয়দমন কৃষ্ণ প্রত্যেক সখার সঙ্গে আলিঙ্গন করতে লাগলেন।

হ্রদতটে রাত্রিবাস ঃ

৫৬। এই প্রকারে উল্লসিত বন্ধুগণের দ্বারা সম্পাদিত আনন্দে ভাসন্ত নিজের ব্রজবাসের দ্বারা যিনি ব্রজকে রমণ করান সেই ভগবান্ বিশ্রাম করতে থাকলে ব্রজরাজ সূর্য অস্ত যাচ্ছে দেখে ওকে 'দিনের বার্দ্ধক্য যেন এসে গিয়েছে' এরূপ মনে করে—'আমাদের আজ ঘরে ফেরা সমুচিত হবে না' এরূপ বিচার করে উপস্থিত সকলকে দেশকালোচিত কিছু নির্দেশ দিলেন—'ওহে ওহে শোন, এই যে রাত এসে গিয়েছে, এ-তো দেখছি রুদ্রমূর্তির মতো বিষমদর্শন-তমোবহুল-উগ্র; অতএব আজ আমাদের এখানেই বাস করা উচিত হবে, এ-হ্রদতট স্তবনযোগ্য বটে, যেহেতু আমার এ কল্যাণীয় পুত্র এর গরলানল জ্বালা দূর করে একে এরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে। অতএব এ-হ্রদতট আশ্রয় করেই আজ রাত্রি যাপন করব।' এর এ-কথা শুনে সকলেই আনন্দিত হলেন। বিশেষ করে পরমানুরাগিণী রমণী

৫৭। তদেবং শ্রীকৃষ্ণং মধ্যমধ্যবস্থাপ্য তমভিতোঽভিতো ব্রজরাজাদয়ঃ, ক্বচন সখায়ঃ, ক্বচন ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতয়ঃ ক্বচন মাতৃনিকটস্থাঃ কুমার্য্যঃ, ক্বচন শ্বশ্রূনিকটস্থা বধ্বশ্চ, পরিতস্তদ্বহিরপি চাপরাস্তদ্বহিরপি চাপরাঃ, তদ্বহিরপি ধেনবঃ, সবিধে নবঃ স বিবিধাস্ত্রধারিগণো যাসাম্ ॥

৫৮। ইতি মণ্ডলীং ব্যূহ্য বিবিধ-বিচিত্র-চরিত্র-চারিমগরিম-কালিয়মর্দনলীলা-কথানুকথনেন নিশার্দ্ধং গময়তাময়তামথ নিদ্রামপি স্ত্রীপুংসানাং মধ্যে দৈবোপসাদিতেন তেন রসময়েন সময়েন শ্রীকৃষ্ণ-মুখচন্দ্রমবাধমেব সানুরাগমনিমেষমীক্ষমাণানাং বধূনাং কুমারিকাণাং চ চাক্ষুষে মানসে চ ভোগে নির্ভরং

তদানীং বারণাভাবাৎ সুলভত্বং তেন লভ্যমানস্তদৈব প্রাপ্যমাণো মানসো বিকার এব কারণং যস্যাঃ সোৎকলিকা উৎকণ্ঠৈব কণ্ডূর্ব্যাধিবিশেষস্তস্যা যা কণ্ডূলতা তৎকার্যভূতকণ্ডূয়া তস্যাঃ ক্ষণমপি নির্বাপণকৃতে। তণ্ডূলতেতি সিধ্মাদিলজন্তাত্তল্ ॥

৫৭। কুমারীণাং বধূনাঞ্চ প্রথমমণ্ডলে স্থিতির্ব্রজেশ্বরীসাহিত্যমনুরুন্ধতীনাং মাতৄণাং শ্বশ্রূণাঞ্চ সঙ্গানুরোধেন দৈবাদেব ফলিতা। তদ্বহির্দ্বিতীয়মণ্ডলে চাপরাঃ; ত্বর্থে চকারঃ; অপরাস্তু গোপা অনুরাগি-গোপীপতিম্মন্যাদয় ইত্যর্থঃ। অপরা ইতি পূর্বপরাবরেত্যাদিনা সর্বনামসংজ্ঞাবিকল্পাৎ। তদ্বহিরপি তৃতীয়মণ্ডলে চাপং রান্তি গৃহ্ণন্তীতি ধনুষ্পাণয়ঃ সর্বরক্ষকা ইত্যর্থঃ। তদ্বহিশ্চতুর্থে মণ্ডলে ধেনবো গাবঃ। যাসাং সবিধে নিকটে পঞ্চমে মণ্ডলে স মহাশৌর্যেণ প্রসিদ্ধো বিবিধাস্ত্রধারিণাং গণঃ সমূহঃ ॥

৫৮। বিবিধস্য চিত্রচরিত্রস্য চারিমা চারুত্বং গরিমা গুরুত্বং তাভ্যাং কালিয়মর্দনস্য লীলাকথায়া অনুকথনেন নিশার্ধং গময়তাম্, অথানন্তরং নিদ্রাময়তাং গচ্ছতাম্ঃ 'ই গতৌ' শত্রন্তঃ নির্বহতি নির্বাহং প্রাপ্নবতি সতি। দর্শন-সাম্যেঽপি তাসাং মধ্যে চন্দ্রাবল্যাদীনামতিশয়িনীতি প্রেমতারতম্যেনোৎসবতম্যাৎ, ত্বর্থে চকারঃ। তত্রাপি রাধায়া

ও কন্যাগণ আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন, কারণ মেঘোত্তমতুল্যবর্ণ কমনীয় কিশোরের অতিশয় আস্বাদ্য নিরতিশয় অভিলষনীয় দর্শন-সুলভতা দ্বারা জাত মানসিক-বিকাররূপ কারণ থেকে উৎপন্ন উৎকণ্ঠা কণ্ডুর চুলকানি ক্ষণকাল নির্বাপনের সুযোগ স্বতঃই এসে গেল-যে।

৫৭। অতঃপর এইরূপে শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্রস্থলে রেখে তার চতুর্দিকে প্রথম মণ্ডলে কোনও স্থানে ব্রজরাজাদি বৃদ্ধগোপগণ কোনও স্থানে সখাগণ কোনও স্থানে ব্রজেশ্বরী প্রভৃতি কোনও স্থানে মায়ের গা ঘেঁষে কুমারীগণ কোনও স্থানে শ্বশ্রূগণের গা ঘেঁষে বধূগণ, এর বাইরে দ্বিতীয় মণ্ডলে চতুর্দিকে অনুরাগিণী গোপীদের পতিম্মন্য গোপগণ, তার বাইরে তৃতীয় মণ্ডলে চতুর্দিকে ধনুর্ধারিগণ, তার বাইরে চতুর্থ মণ্ডলে চতুর্দিকে ধেনুসমূহ, আর এদের নিকটে পঞ্চম মণ্ডলে চতুর্দিকে মহাশৌর্যে প্রসিদ্ধ বিবিধ অস্ত্রধারিগণ বিরাজমান হয়ে গেলেন।

৫৮। এইরূপে পাঁচ মণ্ডলীর ব্যূহ রচনা করে অবস্থিত স্ত্রীপুরুষগণ বিবিধ-বিচিত্র-চরিত্র কৃষ্ণের চারুতায় ভরা মহিমামণ্ডিত কালিয়মর্দনলীলা-কথানুকথনের দ্বারা অর্দ্ধরাত্রি কাটাবার পর যখন নিদ্রাগত হয়ে পড়লেন তখন এদের মধ্যে দৈবযোগে উপসন্ন রসময় সময়ে সানুরাগে অনিমেষ নয়নে শ্রীকৃষ্ণমুখচন্দ্র সচ্ছন্দে ঈক্ষমান বধূ এবং কুমারীগণের চক্ষু ও মনের ভোগ পূর্ণরূপে নির্বাহ প্রাপ্ত হতে

নির্বহতি সতি মুখ্যানাং চন্দ্রাবলীপ্রভৃতীনাং চাতিশায়িনি নয়নোৎসবে পূর্বমেবাঙ্কুরিতপ্রেমমনোরথয়োরথ যোগমাকস্মিকং তমাসাদ্য পরস্পরদিদৃক্ষা-সদৃক্ষাসমুৎকণ্ঠা সমুৎকণ্ঠা সমুৎপনীপদ্যতে স্ম যদি, তস্মৈবাকস্মিকমভিমুখীনমুভয়োরেব চাতুরক্ষিকমক্ষি-কমল খেলনমাসীৎ ॥

৫৯। তদ্‌যথা— রাধালোকে প্রসরতি হরের্দোলিতো দৃষ্টিপাতঃ
পুচ্ছাঘাতাদিব মদিরয়োর্বেপিতাম্ভোজরাজী।
কৃষ্ণালোকে সতি মুকুলিতা রাধিকায়াঃ কটাক্ষাঃ
পদ্মাঘাতাদিব রতিপতেঃ প্রাপ্তভঙ্গাঃ পৃষৎকাঃ ॥

৬০। এবং মুহূর্ত্তং মূর্ত্তং মূর্চ্ছন্তমিব তমনুরাগ-সুমনঃপরাগপটলান্ধকারমনুভবতোস্তয়োশ্চন্দ্রাবলী-

---

অসমোর্দ্ধপ্রেমমহিম্না সর্বাতিশয়িমনোনেত্রোৎসবং তদ্বলাদেব স্বমাধুর্যেণ কৃষ্ণস্যাপি তাদৃশমনোনেত্রোৎসবদায়িত্বং চাহ,— পূর্বমেবাঙ্কুরিতঃ প্রেম্ণি পরস্পরপ্রেমবিষয়ে মনোরথো যয়োস্তয়োরধুনা তসৌ পল্লবিতত্ব-পুষ্পিতত্বমবাপ্য সহসা ফলিতোঽপীতি ভাবঃ। পরস্পরদিদৃক্ষয়া সদৃক্ষা সদৃশী অনুরূপা সম্যগুৎকণ্ঠা যস্যাতিশয়েন সমুৎপন্না। নীপ্ বঞ্চুস্রংশ্বিত্যাদিনা নীগাগমঃ। কীদৃশী? সমুৎ সহর্ষঃ সম্যগুত্থিতো বা কণ্ঠো যস্যাং সা। চাতুরক্ষিকং চতুর্ণামক্ষিণামেব ভবম্, ইতি অধ্যাত্মাদিত্বাৎ ঠঞ্। অক্ষিকমলানামেব খেলনমিত্যুভয়ত্রাপি নির্ধারণম্। অভিমুখীনং সম্মুখীনম্ ॥

৫৯। মদিরয়োঃ খঞ্জনয়োঃ, পুচ্ছাঘাতাদিত্যনেন প্রথমং রাধাকর্তৃক আলোকোঽপাঙ্গাভ্যামেবেতি জ্ঞাপিতম্। বেপিতাম্ভোজরাজীতি ততশ্চ কৃষ্ণলোচনদ্বয়স্য নিরঙ্কুশত্বেন সমুদিতত্বৈব যুগপদেব বহুনাং ব্যাপারাণামৌৎসুক্যেন জনিতানাং কমলৌপম্যাৎ, ততশ্চ তথাভূতে কৃষ্ণালোকে সতি মুকুলিতা ইতি সহসা লজ্জোপগমাৎ; পৃষৎকা বাণাস্তেঽপি নিলোৎপলরূপা এব। প্রাপ্তভঙ্গা ইতি তেষাং নেত্রপ্রান্তমাত্রব্যাপাররূপত্বেন ক্ষীণত্বাদিবেতি পুনরুৎপ্রেক্ষাপি ধ্বনিতা ইতি ॥

৬০। মুহূর্ত্তং ব্যাপ্য মূর্চ্ছন্তং বিস্তারং প্রাপ্নুবন্তমিব; 'মূর্চ্ছা মোহসমুচ্ছ্রায়য়োঃ' ইতি ধাতুঃ। অনুরাগ এব সুমনঃ

থাকল। এর মধ্যেও আবার বিশেষ হল চন্দ্রাবলী প্রভৃতি মুখ্য মুখ্য গোপীগণের নয়নোৎসব অতিশায়িনীরূপে উপস্থিত হলে শ্রীরাধাগোবিন্দের মধ্যে পূর্বে অঙ্কুরিত পরস্পর-প্রেমবিষয়ে যে মনোরথ ছিল তা অধুনা পল্লবিত পুষ্পিত হয়ে সহসা ফলিত হওয়ায় সুযোগপ্রাপ্ত হয়ে পরস্পর দর্শনেচ্ছানুরূপ সমুৎকণ্ঠা যদি এতটা অতিশায়িনীরূপে সমুৎপন্ন হল যে গলা আপনই উপরের দিকে উঠে সেই মুহূর্তে আকস্মিকভাবেই উভয়ের চারচক্ষুকে সামনাসামনি করে দিল তখন উভয়ের নয়নকমলের খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। যথা—

৫৯। প্রথমে রাধার কটাক্ষে হরির দৃষ্টিপাত চঞ্চলতা প্রাপ্ত হল—যেন খঞ্জনের পুচ্ছাঘাতে কমলযুগল কম্পিত হল। অতঃপর কৃষ্ণের নিরঙ্কুশ সমুদিত কটাক্ষে রাধার কটাক্ষ সহসা আগত লজ্জায় মুকুলিত হয়ে গেল—যেন কমলের আঘাতে রতিপতির বান পৃষ্ঠভঙ্গ দিল।

৬০। এইরূপে যখন মুহূর্তকালব্যাপি যেন উচ্ছলিত হয়ে উঠছে এরূপ মূর্তিমন্ত সেই অনুরাগ-পুষ্পরজকৃত অন্ধকার (মূর্চ্ছাকৃত আচ্ছাদন) রাধাকৃষ্ণকে আচ্ছাদিত করে দিচ্ছে, যখন চন্দ্রাবলী

প্রভৃতিষ্বপি কৃষ্ণং বার্ষভানব্যাং নব্যাং রতিমুদ্বহন্তমনুমান্তীষু সকলাস্বপরাসু নিদ্রামুপগচ্ছন্তীষু কেষুচিদপি মিথঃ কৃষ্ণকথাকথনেনৈব জাগ্রৎসু 'ভো ভো অত্যাহিতমত্যাহিতম্' ইত্যহিতসূচকঃ কষ্টতরঃ কোঽপি কলকলঃ সমুল্ললাস ॥

৬১। তমাকর্ণ্য সমাকুলীভূয় ভূয়শঃ পরিত্যক্ত-শয়নাসূৎকর্ণমভিতো নিরীক্ষমাণাসু ধেনুষু 'কিং ভোঃ কিং কিম্' ইতি সাতঙ্কমাপৃচ্ছমানেষ্বচ্ছমানেষ্বন্যোন্যং প্রধানেষু হুং হুমিতি নিদ্রাতঃ সমুত্তিষ্ঠৎসু নিদ্রাণেষু, সচকিতং শ্রীকৃষ্ণমালোকমানাসু কুলবধূষু কুলকন্যাসু চ তাসাং ভয়বিহ্বলতামালোক্য 'মা ভেতব্যং মা ভেতব্যম্' ইতি সপ্রণয়গাম্ভীর্য্যমাশ্বাসয়তি চ শ্রীব্রজপুরপুরন্দরনন্দনে কেচিদেবং বিতর্কয়ামাসুঃ ॥

৬২। 'কিং কালিয়ঃ পুনরসৌ তটবর্ত্ম নৈতি, লব্ধাপমানজনিতাতিশয়প্রকোপঃ।
কিং নূচ্চকৈর্মদপয়োঝরধৌতগণ্ড-,শৈলং কুতোঽপি বনবারণযূথমেতি ॥'

৬৩। ইতি বিতর্কয়ৎসু জনচয়েষু 'ভো ভো নিরুপায়োঽপায়োত্থিতোঽয়ং দবানলো দবানলঃ'

পুষ্পং তস্য পরাগপটলৈরন্ধকারম্,—তদানীমানন্দমূর্চ্ছায়া মনোনয়নাচ্ছাদনাৎ। অনুভবতোঃ সতোস্তয়ো রাধাকৃষ্ণয়োঃ। অনুমান্তীষ্বনুমানং কুর্বতীষু সতীষু; "অত্যাহিতং মহাভীতিঃ" ইত্যমরঃ ॥

৬১। আপৃচ্ছমানেষ্বিতি (পা° বার্ত্তিক° ১০৯) "আঙি নুপ্রচ্ছ্যোঃ" ইত্যাত্মনেপদম্। অচ্ছো নির্মলো মানো জ্ঞানং বস্তুপরামর্শো যেষাং তেষু। ভয়বিহ্বলতা চাসাং ন স্বানিষ্টশঙ্কয়া কিন্ত্বস্মৎপ্রাণকোটিনির্মঞ্ছনীয়চরণনখাগ্রমেতমস্মৎ-কান্তং বাধিষ্যতে। দবাগ্নিরিতি ভাবনয়ৈব, এবমগ্রেঽপি নন্দাদিষ্বপি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬২। ধূমস্য শ্যামলিমানমালোক্য প্রথমং সংশেরতে—কিং কালিয় ইতি। মদপয়সাং ঝরৈর্ধৌতৌ গণ্ডাবিব শৈলৌ যস্য তৎ ॥

প্রভৃতি গোপীগণের অনুমান হচ্ছে যেন 'একমাত্র বার্ষভানবীতেই কৃষ্ণ নবীন রতি সম্পন্ন করে তুলছে এবং যখন অপর সকল নিদ্রাগতের মধ্যে কেউ কেউ পরস্পর কৃষ্ণকথা-কথনে জাগরিত রয়েছে তখন অমঙ্গলসূচক অতিকষ্টকর কোনও এক অনির্বচনীয় কোলাহল উঠল—'ওহে ওহে মহাবিপদ মহাবিপদ !'

৬১। এই ভয়ঙ্কর কোলাহল শুনে অত্যন্ত ব্যাকুল ধেনুগণ শয়ন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সচকিতে চতুর্দিকে নিরীক্ষণ করতে থাকলে, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে বিজ্ঞ প্রধান গোপগণ সাতঙ্কে পরস্পর 'কি হে এ কি এ কি' জিজ্ঞাসা করতে থাকলে, ঘুমন্ত ব্যক্তিগণ হুং হুং শব্দ করে ঘুম থেকে জেগে উঠে বসলে, 'প্রাণকোটিনির্মঞ্ছনীয়-চরণনখাগ্র আমাদের এ কান্তের কোনও অনিষ্ট না হয়' এ-ভয়ে শঙ্কিতা কুলবধূ ও কুলকন্যাগণ শ্রীকৃষ্ণের দিকে সচকিতে তাকালে শ্রীব্রজপুরপুরন্দরনন্দন যখন তাঁদের ভয়বিহ্বলতা দর্শনে সপ্রণয় গাম্ভীর্যে আশ্বাস দিচ্ছিলেন—'ভয় নাই ভয় নাই' তখন কেউ কেউ এরূপ তর্কবিতর্ক করছিলেন।

৬২। লব্ধাপমানজনিত অতিশয় কোপে কালিয়ই কি পুনরায় ঐ হ্রদের তটপথে ধেয়ে আসছে, না-একি মদবারি ঝরণায় ধৌত গণ্ডশৈলবিশিষ্ট বন্যহস্তীযূথ কোনও উচ্চ স্থান থেকে তেড়ে আসছে।

ইতি পুনরুদ্ঘুষ্টমতিকষ্টতরমাকর্ণ্য ব্রজেশ্বরঃ সত্রাসং কালিয়মর্দনমুপগম্য সহসা গর্গোদিতমনুস্মৃত্য 'ভো বৎস ! পরিত্রায়তাং পরিত্রায়তামেষ নিরুপায়াপায়ারণ্যমহাবহ্নিস্ত্বদেকনাথং সমস্তমেব ব্রজং দহন্নুপৈতি। নহি ভবন্তমন্তরেণাস্যোপশমঃ, শমন্যথা চ ন বর্ত্ততে বিনাস্য শমনম্ ॥'

৬৪। ইতি সপরিজন-জনক-জননী-প্রভৃতি-সমস্ত-বন্ধুজন-ব্যাকুলতামালোক্য 'মা ভেতব্যম্' ইত্যগ্রত উপসৃত্য যদ্যপি বনান্তরবন্নান্তরবর্ত্তিদবদবথু বৃন্দাবনম্, তথাপি সর্বচমৎকারকারলীলাহেতোঃ স্বেচ্ছয়ৈব সমাপাদিতমিব ॥

৬৫। শুষ্কে সর্ব্বাঙ্গলগ্নং শ্বসতি তরুগণে চচ্চটাধ্বানঘোরং
প্লোষন্তং পত্রমাত্রং তৃণততিমভিতস্তৎক্ষণাদ্ভস্ময়ন্তম্।
ত্রস্যদ্ভির্ন্যঙ্কুরঙ্কুপ্রভৃতিমৃগকুলৈর্বীক্ষিতং ধাবমানৈ-
র্দূরাদভ্রংলিহাগ্রং দবদহনমথো মাধবঃ সন্দদর্শ ॥

৬৩। নিরুপায়োঽয়ং নিবারণোপায়শূন্যঃ, অপায়োজ্ঝিতঃ স্বয়ঞ্চ নাশরহিতঃ। গর্গোদিতম্—(ভাঃ ১০।৮।১৬) "অনেন সর্বদুর্গাণি যূয়মঞ্জস্তরিষ্যথ" ইতি। নিরুপায়োঽপায়ো নাশো যস্য তথাভূতোঽরণ্যমহাবহ্নিঃ। তস্যাং রাত্রৌ বিষসংসর্গশঙ্কয়া হ্রদতটনিকটং পরিত্যজ্য 'কুড়ুমারে' ইতি লোকপ্রসিদ্ধপ্রদেশে বিহিতস্থিতিত্বেন যমুনাজলানয়নশক্তেঃ, তস্য মহাবহ্নেরপি সর্বত আবৃত্ত্যোবোৎপতিষ্ণুত্বেন দৃশ্যমানত্বান্নির্গমাশক্তেশ্চ। শং কল্যাণম্ ॥

৬৪। অগ্রত উপসৃত্য মাধবো দবদহনং দদর্শেত্যন্বয়ঃ। অন্তর্বর্তী দবদবথুর্যস্য তথাভূতং বৃন্দাবনং যদ্যপি ন ভবতি।

দাবানল পান লীলা ঃ

৬৩। জনগণ এরূপ বিতর্ক করতে থাকলে অতি বিষম কষ্টপ্রদ এক উচ্চ ঘোষণা হল—'ওহে ওহে নিবারণের উপায়শূন্য নিজে নিজেও নাশরহিত দাবানল দাবানল'। এ-শুনে ব্রজেশ্বর সভয়ে কালিয়মর্দনের নিকট গিয়ে সহসা গর্গবাক্য স্মরণ করে বললেন—'ওহে বৎস পরিত্রাণ কর পরিত্রাণ কর, ঐ যে সম্মুখে নিবারণোপায়শূন্য এবং নিজে নিজেও নাশরহিত এক অরণ্য-মহাবহ্নি, তুমি ব্রজের একমাত্র নাথ—তোমার ব্রজের সবকিছু এ জ্বালিয়ে দিয়ে এদিকে ধেয়ে আসছে। তুমি বিনা এর উপশমের আর অন্য কোন উপায় নাই, মঙ্গলও আর কিছু নাই এর উপশম বিনা।

৬৪। এইরূপে সপরিজন জনক-জননী প্রভৃতি সমস্ত বন্ধুজনের ব্যাকুলতা দেখে 'ভয় কর না' বলে সম্মুখে এগিয়ে গিয়ে মাধব ঐ দবদহন দেখতে পেলেন। যদিও অন্য প্রাকৃত বনের মতো দাবদহন বৃন্দাবনের মধ্যে নাই, তথাপি সর্বচমৎকারকারী লীলা-প্রয়োজনে তাঁর ইচ্ছা বশতঃই যেন এ সম্পাদিত হচ্ছে।

(ফণি মস্তকে নেচে ব্রজগোপীগণকে দেখালেন তার জগদ্বিলক্ষণ অতুলপ্রভাব ও অত্যাধিক কলাপাণ্ডিত্য, আর দাবানল-শমনে পত্যাদির আবরণ হেতু কৃষ্ণসঙ্গম দুর্ঘট মনে করেছিলেন যাঁরা সেই গোপীগণকে দেখাবেন তাঁর দুর্ঘটঘটনাপটীয়সী অদ্ভুত শক্তি।)

৬৬। 'সম্ভব্যথ ব্যথয়া বন্ধুজনকদনমনেন বিনমনেন বিহায়োলিহা মহাধূমধূমধ্বজেন। নিষ্পত্রা নিষ্পত্রাকরোতি তরুশ্রেণী, ভয়সমুৎকর্ণা কর্ণাভীলং করোতি কাকুরবৈরিয়ং চ ধেনুবিততিঃ, বিততিরিয়ং চ সমুড্ডীনা ধূমলেখাভিরন্ধীভবতি। সাধ্বসাকুলং কুলং চ হরিণানাং কান্দিশীকং সমজনি, তৎ কিং করোমি ॥

৬৭। সম্ভাব্যা ন পয়োদবৃষ্টিরধুনা নদ্যাঃ পয়ঃসেচনৈ-
নৈবাস্যোপশমো ন চাপসরণে দেশশ্চ কালশ্চ নঃ।
ইত্যাচিন্তয়তঃ স্বয়ং ভগবতঃ প্রাদুর্ভবন্ত্যৈশ্বরী
শক্তিঃ কাচন তং শিখাসু কচবদ্ধৃত্বা নিমেষাৎ পপৌ ॥

"ফণিমূর্ধনি নর্তিত্বা, জগদ্বিলক্ষণমজিজ্ঞপত্তরুণীঃ। স্বস্য প্রভাবতত্তুলং, কলাসু পাণ্ডিত্যমত্যধিকম্ ॥ পত্যাত্মাবরণান্নিজ-, সঙ্গং দুর্ঘটমমূঃ পরামৃশতীঃ। দবশমনেনাকলয়দ্-দুর্ঘটঘটনাপটীয়সীং শক্তিম্ ॥"

৬৫। শুষ্কে তরুগণে অথ চ শ্বসতি অন্তর্জীবতি পত্রমাত্রং প্লোষন্তম্ দহন্তং, ন তু স্কন্ধশাখাদিকম্, অতিবর্মীয়স্ত্বেন সারময়ত্বাদন্তঃসরসত্বাচ্চ। অশুষ্কে তরুণতরুগণে তু ন কিঞ্চিদপীতি ভাবঃ। অভ্রমাকাশং লেঢ়ি, অগ্রং জিহ্বোপম-শিখা যস্য তম্ ॥

৬৬। সম্ভবীত্যাদি শ্রীকৃষ্ণস্য স্বগতং বাক্যম্। মহাধূমেন ধূমধ্বজেন বহ্নিনানেন বীন্ পক্ষিণো নময়তি পাতয়তীতি তেন। বন্ধুজনকদনং ব্যথয়া সম্ভবি সম্ভবত্যেবেত্যর্থঃ। নিষ্পত্রা ভস্মীভূতদলা তরুশ্রেণী নিষ্পত্রাকরোতি কারুণ্যোৎপাদনা-দতিব্যথয়তীতর্থঃ; (পা০ ৫।৪।৬১) "সপত্রনিষ্পত্রাদতিব্যথনে" ইতি ডাচ্। কর্ণাভীলং কর্ণয়োঃ কষ্টম্। বীনাং পক্ষিণাং ততিঃ শ্রেণী; "কান্দিশীকো ভয়দ্রুতঃ" ইত্যমরঃ ॥

৬৫। শুষ্ক তরুশ্রেণীর সর্বাঙ্গে লেগে গিয়ে ঐ দাবদহন সাঁ সাঁ করে জ্বলছে, আর ভিতরে ভিতরে সজীব তরুতে ভয়ঙ্কর চট্ চট্ শব্দে পত্রমাত্র জ্বালিয়ে দিচ্ছে, এবং চতুর্দিকে তৃণশ্রেণীকে তৎক্ষণাৎ পুড়িয়ে ভস্ম করে দিচ্ছে, আর ভয়ে ভীত নক্ষু-অক্ষু প্রভৃতি ধাবমান মৃগকুল দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখছে। এইরূপ আকাশ লেহনকারী শিখাযুক্ত দাবদহন মাধব দেখতে পেলেন।

৬৬। দেখতে দেখতে শ্রীকৃষ্ণ স্বগত বললেন—পক্ষীগণের পাতনকারক আকাশলেহী এই দাবানল-ব্যথায় বন্ধুজনের বিনাশ আশঙ্কা হচ্ছে, সম্মুখে ভস্মীভূতপত্রা তরুশ্রেণী কারুণ্য জন্মিয়ে ব্যথা দিচ্ছে আমাকে, অতিভয়-সচকিত কর্ণা ধেনুগণের এ-কাকুরব আমার কর্ণকে পীড়িত করছে, আকাশে সমুড্ডীন পক্ষীশ্রেণী ধূমলেখায় অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভয়ে আকুল হরিণসমূহ শঙ্কিতভাবে এদিক-ওদিক দৌড়াদৌড়ি করছে, এখন আমি কি করি ?

৬৭। অধুনা মেঘের বারিবর্ষণ সম্ভব নয়, নদীর জলসেচনে এ নির্বাপিত হবার নয়, দেশ-কালও আমাদের সরে যাওয়ার অনুকুল নয়। শ্রীভগবান্ যখন এরূপ চিন্তা করছেন তখন কোনও অনির্বচনীয় ঐশ্বরিক শক্তি আবির্ভূত হয়ে ঐ অগ্নিশিখাকে মস্তকের শিখার মতো অনায়াসে ধরে এনে এক নিমেষে পান করে ফেললেন।

৬৮। ততশ্চ দরিদ্রাণাং মনোরথ ইবোৎপদ্যমান এব প্রণষ্টঃ, হতভাগ্যানাং বৈভবোদয় ইবাভুজ্যমান এব তৎকালবিগলিতঃ, বৈদ্যুতো বহ্নিরিব ন চিরস্থায়ী, স্বপ্নদৃষ্ট ইব, ভ্রমোপগত ইব, ঐন্দ্রজালিকোদীরিত ইব, ন দৃশ্যমানো বনবহ্নিরখিলজন-লজনকারী বভূব। কিমস্মাভিঃ প্রমত্তৈরিবাঽঽলপিতং কুতো বনাগ্নিঃ' ইতি॥

৬৯। অথ বিভাতায়াং বিভাবর্য্যাং বর্য্যাং শ্রিয়ং দধানেন বহুবিধবহুললীলাধানেন স্বকুলভূষণেন সুধাসারেণ সারেণেব সর্বসৌভাগ্যানাং স্বজনেস্বাহিতনয়েন তনয়েন সহ স হ ব্রজপুরপুরন্দরোঽদরোদীর্ণ-প্রমোদঃ প্রমোদয়ং প্রমোদয়ংশ্চ ব্রজপুরং ব্রজপুরবাসিভিঃ সমং সমুপসসাদ॥

৭০। তেনাথ ব্রজনগরী নাথ-ব্রজন-গরীয়সীং রুজমাদধানা প্রোষিতভর্তৃকেব তাং রজনীং গমিত-

৬৭। তং দবদহনং শিখাসু হেতিষু কচবৎ কচেষ্বিব; (পা০ ৫।১।১১৬) "তত্র তস্যেব" ইতি বতিঃ॥

৬৮। মনোরথস্য পুনরুৎপত্তিশঙ্কয়া অন্যথোপমিমীতে—বৈভবোদয় ইতি। তত্রাপ্যতিশৈঘ্র্যেণ বিগলনে দৃষ্টান্তঃ—বৈদ্যুতো বহ্নিরিতি। ত্রয়াণামপ্যুক্তদৃষ্টান্তানাং সত্যত্বাদ্দার্ষ্টান্তিকস্য তু মিথ্যাত্বেনৈব তৈরায়ত্যামনুভূতত্বাদন্যদৃষ্টান্তত্রয়মাহ। তত্র স্বপ্নস্যাপি সিদ্ধাদিষু ক্বচিৎ সত্যত্বমাশঙ্ক্যাহ,—ভ্রম ইতি। ভ্রমস্যাপি যুগপৎ সর্বজনগতত্বাভাবমাশঙ্ক্যাহ,—ঐন্দ্রজালিক ইতি। লজনং লজ্জা। অথ ভগবদ্দৃষ্টিকারুণ্যামৃতবৃষ্ট্যৈব তৃণগুল্মবৃক্ষাদয়ঃ পূর্ববদেব সহসৈবাভূবন্নিতি বহ্নিচিহ্নস্য কস্যাপ্যদর্শনাদ্বিস্মিতা আহুঃ,—কিমস্মাভিরিত্যাদি॥

৬৯। বহুধা বহুপ্রকারেণ, বহুললীলা দধাতি ধারয়তীতি নন্দ্যাদি ল্যুঃ। তেন সুধায়া আসারেণ ধারাসম্পাতরূপেণ সহ স ব্রজরাজঃ, হ স্ফুটম্, অদরোঽনল্প উদীর্ণঃ প্রমোদো যস্য সঃ, প্রমায়াঃ প্রামাণ্যস্যোদয়ো যথা ভবত্যেবং প্রমোদয়ন্, গর্গপ্রোক্তমাহাত্ম্যোদ্‌ঘোষেণেত্যর্থঃ; যদ্বা, প্রমায়াঃ প্রকৃষ্টশোভায়া উদয়ো যত্র তদ্‌ব্রজপুরম্॥

৬৮। অতঃপর দরিদ্রের মনোরথের মতো জাত হতে হতেই উপশমিত, হতভাগ্যের বৈভবোদয়ের মতো ভোগ করতে না-করতেই বিগলিত, বিদ্যুৎ চমকের মতো ক্ষণমাত্র স্থায়ী, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মতো, ভ্রমোপগত বস্তুর মতো, ইন্দ্রজালবিষয়ক বস্তুর মতো সহসা মিলিয়ে যাওয়া সেই বনবহ্নি অখিলজনের লজ্জাকারী হল। অতঃপর ভগবৎদৃষ্টি-কারুণ্যামৃত বর্ষণে তরুগুল্মবৃক্ষাদি পূর্বের মতো হয়ে গেল, দাবানলের কোনও চিহ্নও আর থাকল না। এতে উপস্থিত সকলে বিস্মিত হয়ে বলতে লাগলেন 'আরে আমরা এতক্ষণ পাগলের মতো কি বকে যাচ্ছিলাম—বনাগ্নি কই ?

৬৯। অতঃপর রাত্রি পোহালে সর্বশ্রেষ্ঠ শোভাযুক্ত, বহুবহু লীলায় লীলায়িত, স্বকুল ভূষণ, কারুণ্যামৃতধারাসম্পাতস্বরূপ, সর্বসৌভাগ্যের সারস্বরূপ, স্বজনে প্রেমনীতি বিস্তারকারী পুত্রের সহিত সেই ব্রজপুরপুরন্দর অতিশয় উচ্ছলিত আনন্দে মত্ত হয়ে যাতে গর্গোক্ত কৃষ্ণমহিমা প্রচার হয় সেইভাবে ব্রজপুরকে আমোদে আহ্লাদে ভরিয়ে দিতে দিতে ব্রজপুরবাসিগণে পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রজে গিয়ে প্রবেশ করলেন।

৭০। নাথের গমনে গুরুতর বিরহপীড়ায় অতিশয় ক্লিষ্ট হয়ে ব্রজনগরী প্রোষিতভর্তৃকার

বতী রাগমিতবতী রাজন্তং পুনরপি পূর্বমিব ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে কালিয়দমনো নাম

নবমঃ স্তবকঃ ॥৯॥

১০। নাথস্য শ্রীনন্দস্য ব্রজজনেন গরীয়সীং গুরুতরাং রুজং পীড়াম্ আ সম্যগ্ দধানা ধারয়ন্তী। অথ তেন নাথস্যাগমনেন পুনরপি পূর্বমিব রাজন্তং রাগমিতবতী প্রাপ্তবতী ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যাং নবমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥৯॥

মতো রজনী অতিবাহিত করছিলেন, এখন সেই নাথের আগমনে পুনরায় পূর্বের মতো অনুরাগে রঞ্জিত হয়ে বিরাজিত হলেন।

ইতি আনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা বিস্তারে কালিয়দমন নামক

নবম স্তবক।

দশমঃ স্তবকঃ

—০:✱:✱:০—

১। অথ পুনরহরহরুপচীয়মান-মানস-বিকার-কারণরণ-রণকশূন্যহৃদয়া হৃদয়াধিনাথস্য তস্যাঙ্গ-সঙ্গ-সম্ভাবনোপায়মপায়মন্দমনুচিন্তয়ন্ত্যো মনোরথারূঢ়মনোরথা রূঢ়ভাবস্যাপি তস্য দুরবগাহমনোঽবগাহ-মনোজসা মনোজসাহায্যেন জানত্যোঽপি ন প্রতীতিমুপযান্ত্যোঽপি হিতং পিহিতং কুর্বত্যো নিজমভি-প্রায়ং সহ সহচরীভিঃ সকলা এব নিজনিজোৎকণ্ঠ্যং বাগ্বিষয়ীচক্রুঃ ॥

২। তত্র চন্দ্রাবলী বলীয়সা মনোরাগেণ সোদ্বেগং মুখবিজিত-পদ্মাং পদ্মাং নাম সখীমুবাচ,—

'কিং গৌরি গাঢ়গুরুণা গুরুগৌরবেণ, কিং নিন্দয়া বত ননান্দুরমন্দয়া নঃ।
কিং জ্বালয়া খলগিরো গরলোপমায়াঃ, শ্যামেন মে হৃদতিরক্তমকারি পীতম্ ॥'

দশমঃ স্তবকঃ

দশমে রাধিকা প্রাপ কৃষ্ণপাণিকৃতাং স্রজম্।
কৃষ্ণোঽপি রাধিকাপাণিকৃতপাকান্নভোজনম্ ॥

১। রণরণকং কামচিন্তা; মন এব রথস্তত্রৈবারূঢ়ঃ; ন তু বহিঃ প্রকটো মনোরথো যাসাং তাঃ; রূঢ়ভাবস্য জাতপূর্বানুরাগস্যাপি তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য দুরাবগাহস্য মনসোঽবগাহম্, অনোজসা ন তু ওজসা ন বুদ্ধিবলেন, কিন্তু মনোজস্য কন্দর্পস্যৈব সাহায্যেন হিতং নিজমভিপ্রায়ং 'কৃষ্ণেন সহ হন্ত রংস্যে' ইত্যেবংলক্ষণং পিহিতমাচ্ছাদিতং কুর্বন্ত্যোঽপি ॥

২। ননান্দুঃ পত্যুর্ভগিন্যাঃ; মে পীতং হৃৎ হৃদয়মতিরক্তমকারীতি বিরোধঃ; তত্রাপি শ্যামেনেত্যতিবিরোধঃ। ন হি শ্যামলিম্নৈব রক্তিমা কর্তুং শক্যতে, শ্রীকৃষ্ণেন মম মনঃ স্বানুরক্তং কৃতমিতি তত্ত্বার্থঃ ॥

দশম স্তবক

পূর্বানুরাগিণীদের সখীসঙ্গে চিত্তোদ্ঘাটন ঃ

১। অতঃপর অহরহ উপচীয়মান মানস-বিকারোত্থ কামচিন্তায় শূন্যহৃদয়া, হৃদয়াধিনাথের অঙ্গসঙ্গ সম্ভাবনার উপায় ও বাধা উভয়ের নিরন্তর মন্দমন্দ চিন্তারতা, মনোরথারূঢ়াভিলাষবিশিষ্টা পূর্বানুরাগিণী গোপীগণ পূর্বানুরাগী প্রাণনাথের দুর্বোধ্য মনের ভাবগভীরতা বুদ্ধি দিয়ে নয় কন্দর্পের সাহায্যে জানলেও প্রতীতি করতে না পেরে সুখজনক স্বাভিপ্রায় গোপন করে রাখলেন বটে কিন্তু নিজ নিজ উৎকণ্ঠার বিষয় সখীসঙ্গে আলাপ-আলোচনা সকলেই করতে থাকলেন।

২। এই পূর্বানুরাগিণীদের মধ্যে চন্দ্রাবলী বলবান্ মনোরাগে উদ্বেগের সহিত কমলবিজয়িনীমুখী সুন্দরী পদ্মা সখীকে বললেন—হে গৌরাঙ্গী পদ্মে শোন, শ্যাম যখন আমার হৃদয়কে নিজেতে অনুরক্ত করে নিয়েছে তখন আর আমার গুরুজনদের অতিপ্রশংসাই বা কি, আর হায় হায় ননদিনীর অতি-নিন্দাবাদেই বা কি, আর খলের বিষসম জ্বালাপ্রদ বাক্যবাণেই বা কি।

৩। তামাহ পদ্মা,—'পদ্মাক্ষি ! যাবদ্বার্ষভানবী নবীনানুরাগবতি প্রাগবতি প্রায়িকীং রতিং তত্র ন প্রসজ্যতি, তাবৎ কৃতাভিযোগেন যোগেন তেন সহ তে যথা ভূয়তে, তথা ময়া সময়াসত্ত্যা বিধেয়ম্, সবিধেঽয়ং স যথা তব স্বয়ং সমুপৈতি ॥

৪। কিন্তু ব্রজরাজসুতস্য তস্য স্বভাবো হি ভাবো হিত উহিতস্তস্যাং তস্যাং তম্যামেব হ্রদতট-নিকটে' ইতি তামাশ্বাস্য তথৈব স্ম চেষ্টতে, চেষ্টতেয়ং তস্মিন্নেব কর্মণি তস্যাঃ প্রবীণতাসীৎ ॥

৫। অথৈবমুৎকণ্ঠাভরাধিকাং রাধিকাং বিজনে নিজনেনিজ্যমান-সৌহৃদ-সহচরীভিঃ সহ সহমানা-মমানামনুরাগব্যথাং কিমপি চিন্তয়ন্তীমকস্মাদুপগতাপগতাখিলাবকরা করাকলিতবকুলমালা বকুলমালাখ্য-সখ্যন্বিতা শ্যামা নিজগাদ ॥

৩। নবীনানুরাগবতি শ্রীকৃষ্ণে প্রাক্ প্রথমং প্রায়িকীং রতিমবতি রক্ষতি যাবৎ, কিন্তু ন প্রসজ্যতি সঙ্গং ন প্রাপ্নোতি, তাবত্তেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ কৃতোঽভিযোগঃ ফলসিদ্ধির্যত্র তেন তে তব যোগেন সঙ্গেন যথা ভূয়তে, তথা সময়স্যাসত্ত্যা শীঘ্রেণৈবেত্যর্থঃ সোঽয়ং শ্রীকৃষ্ণস্তব সবিধে নিকটে যথা স্বয়ং সমুপৈতি, ততশ্চ তয়া সহ জনিষ্যমাণাৎ সঙ্গাৎ পূর্বমেব ত্বৎসঙ্গে জাতে তামসৌ বিস্মরিষ্যতীতি ভাবঃ ॥

৪। নন্ তস্যাময়মত্যনুরক্তো লক্ষিতঃ, কথং কৃতমৎসঙ্গ এব তাং বিস্মরিষ্যতীতি ? তত্রাহ—কিন্ত্বিতি। ভাবঃ প্রেম, স্বভাবঃ স্বস্য ভাং কান্তিমবতীতি সঃ, হিতো হিতময় উহিতস্তর্কিতস্তস্যাং রাধায়াং কিন্তু তস্যাং তস্যামেব। কালিয়দমন-দিনরাত্রাবেব, ন তু ত্বয়ীব সর্বদিবস ইতি ভাবঃ। ইতি চেষ্টতে স্ম, অচেষ্টতা চেয়ং তস্যাঃ ॥

৫। নিজাশ্চ তা নেনিজ্যমানসৌহৃদা অতিশুদ্ধসৌখ্যাশ্চেতি তাভিঃ সহচরীভির্ললিতাদিভিঃ সহ ; অমানামপরি-মাণাম্ ॥

৩। পদ্মা তাঁকে বললেন—'হে কমলনয়নী, নবীন অনুরাগবতী বার্ষভানবী সবার আগে কৃষ্ণে সর্বোত্তম রতি যাবৎ বহন করে চলছে কিন্তু সঙ্গ করে উঠতে পারছে না তার মধ্যেই তাঁর সহিত তোমার ফলসিদ্ধি যাতে হয়, যাতে সে নিজেই তোমার নিকট এসে যায়—সেরূপ উপায় আমি শীঘ্র করে দিচ্ছি—(তোমার সঙ্গ হলে তাঁকে সে ভুলে যাবে)।

৪। (রাধাতে কৃষ্ণের অতি-অনুরক্তিই লক্ষিত হয়, কি করে আমার সঙ্গ হলেই তাকে ভুলে যাবে, এর উত্তরেই যেন বলা হচ্ছে)

কিন্তু ব্রজরাজকুমারের রাধাতে যে স্বকান্তিতে উজ্জ্বল মঙ্গলময় প্রেম তা হ্রদতটের নিকটে সেই রাত্রিতেই মাত্র অনুমানের বিষয় হয়েছিল—কিন্তু তোমাতে ও সর্বকালিক ব্যাপার। এরূপে তাঁকে আশ্বাসিত করে ঐ মিলন-চেষ্টাতেই তিনি লেগে গেলেন। এ তাঁর ইষ্টনিষ্ঠা, এতে তাঁর প্রবীণতাও আছে।

৫। এদিকে উক্তপ্রকার অত্যন্ত উৎকণ্ঠাভাবে পীড়িতা রাধিকা যখন নিজের অতিশুদ্ধমতি প্রিয়সখী ললিতা বিশাখাদির সহিত অপরিমিত অনুরাগ-ব্যথায় অবনতা হয়ে কোনও চিন্তায় ক্লিষ্ট হয়ে নির্জনে অবস্থান করছিলেন সেই সময় অকস্মাৎ হাতে বকুলের মালা ধরা বকুলমালা সখীসঙ্গে

৬। 'অয়ি বার্ষভানবি! ন বিনা ভবতীমিহ গোকুলে কুলে চ কুলললনাললামভূতানাং ভূতানাং সৌভাগ্যসম্পদং কা বহতি।

৭। যদবধারিতং তস্মিন্নহনি হনিষ্যমাণ-প্রমদোহেন রসদোহেন রসবতীহৃদয়াকর্ষণাঙ্কুশেন নিরীক্ষণেন ক্ষণেন মূর্ত্তিমতেব যদসৌ ব্রজরাজকুমারো মারোদ্ধতহৃদয় ইব চকোরকো রজনীনাথমিব ভবদাস্যং ধয়তি স্ম॥

৮। তদধুনা তস্যানুরাগপাত্রং ত্বমিত্যবগতম্। গতং চ মেঽমানস্যম্, মানস্যং সারস্যং চ মে সমজনি॥'

৯। সাহ,—'সাহসকারিণি! কিমেবং প্রলপসি?—

সা কাঽঽলি কলিয়রিপোরনুরাগপাত্রং, যা গোকুলে কুলজনৈরনুমাতুমর্হা।
ইন্দুর্বিনা কুমুদিনীং স্বয়মুজ্জিহীতে, নেন্দুং বিনা কুমুদিনী বিকচত্বমেতি॥

৬। ললামভূতানাং তিলকরূপাণাং শ্রেষ্ঠযুবতীনাং কুল ইত্যর্থঃ। ভূতানাং সৌভাগ্যসম্পদং প্রাণিমাত্রকর্তৃকপ্রীতিম্॥

৭। ভূতানামিতি কিয়দাধিক্যম্, যতঃ সর্বসৌভাগ্যসম্পন্নিধেঃ শ্রীকৃষ্ণস্যাপি চেতঃ সমাকর্ষসীত্যাহ,—তস্মিন্নহনীতি। অহোদিনবাসরাদি-শব্দানামহোরাত্রবাচিত্বাৎ কালিয়দমনদিবসীয়রজন্যাং যন্ময়াবধারিতম্; কেন চিহ্নেন? হনিষ্যমাণো গংস্যমানঃ প্রমদস্য উহো যস্মাত্তথাভূতেন নিরীক্ষণেন ষড়ৃত্তরকালমানন্দস্য তর্কো ব্যক্তো ভবতীত্যর্থঃ। হন্তের্গমনার্থত্বাদ্গমনস্যাপ্যত্র ব্যঞ্জনার্থত্বাদ্যমকানুরোধাদসর্থতাদোষঃ সোঢ়ব্যঃ; যদ্বা, হনিষ্যমাণো নাশং প্রাপ্স্যন্ প্রমদানাং গোপীনামূহস্তর্কো যত্র তেন; তদানীমনুরাগস্য চাক্ষুষত্বাৎ ন পুনস্তর্কো ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। পুনঃ কীদৃশেন? রসং দোগ্ধি পূরয়তীতি তেন, ক্ষণেনোৎসবেন, ধয়তি স্ম, অপিবৎ॥

৮। অমানস্যং দুঃখম্; "পীড়া বাধা ব্যথা দুঃখমমানস্যম্" ইত্যমরঃ। মানস্যং মনসি জাতম্; সারস্যং সরসতা॥

অখিল দোষরহিতা শ্যামা সম্মুখে এসে উপস্থিত হয়ে বললেন—

৬। 'অয়ি বার্ষভানবি, তুমি বিনা এ-গোকুলে কুলললনা-তিলকরূপা যুবতি-শ্রেষ্ঠগণের কুলে প্রাণিমাত্রের প্রীতিরূপ সৌভাগ্যসম্পদ আর কে বহন করে থাকে।

৭। (প্রাণিমাত্রের—সে আর এমন কি বেশী কথা—যেহেতু সর্বসৌভাগ্যসম্পদনিধি শ্রীকৃষ্ণের চিত্তকেই তো আকর্ষণ করে থাকে—সে কথাই বলা হচ্ছে 'যদবধারিতং ইত্যাদি)

সেই কালিয়দমন-রাত্রে আমি এ নিশ্চয়রূপে জেনেছিলাম, কারণ সেই কামোন্মত্ত-চিত্ত ব্রজরাজকুমার প্রমদাগণের সমস্ত তর্কের অবসানকারী, রসের পূরয়িতা, রসবতী-হৃদয় আকর্ষণের অঙ্কুশস্বরূপ, মূর্তিমান মহোৎসবসম কটাক্ষে তোমার মুখচন্দ্র পান করছিল। চকোর যেমন চন্দ্রসুধা পান করে সেই ভাবে।

৮। অতএব আমি এখন নিশ্চয় জেনেছি তাঁর অনুরাগ-পাত্রী তুমিই। আমার দুঃখের অবসান হয়েছে, মনে রসের তরঙ্গ খেলে যাচ্ছে।'

৯। রাধা বললেন—'হে সাহসকারিণি, এ কি প্রলাপ বকছো?—

১০। তন্নূনমখিলাঙ্গনানাং স এবানুরাগপাত্রং ন তস্য কাপি।' শ্যামাহ,—'মাহর মদ্বচসি সন্দেহম্, দেহং চ মা খেদয়, দয়স্ব নিজসৌভাগ্যং প্রতি, প্রতিজানীহি স হি মমৈব' ইতি॥

১১। ললিতোবাচ,—'বাচনিকোঽয়মাশ্বাসঃ, কিংবা যথার্থঃ' ইতি। তয়া পুনরূচে,—'ললিতে! পৃচ্ছ বকুলমালিকাং মৎসহচরীম্॥'

১২। ললিতাহ,—'বকুলমালিকে! হে মাঽঽলি! কেবলমস্মাকমনুরোধেনৈব কথনীয়ম্।' বকুলমালাহ,—'বকুলমালা হরিষ্যতি খল্বিয়ং তে সন্দেহম্, তথাপি কিঞ্চিদাকর্ণ্যতাং কর্ণতাং যদ্বহতি। একস্মিন্ সময়ে স ময়েক্ষিতঃ পরমসুখবর্দ্ধনস্য গোবর্দ্ধনস্য গোচরঃ, চরতি নৈচিকীনিচয়ে তদনুপদীনেঽদীনে সহচরচয়ে নর্মদানুচরতয়া স রসসমুদ্রঃ, সমুদ্র ইব গভীরো ভীরোধকঃ, কুসুমিত-বকুল-পালি-পালিতং

৯। আলি! সখি! সা কা? কুলজনৈঃ কুলবতীভিঃ॥

১০। মদ্বচসি সন্দেহং মা আহর, মা আনয়॥

১১। বাচনিকো বচনমাত্রভবঃ॥

১২। মা নিষেধে। আলি! হে সখি! কেবলম্। বকুলস্য মালা মাল্যম্ কর্ণ্যতাং কর্ণহিতত্বম্; সময়া নিকট এবেক্ষিতঃ; "সময়ান্তিকমধ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ; নর্মদঃ পরিহাসদায়ী অনুচরো যস্য তস্য ভাবস্তত্তা তয়া; পক্ষে, নর্মদা স প্রসিদ্ধো রসস্য জলস্য সমুদ্রঃ; সমুদ্রস্য সরিৎপতিত্বেন সন্নায়কতয়া তদনুচরত্বারোপঃ; ভীরোধকো নির্ভয়ঃ; কুসুমিতানাং

হে সখি, এ-গোকুলে সে এমন কে আছে যে কালিয়শত্রুর অনুরাগ-পাত্র বলে কুলবতীগণের দ্বারা অনুমানের বিষয় হতে পারে। চন্দ্রমা কুমুদিনী বিনাও নিজে উদিত হয়ে থাকে, কিন্তু চন্দ্রমা বিনা কুমুদিনী বিকসিত হয় না।

১০। অতএব নিশ্চয় জেনো অখিল অঙ্গনাগণের তিনিই একমাত্র অনুরাগ-পাত্র কিন্তু তাঁর কেউ নয়।' শ্যামা বললেন—'আমার বাক্য অবিশ্বাস কর না, শরীরকে কষ্ট দিও না, নিজ সৌভাগ্যের প্রতি দয়া কর, সে একমাত্র আমারই—এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে যাও।'

১১। ললিতা বললেন—'এ-আশ্বাসবাক্য কি শুধু কথার-কথা কিম্বা যথার্থ।' তিনি পুনরায় বললেন—'ললিতে, আমার সহচরী বকুলমালাকেই জিজ্ঞাসা করে দেখ-না।'

১২। ললিতা বললেন—'বকুলমালিকে, হে আমার সখি, কেবল আমার অনুরোধেই বলবে-যে তা নয়, যথার্থ বল।'

বকুলমালার মুখে কৃষ্ণচিত্তোদঘাটন :

বকুলমালা বললেন—"এ-বকুলমালিকাই হে রাধে, তোমার সন্দেহ ঘুচিয়ে দিবে, তথাপি কর্ণরসায়ণ কিছু শোন—

একদিন সেই সুন্দরকে আমি নিকট থেকে দেখেছিলাম যখন পরমসুখবর্দ্ধন গোবর্দ্ধনের নিকট উৎকৃষ্ট দুগ্ধবতী গাভীসমূহ চরতে থাকলে, আর তাঁর পশ্চাৎ পশ্চাৎ সহচরবৃন্দ আনন্দে খেলা করে বেড়াতে থাকলে নর্মসহচর কুসুমাসবের সহিত সেই সমুদ্রের মতো গম্ভীর রসসমুদ্র নির্ভয়ে কুসুমিত

বিপিনমধ্যমধ্যবস্থায় ললিতেন গলিতেন গম্ভীরগন্ধভৃতা ভৃতাতিশোচিষা কুসুমেন সুমেন মাল্যমাল্যতিমনোহরং নির্ম্মিমাণঃ, আলোক্য চ তং সহসা সহ সাধ্বসেন লতাবিটপেনাত্মানমপবার্য্য বার্য্যমাণধৈর্য্যয়া করকলিতদেবীশুকেন কুসুমাসবেন নবেন নর্মদেন সখ্যা স খ্যাপিতবার্ষভানবীনবীনানুরাগদর্শনকালত্রয়কথঃ কথমপি সমাকলিত-গাম্ভীর্য্যঃ শীর্য্যমাণ ইব ময়া চিরমেব নিভৃতং ন্যভালি, ভালিতাহং ন কেনাপি ॥

১৩। ততঃ কুসুমাসবেন কুসুমাসবেন সদৃশয়া গিরা কিঞ্চিদপ্রস্তুতং প্রস্তুতম্,—'বয়স্য ! ইয়মিয়ং স্বকরগুম্ফিতা বকুলমালা মা লাঘবমাসাদয়িতুমর্হতি। তদিমাং তস্যৈ উপহারীকৃত্য হারীকৃত্যবস্থাং প্রাপয়' ইতি বদতি সতি স তিলমাত্রং স্মিত্বা 'বয়স্য ! কথমেতৎ সম্পাদ্যতাং গদ্যতাং গগনকুসুমমালয়া গগনমণ্ডনমিব' ইতি যদৈবং নিজগাদ, নিজগাদ-বৈয়র্থ্যনিরাকরণায় করণায়ত্তপাটবোঽপি ক্ষণং চিত্রলিখিত ইব তস্থৌ কুসুমাসবঃ ॥

বকুলবৃক্ষাণাং পালিভিঃ শ্রেণীভিঃ, পালিতমিতি তৎপ্রাধান্য-তাৎপর্যকম্; মাল্যং স্রজম্, আলি! হে সখি! অতিমনোহরম্; অপবার্য তিরোধাপ্য, বার্যমাণং নিবর্ত্ত্যমানং ধৈর্যং যস্যাঃ, চপলভাবেনেত্যর্থঃ; তথাভূতয়া ময়া স শ্রীকৃষ্ণো ন্যভালি, সবিশেষং দৃষ্টঃ। অহং তু কেনাপি ন ভালিতা, ন প্রত্যভিজ্ঞাতা। করে কলিতো গৃহীতো দেব্যা রাধায়াঃ শুকো যেন তেন খ্যাপিতা প্রস্তুতা, বার্ষভানব্যা নবীনানুরাগস্য দর্শনং যত্র তথাভূতস্য কালত্রয়স্য কথা যেন সঃ,—বনগমনসময়ে জন্মদিনোৎসবে কালিয়দমনদিবসীয়রাত্রৌ চ দর্শনাৎ ॥

১৩। হারীকৃত্যবস্থাং হারীকরণদশাম্, অভূততদ্ভাবে চ্বিঃ। ইয়ং মালা তস্যাঃ কণ্ঠে হারত্বেন কল্পিতা ভবত্বিতি বাক্যার্থঃ। পরম অনুরাগিণ্যা তয়া শুষ্কাপীয়ং মালা প্রতিদিনমেব স্বকণ্ঠে হার ইব ধারয়িষ্যতীতি হারশব্দ-তাৎপর্যম্। ভঙ্গ্যা তু হারীকৃতিরূপামবস্থাং প্রাপয়েতি ত্বৎকণ্ঠে অহমপি ত্বয়া হারীকৃতঃ স্যামিতি জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। সম্পদ্যতাং ঘটতাম্,

---

বকুলশ্রেণীতে সজ্জিত বকুলবনমধ্যে প্রবেশ করে ললিতগলিত গম্ভীর গন্ধ কান্তিতে উজ্জ্বল সুন্দর কুসুমে অতিমনোহর মালিকা গ্রন্থন করছিলেন, তাঁকে দেখেই আমি সহসা সম্ভ্রমবশতঃ লতাবনে আত্মগোপন করে ধৈর্যের বাঁধ রক্ষণে চঞ্চল হয়ে সঙ্কুচিতের ভাবে বসে বহুক্ষণ ধরে নিভৃতে তাঁকে সবিশেষে দেখছিলাম—রাধার শুকধারণে ললিতকর সেই নবীন সহচর কুসুমাসব তাঁকে বার্ষভানবীর নবীন অনুরাগদর্শন-কালত্রয়কথা (বনগমন সময়ে চন্দ্রশালিকা থেকে, জন্মদিনোৎসবে, কালিয়দমন দিবসে) বলছিল, আর সে কোন প্রকারে গম্ভীর্য রক্ষা করে মালা গেথে যাচ্ছিল। আমাকে কেউ দেখতে পায় নি।"

১৩। বকুলমালা সখী বলে চললেন হে রাধে শোন—"কুসুমাসব মধুসম মিষ্টি কথায় কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় উত্থাপন করে বললেন—'হে বয়স্য তোমার নিজ হাতে গুম্ফিত এ-বকুলমালা তুচ্ছতা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য নয়, অতএব এ তাঁকে উপহার দিয়ে হারীকরণদশা প্রাপ্ত করাও, এ-মালা তাঁর গলায় হার হয়ে দুলতে থাকুক।' এ কথায় কৃষ্ণ একটু মুচকি হেসে বললেন—'এ কি করে ঘটবে বলতো, আকাশকুসুম মালায় আকাশ মণ্ডনের মতো কথা যে হল।' এরূপ বললে নিজের

১৪। তৎসমকালমকালবাত্যেব পদ্মা সমুপসন্নবতী নবতীব্রতরোৎকণ্ঠয়া ময়া সময়া সমুৎপন্নমনোরথয়ৈব শ্রূয়তে কুসুমাসবস্তদা যদবাদীৎ ॥

১৫। 'অয়ি! কাসি? কাসিতচতুরিমমণি মণিরিব বীক্ষ্যসে। কিং প্রয়োজনং বিজনং বিপিনং চরসি? রসিকশেখরস্য রস্যতমচরিতস্য মদ্বয়স্যস্য পুরতো নিঃসাধ্বসং সাধ্বসঙ্কলিতত্রপাত্র পালয়সি কিং চরণবিহারম্' ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেণ চ্ছদ্মনা পদ্মনাভস্য পুরত এব সা কিমপি প্রাস্তৌষীৎ ॥

১৬। 'অয়ি! চন্দ্রাবল্যা বল্যামোদকরীণাং সহচরীণাং সহগা পদ্মা নামাহম্, তয়া খলু গুণগৌর্য্যা গৌর্য্যা এব পূজনার্থং কুসুমান্যবচেতুমিহ প্রহিতা হি তাদৃশানি কুসুমান্যপরত্র ন লভ্যন্তে লভ্যং তে বিপিন এব তৎ সৌলভ্যমিতি বকুলকুলমেবাদৌ বিচেয়মিত্যত্রাগতা ॥'

গন্তুতাং কথয়। গগনপুষ্পমালয়া গগনস্য মণ্ডনমিবেতি তদ্‌যথা মনকল্পনামন্তরেণ কার্যতো ন ঘটতে, তথৈবৈতদিতি তস্যা গোষ্ঠমধ্যেঽস্থিতত্বাদস্মাকং মধ্যে কেনাপি গন্তুমশক্যত্বাৎ সম্প্রতি মম তু ততো দূরবনে স্থিতত্বাৎ, পুষ্পমালায়াশ্চ চিরকালস্থায়িত্বাসম্ভাবাচ্চেতি ভাবঃ। নিজগাদস্য নিজবচনস্য ব্যর্থতানিরসনায়, যদির্ঘএস্তঃ; করণায়ত্তং বুদ্ধ্যধীনং পাটবং বাক্‌চাতুর্যং যস্য সোঽপি প্রতিবক্তুং সমর্থোঽপীত্যর্থঃ ॥

১৪। সময়া নিকটে ॥

১৫। কাসি কা ভবসি। কাসিতে সন্দীপিতে চতুরিমণি চাতুর্যে বিষয়ে মণিরিব সাধু যথা স্যাত্তথা ন সংকলিতা ন সংগৃহীতা ত্রপা যয়া তথাভূতা সতী অত্র পালয়সি রক্ষসি, করোষীতি যাবৎ ॥

১৬। গুণৈর্গৌর্ষা বিশুদ্ধয়া; "গৌরোঽরুণে সিতে পীতে বিশুদ্ধে চাভিধেয়বৎ" ইতি মেদিনী। অপরত্র বনাদৌ ন লভ্যন্তে, তে তব বিপিন এব তেষাং কুসুমানাং সৌলভ্যং সুলভত্বং লভ্যং লব্ধুং শক্যম্ ॥

কথার ব্যর্থতা নিরসনে যাঁর বাক্‌চাতুর্য নিজবুদ্ধির অধীন সেই কুসুমাসব ক্ষণকাল চিত্রলিখিতের মতো স্থির হয়ে রইল।

১৪। ঠিক সেই সময়ে অকাল ঝড়ের মতো পদ্মা এসে নিকটে দাঁড়াল। নবতীব্রতর উৎকণ্ঠায়, সমুদ্ভূত মনোরথের সহিত নিকটস্থ আমি কুসুমাসব যা বলছিল তা শুনিয়েছিলাম।

১৫। 'আরে তুমি কে হে, বিকসিত চতুরমণির মতো দেখা যাচ্ছে যে—কোন্ প্রয়োজনে এ-বিজন বিপিনে ঘুরে বেড়াচ্ছ—রসিকশেখর অতি আস্বাদনীয় চরিত্র আমার বয়স্যের সম্মুখে নির্ভয়ে একেবারে লজ্জাশূন্য হয়ে এসে পদার্পণ করলে যে।' কুসুমাসবের এইরূপ কথা শেষ হতেই সেই পদ্মা অত্যন্ত কপটতাপূর্বক পদ্মনাভের সম্মুখেই কোন প্রস্তাব রাখলেন—

১৬। 'আরে শোন, আমি তো চন্দ্রাবলীর অতি আনন্দদাতৃ সহচরীগণের সঙ্গী পদ্মা নামা সখী। চন্দ্রাবলী কর্তৃক আমি এখানে প্রেরিত হয়েছি—গুণে বিশুদ্ধা গৌরী পূজনার্থে কুসুমচয়নের জন্য। তাদৃশ কুসুম অন্য বনে পাওয়া যায় না—তোমার এ-বিপিনেই একমাত্র সুলভ, বকুল ফুলই প্রথম চয়ন করে নেওয়া সমীচীন—তাই এখানে এসেছি।'

১৭। কুসুমাসব আহ,—'প্রসিদ্ধৈব সা গৌরী গৌরীপূজনপরেতি, কিন্তু শ্রদ্ধাগৌরবাদেব দেবতা-তুষ্টিরিতি সা কথং নাগতা?' সাহ,—'সাহসিক! সাধূক্তম্, কিন্তু,—

যস্মিন্ ক্ষণে হ্রদতটীমধিবর্ত্তমানা, হা হন্ত কৃষ্ণভুজগং সহসা দদর্শ।
আরভ্য তং ক্ষণমহো অধুনাপি চিত্তং, তস্যা ভুনোতি বত তদ্বিষবাধয়েব॥

১৮। স আহ,—'তদ্বাধাশমনোপায়ো মনোঽপায়ো যদি ভবতি, তদৈব ভাবী।' সাহ,—'মনোঽপায়কারণমেব মৃগয়ামহে।' স আহ,—'তদতিদুর্লভম্।' সাহ,—'উচ্চৈরৌৎকণ্ঠ্যস্য কিং দুর্লভম্?' স আহ,—'বাধিতমেতৎ সতি মনসি হ্যোৎকণ্ঠ্যম্, কথমৌৎকণ্ঠ্যেন মনোঽপায়োপলম্ভঃ?' সাহ,—'মনোঽপায়স্তস্যা বৃত্ত এব, মনোহরেণ কেনাপি মনসো হরণাৎ, তথাপ্যৌৎকণ্ঠ্যমিতি বিচিত্রম্।' স আহ,—'মনোহরমনুসন্ধেহি।' সাহ'—'সম্প্রতি বকুলমাল্যমেব, যদিদং গৌরীকণ্ঠং রঞ্জয়িষ্যতি॥'

১৭। কৃষ্ণভুজগং কালিয়সর্পম্; পক্ষে, কৃষ্ণ এব ভুজগস্তম,—কামবিষসঞ্চারণাৎ; দুনোতুপতপ্তং ভবতি॥

১৮। মনোঽপায়ো মনসোঽপায়োঽপগমঃ, কৃষ্ণভুজগস্মৃত্যাসক্তং মনশ্চেদপগচ্ছতি তদৈবেত্যর্থঃ, তদতিদুর্লভমিতি; ভুজগপক্ষে, তস্যা ভীরুস্বভাবত্বাদ্ভয়াসক্তমনো নাপযাস্যত্যেব। কৃষ্ণপক্ষে, পরমানুরাগিণ্যাস্তস্যাঃ কৃষ্ণাসক্তং মনস্তু নিতরাম্। উচ্চৈরৌৎকণ্ঠ্যস্যেতি;—(পা ২।৩।৬৯) "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা-' ইত্যাদিনা কর্ত্তরি ষষ্ঠীনিষেধাত্র কর্ত্তর্যেব সম্বন্ধ-বিবক্ষয়া ষষ্ঠী। অস্যা জাতমৌৎকণ্ঠ্যমেব মনসোঽপায়ং লপ্স্যত ইত্যর্থঃ,—বিরহতপ্তস্য মনসো মূর্চ্ছয়া লয়দর্শনাৎ। বাধিতমিতি ঔৎকণ্ঠ্যমেব মনসোঽপায়ং প্রাপ্স্যতীতি ভবত্যোক্তম্, তত্র মনসোঽপায়-সমকালমেবৌৎকণ্ঠ্যস্যাপ্যপায়াত্তৎ-প্রাপ্তি-কর্ত্তৃত্বম্. ঔৎকণ্ঠ্যস্য তদানীং খপুষ্পায়িতস্য কথমস্থিত্যর্থঃ। বকুলমাল্যমেবেতি সাক্ষাৎকৃষ্ণোল্লেখস্যারম্যত্বাৎ তেন

১৭। কুসুমাসব বলল—'সেই গৌরী যে গৌরীপূজনে আসক্ত তা তো প্রসিদ্ধই আছে, কিন্তু শ্রদ্ধা আদরেই তো দেবতা তুষ্ট হয়, তবে নিজে কেন এলেন না তিনি?' পদ্মা বলল—'ওহে সাহসিক, ঠিকই বলেছ কিন্তু—

যে মুহূর্তে হ্রদতটে দাঁড়িয়ে হায় হায়, সে কালিয়সর্প (কৃষ্ণরূপ সর্প) সহসা দর্শন করেছে সে-মুহূর্ত থেকে এ-পর্যন্ত ঐ সর্পবিষ-জ্বালায় (কামের তাড়নায়) চিত্ত তাঁর জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে।'

১৮। কুসুমাসব বলল—'ঐ ভুজঙ্গ-স্মৃতিতে আসক্ত মন যদি অন্যত্র সরে যায় তবেই ঐ মনোরোগ নিরাময়ের উপায় হতে পারে।' পদ্মা বলল—'মন অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার উপায়ই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি।' কুসুমাসব বলল—'তা অতি দুর্লভ।' (এ কথার প্রথম ধ্বনি—তার ভীরু স্বভাব হেতু সর্প-ভয়াসক্ত মন অন্যত্র কিছুতেই সরে যাবে না। দ্বিতীয় ধ্বনি—পরমানুরাগিণী তাঁর কৃষ্ণাসক্ত মন কৃষ্ণ ছেরে অন্যত্র কিছুতেই যাবে না)। পদ্মা বলল—'উচ্চ উৎকণ্ঠার দুর্লভ কি?' কুসুমাসব বলল—'মন থাকলেই তো সে মনে উৎকণ্ঠা, আধার মনের অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই তো আধেয় উৎকণ্ঠার বিলোপসাধন হয় তখন আর আকাশকুসুমবৎ সেই উৎকণ্ঠার কি করে তৎপ্রাপ্তিকর্তৃত্ব থাকতে পারে।' পদ্মা বলল—'মনের অপসারণ তাঁর হয়েই গিয়েছে কোনও অনির্বচনীয় মনোহরের দ্বারা মন অপহারিত হওয়ায়;

১৯। কৃষ্ণ আহ,—'বয়স্য ! চতুরেয়ং যদনয়ৈব বকুলমালয়া গৌরীপূজাং কারয়িতুং কাময়তে, গ্রথনপরিশ্রামবিশ্রামবিধিং চ ॥'

২০। কুসুমাসব আহ,—'অয়ি সাহসিনি ! প্রিয়বয়স্যস্য নিজকণ্ঠাভরণোচিতামেনাং বকুলমালিকাং কথমন্যা লব্ধুমর্হতি ? তদিমান্যগ্রথিতান্যেবাবচিত্য নীয়ন্তাম্।' সাহ,—'সাহসং মে কথমেবম্। মে বঞ্চয়সি বা কথমেবম্ ? যদি কুমারস্য রস্যপ্রসাদো ভবেত্তদা স্বয়মেব দদাতু ॥'

২১। কৃষ্ণ আহ,—'বয়স্য ! সমুচিতমুক্তমনয়া, তদ্দীয়ন্তাং কুসুমানি স্বয়মেব। যথৈভিরেষা স্বসখীং তোষয়তি, নির্বহতি চ গৌরীপূজনম্' ইতি তদুদিতানন্তরতান্তেন মনসা দত্তানি কুসুমানি গৃহীত্বা সা গতবতী ॥

২২। তব তীব্রতরতপঃ-প্রভাবেণ ততঃ কুসুমাসবেনোক্তম্—'বয়স্য ! ইয়মিব যদি বার্ষভানব্যা

মাল্যেন চ চন্দ্রাবলীমাশ্বাসয়িতুমবহিথৈবেয়ম্। অতঃ সম্প্রতীত্যুক্ত্যা কৃষ্ণ দত্তমাল্যলক্ষণা তস্যাশ্চিত্তে বিশ্রন্তমাণাপ্যপশ্চাৎ সঙ্গময়িতুং তন্মনোহরং শ্রীকৃষ্ণমেতমনুসন্ধাস্যাম্যেবেতি দ্যোতিতম্। গৌরী দুর্গা, পক্ষে চন্দ্রাবলী ॥

১৯। গৌরীতি দুর্গা ; পক্ষে, চন্দ্রাবলীমিতি। চন্দ্রাবলীপক্ষে মামিতি প্রযোজ্যকর্ম উন্নেয়ম্। গ্রথনপরিশ্রমস্য বিশ্রামবিধিং কাময়ত ইত্যস্যানুষঙ্গঃ ॥

২০। সাহসং মে কথমেবমিত্যেকং বাক্যম্। মে মম বঞ্চয়সি, বঞ্চনাং করোষি বা, কথমেবমনেন প্রকারেণেত্যপরম্। কুমারস্য যুবরাজস্য ; "যুবরাজস্তু কুমারঃ" ইত্যমরঃ ॥

২১। গৌরীপূজনমিতি পূর্ববৎ শ্লেষস্তেন স্বানুরাগোঽপি যথাকথঞ্চিদ্ব্যঞ্জিত ইতি ॥

তথাপি যে উৎকণ্ঠা, এ বিচিত্রই বটে।' কুসুমাসব—'মনোহরের অনুসন্ধান কর গে।' পদ্মা বলল—'সম্প্রতি বকুলমালাই সেই মনোহর—যদি এ গৌরী-কণ্ঠ রঞ্জিত করে।' (গৌরী এক অর্থে দুর্গা, অন্য অর্থে চন্দ্রাবলী)।

১৯। কৃষ্ণ বলল—'বয়স্য, এ-তো বড় চতুর দেখছি, যেহেতু এ বকুলমালায় গৌরীপূজা করিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা করছে, আর সেই সঙ্গে বিরমিত করিয়ে দিতে চাইছে আমার এ গ্রন্থন-পরিশ্রমবিধি।'

২০। কুসুমাসব বলল—'ওহে সাহসিনি, প্রিয় বয়স্যের নিজ কণ্ঠাভরণোচিত এ বকুলমালা কি করে অন্য কেউ পরবার যোগ্য হবে ? অতএব ঐ যে নীচে কেউ না-কুড়ানো পড়ে আছে তা কুড়িয়ে নিয়ে নাও।' পদ্মা বলল—'এ সাহসই বা কি করে হবে আমার। আমাকে বঞ্চনাই বা কেন করছ এমন ? যদি যুবরাজের রসানুকূল কৃপা হয়ে যায় তবে তো নিজেই দিয়ে দিবে।'

২১। কৃষ্ণ বলল—'বয়স্য, এ সমুচিতই বলেছে, অতএব নিজেই দিয়ে দেও কিছু কুসুম যাতে এ নিজসখীকে সন্তুষ্ট করতে পারে, আর গৌরীপূজা নির্বাহ করতে পারে।' তার এ কথার পর কুসুমাসবের দ্বারা প্রফুল্ল মনে প্রদত্ত কুসুম নিয়ে পদ্মা চলে গেল।

২২। (বকুলমালা রাধাকে সম্বোধন করে বলে চললেন) হে রাধে, অতঃপর তোমার তীব্রতর

নব্যালীনাং মধ্যে কাপ্যধুনা ধুনানেব তে হৃত্তাপমিহোপসীদতি, তদৈষা মালা মা লাঘবমুপৈতি' ইত্যাকর্ণ্য নিঃসাধ্বসমেব তদনাকর্ণিতমভিনয়ন্তী পতিত-কুসুমাবচয়নচ্ছলেনাকস্মিকীবাহমুপসন্না। তদনু তথৈব মামবলোক্য কুসুমাসব এব 'কাসি ত্বম্' ইতি মামবাদীৎ, তদাশু কেন শুকেন সমুক্তম্,—'হংহো! রাধাসুহৃদঃ শ্যামায়াঃ সখীয়ং বকুলমালা নাম বকুলমালানির্মাণহেতোরিমানি কুসুমান্যাচিনোতি।' স আহ,—'মালয়াস্যাঃ কিং প্রয়োজনম্, জনং জনমেব বকুলকুসুমানি তরলয়ন্তি গোকুলবালাঃ, সঙ্কোচোঽপি চোপিতস্তাভিঃ॥'

২৩। শুকেনোক্তম্—'এষা বকুলমালা বকুলমালামারচয্য গুণশ্যামায়ৈ শ্যামায়ৈ নিজসখ্যৈ দাস্যতি। সা চ মদ্দেব্যৈ ইতি তস্যা মর্য্যাদা॥'

২৪। কুসুমাসবেনোক্তম্,—'বয়স্য! মদুক্তিকল্পলতিকা ফলোন্মুখীব জাতা।' শুকেনোক্তম্,—'অমোঘা হি ব্রাহ্মণবাণী। তদিমামাহূয় দীয়তাং বকুলমালা, যথৈনামিয়মেব তাং প্রাপয়তি।' তদনু দনুজদমনো মনোজ্ঞতরদশনকিরণকন্দলীব্যাজহারো ব্যাজহারোচিতং কিমপি,—'কথমিয়মাগমিষ্যতি হাস-

---

২২। আশু শীঘ্রম্, কং সুখং যস্মাৎ তেন শুকেন। চোপিতো দূরীকৃতঃ; "চুপ মন্দায়াং গতৌ" ইত্যস্য রূপম্॥

২৩। মদ্দেব্যৈ রাধায়ৈ॥

২৪। মনোজ্ঞতরো দশনানাং দন্তানাং কিরণকন্দল্যা কান্তিশ্রেণ্যা ব্যাজেন ছলেন হারো যস্য সঃ, ইত্যপহ্নুত্য-

---

তপোপ্রভাবে কুসুমাসব বলল—'হে বয়স্য, এই পদ্মার মতো বার্ষভানবীর নবীন সখীমধ্যে কেউ যদি এখন এসে পড়ত তবেই তোমার হৃত্তাপের উপশম হত, আর তবেই এ-মালা তুচ্ছদশায় পড়ত না।' এ-কথা শুনে আমি নির্ভয়ে কিছুই যেন শুনিনি এরূপ অভিনয়ের ভঙ্গীতে ঝরা-কুসুম অবচয়নচ্ছলে হঠাৎ আগমনরত ব্যক্তির মতো তাদের নিকটবর্তী স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম। অতঃপর এ অবস্থায় আমাকে দেখে কুসুমাসব বলল—'তুমি কে গো।' আর এ-কথার সঙ্গে সঙ্গেই কুসুমাসবের হাতের সেই শুক উত্তর দিল—'অহো, এ যে রাধা-সুহৃদ শ্যামার বকুলমালা সখী, বকুলমালা গাঁথার জন্য বকুলফুল চয়ন করে বেড়াচ্ছে।' কুসুমাসব বলল—'মালার কি প্রয়োজন, গোকুলবালারা তো নয়নকটাক্ষেই বকুলকুসুমের সৃজন করে করে সকলকে চঞ্চল করে তুলছে, এদের তো সঙ্কোচের বালাই নাই।'

২৩। শুক বলল—'এ-বকুলমালা বকুলের মালিকা গেঁথে গুণে শ্যামা নিজ সখী শ্যামাকে দিবে, শ্যামা দিয়ে দিবে আমার দেবী রাধাকে—এটাই তাঁর মর্যাদা।'

২৪। কুসুমাসব বলল—'বয়স্য আমার বাক্য-কল্পলতা যেন ফলন্মুখ হল।' শুক বলল—'ব্রহ্মবাণী অমোঘই হয়ে থাকে। অতএব একে ডেকে বকুলমালা দিয়ে দেও, যাতে উনি এটি তাঁর হাতে পৌঁছে দিতে পারে।'

অতঃপর অতি মনোজ্ঞ দন্তকিরণপ্রবাহচ্ছলে শুভ্রহারে অর্থাৎ মন্দ হাসিতে শোভন দনুজদমন

পটোর্বটোর্বচসা, সহজগর্ববত্যো হি গোকুলকুলবালাস্তদয়ি দয়িত ! বিহগোত্তম ! স্বদেবীপক্ষপাতেন পক্ষপাতেন স্বয়মেবাস্যাঃ সবিধমুপসর্পতু ভবান্। স্বভাবকলকোমলেনামলেনানেন ভবতো বচসা নেষ্যত্যসৌ বকুলমালা বকুলমালাম্' ইত্যুক্ত এব বিহগরাজো মদভ্যাসমভ্যাসসাদ ॥

২৫। আসাদ্য চ 'বকুলমালে ! মাং পরিচিনোষি, চিনোষি কিং বকুলকুসুমানি ? এহি ব্রজরাজকুমারসবিধম্, অহং তে তৎকরগুম্ফিতাং স্রজং দাপয়িষ্যামি, কিমেতাবতাধিকেনাবচয়নপরিশ্রমেণ।' ময়োক্তম্—'অয়ি শুককুলাবতংস ! সংসর্গজাঃ কিল দোষগুণা ইতি সত্য এব ব্যাহারঃ। যদিয়ং তে স্বভাবলম্পটস্য পীতপটস্য পীতমধুরসস্যেব সমদস্যাঽঽসঙ্গেন ভিন্নৈব মতিরনুভূয়তে। ক্ক নু দৃষ্টং ভবতা কুলকুমার্য্যঃ পরপুরুষদত্তাং মালামুরীকুর্বন্তি ॥'

২৬। শুকেনোক্তম্,—'অয়ি পরমপুরুষ এবায়ং ন হি পরপুরুষঃ।' ময়োক্তম্,—'পুরুষ এবায়ং কথং পরমপুরুষ ইত্যুচ্যতে ?' তেনোক্তম্,—'নাত্র সন্ধিরনুসন্ধেয়ঃ কিমপি বাচালতালতাবিস্তারেণ, তৎ কর্মধারয়পরং পদমেতদ্দুর্লভম্' ইতি তৎকথাচাতুর্যেণৈব জিতাহং মাতঃ পরং মাতঃ! পরম্পরাগতং

লঙ্কারেণ মন্দহাসো দ্যোতিতঃ। ব্যাজহার উবাচ। স্বদেব্যাঃ পক্ষপাতেন সাহায্যেন হেতুনা। পক্ষয়োর্গরুতোঃ পাতেন চালনেন। বিহগরাজঃ শুকঃ ॥

২৫। পীতং মধু রসো যেন তস্যেব ॥

২৬। সন্ধির্মকারাকারয়োঃ স্বপ্রতিভাকল্পিতয়োঃ সংশ্লেষ ইত্যর্থঃ। পক্ষে, অপি প্রশ্নে, অত্র শ্রীকৃষ্ণে সন্ধিঃ কিং ন অনুসন্ধেয়ঃ ? অপি ত্বনুসন্ধাতুং যোগ্য এবেত্যর্থঃ। অতএব তৎ কর্ম মদুক্তমালাগ্রহণলক্ষণং ধারয় স্বীকুরু। এতৎ পদম্,

---

সময়োচিত কথা কিছু বলল—'হাসপটু বটুর বাক্যে সে কেন আসবে, স্বভাবতই গর্ববতী হয়ে থাকে গোকুল ললনাগণ, অতএব হে প্রিয় বিহগোত্তম, নিজ দেবীর সাহায্যহেতু তুমিই উড়ে ওর নিকট চলে যাও। তোমার স্বাভাবিক কল-কোমল-অমল বুলির অনুরোধে ঐ বকুলমালা বকুলমালিকা গ্রহণ করবে।' এ-কথা বলবার সঙ্গে সঙ্গেই বিহগরাজ আমার নিকট উড়ে চলে এল।

২৫। এসেই বলল—'বকুলমালে, আমাকে চিনতে পার, বকুলকুসুম চয়ন করছ নাকি ? ব্রজরাজকুমারের নিকট এসো-না, আমি তোমাকে তাঁর হাতে গাঁথা মালা দিয়েই দিব, এত অধিক অবচয়ন-পরিশ্রমের কি প্রয়োজন।' আমি বললাম—'ওহে শুককুলভূষণ, দোষগুণ সংসর্গজাত—এ শাস্ত্রবাক্য সত্যই বটে। তাই তো স্বভাবলম্পট পীতাম্বরধারী মদিরারস-পানে মত্ত ব্যক্তির সঙ্গগুণে তোমার বুদ্ধিভেদ জন্মেছে বলে যেন অনুভূত হচ্ছে। তুমি কোথায় দেখলে বলতো কুলকুমারী পরপুরুষ-দত্ত মালা স্বীকার করে নেয়।'

২৬। শুক বলল—'ওহে শোন, এ পরমপুরুষ, পরপুরুষ নয়।' আমি বললাম—'আরে এ-যে পুরুষ তা তো দেখাই যাচ্ছে, তুমি কেন বলছ পরম্+অপুরুষ ?' শুক বলল—'বাচলতা বিস্তার করে এখানে কোন সন্ধি করাবার চেষ্টা কর না (গূঢ়ার্থ—'অপি' প্রশ্নে, অত্র সন্ধি কিং ন অনুসন্ধেয়ঃ ?

বাম্যমকরবম্। মকরবন্ধুরকুণ্ডলস্য তস্যাভ্যাসমভ্যাসমহম্॥

২৭। ততশ্চ দ্বিজত্বেন পরস্পরমতিস্নিগ্ধয়োরাবয়োঃ প্রিয়রাবয়োঃ প্রিয়সুহৃদোঃ কুসুমাসব-শুকয়োরুপরোধেন বিরোধেন বিরহিতং 'চিরতরানুরাগিণ্যৈ শুক দেব্যৈ স্বকরকমলামোদমেদুরা দুরাসদা শ্রিয়োঽপি বকুলমালা বকুলমালাদ্বারা প্রাপণীয়া, সফলীকর্ত্তব্যং চ নিজশিল্পকৌশলম্' ইতি কুসুমাসবেন গদিতো দামোদরো দরোদিতবেপথুনা কিয়দুদীর্ণঘর্মজলকণমেদুরেণ করকমলেনোল্লাস্য মূর্ত্তাং নিজপ্রণয়মাধুরীমিব বকুলমালামেনাং দরহসিত-সুধালেশপেশলং বদনসুধাকরমবহিত্থয়া সম্মুখাভিমুখীকৃত্য কৃত্যকোবিদো মম করে সম্পর্শং সমর্পয়ামাস। ময়া চ মূর্ত্তং সুরভিতমং তদীয়ং হৃদয়মিব করে নিধায় মাল্যমিদং কৃতার্থয়েব সমাগত্য মদ্দেব্যৈ সর্বমামূলতঃ কথয়িত্বা সমর্পিতম্। সা চেয়ং মদ্দেবী ত্বরিতমেবাদায় সমাগতা' ইতি কথিতবত্যাং বকুলমালায়াং তাং বকুলমালাং শ্যামা রাধায়াঃ কণ্ঠবর্ত্তিনীং করোতি স্ম॥

এষ ব্যবসায়ো দুর্লভ ইত্যর্থঃ। মা নিষেধে, অতঃপরং তদনন্তরং পরম্পরাপ্রাপ্তং বাম্যং মাঽকরবম্, ন কৃতবত্যস্মি। অত্রাপ্তিতা মাশব্দেন যোগ ইত্যড়াগমনিষেধাভাবঃ। মাতরিতি ঔৎসুক্যবৈক্লব্যাদিভিঃ সখীং প্রত্যপি স্ত্রীণাং তচ্ছব্দসম্বোধনংজাত্যুক্তিরেব। অভ্যাসং নিকটম্। অভ্যাসমিত্যাভিপূর্বস্যাস্তের্লঙিরূপম্॥

২৭। আবয়োরুপরোধেনেতি নায়কস্য প্রকটমভ্যর্থনাদোষভঙ্গার্থমবহিত্থা। অতএব বিরোধেন বিরহিতং যথা স্যাদিত্যন্যথা আবাং ত্বয়া বিরুধ্যমানৌ স্যাব ইতি। অতো নাস্তি তব দোষলেশ ইতি ভাবঃ। উল্লাস্য উত্থাপ্য ; সম্পর্শ-

---

অর্থাৎ কৃষ্ণের সঙ্গে সন্ধি কেন-না করে নিচ্ছ), এই পরমপুরুষ পদটি 'পরমশ্চাসৌ পুরুষঃ' এরূপে কর্মধারয় সমাসবদ্ধ হয়ে আছে—এই পদ অর্থাৎ এই শ্রীচরণ দুর্লভ। (গূহ্যার্থ—তৎ+কর্ম+ধারয় অর্থাৎ আমার কথামতো মালাগ্রহণ কর্ম স্বীকার কর—এই ব্যবসায় দুর্লভ)—এই রূপ কথার চাতুর্যে ঐ শুক আমাকে হারিয়ে দিল মা, অতঃপর আমি আর পরম্পরা-প্রাপ্ত কথায় বাম্যতা রক্ষা করতে পারিনি। তাই মকরবন্ধুকুণ্ডল কৃষ্ণের নিকট চলে গেলাম।

২৭। অতঃপর পরস্পর অতিস্নিগ্ধ প্রিয় সংলাপকারী কুসুমাসব শুক দু-ই দ্বিজ ও প্রিয়সুহৃদ বলে তাঁদের উপরোধে বিরোধ থেমে গেলে কুসুমাসব বলল—'স্বকরকমলের সৌরভে স্নিগ্ধ লক্ষ্মীরও দুর্লভ এ বকুলমালিকা বকুলমালা সখীদ্বারা নিত্যানুরাগিনী শুকের স্বামিনীর নিকট পৌঁছে দেওয়া উচিত, আর এতে নিজের শিল্পকৌশলের সফলতা সম্পন্ন করা উচিত।' কুসুমাসব এরূপ বললে—মূর্তিমন্ত নিজপ্রণয়মাধুরীর মতো ঐ বকুলমালা কর্মকুশল দামোদর মৃদু মৃদু কম্পমান, বিন্দু বিন্দু প্রকাশিত ঘর্মজলকণায় স্নিগ্ধ করকমলে উঠিয়ে ঈষৎ হসিত-সুধালেশ-সুন্দর বদনসুধাকর অবহিত্থায় আমার দিক থেকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে আমার হাতে হাত ঠেকিয়ে সমর্পন করে দিল (এর দ্বারা রাধাকর স্পর্শে ঔৎসুক্য সূচিত হল)। আমিও মূর্তিমন্ত পরমসুরভিত তাঁর হৃদয়ের মতো এ-মালাকে হাতে স্থাপন করে যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছি এভাবে আমার স্বামিনীর (শ্যামার) নিকট এসে তাঁকে

২৮। তদনু বার্ষভানবী নবীনঘনমেদুরস্য রস্যতমং স্পর্শমিব তস্য তস্যাঃ স্রজঃ স্পর্শমুপলভ্য লভ্যমানামোদেন পুলককুলকরম্বিতকপোলফলকমলককুলাস্কন্দিমন্দাশ্রুমন্দাক্ষলক্ষ্মীভরভরিতমীষদানতবদনকমলমমলতরদরহসিত-সুধাধৌত-মধুরাধরকিশলয়মানন্দসন্দোহমনুভবন্তী তমতিরয়ং তিরয়ন্তী চ সুহৃজ্জনস্য চাপরিচিতাং কামপি দশামাসাদ্য বকুলমালামালিলিঙ্গ। ললিতাহ,—'শ্যামে! বকুলমালয়োর্ন কেবলং নামতঃ সাম্যম্, ন কেবলং গুণতশ্চ, অপি তু সৌভাগ্যেনাপি। তথা হি—

কৃষ্ণকরস্পর্শজুষৌ, রাধাকণ্ঠোপকণ্ঠসংসক্তে।
গুণবত্যৌ সুকুমারে, সুপরিমলে দ্বে বকুলমালে॥'

শ্যামাহ,—ললিতে! ললিতেয়ং তে ভণিতিঃ' ইতি॥

মিতি মালাসম্প্রদানভূতায়া রাধায়াঃ করস্পর্শোৎসুক্যং স্বস্য সূচয়তি। তদীয়ং হৃদয়মিবেতি তস্মাত্তদ্ধ দয়রূপমিদং রাধাহৃদয়ে শীঘ্রং সঙ্গময়েতি স্বদেবীং প্রতি নিবেদনভঙ্গী। বকুলমালাং বকুলস্রজম্॥

২৮। 'বিপক্ষীয়সখীং যাচমানামানায্য লাঘবম্। সুহৃৎপক্ষসখীং যা চ মানং মানং প্রদায় তম্॥ কান্তং মালার্থমালাপমুদ্রামুদ্রামণীয়কম্। বিজ্ঞায় রাধিকা প্রাপ প্রেমসারাধিকং দশাম্॥' পুলককুলৈঃ করম্বিতং যুক্তং কপোলফলকং যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা; অলককুলাস্কন্দি অলককুলাপ্লাবি মন্দমশ্রু যত্র তৎ; ততশ্চ প্রেমপ্রাকট্যে মন্দাক্ষং লজ্জা তস্য শোভাতিশয়েন ভরিতম্, অনুভবন্তী আস্বাদয়ন্তী প্রথমং ততস্তমানন্দসন্দোহমতিরয়মতিবেগং তিরয়ন্তী তিরস্কুর্বতী চ, আয়ত্যাং মূর্চ্ছোদয়াৎ॥

সব কিছু আদ্যোপান্ত বলে ওটি সমর্পণ করে দিলাম তাঁর হাতে—(এমন একটি ভঙ্গীতে যেন কৃষ্ণের হৃদয়টি রাধাহৃদয়ের সঙ্গে শীঘ্র সঙ্গমের জন্য নিজ স্বামিনীর প্রতি প্রার্থনা জানান হল)।

এই যে আমার সেই স্বামিনী তাড়াতাড়ি ওটি নিয়ে এখানে এসে গিয়েছে'—বকুলমালা এরূপ বললে শ্যামা সেই বকুলমালিকা রাধার কণ্ঠে পরিয়ে দিলেন।

২৮। অতঃপর তাঁর সেই মালিকার স্পর্শ সেই নবীনঘনমেদুরের পরমাস্বাদনীয় স্পর্শের মতো অনুভব করলেন বার্ষভানবী—এর থেকে উত্থিত আমোদে তাঁর গণ্ডযুগল বিপুল পুলকে ভরে গেল, অশ্রুজলকণায় চক্ষুর রোমাবলি ভিজে উঠল, প্রেমের ব্যক্ততায় লজ্জার উদ্গমে বদন ঈষৎ নত হয়ে এল, ঈষৎ হাসির সুধায় মধুর অধরকিশলয় ধুয়ে যেতে লাগল। এরূপ আনন্দসন্দোহ আস্বাদন করতে করতে মূর্চ্ছার আগমন হলে এই অতিবেগকে তিরস্কার করতে করতে সুহৃজ্জনেরও অপরিচিত কোনও অনির্বচনীয় দশা লাভ করে বকুলমালা সখীকে আলিঙ্গন করলেন। ললিতা বললেন—'শ্যামে, বকুলমালাদ্বয়ের সমতা কেবল নামেই নয়, কেবল গুণেই নয়, কিন্তু সৌভাগ্যেও। দেখ-না—

সুকুমারী সৌরভান্বিতা গুণবতী দুই বকুলমালা কৃষ্ণ করস্পর্শ আস্বাদন প্রাপ্তা, আবার রাধার কণ্ঠসঙ্গতি প্রাপ্তা।'

শ্যামা বলল—'ললিতা তুমি সুন্দর বলেছ।'

২৯। অথৈবমেব সময়ে বৃষভানুনা ভানুনা সদৃশমহসা মহসারম্ভেন নয়বিনয়বিদগ্ধতাপূর্বকমপূর্ব-কমনীয়তাককৃতসপরিবারবারব্রজরাজনিমন্ত্রণমন্ত্রণতয়া স্বরসতাপরিপাকপাককৌশলশলচ্চাতুর্য্যতুর্য্যদশা-মিব স্বদুহিতরং হিতরঞ্জনবরীং তামেব সখীজনসুখারাধাং রাধাং সমানেতুং প্রহিতা হিতা সুচরিতা সুচরিতা নাম তস্যা এব ধাত্রেয়ী সমাজগাম ॥

৩০। আগত্য চ সকলমেবানুপূর্ব্যা সংশ্রাব্য 'গুরবোঽপি তে কৃতানুজ্ঞাঃ, নু জ্ঞাপনাপেক্ষালি-ক্ষালিতাস্তে, তদলং বিলম্বেন, লম্বে ন ভবদ্গমনমবেক্ষ্য, শ্যামে! ত্বমপি তেনাদিষ্টা সালীকাঽলীকা-

২৯। অথ তাদৃশং কৃষ্ণস্যানুরাগমাত্মনি সম্ভাবিতবত্যা শ্রুতাশ্বাসায়াঃ পুনরতিবিবৃদ্ধ-তদ্দর্শনোৎকণ্ঠায়াস্তস্যাঃ কিমপি স্বাভিমতার্থসম্পাদি সোৎসবমেব তদ্দর্শনং দৈবেনৈব তদবসরে ফলিতমিত্যাহ—অথৈবমিত্যাদিনা। বৃষভানুনা তাং রাধাং সমানেতুং প্রহিতা প্রেরিতা তস্যা ধাত্রেয়ী সমাজগামেত্যন্বয়ঃ। মহসারম্ভেনোৎসবসরম্ভয়াঽপূর্বা কমনীয়তা যত্র তদ্যথা ভবত্যেবং কৃতম্, সপরিবারস্য পরিবারসমূহসহিতস্য ব্রজরাজস্য নিমন্ত্রণে মন্ত্রণং যুক্তির্যেন তস্য ভাবস্তত্তা তয়া, স্বরসতায়াঃ সৌরস্যস্য পরিপাকো যত্র তথাভূতে পাকে যৎ কৌশলং নৈপুণ্যং তত্র শলতঃ প্রতিক্ষণমুচ্ছলত-শ্চাতুর্যস্য তুর্যদশাং চতুর্থীং কক্ষাং মূর্তিমতীমিবেত্যর্থঃ। অত্র পাককর্মণি দুর্বাসসো মুনীন্দ্রাল্লব্ধবরায়াঃ ক্বাপি দিবসে পিতৃসদনান্তরে এব বাল্যখেলাবেশেনৈব কৃতপাকায়াস্ততঃ স্বসখীভ্যঃ পরিবেষয়ন্ত্যাঃ কৌতুকেন তত্রাগতায়ৈ সলালন-প্রপঞ্চং তদন্নং যাচমানায়ৈ স্বমাত্রে চ সস্মিতং বিভজন্ত্যাস্তস্যাস্তৎ পাককৌশলং পরম্পরাতঃ শ্রাবিতস্য বৃষভানোরপৌৎ-সুক্যেন তদপরত্র ক্বাপি দিবসে তৎপক্বান্নমলক্ষিতং ভুঞ্জানস্য সচমৎকারং লোকোত্তরচমৎকারতয়া তদাস্বাদমনুভবত-স্তদানীমেবাহো! এতদন্নং মৎসখ-শ্রীব্রজরাজশ্চেৎ কদাচিদুপভুঙ্‌ক্তে, মৎপ্রাণকোটিলাল্যতমঃ শ্রীকৃষ্ণশ্চ, তদৈব মে মনসো নির্বৃতিরিতি উৎপন্নমনোরথস্য তস্যায়ং সময়ে মহোৎসবারম্ভ ইতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৩০। তে তব গুরবঃ শ্বশ্রূ-শ্বশুরাদয়ঃ, কৃতা অনুজ্ঞা পিতৃগেহং গচ্ছত্বিতি সম্মতির্যৈস্তে। ননু তথাপি স্বকর্তৃক-বিজ্ঞাপনং তেষু মমোচিতম্? তত্রাহ,—নু ভো জ্ঞাপনহেতোরপেক্ষালৌ অপেক্ষাসমূহে বিষয়ে ক্ষালিতাঃ শোধিতাস্তে

বৃষভানু রাজার ঘরে ব্রজরাজের সপরিবারে নিমন্ত্রণ ঃ

রন্ধনার্থে রাধার পিতৃগৃহে আগমন ঃ

২৯। অতঃপর এইরূপ কোন এক সময়ে সূর্যসম তেজস্বী বৃষভানুরাজা সপরিবারে ব্রজরাজকে নীতি-বিনয়-বিদগ্ধতাপূর্বক এবং অপূর্ব কমনীয়তা যাতে হয় সেই ভাবে নিমন্ত্রণের মন্ত্রণা করলেন। এ-উৎসবের সরসতা সম্পাদনার্থে সুমিষ্ট রসের পরিপাকবিশিষ্ট পাকের নিপুণতা সম্বন্ধে নিয়ত উচ্ছলিত চাতুর্যের সর্বশ্রেষ্ঠদশার মূর্ত বিগ্রহের মতো, অনুবর্তিজনরঞ্জিকা, সখীজনদ্বারা সুখে আরাধিতা নিজকন্যা রাধাকে আনবার জন্য মঙ্গলময়ী-সুচরিতা নামা ধাত্রীকন্যা প্রেরিতা হয়ে রাধার নিকট চলে এলেন।

৩০। এসে আনুপূর্বিক সব কিছু শুনিয়ে বললেন—'তোমার গুরুবর্গের আজ্ঞা হয়ে গিয়েছে, নিজে তাঁদিকে বলে কয়ে যাওয়ার যে অপেক্ষা সে বিষয়ে অনুজ্ঞা নিয়ে নিয়েছি, অতএব বিলম্বে প্রয়োজন কি? তোমার যাওয়া না দেখে কিন্তু আমি যাচ্ছি না। শোন শ্যামে, তোমাকেও তিনি

লস্যমপহায় সহৈবানয়া নয়াসাদিতসৌজন্যা জন্যায় ভবিষ্যসীতি। বিশাখে! গুণললিতয়া ললিতয়া সহ ত্বমপি ভবিষ্যসি' ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেণ হর্ষেণ ললিতা সমভাষত ॥

৩১। 'সুচরিতে! কথময়মাকস্মিকো নিমন্ত্রণমহোৎসবঃ?' সুচরিতাহ,—'নায়মাকস্মিকঃ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মতিথিরতিথিরভূদ্‌যদা, তদা ব্রজরাজেন সর্বে নিমন্ত্রিতা যদ্যাসন্, তস্মিন্নেবাহনি পিতুরস্যা রস্যা মনোবৃত্তিরভূৎ, ময়াপি সদারঃ সকুমারঃ সপরিবারশ্চ ঘোষাধীশো ধীশোভনো যথাকালং নিমন্ত্রয়িতব্য ইতি চিরমনোরথরথসমারূঢ়ো রূঢ়োঽয়ং মহোৎসবঃ সম্পৎস্যতে' ইতি। শ্যামাহ,—'গুণসারাধিকে! রাধিকে! মহদেবেদং কৌতুকং কৌ তু কং ন রঞ্জয়িষ্যতি, তদবলোকনীয়মেতৎ। বিশেষতশ্চ পিতৃপাদানামাজ্ঞা, তদুত্থীয়তাম্' ইতি সর্বা এব বৃষভানুভবনং ভানুভবনং যদি সমাজগ্মুঃ, সমাজগ্মুষী তদা তত্র মূর্ত্তিমতীব মহোৎসবশ্রীঃ ॥

৩২। আগতাসু তাসু পিতা সুতামভাষত,—'স্বাগতং বৎসে! সুখং বর্দ্ধতে।' অথ কৃতবন্দনাং মূর্দ্ধানমাঘ্রায় পুনরুবাচ ॥

ত্বাং প্রতি তেষাং মনঃকালুষ্যাভাবাৎ ত্বজ্‌জ্ঞাপনাপেক্ষয়ালমিত্যর্থঃ। হে শ্যামে! তেন শ্রীবৃষানুনা ত্বমপ্যাদিষ্টা, অতস্ত্বদ্‌গমনালোক্যাহং ন লম্বে, ন গচ্ছামি। সালীকা সখীসহিতা এব অলীকালস্যং মিথ্যালস্যম্; জন্যায় হিতায়, "জন্যো বরবধূজ্ঞাতিপ্রিয়ভৃত্যহিতেষু চ" ইতি বিশ্বঃ ॥

৩১। ভা শোভা, তস্যা অনুভবনমনুভবো যত্র তৎ ॥

৩২। সুখমিতি কর্ত্তৃপদম্ ॥

সখীগণ সঙ্গে যেতে আদেশ করছেন, মিথ্যা আলস্য ত্যাগ করে রাধার সহিত সাধারণ নীতিগত ভদ্রতা রক্ষা কর—পরিণামে কল্যাণ হবে। বিশাখে, গুণে ললিতা ললিতার সহিত তুমি এসো কিন্তু।'

এরূপে তাঁর কথা শেষ হলে ললিতা সহর্ষে বললেন—

৩১। 'সুচরিতে, কিসের এই আকস্মিক নিমন্ত্রণ মহোৎসব? সুচরিতা বলল—' এ আকস্মিক নয়। শ্রীকৃষ্ণজন্মতিথি যখন এসে উপস্থিত হয়েছিল তখন ব্রজরাজের দ্বারা সকলে যদি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন সেই দিনই রাধার পিতৃদেবের চিত্তে আস্বাদনীয় এক মনোবৃত্তির উদয় হয়েছিল—'আমিও স্ত্রীপুত্র সপরিবারে শোভন বুদ্ধি ঘোষাধীশকে নিমন্ত্রণ করব।' এরূপ চিরমনোরথ-রথ সমারূঢ় এ-মহোৎসব এতদিনে সম্পন্নতা প্রাপ্ত হতে যাচ্ছে মাত্র। শ্যামা বলল—'হে গুণসারাধিকে (গুণ + সার + অধিকে), এ-কৌতুক মহান্‌ই বটে, পৃথিবীতে এ কাকে-না রঞ্জিত করবে? অতএব এ দেখাই সমীচীন। বিশেষতঃ পিতৃদেবের আজ্ঞা, অতএব উঠ।' এরূপে সকলেই শোভানুভবন বৃষভানুভবনে যদি চলে গেলেন, তখন সেখানে যেন মূর্তিমতি মহোৎসবশ্রী গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

৩২। তাঁরা এলে পিতা পুত্রীকে বললেন—'স্বাগত বৎসে, সুখে আছ তো।' অতঃপর প্রণতা পুত্রীর মস্তক আঘ্রাণ করে পুনরায় বললেন—

৩৩ । 'পাকেন কৌশলবতা কমনীয়তায়াঃ, কল্যাণি পাণিকমলং সফলীকুরুষ।
ঘোষেশ্বরঃ সদয়িতঃ সসুতঃ সরামঃ, শ্বোঽস্মদ্‌গৃহে যদশিতা স নিমন্ত্রিতোঽস্তি ॥'

৩৪ । ললিতাহ,—'তাত ! কিমু চিতমুচিতমেব তদুপকরণম্।' স আহ,—'চিরচিতানি রচিতানি চ বিবিধকৌশলেন সকলান্যেবোপকরণানি করণানিয়ম্যানি কৌতুকেন ন কেন, ন কেবলমদ্যৈব, তদালোকয়ন্তু শুভবত্যো ভবত্যো ভবনং প্রবিশ্য, সম্পন্নমসম্পন্নমপি চ বিলোক্যপদার্থং বিলোক্য পদার্থং যমন্যমিষ্টতমং তমঞ্জসা চ কথয়ন্তু' ইতি ॥

৩৫ । সকলাঃ সকলাস্তদ্বচনবিরামেঽবিরামেণ হর্ষেণ ভুবনকমনীয়তাসদনং সদনং প্রবিশ্য প্রমোদজনয়িত্রীং জনয়িত্রীং চ প্রণম্য সকলামেব সামগ্রীমগ্রীয়াং শম্পাসম্পাতনিভা নিভালয়ামাসুঃ ॥

---

৩৩ । কমনীয়তায়া যৎ কৌশলং তদ্বতা, পাকেন পচনক্রিয়য়া পাণিকমলং সফলীকুরু, অশিতা ভোক্তা ॥

৩৪ । তস্য পাকস্যোপকরণং কিং চিতং প্রস্তুতম্, উ প্রশ্নে। চিরচিতানি বহুদিনত এব প্রস্তুতীকৃতানি, ন কেবলমদ্যৈব, কিঞ্চ, ন কেন কৌতুকেন, অপি তু সর্বৈরেব; রচিতানি কল্পিতানি, করণৈরিন্দ্রিয়ৈরনিযম্যানি, অনন্তত্বাদ্‌বক্তুং দ্রষ্টুং গ্রহীতুমপি সম্যক্তয়াঽশক্যানীতি তাসাং পাকোৎসাহো বর্ধিতঃ। পদার্থমুত্তমদ্রব্যং সম্পন্নমসম্পন্নং বাপি বিলোক্য যমন্যমিষ্টতমং বিলোক্য পদার্থং বিশিষ্টলোকাঽদিব্যবস্তু আলোকয়ন্তু, তত্রোপযুক্তত্বেন পর্যালোচয়ন্তু, তমপ্যঞ্জসা শীঘ্রমেব কথয়ন্তু, ততশ্চাধুনৈবাহং তমাচিনোমীতি ভাবঃ ॥

৩৫ । সকলাঃ পাকাদিশিল্পবত্যঃ, কমনীয়তায়াঃ সদনং প্রাপ্তির্যত্র তৎ সদনং গৃহম্; অগ্রীয়াং মুখ্যাম্; শম্পাসম্পাতনিভা বিদ্যুৎসংঘট্টতুল্যাঃ ॥

---

৩৩ । লোভনীয়রূপে পাক করতে যে কৌশল প্রয়োজন তা খাটিয়ে রন্ধন করে হে কল্যাণি, পাণিকমল সফল কর, আগামী কাল আমার ঘরে পুত্রকলত্র রামের সহিত ঘোষেশ্বর ভোজন করবেন—নিমন্ত্রণ করা হয়েছে।

৩৪ । ললিতা বললেন—'হে পিতা, সেই উপকরণ সমুচিতভাবেই তো যোগাড় করে রাখা আছে?' তিনি বললেন—'বহুদিন ধরেই যোগাড় করে রেখেছি কেবল আজই যে তা নয়, আর কত-না ঔৎসুক্যে করেছি এ-কাজ, উপকরণ বলতে যা বুঝা যায় তার সব কিছুই বিবিধ কৌশলে সম্পাদিত হয়েছে, পরিমাণেও অনন্ত—বলে দেখে নিয়ে শেষ করা যাবে না, অতএব মঙ্গলময় ভবনে প্রবেশ করে তোমরা নিজেরা দেখে নেও, বিশেষভাবে চেয়ে দেখবার মতো দিব্য দিব্য বস্তু যোগাড় হয়েছে কি হয় নি সেটা ঠিকভাবে বিচার করে উত্তমবস্তু যদি আর কিছু শ্রেষ্ঠতম আনবার থাকে তাও শীঘ্র বলে দেও, (আমি এখনই এনে দিচ্ছি)।

৩৫ । তাঁর কথার বিরাম হলে পাকাদি শিল্পবতী বিদ্যুৎদামতুল্যা ললিতাদি সখীগণ সকলে একত্র মিলিত হয়ে অবিরাম হর্ষে ভুবনমনোহর গৃহে প্রবেশ করে পরমানন্দ জনয়িত্রী জননীকে প্রণাম করে মুখ্য মুখ্য সামগ্রীগুলি পর্যবেক্ষণ করলেন।

৩৬। অথ ধেনুগণাবনতো বনতো নিবর্ত্তমানং নবর্তমানং নরকরিপুং করিপুঙ্গবগামিনং তনয়মাসাদ্য ব্রজেশাহজেশাদিনুতকীর্তিঃ সমধু মধুরমুবাচ ॥

৩৭। 'বৎস! বৎসরাবলি-সমুপচিত-মনোরথেন সমুপসন্ন-বৃষভানুনা বৃষভানুনাঽসি শ্বো নিমন্ত্রিতো-মন্ত্রিতোঽনুচরনিকরাদ্গৃহীতমন্ত্রেণ, তৎপ্রণয়ায় শ্বঃশ্রেয়সে শ্বঃশ্রেয়সেন ভবিতব্যম্।' 'সহচরা এব পালয়িষ্যন্তি সবিধেঽনুগণং ধেনুগণম্। তদবনায় বনায় ন ভবতা গন্তব্যম্' ইতি নিগদিতো মাত্রা মাত্রাহীনকরুণঃ 'কথমহো! ভো জননি! ভোজননিমিত্তং সহচরান্তরেণৈকাকিনা ভবিতব্যং ময়া তদলং মে নিমন্ত্রণেন' ইনি যদি যদিদমূচে কৃতনয়নস্তনয়স্তদা তজ্জননীতি পরা জননীতিপরাঽঽচচক্ষে ॥

৩৮। 'তাত! তাতপ্যমান-মানসেন ন ভাব্যম্। সহজ-সহচরপ্রণয়ং প্রণয়সি যদ্যেবং তদা সহ

৩৬। নবো নিতানবীনঃ; ঋতো নিষ্কপটঃ, মানঃ পূজা, স্বস্বপ্রেমানুরূপকটাক্ষকুবলয়ার্পণাদিরূপলক্ষণা যস্য তম্॥

৩৭। বৃষভানুনা শ্বো নিমন্ত্রিতোঽসি। কীদৃশেন? সমুপসন্না বৃষাণাং পুঙ্গবানাং ভানবঃ কিরণা যস্য তেন। অতিগোসমৃদ্ধিমত্ত্বাদস্মত্তুল্যেনেত্যর্থঃ। মন্ত্রিতো মন্ত্রিরূপাদনুচরসমূহাদ্গৃহীতো মন্ত্রো মন্ত্রণং তেন। অতস্তৎপ্রণয়ায় তস্য প্রণয়ং সফলয়িতুম্; প্রণয়ায় কীদৃশায়? শ্রেয়সে শ্রেষ্ঠায়; শ্বঃ পরেদ্যবি; শ্বঃশ্রেয়সেন কল্যাণবতা বৎসেন; "শ্বশ্রেয়সং শিবং ভদ্রম্" ইত্যমরঃ। সবিধে ব্রজস্য নিকট এব, অনুগণং প্রতিযূথমেব; মাত্রয়া ইয়ত্তয়া হীনা করুণা যস্য সঃ; ভো জননি! হে মাতঃ! যদিদং যদেতদূচে; 'ব্রূঞ্ ব্যক্তায়াং বাচি' ইত্যস্য রূপম্। তদা তস্য জননী যশোদা; ইতি বক্ষ্যমাণবাক্যম্। কীদৃশী? পরা শ্রেষ্ঠা, জননীতিপরা লোকরীতিজ্ঞা, আচচক্ষে উক্তবতী॥

৩৮। নিখিলভুবনস্য দিতঃ খণ্ডিত উপদ্রবো যেন. তস্যাপায়ং মনস্তাপঃ কথং তিষ্ঠতিতি ভাবঃ। বৃষভানুনা

শ্রীকৃষ্ণের নিকট নিমন্ত্রণবার্তা জ্ঞাপন ঃ

৩৬। অতঃপর ওদিকে ধেনুপালন করবার পর বন থেকে ঘরের দিকে আগমনপর, স্ব স্ব-প্রেমানুরূপ প্রত্যেককে নিত্য নবনব কটাক্ষাদিতে অকপটে পূজাদাতৃ, নরকরিপু, করিশ্রেষ্ঠগামী পুত্রকে নিকটেপেয়ে ব্রহ্মাশিবাদি স্তুতকীর্তি মা যশোদা মধুর মধুর বললেন—

৩৭। 'বৎস বৎসরাবধি সমৃদ্ধ মনোরথে ভরপুর বহুবৃষে সমৃদ্ধিমান আমাদের মতোই সম্মানীয় বৃষভানুরাজাদ্বারা তুমি আগামী কাল নিমন্ত্রিত হয়েছ। এই নিমন্ত্রণ তাঁর অনুচর মন্ত্রিগণের পরামর্শানুসারেই হয়েছে, কাজেই বিজ্ঞজনানুমোদিত এই শ্রেষ্ঠ প্রণয় সফল করবার জন্য কাল আমার কল্যাণীয় বাছার তৎপর হওয়াই উচিত। তোমার সখাগণই যূথেযূথে ধেনুগণ পালন করবে। অতএব কাল তোমার বনে গিয়ে কাজ নাই'—মা এরূপ বললে করুণাবারিধি কৃষ্ণ বললেন—'কি করে, মাগো, ভোজনের জন্য সখাগণকে ছেরে দিয়ে একাকী যাবো, এমন নিমন্ত্রণে আমার কি প্রয়োজন'—নীতিপরায়ণ পুত্র যদি এরূপ বলল, তখন সেই শ্রেষ্ঠ লোকরীতিজ্ঞা জননী এরূপ বললেন—

৩৮। 'বাছা, মনোদুঃখে কাতর হয়ো না। সহজ-সহচর-প্রণয়ে যদি তুমি এরূপ বদ্ধ হয়ে

সহচরৈরেবাবস্থাতব্যম্' ইতি নিগদিতো দিতোপদ্রবো নিখিলভুবনস্থ বনস্থ বিহারে ভাবিনি মনো নিবর্ত্তয়ামাস, বর্ত্তয়ামস চ বৃষভানুনা স্বাত্মজাপাচিতে স্বাত্মজাপাচিতেন প্রণয়েন সারস্থম্ ॥

৩৯। অথ নিশান্তে নিশান্তে প্রমোদেন সমাগতা বৃষভানোর্ভানোরিব ঘৃণয়ো ঘৃণয়োপচিতাপচিতাবতিনম্রাঃ পুরন্ধ্রয়ো রন্ধ্রযোগহীনাং বাচমভাষন্ত—'অবধীয়তাং ব্রজেশ্বরি! ভবত্যা স্বার্থসারাধিকা রাধিকাজনকস্থ বাগীশয়া, বাগীশয়াপি স্তোতুমশক্যানি তে বৎসলতালতাপ্রসূনানি সুচরিতানি, তেনাস্ত তু স্তুতু ভবতী ভবতীব্রযাতনাং হরিভক্তিরিব মদ্গেহাপদং পদং ধারয়ন্তী রয়ং তীব্রমাসাত্ত সপত্যপত্যপরিজনা সাপত্যরোহিণী-সহিতা, হিতায় তায়তাময়ি ময়ি করুণা চ ত্বয়েতি। কিঞ্চ, সমস্তাঃ সমস্তান্যেবাভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন-স্নানাদীনি কর্ম্মাণি মমৈব বস্ত্যেহবস্ত্যেয়ানীতি ত্বরিতমেবাগন্তুমর্হন্তি ॥

প্রয়োজককর্ত্রা স্বাত্মজয়া স্বদুহিত্রা পাচিতে কারিতপাকেহন্নাদিবস্তুনি প্রণয়েন প্রেম্ণা সারস্তং সরাগতাং বর্তয়ামাস। প্রণয়েন কীদৃশেন? স্বস্থাত্মনি মনসি জাপৈর্জপৈ রাধারূপগুণ-নামাত্মাবৃত্তিময়ৈরাচিতেন বর্ধিতেন ॥

৩৯। নিশান্তে প্রাতঃ প্রকরণাদ্ব্রজেশ্বর্য্যা গৃহম্; "নিশান্তবস্ত্যসদনম্" ইত্যমরঃ; বৃষভানোঃ পুরন্ধ্রয় আগতাঃ। কীদৃশ্যঃ? ভানোঃ সূর্যস্থ ঘৃণয়ঃ কিরণা ইব, ততশ্চ ঘৃণয়া কৃপয়া হেতুনা ব্রজেশ্বরীকর্তৃকায়ামুপচিতাপচিতৌ প্রবৃদ্ধপূজায়াং বিষয়ে লজ্জয়াতিনম্রাঃ। সূর্যঘৃণয়োহপি প্রাতর্গৃহমাগতা অতিনম্রা গৃহিণ্যা প্রণত্যাদিনা পূজ্যন্তে। রন্ধ্রযোগহীনাং ছিদ্রসম্পর্করহিতাং নিষ্কৈতবামিত্যর্থঃ। ভবত্যা ঈশয়া ঈশ্বর্যা রাধিকাজনকস্থ বাগবধীয়তাম্। কং দৃশী? স্বস্থ অর্থসারেণ প্রয়োজনমুখ্যেনাধিকা; বাগীশয়া সরস্বত্যা, তেনাস্ত তু, অস্ত্বেব, স্তুতু খণ্ডয়তু, রয়ং তীব্রমতিশয়ং বেগমাসাত্ত; পত্যপত্যাপরিজনৈঃ সহিতা; তায়তাং তন্যতাম্। সমস্তাঃ সর্বা এব স্বদাগ্যাঃ; ত্বরিতং স্নানাত্তকৃত্বৈবাগন্তুমর্হন্তি। যতঃ

আছ তবে সহচরগণ সঙ্গেই ঘরে থেকে যাও'—এরূপ বললে নিখিল ভুবনের উপদ্রব খণ্ডনকারী কৃষ্ণ বনবিহারে উদ্বিগ্ন মন নিবৃত্ত করে নিলেন, এবং মনে মনে রাধা নামরূপগুণাদি জপের দ্বারা বর্দ্ধিত প্রেমে বৃষভানুরাজাদ্বারা নিয়োজিত তাঁর কন্যার রন্ধিত অন্নাদি সামগ্রীর দিকে মনের আসক্তি নিবিষ্ট করে দিলেন।

কৃষ্ণসহ সপরিবারে ব্রজরাজের বৃষভানুপুরে গমন ঃ

৩৯। অতঃপর নিশান্তে বৃষভানুরাজার পুরস্ত্রীগণ বালসূর্যকিরণের মতো আনন্দে দীপ্ত হয়ে ব্রজেশ্বরীগৃহে এসে উপস্থিত হলে ব্রজেশ্বরী করুণায় অতি সমাদরে তাদের অভ্যর্থনা করায় তাঁরা অতিশয় নম্র হয়ে প্রণাম করে নিষ্কপট বাক্যে বললেন—'হে ব্রজেশ্বরী আপনি ঈশ্বরী রাধিকার জনকের প্রয়োজনবলে বলীয়ান্ কথা মন দিয়ে শুনুন'। 'আপনার বৎসলতা-লতার কুসুমস্বরূপ সুচরিতের প্রশংসা তো সরস্বতীদেবীও করে উঠতে পারেন না, আমি আর কি করব, তাই নিজগুণে আপনি আমার ঘরে আপনার শ্রীচরণ ধারণ করে আমার ঘরের সকল আপদ খণ্ডন করে দিন যেমন না-কি হরিভক্ত সংসারের তীব্র যাতনা খণ্ডন করে দেয়, পতি-পুত্র-পরিজন এবং সপুত্র-রোহিণীদেবী সহ শীঘ্র আমার ঘরে আসতে আজ্ঞা হউক, আমার প্রতি করুণা বিস্তার করুন, আপনি যে মঙ্গলময়ী। আরও, অন্যান্য সকলকে সঙ্গে নিয়ে স্নানাদি না করেই শীঘ্র শীঘ্র চলে আসুন, যেহেতু অভ্যঙ্গোদ্বর্তন-স্নানাদি

৪০। আহ ব্রজেশ্বর্য্যাশ্বর্য্যাঃ! যদিদং বিনয়মাহাত্ম্যং তেনে, তেনেহ বয়ং সর্ব এব জিতাঃ। তদিয়! গম্যতাম্, গম্যতাং পরিহরতা হরতা চ মনোঽস্মাকং তস্য বিনয়েন নয়েন চ যথানিদেশং করবামেতি॥

৪১। অথ বৃষভানুনা ভানুনাথিতঘোষাধীশানুরূপচারুপচারমভিত উপচিতীকৃত্য কৃত্যকোবিদতয়া তদা-গমনাপেক্ষণক্ষণবশেন পুরতোঽরণপুরতোরণতো রণৎকিঙ্কিণীজাল-মালিন্যাং মালিন্যাংশেনাপি রহিতায়াং হিতায়াং শ্রেণীবদ্ধপূর্ণকলস-লসন্নবকিশলয়-সবৃন্তমঙ্গলনারিনারিকেলফলফলদমন্দদীপশিখায়াং বিশিখায়াম্,

---

সমস্তান্তেবেত্যাদি। মমৈব বস্ত্যে গৃহেঽবস্ত্যেয়ানি সমুদায়েনৈবানুষ্ঠেয়ানি; 'বস্তো শব্দসংঘাতয়োঃ' ইতি ধাত্বর্থস্তোকাংশেন সম্বন্ধাৎ॥

৪০। আহ ব্রজেশ্বরী: আশু শীঘ্রম্, হে অর্য্যাঃ! আদরভাষয়া হে স্বামিন্য ইত্যর্থঃ। যদ্বা, (ভা০ ১০।২৪।২১) বার্তা চতুর্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্" ইতি শ্রীভগবদ্বাক্যোনুসারেণ তত্রত্যগোপানাং সর্বেষামেব বৈশ্যত্বাৎ হে বৈশ্যাঃ! ইত্যর্থঃ; "স্যাদর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ; তেনে বিস্তৃতবান্। উক্তমেবার্থং পুষ্ণত্যাহ—নয়েন চ নীত্যা চ। কীদৃশেন? গম্যতাং গম্যত্বং পরিহরতা ত্যজতা অগম্যেন, অগাধেনেতি যাবৎ॥

৪১। বৃষভানুন পথিনিহিতেক্ষণেন ব্রজরাজকিশোরঃ ক্ষণেন দদৃশ ইত্যন্বয়ঃ। ভানোরিষ্টদেবাৎ প্রকাশান্নাথিতং সম্পাদয়েতি প্রার্থিতং ঘোষাধীশস্যানুরূপং যোগ্যং চারুমুপচারম্; যদ্বা, ভা কান্তিস্তয়াঽনুনয়েন নাথিতো মাং স্বীকুর্বিতি প্রার্থিতো যো ঘোষাধীশস্তস্যানুরূপম্। পুরতোঽগ্রতঃ, অরণমাশ্রয়ভূতং যৎ পুরং তস্য তোরণতো বহির্দ্বার-মারভ্য বিশিখায়াং গ্রামমধ্যমার্গে বৃহন্মার্গেঽধ্বনি তস্যা উপবত্মন্যেকস্মিন্ স্থিত্বা মিত্রেহিতে মিত্রস্য ব্রজরাজস্যেহিতং গমনব্যাপারো যত্র তস্মিন্ পথি কদা আগমিষ্যতীত্যুৎকণ্ঠয়া নিহিতেক্ষণেন বৃষভানুনা প্রথমং কৃষ্ণো দদৃশ ইতি যোজনা। বিশিখায়াং কীদৃশ্যাম্? রণতো ধ্বনতঃ কিঙ্কিণীজালস্য মালা বর্ত্ততে যস্যাস্তস্যাম্। শ্রেণিবদ্ধেষু পূর্ণকলসেষু লসন্তি শোভ-মানানি নবকিশলয়ানি চ; সবৃন্তানি বৃন্তসহিতানি, মঙ্গলং মৃণন্তি উপযুঞ্জন্তি; 'মৃ নয়ে' গ্রহ্যাদি; মঙ্গলনারীণি যানি

সব কিছু আমার গৃহে করে নিলেই হবে।'

৪০। ব্রজেশ্বরী আদরে হে স্বামিনীগণ বলে সম্বোধন করে সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন—'এই যে বিনয়-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হল, এর দ্বারা তো এই আমরা সকলেই জিত হয়ে গেলাম। অতএব অয়ি, আপনাদের যেতে আজ্ঞা হউক, তাঁর অগম্য-মনোহারী বিনয় ও নীতির বশ হয়ে যথানির্দেশ করব আমরা।'

৪১। অতঃপর ইষ্টদেব সূর্যের নিকট যাচিত, ঘোষাধীশের সম্মানের যোগ্য, চারু উপাচার বৃষভানুরাজা কর্মকুশলতায় চতুর্দিকে সংগ্রহ করে নিমন্ত্রিতদের আগমনের অপেক্ষায় আনন্দবশে রাজপথের এক উপপথে দাঁড়িয়ে মিত্র ব্রজরাজের আগমন-পথের দিকে 'কখন আসবে এরূপ উৎকণ্ঠায়' দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাকিয়ে থাকতে থাকতে প্রথমেই ব্রজরাজকিশোরকে দর্শন করলেন। সম্মুখে আশ্রয়স্বরূপ যে পুরী রয়েছে তার তোরণ থেকে আরম্ভ করে রাজপথটি সজ্জিত করা হয়েছে—কিনিকিনি ধ্বনিত কিঙ্কিণী জালমালায় ও মঙ্গলসূচক শ্রেণীবদ্ধ পূর্ণকলসের উপর নবকিশলয় ও সবৃন্ত মঙ্গলপ্রদ

বিশিষ্যোভয়তোঽভয়তো রোপিত-সফলপূগতরুপূগতরুণরম্ভাস্তম্ভাস্তংগমিতভাস্করকরনিকরেঽধ্বনি ধ্বনিত-মৃদুমৃদঙ্গপণবাদিপণবাদি-বাদিত্রচিত্রে মিত্রেহিতে পথি নিহিতেক্ষণেন ক্ষণেন সহ সহচর-গণেন গণেন ইব ভুবনমঙ্গলস্য ভুবনমঙ্গলম্বমানোরুচারুচামীকরবাসসা তড়িন্ময়ীকুর্বন্নিব নিবহীভূত-নাগরিমগরিম-গাভীর্য্যগাভীর্য্যভিমতাস্পদং পদং ভুবি ধারয়ন্, শ্রীব্রজরাজকিশোরস্তদনু সকলপরিবারবারপরিবারিতা বারিতাখিলখলীকারা ব্রজরাজমহিষী চ, তদনু ব্রজপুরপুরন্দরোঽদরোদ্ভূত-ভূতলসৌভাগ্যসার ইব সপরি-জনো জনোল্লাসকারী চ দদৃশে ॥

৪২। দৃষ্টা চ সত্বরমভিব্রজতা ব্রজতারকেশং সুকেশং সুষ্ঠু কেশবমালিঙ্গ্য তৌ দম্পতি পতী ঘোষনিবাসিনাং সবহুমানমানমতা স্বপুরং প্রবেশয়াম্বভূবাতে ॥

নারিকেলফলানি তানি চ তৈঃ ফলন্তু্যপকরণশোভয়া নিষ্পাদ্যমানা অমন্দা দীপশিখা চ যস্যাং তস্যাম্; অধ্বনি তদবান্তরবর্ত্মনি; কীদৃশে? উভয়তঃ পার্শ্বদ্বয়ে, অভয়তঃ ব্রজপতেস্তত্র তথা সম্মতিপ্রার্থনামন্তরেণাপি সৌহার্দবলাদ্-ভয়াভাবত ইত্যর্থঃ। রোপিতৈঃ সফলপূগতরু-পূগৈঃ ফলবদ্গুবাকবৃক্ষসমূহৈঃ, তরুণরম্ভাণাং স্তম্বৈশ্চাস্তং গমিতোঽস্তং প্রাপিতো ভাস্করস্য কিরণসমূহো যত্র তস্মিন্, শাখানিবিড়তয়া সূর্য্যাতপপ্রবেশাভাবাদিত্যর্থঃ; "পূগস্তু ক্রমুকে বৃন্দে" ইতি মেদিনী। অস্তমিতি মান্তাব্যয়ম্। ধ্বনিতানাং মৃদুমৃদঙ্গপণবাদীনাং পণবাদি স্তুতিবাদযুক্তং যদ্বাদিত্রং তেন চিত্রে। শ্রীকৃষ্ণস্যাগমনশোভার্থং বৃষভনুনৈব প্রথমমেব তদ্বর্ত্মনি প্রস্থাপিতং বাদ্যং তৎসঙ্গীতি জ্ঞেয়ম্। ক্ষণেন ক্ষণ-মাত্রেণ ভুবনানাং মঙ্গলস্য যে গণাস্তেষামিনঃ শ্রেষ্ঠঃ; অঙ্গে গাত্রে লম্বমানেন দীপ্তিমতোরুণা চারুচামীকরবাসসা ভুবনং বিদ্যুন্ময়ীকুর্বন্নিব। নিবহীভূতস্য নাগরিম্ণো নাগরত্বস্য গরিম্ণা গুরুতয়া গাম্ভীর্যং গভীরত্বং তদ্গচ্ছন্ত্যাস্বাদ্যত্বেন প্রাপ্নুবন্তি যা আভীর্যো গোপ্যস্তাসামভিমতাস্পদং বাঞ্ছনীয়ম্। পরিবারাণাং বারৈঃ সমূহৈঃ পরিবারিতা পরিবৃতীকৃতা, খলাকারঃ পৈশুন্যম্, তন্মূলকত্বাৎ দোষা অখিলা এব খলীকারাস্তে বারিতা যয়া সা ॥

নারিকেলে শোভিত দীপশিখায়। রাজপথটি ঝেড়ে মুছে লেশমাত্র ধূলাময়লা রহিত করা হয়েছে। আর যে উপপথে তাঁরা দাঁড়িয়েছে এসে তার উভয় পার্শ্বে রোপিত হয়েছে ফলিত সুপারী বৃক্ষশ্রেণী, ও তরুণ কলাগাছের স্তম্ভ যার শাখার নিবিড়তায় অস্তমিত করান হয়েছে সূর্যকিরণ। আর পণবাদি স্তুতিবাদ বাজছিল যে সব মধুর ধ্বনিত মৃদঙ্গ-পণবে তাদের দ্বারা চিত্রিত হয়ে উঠেছিল ব্রজরাজের আগমন-পথ। ক্ষণমাত্র স্থিতিতে যেন ভুবনের সমস্ত মঙ্গলশ্রেষ্ঠ, সখাগণে পরিবেষ্টিত ব্রজরাজকুমার অঙ্গ আলো করা অতি চারু স্বর্ণবস্ত্রের দ্বারা যেন ভুবনকে বিদ্যুৎময় করে তুলতে তুলতে, ঘনীভূত নাগরালীর গুরুতায় আগতা গম্ভীরতাকে আস্বাদনীয়রূপে পেয়েছেন যাঁরা সেই গোপীগণের বাঞ্ছনীয় পদ পৃথিবীতে ধারণ করে করে পথে চলতে চলতে বৃষভানুর উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিপথে এসে পড়লেন। পথে কৃষ্ণের পিছনে ঐ যে দেখা যাচ্ছে সকল পরিবার পরিবেষ্টিতা খলতামূলক অখিলদোষ-বারয়িতা ব্রজরাজমহিষী, আর তাঁর পিছনে বহুল প্রকাশিত ভূতলের সৌভাগ্যসারের মতো জনোল্লাসকারী সপরিজন ব্রজপুরপুরন্দর।

৪২। তাদের দেখে বৃষভানু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে সুন্দর অলকাবলীতে শোভিত গোকুল-

৪৩। প্রবেশ্য চ তান্ যথাস্থানস্থানপি সম্পাদ্য পাদ্যপ্রভৃতিভিরভ্যর্চ্চ্য যথাযোগং সকলক্রিয়োপচারকৈঃ পরিচারকৈঃ স্ত্রীপুংসজনৈরাদরেণাদরেণাভিসম্পাদিতৈরভ্যঙ্গোদ্বর্ত্তন-স্নপনাদ্যুপকরণৈঃ করণৈকনিপুণঃ পুনঃ স যথাক্রমং স্নানাদিকং নির্বাহ্য রূপানুরূপানুসম্পাদিত-বরাম্বরাভরণগন্ধানুলেপনপ্রসাধন-সাধনবিরামেঽবিরামেণ প্রমোদেন পাকভবনমধ্যমধ্যভিপ্রবেশয়ামাস ব্রজপুরপরমেশ্বরীং যত্র পরমেশ্বরীব স্বয়ং স্বযন্ত্রিত-রূপ-গুণ-মাধুরীধুরীণা পচতিতরামতিতরামবধানেন ॥

৪৪। তয়া বন্দিতাথ সা নিজকুলশ্রীযশোদা শ্রীযশোদা স্নেহশ্রদ্ধাবদ্ধা বহুতরতরলমনা মনাগ্বিহস্যাহ —'বৎসে! যদ্যপি রমণীমণীচারিমণি চারিমণিকল্পেয়ং পাককলা, তথাপি কুসুমকোমলাঙ্গ্যাস্তবায়মতিভারো ভারোপায়ৈব নিতরামভূৎ। তদবলোকয়ামি কিং কিং পাচিতমস্তি' ইতি তয়া নিগদিতা দিতাখিলপরিশ্রমা ত্রপাচিতং পাচিতং সকলমেব সা দর্শয়ামাস ॥

৪২। ব্রজস্য তারকেশং চন্দ্রম্, আনমতা সখ্যরীত্যা ঈষন্নমতা ॥

৪৩। যথাস্থানস্থান্ স্ত্রীপুরুষোচিতস্থানেষু স্থিতান্ সম্পাদ্য কৃত্বা; স্ত্রীপুংসজনৈর্যথাযোগং যথোচিতম্; স্ত্রীণামভ্যঙ্গাদিভিঃ স্নানাদিকং স্ত্রীজনৈঃ পুংসান্তু পুরুষজনৈর্নির্বাহ্যেত্যর্থঃ। অদরেণ নিঃসঙ্কোচেন; আদরেণ প্রেমময়েনেত্যর্থঃ; করণৈকনিপুণঃ কার্যৈকপ্রবীণঃ স বৃষভানুঃ; প্রসাধনসাধনমলঙ্কারপরিধানম্। স্বয়ং পরমেশ্বরীব সাক্ষান্মহালক্ষ্মীরিব, ইতি লৌকিকরীতিমনুসৃত্যোক্তম্। সিদ্ধান্তরীত্যা তু তস্যা অপি পরমাংশিন্যা রাধায়াস্তয়া সহোপমাঃ কিঞ্চিৎকরৈব ॥

৪৪। তয়া রাধয়া নিজকুলস্য শ্রিয়ং যশশ্চ দদাতীতি সা; স্নেহঃ স্বনিষ্ঠঃ, শ্রদ্ধা তন্নিষ্ঠা তাভ্যাং বদ্ধা, অতএব বহুতরমুল্লাসাধিক্যেন তরলং মনো যস্যাঃ সা প্রাহ। রমণীমণীনাং চারিমণি চারুত্বে প্রাশস্ত্যে নিমিত্তে চারিণী সঞ্চরণশীলা

চন্দ্রকে দৃঢ়ালিঙ্গনে বদ্ধ করে ঘোষনিবাসিগণের স্বামী স্বামিনী ঐ দম্পতিকে অত্যন্ত মান্যসহকারে ঈষৎ নমিত হয়ে নিজ পুরীতে প্রবেশ করালেন।

৪৩। প্রবেশ করাবার পর কর্মনিপুণ বৃষভানু স্ত্রীপুরুষ সকলকে যথাযোগ্যস্থানে বসিয়ে পাদ্য-অর্ঘ প্রভৃতি দ্বারা সৎকার করে সকল ক্রীয়া-কুশলী সেবক সেবিকা দ্বারা যথোচিত অর্থাৎ সেবকগণের দ্বারা পুরুষদের এবং সেবিকাগণ দ্বারা স্ত্রীদের নিঃসঙ্কোচে আদরে অভ্যঙ্গোদ্বর্তন-স্নপনাদি (তৈল-হরিদ্রা-গন্ধ ইত্যাদি)উপকরণের দ্বারা সেবা করিয়ে যথাক্রমে স্নানাদি নির্বাহ করিয়ে দেহের মাপে পূর্বেই ব্যবস্থাপিত বহুমূল্য বস্ত্র-আভরণ-গন্ধ-চন্দনাদি অনুলেপন দ্বারা বেশবিন্যাস সম্পন্ন করিয়ে অবিরাম প্রবাহমান আনন্দে ব্রজপুরপরমেশ্বরীকে পাকশালায় নিয়ে গেলেন, যেখানে সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মীর মতো স্বনিয়ন্ত্রিত রূপগুণ-মাধুরীতে উচ্ছলিতা রাধারাণী অতিশয় যত্নে পাক করছিলেন।

যশোমা কর্তৃক রাধার পাকশালা পরিদর্শন ঃ

৪৪। রাধা প্রণাম করলে সেই নিজকুলের শ্রী-যশদাতৃ নিজ অন্তঃকরণের স্নেহে ও রাধার শ্রদ্ধায় বদ্ধা উল্লাসাধিক্যে চঞ্চলমনা শ্রীযশোদা হাসতে হাসতে বললেন—'রমণীমণিগণের সৌন্দর্য-প্রশংসার নিমিত্ত সঞ্চরণশীল আভরণরত্ন তুল্য তো এই পাকশিল্পই। তবে কথা হচ্ছে কি কুসুমকোমলাঙ্গ

৪৫। দৃষ্ট্বা চ ব্রজেশ্বরী সৌরূপ্য-সৌরভ্য-সৌলভ্য-লভ্যমানপাকপরিপাকসাদ্‌গুণ্যা গুণ্যামোদকারিণী সা তরসা তরলিতহৃদয়া দয়াবতী পচন্তীমেব তামালিঙ্গ্য 'বৎসে! সাধু তে ধুতেক্ষণাঽক্ষণা সুপরিপাকপাককলা' ইতি নিতরামভিননন্দ ॥

৪৬। শ্যামাললিতাদিভির্বন্দিতাঽঽনন্দিতাননেন্দুরথ তা অপি পরিরভ্য সৌরভ্যসৌকুমার্য্যবতীস্তা এবাহ—'অয়ি শ্যামে! অয়ি ললিতে! অয়ি বিশাখে! সাধু বঃ পরস্পরপরমসৌহৃদানুবন্ধো বন্ধোর্মানসহারী মানসহা রীতিরিয়মুত্তমানাম্' ইতি তাঃ সর্বা অভিনন্দ্য সমীপস্থাং রাধাদিভিঃ সকলাভিঃ সকলাভিরভিবন্দিতাং রোহিণীমভাষত ॥

৪৭। 'অয়ি বলভদ্রজননি! ভদ্রজননিবহপূজ্যেয়মাসাং পরস্পরপ্রীতিঃ। অপি চ ইয়ং হি রাধা

চাসৌ মণিকল্পা মণ্ডনরত্নতুল্যা চেতি সেয়ং পাককলা পচনশিল্পম্, উত্তমাঙ্গনানাং পাককৌশলমেব রত্নালঙ্কার ইত্যর্থঃ। তথাপি কুসুমাদপি কোমলমমলমঙ্গং যস্যাস্তস্যাস্তবায়মতিভার এতদীয়ঃ শ্রমঃ সোঢ়ুমশক্য ইত্যর্থঃ। তথাপি ভা শোভা তস্যা আরোপায়োৎপাদনায়। কিং পাচিতমিতি ত্বন্মাত্রা প্রয়োজককর্ত্র্যা, ত্বয়া তু প্রযোজ্যকর্ত্র্যেত্যর্থঃ। ত্রপয়া লজ্জয়া আচিতং সংগৃহীতম্; যদ্বা, ত্রপাণামাচিতং সমূহো যত্র তদ্‌যথা ভবত্যেবমিতি ক্রিয়াবিশেষণম্; আচিতঃ সংগৃহীতেঽপি বৃন্দেঽপি স্যাত্রিলিঙ্গকঃ" ইতি মেদিনী ॥

৪৫। সৌরূপ্য-সৌরভ্যয়োঃ সৌলভ্যেন সুলভত্বেন লভ্যমানমনুভূয়মানম্, পাকস্য পরিপাকে সাদ্‌গুণ্যং সদ্‌গুণতা যয়া সা; গুণিনং গুণবন্তমামোদমানন্দং কর্তুং শীলং যস্যাঃ সা পাককলা ॥

৪৬। আনন্দিত উৎফুল্ল আননেন্দুর্যস্যাঃ সা; সৌরভ্যেতি সৌরভ্যসৌকুমার্যে আলিঙ্গনেনৈবানুভবন্তী সতীত্যর্থঃ। মানসহা মানং সম্মানং সহত ইতি মানসহা; সকলাভিঃ কলাসহিতাভিঃ ॥

তোমার পক্ষে এ-অতিভার—তা হলেও এ তোমার অঙ্গে অতি শোভার সৃজন করেছে। একবার দেখাও তো তোমার মা তোমাকে দিয়ে কি কি পাক করিয়েছেন'—এরূপ বললে অখিল পরিশ্রমশূন্যা শ্রীরাধারাণী লজ্জায় জড়সড় হয়ে রন্ধিত খাদ্যসামগ্রী সবকিছু দেখিয়ে দিলেন।

৪৫। সৌরূপ্য-সৌরভ্য-সৌলভ্য অনায়াসে অনুভূয়মান পাকের পরিপাকে সাদ্‌গুণ্য সঞ্চারী, ও গুণশালী অমৃতরূপে পরিণত করার স্বভাববিশিষ্ট ঐ পাকশিল্প দেখে দ্রুত স্নেহে গলে গিয়ে ব্রজেশ্বরী রাধাকে আলিঙ্গন করে বললেন—'বৎস, বলিহারি যাই পাককর্মে তোমার এ-শিল্পচাতুরীকে যা দর্শনেই মনের নিরানন্দ দূর হয়ে যায়'—এভাবে তাকে উচ্চ অভিনন্দন জানালেন।

৪৬। শ্যামা-ললিতাদ্বারা অভিনন্দিতা উৎফুল্ল আননচন্দ্রবিশিষ্টা ব্রজেশ্বরী অতঃপর তাঁদেরও আলিঙ্গন করে সৌরভ্য-সৌকৌমার্যবতী তাঁদের বললেন—'অয়ি শ্যামে, অয়ি ললিতে, অয়ি বিশাখে, তোমাদের এই যে বন্ধুজন-মনোহারী পরস্পর পরমসৌহার্দ অনুবন্ধ, আর সম্মানে অবিচলন স্বভাব—এ অতি প্রশংসার যোগ্য, উত্তমজনের এ-রীতিই হয়ে থাকে'—এ-ভাবে তাঁদের সকলকে অভিনন্দিত করে, নিজে সকল কলাযুক্ত রাধাদি সকলের দ্বারা অভিবন্দিত হয়ে ব্রজেশ্বরী রোহিনীদেবীকে সম্বোধন করে বললেন—

মেদুরা মেঽদুরাসদা মনসস্তদিয়ং সম্ভাব্যতে—

নন্দনলতেব ভূমৌ, চন্দনলতিকেব রূপমলয়স্য।
বৃষভানোরিব সুকৃতং, খনিরনিরূপ্যেব গুণমণীন্দ্রাণাম্ ॥'

৪৮। সা প্রত্যুবাচ,—'শ্রীকৃষ্ণমাতঃ! মাঽতঃ পরমস্যাঃ সম্ভাবনীয়মস্তি। কিঞ্চ,—

নন্দনো ব্রজপতের্গুণসিন্ধু-,র্নন্দিনী চ সুমুখী বৃষভানোঃ।
তোষহেতুরয়ি ঘোষপুরশ্রী-,কণ্ঠভূষণমিদং মণিযুগ্মম্ ॥'

৪৯। তত্রপে তত্র পেশলাঙ্গী রাধা। শ্যামাদয়শ্চ রাধামুখমবলোক্য মনাগ্ বিহস্য মনসা মনসাহুঃ—'অয়ি! দেবি! তবেদং বচনমস্মাকমভীষ্টবোধন্যাসি, ধন্যাসি ভো ধন্যাসি, বৃষ্টির্হি নিঃসন্দেহমাপ্যা দেহমাপ্যায়য়তি নিদাঘোষ্মম্। যদিদং ঘোষপুরশ্রীকণ্ঠভূষণমিদং মণিযুগ্মমিত্যেকাধিকরণকরণপ্রতি-

---

৪৭। মেদুরা স্নিগ্ধা, মে মম মনসো ন দুরাসদা, মনসি স্বয়ং স্ফুরতীত্যর্থঃ। শেষে ষষ্ঠী। নন্দনলতেতি মনসোঽভিলাষপূর্ত্ত্যা রূপমলয়সম্বন্ধিনী চন্দনলতিকেবেতি নতনভ্রাণত্বচামপি ; বৃষভানোঃ সুকৃতমিতি স্বকুলযশঃকৈরবচন্দ্রিকাত্বেন ; গুণমণীন্দ্রাণাং খনিরিতি ত্রিজগদ্বিরলপ্রতিযোগিকাত্বেন ॥

৪৮। মা অস্তি নাস্তি ; ব্রজপতের্নন্দনঃ কৃষ্ণঃ ; সুমুখী রাধা ; তোষহেতুর্বন্ধূনাং দ্রষ্টৃশ্রোতৃমাত্রাণাং বা, শ্রীঃ শোভা সম্পত্তির্বা ॥

৪৯। তত্রপে নিজশ্লাঘায়াং লজ্জতে স্ম ; রাধামুখমালোক্যেতি শ্লোকার্থভঙ্গ্যা লব্ধমস্মচ্চর্ণয়া কিমপ্যভীষ্টার্থসূচকং বস্তু কিমিয়ং মনসা আস্বাদয়তি, ন বেতি এতৎপরীক্ষণার্থম্। ততশ্চ মনাগ্ বিহস্যেতি তন্মুখস্য তদা সলজ্জত্বেঽপ্যন্তঃসকৌতুকত্বং দুর্লক্ষ্যমপি সহসেবালক্ষ্য ধিয়া তদাস্বাদমেবানুভবন্তীং তামনুমায় তত এব স্বেষামপি জাতস্যোল্লাসস্য জ্ঞাপনায়, মনসা মনসেতি বীপ্সা, প্রতিস্বমিত্যর্থঃ। দেবি! হে শ্রীরোহিণি! তব বচনং শ্লেষরূপম্ ; কীদৃশম্?

৪৭। 'অয়ি বলভদ্রজননি, এদের এই পরস্পর প্রীতি ভদ্রজনের প্রশংসনীয়। আর এই যে স্নিগ্ধা রাধা, এ আমার মনে নিজেই স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়ে প্রতীতি জন্মাচ্ছে—

এ যেন জগতে প্রকাশিত— নন্দনকানন লতা, রূপমলয়ের চন্দনলতা, বৃষভানুর পুণ্যফল, গুণমণীন্দ্রের ত্রিজগতবিরল খনি।'

৪৮। রোহিনীদেবী প্রত্যুত্তরে বললেন—'অয়ি কৃষ্ণজননি! ঠিক ঠিক, অতঃপর আর এ-বিষয়ে জল্পনা-কল্পনার স্থান নাই। আরও—

নন্দনটি ব্রজপতির গুণসিন্ধু, নন্দিনীটিও বৃষভানুর সুমুখী,—এ-মণিযুগল অয়ি যশোদে, ঘোষপুর-লক্ষ্মীর কণ্ঠভূষণ, দ্রষ্টাশ্রোতামাত্রের আনন্দকর।

৪৯। নিজ প্রশংসায় কোমলাঙ্গী রাধা অধোমুখী হলেন লজ্জায়। শ্যামাদি গোপীগণ রাধামুখ নিরীক্ষণ করে তাতে লজ্জার আড়ালে অন্তর্কৌতুকের ছায়া লক্ষ্য করে একটু অর্থবোধক হাসি হেসে মনে মনে বললেন—'অয়ি দেবী, আপনার এ-বাক্য আমাদের অভীষ্ট অনুভব দান করল, ধন্য হে ধন্য,

পাদকং বচোঽবিপ্রকৃষ্টং প্রকৃষ্টমর্থং বোধয়তি, ঘোষপুরশ্রীকণ্ঠ-মৌলিমণিমণ্ডনযুগ্মমিত্যনুক্তেরতিসুললিতমেতৎ ॥'

৫০। অথ কৃষ্ণজননী জননীরাজিতচরণা বৃষভানুগৃহিণীং ভানুগৃহিণীং সংজ্ঞামিব সংজ্ঞামিব মূর্ত্তিমতীং স্বকুলশ্রীকীর্ত্তিদাং শ্রীকীর্ত্তিদাং সমাহূয়ালিঙ্গ্য চাহ,—'অয়ি ! কথমিয়ং ত্বমিয়ন্তমতিখেদং প্রাপিতা ? যঃ খলু প্রৌঢ়গৃহিণীজনোচিতো নোচিতো হি নবমালিকায়াঃ কায়াপকর্ষঃ কৃশানুতাপেন, কৃশাঽনুতাপেন নাসি ॥'

৫১। সাহ,—'সাহসিক্যমেবৈতন্মে ব্রজেশ্বরি ! সত্যমেব ব্যাহরসি। রসিকেয়ং পাককর্ম্মণি স্বভাবত এব, বিশেষতোঽশেষতোষপ্রদোঽয়মদ্যতনো মহো মহোদারঃ সদারঃ সম্ভূতো যত্র ভোক্তা ঘোষাধীশো ধীশোভাবতীয়ং স্বয়মেব সাদরাঽদরানন্দেন প্রবর্ত্তিতাঽস্তে পাককর্ম্মণি ॥

অস্মাকমভীষ্টং বোধমনুভবং ক্ষন্তি সমর্পয়তীতি তৎ ; আপ্যা জলময়ী ; যদ্বা, প্রাপ্তুং যোগ্যা। নিঃসন্দেহমিত্যাপ্যায়য়তীতি ক্রিয়াবিশেষণম্। যমকানুরোধাদ্ ব্যবহিতান্বয়ঃ সোঢ়ব্যঃ। দেহং কীদৃশম্ ? নিদাঘেনোষ্ণং তপ্তম্। একস্মিন্নেবাধিকরণে করণং ব্যাপারসামান্যং প্রতিপাদয়তি জ্ঞাপয়তীতি তৎ,—একস্মিন্নেব কণ্ঠে মণিযুগ্মস্য গুণবদ্ধতয়া স্থিতিদীপ্তিমিলনাদিব্যাপারদর্শনাৎ। তদুপমেয়য়ো রাধাকৃষ্ণয়োরপ্যেকত্রৈব প্রেমগুণবদ্ধয়োর্মিলন-বিলাসাদি-মঙ্গলরূপমবিপ্রকৃষ্টমর্থং বোধয়তি। ভবন্মুখনিঃসৃতে বচসি ভবত্যাঽপরামৃষ্টোঽপ্যয়মর্থোঽস্মানাশ্বাসয়িতুং দৈবোদীরিত ইবাবিভূর্ত ইতি ভাবঃ। ন চ শ্লোকপূর্ত্তেরন্যথাঽশক্যত্বাদুক্তমিদমিতি বাচ্যমিত্যাহ—ঘোষেতি ॥

৫০। মূর্তিমতীং সংজ্ঞাং চেতনামিব ; "সংজ্ঞা স্যাচ্চেতনা নাম হস্তাদ্যৈশ্চার্থসূচনা" ইত্যমরঃ। ইয়ং রাধা, ত্বং প্রসিদ্ধম্, ইয়ন্তমেতাবন্তং খেদং প্রাপিতা, যঃ খেদঃ, কৃশানুতাপেন বহ্নিজ্বালয়া ; অতস্ত্বমনুতাপেন কৃশা নাসি, ন ভবসীতি সপ্রণয়েৰ্ষ্যঃ প্রশ্নঃ ॥

৫১। সা বৃষভানুগৃহিণী আহ, মহো মহোৎসবঃ ; অদরানন্দেনানল্পহর্ষেণ ॥

বৃষ্টিই নিঃসন্দেহে নিদাঘতপ্তদেহ শীতল করে দেয়। আপনি এই যে উপর্যুক্ত শ্লোকে বললেন 'এ-মণিযুগল ঘোষপুরলক্ষ্মীর কণ্ঠভূষণ' এ-তে কণ্ঠরূপ এক আধারে মণিযুগলের স্থিতিরূপ একটা সাধারণ ব্যাপার প্রতিপাদক কথা বলা হলেও এ নিকটবর্তী কোনও এক অতি রসময় অর্থকেই বোধ করিয়ে দিচ্ছে। ঘোষপুরলক্ষ্মীর কণ্ঠ-শিরের মণিমণ্ডনযুগল—এরূপ পৃথক্ দু-আধারের অনুল্লেখ অতি সুললিতই হয়েছে বটে।'

৫০। অতঃপর জননীরাজিত-চরণা কৃষ্ণজননী সূর্যগৃহিণী সংজ্ঞার মতো, মূর্তিমতী চেতনার মতো, স্বকুল-শ্রীকীর্তিদাতৃ শ্রীকীর্তিদাকে ডেকে আলিঙ্গন করে বললেন—'অয়ি কি করে আপনি একে এরূপ অতিকষ্টজনক কাজে লাগিয়ে দিলেন ? যা প্রৌঢ়গৃহিণীজনেরই সমুচিত। অগ্নিতাপে নবমালিকার অঙ্গের অপকর্ষ ঘটান উচিত নয়—এতে কি আপনি অনুতাপে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছেন না ?

৫১। কীর্তিদা বললেন—'হে ব্রজেশ্বরী, এ আমার বহু সাহসের কাজই হয়েছে বটে, আপনি সত্যই বলেছেন। কিন্তু কথা হল পাককর্মে এ স্বভাবতঃই সমঝদার, বিশেষতো অশেষ

৫২। কিঞ্চ, যথা তথেয়ং পচতু স্বভাবঃ; কশ্চিদ্গুণোঽস্যাঃ করপল্লবেঽস্তি।
সৌরূপ্য-সৌরস্য-সুপারিমল্য-,বত্তা যতঃ পাকমুপৈতি পাকে॥

৫৩। তেনাস্যা জনকেন কেনচিৎ কৌতুকেন নির্বন্ধঃ কৃতঃ, কিন্তু প্রণয়রসবত্যন্তরে রসবত্যন্তরেণ ভূয়তে, তত্র ভূয়ানেব পাকো জাতঃ। কো জাতঃ পুরুষোঽত্র নারী বা নাত্মানমন্ত কৃতার্থং মন্যতে। কিন্তু তত্রভবত্যা ভবত্যা স্বয়মভিভাবিকয়া ভূয়তাং যথা যথোল্লাসমঞ্জসা সমঞ্জসানি সকলানি সৌষ্ঠবানি ভবন্তি' ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেশ্বরী ব্রজস্য সস্মিতং সমূচে,—'অয়ি? যথাবৎ সাদরং বৎসাঽদরং যৎ পপাচ, তৎসকলং সকলং রোহিণী পরিবেষয়তু' ইত্যর্দ্ধোক্তে সা পুনরাহ॥

৫৪। 'ঘোষেশ্বরি! পুণ্ডরীককুবলয়সুকুমারাভ্যাং কুমারাভ্যাং রামকৃষ্ণাভ্যাং সহ ঘোষরাজায়

৫২। তদেকহেতুতাধিক্যপ্রতিপত্ত্যর্থং হেতুহেতুমতোরভেদোপচারঃ, স্বভাবাদেবোৎপন্নো গুণ ইত্যর্থঃ; যদ্বা, স্বশোভারক্ষকঃ; যতো যেন করপল্লবেন পাকে পাককর্ম্মণি সৌরূপ্যাদিমত্তা পাকং পরিণামমুৎকর্ষমুপৈতি। সুপারিমল্যমিত্যুত্তরপদস্য চেত্যুত্তরপদবৃদ্ধিঃ॥

৫৩। প্রণয়রসবতি! হে প্রেমরসযুক্তে ব্রজেশ্বরি! অন্তরে বহিঃপ্রকোষ্ঠে; রসবত্যন্তরেণাপরয়া রসবত্যা ভূয়তে; —"অন্তরমবকাশাবধি পরিধানান্তর্ধিভেদতাদর্থ্যে। ছিদ্রাত্মীয়বিনাবহিরবসরমধ্যেঽন্তর স্মৃনি চ॥" ইত্যমরঃ; অভিভাবিকয়া সর্বাধিষ্ঠাত্র্যা, পরমেশ্বরী যশোদা। যথাবদ্যথাযুক্তম্, সাদরং যথা স্যাত্তথা, বৎসা রাধিকা যৎ পপাচ, তৎ সকলং সমস্তম্, সকলং সশিল্পং যথা স্যাত্তথা, অদরং নিঃশঙ্কঞ্চ যথা স্যাত্তথা, রোহিণী পরিবেষয়তু। রাধায়াস্তু অনভ্যস্ততচ্ছিল্পত্বাৎ, অতএব তত্র জনিষ্যমাণসঙ্কোচত্বাচ্চ। সম্প্রতি তন্নাতীব উপযুজ্যত ইতি ভাবঃ। অর্দ্ধোক্ত ইত্যনেন্তৎ সর্বং শ্যামাস্য ইতি শেষ স্থিতঃ॥

আনন্দপ্রদ আজকের এ-মহোৎসব, যাতে মহোদার ঘোষাধীশ সপুত্রকলত্র ভোজন করবেন—তাই বুদ্ধির শোভায় উজ্জ্বল এ নিজেই অত্যানন্দে আদরের সহিত এ-কাজে লেগে গিয়েছে।

৫২। আরও, এ যেমন-তেমনভাবে পাক করুক স্বভাবতঃই এর হাতে এমন কোন গুণ আছে যাতে এর হাতের পাকে সৌরূপ্য-সৌরস্য-সৌরভ্য গুণ চরম উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত হয়ে দেখা দেয়।

৫৩। এ-জন্যই এর পিতা কোনও কৌতুকবশতঃ এরূপ আগ্রহ করেছেন, কিন্তু হে প্রণয়রসবতি, বাইরের ঘরে অন্য এক পাকশালা আছে, বহুল পরিমাণের পাক সেখানেই হচ্ছে। এই নগরে এমন কে নারীপুরুষ আছে যে আজ নিজেকে কৃতার্থ মনে না করছে। কিন্তু তা হলেও পূজনীয়া আপনি নিজে সর্বাধিষ্ঠাত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে যান যাতে উচ্ছলিত আনন্দে অনায়াসে সকল সমাধান সুন্দর ভাবে হয়ে যায়' এরূপে তাঁর কথা হয়ে গেলে ব্রজের পরমেশ্বরী মুচকি হেসে বললেন—'অয়ি, যথোপযুক্ত সাদরে নির্ভয়ে বাছা রাধা যা রান্না করেছে সে সমস্ত রোহিণী পরিবেশন-চাতুরির সহিত পরিবেশন করুক' এরূপ অর্দ্ধেক বলা হলেই কীর্তিদা বলে উঠলেন—

কীর্তিদা কর্তৃক রাধা ও শ্যামা-ললিতাকে পরিবেশনে নিয়োগ :

৫৪। 'ঘোষেশ্বরী, শ্বেতনীলকমলের মতো সুকুমার রামকৃষ্ণসহ ঘোষরাজকে, সেই সঙ্গে

জায়য়া চ তস্য সহ শুভবত্যা ভবত্যা সকলগুণরোহিণ্যৈ রোহিণ্যৈ চ বৎসৈবেয়ং পরিবেষয়তু। শ্রীকৃষ্ণসহচর-নিকরেভ্যঃ করেঽভ্যস্তলাঘবাঽস্তলাঘবা শ্যামা ললিতা বা ললিতাবাল্যসখ্যা পরিবেষয়িত্রী ॥'

৫৫। এতদাকর্ণ্য তদা কর্ণমপ্যবহিত্থয়াঽথ যাপয়ন্তী মন্দমধুরস্মিত-স্নপিতাধরকিশলয়সলয়সমুদীর্ণং কিমপি বচস্তদাত্মজাঽঽত্মজাড্যমভিনয়ন্তী নয়ং তীব্রমিব সৌহৃদস্য হৃদ্যস্যন্তী নীচৈর্মাতরং নিজগাদ,—'অহমিহ নিখিলসৌভগবতীভ্যাং ভগবতীভ্যাং ব্রজেশ্বরীভ্যামাভ্যামাভ্যামাত্মনা পরিবেষয়িষ্যে। শ্যামৈব নবরবহিরবহিতা হিতায়াত্মনঃ পরিবেষয়িত্রী' ইতি ॥

৫৬। পরস্পরসমানমানসভাবভাববোধবিবুধা শ্যামাহ,—'মা হরিণনয়নে! নয়নেয়মেতৎ, সৈব

৫৪। তস্য জায়য়া ভবত্যা সহ রোহিণ্যৈ ইত্যন্বয়ঃ। রোহিণ্যা গৌরবমত্র বয়োবৃদ্ধ্যা ভোজনে যোজিতম্। যদুক্তং শ্রীগণোদ্দেশদীপিকায়াম্—(৩২) "রোহিণী বৃহদম্বাস্য" ইতি। করে পাণৌ পরিবেষণং প্রত্যভ্যস্তং লাঘবং যয়া সা। নমু কৃষ্ণসহচরা অপি কৃষ্ণবদেবাদরণীয়া ভবন্তীতি? তত্রাহ—অস্তং লুপ্তমেব লাঘবং ন্যূনত্বং যস্যাঃ সা শ্যামা ললিতা বাপি রাধাসমৈবেত্যর্থঃ। অতস্তয়া কৃতেঽপি পরিবেষণে ন তেষামনাদরঃ স্যাদিতি ভাবঃ। সাম্যে হেতুঃ—ললিতমাবাল্যং বাল্যমভিব্যাপ্যৈব সখ্যং যস্যাঃ সা ॥

৫৫। কর্ণাং কর্ণাভ্যাং স্থিতমপ্যেতদাকর্ণ্য; অবহিত্থয়া আকারগোপনেন। অথ অনন্তরং যাপয়ন্তী, এতদাত্মনি ন প্রবেশয়ন্তী, ন মানয়ন্তীতি যাবৎ। অধরকিশলয়ে সলয়ং যথা স্যাত্তথা সমুদীর্ণমধরপল্লবসংশ্লেষসহিতমেব নিঃসৃতম্, ন তু বহিরতিপ্রব্যক্তমিত্যর্থঃ;—"লয়ো বিনাশে সংশ্লেষে" ইতি মেদিনী; তদাত্মজা তস্যাঃ পুত্রী রাধা আত্মনো জাড্যমভি-নয়ন্তী সৌহৃদস্য সখ্যস্য তীব্রং নয়ং নীতিং হৃদি সখ্যা হৃদয়ে অস্যন্তী নিক্ষিপন্তী। আভ্যামাত্মনা আ ঈষদভ্যাম আতুরত্বং সঙ্কোচো যস্য তেনাত্মনা আভ্যামন্তর্গৃহমধ্যে এব পরিবেষয়িষ্যে "আতুরোঽভ্যমিতোঽভ্যান্তঃ" ইত্যমরঃ। অন্যেভ্যো বহিরুপবিষ্টেভ্যঃ পরিবেষণে তু মহান্ এব সঙ্কোচো মে ভবিষ্যতীতি ভাবঃ। এবমাত্মনো মুগ্ধত্বমেবাভিব্যজ্য শ্যামায়াঃ প্রাগর্ভ্যং ব্যঞ্জয়ন্তী পুনঃ স্বং মধ্যাস্থে এব পর্যবসায়য়তি—শ্যামৈবেতি। নবর ইতি কেবলার্থমব্যয়ম্। বহিরলিন্দমধ্যা-সীনেভ্য ইত্যর্থঃ। অবহিতা সাবধানা; হিতায়াত্মন ইত্যন্যথা প্রাগর্ভখ্যাতের্বৈয়র্থ্যাপত্ত্যা সখীভিরেষা হসিষ্যত এবেতি নর্ম ব্যঞ্জিতম্ ॥

পূজনীয়া আপনাকে এবং সকলগুণালঙ্কৃতা রোহিণীকে এই আমার বাছা রাধা পরিবেশন করুক। পরিবেশনে হাত পাকিয়ে নিয়েছে যাঁরা, যাঁরা বাল্যাবধি সখ্যতায় বদ্ধ থাকায় রাধার সমতা লাভ করেছে সেই শ্যামা বা ললিতা পরিবেশন করুক শ্রীকৃষ্ণসখাগণকে।'

৫৫। কর্ণরসায়ন এ-কথা শুনে অবহিত্থায় যখন কন্যা রাধা এ 'না-চিত্তে ধারণ করতে পারছেন, না-মানতে পারছেন' এমতাবস্থায় জাড্যভাব অভিনয় করতে করতে, এবং সখ্যের মহান্ নীতি সখীর হৃদয়ে যেন নিক্ষেপ করতে করতে মন্দমধুর হাসি ধোয়া অধরকিশলয়ে লয় হতে হতে সমুদিত কোনও কথা ধীরে ধীরে মাকে বললেন—'সঙ্কোচে জড়ীভূত আমি অন্তর্গৃহ-মধ্যের পঙক্তিতে নিখিল সৌভাগ্যবতী ভগবতী এই ব্রজেশ্বরী প্রভৃতিকে পরিবেশন করবো। শ্যামা কেবল বাইরের বারান্দার পঙক্তিতে নিজের মঙ্গলের জন্য পরিবেশন করুক।'

পরিবেষণে ভবতু যত্তা, যত্তাতেন নিমন্ত্রিতা অমী অমীবহরা হরাদয় ইব ॥'

৫৭। অথ তয়াশ্রুত্য শ্রুত্যতিরসদং কুতুকরসদং কুতুককলহং কলহংসিকয়োরিব তয়োর্জাত-কৌতুকা কৌ তু কামপি প্রীতিমাগতা বাৎসল্যসম্পদ্‌ব্রজেশ্বরী ব্রজেশ্বরী জগাদ,—'অয়ি শুভবত্যৌ ! ভবত্যৌ মা ভৈষ্টামিষ্টামিমাং নীতিং বাং ব্রবীমি। উভে এব যুগপদিষ্টয়োপদিষ্টয়োত্তময়া দিশা ময়াঽঽদিশা শিক্ষিতে পরিবেষয়িতুমর্হতম্‌ ॥'

৫৮। ইতি বহির্ভূয় ভূয়সি মণিপ্রঘণে প্রঘণে অক্রমেণ পাতিতাঃ সর্বতোভদ্রাঃ সর্বতোভদ্রাঃ পীঠ-পঙ্‌ক্তয়ো বিশদসমজ্ঞয়াঽঽজ্ঞয়া ক্রমেণ তয়া পুনঃ পাতয়াম্বভূবিরে ॥

৫৯। এবমাস্তীর্ণসিতসূক্ষ্মবসনেষ্বাসনেষ্বাহিতক্রমমুপবিষ্টস্য ঘোষেন্দ্রস্য সান্দ্রস্য সাধুনা স্নেহেন

৫৬। পরস্পরমাত্মনোঃ সমানস্তুল্য এব মানসো ভাবস্তস্য ভা শোভা তস্যা অববোধে তৎসিদ্ধ্যর্থক-বাক্‌চাতুর্য-জ্ঞানে বিবুধা পণ্ডিতা; নয়ে নীতৌ, নেয়মুপাদেয়ম্‌। যত্তা যত্নবতী, যস্যাস্তাতেনামী নিমন্ত্রিতাঃ; অমীবহরাঃ পাপনাশিন ইত্যুপমানস্য বিশেষণম্‌। হরাদয়ো মহেশাদয় ইবেত্যনেন যত্তাতেনেতি প্রাপ্ত-বৃষভানুপদস্য পরম্পরিত-রূপকালঙ্কারেণ তেজস্বিসূর্যার্থকত্বে শ্রেষ্ঠভানুনেব বৃষভানুনা, মহেশাদয় ইব নন্দাদয়োঽমী নিমন্ত্রিতা ইত্যর্থো ব্যঞ্জিতঃ ॥

৫৭। তয়ো রাধাশ্যাময়োঃ; ময়া উপদিষ্টয়া ইষ্টয়া দিশা শিক্ষিতে সত্যৌ যুবাম্‌। ময়া কীদৃশ্যা ? আদিশতীতি আদিক্‌, তয়া ॥

৫৮। মণিপ্রঘণে রত্নবিবিড়ে, প্রঘণে অলিন্দে, সর্বতোভদ্রাঃ সর্বতো ভদ্রমুপবেশসুখং যাসু তাঃ; সর্বতোভদ্রা গম্ভারীদারুময্যঃ; তয়া ব্রজেশ্বর্যা। কীদৃশ্যা ? বিশদা নির্মলা সমজ্ঞা কীর্তির্যস্যাস্তয়া। আজ্ঞয়া নিদেশেন ॥

৫৬। পরস্পরতুল্য মানসভাব-শোভার সিদ্ধ্যর্থক-বাক্‌চাতুর্য-জ্ঞানে পণ্ডিত শ্যামা বললেন—'হে হরিণনয়নে, এ ন্যায়সঙ্গত কথা হল না, বাইরের বারান্দায় সেই পরিবেশনে যত্নবতী হউক যাঁর সূর্যসম তেজস্বী পিতা কলুষহারী মহেশাদি দেবতাসম নন্দাদিকে নিমন্ত্রণ করেছে।'

৫৭। অতঃপর কলহংসের মতো তাঁদের দুজনের অতি কর্ণরসায়ন চিত্তচমৎকারকারী আনন্দ-জনক সেই কৌতুককলহ শুনে কৌতুকান্বিতা বাৎসল্য-সম্পদসমূহের ঈশ্বরী ব্রজেশ্বরী জগতের কোনও অনির্বচনীয় প্রীতি লাভ করে বললেন—'অয়ি কল্যানীয়া সখীদ্বয়, ভয় কর না, তোমাদের যাতে কল্যাণ হয় সেরূপ যুক্তিসঙ্গত কথা বলছি শোন—উপদেষ্টা আমার উত্তম উপদেশ মতো পরিবেশন প্রণালী শিখে নিয়ে তোমরা উভয়ে যুগপৎ পরিবেশন-কুশলী হয়ে যাও।'

ক্রম-পরিপাটিতে উপবেশন ও হাস-পরিহাসের সহিত ভোজন ঃ

৫৮। এই বলে বাইরে এসে নির্মল কীর্তিমতী মা যশোদা মণিতে জমজমাট বিশাল বারান্দায় এলোমেলো ভাবে পাতা সর্বতোভাবে উপবেশন-সুখময় গাম্ভারী দারুময়ী আসন পঙ্‌ক্তিগুলি পুনরায় সুবিন্যস্ত করে পাতালেন।

৫৯। এইরূপে শুভ্রশুক্ষ বসনের দ্বারা আচ্ছাদিত আসনের উপর যথাযোগ্য ক্রমপরিপাটিতে

দক্ষিণে স্ফটিকেন্দ্রাভিরামো রামো বামতো বামতোন্মীলন্নীলমণীন্দ্ররুচিরুচিরঃ কৃষ্ণস্তস্য চ সব্যে পীনাবটু-র্বটুঃ কুসুমাসবঃ সবহুমানমুপবেশিতো দ্বিজত্বেন তদ্বামতো মতোত্তমক্রমবন্ধাঃ সুবলাদয়ঃ প্রিয়সহচরা ইতি ক্রমেণ কৃতাসনপরিগ্রহেঽগ্রহেতাবিব ঘোষসম্পদাং পদাম্বুজধাবনপূর্বকমপূর্বকমনীয়াদরে ব্রজপুর-পুরন্দরে দরেহিতহিতস্মিতে, কুতূহলিনি হলিনি চ, তদনুজে দনুজেন্দ্রদমনে চ, শুকসহচরে দ্বিজবালকে বালকেলিনর্মসখে চ, প্রণয়বসুবলাদৌ সুবলাদৌ সখিগণে চ, ব্রজরাজভার্য্যয়া ভার্যয়া সমাহূয়মানা মাহূয়মানপদাগ্রকমলেব বার্ষভানবী নবীনভক্তিশ্রদ্ধাবদ্ধা বহুমানপুরস্সরং পুরস্সরঞ্জনীয়বাৎসল্যায় ব্রজরাজায় জায়মানমুদে পরিবেষয়াঞ্চকার, শ্যামা তু রামায় ॥

৬০। তদনু তদনুজপরিবেষণসময়ে 'বার্ষভানবি ! ন বিনা ভবতীং শ্যামা পরিবেষয়িতুমর্হতি, তব নেদীয়াংসং শ্রীকৃষ্ণং ত্বমেব পরিবেষয়' ইতি ব্রজেশ্বর্য্যৈব নিগদিতা দিতাগ্রহগ্রহপরিভবা চিরানুরাগ-

---

৫৯। সাধুনা স্বমর্যাদেন স্নেহেন; সান্দ্রস্য নিবিড়স্য; বামতো বামপার্শ্বে, বামতয়া শোভনতয়া, উন্মীলত উদ্ভাস-মানাৎ নীলমণীন্দ্রাদপি রুচ্যা কান্ত্যা রুচিরঃ সুন্দরঃ; পীনা পুষ্টা অবটুর্ঘাটা যস্য সঃ। তদ্বামতঃ সুবলাদয়শ্চেতি—ইতি ক্রমেণোপবেশিতা ইতি বিভক্তিবিপরিণামেনানুষঙ্গঃ। ততশ্চ পদাম্বুজধাবনপূর্বকং ব্রজপুরপুরন্দরে কৃতাসনপরিগ্রহে সতি। কীদৃশে ? ঘোষসম্পদামগ্রহেতৌ মুখ্যকারণভূতে। স্বপরিকরশোভামালোক্য দর ঈষদীহিতং চেষ্টিতং ব্যাপারো যত্র তচ্চ তৎ হিতং সর্বজনোল্লাসকং চ স্মিতং যস্য তস্মিন্। প্রণয় এব বসু ধনম্, তদেব বলাদি বলমায়ুর্যশশ্চ যস্য তস্মিন্। ভা শোভা তয়া আর্যয়া শ্রেষ্ঠয়া; যদ্বা, কান্তিস্বামিন্যা; "স্যাদর্যঃ স্বামিবৈশ্যয়োঃ" ইত্যমরঃ। মা শোভা, তয়া হূয়মানং পূজার্থমিব দীয়মানং পদাগ্রে কমলং যস্যাঃ সা; জুহোতের্দানমাত্রার্থকত্বস্যাপি ধাতুপাঠে দৃষ্টত্বাৎ। পুরঃ প্রথমং সরঞ্জনীয়বাৎসল্যায় স্ববিষয়করঞ্জনীয়বাৎসল্যসহিতায়; অতএব জায়মানা মুৎ প্রীতির্যস্য তস্মৈ ॥

৬০। তদনুজঃ শ্রীকৃষ্ণঃ; নেদীয়াংসমতিনিকটবর্তিনম্, ব্রজেশ্বর্যৈব নিগদিতেতি লজ্জারীত্যনুসৃত্যা স্বাতন্ত্র্যরূপো

উপবিষ্ট অসীম স্নেহে সান্দ্র ঘোষেন্দ্রের দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রেষ্ঠ স্ফটিকমণি সদৃশ অভিরাম রাম, আর বাম পার্শ্বে অতি উজ্জ্বল ইন্দ্রনীলমণীন্দ্র থেকেও কান্তিতে রম্য কৃষ্ণ, তাঁর বামে ব্রাহ্মণ বলে বহু সম্মানের পাত্র পুষ্ট গ্রীবাতে শোভন বটু কুসুমাসব, তাঁর বামে সকলের মতানুসারে উত্তম ক্রমে সুবলাদি সখাগণকে বসিয়ে দেওয়া হল।

অতঃপর এই ক্রমানুসারে গোপকুলের সম্পদের মুখ্যকারণস্বরূপ অপূর্ব কমনীয় শ্রদ্ধাস্পদ ব্রজপুরপুরন্দর পা ধুয়ে সর্বজনের উল্লাসক মধুর ঈষৎ হাসি মুখে টেনে এনে আসন গ্রহণ করলে, এবং তার সাথে সাথে কুতূহলী হলধর, বলানুজ দনুজেন্দ্রদমন, ব্রাহ্মণবালক বালকেলিনর্মসখা, ও প্রণয়রূপ ধন-বলসম্পন্ন সুবলাদি সখাগণ বসে গেলে যাঁর পদাগ্রে শোভাদেবী পূজনার্থে কমলাঞ্জলি দিচ্ছেন সেই নবীন ভক্তিশ্রদ্ধান্বিতা, শোভায় শ্রেষ্ঠা ব্রজরাজভার্যাদ্বারা আহূয়মানা বার্ষভানবী বহুসম্মানপুরঃসর প্রথমে রঞ্জনীয়-বাৎসল্যময় ব্রজরাজকে উদীয়মান আনন্দে পরিবেশন করলেন, শ্যামা করলেন রামকে।

৬০। অতঃপর রামানুজ কৃষ্ণের পরিবেশন-কালে ব্রজেশ্বরী বললেন—'বার্ষভানবি, তোমা বিনা শ্যামা একা পরিবেশন করতে পারবে না—তোমার নিকটবর্তী শ্রীকৃষ্ণকে তুমিই পরিবেশন কর'

পরভাগপরাভূতেন মনসা দরকরকম্পকং পরমসভেন প্রসভেন প্রসংবৃণ্বতী পরিবেশয়াঞ্চকার ॥

৬১। পুনর্ব্রজেশ্বর্য্যেবোক্তে উভে এব কুসুমাসবাদি-সকলসহচরেভ্যো যদি পরিবেষয়াঞ্চক্রতুঃ, তদা কুসুমাসবঃ সবহুমানমাত্মানং শ্লাঘয়ামাস,—'অহো! বয়মপি ভূসুরবৃষভা বৃষভানুতনয়াকরণুন্নেনাহন্নেনানেন পরিপূতাঃ স্মঃ। যদিয়ং পরমা রমাদেবীব সাক্ষাৎ, এতৎসাদৃশ্যং কাহহপ ক্ব, পক্কমনয়াহশ্নতে ভোজনান্তরং ভো জনান্তরং ন রোচিষ্যতে, রোচিষ্য! তে বয়স্য' ইতি ক্রমগত্যাসাদিতবার্ষভানবীনবীনপরিবেষণে প্রহসনমাধুরীধুরীণে বটাবটাট্যমানতরঙ্গে জল্পতি সাবহিত্থং কৃতকৃতককোপঃ শ্রীকৃষ্ণ উবাচ,—'বাচাল! বাচাহলমনয়া প্রহসনমাত্রমাত্রয়া, মা, বিস্বন ॥'

দোষো নিরস্তঃ। আগ্রহ এব গ্রহো দুষ্পরিহরত্বাৎ, তেন যঃ পরিভবঃ স্ববিষয়কো লজ্জাদিধ্বংসকচাপল্যাভিব্যক্তিঃ স দিতঃ খণ্ডিতো যস্যাঃ; পরভাগ উৎকৃষ্টো ভাগঃ পরিণতোহংশ ইত্যর্থঃ। দরেণ সাধ্বসেন করকম্পকমীষৎ করকম্পম্, অল্পার্থে কঃ; প্রসভেন হঠেন; কীদৃশেন? পরমশ্চাসৌ সভঃ সদীপ্তিশ্চ তেন। বলদেবদক্ষিণতঃ সমুপবিষ্টেভ্যঃ শ্রীদাম-সুভদ্রমণ্ডলীভদ্রাদিভ্যস্ত শ্যামা ক্রমেণ পরিবেষয়াঞ্চকারেতি জ্ঞেয়ম্ ॥

৬১। ভূসুরবৃষভা বিপ্রশ্রেষ্ঠা অপি। নন্ন বিপ্রাণামপি ভবতাং গোপকন্যাপক্কেনান্নেন কুতঃ পাবিত্র্যম্? তত্রাহ—যদিয়মিতি। এতস্যাঃ সাদৃশ্যং কা নারী ক্ব দেশে কালে বা আপ প্রাপ? অভিনয়েন সাক্ষাদেবানুভাবয়ন্নাহ—অনয়া পক্কমশ্নতে ভুঞ্জানায় তে তুভ্যং ভোজনান্তরম্, (পা০ ৩।৩।১১৩) "কৃত্যল্যুটো বহুলম্" ইতি কর্মণি ল্যুটা ভোজ্যান্তরমিত্যর্থঃ। ভো ইতি সম্বোধনে। জনান্তরং গোপীজনান্তরং ন রোচিষ্যতে, কিন্তু রাধৈবেতি তু কৃষ্ণৈকবেদ্যো রহস্যোহর্থঃ। ততশ্চ তয়া পক্কস্য তদন্নস্য কার্ম্মণত্বমপি ব্যঞ্জিতম্। হে রোচিষ্য! রোচিষি স্বস্য প্রকাশে বর্ত্তমান! তত্র ভবার্থে দিগাদিত্বাদ্‌যৎ। ত্বয়াপ্যেতন্ময়েব প্রকাশ্যোচ্যতামিতি ভাবঃ। অত্র রোচিষ্যেত্যামন্ত্রিতপদস্য (পা০ ৮।১।৭২) "আমন্ত্রিতং পূর্ব্বমবিদ্যমানবৎ" ইত্যসত্ত্বেহপি রোচিষ্যতে ইতি ক্রিয়াপদাদুত্তরস্থো যুষ্মদঃ পরিকল্প-তে আদেশঃ 'সর্ব্বদা রক্ষ দেব নঃ'

এরূপ বললে যাঁর অন্তরে পরিবেশন-আগ্রহগ্রহফেরে আগত লজ্জাধ্বংসক চাপল্য সংযত হয়ে আছে সেই রাধা চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত চিরানুরাগের বেগে পরাভূত মনে সুদীপ্ত হয়ে শঙ্কাজনিত হাতের মৃদুকম্পন সম্বরণ করে পরিবেশন করতে লাগলেন।

৬১। পুনরায় ব্রজেশ্বরী বললে দুজনে মিলে কুসুমাসবাদি সকল সহচরগণকে যদি পরিবেশন করতে লাগলেন তখন কুসুমাসব বহু সম্মানের সহিত আত্মশ্লাঘা করতে লাগলেন—'অহো যদিও আমি বিপ্রশ্রেষ্ঠ তবুও বৃষভানুকন্যার হস্তে পরিবেশিত এ-অন্নে পবিত্র হয়ে গেলাম। কারণ-কি জানো—ইনি যে মহালক্ষ্মীদেবী সাক্ষাৎ, এঁর সাদৃশ্যপ্রাপ্ত হতে পারে কোন্ নারী কোন্ দেশে, (অভিনয়ের ভঙ্গীতে সাক্ষাৎ-ই যেন অনুভব করাতে করাতে বললেন—) হে স্বপ্রকাশ বয়স্য, এঁর হাতের পক্ক অন্ন খাওয়ার পর তোমার আর অন্যের হাতের রান্না রুচিকর হবে না।' এইরূপে যখন ক্রমপরিপাটিতে বার্ষভানবী পরিবেশনে ব্যস্ত, আর হাস্য-পরিহাস মাধুরী-কৌশলী কুসুমাসব দ্রুত-বিলম্বিত তালে সঞ্চারিত কথার তরঙ্গে উচ্ছলিত তখন অবহিত্থায় কৃত্রিম কোপে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'হে বাচাল, প্রহসনমাত্র যার সম্বল এমন কথার অবতারণার কি প্রয়োজন, হৈ চৈ না করে ভোজন কর।'

৬২। স আহ,—'কিং ভোক্তব্যং মূকবদনেন বদনেন? সহস্রৈণৈব বদনানাং বদনানাঞ্চনীয়মিদং ভোক্তুং ব্যাখ্যাতুং চ কিং শক্যতে॥'

৬৩। শুকোঽপ্যাহঽশুকোপ্যাহঽচঞ্চদবটুর্বটুকৃষ্ণয়োর্মধ্যবর্ত্তী কৃষ্ণদত্তং কৃতামোদনমোদনমশ্নন্ কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরিব যত্ত্যুদগ্রীব আসীৎ, তদা ব্রজেশ্বর্য্যাহ,—'দ্বিজোত্তম! কথয় কিং কথনীয়ম্' ইতি। বটুরাহ,—'অদ্য দ্বিজোত্তমোঽস্মি।' সাহ,—'শুকং পৃচ্ছামি॥'

৬৪। শুক আহ,—'অয়ে দ্বিজকুমার! মা রচয় বচশ্চাতুরীম্, ত্বমসি মত্তোঽপি মত্তোঽপিহিত-বদনো বদ নোঽপরম্। ব্রজরাজকুমারস্য মাঽরস্যচেষ্টিতেন ভূয়তাম্। কিঞ্চ, রমাতোঽপি পরমা, কিমু তয়োপমীয়তে, তন্নিরাবাধোঽপরাধোঽপরাহতস্তব চাভূৎ' ইত্যাকলয্য ব্রজরাজ উচে,—'কুতোঽয়ং মহাবিজ্ঞঃ পক্ষী।' ব্রজেশ্বরী পূর্ববৃত্তং কথয়তি॥

ইতিবৎ। প্রহসনমাত্রমেব মাত্রং বিত্তং যস্যাস্তয়া বাচা; "মাত্রা কর্ণবিভূষায়াং বিত্তে মানেঽবধারণে" ইতি মেদিনী। মা বিস্মন মা জল্পেতি দন্ত্যসকারোঽয়ম্; (পা০ ৮।৩।৬৯) 'বেশ্চ স্বনঃ' ভোজনার্থকস্যৈব ষত্ববিধেঃ॥

৬২। বদনানাং মুখানাং সহস্রৈণৈব যদ্বদনং কথনং তেনাপি নাঞ্চনীয়ং নেষৎ পূজয়িতুং শক্যমিত্যর্থঃ॥

৬৩। শুকোঽপি কিঞ্চিদ্বিবক্ষুরিবোদগ্রীব আসীৎ? কীদৃশঃ? আশুকোপিনী শীঘ্রকোপব্যঞ্জিকা আচঞ্চন্তী ঈষচ্চঞ্চলা অবটুর্ঘাটা যস্য সঃ; "অবটুর্ঘাটা কৃকাটিকা" ইত্যমরঃ॥

৬৪। অপিহিতবদনোঽনর্গলমুখঃ; নো বদ মা বদ; ত্বয়া অরস্য চেষ্টিতেন মা ভূয়তাম্। রমা লক্ষ্মীঃ; অতো-ঽপি রাধাতোঽপি পরমা শ্রেষ্ঠা, দেবতাত্বাদিতি ভাবঃ। অত ইয়ং রাধা তয়া সহ কিমু কস্মাদুপমীয়তে। তত্তস্মাৎ তবাপরাধোঽভূৎ, নিরাবাধো দুর্বারঃ, যতোঽপরাহতঃ, ন পরাভূতঃ। অয়মর্থো ব্রজেশ্বরীপ্রভৃতিভিরবগতস্তন্মহিমসিদ্ধান্তা-

---

৬২। কুসুমাসব বললেন—'তোমার কথায় কি আমি বোবার মতো মুখ বুজে খাবো, সহস্র মুখে বললেও যার কিঞ্চিৎমাত্র সম্মান দেওয়া যায় না সেই অন্নের ব্যাখ্যা আমি কি দিয়ে করব।'

৬৩। কুসুমাসব ও কৃষ্ণের মাঝখানে বসে কৃষ্ণদত্ত আনন্দপ্রদ অন্ন খেতে খেতে শুক যদি কোপ-ব্যঞ্জক ঈষচ্চঞ্চল ঘাড় কিছু যেন বলবার ইচ্ছার ভাবে টক্ করে উচাল তখন ব্রজেশ্বরী বললেন—'দ্বিজোত্তম! বল তোমার কি বলবার আছে।' বটু বলে উঠলেন—'অহো আজ দ্বিজোত্তম হলাম।' তিনি বললেন—'আমি শুককে জিজ্ঞাসা করছি।'

৬৩। শুক বলল—'অয়ে দ্বিজকুমার, বাক্‌চাতুরী ফলিও না, তুমি আমার থেকেও খেপা দেখছি, হে বাচাল, আর বকবক করো না। ব্রজরাজকুমারের রসহানীর চেষ্টায় থেকো না। আরও, 'রমা' অর্থাৎ শ্রীলক্ষ্মী দেবতা বলে ('অতোঽপি' অর্থাৎ রাধাতোঽপি) রাধা থেকে শ্রেষ্ঠা কাজেই রাধা কি করে এঁর উপমেয় হবে, কাজেই তুমি দুর্বার অপরাধ করেছ যা যাবার নয়'—এ-কথা শুনে ব্রজরাজ বললেন—'এ মহাবিজ্ঞ পক্ষী কোত্থেকে এল।' ব্রজেশ্বরী এর পূর্ব বৃত্তান্ত সব বলে শুনালেন। (এখানে বাৎসল্যরসপোষক কথার আড়ালে রয়েছে সিদ্ধান্তোপযোগী বাস্তবার্থ—(রমাতোঽপি ইয়ং রাধা)

৬৫। স পুনরাহ,—'তৎকথমনেনাত্মদেব্যাঃ সমুৎকর্ষেণ মুৎকর্ষেণ ভূয়তে?' সাহ,—'দেব! দেবতয়া তয়া সহোপমানেন মাঽনেন সমুৎকর্ষ ইত্যপরাধাশঙ্কয়া রাধাশঙ্কয়াপি মমতয়া মতয়া চিন্তয়ন্নিদমুক্তবান্॥'

৬৬। অথ ভবনান্তরেণান্তরেণালাপং পরিবেষয়িত্র্যোস্তয়োর্ব্যাবহাসী হাঽঽসীদ্‌যদি, তদা মুখ্যা হসন্মুখ্যাঽঽহ,—'সন্মুখি! শ্যামে! দ্বিজডিম্ভয়োর্বাচালতালতাপাশেনেব বদ্ধাস্মি, ত্বমেব পরিবেষয়' ইত্যাবৃত্তিপরিবেষণায় যদি মুখ্যাভিমুখ্যাঽভিহতাশাঽঽসীত্তদা ব্রজেশ্বরী ভবনান্তরং প্রবিশ্য স্বয়মেব সুমুখীমভিমুখীচকার॥

৬৭। ততস্তথা পূর্বক্রমাক্রমানুসারেণ পরিবেষয়ন্ত্যৌ তে অবলোক্য ব্রজেশ্বর্য্যাহ মনসা,—'দ্বিজ-

---

নাবেশাৎ। কিন্তু রমাতো লক্ষ্মীতোঽপীয়ং রাধা পরমেতি সিদ্ধান্তোপযোগিবস্ত্বর্থঃ। ত্ব চেতি চকারাৎ পূর্বস্যাং ব্যাখ্যায়ামুপমেয়ত্বেনোপযোজিতায়া রাধায়া অপ্যুত্তরস্যাং শ্রোতুর্মমাপীতি। ক্বতঃ কিংদেশভবঃ॥

৬৫। সম্যগুৎকর্ষেণ হেতুনা; মুৎকর্ষেণানন্দাপগমবতা। অনেনোপমানেন মা সমুৎকর্ষঃ, ন আধিক্যং ভবতি, অযোগ্যত্বাৎ। রাধাশঙ্কয়েতি—'অরে! মামকেনাপি ত্বয়া তদানীং কিমিতি প্রত্যুত্তরং ন দত্তম্' ইত্যায়ত্যাং রাধাকর্তৃকোপালম্ভশঙ্কয়া॥

৬৬। ভবনান্তরেণ ভবনমধ্যেন; অন্তরেণালাপম্, আলাপং বিনৈব; তয়োঃ রাধাশ্যাময়োর্ব্যাবহাসী পরস্পরং হাস্যম্, হ স্পষ্টম্। অত্র 'ভবনান্তরেণ' ইত্যস্যাধিকরণত্বেঽপি যমকানুরোধাৎ করণত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া;—ব্যবহাসীক্রিয়াং প্রতি গুরুজনব্যবধানদায়িনো ভবনান্তরস্য সাধকতমত্বাৎ। সন্মুখি! হে সুন্দরমুখি! দ্বিজডিম্ভয়োঃ কুসুমাসব-শুকয়োঃ। মুখ্যা রাধা; আভিমুখ্যেঽভিহতা নষ্টা আশা যস্যাঃ সা॥

৬৭। পূর্বক্রমস্যাক্রমানুসারেণ পূর্বপরিপাট্যা ভিন্নক্রমমনুসৃত্যেত্যর্থঃ। রাধায়া ইয়ং সমুচিতামুষ্যপুত্রিকা আমুষ্য-

---

লক্ষ্মী থেকেও এই রাধা এত শ্রেষ্ঠ যে উপমার প্রশ্নই উঠতে পারে না—উপমাদ্বারা রাধাকে নীচুই করা হয়েছে, তাই অপরাধ।)

৬৫। ব্রজরাজ পুনরায় বললেন—'তা হলে কি করে এ নিজ দেবীর মহান্ উৎকর্ষ শুনে বিষণ্ণতা প্রাপ্ত হচ্ছে?' যশোরাণী বললেন—'দেব, দেবতার সঙ্গে এ-অযোগ্য উপমায় এঁর কিছু আধিক্য হচ্ছে না' তাই অপরাধ আশঙ্কায় এবং 'আমার হয়েও তুমি উচিত প্রত্যুত্তর কেন করলে না' দেবীর এরূপ ওলাহন আশঙ্কায় শুক এরূপ বলল।'

৬৬। এই সব কথা শুনে ঘরের মধ্যে বিনা আলাপেই পরিবেশনকারিণী রাধা-শ্যামা পরস্পর যখন ঘোমটা খুলে হাসাহাসি করছিলেন তখন মুখ্যা রাধা হাসতে হাসতে বললেন—'সুমুখী! শ্যামে! এই দ্বিজ-অঙ্কুরদ্বয়ের বাচালতা লতাপাশে আমি জড়িয়ে পড়েছি, তুমি পরিবেশন করগে' এ-বলে যাচাই-পরিবেশনে ঘরের বাইরে ফিরে যাওয়া বিষয়ে যদি রাধা নিরুদ্যম হয়ে পড়লেন, তখন ব্রজেশ্বরী গৃহমধ্যে প্রবেশ করে নিজেই সুমুখী রাধাকে পরিবেশনে অভিমুখী করলেন।

৬৭। অতঃপর পূর্বক্রম ভঙ্গ করে অন্যদিক থেকে পরিবেশন করতে দেখে ব্রজেশ্বরী মনে মনে

শিশোরতিস্তবেন জাতাপত্রপেয়ং ব্যুৎক্রমেণ পরিবেষয়তি, সমুচিতেয়মামুষ্যপুত্রিকা, মাঽমুষ্য পুত্রিকা ত্বমসি পুত্রি ! সত্যমাহ বটু রত্নাকরপুত্রিকৈবাসি' ইতি সস্নেহমভিনন্দন্তী প্রকাশমাহ,—'বৎসে ! যথাক্রমমেব পরিবেষয়তু শুভবতী ভবতী' ইতি তদাজ্ঞয়া সা তথৈব বিদধে ॥

৬৮ । এবং সরসহাস-পরিহাস-পরিতোষেণ তৎপাকপরিপাক-পরিনিষ্ঠিতসৌষ্ঠবানুমোদেন মোদেন ভুঞ্জানস্য ব্রজরাজস্য তে তেমনাদিষু ষড়েব রসা বরসারতামাসেদুঃ, তথা রামাদেঃ সকলসহচরগণস্যাপি ॥

৬৯ । শ্রীকৃষ্ণস্য তু—সমশ্নতস্তস্য তয়ৈব পাচিতং, তয়ৈব দেব্যা পরিবেষিতং চ তৎ ।
পরস্পরান্তর্গতভাবগন্ধিনা, রসান্তরেণাতিরসত্বমাযযৌ ॥

৭০ । এবমেষামশনোপরমে পরমেণ প্রমোদেন বরাম্বরাঙ্গদ-কঙ্কণাদি-ভূষণমালামালালেপন-পনন-তাম্বুলাদিভিরর্চিতানাং স্বয়মেব বৃষভানুনানুনীতানাং ভবতি বিশ্রামে, ভবনমধ্যমধ্যবর্তিষ্ঠমানে গরিষ্ঠমানে

পুত্রীত্বং বৃষভানুপুত্রীত্বমিতি যাবৎ সদভিজাতায়া এব স্বশ্লাঘায়াং লজ্জা ভবতি, ন তু সর্বস্যা এবেতি ভাবঃ । অমুষ্যপুত্র্যা ভাব আমুষ্যপুত্রিকা, মনোজ্ঞাদিঃ; (পা° বা° ৩৮৯৮) “আমুষ্যায়ণামুষ্যপুত্রিকা” ইত্যাদিনা ষষ্ঠ্যা অলুক্ । তদ্গুণানাং লোকোত্তরতামনুভূয়াহ—হে পুত্রি ! রাধে ! অমুষ্য বৃষভানোঃ পুত্রিকা ত্বং মা অসি, ন ভবসি, কিন্তু রত্নাকরস্য পুত্রিকা লক্ষ্মীঃ, সৈবাসি ॥

৬৮ । তস্যা রাধায়াঃ পাকস্য পচনক্রিয়ায়াঃ পরিপাকে পরিনিষ্ঠিতং যৎ সৌষ্ঠবং তস্যানুমোদনেন । তেঽনির্বচনীয়াঃ; তেমনাদিষু ব্যঞ্জনাদিষু; বরসারতাং প্রশংসনীয়সারভাগত্বম্ ॥

৬৯ । ভাবঃ শৃঙ্গার; রসান্তরেণ গাঢ়ানুরাগেণ ॥

৭০ । মালা স্রক্, মালা শ্রেণী, লেপনং চন্দনাদিপ্রলেপঃ; পননং স্তুতিঃ; ইষ্টমীপ্সিতম্, মিষ্টমিষ্যমাণং তদানী-

---

চিন্তা করলেন,—'দ্বিজশিশুর অতিস্তবে লজ্জিত হয়ে এ ক্রমভঙ্গ করে পরিবেশন করছে, বৃষভানুকন্যা-যোগ্য ভাব এর পক্ষে সমুচিতই (প্রশংসায় লজ্জা সদ্বংশ-জাতাদের পক্ষে স্বাভাবিকই)। অয়ি পুত্রি, তুমি তো ওর কন্যা নও, তুমি সমুদ্রকন্যা মহালক্ষ্মী—বটু ঠিকই বলেছে' এইরূপে সস্নেহে অভিনন্দিত করে প্রকাশ্যে বললেন—'বৎসে, যথাক্রমে পরিবেশন কর, কল্যাণী হও—তাঁর আজ্ঞায় তিনি সেরূপই করলেন।

৬৮ । এইরূপে সরস হাস্য-পরিহাস-পরিতুষ্টি সহকারে, রাধার পাককর্মের পরিনিষ্ঠিত সৌষ্ঠবের অনুমোদনে আনন্দে ভোজনরত ব্রজরাজের মুখের ব্যঞ্জনাদিতে যে ষড়রস ছিল তা প্রশংসনীয় চরম-কাষ্ঠায় পৌঁছে গেল, রামাদি সকল সহচরগণের ভোজনেও তাই হ'ল।

৬৯ । ভোজনরত শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কিন্তু—রাধার দ্বারা পাচিত, সেই দেবীর দ্বারাই পরিবেশিত সেই ব্যঞ্জনাদি পরস্পরের মধ্যগত শৃঙ্গারভাবগন্ধী গাঢ়ানুরাগ-রসে সিক্ত হয়ে অতি সরসতা প্রাপ্ত হয়ে উঠল।

৭০ । এরূপে খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে স্বয়ং বৃষভানুর দ্বারা পরমানন্দের সহিত বহুমূল্যবান্ বস্ত্র-কঙ্কন-ভূষণ-মালা-চন্দনাদিপ্রলেপ - স্তুতি-তাম্বুলাদি দ্বারা অর্চিত হয়ে এঁরা বিশ্রাম করতে গেলে মহা-

গরিমগাম্ভীর্য্যবত্যৌ শ্রীকৃষ্ণরামজনন্যৌ বার্ষভানব্যা নব্যামোদয়া দয়াবত্যৌ পরিবেষ্যমাণমিষ্যমাণমিষ্টমিষ্টং ভুঞ্জানে তরসা রসাস্বাদমুগ্ধে অন্যোন্যমভাষেতাম্,—"সাধ্বসৌ সাধ্বসৌদাস্যেন বাচোযুক্তিপটুর্বটুরাহ,— 'ভোজনান্তরং ভো জনান্তরং ন রোচিষ্যতে রোচিষ্য তে বয়স্য' ইতি।"

৭১। ততো ব্রজেশ্বর্য্যাহ,—'তদয়ি দয়িতেহিতে! বার্ষভানবি! ন বিনা ভবৎপক্কমন্যপক্কমতঃ পরং পরং নামোদিষ্যতে, মোদিষ্যতে চ মমাত্মজঃ, তদিতঃ প্রাগুরবো গুরবো হি তে হিতেন বচসা ময়াঽনুরোধয়িতব্যা রোধয়িতব্যা চ তেষামনন্নমতিঃ, যথা লাভবতী ভবতী কৃষ্ণার্থমেব মে বস্ত্যেঽবস্ত্যেয়সৌহৃদা হৃদা সরসেন পক্ত্রী ভবিত্রী॥'

৭২। তদাকর্ণ্য তজ্জনন্যাহ,—'ব্রজাধীশ্বরি! ধীশ্বরী! মদ্বিধানাম্, তবেয়ং ভারতী ভারতী এবাস্যাশ্চরীকরীতি রীতিবিদোঽত্র তুষ্যন্ত্যেব। তেনাহরহরতিরংহসা তৎ সম্পাদয়িষ্যতি। ভবন্নিশান্তে

মভিলষ্যমাণং বাচা প্রার্থ্যমানমিতি বা; সাধ্বসে ভয়ে যৎ ঔদাস্যং তেন নিঃশঙ্কতয়েত্যর্থঃ॥

৭১। দয়িতং প্রিয়মীহিতং চেষ্টিতং যস্যা হে তথাভূতে! দয়িতে বল্লভে শ্রীকৃষ্ণে এব ঈহিতমীহা অভিলাষো বা যস্যা ইতি তু সরস্বতীপ্রযুক্তোঽর্থঃ। পরং রোচকত্বেনোৎকৃষ্টং নামোদিষ্যতে, নানুমোদিষ্যতে, অরোচকত্বমেব মংস্যত ইত্যর্থঃ। ততশ্চ ন মোদিষ্যতে, ন মুদং প্রাপ্স্যতি। তৎ তস্মাৎ, ইতোঽতঃ পরং প্রাক্ প্রথমমেব তে তব উরবো মুখ্যা গুরবঃ শ্বশুরাদয়ঃ, হি নিশ্চিতং হিতেন বচসা সামোপায়েনানুরোধয়িতব্যা বশীকর্ত্তব্যাঃ। ততশ্চানন্নুমতিরনাজ্ঞা। যথালাভবতীতি প্রতিদিনং তুভ্যং বস্ত্রালঙ্কারাদিপ্রদানেন দানোপায়শ্চ তেষু কার্য ইতি। কৃষ্ণার্থমেব, ন ত্বস্মদাদ্যর্থমিতি পরিশ্রমাভাবশ্চ তন্মাতরং প্রতি সূচিতঃ। মে মম বস্ত্যে গৃহে; অবস্ত্যেয়ং পুঞ্জীভবিতুমর্হং সৌহৃদং যস্যাঃ সা॥

৭২। হে মদ্বিধানামপি ধিয়াং বুদ্ধীনামীশ্বরি! তবেয়ং ভারতী বাণী কর্ত্রী অস্যা রাধায়া ভা শোভা চ রতিঃ

মহিমান্বিতা অতি গাম্ভীর্যবতী দয়াবতী শ্রীরামকৃষ্ণজননীদ্বয়কে বার্ষভানবী নব উল্লাসে পরিবেশন করতে থাকলেন, তাঁদের 'এ দাও ও দাও' চাহিদা মতো অভীষ্ট মিষ্টি খাওয়াতে লাগলেন। রসাস্বাদনে মুগ্ধ তাঁরা অবিলম্বে পরস্পর বলাবলি করতে লাগলেন,—"বাক্‌যুক্তিপটু সেই বটু নির্ভয়ে ঠিকই বলেছিল—'হে স্বপ্রকাশ বয়স্য, এঁর হস্ত পাচিত অন্ন খাওয়ার পর তোমার আর অন্যের হস্তের রান্না রুচবে না'।"

কৃষ্ণের জন্য নিত্যরন্ধনে রাধার নিয়োগ :

৭১। অতঃপর ব্রজেশ্বরী বললেন—'তাই বলছি অয়ি প্রিয়কার্যকারিণী (গূঢ়ার্থ—শ্রীকৃষ্ণে অভিলাষবতী)! বার্ষভানবী! অতঃপর আর আমার বাছা তোমার রান্না বিনা অন্যের রান্না ভাল বলে অনুমোদন করবে না, আনন্দের সঙ্গে গ্রহণও করবে না, অতএব প্রথমে তোমার আদিগুরু শ্বশুর-শ্বাশুরীকে মিষ্টি মিষ্টি কথায় অনুরোধ করব, তাঁদের অনুমতি অবশ্যই আদায় করে নিব যাতে বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রাপ্তিতে লাভবতী হয়ে তুমি শুধু কৃষ্ণের জন্যই আমার গৃহে পুঞ্জীভূত হওয়ার যোগ্য সৌহার্দভরা হৃদয়ে সরস মনে রাঁধুনীর কাজে নিযুক্ত হয়ে যেতে পার।'

৭২। সে কথা শুনে তাঁর মা বললেন—'হে ব্রজাধীশ্বরী, মদ্বিধজনের বুদ্ধির অধিষ্ঠাত্রীদেবী,

নিশান্তে সত্যেব যাস্যতি। ভবৎপ্রসাদতো ব্রজলোকো লোকোত্তরতয়া জরীজৃম্ভ্যতে, ন কালচক্রতোঽপি ঋঙ্গতি; ত্বং গতিরস্মাকম্' ইতি। তদবধি তদবধিষণাগতাগতাভ্যাং নিরস্তসাধ্বসা সাধ্বসাবাসত্তিমতী বভূব ॥

৭৩। এবং প্রকারান্তরেণ হৃৎকারান্তরেণ হৃচ্চৌরবন্নিবধ্যমানগোকুলচন্দ্রা চন্দ্রাবল্যাদিগোকুলকুল-ললনাবলির্বলিতদৃঢ়াসত্তিসত্তিমিতহৃদয়া হৃদয়াধিনাথস্য তস্যাঙ্গসঙ্গরসভাজনতাসভাজনতারতম্যেন তরতমায়-মানাং কুসুমাহরণচ্ছলতোঽচ্ছলতোত্মানমাসাদ্য মাসাদ্যমানমানবপুষোঽবপুষো বিশিখশিখরাবিদ্ধমানসা কোরকদশামপহায় হায়নমধ্য এব কুড্মলদশামাপন্নমতিসম্পন্নমতিসংস্তবমনুরাগকুসুমমভিসৌরভরভসং বিভ্রাণাঽভ্রাণামভিনবানাং কান্তিকান্তেন কান্তেন তেন সমং সমন্ততো রজ্যন্ত্যপি তস্মিন্নেব নিখিলজন-

প্রীতিশ্চ তে দ্বে এব চরীকরীতি, অতিশয়েন কুরুতে। অহরহঃ প্রত্যহমত্তিরংহসাতিবেগেন তৎ পচনকর্ম। ভব-ন্নিশান্তে ভবত্যা গৃহে; নিশায়া অন্তে সত্যেব প্রাতরেব। ন ঋঙ্গতি, ন কম্পতি; 'ঋগি কম্পনে' ইত্যস্য রূপম্। তদবধি তদানীমারভ্য, তদবধিষণা তস্যা মাতুস্তেষাং শ্বশ্রবাদিগুরুজনানাং বাবধিষণা সম্মতিস্তয়া গতাগতাভ্যাং ব্রজেশ্বরী-গৃহগমনাগমনাভ্যাং সাধু যথা স্যাত্তথাসৌ রাধা আসত্তিমতী কান্তসমীপপ্রাপ্ত্যা তদ্দর্শনাদিলাভবতীত্যর্থঃ ॥

৭৩। স্বপাণিকৃতপাকান্নাস্বাদিনে প্রেয়সেঽহরহঃ স্বাধরামৃতমাধুর্যদিৎসাপ্যস্যা ব্যবর্দ্ধত। অথোপরিষ্টাৎ বর্ণয়িষ্যমাণাৎ শ্রীরাধানবসঙ্গমাৎ পূর্বমেব তন্মাধুর্যস্য সর্বাতিশায়িতানুভাবনার্থং শ্রীকৃষ্ণস্য চন্দ্রাবল্যাদিসঙ্গোঽভূদিত্যাহ—এবমিত্যাদিনা। চন্দ্রাবল্যাদিগোকুলকুলললনাবলিঃ কুসুমাহরণচ্ছলতোঽচ্ছলতোত্মানমাসাদ্য সমন্ততস্তেন কান্তেন সমং রজ্যন্তী মনোরথং সফলয়তি স্মেত্যন্বয়ঃ। কীদৃশী? হৃদেব কারা বন্ধনাগারং তস্যা অন্তরেণ মধ্যেন; হৃচ্চৌরবৎ চিত্তরত্নতস্কর ইব নিতরাং বধ্যমানো গোকুলচন্দ্রো যয়া সা, বলিতয়া প্রবলয়া দৃঢ়য়া নিশ্চলয়া আসত্ত্যা কান্তসান্নিধ্যেন সৎ শোভনং যথা

আপনার এ-কথায় রাধার শোভা এবং প্রীতি দুই-ই উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হল, প্রীতির রীতি যাঁরা বুঝেন তারা এতে আনন্দিতই হবেন। প্রত্যহই চটপট সে এ-কাজ সেরে দিয়ে আসবে। আপনার ঘরে ভোর হলেই চলে যাবে। আপনার প্রসাদে ব্রজলোক লোকোত্তর মহিমায় ঝলমল করছে, কালচক্র থেকেও এ অকম্পিত, আপনিই আমাদের গতি। সেই অবধি মায়ের এবং শ্বশুরাদির সম্মতিক্রমে যাতায়াত হেতু কান্তের সমীপবর্তী হয়ে সচ্ছন্দে তদ্দর্শনাদি লাভ করতে থাকলেন রাধা।

কৃষ্ণের চন্দ্রাবল্যাদি-সঙ্গ :

৭৩। (নিজ হস্তপাচিত অন্নের আস্বাদক প্রিয়কে প্রতিদিন নিজ অধরামৃত দানের ইচ্ছা শ্রীরাধারাণীর বেড়ে উঠল। তাই অতঃপর একাদশ স্তবকে রাধার নব সঙ্গম বর্ণনার পূর্বে তার মাধুর্যের সর্বাতিশায়িতা অনুভাবনার্থে শ্রীকৃষ্ণের চন্দ্রাবল্যাদি-সঙ্গ বলা হচ্ছে—)

এইরূপে প্রকারান্তরে গোকুলচন্দ্রকে চিত্ত-কারাগারে চিত্তচোরার মতো বন্ধনকারিণী, প্রবল ও স্থির কান্তসান্নিধ্যে শোভনরূপে আর্দ্রীভূত হৃদয়বতী, যৌবনসম্পত্তির অধিকারিণী জনমাত্রেরই পালয়িতৃ মদনের বাণফলায় বিদ্ধমানসা চন্দ্রাবলী প্রমুখা গোকুল ললনাগণ—যাঁদের অতিসম্পন্ন অতিপ্রশংসিত সৌরভবিস্তারকারী অনুরাগ-কুসুম 'কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরসপাত্রের যোগ্যতা বিচারে তর-তমায়মান' কোরকদশা বর্ষমধ্যে ত্যাগ করে বিকাশোন্মুখ দশা প্রাপ্ত হয়ে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছে—তাঁরা কুসুম আহরণচ্ছলে

সুহৃদি হৃদি জাগরূকে নিখিলব্রজজনপ্রেমাস্পদেঽপদেশরাহিত্যেনৈব প্রেম দধানৈর্গুরুভিরপ্যাত্মসাধারণ্যেন নিরুপহিতহিতরাগভরাগতনিষ্কষায়ভাবৈরকৃতদোষসম্ভাবনা বনাভিসারণেনাপি নাপিধীয়মানচাপলা মনোরথং সফলয়তি স্ম ॥

৭৪। এবং তাসাং নিত্যসিদ্ধানাং লক্ষ্মীতোঽপি শ্রেয়সীনাং প্রেয়সীনাং প্রেমসাঙ্কোচ্যসমূঢ়ামূঢ়ামতিং সৈব যোগমায়া স্বমায়াস্বচ্ছন্দতয়া সমপাদি, সৈব মাননাগুরূণাং গুরূণাং পতিম্মন্যানামন্যানামন্যা

স্যাত্তথা, তিমিতমার্দ্রীভূতং হৃদয়ং যস্যাঃ সা। পুনঃ কীদৃশী? অভি সর্বতঃ সৌরভস্য আমোদস্য রভসো বেগো যত্র তৎ, অনুরাগকুসুমং কোরকদশামপহায় ত্যক্ত্বা হায়নমধ্যে বর্ষমধ্য এব কুড্মলদশামাপন্নং বিভ্রাণা। কোরককুড্মলয়োর্বিকাশবিকাশোন্মুখত্বাভ্যাং ভেদঃ। কোরকদশামপি কীদৃশীম্? তস্য কৃষ্ণস্যাঙ্গসঙ্গ এব রসস্তস্য ভাজনতায়াং পাত্রত্বে সভাজনমুৎকর্ষঃ, তস্য তারতম্যেন তরতমায়মানাম্; কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গযোগ্যত্বে কস্যাশ্চিদুৎকৃষ্টতরাং কস্যাশ্চিদুৎকৃষ্টতমাং প্রেমতারতম্যাদিত্যর্থঃ। **অচ্ছা** নির্মলা লতা যত্র তচ্চ উদ্যানং চ তৎ মা যৌবনসম্পত্তিস্তয়া সাধ্যমানং প্রাপ্যমাণং মানবং মনুষ্যমাত্রং পুষ্ণাতীতি তস্যাবপুষোঽনঙ্গস্য। অভ্রাণাং মেঘানাং কান্তিতোঽপি কান্তেন কমনীয়েন তেন কান্তেন প্রসিদ্ধপ্রেয়সা সমং সহ রজ্যন্ত্যাপি, অনুরাগং কুর্বত্যাপি। গুরুভিঃ **শ্বশ্রূ**াদিভিরপি ন কৃতা দোষস্য সম্ভাবনা যস্যাং সা; অন্যজনৈস্তু নৈব কৃতেত্যত্র কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। তত্র হেতুঃ—তস্মিন্নেব শ্রীকৃষ্ণ এব আত্মসাধারণ্যেন হেতুনা নিরুপহিত উপাধিশূন্যঃ, স্বভাবেনৈবোদিত ইতি যাবৎ। হিতঃ **স্বানুকূলো** যো রাগভরঃ প্রেমাতিশয়স্তেনাগতো নিষ্কষায়ো দোষানুসন্ধানশূন্যো ভাবো যেষাং তৈঃ। ন হ্যাত্মনি দোষদৃষ্টিঃ কস্যাপি ভবতীতি ভাবঃ। তথাত্বমপি তাদৃশানামেব সম্ভবতি, ন সর্বেষামিত্যাহ—অপদেশরাহিত্যেন নিশ্ছলত্বেন নিষ্কৈতবত্বেনেতি যাবৎ। ন চ ব্রজবাসিনাং প্রেম্ণি কিঞ্চিদ্দৌর্লভ্যমিত্যাহ—নিখিল ইতি। ন চ তত্র যত্নলেশাপেক্ষাপীত্যাহ—হৃদ্যেব জাগরূক ইতি। ততশ্চ বনাভিসারেণাপি নাপিধীয়মানং গুরুজনবারণাতিশয়াভাবেনাচ্ছাদ্যমানং চাপলং যস্যাঃ সা॥

নির্মল লতায় শোভন উদ্যানে গিয়ে অভিনব মেঘকান্তি থেকেও কমনীয় প্রসিদ্ধ প্রিয়ের সহিত প্রেমে বিলাস করতে থাকলেন। এতেও গুরুজনেরা নিখিলজনের নিরপেক্ষ হিতৈষী, নিরন্তর হৃদয়ে জাগরূক, নিখিল ব্রজজনের প্রেমপাত্র সেই কৃষ্ণে কোনও রূপ অসূয়া না করে নিষ্কৈতব প্রেম বহন করতে থাকলেন। ব্রজজনের মধ্যে সাধারণ একজন হিসাবে স্বাভাবিকভাবেই উদিত স্বানুকূল প্রেমাতিশয়ে আগত দোষানুসন্ধানশূন্য ভাববিশিষ্ট ঐ গুরুজনদের দ্বারা দোষসম্ভাবনা-মুক্ত। ঐ গোকুল ললনাদের বন-অভিসারেও চপলতা আচ্ছাদিত করবার প্রয়োজন হয়নি—তাঁরা স্বচ্ছন্দে তাঁদের মনোরথ সফল করতে থাকলেন।

যোগমায়াদ্বারা গোপন প্রেমের সমাধান ঃ

৭৪। (শ্বশুর-শ্বাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনগণ তো লৌকিক রীতি অনুসারেই চলছেন তবে নিজ নিজ বধূগণকে বনে যেতে দেখেও তাদের উপরে এঁরা যে দোষারোপ করলেন না। এ বিষয়ে সমাধান কি করে হতে পারে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরেই বলা হচ্ছে 'এবমিত্যাদি'।)

এইরূপ চলতে থাকলে যে যোগমায়া সেই লক্ষ্মী থেকে শ্রেষ্ঠা নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীদের ভেতরে

নারীস্তত্তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপাচ্ছায়ারূপাকৃতিতুল্যাশ্চ বিভ্রতামবিষয়ং চকার তাসাং কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমম্ ॥

৭৫। ইতি সামঞ্জস্যে জাতে সতি ব্রজেশয়োরপ্যজেশয়োরপ্যভিবন্দনীয়চরিতস্য তস্য বিততনয়স্য তনয়স্য কুসুমশরশরণ্যতাযশোরেঽপি কৈশোরেঽপিহিতবৎসলতালতাবন্ধেন তদিব কমনীয়তায়াঃ পৌগংডমরত্বং পৌগণ্ডমরত্বং চ মুঞ্চদিব জানতোর্ন তোয়জাক্ষীভিস্তাভিঃ সহ সহসা সঙ্গোঽসঙ্গোপনীয়োঽপি সম্ভাবনাবিষয় এব বভূব ॥

৭৪। নন্বু তর্হি লৌকিকরীতিমেবানুসৃতানাং শ্বশ্রূাদিগুরুজনানাং বনগতাস্বপি স্বস্ববধূষু দোষানাসঞ্জনে কীদৃশভাবনয়া সমাধানম্? তত্রাহ—এবমিত্যাদি। সৈব যোগমায়াউঢ়ামতিং 'পরৈর্বূঢ়াঃ পরকীয়া এব বয়ম্' ইতি ভাবনাং রসপুষ্ট্যর্থং তাসাং সমপাৎ। ইহ গোকুলে রক্ষিতবতি সৈব তাসাং কৃষ্ণেন সহ সঙ্গমং গুরূণামবিষয়ঞ্চ চকারেত্যন্বয়ঃ। উঢ়ামতিং কীদৃশীম্? প্রেমসাঙ্কোচ্যসমূঢ়াম্ প্রেম্ণি সঙ্কোচঃ প্রাকট্যেন করণে সাধ্বসং সঙ্কোচস্য কর্মাণি সাঙ্কোচ্যানি দুর্লভত্বাদিভাবনয়োৎকণ্ঠাবৃদ্ধ্যাদীনি তৈঃ সমূঢ়াং পূজিতাম্। এতদর্থমেব যোগমায়য়া তাসাং পরকীয়াত্বকল্পনং নিত্যপ্রেয়সীনামপি সর্বদাতনমেব। তথা চোক্তম্—(উঃ নীঃ হরিপ্রিয়া-প্রঃ ২১) "যত্র নিষেধবিশেষঃ, সুদুর্লভত্বঞ্চ যন্মৃগাক্ষীণাম্। তত্রৈব নাগরাণাং, নির্ভরমাসজ্জতে হৃদয়ম্ ॥" ইতি। মাননয়া বয়মাসাং শ্বশ্রূাদয় ইত্যভিমানেন গুরূণাং বৃহতাং গুরূণাং শ্বশ্রূাদিগুরুসামান্যানাম্; পতিম্মন্যানাং মাননামাত্রেণৈব পতিত্ববতাম্। কীদৃশানাম্? তত্তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপাস্তাসাং তাসাং প্রতিবিম্বরূপা মায়িকীরন্যা নারীর্বিভ্রতাং স্বস্বগৃহ এব ধারয়তাং পুষ্ণতাং বা, ছায়া কান্তিঃ; চকারাৎ কদাচিৎ কৃষ্ণে কিঞ্চিদসূয়য়া রসপুষ্ট্যর্থং ন চ বিভ্রতামপি। [অর্থাত্তাসামভিসৃতাবিলাসাদিষু বিলম্বাদৌ জাতে সতি যোগমায়য়া সর্বং সমাধীয়তে, কদাচিন্ন সমাধীয়তে চ রসপোষায়ৈব, বিদগ্ধমাধবাদিষু তথা দৃষ্টেঃ] ॥

৭৫। এবং তত্র তত্র যোগমায়য়ৈব সর্বসমাধানমিত্যুক্ত্বা শ্রীনন্দযশোদয়োঃ শ্রীকৃষ্ণপিত্রোস্ত্বন্যথৈব সমাধানং সুসিদ্ধ-

'আমরা পরের বিবাহিতা অতএব পরকীয়া' এরূপ প্রেমসঙ্কোচের কর্ম উৎকণ্ঠাদি দ্বারা পূজিতা ভাবনা রসপুষ্ট্যর্থে উদ্ভব করিয়েছেন সেই তিনিই তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের সঙ্গম গুরুজনদের বুদ্ধির অগোচরে রাখলেন—'আমরা এঁদের শ্বশুর-শ্বাশুড়ী' এরূপ অভিমানে নিজেদের গুরু বলে মাননকারী শ্বশুর-শ্বাশুড়ীদেরজন্য, এবং অভিমানমাত্রেই পতিত্ব-স্থলাভিষিক্ত জনদের জন্য তাঁদের নিজ নিজ ঘরে ঐ ঐ গোপীদের প্রতিবিম্বরূপা মায়িকী অন্যনারী স্থাপন করে।

৭৫। (এইরূপে ঐ ঐ স্থানে যোগমায়াদ্বারা সর্বসমাধান বলবার পর কৃষ্ণের মাতাপিতা নন্দযশোদার বিষয়ে সমাধান অন্যপ্রকারে যে সুসিদ্ধই হয়ে আছে তাই বলা হচ্ছে—)

এইভাবে অন্যান্যদের সামঞ্জস্য হয়ে গেলে ব্রহ্মাশিবাদির অভিবন্দনীয় চরিত, নীতি বিস্তারকারী, কামদেবের পালনকর্তারূপ খ্যাতিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণের কমনীয়তার উচ্ছলন-প্রগল্ভতা তথা এ-দুয়ের নিমিত্ত-কারণ পৌগণ্ড-বয়স এ-তিন তো থাকবার নয় শীঘ্র চলে যাবারই—এইরূপ জ্ঞান শ্রীনন্দ-যশোদার থাকলেও সুব্যক্ত বৎসলতা-লতার বন্ধনে পড়ে তাঁদের বিচার হ'ল 'আমার পুত্রের পৌগণ্ড বয়স ও তৎকৃত কমনীয়তাদি সহসা যাবার নয়, চিরকাল থাকবে। এ ভাব পোষণের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের পৌগণ্ডদশার (৫–১০) মধ্যেই কৈশোরের আবির্ভাব হয়—পিতামাতা পৌগণ্ডমাত্র, আর প্রেয়সীগণ

৭৬। অপি তু, বস্তুমহিম্না হি ম্নায়ত এব তাসু স্নুষাসম্বন্ধ এব নিঃসম্বন্ধ এব নিঃসহঃ। কিমহো! মহোবৈভবং স্বভাবশক্তেরিতি স্থিতিঃ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে নিমন্ত্রণ-স্বীকারকৌতুকো

নাম দশমঃ স্তবকঃ ॥১০॥

····—॥০॥—····

মেবাস্তীত্যাহ—অজেশয়োর্ব্রহ্মশিবয়োঃ। কুসুমশরস্য কন্দর্পস্য; শরণ্যতারূপং যশো রাতি গৃহ্লাতীতি তথাভূতেঽপি কিশোরে। অপিহিতেনাচ্ছন্নেন প্রকটেনৈব বৎসলতালতাবন্ধেন হেতুনা। তদিব প্রাগারভ্যানুভূয়মানমিব। কমনীয়তায়াঃ পৌগং পূগঃ সমূহস্ততোঽপি সমূহার্থেঽণা পূগবৃন্দমিত্যর্থঃ; "পূগঃ স্যাৎ ক্রমুকে বৃন্দে" ইতি মেদিনী। তথা তৎকৃতং ডমরত্বং ডাম্বর্যম্, তথা তয়োর্দ্বয়োঃ কারণভূতং পৌগণ্ডং বয়শ্চ, এতত্ত্রয়ম্। অরত্বং শীঘ্রত্বং মুক্তৎ ত্যজদিব জানতোঃ। অস্মৎপুত্রস্য কৃষ্ণস্য পৌগণ্ডং বয়স্তৎকৃতকমনীয়ত্বাদিকং চ শীঘ্রং নাপগচ্ছতি, কিন্তু বহুদিনপর্যন্তং স্থাস্যত্যেবেতি মনস্যনুভূয় বিচারয়তোরিত্যর্থঃ। এতদর্থমেব কৃষ্ণস্য পৌগণ্ডে বয়স্যেব কৈশোরাবির্ভাবঃ পিত্রোঃ পৌগণ্ডমাত্রগ্রহণায় প্রেয়সীনাং তু কৈশোরমাত্রগ্রহণায়। ততশ্চ তাভিঃ সহ তনয়স্য তস্য সঙ্গঃ সহসাঽকস্মাৎ সঙ্গোপয়িতুমশক্যোঽপি ন সম্ভাবনায়া বিষয় এব বভূবেত্যন্বয়ঃ॥

৭৬। হি নিশ্চিতম্, ব্রজেশয়োস্তাসু স্নুষাসম্বন্ধো বধূবুদ্ধির্বস্তুমহিম্নৈব ম্নায়তে স্বয়মেবাভ্যস্যমানো ভবতীত্যর্থঃ; 'ম্না অভ্যাসে' কর্মকর্তরি রূপম্, নিঃসম্বন্ধঃ সম্বন্ধশূন্য এব। নিঃসহো দুর্বারঃ; স্থিতির্মর্যাদা;—"স্থিতিঃ স্ত্রিয়ামবস্থানে মর্যাদায়াং চ সীমনি" ইতি মেদিনী॥

শ্বশ্রবাদীনাং বধূনাঞ্চ তৎপতীনাং ব্রজেশয়োঃ।
মাননা রসপুষ্ট্যর্থং সদৈবাস্ত্যক্তলক্ষণা॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবনটীকায়াং শ্রীসুখবর্তিন্যাং দশমস্তবকসঙ্গমনম্ ॥১০॥

···—)×:×(—···

কৈশোরমাত্র গ্রহণ করে থাকেন। তাই এ-কমলনয়নাদের সঙ্গে কৃষ্ণের সংযোগ অকস্মাৎ সঙ্গোপনীয় না হলেও পিতামাতার সন্দেহের উদ্রেক করে না।

৭৬। বস্তুতঃ শ্রীনন্দযশোদার ঐ গোপললনাগণের উপর বধূবুদ্ধি বস্তুমহিমাতে নিজে নিজেই অভ্যস্থ হয়ে এল, সম্বন্ধশূন্য হয়েও ঐ বুদ্ধি দুর্বার হয়ে উঠল। অহো কি আশ্চর্য, স্বভাবশক্তির কি মহাবৈভব—এরূপই মর্যাদা এর।

শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলা বিস্তারে
নিমন্ত্রণ স্বীকারকৌতুক নামক
দশম স্তবক।

একাদশঃ স্তবকঃ

১। এবং পুনরন্যেদ্যুরন্যে দ্যুমণিপ্রতীকাশয়োস্তয়োঃ সহোদরয়োঃ সহোদরয়োর্বনবিনোদে সহ-সহচরয়োর্নিদাঘসময়ে সময়মানভাণ্ডীরং ভাণ্ডীরবটমাসেদুষোর্নিদাঘসময়োচিতা যর্হি বিলাসাঃ প্রাদুরাসন্, তর্হি তরণিকিরণনিকরকরালতয়া পথি পথি নখম্পচা ধরণিধূলয়ো বিহারমণিগিরিগুহাকুহরনিঃসরন্নির্ঝর-ঝরাভিরেব নির্বাপন্তে। বাপ্যন্তেবাসিভিস্তত্তরল-তরলহরিকাকণভর-ভরমন্থরৈরনেকপীতকপীতনকুসুম-মকরন্দতুন্দিলৈর্নিদাঘদাহপ্রভঞ্জনৈঃ প্রভঞ্জনৈরেব পীয়ন্তে ঘর্মসলিলানি; নিবিড়তরবিটপবিতানপটলৈ-র্বিটপিভিরেব নির্বাপ্যন্তে তরণিকিরণাঃ। তত ইতশ্চ কুসুমিত-কুঞ্জকুটীরদ্বারি মলয়জরসবারিপূরপূরিত-

---

একাদশঃ স্তবকঃ

গ্রীষ্ম-প্রলম্ববধ-দাববিমোচনানি সায়াহ্নযান-সুখদোহঘনোদিতানি।
শ্রীরাধিকারত-শরন্নববেণুগীতান্যেকাদশে স্তবক এব হি বর্ণিতানি॥

১। অথ ঘনরসময়সময় এব যোগ্যে শ্রীরাধানবসঙ্গমসুধারসাং বনং শ্রীকৃষ্ণস্য বক্তুং প্রথমং তদসঙ্গসঙ্গতস্যোৎকণ্ঠ্যা-স্যৈব তদাতনসময়স্যাপি সন্তাপকত্বং যুক্তমেবেতি ব্যঞ্জয়ন্ তমেব নিদাঘর্তুং তদুচিতাংশ্চ সরামস্য তস্য লীলা বর্ণয়িতু-মারভতে—এবমিতি। অন্যেদ্যুরন্যস্মিন্ দিবসে তয়ো রামকৃষ্ণয়োরন্যে বিলাসা যর্হি প্রাদুরাসন্, তর্হি তরণিকিরণে-ত্যাদিস্থৈর্নির্বাপ্যন্ত ইত্যাদি-ক্রিয়াপদৈঃ সম্বন্ধঃ। দ্যুমণিপ্রতীকাশয়োঃ সূর্যতুল্যয়োঃ সহোদরয়োর্ভ্রাত্রোঃ; সহোদরয়োঃ —উৎপূর্বস্য 'ঋ গতৌ' ইত্যস্য পচাদ্যচি সহোদ্গমবতোরিত্যর্থঃ; যদ্বা, সহসা বলেনাদরয়োরনল্পয়োরিতি ভাবি-

---

একাদশ স্তবক

গ্রীষ্ম ঋতু বিহার ঃ

ঋতু বর্ণন ঃ

১। (অতঃপর বর্ষাকালরূপ যোগ্য সময়ে শ্রীরাধানবসঙ্গমসুধারসে শ্রীকৃষ্ণের ঝম্পদান-লীলা বলবার পূর্বে রাধা বিরহে তাঁর মিলনোৎকণ্ঠাময় সেই সেময়েরও সন্তাপকত্ব যুক্তিযুক্ত বলে তাই ব্যঞ্জিত করতে করতে নিদাঘঋতু, এবং তদুচিত সরাম শ্রীকৃষ্ণের লীলা বর্ণন আরম্ভ করলেন—)

এইরূপ পুনরায় কোনও একদিন নিদাঘ সময়ে সূর্যতুল্য তেজশালী, সহসা বলে উচ্ছলিত, সহচরগণে পরিবেষ্টিত, সময়োপযোগী কান্তি প্রকাশনে সমর্থ সহোদর ভ্রাতৃদ্বয় বনবিনোদার্থে ভাণ্ডীর বনে পৌছালে অন্য বিলাসাবলী এসে প্রাদুর্ভূত হল। সেই সুখময় সময়ে—

সূর্যকিরণমালায় যে ধরণীধূলি পথে পথে নখের তপ্তকারী হয়ে উঠেছিল তা বিহার-মণিগিরিগুহার ছিদ্রপথ-নিঃসৃত ছোট-বড় ঝরণাজলে শীতল হয়ে এল। শৈত্যগুণ-শিক্ষার্থী শিষ্যের মতো দীঘি-তটবাসী, দীঘির চঞ্চল তরঙ্গকণাতিশয়ের ভারে মন্থর, বহু পীতশিরীষপুষ্পের মকরন্দে পুষ্ট নিদাঘদাহ-প্রশমক

জলযন্ত্রাঃ সুরভিশীতলসলিলকলসলসৎপরিসরা বসুধাসুধায়মান-সুরস-রসালপ্রপাণকরসাদি-প্রপাঃ প্রপালয়ন্তীভির্বনদেবতাভিরেব নিরস্যন্তে পিপাসাবসাদাঃ কৃষ্ণসহচরাণাম্ ॥

২। নববিকচবিচকিলমালিকাকলিতকণ্ঠাভরণাঃ শিরীষকুসুম-সুমঞ্জুলকর্ণাবতংসাঃ স্ফুটকুটজস্রজামৃষ্টকচরচনাঃ সকলা এব বল্লবকিশোরা ঘনতরবিটপিকুলতলচ্ছায়ামধ্যমধ্যাস্য গিরিবরদ্রোণিষু নির্ঝরজলপ্রপাতমেদুরতর-যবসসমাস্বাদ-তৃপ্ততয়া সুখসুপ্তাসু ধেনুষু সহোদরাভ্যাং রাম-দামোদরাভ্যাং খেলামারেভিরে ॥

৩। কেচন মধুকরকলং গায়ন্তি, কেচন বাদয়ন্তে, কেচন নৃত্যন্তি, কদাচন রামো নৃত্যতি, কৃষ্ণো মুরলীং বাদয়তে গায়তি চ, কদাচন কৃষ্ণো নৃত্যতি, রামো গায়তি সহচরাশ্চ ; এবং খেলৎসু বালকেষু

প্রলম্ববধার্থ-রামপরাক্রমঃ সূচিতঃ। নিদাঘসময়ে সন্যগয়মাণা সঙ্গতা ভা কান্তিশুষ্মা অণ্ডীরং প্রকৃষ্টপুংস্ত্বযুক্তম্, উপার্জকপুরুষায়িতমিত্যর্থঃ ; (পা০ ৫।২।১১১) "কাণ্ডাণ্ডাদীরন্নীরচৌ" ইতি ঈরচ ; "অণ্ডীরঃ পুরুষে শক্তে" ইতি বিশ্বঃ ; নখান্ পচন্তি তাপয়ন্তি নখম্পচাঃ, (পা০ ৩।২।৩৪) "মিতনখে চ" ইতি খচ্ ; নির্ঝরঝরয়োর্হস্বত্বাল্পত্বাভ্যাং ভেদঃ কল্প্যঃ ; "বারিপ্রবাহে নির্ঝরো ঝরঃ" ইত্যমরঃ। স্ত্রিয়াঞ্চ ঝরেত্যপি ঝরীত্যপীতি তট্টীকা। বাপীনামন্তেবাসিভিঃ শিষ্যৈঃ, তাভ্যোঽধীত্যেব লব্ধতদীয়শৈত্যবিশেষৈরিত্যর্থঃ ;—ছাত্রান্তেবাসিনৌ শিষ্যৌ" ইত্যমরঃ। তদেব স্পষ্টয়তি—তাসাং বাপীনাং তরলতরলহরিকাণামতিচঞ্চলোর্মিণাং কণভরস্য কণাতিশয়স্য ভরেণ ভারেণ মন্থরৈরিতি শৈত্যমান্দ্যে ব্যঞ্জিতে ; "ভরোঽতিশয়ভারয়োঃ" ইতি মেদিনী। অনেকেষাং বহূনাং পীতবর্ণানাং কপীতনকুসুমানাং শিরীষপুষ্পাণাং মকরন্দেন তুন্দিলৈঃ পুষ্টৈরিতি মান্দ্যসৌরভ্যে ;—"শিরীষস্তু কপীতনঃ" ইত্যমরঃ। নিদাঘদাহস্য প্রভঞ্জনৈ প্রশমবর্তৃভিঃ, প্রভঞ্জনৈঃ পবনৈঃ ; বিতানঃ 'চাঁদোয়া' ইতি খ্যাতঃ ; বসুধায়াং পৃথিব্যাং সুধায়মানস্যামৃততুল্যস্য সুরসরসালস্য সুস্বাদুপক্বাম্রফলস্য প্রকৃষ্টপানকরস এব আদির্যেষাং তেষাং প্রপাঃ, আদি-শব্দাৎ সিতোপলাপানকরসশ্চ ; "প্রপা পানীয়শালিকা" ইত্যমরঃ ॥

২। বিকচবিচকিলানি প্রফুল্লমল্লিকাপুষ্পাণি, যবসং তৃণম্ ॥

পবনের দ্বারা ঘর্মসলিল যেন পীত হতে থাকল। নিবিড়তর শাখারূপ চাঁদোয়া-মণ্ডিত বৃক্ষের দ্বারা যেন সূর্যকিরণ নির্বাপিত হ'ল। এখানে ওখানে কুসুমিত কুঞ্জকুটিরদ্বারে চন্দনরসবারিপ্রবাহপূর্ণ জলযন্ত্রে শীতল, সুগন্ধী শীতল জলকলসে ব্যাপ্ত প্রাঙ্গনযুক্ত, বসুধার সুধাতুল্য সুস্বাদু পক্ক আম্রফলের অতিসুন্দর শরবতাদির ব্যবস্থাযুক্ত জলসত্রের তত্ত্বাবধায়িকা বনদেবীগণ কৃষ্ণসহচরগণের পিপাসা অবসাদ নিরসন করতে লাগলেন।

প্রলম্বাসুর বধ লীলা ঃ

২। গিরিরাজের উপত্যকায় ঝরণার জলপাতে অতিস্নিগ্ধ ঘাস-আস্বাদনে তৃপ্তিহেতু ধেনুগণ অতিঘন বৃক্ষশ্রেণীর ছায়ায় অবস্থিত হয়ে সুখসুপ্ত হলে সকল গোপকিশোরগণ নব প্রফুল্ল মল্লিকা পুষ্পমালিকায় রচিত কণ্ঠাভরণে, শিরীষকুসুমের সুমঞ্জুল কর্ণভূষণে, প্রস্ফুটিত কুড়চিফুলের মালায় রচিত কেশালঙ্কারে শোভিত হয়ে সহোদর রামদামোদরের সহিত খেলা আরম্ভ করলেন।

৩। কেউ মধুর কলকণ্ঠে গাইতে লাগলেন, কেউ বাজাতে লাগলেন, কেউ নাচতে লাগলেন,

কলমধুরং মধুরঞ্জিবচাঃ কৃষ্ণস্তানথ নিজগাদ ॥

৪। 'হংহো ভ্রাতরঃ! বিরমত ভো নৃত্যগীতবাদিত্রতঃ, খেলান্তরমধুনা কল্পয়ামঃ।' তেঽপ্যূচুঃ,—'অমী বয়মুপসীদামো দামোদর! কিং তৎ' ইতি। স উচে,—'ভো ভো দ্বিধা ভবন্তো ভবন্তো বলমানবলং বলং কেচনানুগচ্ছন্তু, কেচন মাম্' ইতি নির্ণীয় বলবলমথ নিজবলং নিজবলং চ জয়পরাজয়পরাণাং স্কন্ধারোহপূর্বকং নির্বাহ্য বাহ্যবাহকতাপণপণনং হাটক-পটেন কপটেন (স্বং) পরাজিত্য শ্রীদামোদরেণ শ্রীদামোদরেণ জগদুদ্বহতাপি স্কন্ধেনোহে। নোহেন তস্য চরিতমবগম্যতে ॥

৫। অস্মিন্নেব কালে কালেন গ্রস্তোঽগ্রস্তোত্রঃ সকলদৈত্যানামাত্মসঙ্গোপালো গোপালোচিতবেষং বিধায় স্বমেব পরাজিত্য রাজিত্যমনঃসঙ্কর্ষণং সঙ্কর্ষণং কপটী পটীরধবলং স্কন্ধে নিধায় ধাবন্ নিধিমিব

৩। কলমধুরমিতি পৌনরুক্ত্যং নাশক্যম্, ধনুর্জ্যাদিবৎ অত্রাধিক্যপ্রতিপত্ত্যর্থমিতি। মধুনোঽপি রঞ্জি রঞ্জকং বচো যস্য সঃ ॥

৪। বলস্য বলদেবস্য বলং তদ্বলং তদনুগামিসেনাত্বেন কল্পিতং সখিবৃন্দম্, নিজস্য বলঞ্চ। কীদৃশম্? নিতরাং জবং বেগবত্তরত্বং লাতীতি তৎ। জয়-পরাজয়পরাণাং ক্রমেণ বাহ্যবাহকতারূপস্য পণস্য পণনং ব্যবহৃতিং নির্বাহ্য নিষ্পাদ্য স্কন্ধারোহেতি জয়পক্ষে কেবলাদারোহতেঃ পরাজয়পক্ষে তু ণ্যন্তাদ্যঞা রূপং জ্ঞেয়ম্। ততশ্চায়ং বাক্যার্থঃ।—জয়-পরাঃ স্কন্ধমারোহন্তো বাহ্যাঃ স্যুঃ পরাজয়পরৈঃ; পরাজয়পরাস্তু স্কন্ধমারোহয়মাণা বাহকাঃ স্যুরিতি। হাটকপটেন পীতাম্বরেণ শ্রীদামা উহে, উহ্যতে স্ম। উদরেণ জগদ্ব্রহ্মাণ্ডং উদ্বহতাপি স্কন্ধেন উহে,—ইতি শ্রীদাম্নো মহিমাতিশয়ঃ ব্যঞ্জিতঃ। ননু জগদীশ্বরস্য কেয়ং বিপর্যয়চর্যা? তত্রাহ—নোহেনেতি। ন তর্কেণ, কিন্তু প্রেমপরিপাটীবিজ্ঞতয়েত্যর্থঃ ॥

৫। কালে সময়ে, কালেন মৃত্যুনা গ্রস্তঃ, অতিশৈঘ্র্যদ্যোতনায় ভূতনির্দেশ উপচারাৎ। কোঽসৌ? সকল-

---

কখনও রাম নাচে আর কৃষ্ণ মুরলী বাজায়, আবার কখনও কৃষ্ণ নাচে রাম ও সহচর বালকগণ গায়—এরূপে বালকগণ খেলতে থাকলে কৃষ্ণ কলমধুর কণ্ঠে মধুর মধুর তাদের বললেন—

৪। হংহো ভাই সব! নাচ-গান-বাজন থামাও, অন্য একটা খেলা আরম্ভ করছি। তারাও সকলে বলে উঠলো,—'হে দামোদর, আমরা সকলে তোমার নিকট যাচ্ছি, সে কি খেলা? কৃষ্ণ বললেন—'ওহে ওহে, তোমরা দু-ভাগে ভাগ হয়ে যাও, কেউ কেউ অতি বলশালী বলদেবের পক্ষে যাও, কেউ কেউ আমার পক্ষে এস'।—এইরূপে বলদেবের অনুগামী সেনা বলে কল্পিত-সখাগণকে এবং বিশেষ বেগবান্ নিজের কল্পিত-সেনাগণকে দু-ভাগে নির্ধারণ করে নিলেন। অতঃপর বিজয়ী ও পরাজিতগণের মধ্যে বাহ্য-বাহকতারূপ পণের ব্যবহার স্কন্ধারোহণের দ্বারা নিষ্পন্ন হবে বলে ঠিক করে নিয়ে পীতাম্বরধারী দামোদর উদর মধ্যে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-ধারণকারী হয়েও নিজেকে পরাজিত বানিয়ে শ্রীদামকে স্কন্ধে বইয়ে নিয়ে চললেন। তর্কে তাঁর অদ্ভুত চরিত্রের কিছু বুঝা যাবে না।

৫। এই সময়ে কালের দ্বারা গ্রস্ত, বলিষ্ঠতা হেতু সকল দৈত্যের আগে প্রশংসিত, নিজের আকার সংগোপনকারী, কপটী প্রলম্বাসুর গোপালোচিত বেশ ধারণ করে নিজেকে পরাজিত বানিয়ে

চোরশ্চোরয়ন্নমর্য্যাদী মর্য্যাদীকৃত-তরুতলমুল্লঙ্ঘ্য মুল্লঙ্ঘ্যমানমনাস্তমপোবাহ ॥

৬। বাহকমর্য্যাদাতিক্রমবিক্রমবিস্মিতঃ স্মিতপূর্ব্বং স চ সচমৎকারং কপটমনুজমনুজমাজুহাব—'ভো দামোদর ! মোদরয়েন মাময়মাময় উন্মাদক ইব মনো মনোরম ! রমমাণ ! হরতি। তদিতঃ পরং কিং করবামহে মহেচ্ছ ! হে ছবিল ! বিলম্বং মা কুরু, কুরু সমুচিতমুপদেশম্' ইতি তদ্বচনোপরমে পরমেণ কৌতুকেন ভগবানবাদীৎ—'কিমপ্রতিভয়া প্রতিভয়াক্রান্তোঽসি, নিজবিক্রমমাহর, হর চাস্য জীবিতম্' ইতি সমুক্তোঽসমুক্তোয়তোয়দস্বরম্ ॥

৭। স্বরংহসা গিরিবর-পক্ষ-ভিদুর-ভিদুরসোদরাদরাঘাত-ঘুষ্টিমুষ্টিমুদ্গরেণ মুণ্ডপিণ্ডখণ্ডখণ্ডীকরণ-

---

দৈত্যানামপ্যগ্রে স্তোত্রং বলিষ্ঠত্বেন যস্য সঃ, প্রলম্ব ইত্যগ্রে তন্নামনিরুক্তেঃ; তথাপি কৃষ্ণভীত্যাত্মনঃ সংগোপং সংগোপনমালাতি সংগৃহ্লাতীতি সঃ; তথাপি কৃষ্ণস্য মহাসত্ত্বতামনুমায় তং ত্যক্ত্বা পরাজয়েন রামমাক্রষ্টু কামঃ কৃষ্ণপক্ষীয়োঽভূদিতি জ্ঞেয়ম্। পরাজিত্য স্বয়মেব পরাজিতো ভূত্বেত্যর্থঃ। রাজিতো দীপ্তস্তস্য ভাবো রাজিতাং দীপ্তিঃ শোভা, তয়া মনঃ সংকর্ষতীতি তম্। তদানীমত্যধিকা রামস্য শোভাঽভূদিতি ভাবঃ। পটীরধবলং চন্দনগৌরং মুদা মৎকার্য্যং সিদ্ধমিতি হর্ষেণ লঙ্ঘ্যমানং মনো যস্য সঃ। অপোবাহ বহন্নপসসার ॥

৬। স চ সঙ্কর্ষণঃ কপটেনৈব মনুজং জীবরূপমিতি (ভা° ১০।৮৭।২০) "নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ঃ" ইতি বেদস্তুতৌ নৃপর্যায়স্য জীববাচিত্বেন ব্যাখ্যানাৎ। অনুজং শ্রীকৃষ্ণম্; মোদরয়েণ নিজহর্ষবেগেন, মাং হরতু।ন্মাদক আময়ো ব্যাধির্মন ইবেতি ব্যাপাদনার্থহরণে দৃষ্টান্তঃ; হে রমমাণেতি অধুনাপি কিং ক্রীড়য়সীতি ভাবঃ। মহেচ্ছ ! হে অমোঘেচ্ছাশক্তিক ! কৌতুকেনেত্যংশকলয়ৈব সর্বজগৎসংহারকর্তুরূপাস্য ভয়ং লীলাবেশাদিতি। ইতি সমুক্তঃ সম্যগুক্তঃ, মোচনং মুক্ তয়া বর্ত্তমানং সমুক্, ন সমুক্ তোয়ং যস্য তস্য তোয়দস্য মেঘস্য স্বর ইব স্বরো যত্র তদ্যথা ভবতি তথা, সজলজলদস্বরমিত্যর্থঃ ॥

৭। অথ মধুমথনাগ্রজঃ শ্রীবলদেবস্তং জীবিতেন হীয়মানং ত্যাজ্যমানমতএব যমসদনং প্রতি প্রহীয়মাণং প্রস্থাপ্য-

---

দীপ্তিতে মনাকর্ষী চন্দনগৌর বলদেবকে স্কন্ধে ধারণ করে নির্দিষ্ট সীমা ভাণ্ডীরবট লঙ্ঘন করে 'আমার কার্য হাসিল' এরূপ আনন্দে উৎফুল্লমনা হয়ে চোর যেমন নিধি চুরি করে নিয়ে পালায় সেইভাবে সব নিয়ম ভেঙ্গে দৌড়ে পালিয়ে চলল।

৬। বাহকমর্যাদা অতিক্রমরূপ বিক্রম দেখে বিস্মিত বলদেব একটু হেসে সচমৎকার কপটমানুষ অনুজকে ডেকে বললেন,—হে দামোদর, উন্মাদ রোগ যেমন মন হরণ করে তেমনই আনন্দবেগে এ আমাকে হে মনোরম ! হে রমমাণ ! হরণ করে নিয়ে চলেছে। অতঃপর আমি কি করবো হে অমোঘ ইচ্ছাশক্তিধারি ! হে রসিক ! বিলম্ব কর না, সমুচিত উপদেশ কর'—এইরূপ তাঁর কথা শেষ হলে পরমকৌতুকে ভগবান্—'তুমি সর্বভয়রহিত হয়েও মোহবশে কেন ভারাক্রান্ত হচ্ছ, নিজের বিক্রম স্মরণ কর, এর প্রাণ হরণ করে নাও'—এরূপে সজল-জলদগম্ভীর স্বরে বুঝিয়ে বললেন।

৭। নিজ তেজে গিরিবর-পক্ষ-ছেদক বজ্রাঘাত সম, ভীষণ শব্দায়মান মুষ্টিমুদ্গরের দ্বারা

চণ্ডেন যমসদনং প্রহীয়মানং হীয়মানং জীবিতেন তমথ মধুমথনাগ্রজঃ সম্পাদয়ামাস, দয়ামাস মাঽল্পপি যদি তদা প্রাণপ্রয়াণতঃ প্রাগেব স তথাত্মশরীরং প্রথয়ামাস, যথা তদংসাবস্থানকুতূহলী হলী কর্পূর-ধবলোঽবলোক্যতে স্ম জনৈর্ধরণিমধ্যমধ্যবস্থিতং চন্দ্রমণ্ডলমণ্ডলগ্নমিব জায়মানম্ ॥

৮। অথ তস্য নিরুপমোপদেহো দেহো নিরর্গলগলগলায়মানগলচ্ছোণিতশোণিতঃ সহজধূমধূমলো রক্তসন্ধ্যাঘনসন্ধ্যাঘনশ্চরমাচল ইবামূলমৌলিমিলিতকুসুমাশোকাশোকাকুলো বিন্ধ্য ইব ভূমৌ নিপপাত, পপাত চ গগনতো নতোত্তমাঙ্গানামুত্তমাঙ্গানামুৎসবামোদেন স্তুতিবৃন্দারকাণাং বৃন্দারকাণাং করকুড্মল-গলিতা প্রসূনবৃষ্টিঃ ॥

মানং সম্পাদয়ামাস চকার। কেন ? গিরিবরপক্ষাণাং ভিদুরস্য ভেদকস্য ভিদুরস্য বজ্রস্য সোদরশ্চাসাবদরা অনল্পা আঘাত-ঘুষ্টিরাঘাতশব্দো যস্য তথাভূতো মুষ্টিমুদ্গরশ্চেতি তেন। অত্র "গুরুমৎসরচ্ছিদুরয়া" ইতি মাঘদর্শনাৎ ; "করীন্দ্রদর্প-চ্ছিদুরম্" ইতি পাণিনিকৃত-জাম্ববতীবিজয়দর্শনাৎ ; "সংসারবন্ধচ্ছিদুরান্ দ্বিজাতীন্" ইতি বোপদেবদর্শনাচ্চ ;—ভিদিচ্ছিদ্যোঃ কর্মকর্ত্তর্যভিধানমিত্যস্য প্রায়িকত্বব্যাখ্যানাৎ কর্ত্তর্যেব কুরচ্প্রত্যয়ঃ ; "কুলিশং ভিদুরং পবিঃ" ইত্যমরঃ। কিঞ্চ, অল্পপি অল্পমপি মা দয়ামাস, ন দয়তে স্ম। ধরণিমধ্যমধি ধরণিমধ্য এবাবস্থিতং চন্দ্রমণ্ডলং তদানীমণ্ডে ব্রহ্মাণ্ডকটাহস্যোপরি-তনভিত্তৌ লগ্নং তদ্ভাগস্যৈবাণ্ডত্বাভিব্যঞ্জকলক্ষণত্বদর্শনাত্তত্রৈবাণ্ডশব্দপ্রয়োগঃ ॥

৮। নিরুপম উপদেহো বৃদ্ধির্যস্য সঃ ; 'দিহ উপচয়ে' ইতি ধাতোঃ ; নিরর্গলং নিরোধরহিতং যথা ভবত্যেবং গলগলায়মানঞ্চ যথা স্যাদেবং গলতা শোণিতেন রুধিরেণ শোণিতঃ শোণীকৃতঃ ; স্বরূপতস্তু ধূমবৎ ধূমলবর্ণঃ। ততশ্চ রক্তবর্ণস্য সন্ধ্যাকালঘনস্য সন্ধিনা মিলনেন আঘনঃ সম্যক্ নিবিড়শ্চরমাচলোঽস্তশৈলঃ, অস্য শিলাময়ত্বেন স্বরূপতো ধূম-লতয়োচ্চতয়াগস্ত্যকেনারুণিম্না চ সত্যপি সারূপ্যে ক্বাপি পতনাশ্রবণাদন্যথোপমিমীতে—আমূলেতি। আমূলং মৌলি-মূলমারভ্যাগ্রপর্যন্তং মিলিতানি কুসুমানি যেষাং তথাভূতা অশোকা যত্র স চাসৌ আ সম্যক্ শোকাকুলশ্চেতি সঃ। স্বগুরোরগস্ত্যস্যাজ্ঞানুরোধেন মেরুজয়োদ্যমভঙ্গাৎ শোকস্ততঃ পাতশ্চ পুরাণপ্রসিদ্ধঃ। নতোত্তমাঙ্গানাং ভক্ত্যা নতশিরসা-মুৎসবামোদেনোৎসবানন্দেন হেতুনোত্তমাঙ্গানাং কুঙ্কুমাদিলিপ্তত্বেন সুন্দরগাত্রাণাম্। স্তুতৌ স্তুতিনিমিত্তে বৃন্দং সমূহ-মিয্রতি প্রাপ্নুবন্তীতি তেষাং মিলিতীভূয় স্তোত্রপরাণামিত্যর্থঃ। যদ্বা, স্তুতিবৃন্দস্যারকাণাম্, অর্ত্তেজ্জ্ঞানার্থত্বেন কর্ত্তুং

মুণ্ডপিণ্ডখণ্ড-খণ্ডবিখণ্ডকারক প্রচণ্ড চোটে সেই অসুরের প্রাণনাশ করে যমসদনে পাঠিয়ে দিলেন মধুমথনাগ্রজ। লেশমাত্র দয়াও যদি তিনি দেখালেন না তখন প্রাণত্যাগের পূর্বে অসুর তার নিজের স্বরূপ প্রকাণ্ড শরীর ধারণ করল। এতে তাঁর স্কন্ধে অবস্থানকুতূহলী কর্পূরধবল হলী লোকের দ্বারা দৃষ্ট হচ্ছিল যেন এ পৃথিবীর মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রমণ্ডল ব্রহ্মাণ্ডকটাহ-পৃষ্ঠে লগ্ন হয়ে আছে।

৮। স্বভাবতঃ ধূমধূমল হলেও তৎকালে নিরর্গল গলগল করে গলিত রক্তে রক্তাক্ত, নিরুপম বৃদ্ধিতে প্রকাণ্ড সেই অসুরের শরীর রক্তসন্ধ্যা আর মেঘের মিলনে অতিগাঢ় অস্তগিরির মতো, আমূল-ডগা অশোক কুসুমে ঢাকা অশোকবৃক্ষমণ্ডিত শোকাকুল বিন্ধ্যগিরির মতো ভূমিতে নিপতিত হ'ল। আর সেই সঙ্গে নিপতিত হ'ল পুষ্পবৃষ্টি—অসুর মরণোৎসব-আনন্দে নতশির সুন্দর গাত্র স্তুতিশিরোমণি দেবতাগণের করকলিকা-বিগলিত হয়ে।

৯। এবমুত্তালতালাঙ্কে তালাঙ্কেন নিহতে পরমমায়াবলাবলম্বে প্রলম্বে প্রসিদ্ধাসুরে সুরেশাদিনুত্যভিরামো রামোঽসৌ নামান্তরং নামাঽন্তরংহঃসঙ্ঘসংহননকরং প্রলম্বঘ্ন ইতি তদঙ্গীচকার ॥

১০। অথৈবমখিলবালবান্ধবৈঃ সদামোদরেণ দামোদরেণ চাভিনন্দিতোঽদিতোল্লাসো হাসোহাসোস্মূয়মান-মানস-স্ময়ঃ খেলাতো বিরম্য রম্যচরিতেন শ্রীকৃষ্ণেন সহ সহচরৈশ্চ নিবিড়শোভাভাণ্ডী ভাণ্ডীরমূলমাসাদ্য বিশশ্রাম ॥

১১। বিশ্রাম্যৎসু শ্রীরামদামোদরাদিষু শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদি-সকল-গোপালবালকেষু চ ধেনবো নবোন্মিষিতযবসমান-যবসমানরাহিত্য-সৌহিত্য-সৌরস্যেন তদনুকূল-যমুনাকূলনিকটকটন-লালসতয়াঽবিভীষিকাটবি-ভীষিকাটবীং দৈববশত আসেদুঃ ॥

বিজ্ঞানামিত্যর্থঃ। যদ্বা, স্তুতিবিষয়ে বৃন্দারকাণাং শ্রেষ্ঠানাম্; "বৃন্দারকঃ সুরে পুংসি মনোজ্ঞশ্রেষ্ঠয়োস্ত্রিষু" ইতি মেদিনী ॥

৯। উত্তালতামৌৎকণ্ঠ্যমালাতি গৃহ্লাতীত্যুত্তালস্তালোঽঙ্কশ্চিহ্নং যস্য তস্মিন্ প্রলম্বে তালাঙ্কেন রামেণ নিহতে সতি; "উত্তালো হেমকুণ্ডে স্যাদ্গর্ভে চোত্তাল উৎকটে" ইতি বিশ্বঃ। প্রলম্বঘ্ন ইতি নামান্তরং নাম প্রাকাশ্যে অঙ্গীচকার। কীদৃশম্? অন্তরংহঃসঙ্ঘস্যান্তঃকরণপাপসমূহস্য সংহননকরম্। অত্রাংহসো বর্ণদেশনাদৌ দৃষ্টেনোষ্মবত্ত্বেন সঙ্ঘস্য তু কবর্গচতুর্থবত্ত্বেন পুনঃ সংহননেত্যস্যোষ্মবত্ত্বেনাপ্যনুপ্রাসো নানুপপন্নঃ—হকারঘকারয়োস্তুল্যস্থানত্বাদেকত্ববুদ্ধেঃ; "শীঘ্রমংহোবিঘাতং বলিবঞ্চনঘোরাঙ্ঘ্রিরংহঃসংঘং নিহন্তু বঃ" ইত্যাদি সূর্যশতকাদিদর্শনাৎ ॥

১০। অথাসৌ রামো বিশশ্রাম। সদা সততং মোদরেণ আনন্দদায়িনাভিনন্দিতঃ, সাধু কৃতং সাধু কৃতমিতি সংকৃতঃ, অদিতোল্লসোঽখণ্ডিতোল্লাসঃ, হাসো হর্ষজস্যঃ স্বনিষ্ঠঃ, উহা বিস্ময়জন্যা অন্যদীয়াস্তাভ্যাং সোস্মূয়মানঃ পুনঃ পুনরুদ্ভবনমানসঃ স্ময়ো মদো যস্য সঃ। শোভাভাণ্ডমস্যাস্তীতি শোভাভাণ্ডী ॥

১১। নবোন্মিষিতৈর্যবৈঃ সমানানাং সদৃশানাং যবসানাং তৃণানাং মানরাহিত্যসৌহিত্যসৌরস্যেন হেতুনা মানস্য

৯। এইরূপে আকুলতা লক্ষণে চিহ্নিত পরমমায়াবী প্রলম্ব নামক প্রসিদ্ধ অসুর তালধ্বজ রামের হাতে নিহত হলে সুরেশাদির স্তুতি দ্বারা অভিরাম সেই রাম সকলের সমক্ষেই অন্তরস্থ পাপরাশিনাশী 'প্রলম্বঘ্ন' এইরূপ অন্য নাম অঙ্গীকার করলেন।

১০। অতঃপর এইরূপে অখিল বালবান্ধব এবং সদা আনন্দদায়ী দামোদরের দ্বারা অভিনন্দিত, অসীম উল্লাসী নিজের আনন্দে ও অন্যের বিস্ময়ে পুনঃ পুনঃ উৎপদ্যমান মানসিক অহঙ্কারবিশিষ্ট বলরাম খেলা থেকে বিরমিত হয়ে রম্যচরিত শ্রীকৃষ্ণের এবং সহচরগণের সহিত নিবিড় শোভাভাণ্ড ভাণ্ডীরমূল আশ্রয় করে বিশ্রাম করতে লাগলেন।

মুঞ্জাটবী দাবানল পান ঃ

১১। শ্রীরামদামোদর এবং শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদি সকল গোপবালকগণ যখন বিশ্রাম করছেন সেই অবসরে ধেনুগণ নবাঙ্কুরিত যবসম নিরুপম তৃণের তৃপ্তিদায়ী সুরসতা গুণের আকর্ষণে তদনুকূল যমুনাকূলের নিকট গমন লালসায় দৈববশতঃ মুঞ্জাটবীতে এসে উপস্থিত হ'ল—যেখানে ভীতভীত সহসা উড়ন্ত পাখী থেকেই যা কিছু ভয় অর্থাৎ যেখানে ভয় বলতে কিছু নাই।

১২। ততশ্চ ধেনূনামনূনামদৃষ্টিমবগত্য সাশঙ্কমনসঃ কমন-সহচরাশ্চরাচরগুরুণারুণাব্জনয়নেন তেন নতেন করুণামৃতস্রোতসাঽস্রোতসাতঙ্কাক্ষাঃ সমূচিরেঽচিরেণান্যোন্যম্ ॥

১৩। ভো ভোঃ সবয়সঃ! সবয়সঃ সমৃগস্য বনস্যাস্য মধ্যে কেবলং কে বলম্। ন খলু ভীতি-র্নৈচিকী নৈচীকীনাম্। তৎ কথমাসাং মা সাম্প্রতং কাচিদপি দৃশ্যতে। তদবকলয়ধ্বং ক-লয়-ধ্বংসো যাবন্ন ভবতীতি চ কৃষ্ণভারত্যা ভারত্যাঽলুলিতয়া সর্ব এব বালকা বালকান্তঘাসঘাসলক্ষ্মানুসারেণ খুরখুরপ্রক্ষুণ্ণক্ষ্মাতলতলনেন তদনুসন্ধানধুরন্ধরা ধরামাতস্তরুস্তরুগুল্মবীরুন্নিকরকরম্বিতগহনগহনস্থলীষু বিচিন্বন্তোঽন্বন্তোদিতত্বরশঙ্কাঃ শং কাতরা ইব যদা ন ভেজুঃ, তদা স্বীষিকাটব্যং কাটব্যং দবদবথুকৃতং বীক্ষ্য

পরিমাণস্যোপমায়া বা রাহিত্যং রহিততা যত্র তৎ; অপরিমিতং নিরুপমং বেত্যর্থঃ। তথাভূতং সৌহিত্যং তৃপ্তির্যস্মাত্তথা-ভূতেন সৌরস্যেন সুরসতয়া; "সৌহিত্যং তর্পণং তৃপ্তিঃ" ইত্যমরঃ। তদনুকূলস্য তাদৃশতৃণাস্বাদানুকূলস্য যমুনাকূলস্য নিকটে কটনলালসতয়া গমনাভিলাষেণ দৈববশাদিষীকাটবীমাসেদুঃ প্রাপুঃ। কীদৃশং যথা ভবতি তথাঽবিভীষিকা অভয়প্রদানম্, অর্থাৎ কৃষ্ণেন, তস্যা আটোঽটনং সঞ্চারস্তেন বিভি বিগতভয়ং যথা স্যাত্তথা; যদ্বা, বিভীষিকায়াং ভয়-প্রদানেঽটাঃ সহসোৎপতন্তো যে বয়ঃ পক্ষিণস্তেভ্য এব ভীর্যত্র, ন স্বন্যতস্তদ্যথা স্যাত্তথা, কিংবা, অটব্যা এব বিশেষণম্ ॥

১২। ন ঊনামনূনাং সম্পূর্ণামিত্যর্থঃ। অদৃষ্টিমদর্শনম্, কমনা অভিরূপাশ্চ তে সহচরাশ্চেতি তে; "কমনঃ কার্মুকে কামেঽভিরূপেঽশোকপাদপে" ইতি মেদিনী; তেন কৃষ্ণেন সহ করুণামৃতস্রোতসা নতেন নম্রীকৃতেনাস্রেণাশ্রুণা উতে গ্রথিতে সাতঙ্কে সভয়ে অক্ষিণী যেষাং তে ॥

১৩। সবয়সঃ! হে বয়স্যাঃ! সবয়সঃ পক্ষিগণসহিতস্য সমৃগস্য হরিণাদিসহিতস্য বনস্যাস্য মধ্যে কেবলং কে সুখে এব বলম্, অতএব নৈচিকীনাং মুখ্যগবীনাং তাসাং নৈচিকী অল্পাপি ভীতির্ন, বিনয়াদিত্বাৎ স্বার্থে ঠক্, "অল্পে নীচৈর্মহ-ত্যুচ্চৈঃ" ইত্যমরঃ। আসাং মধ্যে কাচিদপি মা দৃশ্যতে। তৎ তস্মাদবকলয়ধ্বম্, সর্বত্র বিচারয়ত। কস্য সুখস্য লয়ঃ সংশ্লেষঃ, তস্য ধ্বংসো বিশ্লেষঃ সুখবিগমো যাবন্ন ভবতীত্যর্থ; "লয়ো বিনাশে সংশ্লেষে সাম্যে তৌর্যত্রিকস্য চ" ইতি মেদিনী। কৃষ্ণভারত্যা চেতি 'ভো ভোঃ ইত্যারভ্য সর্বেষাং তৎ কথামারভ্য কৃষ্ণস্যৈব ভারতীতি। কীদৃশা? ভা শোভা তয়া সহিতা রতিঃ প্রীতিস্তয়াঽলুলিতয়াঽখণ্ডিতয়া। বালানাং নবানাং কান্তানাং কমনীয়ানাং ঘাসানাং তৃণানাং

১২। অতঃপর ধেনুগণের সম্পূর্ণ তিরোধান জানতে পেরে আশঙ্কাগ্রস্ত কৃষ্ণানুরূপ সহচর বালকগণ চরাচরগুরু অরুণকমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সহিত সকলে করুণামৃতস্রোতে বিগলিত হয়ে অশ্রুপূর্ণ-সভয় নয়নে অবিলম্বে বলাবলি করতে লাগলেন—

১৩। ওহে ওহে সখাগণ! পক্ষী ও হরিণ-অধ্যুষিত এ বনের মধ্যে কেবল সুখেরই ঔজ্জ্বল্য-দেখা যায়। এখানে গাভীগণের লেশমাত্র ভয়েরও কিছু নাই। তবে কেন সম্প্রতি তাদের মধ্যে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। অতএব সর্বত্র খুঁজে দেখ যতক্ষণ-না আমাদের সুখালিঙ্গন ভেঙ্গে যায়। শোভাপ্রীতিপূর্ণ কৃষ্ণ এরূপ বললে গো-অনুসন্ধানচতুর রাখাল বালকগণ নব কমনীয় ঘাস-খাদনচিহ্ন ও খুরখুরপিতে খোদিত ধরাতলে গোষ্পদচিহ্ন অনুসরণে তরুগুল্মলতাজালমণ্ডিত গহনবনে খুঁজতে খুঁজতে যখন খোঁজার অবধিতে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁদের মনে শঙ্কা এসে উপস্থিত হ'ল। এরূপে কাতর

কৃষ্ণনাথা অপ্যনাথা অপ্যয়মাসেদুষ্য ইবাপসৃতিসৃতিমপশ্যন্ত্যঃ শুন্যশ্চ জীবিতাশাং সাশ্রুমুখ্যোঽভিমুখ্যোঽভিত এব কৃষ্ণাবলোকনমর্থমর্থয়মানা মানাপহারহতা ইব ধেনবো যত্রাবতিষ্ঠন্তে স্ম ॥

১৪ । তদনুসন্ধানমজানন্তোঽনন্তোদ্ভূতচিন্তাশ্চিন্তামণিমিবাশ্রিত-মনোরথসিদ্ধেরনুগত-সঙ্কল্পকল্পদ্রুমমিব স্বজনকামকামধেনুমিব তং পুনরাসাদ্য নরাসাদ্যদর্শনং নরাকৃতিপরং পরং ব্রহ্ম দুঃখিতাঃ সন্তো ন কাচিদপি দৃষ্টা ধেনুরিতি যদ্যচিরেঽচিরেণ, তদৈব দৈবতকুলমুকুটমহামারকতো মহামারকতো ভয়াত্তা গা নিবিবর্ত্তয়িষুঃ স স্বয়মুপসৃত্য সৃত্যনুসারেণ ঘনঘটাগভীরস্বরং স্বরংহসা দ্রাঘীয়ঃ প্লুতমাপ্লুতং কৃত্বা সুধয়েব নামগ্রাহং প্রত্যেকমাজুহাব ॥

ঘাসলক্ষ্মাদনচিহ্নং তদনুসারেণ খুরা এব খুরপ্রা বাণাস্তৈঃ ক্ষুণ্ণস্য ক্ষ্মাতলস্য ছলনেন প্রতিষ্ঠয়া ধরাং পৃথ্বীমাতস্তরুর্বাপ্লু বস্তি স্ম; 'স্তৃঞ্ আচ্ছাদনে'; গহনস্য বনস্য গহনস্থলীষু দুর্গস্থানেষু, "গহনং দুর্গকাননয়োরপি" ইতি মেদিনী। অনু অনন্তরম্, অন্তেঽন্বেষণাসমাপ্তৌ উদিত্বরশঙ্কা জাতভয়াঃ সন্তো যদা শং সুখং ন ভেজুঃ। তদা যত্র ধেনবোঽবতিষ্ঠন্তে, তদনুসন্ধানমবজানন্তঃ, তং শ্রীকৃষ্ণং পুনরাসাদ্য দুঃখিতাঃ সন্তঃ সর্বে ন কাচিদপি দৃষ্টা ধেনুরিতি যদ্যচিরে, তদৈব স শ্রীকৃষ্ণস্তা ধেনূঃ প্রত্যেকং নামগ্রাহমাজুহাবেত্যন্বয়ঃ। ধেনবঃ কীদৃশ্যঃ? ঈষিকাটব্যমীষিকাটবীভবং দবদবথুকৃতং দাবানলতাপজনিতং কাটব্যং কটুত্বং বীক্ষ্য কৃষ্ণনাথা অপি অনাথা অপ্যয়ং নাশমাসেদুষ্যঃ প্রাপ্তবত্য ইবাপসৃতিসৃতিং পলায়নমার্গমপশ্যন্ত্যঃ। অত্র কাটব্যমিতি পদস্যাশ্লীলতাদোষঈষিকাটব্যমিতি যমকোপযোগিপদদৃষ্ট্যা সোঢব্যঃ। এবং পূর্বত্রাপি। কিঞ্চাত্র বর্ণনীয়ত্বেনেষিকাটবীচরিতস্যৈব প্রস্তুতত্বাদশ্লীলময়স্যাপি তৎপদস্য তু সর্বথৈবোল্লঙ্ঘয়িতুমশক্যত্বাৎ, প্রত্যুত যমকচ্ছটা সমাধানমেব। ততশ্চ জীবিতে আশামপি শুন্যোঽলয়ন্ত্যঃ, অভিমুখ্যো যূথশ এব শোকানুমোদনার্থং সমানমুখ্য ইত্যর্থঃ। ততশ্চ মানাপহারে বুদ্ধিনাশস্তেন হতা ইব। মান ইতি 'মন জ্ঞানে' ঘঞন্তঃ ॥

১৪ । ন বিদ্যতেঽন্তো নাশো যস্য তথাভূতং যথা স্যাত্তথা, উদ্ভূতা চিন্তা যেষাং তে; চিন্তামণ্যাদীনাং স্বকামেষ্ব-

---

জনের মতো তাঁরা যখন সুখ কিছু পাচ্ছিলেন না সেই সময়ে শরতৃণবনোত্থ-দাবানলজনিত কটুতা দেখে কৃষ্ণনাথ হয়েও তৎকালে অনাথ ধেনুগণ নাশের উপক্রমে পলায়ন-পথ দেখতে না পেয়ে তাঁদের জীবনের আশা ক্ষীণ হয়ে এলে সাশ্রুমুখে পরস্পর সমানমুখী হয়ে চতুর্দিকে কৃষ্ণের দর্শনার্থ যেন প্রার্থনা করতে লাগল—বুদ্ধি নাশে যেন হত হয়ে।

১৪ । এরূপ দুরবস্থায় পতিত ধেনুগণ যে স্থানে রয়েছে তার অনুসন্ধান জানতে না পেরে রাখাল বালকগণের মনে অবিনাশী চিন্তা এসে উপস্থিত হলে তাঁরা আশ্রিত জনের নিকট চিন্তামণির মতো, অনুগত জনের মনোরথসিদ্ধির পক্ষে সঙ্কল্পকল্পদ্রুমের মতো, স্বজনের কামপূরণে কামধেনুর মতো নরাকৃতি পরংব্রহ্ম যার দর্শন মানুষও প্রাপ্ত হয় সেই কৃষ্ণকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে দুঃখভারে নত হয়ে তাড়াতাড়ি যদি বললেন—'ধেনু তো কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না' তখন সঙ্গে সঙ্গেই দেবকুলমুকুট-মহামরকতমণি কৃষ্ণ ধেনুগণকে মহামৃত্যুকর ভয় থেকে উদ্ধারের ইচ্ছায় মুঞ্জাটবীপথ ধরে স্বয়ং তাদের নিকটে গিয়ে নিজ ফুৎকারবেগে মেঘগম্ভীর সুধামাখা স্বরকে অতি উচ্চ করে প্রত্যেককে নাম ধরে ধরে ডাকতে লাগলেন। যথা—

১৫। যথা—মুক্তে নন্দিনি চন্দিনীন্দুতিলকে কস্তুরী কর্পূরিকে
পিঙ্গে রঙ্গিনি ধূমলে ধবলিকে কিঞ্জল্কিকে রঙ্গিনি।
শ্যামে কেতকী চন্দ্রিকে শবলিকে কাশ্মীরিকে চম্পিকে
হীহীহীতি ততান তানমধুরং গানং মুরল্যা হরিঃ ॥

১৬। তমথ বিম্বাধরমধুমধুরং মুরলীকলমাকর্ণ্য কর্ণ্যমমৃতমিব চিরচিন্ত্যমানকৃষ্ণবর্ত্মা কৃষ্ণবর্ত্মানুপাততো জীবনাবনাশয়া শয়ারূঢ়বিশ্বাসাঽঽশ্বাসাদিতমোদাপি দবদবথুনা পৃথুনাঽঽপৃতা সমুপসর্পিতুমসমর্থা সমর্থামিব প্রত্যুত্তরতরলতয়া গদ্গদগদনগভীরভীরস্বরাং হম্বাহম্বাবাচং বাচং বাচং বাচংযমানাং দশমিনাং শমিনাং চ মনোবচোঽগোচরং গোচরং গোকুলবাসিনান্তং প্রীণয়ামাস গোবৃন্দারিকাবিততিঃ ॥

ভীষ্টদায়িত্বেঽপি নিষ্কামেষু সৌন্দর্যচ্ছায়া-পয়ঃ-প্রদায়িত্বমিব কৃষ্ণস্য তেষু স্বাভাবিকসৌন্দর্য্যাদিবর্ষিত্বম্, নরৈরপ্যাসাদ্যং প্রাপ্যং দর্শনং যস্যেতি, চিন্তামণ্যাদিতোঽপি কৃপালুত্বগুণোৎকর্ষঃ। উচিরে, যথারীত্যা বার্ত্তাং জ্ঞাপয়ামাসুরিত্যর্থঃ। ন তু চিন্তামণ্যাদিষু ইব প্রস্তুতধেনুপ্রাপ্তিং প্রার্থয়ামাসুরিতি ভাবঃ। তা ধেনুর্ভয়ান্নিবর্ত্তয়িতুমিচ্ছুঃ। কীদৃশাৎ ? মহামারকতো মহামৃত্যুকরাৎ স্বতানুসারেণ বর্ত্মানুসৃত্যা, দ্রাঘীয়ঃ প্লুতম্, অত্যাচ্চং কৃত্বা সুধয়াঽমৃতেনাপ্লুতং ব্যাপ্তমিব কৃত্বা নামগ্রাহং নাম গৃহীত্বা ; (পা০ ৩।৪।৫৮) "নাম্ন্যা দিশিগ্রহোঃ" ইতি ণমুল্ ॥

১৫। মুক্ত ইত্যাদি বর্ণাকৃতিগন্ধাদিসাম্যেন সংজ্ঞা। রঙ্গিনীত্যর্থভেদাৎ সংজ্ঞাভেদঃ। একত্র মুরল্যাদিনাদশ্রবণাৎ রঙ্গ আনন্দস্তদ্যুক্তা, পরত্র সুন্দরবর্ণযুক্তেতি ॥

১৬। গোবৃন্দারিকাবিততিঃ শ্রেষ্ঠগোসমূহঃ, তং মুরলীকলমাকর্ণ্য প্রত্যুত্তরতরলতয়া সমর্থামিব হম্বা হম্বা বাচং জাত্যনুরূপ-তাদৃশস্বস্ববাক্যং বাচং বাচমুক্ত্বা উক্ত্বা তং শ্রীকৃষ্ণং প্রীণয়ামাস। কীদৃশী ? চিরং চিন্ত্যমানং কৃষ্ণস্য বর্ত্ম যয়া সা, কৃষ্ণবর্ত্মা বহ্নিস্তস্যানুপাততস্তৎকর্তৃকানুগমাৎ জীবনস্যাবনং রক্ষণং তস্যাশয়া আশয়েঽন্তঃকরণে অরূঢ়ো বিশ্বাসো যস্যাঃ সা ; আশু শীঘ্রমাসাদিতঃ প্রাপ্তো মোদো যয়া তথাভূতাপি সমুপসর্পিতুমসমর্থা। কুতঃ ? পৃথুনা দবদবথুনা দবতাপেনাপৃতা ব্যাপ্তা। হম্বা হম্বা বাচং কীদৃশীম্ ? গদ্গদগদনেন গভীরাং ভিয়মীরয়তি স্বরো যস্যাং তাম্। তং

১৫। মুক্তে নন্দিনি চন্দিনি ইন্দুতিলকে কস্তুরি কর্পূরিকে পিঙ্গে রঙ্গিনি ধূমলে ধবলিকে কিঞ্জল্কিকে রঙ্গিনি। শ্যামে কেতকি চন্দ্রিকে শবলিকে কাশ্মীরিকে চম্পিকে হীহীহী—এরূপ তানমধুর গান মুরলীতে ধ্বনিত করলেন শ্রীহরি ॥

১৬। ঐ বিম্বাধরমধুতে মধুর মুরলীকাকলি কর্ণামৃতের মতো আস্বাদনীয় রূপে শ্রবণ করে অমনি গোশ্রেষ্ঠবৃন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল—কৃষ্ণ ঐ আগুনের পিছে লাগাতে ওর প্রকোপ থেকে জীবন রক্ষণ বিষয়ে অন্তঃকরণে বিশ্বাসের উদয়ে। কিন্তু চিরকাল কৃষ্ণপথচিন্তায় মগ্ন এঁরা কৃষ্ণের নিকট যেতে অসমর্থ হ'ল—দাবানল চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়াতে। না যেতে পারলেও প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য বলবানের মতো চঞ্চল হয়ে গদ্গদ বোলে গম্ভীর ভয়প্রকাশক স্বরে হাম্বা-হাম্বা রব করতে করতে তারা সন্তোষ প্রদান করল—মৌনি-পরমবিজ্ঞ এবং শান্তজনের মনোবচনের অগোচর কিন্তু গোকুল-বাসিগণের গোচর শ্রীকৃষ্ণকে।

১৭। সমাকলিতেঽথ তস্মিন্ ধেনুঘোষে ঘোষেশ্বরনন্দনো ননন্দ নোনসংমদা মদাবিলবিলসদন্তরা দন্তরামণীয়কঝকঝকায়মানসিতহসিতহতান্ধকারা ইব হর্ষোৎকর্ষোৎকমনসো ন সোস্মূচ্যন্তে স্ম কং বানন্দং কুতূহলিনা হলিনা সহ সহচরাশ্চ ॥

১৮। অথ তেনৈব ধ্বনিনাঽধ্বনির্ণায়কেন কৃষ্ণে চরণসঞ্চরণসংজাতত্বরে ত্বরে সর্ব এব যদি তদৈব দৈববশাদবসাদশীর্ণোৎসাহা ইব দাবদাবতাপেনেষিকাবনগতা গতাবনা ইব ধেনুঃ সবলোঽবলোক্য হা! কষ্টং কষ্টঙ্কিতবানীদৃশীং বিপত্তিমাসামাসাদ্যমান-মৃত্যুপথানামিতি সঞ্চিন্তয়ন্ কাতরতর-চকিত-চকিতরহিত-হিতবিলোচন-বিলোচনপ্রান্তেন স্রবদস্রবদনাভিস্তাভিরভিতো মুহ্যমানমানসাভিরবলোক্যমানো মানো-জ্ঝিতকরুণোন্নাহগাহমানমানসো দ্বিগুণিতে দুঃখেঽদুঃ খেঽপি চরন্ত্যো দাহং যদি দবদবকীলাঃ কীলালদ-কীলালৈরপি শময়িতুমশক্যাস্তদা পূর্ববদপূর্ববদনবিস্বস্তৎকালোপনতয়া স্বভাবৈশ্বর্য্যশক্ত্যা তমনলং ন

কীদৃশম্? বাচংযমিনাং মৌনব্রতাম্; কিমজ্ঞতয়া? নহি নহি, দশমীনাং জ্যায়সাং পুরাতনত্বেন পরমবিজ্ঞানামিত্যর্থঃ; "বর্ষীয়ান্ দশমী জ্যায়ান্" ইত্যমরঃ। কুতঃ? শমিনাং শান্তিমতাং মনসো বচসশ্চাগোচরং ন বিষয়ম্ ॥

১৭। ধেনূনাং ঘোষে শব্দে ননন্দ, ইত্যস্য বচনবিপরিণামেন সহচরাশ্চ ননন্দুরিতি। কীদৃশাঃ? ন ঊনঃ সম্পূর্ণ এব সম্মদো হর্ষো যেষাং তে; নিষেধার্থক-নকারেণ সমাসঃ; অতএব মদাবিলং মদব্যাপ্তং বিলসদন্তরং মনো যেষাং তে; অতএব দন্তানাং রামণীয়কেন রমণীয়ত্বেন ঝকঝকায়মানং যৎ সিতহসিতং তেন হতোঽন্ধকারো বনগহ্বরগতোঽপি যৈস্তে কং বানন্দং ন সোস্মূচ্যন্তে স্ম, অতিশয়েন নাস্মূচয়ন্। অত্রানন্দমিত্যনেন নোনসম্মদা ইতি ননন্দুরিত্যাভ্যাং চার্থপৌনরুক্ত্যমানন্দাতিশয়বিবক্ষয়া ন দোষায়েতি ॥

১৮। তেনৈব হম্বাহম্বাময়েন ধ্বনিনা শব্দেনাধ্বনির্ণায়কেন বর্ত্মনিশ্চায়কেন চরণয়োঃ সঞ্চরণস্য সঞ্জাতা ত্বরা যস্য তথাভূতে কৃষ্ণে সতি সর্ব এব প্রকরণাৎ সহচরগণস্ত্বরে ত্বরাং চকার যদি তদৈব স শ্রীকৃষ্ণো দাবদাবতাপেন বনবহ্নি-জ্বালয়া গতাবনা গতরক্ষকা ধেনূরবলোক্য তমনলং পিপাসয়িষুরনুচরানবাদীদিত্যন্বয়ঃ।—"দবদাবৌ বনারণ্যবহ্নী"

১৭। অতঃপর সেই হাম্বা হাম্বা ডাক শুনে ঘোষেশ্বর নন্দন আর সেই সঙ্গে হলধর সহ সহচরগণ সকলে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। যাঁদের দন্তসৌন্দর্যে উজ্জ্বলীকৃত ঝকঝকে শুভ্র হাসির ঝলকে গহনবনের অন্ধকার যেন নাশ হয়ে যাচ্ছিল সেই আনন্দোজ্জ্বল-আনন্দবিহ্বলমনা সহচরগণ সকলে আনন্দোচ্ছল উৎকণ্ঠিত মনের কোন্-না আনন্দকে অতিশয়রূপে সূচিত করছিল তৎকালে।

১৮। অতঃপর সেই হাম্বা হাম্বা ডাকে পথের নির্দেশ পেয়ে কৃষ্ণ চরণচালনাসঞ্জাত ত্বরায় ত্বরান্বিত হলে সেই সঙ্গে বলদেবাদি সকলে যদি ত্বরান্বিত হল অমনি যেন দৈববশে নিরুৎসাহা, দাবানল জ্বালায় অরক্ষণীয়া, ঈষিকাবনে অবস্থিতা ধেনুগণকে তাঁরা সকলে দেখতে পেয়ে মনে মনে বিচার করতে লাগলেন—হায় হায় এদের মুখে চোখে কি কষ্টের ভাব ফুটে বেরিয়েছে, অহো মৃত্যুপথে স্থিতিযোগ্য ঈদৃশী বিপত্তি এদের উপস্থিত হল! তাঁরা যখন এরূপ চিন্তা করছেন তখন চতুর্দিকে অতিকাতর ত্রস্ত অতৃপ্ত ধেনুগণ অনুকূল দর্শনে উজ্জ্বল, অনর্গল অশ্রুধারায় সিক্ত নয়নকোনে কৃষ্ণের দিকে তাকিয়ে রইল। ওদের মন প্রেরিত হল কৃষ্ণসন্নিধানে। অসীম কৃপাসাগরে নিমজ্জিতমনা কৃষ্ণের দুঃখ এতে

লঙ্ঘনীয়মপি পিপাসয়িষুরনুচরানবাদীৎ ॥

১৯। 'ভো ভোঃ! নয়নানি পিদধ্বং মোদধ্বং মোচয়ধ্বং চ মোহং চ' ইতি। তথা নয়নানি পিদধানেষু দধানেষু চ বিস্ময়ং লম্বালকেষু বালকেষু কোমলকমলকলিকাকারেণ করতলেন গণ্ডূষীকৃত্য কৃত্যবিশারদে শারদেন্দুবদনে সুধাসুধারাবন্তমিবানলং পিপাসতি সতি ব্রজরাজতনয়ে নয়েন তস্যৈবৈশ্বর্য্য-শক্ত্যা প্রকটীভূয় স্বয়মেবাসৌ পপেঽপপেশলতা ন কুত্রাপি তস্যাঃ ॥

২০। অন্যো হি ঘনরসদো রসদোহেনৈব সদা বত! দাবতনূনপাতমন্তং নয়তি, এষ হি ঘনরসদো

ইত্যমরঃ। ধেনূঃ কীদৃশীঃ? দৈববশাদবশাদেন দুঃখেন শীর্ণ উৎসাহো যাসাং তাঃ; 'শদ্ শাতনে' ইত্যস্য ঘঞা অবশাদ-স্তালব্যমধ্যোঽপি দৃষ্টঃ। সবলো বলদেবসহিতঃ; টঙ্কিতবান্ চিহ্নিতবান্; 'টকি লক্ষণে' ইতি ধাতোঃ, কাতরতরমতি-কাতরং চকিতং ত্রস্তং চকিতরহিতমতৃপ্তম্; 'চক তৃপ্তৌ' ইতি ধাতোঃ। হিতমনুকূলং বিলোচনং দর্শনং যস্য তথা-ভূতস্য বিলোচনস্য নেত্রস্য প্রান্তেন তাভিরবলোক্যমানঃ। প্রান্তেনেত্যন্যভাগানামশ্রুদাবধূমাদিভির্ব্যাকুলত্বাদিতি ভাবঃ। নুন্নমানং কৃষ্ণসন্নিধৌ প্রের্য্যমাণং মানসমেব যাভিস্তাভিঃ। ততশ্চ মানোজ্ঝিতং পরিমাণাতীতং করুণোন্মাহং কৃপাবিস্তারং গাহমানমবগাহমানং মানসং মনো যস্য সঃ; ততশ্চ দুঃখে দ্বিগুণেতি সতি খেঽপি আকাশেঽপি চরন্ত্য উৎপতন্ত্যো দবদবকীলা বনাগ্নিজ্বালা যদি দাহমতুর্দন্তবত্যঃ। কীদৃশ্যঃ? কীলালদা জলদস্তেষামপি কীলালৈর্জলৈর্নির্বাপয়িতুমশক্যা। ন লঙ্ঘনীয়ং দুর্বার্যমপি ঐশ্বর্যশক্ত্যা প্রযোজ্যকর্ত্র্যা পিপাসয়িষুঃ, পানং কারয়িতুমিচ্ছুঃ। অত্র (৩৪শ-শ্লো০) "কুবলয়-যুবতীনাং লেহয়ন্নক্ষিভৃঙ্গৈঃ, কুবলয়দলনীলাঙ্গিমাঃ স্বাঙ্গভাসঃ" ইত্যাদি দানকেলিকৌমুদ্যাদিদর্শনাৎ। পানলেহনভক্ষ-ণানাং তুল্যপর্যায়ত্বভাবাচ্চ, (পা০ ১।৪।৫২) "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থ-" ইত্যাদিনা পিবত্যাদীনাং প্রযোজ্যকর্ত্তুর্ন নিত্যকর্মত্বমিচ্ছন্তীতি ॥

১৯। সুধাসুধারাবন্তমিতি তৎপাণিপতনসময়েঽনলস্যাপি সুধাসম্বন্ধিশোভনধারাযুক্তত্বমশ্লীলতাদোষনিবৃত্ত্যর্থং যুক্তমেব। প্রকটীভূয় পৃথক্ প্রচণ্ডমূর্তিং ধৃত্বাসাবনলঃ পপে পীতঃ। অপপেশলতা অদক্ষতা; "দক্ষে তু চতুরপেশল-" ইত্যমরঃ। অত্রানলস্যামৃতত্বে সতি তৎপানেঽপ্যনৌচিত্যাভাবেঽপ্যনুরাগার্দ্রচিত্তভক্তানাং তদ্দুঃসহদুঃখদমেবেতি ন সাক্ষাৎ শ্রীমুখাব্জেন পানমিতি। অতএব (ভা০ ১০।১৯।১২) "পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদ্‌যোগাধীশো ব্যমোচয়ৎ" ইতি মূলপদ্যেঽপি মুখেনেত্যস্যোপায়েনেত্যয়মর্থো জ্ঞেয়ঃ।—"মুখং নিঃসরণে বক্ত্রে প্রারম্ভোপায়য়োরপি" ইতি মেদিনী ॥

দ্বিগুণিত হয়ে উঠল। দাবানল জ্বালা যদি আকাশেও ছড়িয়ে পড়ল, মেঘের বারিবর্ষণেও যদি নির্বাপিত হওয়ার মতো থাকলো না তখন অপূর্বমুখমণ্ডলে শোভন কৃষ্ণ তৎকালে উপনতা স্বাভাবিক-ঐশ্বর্যশক্তি-দ্বারা সেই অলঙ্ঘনীয় অনলকে পান করবার ইচ্ছায় অনুচরগণকে বললেন—

১৯। 'ভো ভো সখাগণ! চোখ বন্ধ কর, আনন্দ কর, মোহপাশ কাটিয়ে উঠ।' কৃষ্ণের কথায় লম্বা কেশকলাপে সুন্দর বালকগণ নয়ন বন্ধ করলে, এবং বিস্ময়ান্বিত হয়ে পড়লে কার্যকুশল শরদেন্দু বদন নীতিবিশারদ ব্রজরাজ-তনয় কোমল কমলকলিকাকার করতলে গণ্ডূষ করে সুধার সুন্দর ধারার মতো অনল পান করতে নিলে তাঁর ঐশ্বর্যশক্তি আবির্ভূত হয়ে স্বয়ং-ই পান করে নিলেন—তাঁর অসামর্থ্যতা কোথাও নাই।

নরসদোত্থভবদবদবথুং করুণোৎকটাক্ষঃ কটাক্ষমাত্রেণৈব যো হরতি, তস্য কিমিদং চিত্রং যদিমং ক্ষুদ্র-দবং দবং সকলসৌভগবত্যা ভগবত্যা নিজশক্তিদেব্যা শময়াঞ্চক্রে, শময়াঞ্চক্রে চ তস্য নিজগোকুল-গোকুলমিতি ॥

২১। নাপীদং চিত্রং যদখণ্ডে মহসি মহসিদ্ধিকারিণি বকারিণি বহুলপ্রভাবে প্রভাবেশ্মনি খণ্ডমহো মহো দবদহনাপদেশমপদেশভাবমিহ বিহতমিত্যত্র ন কোবিদঃ কো বিদঃ সারস্যমভিনয়তি। অতো যৈঃ কৃতং নমোঽঘারয়ে ন মোঘা রয়েণ কালস্য তেষাং জনির্ভবতীতি ॥

২২। তদা স্বঃ-সদাং সদান্দোলদানন্দনন্দদাত্মনামভিতোঽভিতঃ প্রণামাঞ্জলয়ো জলযোনিযোনি-

---

২০। অন্যো হি ঘনরসদো মেঘো রসদোহেন জলপূরেণ দাবস্য বনস্য তনূনপাদ্‌বহ্নিস্তমন্তং নাশং নয়তি। 'তনূন-পাৎ' ইতি শত্রন্তম্; "জ্বলনো জাতবেদাস্তনূনপাৎ" ইত্যমরঃ। নরাণাং সদোত্থস্য সর্বদোদ্ভবতো ভবদবস্য সংসারাগ্নে-র্দবথুং তাপং হরতি নাশয়তি। ক্ষুদ্রো দব উপতাপো যস্মাত্তং দবং বনবহ্নিং শময়াঞ্চক্রে নাশয়ামাস। ততশ্চ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নিজগোকুলস্য স্বব্রজস্য গোকুলং গোসমূহঃ শং কল্যাণময়াঞ্চক্রে প্রাপ; 'অয় গতৌ', (পা০ ৩।১।৩৭) 'দয়ায়াসশ্চ' ইতি আম্ ॥

২১। ঐশ্বর্যশক্তিপ্রাকট্যমপি লোকদৃষ্ট্যৈব লীলাসৌন্দর্যার্থমেব। তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু তদপি পিষ্টপেষায়িতমেবেত্যাহ—নাপীতি। ইদমপি ন চিত্রম্। কিং তৎ? যদ্‌যস্মাদখণ্ডে পরিপূর্ণমহসি, তেজসীতি পরিপূর্ণব্রহ্মত্বং মহসিদ্ধিকারিণি বকারিণীতি তত্রাপি সবিশেষত্বেন মধুরলীলাতয়ত্বম্। বহুলপ্রভাব ইতি তথাপ্যনাচ্ছাদিতমেব ভগবত্ত্বং ব্যঞ্জিতম্। তদেবং প্রভাণাং বৈষ্ণবমতে উক্তানাং ব্রহ্মত্বাদীনাং তেজসামপি বেশ্মন্যধিকরণরূপে তস্মিন্। অহো আশ্চর্যম্! দব-দহনচ্ছলং খণ্ডং মহঃ প্রাকৃতমেব তেজো বিহতং নষ্টম্। তৎ কীদৃশম্? অপদে স্বাশ্রয়ভিন্নে এব বিষয়ে ঈশভাব ঐশ্বর্যং যস্য, ন তু সাক্ষাত্তস্মিন্নেবেতি সামান্যতেজঃকণস্যান্যদাহকস্যাপি মহাগ্নিপুঞ্জে লয়দর্শনাৎ; (গী০ ১৫।১২) "যচ্চন্দ্রমসি

২০। সাধারণ আকাশের মেঘই-তো বারিবর্ষণে সদা অহো, বনের বহ্নি নিভিয়ে দেয়, আর ইনি এক করুণাপূর্ণ সিগ্ধ নয়ন, প্রেমামৃত রসদাতা—যাঁর কটাক্ষমাত্রে ভবমহাদাবাগ্নিতাপ নির্বাপিত হয়ে যায়। এর পক্ষে এ আর কি আশ্চর্য, যে এই ক্ষুদ্র দাবানল সকলসৌভাগ্যবতী ভগবতী নিজশক্তি-দেবীর দ্বারা প্রশমিত হ'ল, আর রক্ষিত হ'ল তাঁর ব্রজের গোসমূহ।

২১। (ঐশ্বর্যশক্তির এই যে প্রকাশ এও তো লোকদৃষ্টিতেই লীলাসৌন্দর্যার্থে হয়ে থাকে—তত্ত্বদৃষ্টিতে তো এ-ও পিষ্টপেষণেরই সমান—এই আশয়ে বলা হচ্ছে—)

এ কিছু আশ্চর্য নয়,—যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডতেজস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম, সূর্যচন্দ্রঅগ্নি প্রভৃতি সকল তেজের সিদ্ধিকর্তা—এরূপ হয়েও তিনি বকারি, সবিশেষভাবে মধুর লীলায় লীলায়িত, এর মধ্যেও কখনও আবার তাঁর এই মাধুর্যের আচ্ছাদন খুলে দিলে ঐশ্বর্যশক্তির প্রকাশ হয়। এইরূপ সকল তেজের এমনকি ব্রহ্মেরও প্রতিষ্ঠা-স্থান শ্রীকৃষ্ণের নিকট স্বাশ্রয় কৃষ্ণ ভিন্ন অন্যবিষয়ে মাত্র ঐশ্বর্য-প্রকাশে সমর্থ ক্ষুদ্র এক তেজ দাবাগ্নিচ্ছলে এসে অহো, বিনাশপ্রাপ্ত হয়ে গেল। এইরূপ পূর্ণ ঐশ্বর্যমাধুর্যমূর্তি শ্রীকৃষ্ণের বিষয়ে কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি-না নিজ বুদ্ধির সরসতা খেলিয়ে বেড়ায়।

প্রভৃতীনাং নন্দনকুসুমাঞ্জলিভিরলিভিরবলম্ব্যমানৈর্দিবঃ কজ্জলাশ্রুজলাশ্রুতিপটলৈরিব নিপতিতিস্ম স্ম ॥

২৩। তদৈব দৈবতবৃন্দবন্দনমনুমোদয়তা মোদয়তা চ তেনৈব সগোপগো-পরঃশতবর্গং সুচ্ছায়াচ্ছায়াতশৈত্যগুণে ভাণ্ডীরতরুতলেঽলক্ষিতমাত্মযোগেন সঙ্গময্য 'ময্যতো বয়স্যা বিকিরত সম্প্রতি প্রতিপন্নার্থা দৃষ্টীঃ' ইতি নিগদিতা দিতাক্ষিমুদ্রা মুদ্রামণীয়কেন 'অহো! কিময়মস্মাকমুন্মাদঃ স্বপ্নো বা, ক্ব গতো দবানলো ন লোক্যতে লক্ষণমপ্যস্য কিমপি, ক্ব বা সাঽটবী, গাবো বয়মপি ভাণ্ডীরমূল এব স্মঃ' ইত্যতিবিস্মিতাস্তে বিদধিরে ॥

২৪। অথ সা নৈচিকীবিততিঃ প্রমদবিলসৎকাননা কাননানলে প্রশান্তে শান্তেন মনসা সম্মদমদ-

---

যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্" ইতি প্রাকৃততত্তেজসানপ্যাশ্রয়ত্বমুক্তমেব। ইতি হেতোঃ, অত্র শ্রীকৃষ্ণে কঃ কোবিদঃ কঃ পণ্ডিতো বিদো বুদ্ধেঃ সারস্যং সরসতাং নাভিনয়তি, অপি তু সর্ব এব। অতোঽঘারয়ে শ্রীকৃষ্ণায় যৈর্নমস্কারমাত্রং কৃতম্, তেষাং কালস্য রয়েণ বেগেন মোঘা ব্যর্থা জনির্জন্ম ন ভবতি, কিন্তু ভগবদিচ্ছয়ৈব ভক্ত্যুপযোগি সার্থকং জন্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥

২২। প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য প্রস্তুতমাহ,—স্বঃসদাং দেবানাং সদেবান্দোলতা সমুল্লসতানন্দেন নন্দন্তঃ সমৃদ্ধিমন্ত আত্মানো যেষাং তেষাং নন্দনকুসুমাঞ্জলিভিঃ সহ প্রণামাঞ্জলয়ো নিপতন্তি স্ম,—শ্রীকৃষ্ণং প্রতীত্যর্থঃ। কীদৃশৈঃ? সৌরভবশাদলিভিরবলম্ব্যমানৈরাসজ্যমানৈরলিভিরপি। কৈরিব? দিবঃ স্বর্গাৎ কজ্জলসহিতানামানন্দাশ্রুজলানামাশ্রুতিঃ সম্যক্ ক্ষরণং তস্য পটলৈঃ সমূহৈরিব ॥

২৩। সগোপানাং গোপসহিতানাং গবাং পরঃশতং শতাদধিকসংখ্যং বর্গং সমূহং মোদয়তানন্দয়তা; "পরঃশতাদ্যাস্তে যেষাং পরা সংখ্যা শতাধিকাৎ" ইত্যমরঃ। ক্ব? সুচ্ছায়মচ্ছং নির্মলঞ্চাগতশৈত্যগুণঞ্চ তস্মিন্। অলক্ষিতং তেষাং করচরণাদিব্যাপারং বিনৈব সংগময্য প্রাপয্য মুদ্রামণীয়কেনানন্দস্য বিস্ময়ময়তয়া রমণীয়ত্বেন ॥

২২। (প্রসঙ্গান্তর কথার শেষে প্রস্তুত বিষয়ে বলা হচ্ছে—)

সেই সময়ে সমুল্লসিত আনন্দে সমৃদ্ধিমান্ মনা ব্রহ্মাদিদেববৃন্দের প্রণামাঞ্জলি ভ্রমর-মিলিত নন্দনকুসুমাঞ্জলির সহিত একত্র স্বর্গ থেকে চতুর্দিকে পড়তে লাগল—এই নন্দনকুসুমাঞ্জলি দেখাচ্ছিল কজ্জল মিশ্রিত আনন্দাশ্রুজলের অজস্র বিন্দুসমূহের মতো।

২৩। সেই সময়ে দেববৃন্দের বন্দনা অনুমোদন করতে করতে, তাঁদের আনন্দিত করতে করতে নির্মল সুন্দর ছায়ায় শীতল ভাণ্ডীরতলে অলক্ষিতভাবে আত্মযোগে গোপবালক ও শতাধিক গোযূথকে একত্রিত করে শ্রীকৃষ্ণ বললেন—'তোমাদের দৃষ্টি নিমীলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে, এবার চোখ মেলে আমার দিকে তাকাও। এরূপ বললে চোখ মেলে চেয়ে আনন্দরম্য বালকগণ বলল—'অহো এ কি আমাদের উন্মাদদশা, কি স্বপ্ন—দাবনল কোথায় গেল—তাঁর চিহ্নও তো দেখা যাচ্ছে না—কোথায় বা সেই বন—গোগণ ও আমরা সকলেই তো ভাণ্ডীরমূলে রয়েছি দেখছি! এরূপে তারা অত্যন্ত বিস্মিত হ'ল।

২৪। অতঃপর আনন্দোজ্জ্বল শিরমুখী সেই শ্রেষ্ঠ গোসমূহ দাবানল প্রশমিত হলে শান্ত মনে

সম্পদ্যমানাস্রস্তিমিতবিলোচনৈর্লোচনৈঃ পিবন্তীব সুপ্রণীতপ্রণয়রসনাভিরপি রসনাভিরপি লিহন্তীব প্রমোদভরবিকসনাসিকাভির্নাসিকাভির্জিঘ্রন্তীব পরমপ্রেমাস্পদং পদং গোপেন্দ্রতনয়ং কৃতনয়ং কৃপাময়মভিতোঽভিসর্পতি স্ম। তদনু করুণাকোমলেনামলেনারুণেন করতলেনাঙ্গমভিপরামৃশন্নেকৈকমেব বলতি প্রণয়সৌরভে সৌরভেয়ীরভিপ্রীণয়ামাস॥

২৫। অথ নিদাঘধামনি ধামনিবহো নিখিলজনতাপদো জনতাপদোঘ ইব য আসীৎ, তমবহার্য্য হার্য্যনুষ্ণভাবং গতে ভাবঙ্গতেরিতদর্শনীয়ত্বে খচরমচরমগিরিকন্দরাদরাবরোহরোহদাকাঙ্ক্ষে সতি, শীতলীভূতভূতলে প্রবলদাহজ্বরসংজ্বরসংত্যাগসুস্পর্শে জনশরীর ইব বিগতমহোষ্মণি। বিমলকমলেষু কমলেষু কমলাকরাণাম্, কমলাকরাণাং সততাবগাহ-সরসৈঃসরসৈকনিপুণ-শিরীষনিবিরীষ-বিচ্যোতন্মকরন্দধুর্বহৈর্গন্ধবহৈর্গন্ধসমন্বিতপুষ্পান্ধয়ৈরভিতঃ সেব্যমানে দিবসাবসানে কলিতকলমুরলীধ্বনিঃ ধ্বনিরতদৃষ্টীগৃষ্টীগৃহাভিমুখীঃ কারয়িষ্যন্ সহবলোঽবলোক্য নিদাঘদিবসপরিণামরামণীয়কতাং সহ সহচরৈঃ

২৪। প্রমদেন বিলসৎ কং শির আননং চ যস্যাঃ সা; সম্মদমদেনানন্দমত্ততয়া সম্পদ্যমানৈরস্রৈস্তিমিতমার্দ্রীভূতং বিলোচনং দৃষ্টির্যেষাং তৈঃ; সুষ্ঠু প্রণীতঃ প্রণয়রসস্য নাভির্মুখ্যো যয়া সাপি; "নাভির্মুখ্যে নৃপে চক্রমধ্যক্ষত্রিয়য়োঃ পুমান্" ইতি মেদিনী; প্রমোদভরাণাং বিকসনস্য প্রকাশস্য আসিকা স্থিতির্যাসু তাভিঃ। একৈকঃঙ্গমভিমৃশন্ মৃজন্ বলতি প্রবলে প্রণয়সৌরভে প্রেমবিকাশে॥

২৫। নিদাঘধামনি সূর্যে খে চরতীতি খচরী মা শোভা যস্য স চাসৌ চরমগিরিশ্চেতি তস্য কন্দরায়াং দরাবরোহে ঈষদবতরণে রোহন্তী উদ্ভবন্তী আকাঙ্ক্ষা যস্য তথাভূতে সতি; উল্লসিতেন মনসা শ্রীকমলনয়নো যদি বিপিনতো বহিরাজগাম, তদা ভ্রমরাবলিঃ কিয়দ্দূরমনুবব্রাজেত্যন্বয়ঃ। নিদাঘধামনি কীদৃশে? ধামনিবহো ঘর্মসমূহো নিখিলজনানাং তাপপ্রদো জনতায়া জনসমূহস্যাপদোঘো বিপদ্বেগ ইব য আসীৎ, মধ্যাহ্নাদাবভবৎ, তমবহার্য ত্যক্ত্বা। হারি শোভনম্; অনুষ্ণত্বং গতে, অতএব ভা দীপ্তিস্তীব্রতেজ ইতি যাবৎ, তস্যা বঙ্গতা গমনম্, গত্যর্থাৎ বগেঃ কর্তরি পচাদ্যজন্তাদ্ভাবপ্রত্যয়ে রূপম্, তয়েরিতং দর্শনীয়ত্বং দর্শনার্হত্বং যস্য তস্মিন্; অশীতলং শীতলং সম্পন্নমিতি শীতলীভূতং

পরমপ্রেমাস্পদচরণ নীতিপরায়ণ কৃপাময় গোপেন্দ্রতনয়ের নিকট এসে উপস্থিত হ'ল—আনন্দ-মত্ততায় বিগলিত অশ্রুতে সিক্ত নয়নদ্বারে যেন তাঁকে পান করতে করতে, মুখ্যপ্রণয়রস প্রাপ্ত হয়েও জিহ্বাদ্বারা যেন লেহন করতে করতে, প্রমোদভর প্রকাশের স্থিতিস্থান নাসিকাদ্বারা যেন আঘ্রাণ নিতে নিতে। করুণাকোমল-অমল-অরুণ করতলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের প্রত্যেকের গা হাতিয়ে মুছে দিতে দিতে উচ্ছলিত প্রেমসুরভিতে ভরিয়ে দিয়ে সর্বতোভাবে পরিতুষ্ট করে তুললেন।

উত্তরগোষ্ঠপথে চন্দ্রশালিকা-আরূঢ়া গোপীসহ চোখে চোখে মিলন :

২৫। অতঃপর সূর্যদেব জনগণের বিপত্তিবেগের মতো প্রখর নিখিলজন-তাপন উষ্ণতা ত্যাগ করে শোভন অনুষ্ণভাব ধারণ করলে, তীব্রতেজের অপগমে প্রশংসনীয় রূপে দর্শনীয় হলে, আকাশের রমণীয় অস্তগিরির গুহায় ঈষৎ অবতরণের জন্য আকাঙ্ক্ষান্বিত হলে, প্রবল দাহনজ্বরের সন্তাপ সম্যক্ ত্যাগে সুখস্পর্শ দেহের মতো মহাখরতাপের অপগমে শীতলীভূত ভূতল সুখস্পর্শ হলে—সূর্যতাপ অপগমে

সলীলসলিলাবগাহ-দুরবগাহ-সুশ্রীকঃ শ্রীকমলনয়নো নয়নোৎসবীভবিষ্যন্ ব্রজভুবামনুকূলেনানুকূলেনা-মলজলাশয়ানাং পবমানেন পবমানেন তদঙ্গসঙ্গতঃ পুরঃপুরঃ-সারিতৈর্গোখুররেণুভিরণুভিরভিমৃশ্যমানাংশুকান্তকান্তকুন্তল-চূর্ণকুন্তল-চূর্ণধবলোষ্ণীষো বনতরু-বীরুধামনিশনববয়সাং বয়সাং তদবলোকমৃগাণাং মৃগাণাং চ ভবদ্বিরহদুঃখন-দুঃখ-নমিতহৃদাং কাকু-কলকলকুলাকুলায়মানমানসন্তদাশ্বাসনাদেন নাদেন মুরল্যাঃ সরসয়ন্নমূনমূঢ়মনসো মনসোল্লসিতেন যদি বিপিনতো বহিরাজগাম, তদা বিপিনপিনদ্ধনীলমণিমালা-

---

তস্মিন্ ভূতলে বিগতমহোষ্মণি সতি। কস্মিন্নিব? প্রবলদাহজ্বরস্য সংজ্বরঃ সন্তাপস্তস্য সম্যক্ ত্যাগে সতি সুস্পর্শে সুখস্পর্শে জনশরীরে ইব। কমলাকরাণাং সরসাং কমলেষু জলেষু বিমলকমলেষু নির্মলপদ্মেষু সৎসু। অতিতীব্রসূর্য-তেজোভিঃ পদ্মানামপি দলম্লানতারূপস্য জাতস্য মলস্যাপগমাৎ; "সলিলং কমলং জলম্", "সহস্রপত্রং কমলম্" ইতি চামরঃ। ততশ্চ দিবাবসানে গন্ধবহৈঃ পবনৈঃ সেব্যমানে সতি। কথম্ভূতৈঃ? সদ্ভিঃ। কমলাকরাণাং সরসাং কমলেষু সততাবগাহেন, সরসৈরিতি শৈত্যমুক্তম্। অত্র কমলাকরাণাং কমলাকরাণামিত্যাম্রয়ভেদান্ন পৌনরুক্ত্যম্। অতঃ কথ-ঞ্চিল্লাটানুপ্রাস এব, ন তু যমকমৈকার্থ্যাদেব। হসরসো হাস্যরসঃ প্রফুল্লতা তদেকনিপুণানাং শিরীষাণাং নিবিরীষং নিবিড়ং যথা স্যাত্তথা চ্যোততাং মকরন্দানাং ধুর্বহৈর্ভারবাহিভিরিতি সৌগন্ধ্যম্, ভারবহন-শ্রমাদেব গতিশৈত্র্যাসম্ভবা-মান্দ্যমপি গম্যমেব। পুষ্পন্ধয়া ভ্রমরাঃ; গৃষ্টীর্ধেনূঃ, সলীলং যথা স্যাত্তথা সলিলাবগাহনেন হেতুনা দুরবগাহা সম্যক্ গ্রহণাশক্যা শোভনা শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ; ব্রজভুবাং ব্রজবাসিনাম্; গবাং খুররেণুভিরণুভিরল্পমাত্রৈরেবাভিমৃশ্যমানানি স্পৃশ্যমানান্যংশুকান্তাদীনি যস্য সঃ, অংশুকান্তো বস্ত্রান্তঃ; কান্তকুন্তলা গ্রীবাসীম্নি দৃশ্যমানা উষ্ণীষচ্যুতা কমনীয়কেশাঃ; চূর্ণকুন্তলা অলকাঃ; চূর্ণবৎ শ্বেতমুষ্ণীষং শিরোবেষ্টনং বস্ত্রম্; যতঃ পবমানেন বায়ুনা পুরঃ পুরোঽগ্রে অগ্রে সারিতৈর্নিঃ-সারিতৈর্দূরীকৃতৈঃ পৃষ্ঠং প্রত্যেব সম্পূর্ণং নীতৈরিতি যাবৎ। পবমানেনাপি কথম্ভূতেন? অনুকূলেনাভিমুখেন। নির্মলানাং জলাশয়ানাম্, অনুগতং কূলং যেন তেন, শীতলেনেত্যর্থঃ। তস্য শ্রীকৃষ্ণস্যাঙ্গসঙ্গতো হেতোঃ পবমানেন দেশান্তরমপি স্বস্পর্শেন পবিত্রীকুর্বতেত্যর্থঃ। যদ্বা, পবঃ পবিত্রীকরণং তত্র মানো যস্য তেন, অনিশনববয়সাং নিত্যনবযৌবনানাং বয়সাং পক্ষিণাম্, তস্যাবলোকং মৃগয়ন্ত্যন্বেষয়ন্তীতি তেষাম্, ইগুপধত্বাৎ ক-প্রত্যয়ঃ। সর্বেষামপি কীদৃশানাম্? ভবতস্তদৈব জায়মানাদ্বিরহাৎ হেতোর্যদ্ দুঃখনং দুর্ভিদং দুঃখং তেন ন মিতহৃদাং শীর্ণমনসাং তেষাম্, কাকা শোকবিকারেণ কল-

---

সরোবর-সলিলে কমল নির্মল হয়ে দেখা দিলে—দিবসাবসানে সরসী-সলিলে সতত অবগাহনে শীতল, ও বিকসিত হয়ে উঠতে অনন্য দক্ষ শিরীষের অঝোরে ক্ষরিত মকরন্দের গন্ধে সুগন্ধিত পবন ভ্রমরকে অন্ধ করতে করতে কৃষ্ণসেবায় বিভোর হলে কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ মুরলীতে মৃদুমধুর ধ্বনি করে নন্দগ্রামের পথে বদ্ধদৃষ্টি ধেনুগণকে সখাগণের দ্বারা গৃহাভিমুখী করালেন। নিদাঘ-দিবসান্তের রমণীয়তা অবলোকনের উদ্দীপনায় বলদেব এবং সকল সহচরগণের সহিত লীলাবিলাসাবগাহন হেতু দুরবগাহ রম্যা কান্তিতে উদ্ভাসিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিদের নয়নানন্দকর হলেন। কৃষ্ণাভিমুখে অমল জলাশয়ের কূলে কূলে প্রবাহিত হওয়াতে শীতল, কৃষ্ণের অঙ্গসঙ্গ হেতু পবিত্র বায়ুদ্বারা সম্মুখের দিকে সকলের পৃষ্ঠদেশে উড়িয়ে নেওয়া গোখুর-ধূলিজালে ধূসরিত বস্ত্রাঞ্চল, গ্রীবার সীমানায় দৃশ্যমান্ উষ্ণীষচ্যুত কমনীয় কেশে, চূর্ণালকে, ও চূর্ণের মতো শুভ্র উষ্ণীষে মনোহর কৃষ্ণ দুর্ভেদ্য ভাবীবিরহদুঃখে শীর্ণমনা অমূঢ়

মালাভ্রমরা ভ্রমরাবলিরানুকূল্যসমীরণেন সমীরণেন ধূয়মানেন পুষ্করে পুষ্করেক্ষণসৌরভে রভসেনান্ধেব কিয়দ্দূরমনুবব্রাজ ॥

২৬। অথ পুরঃ পুরঃ-পদবী দবীয়সীতি দ্রুততরং তত্তরংহসা চলতি ভবনবিষয়কুতূহলিনি হলিনি সহজপ্রমদমদমন্থরগামিতয়া মিতয়া পদবিহারলীলয়াঽভিসরণমারভমাণো রভমাণো বিবিধসৌভগশ্রিয়মুদারমাধুর্য্যো রমাধুর্য্যো মদকলকলভ ইব ব্রজরাজকুমারঃ কুমারয়ন্নেব কিয়দন্তরিতোঽন্তরিতোঽনুরাগং প্রিয়সহচরৈর্দর্শ্যমানঃ পুরবলভীর্বলভীহ্রাসনিঃসঙ্কোচং বিলোকয়ামাস ॥

২৭। তাসু সমারূঢ়ানাং রূঢ়ানাং প্রণয়ধুরয়া মধুরয়া মদিরাক্ষীণাং বদনমণ্ডলৈঃ পূর্ণচন্দ্রপরম্পরা-

---

কলঃ কোলাহলস্তস্য কুলেন সমূহেনাকুলায়মানং কৃপাবিহ্বলং মানসং যস্য সঃ। ততস্তেষামাশ্বাসনাং দদাতীতি তেন মুরল্যা নাদেনামূন্ সরসয়ন্ আনন্দয়ন্। নন্বু তিরশ্চাং মূঢ়যোনীনাং তেষাং তদ্বিরহ-সংযোগজন্য-দুঃখসুখবিবেকঃ কথং সম্ভবেৎ ? তত্রাহ—অমূঢ়মনসঃ, বৃন্দাবনীয়ত্বাদিতি ভাবঃ। বিপিনেন পিনদ্ধা মণ্ডনত্বেন ধৃতা নীলমণীনাং মালাভিঃ সমূহৈর্যা মালা তস্যা ভ্রমং সৈবেয়মিতি বুদ্ধিং রাতি দদাতীতি সা ঃ আনুকূল্যস্যানুকূলতায়াঃ সমীরণেন সম্যক্ প্রেরকেণ সমীরণেন বায়ুনা ধূয়মানেব খণ্ড্যমানেব। নন্বেবং চেৎ কথমত্যাগ্রহেণ তমনুবব্রাজ ? তত্রাহ—পুষ্করেক্ষণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সৌরভেঽঙ্গগন্ধে পুষ্কলে মহতি বিষয়ে রভসেন হর্ষেণান্ধা ইব ॥

২৬। পুরোঽগ্রে ; পুরঃ পদবী পুর্য্যা মার্গঃ ; দবীয়সী দূরতরেতি হেতোঃ, দ্রুততরং যথা স্যাত্তথা তত্তরংহসা বিস্তৃতবেগেন চলতি। কুতঃ ? ভবনবিষয় এব কুতূহলযুক্তে হলিনি সতি ; বিবিধসৌভগসম্পত্তিং রভমণো লভমানঃ, রলয়োরৈক্যাৎ। মদকলো মত্তঃ কলভঃ করিশাবক ইব রমাধুর্যঃ সম্পত্তিভারবান্। কুমারয়ন্নেব খেলয়ন্নেব কিয়দন্তরিতঃ কিয়ন্মাত্রং ব্যবহিতঃ সন্ননুরাগং প্রেমাণম্, অন্তরিতোঽন্তঃকরণে প্রাপ্তঃ ; 'ইণ্ গতৌ' ইত্যস্য নিষ্ঠান্তস্য রূপম্ ; পুরাণাং বলভীশ্চন্দ্রশালিকাঃ ; "চন্দ্রশালা চ বলভী স্যাতাং প্রাসাদমূর্ধনি" ইতি শ্রীধরঃ ; বলান্নিজাগ্রজাদ্ভিয়ো হ্রাসেন হেতুনা নিঃসঙ্কোচং যথা স্যাত্তথা ; এতদভিপ্রেত্যৈব তেন প্রথমত এব তৎসঙ্গতো বিচ্যুতমিতি ॥

বনগুল্মলতাদির, নিত্যনব যৌবনসম্পন্ন পক্ষীকুলের, ও কৃষ্ণদর্শন-সন্ধানপরায়ণ মৃগসকলের শোকবিকারজনিত কলকল রবে কৃপাবিহ্বলমনা হয়ে আশ্বাসি মুরলীনাদে ওদের সকলকে আনন্দ দান করলেন। এইরূপে উল্লসিত মনে শ্রীকৃষ্ণ যদি বৃন্দাবনের প্রান্তে এসে গেলেন তখন বৃন্দাবনের গলে পরিহিত নীলমণি মালার ভ্রম-উৎপাদনকারী ভ্রমরাবলি অনুকূলতায় প্রবাহিত প্রবল বায়ুদ্বারা ছিন্নমান হয়েও কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণের সৌরভে যেন অন্ধ হয়ে কিছুদূর পর্যন্ত অনুসরণ করে চলল।

২৬। ঐ সম্মুখে পুরীর পথ অতিদূর—তাই অতঃপর ঘরে ফেরার জন্য উৎসুক হলধর যাতে তাড়াতাড়ি পৌঁছা যায় সেই ভাবে দ্রুত পা-চালিয়ে চলতে লাগলে মত্ত করিশাবকের মতো বিবিধ সৌভাগ্যলক্ষ্মীযুক্ত, উদার মাধুর্যে মনোহর, শোভাসম্পত্তিভারে দীপ্ত ব্রজরাজকুমার উত্তরগোষ্ঠের পথে সহজ আনন্দমত্ততায় মন্থরগামী হয়ে মন্দ মন্দ পদচালন-লীলায় চলতে আরম্ভ করলেন—হলধরের থেকে কিছুটা ব্যবধানে, অন্তঃকরণে সঞ্জাত অনুরাগভরে, নিজ অগ্রজের ভয়হ্রাসে নিঃসঙ্কোচে পুরচন্দ্রশালিকার দিকে নয়ন মেলে।

পরাচিতেব সমজনি গগনবীথী, নয়নৈরপি নীলরাজীবরাজীবহুলেব দিক্‌সরসী, বপুষ্কলাভিঃ পুষ্কলাভির্বিতড়িত্বত্তড়িত্বদিব নভোমণ্ডলম্, মণিভূষণমরীচি-বীচি-বীথিভিরপি নিরভ্রাখণ্ডলাখণ্ডলালিত্যধনূরাজিরাজিতমিব ব্যোম, ভ্রূতরঙ্গৈরপি নভঃস্মিতকুসুমবীরুধারুধামলিনামাভয়া মলিনা মাঽভয়ানামপি দিগবলানাম্ কিং বহুনা ? লাবণ্যামৃতরসবাহিন্যো বাহিন্যোঽভবন্ প্রণাল্যশ্চ ॥

২৮। এবং সমুৎকণ্ঠাসমুৎকণ্ঠাস্তা অপি সুকণ্ঠ্যঃ কণ্ঠ্যমপি ন কুর্বন্তি যং তমনুরাগরসং গরসন্নিভমিব হৃদি বহন্ত্যো দিবসমতিবাহ্য বাহ্যবৃত্তিরহিতাঃ স্থিতাঃ ॥

২৯। দিবসাবসানমালোক্য কৃষ্ণদিদৃক্ষয়াঽক্ষয়াশাপাশাপাদিতজীবনবন্ধা নবং ধাম মেঘমেচকং

২৭। তাসু বলভীষু ; প্রণয়মধুরয়া প্রেমভারেণৈব রূঢ়ানাং প্রসিদ্ধানাম্ ; "রূঢ়ং জাতেঽতিপ্রসিদ্ধে চ" ইতি মেদিনী ; পূর্ণচন্দ্রাণাং পরম্পরাভিঃ পরাচিতা সর্বতো ব্যাপ্তা। রাজীবরাজী কমলশ্রেণী ; বপুষাং কলাভিরংশৈরবয়বৈরিত্যর্থঃ ; পুষ্কলাভিঃ শ্রেষ্ঠাভির্বিগতস্তড়িত্বান মেঘো যত্র তন্নির্মেঘমিত্যর্থঃ, তথাপি তড়িত্বদ্ বিদ্যুদ্‌যুক্তম্ ; নিরভ্রাণি নির্মেঘানি যান্যাখণ্ডলস্যেন্দ্রস্যাখণ্ডলালিত্যানি পূর্ণমাধুর্যাণি ধনূংষি তেষাং রাজিভিঃ শ্রেণীভী রাজিতং দীপ্তম্ ; নভসি নিঃসৃতং তাসাং স্মিতমেব কুসুমবীরুধা ; হলন্তাদ্‌ভাগুরিমতে টাপ্ ; তাং রুন্ধন্তীতি তথা তেষামলিনামাভয়া কান্ত্যা দিগবলানাং দিক্‌সুন্দরীণামপি মা শোভা মলিনা সমজনীতি পূর্বেণৈব সম্বন্ধঃ। অলিনাং কীদৃশানাম্ ? অভয়ানাং ভ্রমণে নিঃসঙ্কোচানাম্ ; বাহিন্যো নদ্যঃ ॥

২৮। তদানীন্তনস্তু তাসাং তাদৃশভাবস্যৌচিত্যমেব বক্তুং তৎপূর্বকালবর্তিনীং দুঃখদশাং তাসামাহ—সম্যগুৎকণ্ঠয়ৈব সমুৎ আশামাত্রহেতুকানন্দজবাষ্পরোধাৎ সহর্ষঃ কণ্ঠো যাসাং তাঃ ; তং প্রসিদ্ধমনুরাগরসং গরসন্নিভং বিষতুল্যং হৃদয়েঽপি বহন্ত্যো যং গরং কণ্ঠ্যং কণ্ঠার্হমপি ন কুর্বন্তি, সামান্যতো জনা ইত্যর্থঃ। কেবলং রুদ্র এব যোগেশ্বরঃ কণ্ঠ্যং করোতীতি ভাবঃ ॥

২৭। (চলতে চলতে দেখতে পেলেন—) চন্দ্রশালিকা সমারূঢ়া প্রসিদ্ধা মদিরাক্ষীগণের প্রেম-ঢলঢল মধুর বদনমণ্ডলের দ্বারা আকাশমার্গ হয়ে উঠেছে পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলের প্রবাহে সম্পূর্ণ আবৃতের মতো, নয়নের দ্বারা দিক্‌সরসীর বক্ষ হয়ে উঠেছে নীলকমলচয়ে আচ্ছাদিতের মতো, সুন্দর অবয়বের দ্বারা নভোমণ্ডল হয়ে উঠেছে তড়িৎচমকে উজ্জ্বলীকৃত নির্মেঘ আকাশের মতো, মণিভূষণদ্যুতিমালার দ্বারা আকাশ হয়ে উঠেছে পূর্ণমাধুর্যমণ্ডিত ইন্দ্রধনুশ্রেণীতে রমণীয় নির্মল আকাশের মতো, আরও তাঁর ভ্রূতরঙ্গাঘাতে আকাশে চ্যুত ঐ ভাববতীদের মুচকি হাসিরূপ কুসুমলতাকে ঘিরে সচ্ছন্দে ভ্রমনরত ভ্রমরের কান্তিতে দিক্‌মণ্ডলের শোভা মলিনতা প্রাপ্ত হয়ে উঠেছে। আর অধিক কি বলবার আছে ? ঐ সব চন্দ্রশালিকার জলনালী হয়ে উঠেছে লাবণ্যামৃত রসবাহী নদীশ্রেণী।

২৮। এইরূপে সমুৎকণ্ঠাদ্বারা আশাজনিত আনন্দবাষ্প রোধে সহর্ষকণ্ঠী সুকণ্ঠীগণ যে অনুরাগকে বিষের মতো হৃদয়ে ধারণ করলেও কণ্ঠে করবার মতো সামর্থ্য পাচ্ছিলেন না (কারণ গরল শিবই কণ্ঠে ধারণ করতে পারে) তা হৃদয়েই বহন করে দিনের সময়টা কাটিয়ে দিচ্ছিলেন বাহ্যবৃত্তি রহিত অবস্থায়।

মেচকং চ কঞ্চনোষ্ণীষপার্শ্বে দধানস্য তস্যৈব দূরাদ্যদি দদৃশুঃ, তদা নেত্রাঞ্জলিভিঃ পপুরিব পুরি বদ্ধদৃশস্তস্য শস্তস্যন্দি তদ্ধাম দোর্ভ্যাং পরিরেভিরেঽভিত ইব রসনাভিরিব লেলিহ্যন্তে স্ম, হ্যন্তে স্ম নিষ্পন্দা গগন-ভিত্তিচিত্রলেখালেখা ইব বভূবুঃ ॥

৩০। ততশ্চ কজ্জলমিব নয়নয়োরিন্দীবরমিব শ্রবসোরিন্দ্রনীলমণিহার ইব বক্ষসঃ কস্তূরিকানু-লেপনমিব সর্বাঙ্গস্য স তাসামভবৎ। অস্মিন্নেব সময়ে প্রিয়নর্ম্মসহচরঃ স হ চরমপাকপ্রণয়ঃ সপরিহাস-হাসকলয়া কিঞ্চিদবাদীৎ ॥

৩১। 'প্রিয়বয়স্য! বয়স্যধিকায়মানে মাঽনেন নয়নেনাদ্ভুতং কিমবলোক্যতে, যদয়ং ভবানংশুমালী বনপরিসরে, পুরতোঽমূঃ প্রণয়প্রসরাজীবিন্যো রাজীবিন্যো বড়ভীস্থলগততয়া গগনমধ্যস্থা ইব, ভবান-খিলগুণনিধিঃ কলানিধিঃ কলামাবহত্যধস্তাৎ পুরত ইয়ং চ কুমুদ্বতী মুদ্বতী ভবত্যূর্দ্ধমিতি মহৎ কৌতুকং

২৯। তস্যৈব কৃষ্ণস্যৈব নবং ধাম স্বরূপং দূরাদ্ যদি দদৃশুঃ। কীদৃশম্? মেঘাদপি মেচকং শ্যামলম্। তস্য কীদৃশস্য? কঞ্চনাপূর্বং মেচকং চন্দ্রকমুষ্ণীষপার্শ্বে দধানস্যোষ্ণীষস্য বামতো বক্রিম্ণা মস্তকোর্ধ্ব এব পার্শ্বং তিষ্ঠতি, তত্রৈব চন্দ্রকার্পণম্; যদ্বা, উপরিভাগোঽপি পার্শ্ব-শব্দেন কচিদুচ্যতে এব। তদ্ধাম পপুরিব। তস্য কীদৃশস্য? পুরি তত্তচ্চন্দ্রশালিকা-বতি নিবাসে বদ্ধদৃশঃ প্রবিষ্টদৃষ্টেঃ। ধাম কীদৃশম্? শস্তং যথা স্যাত্তথা; স্যন্দতে স্রবতীতি ধাম্নোঽমৃতত্বং ব্যঞ্জিতম্। লেলিহ্যন্তে স্ম, অতিশয়েন লীঢ়বত্যঃ। হি নিশ্চয়ে, অন্তেঽবসানে তু নিষ্পন্দাঃ জাড্যভাবোদয়াৎ। স্মেতি ত্বর্থে যমকপূরণার্থম্ ॥

৩০। চরমপাকঃ পরিণামো যস্য, স চাসৌ প্রণয়শ্চেতি। তথা তেন পরিহাসেন সহ বর্তমানা যা হাসকলা তয়া ॥

৩১। অধিকায়মানে বয়সি সতি। অনেন নয়নেন কিমদ্ভুতং মাঽবলোক্যতে? অপি তু সর্বমেবালোক্যত ইতি। অংশুমালী সূর্যঃ, কান্তিসমূহবাংশ্চ, বনস্য জলস্য কাননস্য চ পরিসরে; প্রণয়স্য প্রসরং সমূহম্ আ সম্যগ্ জীবয়িতুং

২৯। দিবসাবসান হ'ল দেখে কৃষ্ণদর্শনেচ্ছারূপ অক্ষয় আশাপাশে বদ্ধজীবনা ভাববতীগণ উষ্ণীষপার্শ্বে গোঁজা অপূর্ব ময়ূরপুচ্ছে শোভিত মেঘশ্যামল নবনবায়মান্ তাঁর সেই দেহ দূর থেকে যদি দেখলেন তখন চন্দ্রশালিকায় বদ্ধদৃষ্টি মঙ্গল-নিস্যন্দি ঐ দেহ যেন নেত্রাঞ্জলীতে পান, বাহুযুগলে আলিঙ্গন, রসনায় বার বার লেহন করতে লাগলেন—অতঃপর জাড্যভাবের উদয়ে নিষ্পন্দ হয়ে নভোভিত্তিতে পটে আঁকা ছবির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

৩০। অতঃপর নয়নের কাজলের মতো, কর্ণের নীলকমলের মতো, বক্ষের ইন্দ্রনীলমণিহারের মতো, আর সর্বাঙ্গের কস্তুরিকা লেপনের মতো হয়ে গেলেন তিনি তাদের নিকট। এমন সময়ে পরাকাষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রণয়ের মূর্তি প্রিয়নর্মসহচর কুসুমাসব সপরিহাস-হাস্যকলায় এরূপ বললেন—

৩১। হে প্রিয় বয়স্য! বেশী দিন বেঁচে থাকলে কত কত অদ্ভুতই-না চোখে পড়ে যায়—এই দেখ-না, তুমি সূর্য রইলে পড়ে জলে, আর সম্মুখে ঐ চন্দ্রশালিকা অধিরূঢ়া প্রণয়রসপ্রবাহে সঞ্জীবিতা কমলিনীনিচয় রইল ঐ শূন্যে গগন মধ্যে, অখিল গুণনিধি চন্দ্রমা তুমি রইলে এই ধরার

কৌ তু কং ন রঞ্জয়তি, জয়তি চেদং চমৎকারকারকং কিমপি, বিধিকৃতেঽধিকৃতে কিমাশ্চর্য্যম্' ইতি ছলেন গোকুলকুলললনামুখ্যাং বার্ষভানবীং পরিচায়য়ামাস ॥

৩২। তদনু তাসু তস্যাং চাহিতনয়নো নয়নোৎসবকরোঽবকরোজ্ঝিতপ্রণয়কুসুমসুমহাসৌরভ-রভসরাগপরভাগভাগন্তরাণাং তাসামপি হৃদয়ং সুহৃদয়ং সুষ্ঠু নিজহৃদয়েন সদয়েন সদ্যো বিনিময়ন্নিব নিবহ-দনুরাগসুধাপ্রবাহয়া বাহয়ামাস দিনকৃতবিচ্ছেদচ্ছেদকৃদপাঙ্গলক্ষ্মীতরঙ্গ-পরম্পরয়া ॥

৩৩। অথ— অগ্রে ধূলিভরো গবাং খরখুরক্ষুণ্ণঃ ক্ষমায়াস্ততো
হম্বেত্যুচ্চগভীরচারুনিলদস্তাসামথো মণ্ডলম্।
তস্যান্তে মুরলীরবস্তদনু চ প্রেঙ্খোলি নীলং মহঃ
পশ্চাৎ কৃষ্ণ ইতি ক্রমাদ্‌ব্রজপুরীপত্যোরভূদ্গোচরঃ ॥

নীলং যাসাং তাঃ; যদ্বা, তমাঞ্জীবন্তি জীবিকাত্বেন তমেব আশ্রয়ন্তীতি তাঃ; রাজীবিন্যঃ কমলিন্যঃ। সূর্যো জলে, পদ্মানি গগনে ইত্যাশ্চর্যম্। মুদ্বত্যানন্দবিকাশবতী; বিধিকৃতে বিধাতৃরচিতে; অধিকৃতেঽধিকারে, কিমাশ্চর্যম্, তৎকৃত-নিয়মবৈপরীত্যদর্শনাৎ ॥

৩২। তাসু সর্বাসু গোপীষু, তস্যাং শ্রীরাধিকায়াং চ আহিতনয়নোঽর্পিতনেত্রঃ, অয়ং শ্রীকৃষ্ণঃ, তাসাং হৃদয়ং নিজহৃদয়েন সহ সদয়েন শোভনশুভাবহবিধিনা বিনিময়ন্নিব পরিবর্তয়িতুমিব; "অয়ঃ শুভাবহো বিধিঃ" ইত্যমরঃ। দিন-কৃতস্য বিচ্ছেদস্য ছেদকৃতোঽপাঙ্গলক্ষ্ম্যাস্তরঙ্গপরম্পরয়া প্রথমং তাভিঃ কৃতয়া, সম্প্রতি তাসাং হৃদয়ং পশ্চাৎ স্বেনাপি কৃতয়া তাঃ প্রতি স্বস্যাপি হৃদয়ং যুগপদেবোভয়তো ধারয়া বাহয়ামাস। তাসামপীত্যপি-শব্দাদ্বিনিময়ন্নিত্যতশ্চায়মাক্ষেপলব্ধ এবার্থঃ। কীদৃশ্যা? নিতরাং বহন্ননুরাগসুধায়াঃ প্রবাহো যস্যাং তয়া। তাসাং কীদৃশীনাম্? অবকরোজ্ঝিতঃ প্রণয়

মাটিতে পড়ে কলা ধারণ করে, আর ঐ সম্মুখে কুমুদিনী উল্লাসে বিকসিত হয়ে রইল ঊর্দ্ধে—এ-মহা-কৌতুক পৃথিবীতে কাকে-না রঞ্জিত করে। এই অনির্বচনীয় কোনও চমৎকারকারক দৃশ্য সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত থাকুক—বিধি রচিত এ-সংসারে অহো এ কি আশ্চর্য—এই বলে অতঃপর ছলে গোকুলকুললনামুখ্যা বার্ষভানবীকে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

৩২। এরপর সর্বগোপীতে বিশেষ করে শ্রীরাধাতে অর্পিত-নয়ন প্রাণবন্ধু শ্রীকৃষ্ণ নয়নোৎসবকর উপাধি রহিত প্রণয়কুসুমের রমণীয় মহাসৌরভের বেগে, ও চরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত অনুরাগে আপ্লুত হৃদয়া গোপীদের হৃদয় নিজ হৃদয়ের সহিত যেন শোভন শুভাবহ বিধিতে সদ্য সুষ্ঠুভাবে বিনিময় করে নেওয়ার জন্য উভয় পক্ষের হৃদয়কে নিয়ত চিত্তগত অনুরাগ সুধার ধারাশালী, দিবসের বিচ্ছেদ-ছেদক অপাঙ্গ-শোভাতরঙ্গ-পরম্পরায় (অর্থাৎ প্রথমে তাঁদের নিক্ষেপিত অপাঙ্গ ও সম্প্রতি তাঁদের হৃদয়, পরে নিজের নিক্ষেপিত অপাঙ্গ ও হৃদয় যুগপৎ উভয়ের প্রতি) প্রবাহিত করালেন গোপীবন্ধু।

মা যশোদার পুত্র লালন :

৩৩। ('অথ'—রসান্তর বর্ণনা আরম্ভার্থে 'অথ' শব্দের প্রয়োগ এখানে)

অতঃপর প্রথমে গোগণের তীক্ষ্ণক্ষুরক্ষুণ্ণ ধূলিজাল, তৎপর ওদের হাম্বা হাম্বা উচ্চ গম্ভীর ডাক,

৩৪। অপি চ,— ধেনূনামথ বৎসবৎসলতয়া জাতত্বরামূধসা-
মাহারস্য চ গৌরবাল্লঘুতরামাবিভ্রতীনাং গতিম্।
শ্রীকৃষ্ণস্য বিলাসবেণুনিনদৈরামোদঘূর্ণদ্দৃশাং
হম্বেতিশ্রুতিরম্যগদ্গদগিরাং শ্রেণী ব্রজং প্রাবিশৎ॥

৩৫। এবং শ্রীবনমালিনো গোষু গোষু চ কিরণমালিনোঽপি চরণসঞ্চরণ-সম্পাদিত-ধরণিপবনাসু নিজনিলয়ং গতাসু তাসু শ্রীকৃষ্ণেক্ষণক্ষণজনিতকৌতুকেন কেনচিদথো কৃষ্ণসহচর-জননীজন-নীরাজ্যমান-সঙ্গা ব্রজরাজবনিতা জবনিতান্তসত্বরচরণবিহারা গোঽবনবনবিহারাগোচরং গোচরীকৃত্য কৃত্যনভিজ্ঞেব তমাত্মজমাত্মজনবৎসলমালিঙ্গ্য ললিতগোপুরং পুরং প্রবেশয়ামাস॥

উপাধিরহিতং সখ্যং তদেব কুসুমং তস্য সুমহাসৌরভস্য রভসো বেগশ্চ রাগপরভাগোঽনুরাগপরমোৎকর্ষশ্চ তৌ ভজতে-ইন্তরং যাসাং তাসাম্; যতোঽয়ং সুহৃদ্বন্ধুঃ; বন্ধুত্বোচিতমেব হৃদয়পরিবর্তনমিতি ভাবঃ॥

৩৩। অথ-শব্দো রসান্তরবর্ণনারম্ভার্থঃ। ক্ষমায়াঃ পৃথিব্যা ধূলিভরঃ; ব্রজপুরীপত্যোর্নন্দযশোদয়োঃ॥

৩৪। জাতত্বরাং লঘুতরামিতি গতেস্ত্বরালাঘবাভ্যাং সমামেব গতিং বিভ্রতীনামিত্যর্থঃ। হম্বেতি শ্রুতিরম্যা গদ্গদগিরো যাসাং তাসাম্॥

৩৫। কিরণমালিনঃ সূর্যস্যাপি গোষু রশ্মিষু চরণানাং খুররূপপদানাং সঞ্চারেণ সম্পাদিতং কৃতং ধরণ্যাঃ পবনং পাবিত্র্যং যাভিস্তাসু; পক্ষে, চরণং শ্রৌত-স্মার্তধর্মাচরণং তস্য সঞ্চারেণ সম্পাদিতং ধরণের্ধরণিস্থসর্বজনস্য পবনং পাবিত্র্যং যাভিস্তাসু,—সূর্যকিরণোদ্গমে সত্যেব সর্বধর্মপ্রবৃত্তেঃ। নিজনিলয়ং স্বস্বগৃহম্; পক্ষে, নিতরাং জনৈরুদ্ভবস্য লয়ং নাশম্; শ্রীকৃষ্ণস্যেক্ষণং দর্শনমেব ক্ষণ উৎসবস্তস্মাজ্জনিতেন; কৃষ্ণসহচরাণাং জননীজনৈর্নীরাজ্যমানঃ সঙ্গো যস্যাঃ সা; জবেন বেগেন নিতান্তসত্বরোঽতিশয়ত্বরাযুক্তশ্চরণবিহারঃ পাদন্যাসো যস্যাঃ সা; তমাত্মজং গবামবনে পালনে যো বনবিহারো বনে ক্রীড়নং তেন হেতুনাঽগোচরং পরোক্ষীভূতং গোচরীকৃত্য সাক্ষাৎকৃত্যানন্দবিহ্বলতয়া কৃত্যনভিজ্ঞেব ললিতং গোপুরং সিংহদ্বারং যস্য তৎ॥

অতঃপর সহচর বালকমণ্ডলী, তৎপর মুরলীরব, তৎপর চলমান্ নীল জ্যোতি, তৎপশ্চাৎ কৃষ্ণ— এই ক্রমে ব্রজপুরী-স্বামীস্বামিনীর গোচরীভূত হল সব কিছু।

৩৪। আরও, অতঃপর বৎসবাৎসল্যে দ্রুতগতি আর পালান ও আহারের ভারে মন্থরগতি, এ-দুয়ের টানে সমগতি সম্পন্না, শ্রীকৃষ্ণের বিলাসবেণুনিনাদে আমোদ-ঘূর্ণিত নয়না, হাম্বা হাম্বা শ্রুতিরম্য গদ্গদ-নাদিনী ধেনুশ্রেণী ব্রজে প্রবেশ করল।

৩৫। এইরূপে পদসঞ্চারে ধরণিতল পবিত্রকারী শ্রীবনমালীর ধেনুবৃন্দ এবং কিরণমালীর রশ্মিজাল নিজ নিজ ভবনে প্রবেশ করলে কৃষ্ণসখা-জননীদের দ্বারা আদৃত সঙ্গে শোভনা ব্রজরাজমহিষী কৃষ্ণদর্শনোৎসব জনিত কোনও অনির্বচনীয় কৌতুকে অতি দ্রুত পা চালিয়ে ছুটে গিয়ে গোপালনে বনবিহার হেতু দিনভাগে অগোচর নিজজনবৎসল পুত্রকে গোচরীভূত করে কর্তব্যাকর্তব্য-বিচারহীনের মতো অবস্থায় তাঁকে ললিত সিংহদ্বারযুক্ত পুরে প্রবেশ করালেন।

৩৬। ততশ্চ সহৈবাগতা বাগতারল্যেন মন্দমধুরং মধুরঞ্জি গদন্তো দন্তোজ্জ্বলকিরণধৌতাধরাঃ স্বস্বজননীজননীয়মানা অপি বালকা বালকান্তসাহচর্য্যচর্য্যয়াহর্য্যয়া নিতান্তসৌহৃদা হৃদাঽতিসরসেন ব্রজেশ্বরীং শ্রাবয়ামাসুঃ,—'অম্ব! কিং কথনীয়মদ্ভুতমাশ্চর্য্যমাশ্চর্যতাং কেন তৎ, যদেষ বলভদ্রো ভদ্রোজ্জ্বলবিক্রমোঽক্রমোঢ়খেলারসমাত্মসঙ্গোপগোপতনয়াকারমসুরমসুরহিতং চকার। এষ চ তব সুতো বসুতোঽসুতোঽপি সুতোষকরোঽস্মাকং সকলারিষ্টহন্তা হন্তাঽতিকরালং দাবদাবমখিলগোধন-নিধননিয়তং কিমাপপৌ, কিমাপ পৌষ্কল্যং বাক্‌সিদ্ধিরেবাস্ত, যয়া নাশং গতোঽসৌ শং গতোঽসৌ চ সৌরভেয়ীগণঃ॥'

৩৭। ইতি গতেষু তেষু নিশান্তং নিশান্তং মূর্ত্তিমদিব সকলসুখানাং সমনন্তরমনন্তরভসং স্বতনয়ং মণিমঙ্গলদীপেন নীরাজ্য রাজ্যমানবপুষং স্বমহসা মহসাধুকারিণি স্বসদনে সদনেকলক্ষ্মিণি বাৎসল্যস্নুত-

---

৩৬। বাচামতারল্যেন গাম্ভীর্য্যেণেত্যর্থঃ। মধুরঞ্জি মধুতোঽপি রঞ্জকং যথা ভবত্যেবম্, বালা কোমলা কান্তা কমনীয়া সহচরস্য ভাবঃ সাহচর্যং সখ্যং তস্য যা চর্যা আচরণং তয়া আর্যয়া শ্রেষ্ঠয়া তাদৃশসখ্যভাবাচরণেন হেতুনেত্যর্থঃ। নিতান্তং সৌহৃদং সোহার্দং যেষাং তে; হৃদা মনসা। আঃ কেন তৎ কর্ম চর্যতাম্, আচর্যতাং ক্রিয়তামিতি যাবৎ। আ ইতি দাবানলপানাদিকষ্টমনুস্মৃত্য পীড়ার্থে প্রযুক্তম্; যদ্বা, নন্থ রামকৃষ্ণয়োর্যৎকিঞ্চিদপি কর্ম নিত্যমেব যুয়ং বাল্যাদেবাশ্চর্যমাশ্চর্যমিতি বদথৈব। তত্র আ ইতি পদেন কোপমভিব্যজ্যাহুরিতি; "আস্ত স্যাৎ কোপপীড়য়োঃ" ইত্যমরঃ। ন ক্রমেণোঢ়ঃ খেলারসো যেন তম্, বাহকমর্যাদাতিক্রমাৎ; ন চাত্র শৈশবচাপল্যমেব হেতুর্মন্তব্যঃ, যত আত্মনঃ সংগোপঃ সম্যগ্ গোপনং যস্মাত্তথাভূতো গোপতনয়স্তাকার ইবাকারো যস্য তম্, অসুরং দৈত্যম্, অসুভিঃ প্রাণৈঃ রহিতং ত্যক্তম্। বসুতো ধনৈঃ, অসুতঃ প্রাণৈশ্চ সুষ্ঠু তোষং করোতীতি সঃ; হন্ত বিস্ময়ে, অতিকরালং দাবদাবং বনাগ্নিং কিমাপপৌ, সম্যক্ পীতবান্? কিংবা বাক্‌সিদ্ধিরেবাস্ত পৌষ্কল্যং পুষ্টিমাপ প্রাপ্তা, শং কল্যাণম্॥

৩৭। তেষু নিশান্তং গৃহং গতেষু সৎসু স্বতনয়ং নীরাজ্য। কীদৃশম্? সকলসুখানাং মূর্তিমদিব নিশান্তং সদন-

---

৩৬। অতঃপর দন্তের উজ্জ্বল কিরণে ধৌত অধরে শোভন, কোমল কমনীয় সখ্যভাব আচরণ হেতু শ্রেষ্ঠ সৌহার্দে বদ্ধ বালকগণ নিজ নিজ জননীদ্বারা নীয়মান হয়েও কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে এসে গম্ভীর মন্দমধুর মধুরঞ্জি কণ্ঠে সরসচিত্তে বলতে বলতে ব্রজেশ্বরীকে শুনালেন—'মা, কি দুঃখ, আজকার আশ্চর্য কথা কি আর বলব—অহো, ও কর্ম সে কি করে করলো! এই দেখ-না অতি উজ্জ্বল বিক্রম, আমাদের এই বলভদ্র বাহকমর্যাদা অতিক্রমকারী খেলারসক্রম-ভঙ্গকারী নিজরূপ বেমালুম গোপনকারী গোপতনয়াকার ধারণকারী এক দৈত্যকে প্রাণরহিত করে ছেরে দিল! আর এই যে ধনেপ্রাণে আমাদের সুষ্ঠু সন্তোষদায়ী সকল অরিষ্টহন্তা তোমার পুত্র হায় হায়, অখিল গোধন-নিধননিরত অতি করাল দাবানল কি একেবারে নিঃশেষে পানই করে নিল, কি এর বাক্‌সিদ্ধিই পুষ্টিপ্রাপ্ত হ'ল—যাতে ঐ দাবানল নাশপ্রাপ্ত হ'ল, আর ধেনুগণ কল্যান লাভ করল!'

৩৭। তাঁরা সকলে গৃহে চলে গেলে অনন্তর মূর্তিমন্ত সকল সুখের আগারস্বরূপ অনন্ত বিলাসী

পয়োধরা পয়োধরাঙ্কুরমিব করকমলে করকমলমাধৃত্য ধৃত্যনবস্থিতা প্রবেশয়ামাস ॥

৩৮। ততশ্চ সায়ংতনো যদি তনোরুন্মার্জনাদি-ক্রিয়াকলাপঃ কলাপণ্ডিতৈর্বালপরিচারকৈরকৈতব-প্রণয়শ্রদ্ধাবদ্ধাবদাতহৃদয়ৈর্নির্বাহিতঃ, তদা কৃতাহারো হারোল্লসদ্বক্ষাঃ পটকপটকমনীয়স্থিরতড়িল্লেখঃ শ্রীখণ্ডখণ্ডালেপ-ব্যপদেশদেশ-কালাতীত-হিমানীমানীয়মানপরভাগঃ কৌস্তুভমণিরাজব্যাজব্যাসজ্যমান-দ্যুমণিমণ্ডলঃ কুণ্ডলযুগলচ্ছদ্মচ্ছবিগুরুগুরুভার্গবো বদনমণ্ডলমিষকরন্নিশানিশাতনিশাকরঃ শিতোষ্ণীষ-

---

রূপম্। স্বমহসা স্বকান্ত্যা রাজ্যমানবপুষং দীপ্যমানশরীরম্, ধৃতৌ ধৈর্যেঽনবস্থিতা নিষ্ঠারহিতা, স্নেহতরলেতার্থঃ ॥

৩৮। ততশ্চ সায়ন্তন উন্মার্জনাদিক্রিয়াকলাপো যদি বালপরিচারকৈর্নির্বাহিতঃ, তদা কৃতাহারাদিঃ সন্ বহিরেত্য সুখশায়িতেন গবাং নিকুরম্বেণ রমণীয়াসু বিশিখাসু পদকমলমাদধানঃ। সকলাভীরে সায়ংদোহদোহপরে সতী রেবতীরমণানুজঃ কেনচন কৌতুকেন যদি দোগ্ধুমারেভে, তদা তদাকর্ণ্য গোকুল-ললনাভির্নয়নবিভ্রমৈরিন্দীবরবিপিনময়ী-চকার নভ ইত্যন্বয়ঃ। অকৈতবঃ প্রণয়শ্চ তদুদিতা শ্রদ্ধা চ দাসভাবোচিতা তাভ্যাং বদ্ধমবদাতং শুদ্ধং হৃদয়ং যেষাং তৈঃ। হারোল্লাসদ্বক্ষা ইতি হারাণাং নক্ষত্রপংক্তিত্বং বকপংক্তিত্বং বা ব্যঞ্জনাগম্যম্,—তস্য ধারাধরত্বেনোপমাস্যমানত্বাৎ। শ্রীখণ্ডখণ্ডালেপস্য ব্যপদেশেন ছলেন দেশকালাতীতা তদ্দেশসময়দুর্লভা হিমানী হিমসংহতিরেব তস্যা যা শোভা তয়া নিয়মানঃ প্রাপ্যমাণঃ পরভাগঃ শোভা যস্য সঃ; বর্ত্তমাননির্দ্দেশেন প্রাপ্তেরবিচ্ছেদাৎ শোভায়াঃ প্রতিক্ষণনবনবত্বং দ্যোতিতম্। ব্যাসজ্যমানেতি তাচ্ছীল্যে চানশস্তং বর্ত্তমানত্বং পূর্ববৎ। কুণ্ডলযুগলস্য ছদ্মনা ছবিগুরুকান্ত্যাধিকৌ গুরুভার্গবৌ

নিজ তেজে দীপ্ত দেহ মেঘাঙ্কুরের মতো স্বতনয়কে স্নেহস্নুতপয়োধরা, স্নেহতরলতায় ধৈর্য্যচ্যুতা মা যশোদা মণিমঙ্গলদীপে আরতি করে উৎসবের সুন্দরতাদায়ী অনেক শুভলক্ষযুক্ত নিজ ভবনে করকমলে করকমল ধরে প্রবেশ করালেন।

চন্দ্রশালিকা থেকে গোপীগণের গোদোহনলীলা দর্শন ঃ

৩৮। (অন্বয়মুখে সংক্ষেপ অনুবাদ—

অতঃপর স্বায়ংকালীন স্নানাদি ক্রিয়াকলাপ যদি বালক পরিচারকগণের দ্বারা নির্বাহিত হয়ে গেল তখন শ্রীকৃষ্ণ আহার করত বাইরে এসে সুখশয়িত গোসমূহের দ্বারা রমণীয় রাজপথে পদকমল অর্পণ করলেন। সকল গোপগণ স্বায়ংকালীন গোদোহন কার্যে ইচ্ছুক হলে রেবতীরমণানুজ শ্রীকৃষ্ণ যদি দুগ্ধ দোহন করতে আরম্ভ করলেন তখন সেই কথা শুনে গোকুলকুলললনাগণ চন্দ্রশালিকায় চড়ে নয়নবিলাসে আকাশকে নীলপদ্মবনময়ী করে তুললেন।—)

অতঃপর স্বায়ংকালীন স্নানাদি ক্রিয়াকলাপ যদি কলাপণ্ডিত নিষ্কপট দাস্যপ্রীতি ও তদোত্থ শ্রদ্ধায় বদ্ধ শুদ্ধ হৃদয় রক্তকপত্রকাদি বালক পরিচারকগণের দ্বারা নির্বাহিত হয়ে গেল—তখন হারে দীপ্ত বক্ষ, রেশমী কমনীয় স্থির বিদ্যুৎশ্রেণীর মতো পীতাম্বর পরিহিত, চন্দনলেপের ছলে সেই দেশকালে দুর্লভ বরফের লেপে অতি শোভন, মণিরাজ কৌস্তুভের ছলে তাচ্ছিল্যে বিরাজমান সূর্যমণ্ডলে ভূষিত, কুণ্ডলযুগলের ছলে কান্তিতে উজ্জ্বল বৃহস্পতি শুক্র গ্রহমণ্ডিত, বদনমণ্ডলের ছলে শরৎনিশার নিরন্তর

কৈতবমদমদকলকলহংসো ধারাধর ইব নিখিলজননিদাঘসময়সময়মানোষ্ণতাপহারী হারীহিতো হিতোদিতেন প্রিয়নর্মসুহৃদা হৃদা মূর্ত্তিমতেব সমর্প্যমাণং ঘনসারসারতাম্বূলমভ্যবহরন্ হরন্ সকলজনমনো মনোঽতীতমধুরিমা ধুরি মানভৃতামগ্রণীর্মণিপাদূপাদূরীকৃতধরণিতলাস্পর্শো মন্দতর-স্পন্দমান-পবমান-স্পন্দানুমেয়পরিমেয়পরিমেয়-পরিবীতপীতবসনো বহিরেত্য পুরতোরণে তোরণেন সুললিতে নিদাঘ-নিশাঽনিশাভিলষণীয়-নিশাকরকরনিকরনিরবকরকর্পূরধূলিধূলিধবলিতং বলিতং নয়নসুখপ্রদেশং প্রদেশং পরিতঃ শশধরকান্তকান্তশিলাস্যন্দসলিলশীকরনিকরনির্ভরপুরোপবনপবনবীজনোৎসবপুষা বপুষা বিজিত-গৌরীগুরুপৌগণ্ডগণ্ডশৈলসমূহেন চন্দ্রিকারুচিরুচিরতয়া কেবলবলদনুপমালিমালিন্যবিষা বিষাণনিকরে-ণৈব লক্ষ্যমাণেনোক্ষ্যমাণেনোত্তমসুখরসৈঃ সুখশয়িতেন তেন গবাং নিকুরম্বেণ রমণীয়াসুল্লসৎপুরগো-পুরগোচরমণিচ্ছবিশিখাসু বিশিখাসু পদকমলমাদধানো দধানোঽভিতশ্চ নয়নকমলং কমলং ন কুর্বন্

বৃহস্পতিশুক্রো যত্র সঃ; বদনমণ্ডলমিষেণ শরন্নিশায়াং নিতরাং শাতং সুখং যস্মাত্তাদৃশো নিশাকরো যত্র সঃ; নিদাঘসময়ে সমাগয়মানামাগচ্ছন্তীমুষ্ণতামপহর্তুং শীলং যস্য সঃ। হারীহিতো মধুরচরিতঃ; হিতোদিতেন স্বাভীষ্টরূপহিতবাদিনা; তচ্চ সুন্দরীজনমোহনাদিকমেব জ্ঞেয়ম্। হৃদা মনসা; মূর্তিমতেতি দেহেনৈব ভেদো মনসা ত্বৈক্যমেবেতি বিবক্ষিতম্। মানভৃতাং সম্মানধারিণাং ধুরি গণনেঽগ্রণীঃ। মণিপাদুঃ মণিময়পাদুকা পাদে যস্য সঃ। পুরতোরণে সিংহদ্বারে তোরণেন বন্দনমালয়া সুললিতে; নিদাঘনিশায়ামনিশং নিরন্তরমভিলষণীয়ো যো নিশাকরস্য করনিকরঃ কিরণসমূহঃ, স চ, কর্পূরস্য ধূলিরিব যা ধূলিঃ সা চ, তাভ্যাং ধবলিতম্। নয়নসুখং প্রদিশতীতি তথা তং প্রদেশং স্থলবিশেষং পরিতস্তস্য সমন্ততঃ, পরিতঃ-শব্দযোগে দ্বিতীয়া। সুখশয়িতেন গবাং নিকুরম্বকেণ রমণীয়াসু বিশিখাসু পুরবর্ত্মসু পদকমলমাদধানো-ঽর্পয়ন্। গবাং নিকুরম্বকেণ কথম্ভূতেন? শশধরকান্তশ্চন্দ্রকান্তস্তন্নাম্নী যা কান্তশিলা কান্তিযুক্তপ্রস্তরস্ততঃ স্যন্দন্তে স্রবন্তি যানি সলিলানি তেষাং শীকরনিকরস্য কণসমূহস্য নির্ভরোঽতিশয়ো যত্র স চাসৌ পুরোপবনসম্বন্ধি-পবনশ্চেতি তেন তদ্বীজনম্, তৎকর্তৃকং বীজনমিত্যর্থঃ। তত এবোৎসবপুষোৎসবপোষকেণ বপুষা বিশেষেণ জিতা গৌরীগুরোর্হিমা-লয়স্যাপি পৌগণ্ডযুক্তা গণ্ডশৈলসমূহা যেন তেন পৌগণ্ডং কৈশোরাৎ প্রাগবস্থা, তদ্যুক্তগণ্ডশৈলা ইতি মধ্যপদলোপি-

---

সুখদায়ী চন্দ্রমণ্ডলধারী, মস্তকের পাগড়ীর উপলক্ষে মদমত্ত কলহংসধারী, নিদাঘ সময়ে পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত উষ্ণতাকে মেঘের মতো অপহারী, স্বাভীষ্টরূপ হিতবাদী মূর্তিমান্ হৃদয়স্বরূপ প্রিয়নর্মসখাদ্বারা অর্পিত কর্পূরবাসিত তাম্বুল চিবাতে চিবাতে সকলজনের মন হরণ করতে করতে মনের অতীত মাধুর্যে উদ্ভাসিত, সম্মানীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে গণনায় সর্বশ্রেষ্ঠ, মাটির ছোঁয়া বাঁচানো মণিময় পাদুকায় শোভিত শ্রীচরণ, মন্দ মন্দ প্রবাহিত বায়ুর স্পন্দনে অনুমেয় অতিসূক্ষ্ম পরিমিত আঁটসাঁট করে পড়া পীতাম্বরধারী শ্রীকৃষ্ণ আহার করত বাইরে এসে বন্দনমালায় সুললিত সিংহদ্বারের সম্মুখের রাজপথে পদকমল অর্পণ করলেন। এই রাজপথ উজ্জ্বলীকৃত হয়ে আছে ঐ দ্বারে খচিত মণিসমূহের দ্যুতি-শিখায়, আর রমণীয় হয়ে আছে—নিদাঘনিশায় নিরন্তর অভিলষণীয় চন্দ্রের জ্যোৎস্নাধারায় ও নির্মল কর্পূরধূলিবৎ ধূলিতে অতিধবলিত ও নয়নসুখদ ভূখণ্ডের চতুর্দিকে সুখশয়িত, চন্দ্রকান্ত নামক কান্তিমান শিলানিঃসৃত জলকণে অতিশয় আর্দ্র পুরোপবন-সম্বন্ধী পবনের দ্বারা বীজিত ও তৎজনিত উৎসবপোষক শরীরধারী,

ক্বচন সায়ংদোহদোহদপরে সকলাভীরে সকলাভীরেব্যমাণো রসকলাভিরের রেবতীরমণানুজোঽনুজোষমনতিকৌতুকেন যদি দোগ্ধুমারেভে মারেভেন মৃদ্যমানা রাজীবরাজীব তদা তদাকর্ণ্য গোকুলকুলললনাততিরবধীরিতগুরুবলভিকা বলভিকারোহরোহদুৎসাহা সাহায্যায় মনোমদনেন মদনেন দত্তকরাবলম্বাঽলং বালহরিণনয়নবিভ্রমৈর্নয়নবিভ্রমৈরিন্দীবরবরবিপিনময়ীচকার নভঃ ॥

৩৯। এবমমুষ্যবদনসুধাকরসুধাকরতোয়াং নয়নশফরবধূরবধূয় স্বয়মভিতোঽভিতোষেণ নিপতন্তীর্নিবারয়িতুং যদি ন শেকুস্তদা নয়নসুখদুহং তং দুহন্তং গামবলোকয়াঞ্চক্রুঃ ॥

সমাসঃ। কেবলং বলতামনুপমানামলীনাং ভ্রমরাণামপি মালিন্যং স্বসৌন্দর্যেণ তিরস্কারং বেবেষ্টীতি তথা তেন; 'বিষ্৯ ব্যাপ্তৌ' ক্বিবন্তঃ। এবংভূতেন বিষাণনিকরেণ শৃঙ্গসমূহেনৈব লক্ষ্যমাণেন গাব এবৈতাঃ, ন তু চন্দ্রিকা ইতি জ্ঞাপ্যমানেন। উক্ষ্যমাণেন সিচ্যমানেন, উল্লসন্ত্যঃ পুরগোপুরে পুরদ্বারে গোচরা বিষয়ীভূতা যা মণয়স্তাসাং ছবিশিখাঃ কান্ত্যগ্রাণি যাসু তাসু। ক্বচন বিষয়ে কং সুখমলমতিশয়েন ন কুর্বন্, অপি তু সর্বত্রেতি বলভ্যারূঢ়ায়াং যুবতীশ্রেণ্যাং দৃষ্টিক্ষেপঃ সূচিতঃ। দোহদমিচ্ছা; সকলাভিঃ সর্বাভিঃ; রসকলাভী রসবৈদগ্ধীভী রেব্যমাণো ব্যাপ্যমানঃ; 'রেবৃঙ্ প্লুতৌ' প্লুতির্ব্যাপ্তিঃ; অনুজোষমনুপ্রীতি। মারঃ কাম এবেভস্তেন মৃদ্যমানা পীড্যমানা রাজীবরাজী কমলশ্রেণী। বলঞ্চ ভীশ্চ তদ্বলভি, অবধীরিতং তিরস্কৃতং গুরুসম্বন্ধি বলভি যয়া সা; অতএব বলভিকায়াশ্চন্দ্রশালিকায়া আরোহে রোহন্ প্রাদুর্ভবন্নুৎসাহো যস্যাঃ সা; মনো মদয়তি মত্তং করোতীতি তথা তেন দত্তঃ করাবলম্ব ইব যস্যাঃ সা। বালহরিণো হরিণশাবকস্তস্য নয়নয়োর্বিভ্রম ইব বিভ্রমো যেষু তৈঃ। বিভ্রমো বিলাসঃ; নয়নবিভ্রমৈর্লোচনবিশিষ্টভ্রমণৈঃ ॥

৩৯। অমূর্ললনাস্তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বদনসুধাকরস্য সুধৈব করতোয়া নদীবিশেষস্তাং প্রতি নিপতন্তীরবধূয়াবধূতা ভূত্বা

হিমালয়ের পৌগণ্ড অবস্থাপ্রাপ্ত গণ্ডশৈল বিজয়ী, দেহবর্ণের শুভ্রতায় চাঁদের জ্যোৎস্না থেকেও মনোহর হওয়ায় চঞ্চল অনুপম ভ্রমরকে কালিমায় ঢেকে দেওয়ার মতো অতি চিক্কন কালো কালো শিংগুলিদ্বারাই কেবল লক্ষণীয়, উত্তম সুখরসে সিঞ্চিত গোসমূহের দ্বারা। সেই সময় সকল গোপগণ স্বায়ংকালীন গো-দোহন কার্যে ইচ্ছুক হলে চতুর্দিকে নয়নকমল সঞ্চালনকারী, যিনি কোন্ বিষয়ে-না সুখ উচ্ছলিত করে তোলেন অর্থাৎ সর্ববিষয়ে সুখের উচ্ছলনকারী, সমস্ত রসকলায় পারঙ্গত রেবতীরমণানুজ শ্রীকৃষ্ণ অতিপ্রীতি ও অতিকৌতুকে যদি দুগ্ধদোহন করতে আরম্ভ করলেন তখন সেই কথা শুনে কামরূপ হস্তীদলিত পদ্মবনস্বরূপা, গুরুসম্বন্ধী বল এবং ভয়কে আগ্রাহ্য করে চন্দ্রশালিকায় আরোহনে স্পষ্টরূপে প্রাপ্তোৎসাহা, মনমাতান মদনের দ্বারা যেন সাহায্যার্থে দত্ত করাবলম্বন প্রাপ্তা গোকুলকুলললনাগণ বালহরিণের মতো নয়নবিলাসে শ্রেষ্ঠ নীলপদ্মবনময়ী করে তুললেন নভোমণ্ডল।

৩৯। এইরূপে কৃষ্ণবদনচন্দ্র নিঃসৃত অমৃতকরতোয়া নদীতে ললনাগণের নয়নশফরবধূগণ যোগিনী হয়ে নিজে নিজেই আপন স্বতন্ত্রায় অত্যানন্দে চতুর্দিক থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়তে থাকলো, যদি তাঁরা নিবারিত করতে সক্ষম হলেন না তখন নয়নসুখদুহ সেই গোদোহনরত কৃষ্ণকে-নিরীক্ষণ করতেই লাগলেন।

৪০। তদ্গোদোহনস্য নিরাবিলসিতং বিলসিতং কিমরেঽমরেশা অপি বক্তুং শক্নুবন্তি, লঘীয়াংসো হি নভসঙ্গমা ন ভসঙ্গমায় প্রভবন্তি, তথাপি কবির্বরাকো বরাকোপেন রসনালোভেন বর্ণয়তি ॥

৪১। তথা হি— পাদাগ্রে কৃতপাদুকং ত্রিকসমুল্লাসোল্লসৎপার্ষ্ণিকং
মধ্যে ন্যস্য ঘটীং পটোন্নমনতঃ প্রোদ্যত্ত্বিষোর্জানুনোঃ।
গোতুন্দব্যতিষঙ্গ-সুন্দরদরক্ষোভশ্লথোষ্ণীষকং
পাণিভ্যাং ক্রমকুড্মলাঙ্গুলিপুটং গাং দোগ্ধি দুগ্ধং হরিঃ ॥

৪২। অপি চ— অগ্রমঙ্গুষ্ঠতর্জন্যোরুন্দয়িত্বা পয়ঃকণৈঃ।
ক্রমেণ গোস্তনং ক্ষীরমপি ক্ষরদচক্ষরৎ ॥

স্বয়মেব, ন তু তাভিঃ প্রেরিতাঃ। তং শ্রীকৃষ্ণং কীদৃশম্? নয়নসুখং দোগ্ধি পূরয়তীতি তথা তম্ ॥

৪০। নিরাবিলং নির্মলং সিতং ব্যবসিতং যত্র তৎ; বিলসিতং বিলাসম্, অমরেশা ব্রহ্মাদয়োঽপি; নভঃসঙ্গমাঃ পক্ষিণঃ, ভং নক্ষত্রং তস্য সঙ্গমায় ন প্রভবন্তি। বরঃ শ্রেষ্ঠ আকোপো দুর্দমত্বং যস্য তাদৃশেন রসনালোভেনেতি স্বদৈন্যং ব্যঞ্জয়ন্তমপি তমেব স্তাবয়তি তস্য সরস্বতী। যথা বরং শ্রেষ্ঠমেব আ সম্যক্ কায়তি শব্দায়তে ইতি তথা রসনা আস্বাদস্তল্লোভেন ॥

৪১। ত্রিকস্য পৃষ্ঠদণ্ডাধোভাগস্য সমুল্লাসেন সম্যগুচ্চীকরণেনোল্লসন্তৌ উত্থিতৌ পার্ষ্ণী যত্র তদ্‌যথা স্যাত্তথা, জানুনোর্মধ্যে ঘটীং ন্যস্য। কীদৃশয়োঃ? পটস্য পীতাম্বরস্য উন্নমনত উৎকর্ষণাদ্ধেতোঃ প্রোদ্যন্তী ত্বিট্ কান্তির্যয়োঃ। গোতুন্দস্য গোকুক্ষের্ব্যতিষঙ্গেন পরস্পরমিলনেন সুন্দরং দরক্ষোভমীষদুচ্ছলিতং দরশ্লথমীষচ্ছিথিলবন্ধং চোষ্ণীষং যত্র তদ্‌-যথা স্যাত্তথা ॥

৪০। সেই গোদোহনরূপ নির্মল লীলাবিলাস ব্রহ্মাদিও কি বলতে সমর্থ, ছোটপক্ষী রাঙ্গাটুনি নক্ষত্রের সংযোগ প্রাপ্তিতে সমর্থ হয় না, তথাপি কবি বরাক অতি দুর্দমনীয় রসনালোভে বর্ণনা করে থাকে। (যদিও মহাকবি কর্ণপূর দৈন্যে এরূপ বললেন তথাপি সরস্বতীদেবী তাঁর প্রশংসায় ভিন্ন অর্থের প্রকাশ করছেন ঐ বাক্য থেকে—যথা, বরাক—বর+আ+ক অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ+সম্যক্+কায়তি=শব্দায়তে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ সুস্পষ্ট শব্দ অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে প্রকাশিত হয়, তাই কবি আস্বাদন-লোভে বর্ণনা করে থাকেন।)

৪১। তথা হি—পাদাগ্রে পাদুকা ধারণে শোভন, মেরুদণ্ডের নিম্নদেশ অনেকটা উপরে উঠানোতে মাটি ছেরে গোড়ালির উত্থানে মনোরম, পীতাম্বরের উৎকর্ষে দীপ্ত কান্তিমন্ত জানুযুগলের মধ্যে ঘটীর স্থাপনে মোহন, গোকুক্ষিতে পরস্পর ঘর্ষণে ঈষৎ উচ্ছলিত শিথিলিত উষ্ণীষে নয়নলোভন শ্রীহরি অঙ্গুলীদলকে পরপর কোরকিত বিস্তৃত করতে করতে দু-হাতে গোদুগ্ধ দোহন করতে লাগলেন।

৪২। আরও, নিজের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর ডগা দুগ্ধফেনে ভিজিয়ে নিয়ে স্বতঃদুগ্ধঝরাণ-পালান ক্রমে ক্রমে দোহন করতে লাগলেন।

৪৩। তথা হি— বৎসাদপ্যধিকপ্রিয়ো ভগবতঃ পাণ্যম্বুজস্পর্শন-
স্নেহস্রাবি-পয়ঃপয়োধরপুটা গৌর্দুহ্যমানা স্বয়ম্।
ধারাভিঃ সুগভীরঘোষগহনামাপূর্য্য সা দোহনীং
দোহন্যন্তরমেতি যাবদবনীং তাবৎ সমাপুপ্লুবৎ ॥

৪৪। এবং তদবেক্ষণক্ষণপরবশানাং তাসাং বলভীগতানাং ভীগতানান্দোলেনাপি সমুৎকলিকয়া সমুৎকলিকয়া চঞ্চলেনাঞ্চলেনাক্ষামীক্ষমাণানাং মনোরথমনোরথসহস্রেণাপি দুর্বহং জনয়ামাস ॥

৪৫। তত্র কাসাঞ্চন কাঞ্চনকান্তলতাকারাণাং নিজসহচরীজনৈঃ সহ সহজসৌহার্দাদসম্ভ্রমেণ ভ্রমেণ চাস্খলতঃ খলতশ্চ ন ভেদ্যাদাত্মহৃদয়ং সদয়ং সরসং চ প্রকাশয়ন্তীনাং সংলাপ আসীৎ ॥

৪৬। 'অয়ি সহচরি! চরিতমিব মে নয়ননির্মাণেন, যদম্বুধররুচিরস্য রুচিরস্য চিরস্য রস্যতমা

৪২। উন্দয়িত্বা আর্দ্রয়িত্বা, ক্ষরদপি দুগ্ধং গোস্তনং ক্ষারয়ামাস ॥

৪৩। অধিকং প্রীণাতীত্যধিকপ্রীস্তস্য পাণ্যম্বুজস্পর্শনেন যঃ স্নেহস্তেনৈব স্রাবি পয়ো যস্মিন্ তথাভূতং পয়োধরপুটং যস্যাঃ সা। দোহন্যন্তরং কর্মভূতং যাবদেতি, স্বপয়সা পূরয়িতব্যত্বেন প্রাপ্নোতি ॥

৪৪। তদবেক্ষণে যঃ ক্ষণ উৎসবস্তৎপরবশানাং তদধীনানামান্দোলঃ কম্পঃ; অনান্দোলো নিষ্কম্পত্বম্; ভিয়া গুরুভয়েন গতো নষ্টো যোঽনান্দোলস্তেনাপি গুরুভয়জনিতসকম্পত্বেনাপীত্যর্থঃ। সমুৎকলিকয়া সমুৎকণ্ঠয়া মুদাং কলয়া সহ বর্তমানয়া; অক্ষ্ণাং চঞ্চলেনাঞ্চলেনেক্ষমাণানাং মনোরথম্, অনসাং শকটানাং রথানাঞ্চ সহস্রেণাপি দুর্বহং জনয়ামাস। চকারেতি তদানীং তস্যাতিবৃদ্ধ্যা পরিমাণাধিক্যং দ্যোতিতম্ ॥

৪৫। সহজসৌহার্দাৎ কথম্ভূতাৎ? ভ্রমেণ চ ভ্রান্ত্যাপি অস্খলতঃ স্খলনশূন্যাৎ; খলতশ্চ খলৈরপি ন ভেদ্যাৎ, ন ভেত্তুং শক্যাৎ। অপ্যর্থে চকারদ্বয়ং যমকরক্ষার্থম্; "সংলাপো ভাষণং মিথঃ" ইত্যমরঃ ॥

৪৬। চরিতমিব চরিতার্থীভূতমিব। যদ্‌যস্মাদম্বুধরাদপি রুচিরস্য সুন্দরস্যাস্য রুচিঃ কান্তিঃ, চিরস্য চিরং ব্যাপ্য রস্য-

---

৪৩। তথা হি—নিজের বাছুর থেকেও অধিক প্রিয় ভগবানের করকমলস্পর্শনে স্নেহস্রাবি দুধে পুষ্ট পালানবিশিষ্টা ধেনু নিজে নিজেই স্তনধারা বওয়াতে লাগল,—ঐ ধারা সুন্দর গম্ভীর শব্দময় গভীর দোহনপাত্র ভরে দিয়ে অন্য দোহনপাত্র আনবার অবসরে ভূমিতল ভাসিয়ে দিল।

৪৪। এইরূপ মধুর দর্শনোৎসব পরবশা, গুরুজন-ভয়ে কম্পান্বিতা হয়েও আনন্দকলা মিশ্রিত উৎকণ্ঠায় চঞ্চল কটাক্ষে অবলোকনরতা, চন্দ্রশালিকায় অবস্থিতা গোপীগণের মনোরথকে শকট রথাদি সহস্রেও বইতে না পারার মতো ভারী করে তুললেন কৃষ্ণ।

৪৫। ভ্রমেও অস্খলিত, খলের দ্বারাও অভেদ্য সহজসৌহার্দ বশতঃ সম্ভ্রম ছেরে দিয়ে সদয় ও সরসভাবে আত্মহৃদয় প্রকাশকারিণী কোনও অনির্বচনীয়া স্বর্ণলতিকাকারা গোপীগণের নিজ নিজ সহচরীদের সহিত সংলাপ হতে লাগল ঐ চন্দ্রশালিকায়।

৪৬। 'সখি শোন, আমার নয়ননির্মাণ চরিতার্থতা প্রাপ্ত হয়েছে, যেহেতু নবঘনস্নিগ্ধ শ্যামসুন্দরের

পীয়তে, কিন্তু করিষ্যামো বপুরিদং পুরি দন্দহ্যমানমবশ্যমেতেন বশ্যমেতেন নামাকলাকলাপবত্তয়া, তত্রেয়ং মে যুক্তিযুক্ তিগ্মা মতিরুন্মীলতি, কেলিলতিকেঽলিমন্তরেণ কমলিনী মলিনীভাবমায়াতি। তদয়ি পরমাঙ্গনে! পরমাঙ্গনেঽস্মদীয়ে সমানে সমানেতব্যোঽয়ম্, পশ্য মম মন্ত্রকৌশলম্' ইতি। সাহ,—'কথমিব?' পুনরেষাহ,—'সহচরি! শ্রূয়তাম্॥

৪৭। পুরে প্রায়োঽস্মাকং প্রথমবয়সো দুর্দমতয়া
ন দুহ্যন্তে গাবঃ প্রসভমভয়ৈঃ কৈরপি জনৈঃ।
অতো দোহাভাবাদ্ভবতি বিহতে গব্যবিভবে
গুরুণাং হৃদ্ব্যোম্নি জ্বলতি নিতরাং তাপতপনঃ॥

৪৮। সাহ,—'ততঃ কিম্?' এষাহ,—
'ত্বয়ৈতে বক্তব্যাঃ কমলমুখি মুখ্যা হি গুরবঃ
কথং গা ব্যর্থত্বং গময়থ বৃথা দোহনমৃতে।
যদালোকে সদ্যো দধতি সুখদোহ্যত্বমপি তাঃ
সুদুর্দান্তা যত্নাদুপনয়ত তং দোগ্ধৃ স ইমাঃ॥

তমাতিশয়াস্বাদ্যা পীয়তে। বপুরিদমিতি বামতর্জন্যা স্বং দর্শয়ন্ত্যোবাহ—পুরি পুরমধ্যে দন্দহ্যমানং গুরুজনসংঘর্ষবশাদ্‌গর্হিতদাহযুক্তম্, 'ভাবগর্হায়াং যঙ্'। অবশ্যমেতেন শ্রীকৃষ্ণেন বশ্যং বশীকর্তুং যোগ্যং করিষ্যামঃ। এতেন কথম্ভূতেন? নানাকলাকলাপবত্তয়ৈতেন আ সম্যক্‌প্রকারেণ ইতেন প্রাপ্তেন, ইয়ং তিগ্মা তীক্ষ্ণ মতির্বুদ্ধিঃ। যুক্তিং যুনক্তীতি যুক্তিযুক্; নন্বত্র কথমত্যাগ্রহঃ? তত্রাহ—হে কেলিলতিকে! ইতি সখীনাম্না সম্বোধনম্। অলিং ভ্রমরম্. অন্তরেণ বিনা হে পরমাঙ্গনে শ্রেষ্ঠসুন্দরি! পরমাঙ্গনে শ্রেষ্ঠপ্রাঙ্গণে॥

৪৭। গব্যবিভবে দোহাভাবাদ্বিহতে ভবতি সতি॥

নিয়ত আস্বাদনীয় এ-কান্তি পান করছি, কিন্তু পুরমধ্যে গুরুজনের সহিত সংঘর্ষবশে অতিশয় সন্তাপিত এ-শরীরকে সীমাপ্রাপ্ত নানাকলাশ্রেণীতে নিপুণ কৃষ্ণের দ্বারা অবশ্য বশীকরণের যোগ্য করবো—এই দেখ-না এ বিষয়ে আমার যুক্তিসঙ্গত তীক্ষ্ণ বুদ্ধি উন্মীলিতা হচ্ছে। হে কেলিলতিকে শোন, ভ্রমর বিনা কমলিনী মলিনীভাব প্রাপ্ত হয়—তাই বলছি হে সুন্দরীশ্রেষ্ঠা, আমাদের এ-প্রাঙ্গনশ্রেষ্ঠে এ-কে আনতে হবে—আমার মন্ত্রকৌশল দেখ-না একবার।' সখী বললেন—'সে কি করে হবে?' পুনরায় তিনি বললেন—'তবে বলি শোন।

৪৭। আমাদের ঘরে প্রায় গাভীগুলিকে প্রথম বয়সের দুর্দমতাহেতু কোনও নির্ভয় জনও বলপ্রয়োগ করেও দুইতে পারে না, তাই দোহন অভাবে দুগ্ধ দধি আদি গব্যসম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—এ'তে শ্বশুর শাশুরী প্রমুখ গুরুবর্গের চিত্তাকাশ সর্বদা সন্তাপ সূর্যে জ্বলছে।

৪৮। সখী বললেন—'তাতে আর কি হ'ল?' তিনি বললেন,—

৪৯। তদা তৈরাখ্যেয়ং ক্ব স কথয় কোঽসাবিতি ততো
ভবত্যাখ্যাতব্যং সুমুখি যদিদং দৃশ্যত ইহ।
ততস্তত্রোদ্যোগং সখি রচয়িতাসৌ গুরুজনঃ
স্বকার্য্যেষু প্রাজ্ঞো ভবতি ন কদাপ্যেব বিমুখঃ॥

৫০। অথ চতুরা সাহ,—'তুরাসাহমধিব্রজপুটভেদনমাধিব্রজপুটভেদনমানন্দকারণং কাঽরণং ন করোতি, তদুচিতমেবৈতৎ, কিন্ত্বয়ং পিত্রোরত্রোররীকৃতাধীনতয়া ধীনতয়াপি বর্ত্তমানো ন স্বাতন্ত্র্যমাবিষ্করোতি।' ইয়মাহ,—'অলমনয়াঽনয়ানুকূলবার্ত্তয়া, বার্ত্তয়া তু যুক্ত্যা ভূয়তে। শ্রূয়তাম্—

ব্রজস্য দুঃখে চ সুখে চ তৎফল,-প্রভোগভাজাবিব বৎসলত্বতঃ।
শ্রুতোদিতং মদ্গুরুভির্ব্রজেশ্বরৌ, তৎকালমেনং বিনিযোজয়িষ্যতঃ॥

৪৮। গা ধেনুর্ব্যর্থত্বং নিষ্ফলত্বম্; যদালোকে যস্য দর্শনে; তং জনমুপনয়ত নিকটমানয়ত॥

৪৯। ইদং যদ্দৃশ্যতে কৃষ্ণকর্ত্তৃকং সুখং গোদোহনকর্ম্মেত্যর্থঃ॥

৫০। অধিব্রজপুটভেদনং ব্রজপত্তনেতুরাসাহমিন্দ্রং কৃষ্ণঃ কাঽরণং শরণং ন করোতি? কিন্তু সর্ব্ব এব; ইত্যাসাং তদ্যোগ্যত্ব-ব্যঞ্জনয়াঽস্মরত্বং দ্যোতিতম্; "পত্তনং পুটভেদনম্" ইত্যমরঃ। কথম্ভূতম্? আধিব্রজস্য মনোব্যথাসমূহস্য পুটভেদনকরম্। উররীকৃতাঽঙ্গীকৃতা যা পিত্রোরধীনতা তয়া; ধীনতয়াপি ধিয়া বুদ্ধ্যা ইনতয়া প্রভুত্বেনাপি বর্ত্তমানঃ। অনয়োরনীতিস্তদনুকূলয়া বার্ত্তয়াঽনয়াঽলম্, যুক্ত্যা তু ভূয়তে, যুক্তিস্তু বর্ত্তত এবেত্যর্থঃ। কীদৃশ্যা? বার্ত্তয়াঽরুগ্ণয়া

"হে কমলমুখী, মুখ্য মুখ্য গুরুজনদের তুমি বলে দেও—'বিনা-দোহনে রেখে দিয়ে গাভীগুলিকে কেন বৃথা নিষ্ফলা করে দিচ্ছেন, যাঁর দর্শনমাত্র সদ্য ঐ সুদুর্দান্ত গাভী সুদোহনীয়ভাব ধারণ করছে যত্নে তাঁকে এখানে নিয়ে আসুন, সে এদের দোহন করে দিবে।'

৪৯। তখন তাঁরা জিজ্ঞাসা করবেন—'কোথায় সে, বলো সে কে'—এর উত্তরে হে সুমুখি কৃষ্ণের গোদোহনকর্ম এই যা তুমি এখানে দেখলে তা বলে দিবে—হে সখি তখন সঙ্গে সঙ্গেই ঐ গুরুজনেরা এ-বিষয়ে উদ্যোগী হবেন, কেন-না প্রাজ্ঞজনেরা কার্যসাধনে কখনও-ই বিমুখ হন না।"

৫০। অতঃপর চতুরা সেই সখী বললেন—'এই ব্রজপত্তনে মনোব্যথার সম্পুটভঙ্গকারী আনন্দ-উৎস এ-ইন্দ্রকে আজ কে-না শরণ করে, অতএব এ উচিতই বটে, কিন্তু এঁ পিতামাতার অধীনতা স্বীকার করে নেওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির প্রভু হয়েও বর্তমানে স্বাধীনভাবে চলবে না।' যূথেশ্বরী বললেন—'এ-সব নীতিবহির্ভূত-ভাবের অনুকূল কথায় কি প্রয়োজন, কোনও কথা সম্বন্ধে যুক্তিরই প্রাধান্য। শোন—

ব্রজের সুখে-দুঃখে তৎফলের প্রকৃষ্ট ভোগ, নিজেদের বলে মান্যকারী ব্রজেশ্বর-ব্রজেশ্বরী এ-কে ঐ কাজে তৎক্ষণাৎ নিযুক্ত করে দিবেন ব্রজজনের প্রতি বাৎসল্যবশে, যেই আমাদের গুরুজনেরা এ-কথা তাঁদের কানে তুলে দিবেন।

৫১। অথৈবমন্যোন্যকৌতুককথাপ্রসঙ্গরঙ্গেণ রসময়ং সময়ং গময়ন্তীষু তাসু কৃতলীলাদোহোঽলীলা-দোহোচিতয়াঽঽচিতো বনমালয়ালয়ায় চলিতঃ ॥

৫২। চলতা চলতারানুকারহারেণ হারেণ বিলসদুরা দুরাক্রমশ্রীঃ পরিতো নয়নকমল-ব্যাপারেণা-পারেণানন্দাকূপারেণ প্লাবয়ন্নিব ব্রজনগরনাগরীগরীয়োগুরুগৌরবগ্রাহগ্রাহতুড়িতহৃত্তড়াগানবহেলয়ালয়া-ন্তিকমাসসাদ ॥

৫৩। তাসাং চ নয়নকমলানি যাবদালোকং লোকং বিলঙ্ঘ্য তন্মুখাভিসারসারম্ভেন নির্নিমেষাণি জাতানি, অনালোকং প্রাপ্য প্রাপ্যকারিত্বনিয়মেন পুনর্নিবৃত্তানীব মনাংসি তু ললিতবিলসিতেন তেন সহৈব সুখশয়নে তস্থেব সুষুপুঃ ॥

প্রবলয়েত্যর্থঃ; "বার্ত্তং ফল্গুন্যরোগে চ ত্রিষু" ইত্যমরঃ। তৎফলস্য দুঃখসুখফলস্য প্রভোগং প্রকৃষ্টং ভোগং ভজেতে আস্বষ্ঠ-ভিমন্যেতে ইতি তথা তৌ। কুতঃ? বৎসলত্বতো ব্রজজনং প্রতি বাৎসল্যাৎ কারুণ্যোৎপাদকাদিত্যর্থঃ। অতো মদ্গুরু-ভিরুক্তং বচঃ শ্রুত্বা পরকীয়মুপকারমপি স্বীয়মিব মন্বেত্যর্থঃ ॥

৫১। বনমালয়া আচিতো বৃতঃ। কীদৃশ্যা? অলীনাং ভ্রমরাণামিলা গিরস্তাসাং দোহঃ প্রপূরণং তদুচিতয়া তৎসমবেতয়া; 'উচ সমবায়ে' ইতি ধাতোঃ; "ভূগোবাচম্বিড়া ইলা" ইত্যমরঃ ॥

৫২। হারেণ বিলসৎ শোভমানমুরো বক্ষো যস্য সঃ; হারেণ কীদৃশেন? চলতা চঞ্চলেন; চলানাং তারাণাং নক্ষত্রাণামনুকারং সাদৃশ্যং হরতীতি 'কর্মণ্যন্' তেন। আনন্দাকূপারেণ হর্ষসমুদ্রেণ প্লাবয়ন্নিব, অতিপরিপূর্ণান্ কুর্বন্নিব। কান্? ব্রজনগরনাগরীণাং গরীয়ো গুরুতরং যদ্গুরুগৌরবং তদেব গ্রাহো হিংস্রজলজন্তুভেদস্তস্য গ্রাহেণ গ্রহণেন তুড়িতাঃ খণ্ডিতাশ্চ তে হৃত্তড়াগাশ্চেতি তান্; 'তুড় ভেদনে' ইতি ধাতুঃ; আলয়ান্তিকং স্বগৃহসমীপম্। তন্মুখং প্রত্যভিমুখেনা-ভিসারো গমনং তত্র সারম্ভেন সরসতয়া নির্নিমেষাণি হর্ষোদ্রেকেণ বিস্মৃতনিমেষাণি ॥

৫৩। অনালোকং প্রাপ্যেতি তস্যাতিদূরগমাদিতি ভাবঃ। প্রাপ্যকারিত্বেতি সর্বেষামেবেন্দ্রিয়াণাং নিয়মঃ প্রাপ্য-কারিত্বমেব, তচ্চ প্রাপ্ত এব স্বস্ববিষয়ে স্বস্বকৃতিসামর্থ্যং ন ত্বপ্রাপ্তেঽপীত্যর্থকম্। তেন নিবৃত্তানীবেতি স্বাভীষ্টবিষয়ালাভেন

৫১। অতঃপর এরূপ গোপীগণ পরস্পর কৌতুককথা-প্রসঙ্গরঙ্গে রসময় সময় যাপন করতে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ দোহনলীলা সমাপ্ত করে গুঞ্জারকারী ভ্রমর-সম্মিলিতা বনমালায় আচ্ছাদিত হয়ে গৃহে চললেন।

৫২। চলমান্ নক্ষত্রের মতো চঞ্চল হারে শোভন বক্ষদেশবিশিষ্ট দুরাক্রম শোভাযুক্ত কৃষ্ণ নয়নকমল-ব্যাপাররূপ অপার আনন্দসমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে ব্রজনগরনাগরীদের গুরুতর গুরুগৌরবরূপ হাঙ্গর-খণ্ডিত হৃত্তড়াগ প্লাবিত করে দিতে দিতে সচ্ছন্দ গমনে হেলতে দুলতে গৃহের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন।

৫৩। গোপীদের নয়নকমল যতক্ষণ তাঁকে দেখা গেল লোকলজ্জাভয় উল্লঙ্ঘন করে তার মুখের দিকে গিয়ে অভিসার রসে ডুবে নির্নিমেষ হয়ে গেল, 'আওতার মধ্যে এলেই ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে সামর্থ্য, অন্যথায় নয়' এ-নিয়মে যখন আর দেখা গেল না তখন পুনরায় অন্যত্র রুচি না

৫৪। এবমহনি হনিষ্যদ্ভাবকরালভাবকরাল-বিয়োগবেদনা-বেদনাস্থানাভাবাদাত্মনো মর্ম্মণি মর্ম্মণি সঞ্চারিণী বিষবিসর্পজ্জালেব যাতনা যা তনাবুন্মীলতি, তাং খলু দিবসাবসান-তৎসমাগমাগন্তুকদর্শনেন নিদাঘপ্রদোষদোষরাহিত্যৈধিতশোভশোভমান-তদ্বহির্বিহারদর্শনেন চ নির্বাপয়ন্তি তদনুরাগিণ্যঃ ॥

৫৫। এবং পুনরহরহরহতপরাক্রমঃ ক্রমবিবর্দ্ধমানকৌতুকো ধেনুগণাবনে বনে বিহরন্ নিদাঘসময়ং ব্যতীয়ায় ॥

৫৬। ততশ্চ ততশ্চরিতমাধুর্য্যমহিম্না মধুরিতভুবনতলোঽবনতলোকরসদালোকঃ সহ সহচরৈঃ কুতুহলিনা হলিনা চ ধেনুগণাবনায় বনায় গচ্ছন্নিচ্ছন্নিজকৌতুকখেলাং খে লাঞ্ছিতজলদাঙ্কুরাং কুরাঞ্জন্য-

---

ততোঽস্যৈব স্বরোচকত্বেনৈবাপ্রবৃত্ত্যা নিমীলিতানীব জাতানীত্যর্থঃ। মনাংসি ত্বিতি মনসাং তু দর্শনশ্রবণপ্রতিযোগিমাত্র এব বিষয়ে স্বস্বকৃতিসামর্থ্যনিয়মো ন ত্বপ্রাপ্তপ্রাপ্ততাবিচার ইতি তুকারব্যঞ্জিতোঽর্থঃ ॥

৫৪। নৈদাঘিকলীলামুপসংহরতি। অহনি দিবসে হনিষ্যদ্ভাবো হনিষ্যত্তা তয়া যাঃ করালভাস্তীক্ষ্ণকিরণাস্তাভি-রবকরং দোষমালাতি গৃহ্লাতীত্যবকরালো যো বিয়োগস্ততো যা বেদনা পীড়া তস্যা বেদনা জ্ঞাপনং যত্র স্থানাভাবাৎ পরমপ্রেষ্ঠসখীনাং তৎস্থানত্বযোগ্যতায়াং সত্যামপি 'ধীরা ভব এষ মিলিতপ্রায় এব তে প্রেয়ান্' ইতি বৃথাশ্বাসস্য তৎকরিষ্য-মাণতামাশঙ্ক্য মদ্দুঃখমেতা অপি যাথাতথ্যেন ন প্রত্যভিজানন্তীতি মননেন তাস্বপি তত্রাসম্ভাবনাত ইতি বা যাতনা পীড়া তনৌ দেহে উন্মীলতি, দিবসাবসানে তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য সমাগমাদ্ধেতোরাগন্তুকং দর্শনং তেন নিদাঘপ্রদোষস্য দোষ-রাহিত্যেনৈধিতা বৰ্দ্ধিতা শোভা যস্যাস্তথাভূতং শোভমানস্য তদ্বহির্বিহারস্য যদ্দর্শনং তেন চেতি দ্বিবিধদর্শনস্য সুধাসেকত্বং ব্যঞ্জিতম্ ॥

৫৫। ব্যতীয়ায় ব্যতিক্রান্তবান্ ॥

হওয়ায় ঐ নয়ন যেন নিমীলিত হয়ে এল, কিন্তু তারই সঙ্গে বিলসিত মন তো তাঁরই সুখশয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়লো।

৫৪। এইরূপে দিনের বেলায় মেরে ফেলবার মতো পীড়াদায়ক তীক্ষ্ণ তেজে দোষাল বিরহবেদনা স্থানাভাবে নিজ নিজ মর্ম্মে মর্ম্মে সঞ্চারিণী হয়ে উচ্ছল বিষজ্বালার মতো যাতনারূপে দেহে যা উন্মীলিতা হয় তা কৃষ্ণানুরাগিণীগণ তাঁর সমাগমহেতু আগন্তুক দর্শন, এবং নিদাঘপ্রদোষের দোষরাহিত্যে বৰ্দ্ধিত শোভায় শোভন কৃষ্ণবাহির্বিহার কালে দর্শন—এ-দুই সুধাধারায় নির্বাপিত করে থাকেন।

৫৫। এইরূপে পুনরায় অহরহ অক্ষত পরাক্রম কৃষ্ণ ক্রমবিবর্দ্ধমান কৌতুকে ধেনুপালনের জন্য বন বিহার করতে করতে গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে দিলেন।

বর্ষাঋতু বিহার ঃ

ঋতু বর্ণন ঃ

৫৬। (অতঃপর ক্রমপ্রাপ্ত বর্ষাকালীন লীলা বলতে গিয়ে প্রথমে বর্ষাঋতুর বর্ণন করছেন—)

অতঃপর লীলামাধুর্য-মহিমায় বিখ্যাত, ভুবনতলের মধুরতাদায়ী, শরণাগত জনের রসময়

কারিণীং চরণপরিচরণপরিভাবনয়া ভাব-নয়াভ্যামুপচিতাং দাসীবদাসীবনপরাং পরিচর্য্যায়াশ্চকিতচকিত-দরোন্মীলচ্চপলাচপলাক্ষীম্, দরদলিত-ললিতমালতিকালতিকা-কুসুমসুমধুর-মালভারিণীং মেদুরদুরবাপ-শোভকদম্ব-কদম্বক-বিপুলপুলকধারিণীং লঘুলঘুবিগলজ্জলদজলদরবিন্দুনিকরাশ্রুস্নিগ্ধমুগ্ধদিঙ্‌মুখাং কুসুম-ভরভরিত-ককুভাবলি-বলিত-গন্ধবহ-ললিত-নিঃশ্বাসাম্, সরসতর-তরঙ্গিত-মদময়ূর-বিকচ-কলাপ-কচকলাপ-শোভিতাং তরলতর-ললিত-বিসকণ্ঠিকা-মুক্তাকণ্ঠিকামুক্তামণ্ডিতঃ সঞ্চরদিন্দ্রগোপগো-পদযাবক-চিহ্নাং মরকতমণিমঞ্জরী-জরীজৃম্ভমাণতা-হারি-হারিত-নব-যবস-যবসরসরসাতল-তল্পাম্, রসদ-রসদক-শব্দমধুরতর-কণ্ঠনাদামতিঘনায়মানবনরাজি-রাজিনং নীলিমানমেব নীলমংশুকমংশুকমনীয়ং বসানামবসানাম্‌ল-

৫৬। অথ ক্রমপ্রাপ্তাং প্রাবৃষিকীং লীলাং বর্ণয়িতুং প্রথমং তামেব বর্ণয়তি। ততশ্চ নিদাঘসময়ানন্তরং চরিতস্য মাধুর্যমহিম্না ততো বিস্তৃতঃ। খে আকাশদর্পণে লাঞ্ছিতশ্চিহ্নিতো দেহবর্ণ এব জলদাঙ্কুরো যস্যাস্তামিতি সমাসে উপমেয়-লোপঃ। তাং প্রাবৃষেণ্যাং লক্ষ্মীমালোকয়ামাসেত্যন্বয়ঃ। কীদৃশীম্? কোঃ পৃথিব্যা রাঞ্জনং কর্তুং শীলং যস্যাস্তাম্; রঞ্জেঃ কর্তৃসাধন-লুপ্তপ্রত্যয়াস্তাদ্‌ভাবে ঘঞি রূপম্। চরণয়োঃ পরিচরণং সেবা তস্য পরি সর্বতোভাবেন ভাবনয়া ভাবঃ প্রেম নয়ো নীতিস্তাভ্যামুপচিতাম্, দাসীবৎ দাসীমিব পরিচর্যায়া আসীবনং সম্যগ্ গ্রন্থনং তৎপরাম্, চকিতচকিতং যথা স্যাত্তথা সম্ভ্রমাদিব দর ঈষদুন্মীলন্তৌ চপলে দিগ্‌দ্বয়াবির্ভবদ্বিদ্যুতাবেব চপলে চঞ্চলে অক্ষিণী যস্যাস্তাম্; "বিদ্যুচ্চঞ্চলা চপলাপি চ" ইত্যমরঃ। মালভারিণীমিতি ইষ্টকেষীকেত্যাদিনা হ্রস্বঃ। মেদুরং স্নিগ্ধং দুরবাপশোভং দুর্লভশোভাযুক্তং যৎ কদম্ব-কদম্বকং কদম্বকুসুমবৃন্দং তদেব বিপুলানি পুলকানি তানি হর্ষাদিব ধর্তুং শীলং যস্যাস্তাম্, লঘুলঘু বিগলন্তো জলদসম্বন্ধি-জলানাং দরবিন্দুনিকরা এবানন্দভরাদশ্রূণি তৈঃ স্নিগ্ধং মুগ্ধং মনোহরং চ দিগ্‌রূপমুখং যস্যাস্তাম্, কুসুমভরভরিতায়াঃ ককুভাবলেরর্জুনবৃক্ষসমূহাদ্বলিতো গন্ধবহঃ সুগন্ধপবন এব ললিতো নিশ্বাসো যস্যাস্তাম্; "ককুভোঽর্জুনঃ" ইত্যমরঃ। সরসতরং তরঙ্গিতং নাট্যজন্যং যেষাং তেষাং মত্তময়ূরাণাং বিকচাঃ প্রফুল্লাঃ কলাপাঃ শিখণ্ডা এব কচকলাপঃ কেশসমূহ-স্তেন শোভিতাম্। তরলতরাঽতিচপলা ললিতা বিসকণ্ঠিকা বকপংক্তয় এব মুক্তাকণ্ঠিকাঃ প্রোতমুক্তাময়-কণ্ঠিকাস্তাভিরা-

দর্শনদায়ী শ্রীকৃষ্ণ সহচরগণ এবং কুতূহলী হলধর সহ ধেনুপালনের জন্য ও নিজ কৌতুকময় খেলার ইচ্ছায় বনে যেতে যেতে বর্ষাঋতুলক্ষ্মীকে দর্শন করলেন। অহো, কি অপূর্ব দর্শন—

দেহবর্ণে আকাশদর্পণে চিহ্নিত জলদাঙ্কুররূপিণী, মাধুর্যে পৃথিবীকে রঞ্জিতকারিণী, কৃষ্ণচরণ পরিচর্যা পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রেমনীতিতে পরিপূর্ণা, বৃন্দাবনকে ফুলে ফুলে গুম্ফিত করে তুলে সদা দাসীর মতো সেবা তৎপরা, পরিচর্যাকালে সম্ভ্রমে চকিত চকিত ঈষৎ চমকিত চপলারূপ চঞ্চল নয়না, সঙ্কুচিত দলসমন্বিত ললিত মালতিকা লতিকা কুসুমের সুমধুর মাল্যধারিণী, স্নিগ্ধ দুর্লভ শোভায় রমণীয় কদম্ব কুসুমরূপ বিপুলপুলক-রোমাঞ্চযুক্তা, মেঘজলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিন্দুরূপ অশ্রুস্নিগ্ধ মুগ্ধ দিঙ্‌মুখী, কুসুমভারে ভরিত অর্জুনবৃক্ষ ছোঁয়া সুগন্ধপবনরূপ ললিত নিশ্বাসযুক্তা, নৃত্যকালে অতি রমণীয়তায় প্রসারিত মত্তময়ূরের প্রফুল্ল পুচ্ছরূপ সুকেশী, অতিচপল ললিত বকপংক্তিরূপ মুক্তামালায় ললিত-কণ্ঠী, চতুর্দিকে সঞ্চরণশীল অরুণবর্ণ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইন্দ্রগোপকীটের অঙ্গজ্যোতিরূপ অলক্তকে রঞ্জিত-পদকমলা, মরকতমণি-মঞ্জরীর উজ্জ্বলতাহারী হরিদ্বর্ণ ঘাসসদৃশ যবে সরস ভূমিতলরূপ শয্যাবৈভবে বিশিষ্টা, রসবর্ষী দীপ্ত

সরসাং তরোলম্ব-রোলম্বঘটা-কটাক্ষপাতামবনীপ-নীপপরাগ-পরাগতাধিবাসাং প্রাবৃষেণ্যাং লক্ষ্মীমালোকয়ামাস ॥

৪৭। ততশ্চ সমুচিতমৌষধমিব নিদাঘতপনতপন-তপ্তজীবজীব-নিকরস্য রস্যতমেন কালভিষজা চিকিৎসিতং বিচিকিৎসিতং বিহায় হায়নমধ্যে স এব সময়ো রসময়ো রম্যশ্চেতি সকলৈরেব নিরনায়ি ॥

৫৮। ততশ্চ, উচ্ছ্বসিতমিব ধরণ্যা, উল্লসিতমিব ধরনিরুহৈঃ, মেদুরিতমিব গগনতলেন, আকৃষ্ট ইব দিগ্‌ব্রততিব্রাতঃ, নিদ্রিত ইব বাসরমণিঃ, প্রোষিত ইব সন্তাপঃ, গর্বিতমিত ময়ূরৈঃ, আনন্দিতমিব

মুক্তং পিনদ্ধাম্; "আমুক্তঃ প্রতিমুক্তশ্চ পিনদ্ধশ্চাপি নদ্ধবৎ" ইত্যমরঃ। কণ্ঠিকা কাঁঠীতি খ্যাতা। অভিতঃ সঞ্চরতামিন্দ্রগোপানাং 'বুড়ন' ইতি খ্যাতারুণবর্ণসূক্ষ্মকীটানাং গাবো রশ্ময় এব পদয়োর্যাবকচিহ্নং যস্যাস্তাম্; মরকতমণিমঞ্জর্য্যা জরীজৃম্ভ্যমাণতাম্, অতিপ্রকাশং হর্ত্তুং শীলং যেষাং তথাভূতা হারিতা হরিদ্বর্ণা নবা নবীনা যবসা ঘাসা এব রূপসাদৃশ্যাদ্‌যবাষ্টৈঃ সরসং রসাতলং ভূতলমেব তল্পং যস্যাস্তাম্। রসদস্য রসবর্ষিণো রসদব্দস্য লসন্মেঘস্য শব্দ এব মধুরতরঃ কণ্ঠনাদো যস্যাস্তাম্। রসদিতি রলয়োরৈক্যাৎ; 'রস শব্দে' ইত্যস্য শত্রন্তত্বেন ব্যাখ্যায়ামর্থপৌনরুক্তং স্যাৎ। অতিঘনায়মানাস্বতিমেঘতুল্যাসু বনরাজিষু রাজীনং দীপ্তিশীলং নীলিমানং গুণমেব নীলমংশুকং বস্ত্রং বসানং পরিদধানম্, অবসানে পরিণামেঽপ্যমলাং সরসাঞ্চেতি বনিতান্তরবৈলক্ষণ্যমপি ধ্বনিতম্। তরসা লম্বন্তে ইতি তরোলম্বা যে রোলম্বা ভ্রমরাস্তেষাং ঘটৈব কটাক্ষপাতো যস্যাস্তাম্। অবনীং পিবতি গ্রসতি ব্যাপ্নোতীতি যাবৎ। পাতি আচ্ছাদ্য রক্ষতীতি বা। অবনীপো যো নীপপরাগস্তেনৈব পরাগতঃ প্রাপ্তোঽধিবাসঃ সুগন্ধীকরণং যস্যাস্তাং প্রাবৃষেণ্যাং বর্ষোদ্ভবাং লক্ষ্মীং শোভাম্ ॥

৫৭। নিদাঘতপনো গ্রীষ্মকালীনসূর্যস্তস্য তপনং তাপস্তেন তপ্তো জীবো জীবনং যস্য তথাভূতস্য জীবনিকরস্য জন্তুসমূহস্য সমুচিতমৌষধমিব রস্যতমেন রসেঽতিনিপুণেন, (পা০ ৪।৪।৯৮) 'তত্র সাধুঃ' ইতি যৎ। কাল এব ভিষক্ বৈদ্যস্তেন চিকিৎসিতম্, বিচিকিৎসিতং সন্দেহং ত্যক্ত্বা; "বিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ" ইত্যমরঃ ॥

৫৮। বাসরমণিঃ সূর্যঃ। তরঙ্গিণীনাং নদীনাং পুলিনান্যেবাস্থীনি, তানি জলাবৃতানি বীক্ষ্যোৎপ্রেক্ষ্যতে—মাংস-

---

মেঘধ্বনিরূপ অতিমধুর কণ্ঠনাদে মধুরা, ঘন মেঘশ্যাম বনরাজিতে স্ফুরিত উজ্জ্বল নীলিমারূপ কমনীয়-পরিণামে নির্মল - সরস নীলবস্ত্র পরিহিতা, বেগচঞ্চল ভ্রমরসমারোহরূপ অপাঙ্গ দৃষ্টিপাতকারিণী, পৃথিবী ব্যাপ্তিকারী কদম্বপরাগ থেকে প্রাপ্ত সুগন্ধীকরণ গুণে বিভূষিতা বর্ষাঋতুর শোভারূপা নায়িকাকে অবলোকন করলেন শ্রীকৃষ্ণ।

৫৭। অতঃপর গ্রীষ্মকালীন সূর্যতাপে তপ্তজীবন জীবনিচয়ের পক্ষে সমুচিত ঔষধের মতো রসময় ও রমনীয় বলে নিঃসন্দেহরূপে সকলেই নিরূপিত করল কালবৈদ্যের দ্বারা ব্যবস্থাপিত উপরে বর্ণিত এই বর্ষাঋতু লক্ষ্মীকে।

৫৮। অতঃপর ধরণীতে প্রবাহিত বায়ু যেন হল এই বর্ষালক্ষ্মীর শ্বাস-প্রশ্বাস, ভূমিতলে দূর্বা উল্লসিত হয়ে উঠল এর অঙ্গের রোমাঞ্চের মতো, গগন তলের মেদুরতায় এ হয়ে উঠল স্নিগ্ধ, দিক্‌লতা নিকটে চলে এলো কোন্ আকর্ষণে যেন, সূর্য যেন ঘুমিয়ে পড়ল, সন্তাপের যেন হল অবসান,

দাত্যূহৈঃ, সরসিতমিব চাতকৈঃ, হসিতমিব কদম্বৈঃ, আলিপ্তমিব মৃগমদৈর্জগদণ্ডভাণ্ডবিবরম্, স্নাতা ইব গিরয়ঃ, ধৌতা ইব বনবীথয়ঃ, মাংসলতয়া লুপ্তানীব পুলিনাস্থীনি তরঙ্গিণীনাম্, নিস্তরঙ্গরঙ্গাণি কুরঙ্গ-যূথানি, নাতিদূরচারীণি গোধনানি ॥

৫৯। কিং বহুনা? ব্রজপুরপুরন্দরকিশোরস্য চ রস্যচরিতাসীদসৌ বর্ষাসময়লক্ষ্মীঃ ॥

৬০। যত্র তেষু তেষু দিবসেষু অতিসৌলভ্য-লভ্যমান-শুভগন্ধ-গন্ধতৃণ-লব-লবন-মসমসায়মানরব-রবণদশনৈঃ শনৈঃ শনৈশ্চরণসঞ্চরণ-সঞ্চীয়মান-মন্থর্যৈ্যঃ সহজমশকদংশদংশবিরহেণ কেবল-বলমানরুচিরতা-চিরতায়ৈ বিলসদচ্ছপুচ্ছপুটান্দোলদোলদ্বালধিললিতৈঃ ক্ষণমাত্রসঞ্চারজনিতোদরম্ভরিতয়া ভরিতয়া তৃণা-দনালঙ্ঘিয়াঽধিযাপিতবিশ্রামাভিলাষৈর্নৈচিকীনিচয়ৈর্মেদুরদুরবশাদদুরবশাদশাদহরিতপ্রদেশমধ্যমধ্যবস্থায়

লতয়েতি। নিস্তরঙ্গরঙ্গাণীতি,—ঈষীকা-বীরণাদ্যাবৃতপ্রদেশেষু নিষ্প্রত্যূহকূর্দনাবকাশস্যালভ্যমানত্বাৎ। যদ্বা, বনদাব-জ্বালাদি-শাস্তেনিঃশেষতরঙ্গত্বং রঙ্গাণা নাতিদূরে ইতি যত্র কুত্রাপি ঘাসবাহুল্যাৎ ॥

৫৯। চকারোঽপ্যর্থে ॥

৬০। নৈচিকীযূথৈর্যদি সুখং শয়িতুমারেভে তদা তরুণতরুমূলমলঙ্কুর্বন্ স কৃষ্ণো মল্লারং রাগমালপন্ শ্রুতিং নিদধে ইত্যন্বয়ঃ। নৈচিকীযূথৈঃ কীদৃশৈঃ? প্রথমং তাবদতিসৌলভ্যেন হেতুনা লভ্যমানানাং শুভগন্ধানাং গন্ধতৃণানাং 'গন্ধেল' ইতি পাশ্চাত্ত্যখ্যাত-ঘাসবিশেষাণাং লবেন লীলয়া লবনং ছেদনং তত্র যো মসমসায়মানো রবস্তেনৈব রবণা ধ্বনিমন্তো দশনা দন্তা যেষাং তৈঃ; "লবো লেশে বিলাসে চ" ইতি বিশ্বঃ। তৃণচ্ছেদধ্বনিরেব দশনেষ্বপ্যুপচার্যতে। ততশ্চ একত্রৈব

ময়ুরের নৃত্যে একে যেন গর্বিত মনে হতে লাগল, ডাহুকের সুখ-সঞ্চরণে এ যেন আনন্দিত হল, চাতকের কাকুরবে যেন সরসিত হল, কদম্বের পুষ্পসম্ভারে যেন হাস্যময়ী হল, জগদণ্ডভাণ্ড-বিবর যেন মৃগমদে চর্চিত হল, বর্ষাজলের ধারাপাতে গিরি যেন নেয়ে উঠল, বনপথ যেন ধৌত হয়ে গেল, মাংসলতা হেতু অস্থি লুপ্ত হওয়ার মতো জলে নদীর চড়া লুপ্তপ্রায় হ'ল, বনস্থল ঈষীকা বীরণাদিতে আচ্ছন্ন হওয়াতে হরিণযূথেরা রঙ্গবিলাসে আর তরঙ্গায়িত হতে পারছে না, গোধনকুলের আর বেশী দূরে চরতে যাওয়ার প্রয়োজন হচ্ছে না—নিকটেই ঘাসের প্রাচুর্য বশতঃ।

৫৯। আর বেশী বলবার কি আছে,—সেই বর্ষাসময়-শোভা ব্রজপুরপুরন্দর কিশোরের পক্ষেও হ'ল রসময় চরিতের।

৬০। (অন্বয়মুখে—বহু বিশেষণে বিশেষিত এই বর্ষাকালের ঐ ঐ দিনগুলিতে ধেনুগুলি সুখে শুতে আরম্ভ করলে তরুণতরুমূল অলঙ্কৃত করে বসে কিশোর কৃষ্ণ মল্লাররাগ আলাপ করতে করতে শ্রুতিকে (স্বরের অবয়ব) ধারণ করে থাকেন।)

অতি অনায়াস-লভ্য সুরভিত গান্ধাল তৃণ লীলায় দাঁতে কাটায় মসমস ধ্বনিমন্তো দাঁতালা, তৃণের প্রাচুর্যহেতু ধীরে ধীরে চলায় পুঞ্জীভূত মান্থর্য্য প্রাপ্তা, স্থানমাহাত্ম্যে স্বাভাবিক মশক ও ডাঁশের দংশন অভাবে শুধু শুধু সঞ্চালিত - প্রচুর সৌন্দর্যের নিত্যস্থিতিতে দীপ্ত - নির্মল - আন্দোলনে

ভগবদভিমুখং মুখং বিধায় রোমন্থমন্থরমলসলসদাদরদরঘূর্ণমানচটুলেক্ষণক্ষণদৈঃ ক্ষণদৈর্ঘ্যেণ যদি সুখং শয়িতুমারেভে, তদা সহ সহচরবালকৈর্বালকৈরবসিতহসিতহস্তস্তমাঃ কন্দুকীকৃতনবকদম্বকোরকো রচিত-কন্দুকখেলালসঃ খে লালসলসদমরনগর-নাগরীগরীয়োদিদৃক্ষাবৈকল্যকল্যতায়ামনুগ্রহাগ্রহাত্তসরসতয়া-ঽঽততয়া তত ইতো মেঘৈরেবান্তরান্তরায়তামপহায় স্ববশকলিতশকলিতভাবেন যদি তস্থে, তদা-ঽম্বরাবিস্মর-ভানু-ভানুজালজাঽঽলস্য লস্যমানঃ শ্রমজল-শীকরকরম্বিতবদনবিম্বো বিম্বোজ্জ্বলমধুরাধরো ধরোরসি কন্দুকখেলাতো বিরম্য রম্য-তরুতরুণমূলমলঙ্কুর্বন্, পুনরপি ঘনীভূত-ঘনঘটা-ঘটিতঘনসার-ত্রস-রেণুকল্প-ঘনরসবিন্দুনা ততমালমালতিকালতিকা-কুসুমগন্ধবাহেন গন্ধবাহেন সেব্যমানোঽব্যমানোত্তম-

---

বহুতৃণপ্রাপ্ত্যা শনৈঃ শনৈশ্চরণানাং সঞ্চরণং সঞ্চারস্তেন সঞ্চীয়মানং মাস্থর্যং যেষাং তৈঃ। তত্র চ শ্রীবৃন্দাবন-সদ্গুণাৎ সহজেনৈব মশকানাং দংশনাং চ দংশনস্য বিরহেণ কেবলং বলমানা যা রুচিরতা প্রচুরং সৌন্দর্যং তস্য চিরতায়ৈ চিরসময়স্থিত্যৈ বিলসতোঽচ্ছস্য নির্মলস্য পুচ্ছপুটস্যান্দোলাদেব দোলতা চঞ্চলেন বালধিনা ললিতৈঃ। ততশ্চ ক্ষণমাত্র-সঞ্চারেণৈব জনিতা যা উদরস্তরিতোদরপূর্তিস্তয়া হেতুনা তৃণাদনে তৃণভক্ষণেঽলংধীঃ স্পৃহাশূন্যতা তয়া ভরিতয়া পরি-পূরিতয়া হেতুনাঽধিযাপিতঃ প্রাপিতো বিশ্রামাভিলাষো যৈস্তৈঃ। ততশ্চ মেদুরঃ স্নিগ্ধশ্চ, অথচ দুর্গতোঽব সমন্তাৎ শাদঃ পঙ্কো যত্র স চ, অতএব দুর্গতো নিরস্তোঽবশাদঃ খেদো যস্মাৎ স চ। শাদা নবতৃণানি তৈর্হরিতশ্চ যঃ প্রকৃষ্টো দেশস্তস্য মধ্যমধ্যবস্থায়; "শাদো জম্বালশষ্পয়োঃ" ইত্যমরঃ। অলসং চ তৎ লসন্ আদরো ব্যজ্যমানো যত্র তচ্চ দর ঈষৎ ঘূর্ণমানং চ যচ্চটুলং সুন্দরমীক্ষণমবলোকনং তেন ক্ষণদৈঃ শ্রীকৃষ্ণোৎসবদায়িভিঃ। রচিতায়াং কন্দুকখেলায়াং লসো রসোঃ যস্য সঃ, রলয়োরৈক্যাৎ। খে স্বর্গে লালসাঽতিশয়স্পৃহাবত্যো লসন্ত্যো যা অমরনগরনাগর্যস্তাসাং গরীয়সী যা দিদৃক্ষা তদ্ধেতুকস্য বৈকল্যস্য কল্যতায়াং প্রবলতায়াং সত্যাম্, "কল্যৌ সজ্জনিরাময়ৌ" ইত্যমরঃ; লালস ইতি স্পৃহার্থক-লসের্যঙন্তাৎ পচাদ্যচি রূপম্। "ছায়াং নিজস্ত্রীচটুলালসানাং, মদেন কিঞ্চিচ্চটুলালসানাম্" ইতি মাঘযমক-দৃষ্টেস্তস্য দন্ত্যান্তত্বমপীষ্টম্। অনুগ্রহস্যাগ্রহেণাত্তা গৃহীতা যা সরসতয়া তয়া আততয়া বিস্তৃতয়া হেতুনা মেঘৈরেব কর্তৃভিঃ, অন্তরা মধ্যেঽন্তরায়তাং তদ্দর্শন-ব্যবধানতামপহায় ত্যক্ত্বা যদি তস্থে। কেন প্রকারেণ? স্ববশং স্বাধীনমেব কলিতং

চঞ্চল বালধিতে (কেশযুক্ত পুচ্ছ) ললিতা, ক্ষণমাত্র সঞ্চারজনিত উদরপূর্তিতে তৃণভক্ষণে সম্পূর্ণ স্পৃহাশূন্যতা হেতু বিশ্রামাভিলাষিণী ধেনুবৃন্দ স্নিগ্ধ - সম্পূর্ণ পঙ্কমুক্ত - তাপ জুড়ানো - খেদ দূরীভূতকারী - নব তৃণময় - সবুজ - সুন্দর ভূমিতলের মধ্যে অবস্থিত হয়ে রোমন্থন-মন্থর মুখ ভগবানের দিকে স্থাপন করে অলস আদরব্যঞ্জক ঘূর্ণায়মান্ সুন্দর অবলোকনে কৃষ্ণের উৎসবদায়িনী হল। এ-ভাবে বহুসময় অতিবাহিত হয়ে গেলে যদি তারা সুখে শুতে আরম্ভ করল তখন কৃষ্ণ নবকদম্বকোরকে কন্দুক বানিয়ে সহচর বালকগণের সঙ্গে স্বরচিত কন্দুকখেলারসে মেতে উঠলে আকাশে অতি স্পৃহাবতী দীপ্তা অমর-নগর-নাগরীগণ ঐ খেলা দেখবার প্রবল ইচ্ছায় ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। এতে ওঁদের প্রতি অনুগ্রহ করবার আগ্রহে গৃহীত সরসতায় মেঘ নিজেই ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে দেবীগণের দর্শন পথের আড়াল ছেড়ে দিয়ে আপন স্বাধীনতায় খণ্ড খণ্ড ভাবে যদি অবস্থিত হ'ল তখন ওদিকে ভূতলে প্রশসরণশীল সূর্যের কিরণমালা জনিত আলস্যে জড়িত, ও শ্রমজলকণাভরিত বদনমণ্ডলের শোভায় রমণীয় ও উজ্জ্বল

মধুর-লীলাবলিঃ, বলিত-ললিতাঙ্গতয়াঽঽগতয়াঽতিপরভাগ-ভাগধেয়ং গোচারণ-লকুটিকাপুটিকাপুরোভাগাপবর্জিত-বামকক্ষতলোঽক্ষতলোভনীয়শোভঃ সুরুচির-বামজঙ্ঘোপরি-পরিগমিত-দক্ষিণমহোজজ্ঘালজঙ্ঘালতো নিজবিলাসমিব বহুধৈবতং সপরহিতং মনোমল্লারং মল্লারং রাগমালপন্মুরলীরলীলয়া লয়াভিরামেণ গানেন বনপরিসরতঃ পরিসরতঃ কুরঙ্গনিকরানুৎকণ্ঠয়ন্ কণ্ঠয়ন্নববনমালো ধেনুগণমপ্যুৎকর্ণয়ন্নাকর্ণয়ন্নাত্মসহচরদত্তশ্রুতিং শ্রুতিং নিদধে ॥

ব্যাপারো যত্র তেন শকলিতভাবেন খণ্ডস্বরূপেণ। তদাঽস্তরা মধ্য এব বিস্ময়রং প্রসরৎশীলং ভানোঃ সূর্যস্য ভানুজালং কিরণসমূহস্তজ্জেন তস্মাজ্জাতেন, তস্যাগহত্বাদালম্বেন লম্বমান ক্লিশ্যমাণো ধরোরসি ভূতলমধ্যে কন্দুকখেলাতো বিরতো ভূত্বা রম্যং স্নিগ্ধচ্ছায়ং তরুতরুণস্য বৃক্ষবর্যস্য মূলমলঙ্কুর্বন্। প্রাবৃট্ কঠিনসূর্যকিরণা মেঘৈরমর-নাগরীপক্ষপাতিভির্যদি ন ব্যবধীয়ন্তে স্ম, তদা শ্রমজলেত্যাদি লক্ষণং তাৎকালিকং স্ববদনসৌন্দর্যং তাঃ ক্ষণমাত্রমেব দর্শয়িত্বা তরুতলমাগম্য তদ্দৃষ্টিতঃ স্বয়মেব ব্যবহিতোঽভূদিবেতি ভাবঃ। অতএব তাসাং তৎ সাহায্যং ন সম্যক্ ফলিতমিতি পুনরপি মেঘানাগাগমনং স্বাপরাধখণ্ডনার্থমিবেতি ভাবঃ। গন্ধবাহেন পবনেন। কীদৃশেন? ঘনীভূতাভির্নিবিড়ীভূতাভির্ঘনঘটাভির্ঘটিতা নিষ্পাদিতা ঘনসারত্রসরেণুকল্পাঃ কর্পূরকণতুল্যা ঘনরসবিন্দবো যত্র তেনেতি শৈত্যম্, জলবিন্দুভারোদ্বহনপরিশ্রমেণৈব দ্রৌত্যাভাবান্মান্দ্যং ব্যক্তিত-সম্ভাবনাগম্যম্। ততা বিস্তৃতা মালা শ্রেণী যাসাং তাসাং মালতিকা-লতিকানাং কুসুমগন্ধং বহতীতি তেন, ইতি সৌগন্ধ্যমুক্তম্। অব্যমানা রক্ষ্যমাণা উত্তমা মধুরা লীলাবলির্যেন সঃ। বলিতা সুবিন্যস্তা ললিতাঙ্গতা মনোহরাঙ্গভঙ্গী তয়া। কীদৃশ্যা? অতিপরভাগস্য অতিসৌন্দর্যস্য ভাগধেয়ং ভাগমাগতয়া প্রাপ্তয়া; "ভাগধেয়ং মতং ভাগ্যে ভাগপ্রত্যুষয়োঃ পুমান্" ইতি মেদিনী। গোচারণসম্বন্ধিন্যা লকুটিকায়াঃ পুরোভাগেঽপবর্জিতং দত্তং বামকক্ষতলং যস্য সঃ; দানপর্যায়ে "অপবর্জনমংহতিঃ" ইত্যমরঃ। অতএব তাদৃশ্যা ভঙ্গ্যাঽক্ষতা পরিপূর্ণা লোভনীয়া শোভা যস্য সঃ; দক্ষিণা মহোজজ্ঘালা তেজোবেগধারিণী জঙ্ঘালতা যস্য সঃ; বিলাসপক্ষে, বহুধৈব বহুপ্রকারেণৈব তং প্রসিদ্ধং মল্লারম্; পক্ষে, বহবো ধৈবতস্বরা যত্র তম্; "ধৈবতাংশগ্রহন্যাসো মল্লারঃ সঃ পরিবর্জিতঃ" ইতি তল্লক্ষণাৎ। পরেষাং হিতেন সহ বর্তমানং ষড়্জ-পঞ্চম-রহিতঞ্চ। ষড়্জস্য মূর্দ্ধন্যাদিত্বেঽপি তস্য দন্ত্যসকারেণ সঙ্কেতো

মধুর অধরবিশিষ্ট কৃষ্ণ কন্দুকখেলা থেকে বিরমিত হয়ে ছায়াশীতল বিশাল তরুমূল অলঙ্কৃত করে বসে গেলেন। এতে দেবীদের কৃষ্ণদর্শন যদি ছিন্নই হয়ে গেল তখন নিজ অপরাধ খণ্ডনার্থে মেঘ ঘনীভূত আড়ম্বরে কর্পূরকণতুল্য বারিবিন্দু বর্ষণে, এবং চতুর্দিকে বিস্তৃত মালতিলতিকা-কুসুম-গন্ধবাহী শীতল পবন মৃদু মৃদু বীজনে মধুর লীলাবলীর পালয়িতৃ কৃষ্ণের সেবা করতে লাগলেন। সুবিন্যস্ত ললিত ত্রিভঙ্গঠামে দাঁড়ানোতে অতিসৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠায় উদ্ভাসিত, গোচারণ-বেত্রের ডগায় দত্ত বামকক্ষতলবিশিষ্ট, অতিশয় লোভনীয়-রম্য গলে দোলায়িত বনমালায় শোভন কৃষ্ণ ললিত বামজঙ্ঘার উপর তেজ ও বেগবান্ দক্ষিণ জঙ্ঘালতা স্থাপন করে নিজ বিলাসের অনুকূল জনমঙ্গলকারী মনোমল্ল (কষ্টগ্রাহ্য) প্রসিদ্ধ মল্লার রাগ আলাপ করতে করতে মুরলীবাদন-লীলায় প্রবাহিত তাললয় সংযুক্ত মনোহর গানে বনপ্রদেশে সর্বত্র ভ্রাম্যমান্ কুরঙ্গসমূহকে উৎকণ্ঠিত করতে করতে, ধেনুগণকে উৎকর্ণ করতে করতে, নিজ সহচরগণকে কান ফেলে শ্রবণপর করতে করতে শ্রুতিকে ধারণ করলেন।

৬১। তদা তদাকর্ণনকর্ণ-নমদমৃতধারাপাতপাত-মহিমন্যসুভৃতাং সুভৃতাং করণব্যাপার-পার-প্রাপ্তিং কারয়তি রয়তিগ্মতয়া প্রমদঘনানাং ঘনানাং হর্ষাশ্রুদ্রব ইব দুর্নিবারা জলস্রুতির্যদি সমজনি, তদা তমাসারং কমঠপৃষ্ঠকাঠিন্যধরধরণিতলকল্পিততল্পতয়াঽল্পতয়াপি ন জাতপঙ্কিলতয়া কিল তয়া নোদ্বেগকরং গুরুতরাহারোষ্ণতাশমনতয়া শমনতয়া ত্বন্বাঽতন্বানন্দপরয়া সেহে সেহেহিত-ভগবদালোকা লোকাতীতা গবাং শ্রেণী ॥

৬২। ততশ্চ, তমালোক্য লোক্য-সহচরনিকরেণ করেণ সরসমূর্দ্ধনিতানি তানি মূর্দ্ধনি তানি তানি নিজনিজচেলাঞ্চলানি তৈঃ শ্রীকৃষ্ণস্যৈব নিষ্কপটপটমণ্ডপতামাপন্ন সপন্নসমঞ্জসমিব বিগলদম্বুধরাম্বু ধরায়ামেব পাতয়ামাসে, মাসেব্যমানস্য ব্যমানস্য বপুরুপরি ॥

গানশাস্ত্রে প্রসিদ্ধঃ; "ষড়্‌জো দন্ত্যাদিরপি" ইত্যমরটীকা চানুসার্যা বা। মন এব মল্লঃ, দুর্গ্রাহত্বাৎ, তমপ্যারাতি গৃহ্লাতি বশীকরোতীত্যুভয়থাপি তুল্যার্থঃ। মুরলীমীরয়তি তথাভাবে প্রবর্ত্তয়তি যা লীলা তয়া। বনস্য পরিসরতঃ পরিসরে পরি সর্বতঃ সরতো ভ্রমতঃ কণ্ঠং যতী প্রাপ্নুবতী নবা বনমালা যস্য সঃ ॥

৬১। তদাকর্ণনং তচ্ছ্রবণমেব কর্ণয়োর্নমন্ত্যা অমৃতধারায়াঃ পাতঃ পতনং তেন পাতো রক্ষিতো যো মহিমা তস্মিন্, অসুভৃতাং প্রাণিনাং করণব্যাপারস্যেন্দ্রিয়চেষ্টায়াঃ পারপ্রাপ্তিং কারয়তি সতি। প্রমদেন হর্ষেণ ঘনানাং নিবিড়ানাং ঘনানাং মেঘানামপিরয়তিগ্মতয়া বেগানাং তীক্ষ্ণত্বেন হর্ষাশ্রুদ্রব ইব জলস্রুতির্জলক্ষরণম্। সা গবাং শ্রেণী তমাসারং সেহেঽসহত। অল্পতয়াসারস্যাধিক্যাভাবেন চ নোদ্বেগকরম্, প্রত্যুত গুরুতরাহারহেতুকায়া উষ্ণতায়াঃ শমনতয়া প্রশমকত্বেন শং সুখরূপমেব; অতএবানতয়া অকুঞ্চিতয়া তন্বা, "অরালং বৃজিনং জিহ্ম মূর্তিমৎ কুঞ্চিতং নতম্" ইত্যমরঃ। অতন্বানন্দপরয়াঽনল্পহর্ষপরয়া। সা প্রসিদ্ধা ইহ বৃষ্টিসময়েঽপি ঈহিতো ভগবদালোকো যয়া সা ॥

৬২। তমাসারমালোক্য শ্রীকৃষ্ণস্য মূর্ধনি মস্তকে তানি তানি প্রসিদ্ধানি নিজনিজচেলাঞ্চলানি সরসং যথা স্যাত্তথা

৬১। তখন কর্ণের দীনতাভাব জন্মানো সেই মল্লার রাগ শুনানোরূপ অমৃত ধারার বর্ষণে উচ্ছলিত মহিমাসাগরে প্রাণীগণের ইন্দ্রিয়-চেষ্টাকে সুন্দরভাবে পার পাইয়ে দিচ্ছিলেন কৃষ্ণ। শ্রবণানন্দ-বেগে জমাট মেঘ থেকে আনন্দাশ্রুপাতের মতো বিন্দুবিন্দু বর্ষণ অনিবার্যভাবে যদি হতে থাকলো তখন সেই বৃষ্টিপাতের অনাধিক্যের জন্য কমঠপৃষ্ঠকঠিন ধরণিতলে রচিত শয্যা কর্দমাক্ত না হয়ে যাওয়াতে উদ্বেগকর হয়নি, বরঞ্চ গুরুভোজন জনিত গরমভাবের প্রশমকরূপে সুখস্বরূপই হয়েছিল—অতএব দেহ কুঞ্চিত করতে হয় নি বলে অতিশয় আনন্দপর হয়ে সেই বৃষ্টির সময়েও ভগবদবলোকন-চেষ্টাপর হল সেই লোকাতীত ধেনুবৃন্দ।

৬২। আরও, অতঃপর বৃষ্টি হচ্ছে দেখে দর্শনীয় সখাগণ শ্রীকৃষ্ণের মস্তকোপরি অতিসুন্দর ভাবে উচু করে টান-টান করে নিজ নিজ বস্ত্রাঞ্চল টানিয়ে দিলেন—সেই বস্ত্রাঞ্চল নিখুতভাবে তাম্বুর ধর্ম প্রাপ্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ সেই অনুচিতের মতো বর্ষিত মেঘবারি নীচে মাটিতে ধারাতে ফেলতে লাগল, কৃষ্ণের উপরে নয়, কারণ তার দেহোপরি টানানো বস্ত্র-শোভায় তিনি সেবিত হচ্ছিলেন—তার দেহটি সেবাযোগ্য, অপমান যোগ্য তো নয়।

৬৩। পুরুপরিতোষেণ চ জগদে,—'জগদেকবল্লভ ! স্বভাবোঽয়ং মল্লাররাগস্যাপরাগস্যাপরোক্ষ এব যদস্য জলধরাগমকানি গমকানি। কিন্তু নীরবনীরবর্ষ-ব্যপদেশরোদনকারিতা কারিতা ভবদ্গান-কৌশলেনৈব। তদলং গানকলয়া কলয়ামো ন ঘনাঘনাচ্ছন্নে দিনকরকরনিকরে দিনমর্য্যাদা মর্য্যাদারক ! চপলমেব চলামোঽচলামোদমেদুরং তুরন্তং তে মুরলীকলকুলং বিরমতু বিরমতু চ ধারাধরধারা, ধরণিতল-তল্পাদুত্থাপয়ামো গাঃ ॥

৬৪। ইতি সহচরকৃতসরসরভসপরিহাসহাসপেশলবদনবিধুরবিধুরমহা মহামধুরো বিরচিতবংশী-ধ্বানমধ্বানমভিসারয়ন্ ধেনুগণং দিশি বিদিশি বিহিতবিলোকনো লোকনোন্নূয়মানচরিতো ঘনমহসা মহ-

---

ঊর্ধ্বে মস্তকোর্ধ্বপ্রদেশে নিতানিতানি নিতরাং বিস্তারিতানি। ততস্তৈশ্চেলাঞ্চলৈঃ কর্তৃভির্নিষ্কপটং নির্ব্যাজমেব পটমণ্ডপত্বমাপন্ন প্রাপ্য সদপি তৎক্ষণমেবাম্বুধরাম্বু মেঘসম্বন্ধিজলং ধরায়াং পৃথিব্যামেব পাতয়ামাসে, ন তু তস্য মূর্ধনীত্যর্থঃ। শ্রীকৃষ্ণস্তু কথম্ভূতস্য ? বপুরুপরি মা বসনসম্বন্ধিনী শোভা তয়া সেব্যমানস্য ; যদ্বা, বপুরুপরি নিষ্কপটপট-মণ্ডপতামাপন্নৈস্তৈরেব সম্বন্ধনীয়ম্। ব্যমানস্য বিগতাবমানস্য ; যদ্বা, ধরায়ামেব পাতয়ামাসে, মা তস্য বপুরুপরি। কুতঃ ? সেব্যমানস্য। তদপি কুতঃ ? ব্যমানস্যাবমানরহিতো হি সেবার্হ এবেতি ভাবঃ ॥

৬৩। ততঃ পুরুপরিতোষেণ প্রচুরানন্দেন সহচরনিকরেণ জগদে উক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ ইত্যর্থঃ। কিং তৎ ? হে জগদেক-বল্লভ ! বিশ্বেষামেকপ্রিয় ! অস্য মল্লাররাগস্যায়ং স্বভাবোঽপরোক্ষঃ। সাক্ষাদেব কথম্ভূতঃ অপরাক্ ন পরা অঞ্চ-তীতি অপরাক্, প্রকৃষ্ট ইত্যর্থঃ। জলধরাণামাগমনমাত্রস্যৈব প্রয়োজকত্বং তদ্গমকানাং প্রসিদ্ধং কিন্তু নীরবং নিঃশব্দং যথা ভবত্যেবম্। নীরবর্ষণস্য ব্যপদেশেন ছলেন রোদনং কর্তুং শীলং যেষাং তেষাং ভাবস্তত্তা সা তু ভবৎকর্তৃকেন গানকৌশলেনৈব কারিতা উৎপাদিতা। গানকলয়া গানশিল্পেনালম্। কুতঃ ? দিনকরস্য করনিকরে ঘনাঘনৈরাচ্ছন্নে সতি দিনমর্যাদা ন কলয়ামঃ, ন জানীমঃ ; "বর্ষুকাব্দা ঘনাঘনাঃ" ইত্যমরঃ। হে মর্যা দারক ! মরী মারী, তস্যা দারক খণ্ডক ! যদ্বা, মর্যাদামিয়র্তীতি তথাবিধ ! চপলং তূর্ণমেব চলামো গচ্ছামঃ ; কচলামোদেন স্থিরানন্দেন মেদুরং স্নিগ্ধম্ ॥

৬৪। অবিধুরমুৎকৃষ্টং মহস্তেজো যস্য সঃ ; বিরচিতবংশীধ্বানং যথা ভবত্যেবমধ্বানমধ্বানং প্রতিপথমেব ধেনু-

---

৬৩। আনন্দোৎফুল্ল সখাগণ বললেন—'হে জগদেকবল্লভ, প্রকৃষ্ট মল্লার রাগের স্বভাব সাক্ষাৎই দৃষ্ট হয়—তবে জলধরের আগমনমাত্র পর্যন্তই তো (বর্ষণ নয়) তার গমকের (স্বরের কম্পন) কার্যকারিতা—ইহাই প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু নীরবে বারিবর্ষণচ্ছলে এই যে ছিঁচ কাঁদুনে ভাবে রোদন এ তোমার গান কৌশলেই উৎপাদিত। বল তো, তোমার গানশিল্পের কি প্রয়োজন ? সূর্যকিরণ ঘনমেঘে ঢেকে যাওয়াতে দিন কি রাত বুঝতে পারছি না, হে মারীখণ্ডক, চট্‌পট্ এবার ঘরের দিকে যাবো, স্থিরানন্দে স্নিগ্ধ তুরন্ত তোমার এই মুরলী-কলকল বিরমিত হউক, আর সেই সঙ্গে বিরমিত হউক মেঘের ধারা বরিষণ। ধরণিতল শয্যা থেকে গোসমূহকে এবার উঠাব।

৬৪। এইরূপে সহচরকৃত সরস উচ্ছলিত হাস্য পরিহাসে সুন্দর চন্দ্রবদনবিশিষ্ট, অতিতেজোময়, মহামধুর শ্রীকৃষ্ণ মুরলীতে ধ্বনি উঠিয়ে প্রতি পথে পথে ধেনুবৃন্দকে চালনা করতে করতে দিগ্‌বিদিগে

সাদরেণেব নিরুধ্যমানপ্রসারসারস্যৈঃ কুবলয়বলয়-মহামারকত-কতমপ্রমুখমুখমোটনকরৈরঙ্গতরঙ্গতরলতা সমধিকোচ্ছলদ্ভিরতিবিস্ময়ধামভির্ধামভিরন্যাদৃশ ইব দৃশ্যমানোঽমানোদারশ্রীঃ সজলধরজলধরণিতলচলনচলনবালধীনাং খরখুরখুরপ্রক্ষোদেনাপি নোচ্চলিতধূলীনাং ধেনূনাং গণমনু মনুজাকৃতিব্রহ্মতয়া মতয়াঽঽখ্যাতঃ খ্যাতঃ পরাগতপরাগোপরাগো নীলসরোজস্তোম ইব দ্বিতীয় ইব মহীমহীয়ঃসৌভাগ্যরূপী রূপী ঘনরসদঃ পীনাপীনাভোগভারবিবশতয়া মন্দমন্দমলসমলসমুপব্রজন্তীর্ব্রজন্তীর্ব্রজতয়া চালয়িতুং ত্বরাব্যঞ্জকেন রঞ্জকেন রংহসা বেণুনিনদস্য ধেনূর্মোদয়ন্নদূরে পুরশ্রিয়ং দদর্শ ॥

৬৫। সা হি আসার-সারসলিলৈঃ স্নাতেব, মেঘমহো-মহোজ্জ্বল-নীলশাটিকয়াঽঽশাটিকয়া কয়াচন

গণমভিসারয়ন্ লোকৈর্নোনূয়মানমতিশয়েন স্তূয়মানং চরিতং যস্য সঃ; ধামভিস্তেজোভিরন্যাদৃশ ইব। কীদৃশৈঃ? অতিবিস্ময়ানাং ধামভিরাস্পদৈর্ঘনমহসা বহিস্থমেঘতেজসা মহে উৎসবে সাদরেণেব নিরুধ্যমানঃ প্রসার প্রসরণং তেনৈব সারস্যং সরসতা যেষাং তৈঃ। ততশ্চ ধাম্নাং প্রসরণাভাবেন নিবিড়ত্বাপত্ত্যা শোভাধিক্যমিতি। কুবলয়বলয়ানি নীলোৎপলমণ্ডলানি চ মহামারকতানি চ তেষু কতমানি মুখ্যানীত্যর্থঃ। তৎপ্রমুখানাং তদাদীনাং মুখমোটনকরৈরতিরস্কৃর্বদ্ভিঃ। অঙ্গানাং পাণিপাদাদীনাং যা তরঙ্গবত্তরলতা তয়া সমধিকমুচ্ছলদ্ভিঃ। অমানা অনুপমা উদারা মহতী শ্রীঃ শোভা যস্য সঃ। জলধরসম্বন্ধি-জলেন সহ বর্ত্তমানে ধরণীতলে চলনে চলনং কম্পনং যেষাং তথাভূতা বালধয়ো যাসাং তাসাং খরাস্তীক্ষ্ণাঃ খুরা এব খুরপ্রাঃ শরাস্তেষাং ক্ষোদেন ক্ষোদনেনাপি নোচ্চলিতা নোচ্চালিতা ধূলয়ো যাভিস্তাসাং ধেনূনাং গণমনু লক্ষিতঃ। মতয়া সম্মতয়া মনুজাকৃতিব্রহ্মতয়া আখ্যাতঃ, নামতো খ্যাতঃ প্রসিদ্ধঃ; "আখ্যাহ্বে অভিধানঞ্চ" ইত্যমরঃ। পরাগতঃ পরাস্তঃ পরাগোপরাগো ধূল্যুপরঞ্জনং যস্য তথাভূতো নীলসরোজসমূহ ইব দ্বিতীয়রূপে। ঘনরসদো মেঘ ইব। মহ্যাঃ পৃথিব্যা মহীয়ো মহত্তরং সৌভাগ্যং তদ্রূপী। পীনস্য পুষ্টস্যাপীনস্যোধস আভোগঃ পরিপূর্ণতা তয়া যো ভাবস্তেন বিবশতয়া ॥

নয়ন সঞ্চালন করতে করতে লোকের দ্বারা অতিশয় স্তূয়মান লীলায় লীলায়িত হলেন। সেই সময় অতি বিস্ময়ের আস্পদ জমাট মেঘের তেজের দ্বারা এ-বনবিহার উৎসবে সাদরে নিরুদ্ধমান্ প্রসরণ হেতু সরসতা প্রাপ্ত, নীলোৎপল ও মহামরকতমণিমুখ্যের মুখমোটনকারী, পানিপাদাদির তরঙ্গবৎ চঞ্চলতায় সমধিক উচ্ছলিত এক অপূর্ব ঘনীভূত তেজের দ্বারা অন্যাদৃশের মতো দৃশ্যমান, অনুপমা মহতি শোভায় রম্য, শাস্ত্রানুসারে নরাকার পরংব্রহ্ম নামে প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ—বর্ষার জলে জলময় ধরণিতলে চলনে কম্পমান্ পুচ্ছবিশিষ্টা, এবং যাদের তীক্ষ্ণ খুর-খুরপিতে খোঁড়াতেও তৎকালে ধূলি উড়ে নাই সেই ধেনুবৃন্দের পিছে পিছে চলতে চলতে প্রতীয়মান্ হচ্ছিলেন যেন ধূলী-উপরঞ্জনহীন একটি নীলকমল সরসিবুকে ভেসে বেড়াচ্ছে, যেন দ্বিতীয় এক মেঘখণ্ড পৃথিবীর বুকে ভেসে চলেছে, যেন পৃথিবীর মহান্ সৌভাগ্যসম্পত্তি তার বক্ষে খেলে বেড়াচ্ছে। এরূপ মধুর শ্যামসুন্দর পুষ্টপালানের পরিপূর্ণতাভারে বিবশতাহেতু মন্দ মন্দ অলস অলস ভাবে ব্রজের দিকে গমনরত ধেনুবৃন্দকে দ্রুত চালনা করবার জন্য ত্বরাব্যঞ্জক মনোরঞ্জক বেনুধ্বনির বেগে উজ্জীবিত করতে করতে অদূরে পুরশোভা দেখতে পেলেন।

সমাবৃতাবয়বেব, প্রতিভবন-পটল-পটল-পটলপরিগত-মদমেদুরবলাপিবলাপি-বলাপৈরায়তায়তৈঃ স্নানতিমিতমমিতমতিঘনং কেশপাশং প্রসার্য্য শোষয়ন্তীব, ঘনমুক্তপ্রতীচীমুখসন্ধ্যারাগসন্ধ্যারাগপ্রতিবিম্ববিম্বপ্রভাঽদূরসিন্দূরশোভাল-ভালস্থলেব সমমুক্ত-গবাক্ষ-গবাক্ষ-নিকুরম্বেণ শ্রীকৃষ্ণরূপ-সৌন্দর্য্যানয়নচতুর-নয়ন-চতুরশীতিসহস্রেণেব, সুকৃতসুকৃতপাকলব্ধেনেব পশ্যন্তীব, ঘনমহোন্নত্যা নিরাতপতাকান্তপতাকান্ত-করকিশলয়ৈরিব কৃষ্ণাগমনসুখমুল্লাসয়ন্তী লাসয়ন্তীব মনো মনোরথাক্রান্তম্, পরিতঃ পরিতস্থুষাং নির্বিষ্টেঽপি ঘনে সম্ভূয় ভূয়শ উপচিতানামবনীরাণাং নীরাণাং রুচিজিতকর্পূর-রেণু-রেণুকাদলদেলবালুকা-

৬৫। সা হি পুরশ্রীঃ প্রথমমাসারসারসলিলৈঃ স্নাতেব আসীৎ। ততো মেঘ ইত্যাদিলক্ষণা ইবাসীদিতি প্রতিবিশেষণানন্তরমথসৌন্দর্যার্থমাসীদিতি ক্রিয়াপদস্যাবৃত্ত্যা সম্বন্ধঃ। মেঘমহো মেঘকান্তিস্তদেব মহত্ত্বাচ্ছলনীলশাটিকা তয়া। কীদৃশ্যা ? আশা দিশোঽটতি ব্যাপ্নোতীতি তয়া। ভবনপটলানাং গৃহচ্ছদিষাং পটলে পটলে প্রতিসমূহে এব পরিগতাশ্চ তে মদেন মেদুরাং স্নিগ্ধাং কলাং নিত্যশিল্পমাপ্নুং প্রাপ্নুং শীলং যেষাং তে চ যে কলাপিনো ময়ূরাস্তেষাং কলাপৈঃ শিখণ্ডৈরায়তায়তৈরতিদীর্ঘৈঃ। স্নানেন তিমিতমার্দ্রিতম্। ঘনৈর্মেঘৈর্মুক্তা ত্যক্তা প্রতীচী পশ্চিমদিক্ তস্যা মুখসন্ধৌ আরগতি সম্যক্ লগতীতি তথাভূতো যঃ সন্ধ্যারাগঃ সন্ধ্যাকালীনরক্তিমা তস্য প্রতিবিম্বঃ স্ফাটিকাট্টাদিগতঃ, স এব বিম্বপ্রভাং দূরয়তি তিরস্করোতি তাদৃশং সিন্দুরম্। যদ্বা, বিম্বপ্রভয়া বিম্বফলকান্ত্যাঽদূরমুপময়া সন্নিকৃষ্টং চ তৎ সিন্দুরং চেতি তচ্ছোভালং তচ্ছোভাগ্রাহি ভালস্থলং ললাটপ্রদেশো যস্যাঃ সা।

এবং ক্রমেণ সায়ংস্নান-বস্ত্রপরিধান-কেশশোষণ-সিন্দুর-প্রসাধনৈঃ সন্নায়িকাভাবমভিব্যজ্য তস্যাঃ শ্রীকৃষ্ণবিষয়কগাঢ়ানুরাগমপ্যনুভাবমুখেন দ্যোতয়ন্ বিশিনষ্টি—সমমুক্তগবাক্ষেণ গোনয়নাকারেণ গবাক্ষনিকুরম্বেণ জালসমূহেন শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধিরূপসৌন্দর্যস্যানয়নে চতুরং দক্ষং যন্নয়নানাং চতুরশীতিসহস্রং তেন পশ্যন্তীব। চতুরশীতিসহস্রমিত্যসংখ্যাতাতাৎপর্যেণ যমকানুরোধাদেবোক্তম্। ননু তস্যাঃ কথমেবং নয়নবাহুল্যম্ ? তত্রাহ—সুকৃতেতি। (ভা০ ৪।২০।২৪) "বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ" ইতিবদ্দর্শনাতৃপ্ত্যা নয়নবাহুল্যার্থং সুষ্ঠু কৃতানি যানি সুকৃতানি পুণ্যানি তেষাং পাকেন পরিণত্যা লব্ধেনেব। ঘনস্য মেঘস্য মহোন্নত্যা যা নিরাতপতা আতপরাহিত্যং তয়া কান্তা রম্যাঃ পতাকান্তাঃ পতাকাগ্রাণ্যেব করকিসলয়ানি তৈঃ। মনোরথেনাক্রান্তং মনো লাসয়ন্তীব নর্তয়ন্তীব।

৬৫। মনে হচ্ছে সেই পুরশ্রী প্রথম বর্ষার ধারাপাতে যেন স্নান করে উঠেছে, দিগ্‌মণ্ডলে জমাট মেঘকান্তিরূপ অতি উজ্জ্বল কোনও অপূর্ব নীল শাটিকায় যেন আবৃত হয়েছে তার সর্বাঙ্গ, প্রতি গৃহের ছাদে ছাদে আগত মদমেদুর নৃত্যশিল্পনিপুণ ময়ূরের অতি দীর্ঘ বিস্তারিত পুচ্ছই যেন হয়েছে তার অপরিমিত অতিঘন কেশপাশ যা ছড়িয়ে দিয়ে শুকান হচ্ছে, মেঘমুক্ত পশ্চিম দিকের মুখসন্ধিতে জমাট সন্ধ্যারাগের বিম্বফল তুচ্ছকারী প্রতিবিম্বই যেন তার ললাটের উজ্জ্বল সিন্দরবিন্দু, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধি রূপসৌন্দর্য আনয়ন চতুর ও গোচক্ষুর মতো গবাক্ষজালরূপ চুরাশি সহস্র নয়নে যেন সুকৃতিজাত ও সুষ্ঠুপাকলব্ধ কৃষ্ণদর্শন হচ্ছে ঐ পুরশ্রীর। মেঘের ধারাবর্ষণে সূর্যকীরণ রহিত হওয়াতে রমণীয় পতাকাশীর্ষ যেন হয়েছে তার করকিশলয় যা কৃষ্ণাগমন-সুখকে যেন উল্লসিত করে তুলছে তথা তাঁর মনোভীষ্টে আক্রান্ত মনকে নর্তন করাচ্ছে। বৃষ্টি থেমে

পরিমল-বালুকা-পরিমিলননিষ্পঙ্কয়াঽপঙ্কয়া প্রণালিকালিকাসু প্রবহন্ত্যা ধারয়া রয়াতিরেকেণাঽঽগচ্ছন্তীনাং ধেনূনামকৈতবাং শ্রদ্ধামাধায় যতমানেবাসীচ্চরণধাবনায় ভবনায় ভবন্তীনাম্ ॥

৬৬। অথ মন্মথমথনকৃদ্বহুশোভো বহুশো ভোদারবিশালগোশাল-গোচরীকৃতগোনিকরো গো-নিকরোদ্ধৃততিমিরপটল-পট-লঃ স্বভবনচত্বর ত্বরমাণগতির্নিজনিজভবনং প্রতি প্রতিজনং বিসর্জ্য সর্জ্যমান-বিরহরংহসা বিরসমনসো বয়স্তবালকান্ সমানে বয়স্য বয়স্তবালকান্ সমানেন প্রণয়নিরীক্ষণেন ক্ষণেন পরিতোষ্য চ ভবনোদরং বিনোদরং বিবিধ-ভোগ সম্পদা নভোগ-সম্পদানর্থ্যকারিণ্যা সম্প্রবিষ্টঃ পূর্বপূর্ব-

---

অথ গোপালস্য তস্য প্রীতকাম্যয়েবাস্যা গবাং সেবাপরিপাটীমাহ—পরিত ইতি। প্রণালিকাশ্রেণীষু প্রবহন্ত্যা নীরাণাং ধারয়া আগচ্ছন্তীনাং ধেনূনাং চরণধাবনায় পাদপ্রক্ষালনায় যতমানা যত্নবতীবাসীৎ। নীরাণাং কথম্ভূতানাম্? নিবৃত্তেঽপি বৃষ্টিতো বিরতেঽপি সতি ঘনে মেঘে পরিতঃ সমন্তাদট্টালিকা-পৃষ্ঠাদিষু পরিতস্থুষাং প্রথমমিতস্ততঃ স্থিত-বতাম্, ততশ্চ সম্ভূয় মিলিত্বা ভূয়শঃ পুনঃপুনরপ্যুপচিতানামুপচয়ং প্রাপ্তানাং সতামবনীরাণাম্, অবনীং ভূতলং রান্তি উর্দ্ধতো নিপত্য গৃহ্নন্তি প্রাপ্নুবন্তীতি যাবৎ, তেষাং ধারয়া। কথম্ভূতয়া? রুচিঃ কান্তী রোচকত্বঞ্চ, তভ্যাং জিতাঃ, কর্পূররেণবো যয়া সা চাসৌ রেণুকাদলদেলবালুকাপরিমলা চেতি, রেণুকা চ দলন্তী স্ফুটন্তী এলবালুকা চ তয়োঃ পরিমলো যস্যাং তথাভূতা চ যা বালুকা তস্যাঃ পরিমিলনেন সম্মিলনেন নিষ্পঙ্কয়া পঙ্করহিতয়া; "হরেণুরেণুকা কৌন্তী", "এলবালুকমৈলেয়ম্" ইতি চামরঃ। এতে সুগন্ধলতে সৌরভ্যার্থমট্টপৃষ্ঠসন্ধি-প্রাঙ্গণ-কোণাদিষারোপিতে জ্ঞেয়ে। অপঙ্কয়া পঙ্কং পাপং তদ্রহিতয়েতি সামান্যদৃষ্ট্যা প্রণালিকাপ্রসক্তমপাবিত্র্যং বারিতম্, ভবনায় ভবনং প্রবেষ্টুং ভবন্তীনাং বর্ত্তমানানাম্ ॥

৬৬। বহ্বী শোভা যস্য সঃ; ভা কান্তিস্তয়োদারং চ তদ্বিশালগোশালং চেতি। তদ্গোঃ কান্তিস্তস্যা নিকরে-ণোদ্ধৃতং তিমিরপটলং যেন তথাভূতং পটং লাতি পরিধত্তে ইতি তথা সঃ; সর্জ্যমানস্যোপার্জ্যমানস্য বিরহস্য রংহসা বেগেন; 'সর্জ অর্জনে' ইতি ধাতুঃ। সমানে তুল্যে বয়সি নিমিত্তে অবালং নবালং কিন্তু প্রৌঢ়মেব কং সুখং যেভ্যস্তান্; ভবনোদরং গৃহমধ্যম্। কীদৃশম্? বিবিধভোগসম্পদা বিনোদং হর্ষং রাতি দদাতীতি তৎ। কীদৃশ্যা? নভোগায়াঃ

গেলে প্রথমে ইতস্ততঃ স্থিত বৃষ্টির জল অট্টালিকাগাত্রের চতুর্দিক থেকে পুনঃপুনঃ মিলনে উচ্ছলিত হয়ে উঠে উর্দ্ধ থেকে পতিত হয়ে মাটিতে নেমে এল, কান্তিতে কর্পূরধূলিজয়িণী এবং রেণুকালতা ও পত্রময়ী এলবালুকা লতার পরিমলে সুবাসিতা বালুকা সম্মিলনে পঙ্করহিতা - প্রণালিকা বাহিতা ঐ পবিত্র বৃষ্টিজলধারায় অতিবেগে আগমনপরায়ণ ও গৃহে প্রবেশরতা ধেনুবৃন্দের চরণ ধুইয়ে দেওয়ার জন্য অকৈতব শ্রদ্ধায় যত্নপরায়ণ হলেন পুরলক্ষ্মী।

৬৬। অতঃপর বহুবার মদনকে মথনকারী, শোভায় উচ্ছল, উজ্জ্বল কান্তিমন্ত, দ্যুতিতে অন্ধকাররাশি-নাশী পিতাম্বরধারী কৃষ্ণ বিশাল গোশালায় ধেনুবৃন্দকে প্রবেশ করিয়ে নিজ গৃহাঙ্গনের দিকে দ্রুতবেগে চলতে চলতে ভাবী বিরহবেগে বিরসমনা-তুল্যবয়স্ক বলে অল্প নয় বিপুল সুখদায়ী সেই বয়স্যদিকে প্রণয়নিরীক্ষণরূপ উৎসবে পরিতুষ্ট করে প্রত্যেককে নিজ নিজ গৃহের দিকে পাঠিয়ে দিলেন। তৎপর বিবিধ ভোগসম্পদের সমাবেশে আনন্দদায়ী, স্বর্গীয় সম্পদে ব্যর্থতাবুদ্ধি আনেভা

দিনেভ্যোঽপ্যতিশয়িতেনাশনপানাদিকৌশলেন যথাযথমুপচরিতশ্চরিতচটুলয়া প্রস্বা প্রস্বাপিতশ্চ কর্পূর-পূরবলক্ষে বলক্ষেমকারিণা সকলপরিমলবত্তামলবতামুপদধানেন কোমলিম্নাঽলিম্লাত-পরিসরেণ সুরভিত-মেনোপধানেন শোভমানে শয়নতলে নিশামনৈষীৎ ॥

৬৭। এবমিতঃ পরমিতঃ পরমুৎকর্ষং মুৎকর্ষং কুর্বাণাং প্রাণসখীনাং প্রমোহপরম্পরাং পরাং প্রাদুর্ভাবয়ন্ ভাবয়ন্নিখিলকুটুম্বনিকুরম্বমপ্যুপশমোপায়মপায়কাতরমপরিচীয়মানঃ স কৃষ্ণানুরাগমহানলো ন লোকেন কেনচিদপ্যনুভূতচরজ্বালো জাজ্বল্যমানতামবাপ যদি, তদা তং নির্বাপয়িতুমিব প্রিয়সহচরী-

---

স্বর্ণময়্যা অপি সম্পদ অনর্ঘ্যং বৈয়র্থ্যং তৎ কর্তুং শীলং যস্যাস্তয়া। প্রস্বা মাত্রা প্রস্বাপিতঃ শায়িতঃ। কীদৃশ্যা? চরিতে চরিত্রে চটুলয়া শোভনয়া। শয়নতলে কীদৃশে? কর্পূরপূরবদ্বলক্ষে ধবলে, উপাধানেন শোভমানে। কীদৃশেন? বলক্ষেমকারিণেতি তস্য মণিমন্ত্রৌষধ-গর্ভিতত্বং সূচিতম্। কোমলিম্না তদাধিক্য-প্রতিপত্ত্যর্থং ধর্মধর্মিণোরভেদোপচারঃ। সকলপরিমলবত্তাং সমস্তসুরভিদ্রব্যাণাম্, অলবতাং প্রচুরতামপশুতাং বোপদধানেনাধিক্যেন ধারয়তা, অতএবালিভি-র্ম্লাতোঽভ্যন্তঃ পরিসরো যস্য তেন ॥

৬৭। অথোপরিষ্টাদ্রাধানবসঙ্গমং বর্ণয়িষ্যন্নিদানীমস্যাঃ পূর্বরাগপাকাবস্থামনন্যবৈলক্ষণ্যেন পরমকাষ্ঠামাপ্তামভি-ব্যঞ্জয়তি। ইতঃপরং কৃষ্ণানুরাগমহানলো যদি জাজ্বল্যমানতামবাপ, তদা বার্ষভানবী বহির্বৃত্তিং বিসস্মারেত্যন্বয়ঃ। কৃষ্ণানুরাগমহানলঃ কথম্ভূতঃ? পরমধিকমুৎকর্ষমিতঃ প্রাপ্তঃ। ততশ্চাস্যাঃ প্রমোহপরম্পরাং মূর্চ্ছাপরম্পরাং প্রাদুর্ভাবয়ন্ জনয়ন্। কীদৃশীম্? প্রাণসখীনাং মুৎকর্ষমানন্দস্য কর্ষণং নাশং কুর্বাণাং, ভাবয়ন্ কথং জীবিষ্যতীত্যুপশমোপায়মৌষধাদিকং চিন্তয়ন্, যতস্তৈরপরিচীয়মানো ব্যাধিগ্রহাবেশাদিবুদ্ধ্যৈব কথঞ্চিল্লক্ষ্যমাণ ইত্যর্থঃ। কেনচিদপ্যন্যগোপীজনেনাপি নানু-ভূতচরী নোপলব্ধপূর্বা জ্বালা যস্য সঃ। অশ্রুনির্ঝরৈঃ কীদৃশৈঃ? তিরস্কৃতা তদানীন্তনী জলধরস্যাপি ধারা যৈস্তৈরভিষিচ্য-মানেন সিচয়েন বস্ত্রেণাবৃতমঙ্গং যস্যাঃ সা। আসেদুষী প্রাপ্তবতী। কথঞ্চিন্মূর্চ্ছাভঙ্গে সতি পরমুপায়ং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাদন্যং

গৃহপ্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হয়ে পূর্ব পূর্ব দিন থেকেও অতিশয় ভোজন-পানাদি-কৌশলে যথাযথ পরিচর্যা-চেষ্টায় শোভনা মায়ের দ্বারা শায়িত কৃষ্ণ কর্পূরধূলিধবল বল ও মঙ্গলদায়ী, সকল পরিমল দ্রব্যের প্রাচুর্যে ভরপূর, অলিগুঞ্জনে ঝঙ্কৃত, সুরভিত উপাধানে শোভিত শয়নতলে নিদ্রায় রাত্রি কাটিয়ে দিলেন।

রাধার পূর্বরাগ ঃ

৬৭। (অতঃপর রাধার নবসঙ্গম বর্ণন করবার উপক্রমে তাঁর পূর্বরাগ অবস্থা যা অনন্য-বিলক্ষণতায় পরমকাষ্ঠাপ্রাপ্ত তা প্রকাশ করা হচ্ছে—)

নিখিল কুটুম্বসমূহের দ্বারা ব্যাধিবুদ্ধিতে কথঞ্চিৎ লক্ষ্যমান, অন্য কোনও গোপীর দ্বারা নানুভূতচরী জ্বালাময়, অতি উৎকর্ষতাপ্রাপ্ত কৃষ্ণানুরাগ-মহানল, যা নিখিল কুটুম্বসমূহকে উপশম উপায় চিন্তায় আকুল ও বিয়োগকাতর করে তুলছিল তা প্রাণসখীর আনন্দ নাশকারী মূর্চ্ছাপ্রবাহ জন্মাতে জন্মাতে যদি প্রজ্জলিত হয়ে উঠল তখন তা যেন নির্বাপিত করবার জন্য প্রিয়সহচরী-নয়ন-নিঃসৃত অশ্রুনির্ঝরে সিক্ত

নিকরেণাজস্রং স্রবদ্ভিরশ্রনির্ঝরৈস্তিরস্কৃততদানীন্তন-জলধরধারৈরভিষিচ্যমানসিচয়াবৃতাঙ্গী বার্ষভানবী নবীনবিপদ্‌বৃন্দমাসেদুষী বিদুষী ন পরমুপায়মাশাবন্ধমপি শিথিলয়ন্তী লয়ং তীব্রমুপযান্তী বহির্বৃত্তিং বিসস্মার, স্মারশরাঘাতঘনঘূর্ণাঘনঘূর্ণায়মান-দিগ্বনিতানিতানিত-রসময়ে সময়ে ॥

৬৮। কৃষ্ণোঽপি তদবধি লব্ধ-তদনুরাগবাধয়া রাধয়া স্বহৃদয়মন্দিরমধ্যমধ্যাসীনয়াঽনয়া সহ সহর্ষ-সন্ততং সন্ততমন্তরেব রমমাণোঽপি বাৎসল্যাদিরসজুষাং সজুষাং পিত্রাদীনাং সন্নিধৌ তথাবিধ তত্তৎসুখ-প্রকাশশক্ত্যেব বহির্বৃত্তিমপ্যনুভাব্যমানোঽমানোদারলীলো বিললাস ॥

৬৯। অথাপরেষ্বপি দিবসেষু ঘনসময়-সময়মান-মাননীয়-সৌভগেষু মণিগণগোবর্দ্ধনস্য গোবর্দ্ধনস্য

প্রতীকারং ন বিদুষী, ন মানয়ন্তীত্যর্থঃ। তস্য দুষ্প্রাপতাং পরামৃশ্য প্রাণরক্ষকমাশাবন্ধমতিশিথিলয়ন্তী সংকোচয়ন্তী। কুতঃ? দশমীং দশমারুরুক্ষুর্লয়ং নাশমুপ নিকট এব যান্তী। বহির্বৃত্তিমিন্দ্রিয়াণাং বহির্ব্যাপারং বিসস্মার বিস্মৃতবতী। স্মারশরস্যাঘাতেন ঘনা নিবিড়া ঘূর্ণা চ যস্যাঃ সা। ঘনৈর্মেঘৈর্হেতুভির্ঘূর্ণায়মাণাভিঃ সংভুক্তকান্তাবন্মুদ্রিত-লোচনাভির্দিগ্‌বনিতাভি-র্নিতরাং তানিতা বিস্তারিতা রসা বৃষ্টিজলানি তন্ময়ে সময়ে। অতস্তস্যাস্তাদৃশদৃশেক্ষণোদ্‌ভ্রামিত-বুদ্ধীনাং সখীনাং ক্ষণমপি তাং ত্যক্তুমশক্নুবতীনাং কৃষ্ণে দূত্যাদিপ্রক্রিয়াপি নাভূদতো যোগমায়য়ৈব সর্বসমাধানমিতি বক্ষ্যতি ॥

৬৮। লব্ধা তস্য কৃষ্ণস্যানুরাগবাধা যয়া তয়াঽনয়া রাধয়া সহর্ষসন্ততং সহর্ষবিস্তারং যথা ভবত্যেবং সন্ততং নিরন্তর-মেব, অন্তরেব মনোমধ্য এব বাৎসল্য-সখ্য-দাস্য-রসসেবিনাং তত্তদ্রসাশ্রয়াণাং পিত্রাদীনাং নন্দাদি-শ্রীদামাদি-রক্ত-কাদীনাং সজুষাং জুট্ প্রীতিস্তৎসহিতানাং স্বস্বরসোচিত-প্রেমবতামিত্যর্থঃ। তথাবিধং স্বস্বরসোপযোগি তত্তৎ সুখং কৃষ্ণদর্শনাদৌ প্রেমতারতম্যেন তরতমায়মানং সুখং তস্য প্রকাশো যতস্তয়া স্বভাবশক্ত্যেব তেষাং প্রেমানুরোধেন বহির্বৃত্তিং লালনাবকাশ-প্রদান-কন্দুকাদি-ক্রীড়াবেশ-পরিচর্যানুমোদনাদিম্, ন বিদ্যতে মানস্তত্ত্বতো জ্ঞানং যস্যাস্তথাভূতোদারা মহতী

বস্ত্রে আবৃতাঙ্গীবার্ষভানবী নব নব নানা বিপদে জড়িয়ে যাচ্ছিলেন—কোনও প্রকারে মূর্চ্ছা ভঙ্গ হলে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গবিনা এ-জ্বালা প্রতিকারের অন্য উপায় দেখতে পাচ্ছিলেন না। আবার এদিকে কৃষ্ণের দুষ্প্রাপ্যতাহেতু প্রাণরক্ষার আশাবন্ধ পর্যন্ত অতি শিথিলতা প্রাপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। তিনি দশমীদশা আরোহনিচ্ছুক লয়ের কাছাকাছি চলে যাচ্ছিলেন। ইন্দ্রিয়ের বহির্ব্যাপার ভুল হয়ে যাচ্ছিল। তিনি মদনের শরাঘাতে নিবিড় ঘূর্ণায় বিবশ হয়ে পড়লেন,—আর ওদিকে সেই সময়ে ঘনমেঘ হেতু ঘূর্ণায়মানা সংভুক্ত-কান্তাবৎ মুদ্রিত লোচনা দিগ্‌বনিতাদ্বারা নিরন্তর বিস্তারিত মেঘজল অঝোরে ঝরে যাচ্ছিল।

৬৮। কৃষ্ণও তদবধি তদনুরাগ বাধায় ব্যথিত স্বহৃদয়মন্দির মধ্যে অধিষ্ঠিত রাধার সহিত আনন্দোচ্ছল ভাবে নিরন্তর মনোমধ্যে রমমান হতে থাকলেও স্বস্বরসোচিত-প্রেমবান্ পিতামাতা ও সখাদির সন্নিধানে তথাবিধ-তত্তৎ সুখপ্রকাশক স্বাভাবিক শক্তি দ্বারাই বহির্ব্যাপারও নির্বাহ করতে থাকলেন (লালনাবকাশ-প্রদান ও কন্দুকাদি-ক্রীড়াবেশ পরিচর্যা অনুমোদিত হতে থাকল)—এইরূপ তত্ত্বতঃ জ্ঞানের অবিষয় উদার লীলায় লীলায়িত হতে থাকলেন কৃষ্ণ।

গোবর্দ্ধনে বর্ষাবিহার ঃ

৬৯। অতঃপর বর্ষাকালে অতি আদরণীয় সৌভাগ্য প্রাপ্তিতে ধন্য কোনও এক দিনে মণিগণের

গিরিবরস্য রম্যতমাস্বুপত্যকাসু ত্যকাসু পৌরপৌরবস্সুরভিষু সুরভিষু চরন্তীষু তস্যৈব ক্ষিতিধরচূড়া-মণীন্দ্রস্য চূড়ামণীন্দ্র-স্যন্দমান-রুচিধারাধর-ধারাধর-জল-ধারাধরগন্ধশিলাগর্ত্ত-পরিসর-সরদ্বিসর-সরসশিলা-সিংহাসনকৃতাসনঃ স্ফটিকগণ্ডশৈলশৈলজনিষণ্ণ জলদনিকরকরকর্ষণজাতকৌতুকৈস্তদুদরদর-সমুন্মীলদচির-রোচিষাং রোচিষাং পটলেন রুষা পরুষাঽপচিকীর্ষয়া কৃতনয়নবৈকৃত্যেনেব ভিয়াঽভিযাপিতশঙ্কৈঃ পরাবৃত্য বৃত্যপরাবৃতৈঃ পুনরপি ধর্তুমুদ্যতৈর্মুদ্যতৈরুপসর্পদ্ভিঃ পুনরপি তদূর্জিতগর্জিতগরিম্না পলায়মানৈঃ পুনরপি চপলতয়া লতয়া তাড়য়িতুমুপসর্পদ্ভিস্তদুদগীর্ণনীরনীরন্ধ্রশীকরনিকর নির্ভর ফুৎকারপরাহতৈঃ সহচরৈর্হাস্যমানঃ কদাপি দাপিতসুখস্তৈরেব বহুধা বহুধাতু-শকল-কলনেন কৃতবিবিধরাগপরভাগপর-ভাগ্যেনাকল্পেন, কদাচন চ, নটদ্ভিরিতস্ততস্তৈরেব জনিতসারস্যঃ সারস্যদো রস্যোরস্যোত-লক্ষ্মী-লক্ষ্মা-

লীলা যস্য সঃ, অতর্ক্যোদারচর্য ইত্যর্থঃ ॥

৬৯। অথ তন্নবসঙ্গমসঙ্গমকত্বেন বর্ষাসময়স্যৈবাতিযোগ্যত্বাং দ্যোতয়ন্ পুনরপি তদ্বিলাসং বর্ণয়তি—অথেতি। সহচরৈরুপচর্যমাণো বিজহারেত্যন্বয়ঃ। ঘনসময়ে মেঘাগমকালে সম্যগয়মানং সমাগচ্ছৎ মাননীয়ং সৌভগং যেষাং তেষু দিবসেষু মণিগণৈর্গর্বাং কান্তীনাং বর্ধনং যস্য তস্য গোবর্ধনস্যোপত্যকাসু নিকটভূমিষু ত্যকাসু তাসু, অকজন্তত্বাদ্-শব্দরূপম্। পৌরাণাং সগন্ধতৃণানাং গৌরবেণ পুরুতয়া প্রাচুর্যেণ হেতুনা সুরভিষু সগন্ধাসু সুরভিষু ধেনুষু চরন্তীষু সতীষু। চূড়াসু যে মণীন্দ্রাঃ কমলরাগাদয়স্তেভ্যঃ স্যন্দমানাং ক্ষরন্তীমিব রুচিধারাং কান্তিধারাং ধরন্তীতি তথাভূতা যা ধারাধরজলানাং মেঘবৃষ্টজলানাং যা ধারাস্তা ধরন্তি যে গন্ধশিলাগর্ত্তাঃ সুগন্ধশিলাময়বিবরাণি তেষাং পরিসরমুপান্ততটং সরন্ প্রাপ্নুবন্ বিসরঃ সমূহো যাসাং তথাভূতাঃ সরসাঃ শিলা এব সিংহাসনানি তত্র কৃতাসনঃ। ততঃ সহচরৈর্হাস্যমানঃ; কথম্ভূতৈঃ? স্ফটিকগণ্ডশৈলেষু যানি শৈলজানি শিলাজতূনি তত্র নিষণ্ণানামুপবিষ্টানাং জলদনিকরাণাং করেণ করধৃত-দীর্ঘলকুটেন বা যৎ কর্ষণমাকর্ষণং তত্র জাতকৌতুকৈস্তৈস্তদুদরতো দর ঈষদুন্মীলন্তীনামচিররোচিষাং বিদ্যুতাং রোচিষাং দীপ্তীনাং পটলেনাভিযাপিতশঙ্কৈঃ প্রাপিতসাধ্বসৈঃ। পটলেন কীদৃশেন? রুষা ক্রোধেন পরুষং যথা ভবত্যেবমপচিকীর্ষয়াঽপ-কর্তুমিচ্ছয়া কৃতং নয়নবৈকৃত্যং নেত্রবিকৃতিভাবো যেন তেনেব। ততশ্চ ভিয়া পরাবৃত্য পলায্য বৃত্যা 'ইত ইত আগচ্ছত'

দ্বারা উজ্জ্বলীকৃত কান্তিতে দীপ্ত গোবর্দ্ধন গিরিরাজের অতুলনীয় রসময় ঐ উপত্যকায় সুগন্ধ তৃণের প্রাচুর্য হেতু সুরভিত ধেনুগণ চরতে থাকলে ঐ পর্বতচূড়ামণির চূড়াস্থ মণীন্দ্র থেকে বিকিরিত কান্তিধারা-বাহী বৃষ্টিজলধারায় পূর্ণ সুগন্ধ শীলাময় গর্তের তটভূমিতে পড়াতে পড়াতে এসে পুঞ্জীভূত শিলাস্তূপ-সিংহাসনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে সখাগণ নানা সচ্ছন্দ রঙ্গিলা চঞ্চলতায় হাসাতে লাগলেন। স্ফটিক গণ্ডশৈল-জাত শিলাজতু ধাতুর উপরস্থ মেঘমালাকে হাতে টানাটানি-খেলা কৌতুকে মেতে উঠলেন সখাগণ—টানাটানি করতে করতে হঠাৎ মেঘের ভিতরে বিদ্যুৎ চমকিয়ে উঠল, এ যেন ওঁদের বাধা দেওয়ার ইচ্ছায় মেঘের ক্রোধজনিত কর্কশ চোখ-রাঙ্গানি, ঐ দীপ্তিমালায় সখাগণ ভয় পেয়ে গেলেন, ভয়ে পালিয়ে গিয়ে পুনরায় এদিক-ওদিক থেকে এসে অনুচর বলে স্বীকৃত অপর বালকগণের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে সাহস সঞ্চয় করে নিয়ে যেই পুনরায় আনন্দাবেশে অভিভূত হয়ে ধরতে গিয়েছেন ওকে, অমনি ওর প্রবল ঘড়্ ঘড়্ গর্জন গরিমায় ভয় পেয়ে ছুটে পালিয়ে গেলেন, পুনরায় চঞ্চল

লক্ষ্মীলক্ষ্মাধরবিহারী ঘনসময়সুখাপসুখাপত্তিকারিফলমূলকন্দ-কন্দলিতানন্দঃ সখিভিরেব তত্তদভিতোঽভিতোযেণাহৃত্য শ্রদ্ধাবদ্ধাবৎপ্রণয়মহিম্না হি স্নাপিততত্তদশনো দশনোজ্জ্বলরুচা সিতেন হসিতেন হরমাণো গিরিচরণামখিল-সত্ত্বানাং মনো মনোজ্ঞৈস্তৈরেব করতল-লভ্য-পূগতরু-পূগ তরুণফলমামূল-দলিতদলিত-জাম্বুনদাভতাম্বুলবল্লীদলদলদতিজীর্ণ সুরভি-শিলাচূর্ণচূর্ণসমেতং কর্পূরকদলীকাণ্ড-নির্য্যাস-বাসিতং তাম্বুল-মুপকল্প্য পরিচর্য্যমাণো বিজহার ॥

ইতি পার্ষ্ণিগ্রাহতয়া বরুণেনাপরৈরপি বয়স্যৈস্তয়াবৃতৈঃ। ততশ্চ লব্ধসাহসৈর্ধর্তুমুত্থমবস্থির্মুদা তদাবেশানন্দেন যত্তৈর্বশীকৃতৈঃ। দাপিতং সুখম্, অর্থান্মেঘৈরেব সহচরেভ্যো যেন সঃ। বহুবিধানাং ধাতুখণ্ডানাং কলনেনানয়নেন, ততশ্চ কৃতস্য বিবিধৈ রাগৈঃ পরভাগস্য শোভয়াঽপি পরং ভাগ্যং কৃষ্ণেন স্বীকারাদ্যত্র তথাভূতেনাকল্পেন বেষেণ। সারস্যদঃ সারদ্রবঃ, স্থিরহর্ষজন্যবেগ ইত্যর্থঃ। রম্যং যদুরো বক্ষস্তত্র আ উতং সম্যক্ প্রথিতমিব লক্ষ্মীলক্ষ্ম যস্য সঃ। লক্ষ্মীঃ শ্রীঃ শ্রীমতি ক্ষ্মাধরে গোবর্ধনপর্বতে বিহারী বিহরণশীলঃ। ঘনসময়ে প্রাবৃষি সুখাপাং সুলভাং সুখাপত্তিং সুখপ্রাপ্তিং কর্তুং শীলং যেষাং তৈঃ, ফলমূলকন্দৈঃ কন্দলিতানন্দোঽঙ্কুরিতহর্ষঃ। কন্দমূলয়োর্বর্তুলদীর্ঘত্বাভ্যাং ভেদঃ। শ্রদ্ধয়া বদ্ধং বন্ধমবতঃ পালয়তঃ প্রণয়স্য মহিম্না হি নিশ্চিতং স্নাপিততত্তদশনো নির্বাহিত-তত্তদ্ভোজনঃ। অখিলসত্ত্বানাং সর্বপ্রাণিনাং মনোজ্ঞৈঃ শ্রীকৃষ্ণাভিরুচিবিজ্ঞৈস্তৈঃ সহচরৈরেব তাম্বুলমুপকল্প্য পরিচর্যমাণঃ। তাম্বুলমেব কীদৃশম্? করতলেনৈব লভ্যং পূগতরু পূগানাং গুবাকবৃক্ষসমূহানাং তরুণং পুষ্টং ফলং যত্র তৎ তথা আমূলং মূলমভিব্যাপ্য দলিতা জাতদলা চাসৌ দলিতং চূর্ণিতং যজ্জাম্বুনদং কনকং তদাভা চেতি তথাভূতা যা তাম্বুলবল্লী তস্যা দলং পর্ণম্, তথা দলন্ত্যাস্ত্রুটন্ত্যা অতিজীর্ণায়াঃ সুরভিশিলায়াশ্চূর্ণং ক্ষোদ এব চূর্ণং তাভ্যাং সমেতম্। 'দল বিদারণে' ইত্যস্য ত্রোটনমপ্যর্থঃ পচেবিক্লিত্তি-বিক্লেদনবজ্ জ্ঞেয়ঃ ॥

লতাদ্বারা পেটাবেন বলে যেই নিকটে গিয়েছেন অমনি ঐ মেঘ থেকে উদ্গীর্ণ ঘন জলবিন্দুর ফোয়ারা-ফুৎকারে বাধাপ্রাপ্ত হলেন। কোনও সময়ে আবার আনন্দোচ্ছল সখাদের দ্বারা আনিত বহুবিধ রঙবেরঙের ধাতুখণ্ডের দ্বারা রচিত - বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট - শোভারও পরমভাগ্যস্বরূপ - অতিরমণীয় বেশে সুশোভিত হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, আবার কখনও কখনও ইতস্ততঃ নৃত্যপরায়ণ সখাগণের দ্বারা সৃজিত রসপ্রবাহে পড়ে অচঞ্চল আনন্দবেগে ভেসে চলেছেন। রসময় বক্ষে সম্যক্ প্রোথিতের মতো লক্ষ্মীচিহ্নে শোভন, শোভাসম্পত্তির আধার গোবর্দ্ধন পর্বতে বিহারকারী, বর্ষাকালে সুলভসুখদায়ী ফলমূলকন্দের সমাহারে অঙ্কুরিত হর্ষে উৎফুল্ল শ্রীকৃষ্ণ সখাগণের দ্বারা এদিক-ওদিক থেকে আনন্দোচ্ছাসে সংগৃহীত ঐ সব বস্তুতে শ্রদ্ধার বন্ধনে আবদ্ধ প্রণয় মহিমায় ভোজন নির্বাহ করে দন্তের উজ্জ্বল কান্তিচ্ছটায় শুভ্র হাসিতে প্রাণীমাত্রেরই মন হরণ করতে লাগলেন। তখন অভিরুচি-বিজ্ঞ সহচরগণ করতলে লভ্য সুপারী বৃক্ষশ্রেণীর পুষ্ট সুপারী যোগে আমূল পত্রযুক্ত চূর্ণস্বর্ণাভ তাম্বুল লতার তাম্বুল অতি জীর্ণ সুগন্ধী নির্মল পাথর চুণে সাঁজিয়ে কর্পূর কদলীকাণ্ড নির্যাসে বাসিত করে সমর্পণ করলেন কৃষ্ণকে—এইরূপে নানাভাবে পরিচর্যমান শ্রীকৃষ্ণ মনের আনন্দে বিহার করতে লাগলেন।

৭০। যদি কদাচিত্তত্রৈব বর্ষতি মুদিরো মুদি রোচমানস্তদা সদানন্দদানন্দকন্দকন্দরামন্দিরমাসাদ্য রমাসাদ্যমানে তস্যোদরে দরেহিত-নয়নাঞ্চলার্পণো দর্পণোদরসন্নিভে সন্নিভেন্দ্রকলভ ইবোপবিশ্য সময়ং গময়তি, তদা ত এব সহচরাশ্চরাচর-মনোহরস্য তস্য পুরতঃ পরস্পর-পরম-খেলা-কোলাহল-হলহলারাবে প্রতিরবরবণতয়াঽদরীকৃতয়া দরীকৃতয়া কৌতুকপরম্পরয়াঽপরয়া পুনরপি সবিস্তারতার-হুঙ্কারকারিণঃ পুনরপি তথাপ্রতিধ্বনি-ধ্বনিতায়াং তস্যাং পুনরপি ততোঽধিকচীৎকারকারণতয়াঽনব-স্থানবস্থানত্বেন দূষণেঽপি শিশুতয়া ভূষণায়মাণতামেবাসাদ্য শ্রীকৃষ্ণং রময়ামাসুঃ ॥

৭১। কদাচিদপি নিপততি বহিঃ প্রাবৃট্‌শ্রিয়ো হাস ইব করকাকদম্বে দ্রুতবিদ্রুতবিহারা অবনত-কন্ধরা ধরাতলনিহিতনয়নাস্তদানয়নাস্তদাক্ষিণ্যমবচিত্য করে কৃত্বা শ্রীকৃষ্ণচরণান্তিকে নিক্ষিপন্তি ॥

৭২। নির্বৃষ্টে তু ঘনে কন্দরতোঽদরতোষেণ বহির্ভূয় ভূয় উপরি গিরিশিখরস্য খর-স্যদ-জলদ-জল-

---

৭০। সদৈবানন্দতাং সমৃদ্ধ্যতাম্, আনন্দানাং কন্দং মূলং যত্র তথাভূতং কন্দরামন্দিরম্, রময়া শ্রিয়া আসাদ্যমানে সেব্যমানে, সন্ সুন্দর ইভেন্দ্রশাবক ইব। প্রতিরবরবনতয়া প্রতিরবং প্রতিধ্বনিং রৌতীতি তত্তয়া। কীদৃশ্যা? অদরীকৃতয়া-ঽনল্পীকৃতয়া দরী কন্দরস্তয়া কৃতয়া নিষ্পাদিতয়া তয়া হেতুনা যাঽপরাঽন্যা কৌতুকপরম্পরা তয়া, পুনরপি সবিস্তার-মত্যায়তং তারমত্যুচ্চং হুঙ্কারং 'কোঽসি রে কিং বদসি রে' ইত্যাদ্যাক্রোশশব্দং কর্তুং শীলং যেষাং তে। অস্যাং দর্যাং পুনরপি তথা প্রতিধ্বনিনা ধ্বনিতায়াং সত্যাম্, অনবস্থানিষ্ঠায়াঃ পর্যাপ্ত্যভাবঃ, তস্য নবীনস্থানত্বেনোত্তমাশ্রয়ত্বেন ॥

৭১। করকাকদম্বে বর্ষোপলসমূহে বহির্নিপততি সতি দ্রুতং শীঘ্রমেব বিদ্রুতবিহারা বিগতখেলাস্তেষামানয়নেঽন্তং নিক্ষিপ্তুং দাক্ষিণ্যং স্বাচ্ছন্দ্যং যত্র তদ্‌যথা ভবত্যেবং নিঃক্ষিপন্তি;—"দক্ষিণো দক্ষিণোদ্ভূত-সরলচ্ছন্দবর্তিষু" ইতি মেদিনী ॥

৭০। যদি কখনও এঁদের খেলার ভেতরেই মনোহর মেঘ আনন্দে বর্ষণ আরম্ভ করে দিল তখন সমৃদ্ধমান্ আনন্দের উৎস গিরিগুহা-মন্দিরে প্রবেশ করে দর্পণের উদরের সমান শোভায় সেব্যমান অভ্যন্তরে নয়নাঞ্চল ঈষৎ নিক্ষেপ করে সুন্দর হস্তীশ্রেষ্ঠ শাবকের মতো উপবেশন করে সময় যাপন করতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ। তখন সেই অবসরে সহচরগণ চরাচর মনোহর কৃষ্ণের সম্মুখে পরস্পর পরম খেলাকোলাহল হলাহল ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি উঠাতে লাগলেন ঐ গুহার ভিতরে। এতে গুহার মান বেড়ে গেল, আর এই হেতু নিষ্পাদিত হল অপর অন্য কৌতুক পরম্পরা—পুনরায় অতি উচ্চ চিৎকারে 'কেরে কি বলছিস্ রে' ইত্যাদি আক্রোশ ধ্বনি করতে থাকলে গুহায় পুনরায় ঐরূপ উচ্চ প্রতিধ্বনি উঠতে থাকল, পুনরায় তাঁরা ততোধিক চিৎকার করতে থাকলেন তাঁদের এই ব্যবহার আশ্রয়দাতার প্রতি নিষ্ঠার অভাবে দূষণ হলেও শিশু বলে তাঁদের পক্ষে ভূষণেই পরিণত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করল।

৭১। কখনও বাইরে বর্ষাশোভার হাসির মতো শিলাবৃষ্টি হতে থাকলে চটপট খেলা ছেরে দিয়ে সখাগণ ঘাড় ঝুঁকিয়ে ভূমিতলে নজর দিয়ে শিলা কুড়িয়ে হাতে ধরে স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয় তুচ্ছ করে কৃষ্ণচরণ-প্রান্তে নিয়ে ফেলে দিলেন পুষ্পাঞ্জলির মতো।

দরেতর-ক্ষালিতে চমূরুবধূজনাচ্ছপুচ্ছপুট-মার্জিতে কস্তূরীহরিণতরুণীমদগন্ধিনি মরকতশিলাশকলেঽশকলেন্দুসুন্দরমুখঃ সুখাবস্থিতঃ। স্থিত এব পরিতোঽপরিতোষহরঃ স্বাং তনুমিব ঘনমহসা মহসারেণ দূরাদবিভজ্যমানাবয়বাং মদকল-ঝঙ্কার-মুখর-মধুপ-রাগ-মধুপরাগ-প্রিয়কপ্রিয়কমালাং বিলসচ্ছ্রীবৎস-গোচার-চারব-ভূয়িষ্ঠাং পীতভাস্বদংশুকাং সরসরভসহরিণীনয়নাং চমৎকারকারিণীং হারিণীং লুলিত-ললিত-লম্বমান-সুপল্লব-পঙ্কশাখাং বনরাজিমালোকমানঃ পরিতশ্চরিতশ্চমৎকারকারণেন মরকতাঙ্কুরায়-মাণ-সৌগন্ধিক-গন্ধিকতৃণ-ঘনমেচুরামনিম্নোচ্চভাব-ভা-বহুলামপগত-ভানু-ভানু-শীতলতলপরিসরামন্বিতো বলয়াকারদূরাবস্থিতবনরাজিকৃত-বেষ্টনতয়া পরস্পরলগ্নামিব বলজ্জ্বলনপিধানবাসরমণিকুণ্ডলাং গাং দ্যাং চ সমভাসমালোকয়ন্নতিধন্যতমৈঃ সহ সহচরৈঃ স হরিঃ ॥

৭২। অদরতোষেণানল্পহর্ষেণ খরস্যদৈস্তীক্ষ্ণবেগৈর্জলদজলৈর্দরেতরমদরমনল্পং যথা স্যাত্তথা ক্ষালিতে; অশকলেন্দুঃ পূর্ণচন্দ্রঃ। স হরিঃ স্বাং তনুমিব বনরাজিমালোকমানস্তথা গাং দ্যাঞ্চ সমভাসমালোকয়ন্, শবলি! কালি! ধবলি!— ইত্যাদি নামগ্রাহং যদি সমাজুহাব, তদা গিরিবরস্যোপত্যকাং তাঃ সমীয়ুরিত্যন্বয়ঃ। ঘনমহসা নিবিড়কান্ত্যা; পক্ষে, মেঘতেজসা হেতুনা দূরাদ্ দূরতোঽবিভজ্যমানা বিভক্ততয়া ন লক্ষ্যমাণা অবয়বা যস্যাস্তাম্; মদকলানাং মদোৎকটানা-মতএব ঝঙ্কারমুখরাণাং মধুপানাং রাগোঽনুরাগো যত্র স চাসৌ মধুনা পরাগেণ চ প্রিয়ং কং সুখং যতঃ সা চেতি তথাভূতা প্রিয়কমালা কদম্বস্রক্; পক্ষে, কদম্বশ্রেণী যস্যাং তাম্; বিলসতঃ শ্রীবৎসস্য চিহ্নবিশেষস্য গোচারো রশ্মিসঞ্চরণং তেন যচ্চারবং চারুত্বং তেন ভূয়িষ্ঠাং বহুলতমাম্; পক্ষে, বিলসচ্ছ্রীযুক্তানাং বৎসানাং গবাঞ্চ চারস্য যচ্চারুত্বং তেন ভূয়িষ্ঠাম্; পীতং পীতবর্ণং ভাস্বত্তেজস্বি অংশুকমম্বরং যস্যাস্তাম্; পক্ষে, পীতা নিগীর্ণা ভাস্বতঃ সূর্যস্যাংশবো যয়া তাম্. ঘনমহসেত্যনু-বৃত্তেঃ। সরসরভসা রসবেগসহিতা হরিণীনয়না গোপ্যো যস্যাং তাম্; পক্ষে, সরসরভসানি হরিণীনাংনয়নানি যস্যাং তাম্; হারিণীং হারবতীং মনোহারিণীং চ লুলিতো মৃদুলো ললিতো লম্বমানঃ সুপল্লব ইব পঙ্কশাখঃ পাণির্যস্যাং তাম্; পক্ষে, তাদৃশসুপল্লবানাং পঙ্কো বিস্তারো যাসু তথাভূতাঃ শাখা যস্যাং তাম্। চমৎকারাণাং কারণেন কর্ত্রা চলিতঃ প্রাপ্তশ্চমৎ-কারহেতূনামাস্পদভূত ইত্যর্থঃ। দ্যামাকাশং গাং পৃথবীঞ্চ। কীদৃশীম্? মরকতাঙ্কুরায়মাণানি সৌগন্ধিক-গন্ধীনি কতৃণানি

৭২-৭৩। বৃষ্টি থেমে গেলে পূর্ণচন্দ্রসম সুন্দর মুখো শ্রীকৃষ্ণ উচ্ছলিত আনন্দবেগে গিরিগুহা থেকে বাইরে এসে গিরিশিখরোপরি চড়ে প্রবল বৃষ্টিজলধারায় সম্পূর্ণ প্রক্ষালিত চমরুবধূজনের নির্মল পুচ্ছপুটে মার্জিত ও কস্তুরীহরিণ-তরুণীর গন্ধে মদগন্ধী মরকতশিলাখণ্ডে সুখাসীন হলেন। সেখানে বসে বসে দুঃখহারী সেই হরি চতুর্দিকে নিজের দেহের মতো প্রতীয়মান্ বনরাজিকে দেখতে দেখতে তথা ভুবন-গগন এ-দুইকে একই রূপ দীপ্তিমন্ত দেখতে দেখতে শবলি-কালি-ধবলি ইত্যাদি নামক ধেনুবৃন্দকে যদি নাম ধরে ধরে ডাকতে আরম্ভ করলেন তখন তারা গিরিবরের উপত্যকায় ছুটে এসে দাঁড়াল।

(সেই বর্ষাকালীন বনরাজি কেমন তাই বলা হচ্ছে—)

দূর থেকে ঘন কান্তির ঝলমলানিতে নিজ তনু যেমন নির্বিশেষ অবয়বী বলে প্রতীয়মানা তেমনই মেঘের তেজে নির্বিশেষ অবয়বী বলে প্রতীয়মানা, মদমত্ত ঝঙ্কারমুখর ভ্রমরের অনুরাগরঞ্জিত

৭৩। অথ তত্র গিরিবরপরিসরে ন কোঽপি কশ্চিদধিক উনং সরসতরসৌগন্ধিকগন্ধি-তৃণে তৃণেঢ়ি পশুঃ পশুমিতি নিরাতঙ্কতয়া তৃণাস্বাদ-লালসেঽনালসেনাভিতো যথেচ্ছং গতে নৈচিকী-নিচয়ে কর-কিসলয়সলয়ধূয়মানপীতচেলাঞ্চলচালনেন সপতাকনীলমণিস্তম্ভ ইব নিখিলসৌভাগ্যলক্ষ্মীবিলাসগৃহারম্ভস্য সুধারসাপ্লুতাপ্লুতদীর্ঘদীর্ঘগম্ভীরতরবিকস্বরস্বরসৌভাগ্যধ্বনিভৃতা নিভৃতাক্ষরং শবলি! কালি! ধবলে! ইত্যাদি নাম নামগ্রাহং গ্রাহং যদি সমাজুহাব, তদা যুগপদেব তৃণগুল্মাদি-বিশালভঞ্জিককাঃ শাল-

---

গন্ধতৃণানীব যে ঘনা মেঘাস্তৈর্মেদুরাম্; পক্ষে, তাদৃশকর্তৃণৈর্ঘনা নিবিড়া চাসৌ মেদুরা স্নিগ্ধা চেতি তাম্; "সৌগন্ধিকং তু কহ্লারম্" ইত্যমরঃ। ন নিম্নোচ্চভাবো যস্যাঃ সা চাসৌ ভা কান্তিস্তয়া বহুলা চেতি তাম্; অপগতা অপসৃতা ভানোঃ সূর্যস্য ভানবোঽংশবো যতঃ সা চাসৌ, অতএব শীতলস্থলপরিসরো যস্যাঃ সা চেতি তাম্; বলজ্জলনং পিধানং যস্য তথাভূতো বাসরমণিঃ সূর্য এব কুণ্ডলং যস্যাস্তাম্; জলপিধান ইতি চৌরাদিকঃ; পক্ষে, বলন্ জলানাং নব আসর আসরণং যেষু তথাভূতানি মণিময়ানি কুণ্ডানি জলাশয়ান্ লাতীতি তথা তাম্॥

৭৩। কোঽপ্যধিকবলঃ পশুর্ব্যাঘ্রাদিঃ উনং পশুং গবাদিং ণ তৃণেঢ়ি, ন হিনস্তি। 'তৃহ হিংসায়ায় রৌধাদিকঃ'। তৃণাস্বাদলালসে বিষয়েঽনালসেন। তাদৃশস্বরসৌভাগ্যধ্বনিভৃতেতি পীতচেলাঞ্চলনেনেত্যস্য বিশেষণম্। নিভৃতাক্ষরং নিতরাং পুষ্টাক্ষরং যথা ভবতি; নাম প্রাকাশ্যে; নাম সংজ্ঞাং গ্রাহং গ্রাহমিত্যাভীক্ষ্ণ্যে ণমুল্। তৃণগুল্মাদীন্ বিশালং পৃথুলং যথা ভবত্যেবং ভঞ্জয়ন্ত্যা মর্দয়ন্তীতি তথা তাঃ; শালভঞ্জিকাঃ পুত্তলিকা ইবেতি তৎকণ্ঠনাদ-শ্রুত্যা জাতস্তম্ভভাবা

এবং মধু-পরাগে প্রিয়সুখদায়ী কদম্বমালায় যেমন নিজ (কৃষ্ণ) তনু শোভনা তেমনই বৈশিষ্ট্যময় কদম্ববৃক্ষশ্রেণীতে শোভনা, নিজতনু যেমন শ্রীবৎসচিহ্নের জ্যোতিতে চারুত্বের অবধি প্রাপ্তা তেমনই শোভোচ্ছল বৎসধেনু-চারণজনিত সৌষ্ঠবে সর্বশ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিতা, নিজ তনু যেমন পীতোজ্জ্বল বস্ত্র-শোভনা তেমনই মেঘকান্তি-গিলিত সূর্যকিরণ-শোভনা, রসবেগে আপ্লুতা হরিণীনয়না গোপীগণ যেমন তাঁর তনুতে বিলাসপরায়ণা তেমনই রসবেগে চঞ্চল হরিণীদের নয়নবিলাসে ধন্যা, তাঁর নিজ তনু যেমন মৃদুল ললিত লম্বমান সুপল্লবের মতো অঙ্গুলিদলে শোভন পাণিযুক্তা - হারবতী - মনোহারিণী তেমনই তাদৃশ সুপল্লবে আচ্ছাদিত শাখায় শোভনা বনরাজিকে চতুর্দিকে দেখতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ—তাঁর চোখে প্রতীয়মান হচ্ছিল যেন মরকতাঙ্কুরের মতো ও গন্ধতৃণের মতো স্নিগ্ধা, নিম্নোচ্চভাব রূপ কান্তিচ্ছটায় বহু বৈচিত্র্যময়ী, সূর্যকিরণ আবৃত হওয়ায় শীতল ভূমিতল বিশিষ্টা, ও বেগবতী জলের নবপ্রবাহময় মণিকুণ্ডযুক্তা পৃথিবী, তথা তাদৃশ গন্ধতৃণের মতো মেঘে স্নিগ্ধ ও চঞ্চল মেঘে আচ্ছাদিত সূর্যরূপ কুণ্ডল পরিহিত আকাশ—এ-উভয় চতুর্দিকে দূরপ্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত বনরাজিতে বলয়াকারে বেষ্টিত হয়ে পরস্পর লাগালাগি ভাবে অবস্থিত।

নিখিল সৌভাগ্যলক্ষ্মীর বিলাস ভবনের পতাকাসমন্বিত নীলমণি স্তম্ভের মতো, স্বরের সৌভাগ্যধ্বনিধারী, প্রিয়তা মাখানো ধ্বনিকারী-স্বরবিশিষ্ট কৃষ্ণ অতি ধন্যতম চিত্তচমৎকারকারী সখাগণের সহিত মিলিত হয়ে ঐ পৃথিবী-আকাশকে একইরূপ দীপ্তিমন্ত অবলোকন করতে করতে

ভঙ্গিকা ইবৈক-সূত্রগুম্ফিতাঃ, আপীনাপীনাভোগভুগ্নগতয়োঽপি দ্রুতগতয়ো দ্রুতচেতসো হম্বেতি-গদ্গদ-গদনপরাঃ পরাহতা ইব মন্ত্রবলেন ধাবমানাস্তাঃ পুনস্তস্যৈব কৃপালোঃ কৃপালোলমনসো 'মা ধাবত মা ধাবত' ইতি কলকোমলধ্বনিমধ্বনি মধুরামকর্ণ্য নিরায়াসং ধাবন্ত্যোঽবন্ত্যো ভগবদাজ্ঞামিব সমকালমেব গিরিবরস্য দ্রুতমুপত্যকামুপ ত্যকাঃ সমীয়ুঃ ॥

৭৪। তদা কূজিতমুরলীকোহলীকোজ্ঝিতসৌহৃদৈঃ সহ সহচরৈর্গিরিবরতোঽবরতো লীলাতোঽলীলাতোঽলসমবতরন্ গিরিবরবনচারি-খগ-মৃগাদি-নিখিল-জীবনিকায়-কায়তো মন ইবাবতারয়ামাস ॥

ইতি ভাবঃ। তথাপি বস্তুস্বভাব-বৈলক্ষণ্যেন তদভিমুখিধাবনং স্তম্ভেন ন বিরুধ্যতে। যথা বক্ষ্যতে রাসারম্ভে বংশীনাদেন (১৭।১৪) 'অতনি তনূনাং স্তম্ভন-,মরচি মতীনামথোন্মাদঃ। অবিতঃ কেবলমাসাং, স্বমার্গসঞ্চারসংস্কারঃ॥' ইতি অতএবাত্রাপি মন্ত্রবলেনেব ধাবমানা ইতি। আপীনস্য সম্যক্‌পুষ্টস্যাপীনস্যোধস আভোগেন পূর্ণতয়া ভুগ্নগতয়ঃ কুটিলগতয়ঃ। দ্রুতচেতসো জাতাশ্রুভাবাঃ। কৃপালোলমনসোঽনুকম্পাসতৃষ্ণচিত্তাঃ; "লোলশ্চলসতৃষ্ণয়োঃ" ইত্যমরঃ। ত্যকাস্ত্যচ্ছন্দরূপম্; তা নৈচিক্যঃ ॥

৭৪। গিরিবরতো গোবর্ধনতঃ; লীলাতো লীলায়াঃ; অবরতো বিরত ইত্যর্থঃ। অলীলাতোঽলীনামিলা গিরোঽভিনন্দ্য; ল্যব্‌লোপে পঞ্চমী। অলসং যথা স্যাদেবমবতরন্; অবরত ইতি জীবনিকায়কায়ত ইত্যস্য বিশেষণম্; রলয়োরৈক্যাৎ, অবলাৎ কৃষ্ণেন সহাবতরিতুমসমর্থাদিত্যর্থঃ; যদ্বা, অবরতঃ সহাবতরণভাগ্যলাভেন নিকৃষ্টাদিত্যর্থঃ। মন ইবেতি মনসস্তন্ময়ত্বাদুৎপ্রেক্ষা ॥

তাঁর করপল্লবের দ্বারা তাললয়ের সহিত নিজ পীতবস্ত্রের অঞ্চল ঘুরাতে ঘুরাতে সুধারসে স্নাত প্লুত দীর্ঘ দীর্ঘ অতি গম্ভীর স্পষ্ট নিরন্তর পুষ্ট অক্ষরে শবলি-কালি-ধবলি ইত্যাদি নাম ধরে ধরে জোরে জোরে ডাকতে থাকলেন উত্তম গাভীগণকে যাঁরা অতি সরস সৌগন্ধিক নামক গন্ধ তৃণময় গিরিবর-পাদদেশে নির্ভয়ে চরে বেড়াচ্ছিল—অধিক বলবান্ ব্যাঘ্রাদি কোনও পশু কম বলবান্ গবাদি পশু এখানে মারে না বলে। ঐ ডাক শুনে গাভীসকল স্তম্ভ ভাবের উদয়ে পুত্তলিকার মতো হয়েও সম্যক্ পুষ্টপালানের পূর্ণতাভারে কুটিল গতি হয়েও এক সূত্রগুম্ফিতা হয়ে দ্রুত গতিতে বিস্তৃত তৃণগুল্মাদি পায়ের নীচে থেতলিয়ে দিতে দিতে আনন্দাশ্রু-নয়নে হাম্বা-হাম্বা গদ্গদন অবস্থা হেতু যেন পরাহতা হয়েও মন্ত্রবলে দৌড়াতে দৌড়াতে সেই কৃপালোলমনা কৃপালু কৃষ্ণের 'আর দৌড়িও না আর দৌড়িও না' কলকোমল ধ্বনি রাস্তা থেকেই মধুর মধুর শুনে যেন ভগবানের আজ্ঞা পালনের জন্যেই স্বচ্ছন্দভাবে চলে একই সময়ে গিরিরাজের উপত্যকায় এসে পৌঁছে গেল।

৭৪। তখন শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বাজাতে বাজাতে নিষ্কপট সৌহার্দে বদ্ধ সখাগণের সহিত বিশ্রান্তি লীলায় অলির গুঞ্জারকে অভিনন্দিত করত আলস্য জড়িতভাবে পর্বত থেকে অবতরণ করতে করতে অবলা বলে তার সঙ্গে অবতরণে অসমর্থ খগমৃগাদি নিখিল জীবসমূহের শরীর থেকে যেন মন অবতারিত করিয়ে সঙ্গে নিয়ে চললেন।

৭৫। এবমহরহরহতকৌতুকে বর্ষাবিলাসে গোচা গোচারণ-রণন্মঞ্জু-মঞ্জীর-মণিমঞ্জরীনিকরেণ মঞ্জুলয়োঃ পদপঙ্কজয়োঃ পঙ্কজয়োদ্ধুর-রজসোরজসোম-সোমশেখর-শেখরমণিমঞ্জরী-রঞ্জিতয়োর্ন্যাসেনা-ঽধ্বনি-ধ্বজকমলাদি-লক্ষ্মলক্ষ্মণেন ভূরসি রসিকতা-সিকতা-রুচিরেঽচিরেণ তস্করবিপত্রাঃ পত্রাবলীর্নির্মিমাণো গিরিবরবরসানুচরঃ সানুচরঃ সগোধনো ভবনমাজগাম ॥

৭৬। এবমস্মিন্নেব জলদাগমে জলদাগমে শোভাঽঽযামিনীষু যামিনীষু প্রসহ্য সহ্যমানামনুরাগ-বাধামনিরাকরণীয়াবেগামন্তরে বহন্তীনাং গোকুলকুলজানাং রাধাদীনামদীনামলপরিমলাং পূর্বরাগতা-মপহায় স্বকৃতপরিপাকাৎ পাকাৎ পাকান্তরমাসাদ্য মধুরাং কামধুরাং কামপি সততমবতাঽবতারিতা-খিলসৌভগ-লীলেন শ্রীকৃষ্ণেন সমং সমন্ততস্তু ভূয়ো ভূয়োঽগমায়া যোগমায়া ভগবতী যোজয়ন্তী সফলয়তি ॥

৭৫। বর্ষাবিলাসবর্ণনমুপসংহরতি—এবমিতি। পদপঙ্কজয়োর্ন্যাসেন ভূরসি ভুবক্ষসি পত্রাবলীং নির্মিমাণঃ সানুচরো ভবনমাজগাম। পদপঙ্কজয়োঃ কীদৃশয়োঃ ? পঙ্কং পাপং তস্য জয়ে উদ্ধুরং সমর্থং রজো যয়োস্তয়োঃ ; অজশ্চ উমাসহিতঃ সোমশেখরো মহেশশ্চ তয়োঃ; প্রণতিকালে শেখরস্থ-মণিমঞ্জর্য্যা রঞ্জিতয়োঃ যদুক্তম্ (ভা॰ ১০।৩৫।২২) "বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ" ইতি। ন্যাসেন কথম্ভূতেন ? গামঞ্চতীতি গোঙ্ তেন গোচা, গবানুগেনেত্যর্থঃ। অধ্বনি বর্ত্মনি জায়মানৈর্ধ্বজকমলাদিভির্লক্ষ্মভিশ্চিহ্নৈর্লক্ষ্মণেন সশ্রীকেন ; "রামভ্রাতরি পুংসি স্যাৎ সশ্রীকে ত্বভিধেয়বৎ" ইতি মেদিনী। ভূরসি কীদৃশে ? রসিকতা সরসত্বং সিকতা বালুকা তাভ্যাং রুচিরে। পত্রাবলীঃ কীদৃশীঃ ? তস্যা ভুবো ভররূপা অঘবকাদয়স্তৎকৃতাং বিপদং বিপত্তিং ত্রায়ন্তে ইতি তথা তাঃ। গিরিবরস্য সানৌ চরতীতি তথা সঃ ॥

৭৬। অথ শ্রীরাধানবসঙ্গমং বর্ণয়িষ্যন্ তৎসর্ব-সমাধায়িকায়া যোগমায়ায়াঃ প্রক্রিয়াপরিপাটীমাহ—এবমিতি। জলস্য দা দানং তয়াঽগমে লোকসঞ্চারাভাবাদুচিতসময়ে ইত্যর্থঃ। শোভাযামিনীষু শোভয়া আয়ামবতীষু যামিনীষ্বনুরাগ-

---

৭৫। এইরূপে অহরহ স্বচ্ছন্দ কৌতুকে পর্বতের অধিত্যকায় বর্ষাবিলাসে বিহারকারী কৃষ্ণ গোচারণ কালে রুণুঝুণু ঝঙ্কৃত নূপুরের মণিমঞ্জরীচয়ে মঞ্জুল - পাপজয়ে সমর্থ ধূলায় ধূসরিত - ব্রহ্মা-শিব-পার্বতীর চূড়ামণিমঞ্জরীতে রঞ্জিত পদপঙ্কজ পথতলে বিন্যাস করে ধেনুগণের পিছে পিছে চলতে লাগলেন। আর এর দ্বারা সরস বালুকাময় ধরণীবক্ষে রচিত হতে থাকল ধ্বজ কমলাদি চিহ্ন। এই পত্রাবলীদ্বারা পৃথিবীর ভারস্বরূপ অঘবকাদিকৃত বিপত্তি দূর হল। এইরূপে তিনি সখাগণসঙ্গে গৃহে ফিরে এলেন।

যোগমায়ার লীলা সমাধান ঃ

৭৬। এইরূপে এই বর্ষাকালেই বৃষ্টির জন্যে লোক-যাতায়াত-অভাবের সুযোগে শোভোজ্জ্বল রাত্রিতে কষ্টেসৃষ্টে সহ্যমান অনুরাগবিঘ্নের অনিবারিত বেগ অন্তরে বহনকারিণী গোকুল-কুলজা রাধাদির অনির্বচনীয় কামভার ভগবতী যোগমায়া যাঁর বিধি দুর্গম শুভাবহ, সফল করিয়ে দেন—রূপগুণমাধুর্য সেচনে পালনকারী, লালিত - অখিল সুন্দর লীলালতার প্রকাশকারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁদের (রাধাদির) সর্বতোভাবে পুনঃ পুনঃ মিলন করিয়ে দিয়ে।

৭৭। ন তচ্চিত্রমস্যাঃ কাহবরা বরাকী চিত্রলেখা লেখাধিনাথাদি-দুষ্প্রবেশপুরনিরুদ্ধমনিরুদ্ধমভ্যাসাদয়ামাস মাসকতিপয়গম্যমধ্বানমধ্বানমেবাভিলঙ্ঘ্য জনানীক্ষণেন ক্ষণেন নিজসখ্যৈ ॥

৭৮। ইয়ং তু ভগবতো মহাযোগবতো মহাযোগশক্তিস্তাসাং পতিম্মন্যানামন্যা নারীস্তৎপ্রতিচ্ছায়াশ্ছায়ারূপা রূপাকৃতিভিস্তত্তৎসমানাঃ সমানায্য নিত্যসিদ্ধ-শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী-স্বরূপেণ রূপেণ সহাবতীর্ণানামাসামনিয়োজিত-দূতীভাবং ভাবং ভাবং কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমঙ্গলায় তাঃ সকলাঃ সকলা যথাসময়ং যদুপনেষ্যতি, তত্র কঃ সন্দেহ ইতি সিদ্ধান্তসিদ্ধাং তদুভয়োঃ কেলিং কে লিম্পন্তি ন বৈদগ্ধ্যাদিবিলাসবিশেষাঃ ॥

৭৯। সবিশেষা হি লোকোত্তরতা কোত্তর-তারতম্যকারিণী ভবতি, যদিয়ং কেলিকলা কলাবতো রাধামাধবয়োর্বয়োহকৃতা নিত্যসিদ্ধত্বাৎ। বাৎসল্যরসজুষাং সজুষাং সদ্যস্তনন্তনন্ধয়বৎ কৃষ্ণে রতিমুদ্বহতাং

বাধামন্তরে বহন্তীনাং রাধাদীনাং কামপি কামধুরাং কামভারং যোগমায়া সফলয়তি। কথম্ভূতা সতী? শ্রীকৃষ্ণেন সমং তা যোজয়ন্তী সতী; কামধুরাং কীদৃশীম্? পূর্বরাগতাং পূর্বরাগত্বং স্বরূপমপহায় ত্যক্ত্বা সুকৃতপরিপাকাদ্ভাগ্যাতিরেকাৎ পাকাৎ পাকান্তরং পরিণামাদপি পরিণামান্তরং প্রাপ্য মধুরাং জাতামিত্যর্থঃ। প্রাপ্তাং ক্রিয়ামপেক্ষ্য পূর্বকালে ক্ত্বা। সততনবতা স্বরূপগুণমাধুর্যনিঃক্ষেপেণ পালয়তেতি কৃষ্ণেনেত্যস্য বিশেষণম্। ভূয়ো ভূয়ঃ পুনঃ পুনরপ্যগমো দুর্গমোহয়ঃ শুভাবহো বিধির্যস্যাঃ সা ॥

৭৭। কা নিকৃষ্টা অবরা ন্যূনা। লেখাধিনাথ ইন্দ্রঃ। অধ্বানং নিঃশব্দমেবাভিলঙ্ঘ্য ক্ষণেন ক্ষণমাত্রেণৈব নিজসখ্যৈ উষায়ৈ জনানাং তত্রানিরুদ্ধস্য ইত উষায়া অপি পরিবার-রক্ষকাদীনাম্, অনীক্ষণেনাবলোকনমপ্যতিক্রম্যেত্যর্থঃ ॥

৭৮। অনিয়োজিতদূতীভাবং তাভিরনিয়োজিতায়া অপি দূত্যা দূত্যং কুর্বত্যা যো ভাবস্তম্। ভাবং ভাবং প্রাপ্য প্রাপ্য; 'ভূ প্রাপ্তৌ' ণমুলন্তঃ। সকলাঃ কলাসহিতাঃ। তত্তস্মাদুভয়ো রাধামাধবয়োরিতি সিদ্ধান্তেন সিদ্ধাং কেলিং রতক্রীড়াং কে বৈদগ্ধ্যাদয়ো বিলাসবিশেষা ন লিম্পন্তি, নোপচিন্বন্তি? অপি তু সর্ব এব; 'লিপ উপদেহে' মুচাদিঃ। উপদেহ উপচয়ঃ ॥

৭৭। এই যোগমায়ার বিচিত্র কি আছে? এমন যে এক নিকৃষ্ট ক্ষুদ্র হতভাগিনী চিত্রলেখা সেই তো ইন্দ্রাদি দুষ্প্রবেশ্য পুরে নিরুদ্ধ অনিরুদ্ধকে মাস-কতিপয়-অগম্যপথ চুপচাপ লঙ্ঘন করে অন্য জনের চক্ষের আড়ালে ক্ষণমাত্রে নিয়ে এসে নিজ সখী উষাকে প্রদান করলেন।

৭৮। আর ইনি তো মহাযোগশালী শ্রীভগবানের মহাযোগশক্তি—ঐ গোপীদের পতিম্মন্যদের নিকট তাঁদের প্রতিবিম্বের ছায়ারূপা-রূপ ও আকৃতিতে মূলের সমান অন্য নারী এনে রূপ ও মাধুর্য সহ নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীস্বরূপে কলাসহ অবতীর্ণ গোপীদের সকলকে অনিয়োজিত দূতীভাব অঙ্গীকার করে কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গরূপ মঙ্গলের জন্য যথাসময়ে যে কৃষ্ণের নিকট নিয়ে আসবেন এতে আর সন্দেহের কি আছে—সিদ্ধান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত রাধামাধবের ক্রীড়াকে কোন্-না বৈদগ্ধ্যাদি বিলাসবিশেষ উচ্ছলিত করে তোলে, অর্থাৎ সকলেই তোলে।

৭৯। লীলা অলৌকিক বলে তার বৈশিষ্ট্য-তারতম্যেই সুখ-তারতম্য হয়ে থাকে, যেহেতু এই কেলিকলা নিত্যসিদ্ধা, তাই কলানিপুণ রাধামাধবের বয়সধর্মে এ কৃত নয়। বাৎসল্যরসাস্বাদী-

হতাংহসাং কেষাঞ্চিদ্‌যদগোচরস্তদ্ধি তেষাং তথাবিধ-রসস্বরস-স্বভাবো ন তত্র যোগমায়ামায়াবৈভবমিতি ॥

৮০। তথা সতি কস্যামপীক্ষণক্ষণদায়াং শুভলক্ষণক্ষণদায়াং সৌভাগ্যরসোক্ষণদায়াং ক্ষণদায়াং নিবিড়তম-তমালসালয়েব মুদিরমালয়া শ্যামলীকৃতায়াং প্রথমাভিসার-সারস্যভাগ-পরভাগ-ভাগনুচরীভি-রভিরস্যমানা যোগমায়য়ৈব দর্শিতেনাধ্বনাঽধ্বনাবুপরতে চিরানুরক্তিদূতিকয়া কয়াচন পুরোগামিন্যা পুরোগামিন্যাব্য-সাহস-হরিষ্যমাণকৃষ্ণয়াকৃষ্যমাণা নীলনিচোল-চোলধারিণী মৃগনাভিলিপ্তা নাভিলিপ্তা স্তস্তজম্বালজম্বালমাম্বর্য্যমাসাদয়তা সাধ্বসেন 'কুতঃ ক যামি' ইতি স্বয়মপ্যজানতী ন তীব্রতরতরলতাং চাত্মনো নিন্দন্তী তদুপগমক-বিলক্ষণ-লক্ষণ শুভলক্ষণ-কৃতক্ষণস্য কৃষ্ণস্য চ তস্যাশ্চ মনসা মনসৈব কৃতং

৭৯। লোকোত্তরতা কেলিরিত্যর্থঃ। কং সুখং তদুত্তরং তৎপ্রধানং যত্তারতম্যং তৎকারিণী ভবতি। লোকোত্তরতায়া বৈশিষ্ট্যতারতম্যেনৈব সুখতারতম্যং স্যাদিত্যর্থঃ। যদ্ যস্মাদিয়ং কেলির্বয়োঽকৃতা বয়সা ন কৃতা প্রাকৃতলোকানামিব যৌবনোৎপাদিতা ন ভবতীতি পূর্বরাগারম্ভে প্রপঞ্চিতমেব। সজুষাং সপ্রেম্ণাম্, প্রীত্যর্থকজুষের্ভাব-ক্বিপা রূপম্। তথাবিধস্য রসস্য যোঽসাধারণো রসো বলং তস্য স্বভাবঃ; "শৃঙ্গারাদৌ দ্রবে বীর্যে দেহধাতুষু পারদে রসঃ" ইতি বিশ্বঃ॥

৮০। কস্যামপি ক্ষণদায়াং রজন্যাং সা বার্ষভানবী অভিসসার। কীদৃশ্যাম্? ঈক্ষণয়োঃ ক্ষণদায়ামুৎসবদায়িন্যাম্, শুভলক্ষণো যঃ ক্ষণঃ কালবিশেষস্তচ্ছোধিকায়াং তেনৈব দা শোধনং বা যস্যাস্তস্যাম্; 'দৈপ্ শোধনে', সৌভাগ্যরসস্য উক্ষণমভিষেকস্তদ্দায়িন্যাম্। প্রথমাভিসারে যঃ সারস্য ভাগঃ সরসত্বরূপোঽংশস্তেন পরভাগং সৌন্দর্যং ভজতীতি তথা সা। অধ্বনা পথাধ্বনৌ শব্দে উপরতে শান্তে সতি চিরানুরক্তিরেব দূতিকা তয়েবাকৃষ্যমাণা। কীদৃশ্যা? পুরোগামিন্যা অগ্রগামিন্যা, রাধাগতিরনুরাগানুসারিণ্যেবেতি দ্যোতিতম্। পুরোগামিনাঽপ্রভাবিনা ন্যায্যসাহসেন কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্যক-রতিপ্রাগল্ভ্যগমকেন হরিষ্যমাণো বশীকরিষ্যমাণঃ কৃষ্ণো যস্যাং যয়া বা তয়া। নিচোলঃ প্রচ্ছদপটঃ, চোলঃ কঞ্চুলিকা; স্তস্তস্তব্ধতা স এব জম্বালঃ পঙ্কং তজ্জং তদ্বদ্বৎ বালমাম্বর্যং প্রথমমন্থরতামাসাদয়তা সাধ্বসেন নাভিলিপ্তা, অভিসারে স্তব্ধতাকারিণ্যা শঙ্কয়া রহিতেত্যর্থঃ। স্বয়মপ্যজানতীতি—প্রেমবৈবশ্যেনৈব তদাচরন্তীত্যর্থঃ। বহির্দূত্যসঙ্কেত-পরস্পর-

প্রেমে উচ্ছল কৃষ্ণে সদ্য স্তনন্ধয়বৎ রতি বহনকারী গোপগোপীদের কারোরই যে এ-লীলা গোচরীভূত হয় না তা তাঁদের তথাবিধ রসের অসাধারণ বলের স্বভাববশতঃই নিশ্চয়, সেখানে যোগমায়ার মায়াবৈভব নাই।

রাধার নবসঙ্গম :

৮০। এইরূপ পরিস্থিতিতে নবীন সঙ্গরসে সরস সরল হৃদয়া, হৃদয়াধিনাথের দ্বারা আকৃষ্ট হৃদয়া সেই বার্ষভানবী প্রথম অভিসারে চললেন—নয়নোৎসবদায়িনী - শুভলক্ষণযুক্ত কালবিশেষেরও শোধিকা - সৌভাগ্যরসের অভিষেকদায়িনী - নিবিড়তম তমালমালার মতো মেঘাড়ম্বড়ে অন্ধতামিস্র-প্রাপ্তা কোনও এক রজনীতে। তখন প্রথম অভিসারের সরসতাংশের দ্বারা দীপ্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর সৌন্দর্য, অনুচরীদের দ্বারা সেবিতা হচ্ছিলেন তিনি। পাহারাদারদের ধ্বনি শান্ত হয়ে এলে যোগমায়ার দেখানো পথে অগ্রে অগ্রে চলমান্ রতি প্রাগল্ভে কৃষ্ণবশী চিরানুরক্তি-দূতিকা রাধাকে

সঙ্কেত-কেতনং মকরকেতনচেতনয়া পরিচায়িতং পরিচায়িতং চ সা বার্ষভানবী নবীন-সঙ্গরসসরসসরলহৃদয়া হৃদয়াধিনাথাকৃষ্টহৃদয়াঽভিসসার ॥

৮১। ততশ্চ, উরুস্তম্ভে প্রিয়সহচরীদত্তহস্তাবলম্বা
স্যন্দেঽস্রাণাং পদবিহরণে বর্ত্মনো বিত্তশূন্যা।
কম্পেনালীকরকিসলয়ং কম্পয়ন্তীতি কৃচ্ছ্রা-
দায়াতাপি প্রিয়গৃহমহো হন্ত নির্গন্তুমৈচ্ছৎ ॥

৮২। কিঞ্চ, ত্বরয়তি সখীবৃন্দে মান্দ্যং হঠাদবলম্বতে
চলতি যদি বা কিঞ্চিদ্ভূয়স্তরাং বিনিবর্ত্ততে।
অপি হৃদি সমুৎকণ্ঠে বাম্যং মুহুর্বহিরীহতে
প্রকৃতিকুটিলাঃ কামং বামা নবাঃ কিল কিং পুনঃ ॥

সম্মতিবার্তাজ্ঞান-বিনাভূতোঽপ্যয়ং প্রথমাভিসারো ভগবদিচ্ছাশক্তিবশাত্তৎপ্রৌঢ়ানুরাগস্যান্যনিরপেক্ষত্বপ্রদর্শনায়েবেতি ভাবঃ। তীব্রতরাং তরলতাং তারল্যমপি ন নিন্দন্তী প্রেষ্ঠসঙ্গসুখপ্রাপ্তিভাবনয়েতি ভাবঃ। তস্যা রাধায়া উপগম উপ-সর্পণং তস্য গমকং সূচকং বিলক্ষণং লক্ষণং যত্র তথাভূতে শুভক্ষণে মঙ্গলসময়ে কৃতঃ ক্ষণঃ স্বাভিসারোৎসবো যেন তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য তস্যাঃ শ্রীরাধায়াশ্চ মনসা মনসৈবেতি 'হে প্রিয়ে তত্র কুঞ্জমন্দিরেঽস্যাভিসৃত্য ভবত্যা ভবিতব্যম্' ইতি ধ্যানারূঢ়ামেব রাধাং প্রতি কৃষ্ণস্য সঙ্কেতঃ। তথৈব তং প্রত্যন্যা অপি স জ্ঞেয়ঃ। ধ্যানেনৈব কৃতঃ সঃ, ন তু প্রকট-মিতি তু বিবেকো দ্বয়োরপি নাস্তীতি জ্ঞেয়ম্। সখ্যাদীনামপি রাধাসঙ্গমার্থং দূত্যক্রিয়া তদনুরাগকথনং বশীকারস্তৎসম্মত্যা-নয়নং তদ্দশাকথনমিত্যাদিকমপি ধ্যানেনৈব তথৈবাভূদিতি জ্ঞেয়ম্। অন্যথা তস্যাভিসারস্তস্যাস্তদানীং তাভির্নিষিধ্যেতৈ-বেতি ভাবঃ। এতচ্চ সর্বমনুরাগিজনমাত্রাণাং স্বেচ্ছাকৃতধ্যানস্যাপি সত্যত্বপ্রদর্শনার্থমিতি। মকরকেতনস্য প্রেমাত্মক-কন্দর্পস্য চেতনয়া সংবিদা পরিচায়িতং কৃতপরিচয়ম্, যতঃ পরিচায়িতং প্রদর্শিতঞ্চ; 'চায় পূজানিশামনয়োঃ' ॥

৮১। অস্রাণাং স্যন্দে ক্ষরণে সতি, পদবিহরণে গমনে বর্ত্মনো বিত্তিশূন্যা বর্ত্মজ্ঞানরহিতা ॥

আকর্ষণ করে নিয়ে চলেছিল। নীল বহির্বাস ও কঞ্চুলিকাধারিণী, মৃগনাভি লিপ্তা, স্তব্ধতারূপ পঙ্কোদ্ভূত প্রথম মন্থরতা আনয়নকারী শঙ্কারহিতা বার্ষভানবীর 'কোথা থেকে কোথা যেতে হবে' তা অজানা—প্রেমবৈবশ্যে চলেছেন তিনি অজান্তে—তীব্রতর চঞ্চলতাকেও নিন্দা করছেন না প্রেষ্ঠসঙ্গসুখ-ভাবনায়। এরূপ হলেও রাধার আগমনসূচক বিলক্ষণ লক্ষণযুক্ত শুভক্ষণে অভিসারোৎসবকারী শ্রীকৃষ্ণের ও রাধার মনে মনেই প্রেমাত্মক কন্দর্পের চেতনাতেই সঙ্কেতস্থানের প্রদর্শন ও পরিচয় হয়ে গেল।

৮১। অতঃপর উরুস্তম্ভ হেতু প্রিয়সহচরী-দত্ত হস্তাবলম্বনে, অশ্রুঝরা নয়নে, পথের জ্ঞানশূন্যা অবস্থায় পদসঞ্চালনে, সখীর করপল্লবকাঁপানো কম্পিত দেহে অতিকষ্টে প্রিয়ের কুঞ্জে ঢুকতে গিয়েই হায় হায় বের হয়ে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করছেন।

৮২। আরও, কৃষ্ণ সমীপে যাওয়ার জন্য সখীগণ তাড়া দিলে হঠাৎ শিথিল গাত্র হয়ে

৮৩। ততশ্চ, প্রণয়সহচরীভিঃ প্রার্থনাচাটুবাদৈঃ, প্রসভরভসয়া চ প্রাপিতা কান্তগেহম্।
অপরিচিতরতশ্রীসঙ্গমানাদরায়, ব্যতনুত তনুমধ্যা হ্রী-সখীসন্নিয়োগম্॥

৮৪। ততশ্চ, গচ্ছন্তীষু সখীষু গন্তুমনসঃ কৃষ্ণেন পাণৌ ধৃতে
তস্য স্পর্শরসাদসারি মনসা তস্যাঃ স্থিতৌ চেৎ স্পৃহা।
মা যাতেতি মনোঽনুলাপপিশুনৈর্ভ্রূভঙ্গকৈর্বারিতাঃ
প্রাপ্তাশ্বাসতয়ৈব কেলিভবনদ্বার্য্যেব সখ্যোঽভবন্॥

৮২। ত্বরয়তি সমীপগমনার্থং ত্বরাং কুর্বতি সতি, সমুৎকণ্ঠে সম্যগুৎকণ্ঠাবত্যাপি হৃদয়ে॥

৮৩। অদ্যৈব কেবলমেকবারমেব নিজস্পর্শসুখমাত্রমমুষ্মৈ বিতরেতি প্রার্থনা মা পরমহে ছ্যরস্যান্তিকং কদাপি ত্বাং প্রহিণ্ম ইতি সশপথমুক্ত্বা 'দয়াবতি! রাধে! অস্য ব্যাকুলতাং বীক্ষ্য ক্ষণং প্রসীদ' ইত্যাদি-চাটুপ্রসভ-রভসয়া হঠবেগেন; 'রভসা'-শব্দষ্টাবন্তোঽপি কোষে দৃষ্টঃ। অপরিচিতা যা রতশ্রীঃ সুরতসম্পত্তিস্তৎকর্তৃকে সঙ্গমেঽনাদরায় ঘামবগন্তং হ্রীর্লজ্জৈব সখী তস্যাঃ সন্নিয়োগমুত্তমাজ্ঞাং ব্যতনুত, সাঙ্গীকারং বিস্মৃতবতী। অয়ং ভাবঃ—রতশ্রিয়মেতা-মহং ন পরিচিনোমি, তথাপি এতা মৎসখ্যস্তৎসঙ্গমার্থমেব মাং প্রহিণ্বন্তি, তস্মাদহং সাম্প্রতং সদনুকূলং লজ্জামেব সখী-ত্বেন বৃণোমি, তন্নিদেশেনৈব রতশ্রিয়মনাদৃত্য স্ববাম্যমাবিষ্করোমীতি॥

৮৪। গন্তুমনসো নির্গন্তুকামায়াস্তস্যাঃ পাণৌ কৃষ্ণেন ধৃতে সতি তস্য স্পর্শবশাৎ প্রেষ্ঠস্য স্পর্শসুখমনুভূয় তস্যা মনসাস্থিতৌ চেদ্ যদি স্পৃহা অসারি প্রাপ্তা, তদা নির্গমাশক্তৌ স্বহস্তরোধমেব হেতুং জ্ঞাপয়ন্ত্যাস্তস্যা মা যাতেতি হে সখ্যঃ! মামস্য হস্তে নিক্ষিপ্য মা বহির্গচ্ছতেতি যো মনোঽনুলাপো মনসৈব পুনঃ পুনর্ভাষণং তস্য পিশুনৈঃ সূচকৈঃ; "অনুলাপো মুহুর্ভাষা" ইত্যমরঃ। প্রাপ্তাশ্বাসতয়ৈবেতি কৃষ্ণকর্তৃককরস্তরোধে তস্যাঃ স্বদোষপিধায়িনীং স্পৃহামনুমায়েতি

যাচ্ছেন—চলেনও যদি-বা কিঞ্চিৎ, পুনরায় শীঘ্রই একেবারে থেমে যাচ্ছেন, হৃদয় সমুৎকণ্ঠায় ভরপুর হলেও বাইরে মুহুর্মুহুঃ বাম্যচেষ্টার প্রকাশ হচ্ছে। সুন্দরীগণ এমনিতেই প্রকৃতি-কুটিলা তাতে আবার নবীনা হলে আর বলবার কি আছে?

৮৩। অতঃপর, প্রণয়সহচরীগণের প্রার্থনা চাটুবাদে ('হে সখী, আজই কেবল একবার নিজ স্পর্শসুখমাত্র এঁকে বিতরণ কর'—এই আমাদের প্রার্থনা - শপথ করছি আর কোনদিন এর কাছে তোমাকে পাঠাবো না - হে দয়াবতী রাধে এঁর ব্যাকুলতা দেখে একটু প্রসন্ন হও ইত্যাদি।), ও জোরজবরদস্তীতে কান্তগেহে প্রবেশ করলেন তনুমধ্যা রাধারাণী - কিন্তু সেখানে অপরিচিত সুরত-সম্পত্তি কর্তৃক প্রদত্ত সঙ্গমে অনাদরের জন্য লজ্জারূপাসখীর উত্তম আজ্ঞা বিস্তার করে চললেন।

৮৪। অতঃপর রাধাকে কুঞ্জে রেখে যখন সখীগণ কুঞ্জের বাইরে যেতে আরম্ভ করলেন তখন তাঁদের সঙ্গে রাধাও যাওয়ার স্পৃহা করলে কৃষ্ণ তাঁর হাত ধরে ফেললেন—এতে তাঁর মনের ঐ স্পৃহা যদি অকিঞ্চিৎকর হয়ে পড়ল, তখন যেতে না পেরে—'হে সখী এর হাতে আমাকে ছেরে দিয়ে যেও না' বার বার মনে এ-কথার আবৃত্তিসূচক ভ্রূভঙ্গীদ্বারা সখীগণকে বারণ করলেন—তাঁরাও আশ্বাস পেয়ে কেলিভবন দ্বারেই দাঁড়িয়ে পড়লেন।

৮৫। ততশ্চ, কৃষ্ণে পশ্যতি লোচনে মুকুলয়ত্যাপৃচ্ছতি স্বাগতং
তূষ্ণীমেব শৃণোতি সংস্পৃশতি চ স্বৈরং পরাবর্ত্ততে।
ন ত্রাসাদবহিত্থয়া ন চ ন তদ্ব্যাজেন বাম্যেন বা
বালানামভিলাষবত্যপি হৃদি প্রায়ঃ স্বভাবো হি সঃ॥

৮৬। ততশ্চ, উপনময়তি যদ্যৎ প্রাতিকূল্যং নতাঙ্গী, প্রভবতি কিল তত্তৎ কৃষ্ণকৌতূহলায়।
রসয়তি হি পদার্থো দুর্লভস্তাবদেব, ব্যভিচরতি তদীয়ং দুর্লভত্বং ন যাবৎ॥

৮৭। কিঞ্চ, আলিঙ্গিতুং কৃতমতৌ দয়িতে নতভ্রূ-রুত্থায় গন্তুমভিলষ্যতি কেলিতল্পাৎ।
বালা তথাপ্যজনি তস্য মনঃপ্রসাদে, সান্নিধ্যমেব হি মণেস্তমসোঽপহত্যৈ॥

৮৮। এবং চ সতি—নালীনাং শপথৈর্হরেস্নুনয়-ব্যাহারমন্ত্রৈশ্চ নো
কন্দর্পস্য চ নৈব বৈভববতো বাণেন যন্নির্মমে।

ভাবঃ। তথাপি কিঞ্চিদ্বাম্যসাহায্যায় ভবনস্য দ্বার্যেব, ন স্বস্তঃ॥

৮৫। লোচনে স্বনেত্রে মুকুলয়তি মুদ্রয়তি,—'আঙি নু-প্রচ্ছ্যোঃ' ইত্যাক্রোশানুজ্ঞয়োরেবাভিধানাৎ নাত্মনেপদম্। শৃণোতি, ন তু প্রতিবক্তি। সংস্পৃশতি নির্গমশঙ্কয়া বামপাণিনা ধৃতদক্ষিণহস্তায়া এব তস্যাঃ কঞ্চুলিকাদিকং দক্ষিণেন পাণিনা স্পৃশতি সতি পরাবর্ত্ততে, তদসহিষ্ণুতয়েব কিঞ্চিৎ স্ববলমাবিষ্কৃত্য বিঘট্টত ইত্যর্থঃ। ন ত্রাসাদিতি তদ্বিরোধিনো হর্ষস্য প্রাবল্যদর্শনাৎ। অবহিত্থয়েতি—বুদ্ধিপূর্বকত্বাভাবেনৈব সহসৈব তত্তচ্চেষ্টোদ্গতেঃ। ন ব্যাজেনেতি প্রয়োজনান্তর-সাপেক্ষত্বানুপলম্ভাৎ। ন বাম্যেনেত্যসম্মতিং বহিরব্যজ্যাপি তত্র রসবাধনত্বাংশানাবিষ্করণাৎ। প্রায় ইতি তাদৃশ-নায়িকানামেব, ন তু সর্বাসামিতি॥

৮৬। রসয়তীতি—যদি প্রাকৃতস্যাপি পদার্থস্য রসবত্ত্বদুর্লভতায়াং সত্যাং তদা কিং পুনরপ্রাকৃতস্য সুখৈকময়স্যাস্য পদার্থস্য সুলভত্বেঽপি সদা রসয়তো দুর্লভতায়ামিত্যভিপ্রায়ঃ॥

৮৭। নতভ্রূঃ কুটিলভ্রূঃ॥

৮৫। এরপর কৃষ্ণের নয়নপাতে রাধার নয়নকমল মুদিত হয়ে এল, কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে চুপচাপ শুনলেন, বাম হাতে দক্ষিণ হস্ত ধরা অবস্থায় কৃষ্ণ দক্ষিণ হস্তে কঞ্চুলিকা স্পর্শ করতে গেলে স্বচ্ছন্দলীলায় দূরে সরে গেলেন। ত্রাসে নয়, অবহিত্থায় নয়, ঐ প্রকার ছলে নয়, অথবা বাম্যে নয়—হৃদয়ে মিলন অভিলাষ থাকলেও নবীন নায়িকাদের স্বভাবই প্রায় এইরূপ হয়ে থাকে।

৮৬। এরপর নতাঙ্গী রাধা এ-রতিক্রিয়ায় যে যে প্রতিকুলতা এনে উপস্থিত করলেন তাই তাই কৃষ্ণের কৌতূহল পূরণে সমর্থ হল। বস্তু সেই পর্যন্তই রসদায়ক হয় যে পর্যন্ত তার দুর্লভতা বজায় থাকে—কাজেই রতিক্রিয়া রসদায়ক হয় না যতক্ষণ-না দুর্লভতায় স্থিত হয়।

৮৭। আরও, দয়িত কৃষ্ণ আলিঙ্গনের ইচ্ছা করলে কুটিলভ্রূ রাধা কেলিশয্যা থেকে উঠে চলে যেতে অভিলাষ করছেন—তথাপি যুবতী এতেই কৃষ্ণের মনোপ্রসাদ জন্মাচ্ছেন—তমসা অপহরণে মণির সান্নিধ্যই যথেষ্ট।

বিদ্যুদ্দামঘটাকটাক্ষ-কটুভিঃ ক্রোধোর্জ্জিতৈর্গর্জ্জিতৈ-
রেকা প্রৌঢ়সখীব কণ্ঠমনয়ত্তাং তস্য কাদম্বিনী ॥

৮৯। ততশ্চ, পরমতুরাসদত্বেন রাসদত্বেন চাপি মনসা ন সাধয়িতুমর্হামর্হামকস্মাৎ কস্মাদপি কেনাপি করে নিহিতাং হিতাং সুধাকরকলামিব অকৃতকামনামনাঘ্রাতং মধুকরেণ করেণ সমাক্রষ্টুমশ-ক্যামশক্যাপবারণাং পরিমলমলঘীয়াংসমাদধানাং মাদধানাং কামপি সুরতরু-কুসুমমালামালাপমন্তরেণাপি কেনাপি কণ্ঠে নিহিতামিব, পরমাহ্লাদরভসাধারাং ধারাং সুধারসস্যেব কেনাপি নাপি লপিত্বা বক্ষসি নিক্ষিপ্তামিব, অকপটপটদতি-সাধ্বস-সাধ্বসদভিক্ষোভলুলিতামধিকণ্ঠমনুৎকণ্ঠমনায়ত্তবশাৎ কৃতাবলম্বা-মলং বামলক্ষ্মীকেন ভুজবলয়েন জবলয়েন তং সময়মারভ্য পরিরভ্য পরিতস্তুষা ব্রজরাজযুবরাজেন ররাজে, ন রসাদপরং পরং বিবিদে চ ॥

৮৮। আলীনাং শপথৈরিতি—'হঠিনি রাধে! যদ্যতঃ পরং বামা ভবসি, তদস্মাকং শিরসাং শপথোঽস্ত তে' ইতি। অনুনয় ইতি—'প্রিয়তমে! স্মরগরলেন জাজ্বল্যমানহৃদয়োঽস্মি, ক্ষণং পরিরম্ভসুধয়া জীবয় মাম' ইতি। মন্ত্রৈরিতি—ততশ্চ 'বিচিত্রচন্দনকঞ্চুলিকাদিকং নির্মায় কৌশলেন ত্বামপি বিস্মাপয়ামি, অলমত্র নেপথ্যভঙ্গবৈমনস্যব্যঞ্জনয়া' ইত্যামন্ত্রণৈঃ। কাদম্বিনী মেঘমালা॥

৮৯। ততশ্চ তাং পরিরভ্য পরিতস্তুষা ব্রজরাজযুবরাজেন ররাজে ইত্যন্বয়ঃ। পরমতুরাসদত্বেনাতিদুষ্প্রাপত্বেন। রাসদত্বেন রাসং রসসমূহঃ, স্বার্থে অণ্‌; রস এব বা রসনং রাস আস্বাদনং বা। তদ্দায়িত্বেন মনসাপি সাধয়িতুমুপা-র্জয়িতুং নার্হাং ন যোগ্যাম্‌, অত্যসম্ভবে বস্তুনি মনোরথস্যাপ্যগতেঃ। অর্হাং মাননীয়াম্‌, অকস্মাদতর্কিতমেব। কস্মাদপ্য-নির্বাচ্যাদ্ধেতোঃ। সুধাকরকলামিতি—বৈকল্যতিমিরধ্বংসিত্বেন চেতশ্চন্দ্রকান্তদ্রাবকত্বেন কামসংজ্বরোপশমকত্বেন সাহজিক-সৌন্দর্যেণ চোৎপ্রেক্ষা। ন কৃতা কেনাপি কামনা যস্যামিতি। কল্পতরুপক্ষে—অদত্তকামত্বেন পরিপূর্ণসারাম্‌, রাধাপক্ষে স্পষ্টমেব। মধুকরেণানাঘ্রাতামিতি পরাগমকরন্দাভ্যামবিচ্যুতামিত্যর্থঃ। পক্ষে, তস্যাঃ পতিম্মন্যেনাননুভূতমাধুর্যবলাম্‌। সমাক্রষ্টুমশক্যামিত্যতিভাগ্যলভ্যামিত্যর্থঃ। পক্ষে, পতিম্মন্যস্য করস্পর্শমাত্রেণাপ্যশক্যাম্‌। অপবারণমাচ্ছাদনম্‌;

৮৮। এ অবস্থায়, সখীদের সপথ বাক্যে, হরির অনুনয়ে ও ব্যবহার মন্ত্রে, কন্দর্পের বৈভবশালী শরে যা হল না তা সম্পন্ন করে দিল একা কাদম্বিনী প্রৌঢ়া সখীর মতো বিদ্যুৎদামঘটা কটাক্ষ-কটু ভয়ঙ্কর গর্জনের দ্বারা তাঁকে প্রিয়ের কণ্ঠালগ্ন করে দিয়ে।

৮৯। এরপর অতি দুষ্প্রাপ্যতা ও রসপ্রবাহদায়িনী বলে মনোগতির অগোচরা, আদরণীয়া-স্নিগ্ধা চন্দ্রকলার মতো অতর্কিতভাবে অনির্বচনীয় কারও দ্বারা করে নিক্ষিপ্তা, অন্যের কামনার ঊর্দ্ধে স্থিতা, মধুকরের অনাঘ্রাতা, অন্যের করস্পর্শমাত্রেও অলভ্যা, আবরণে অভেদ্যা, মহান্‌ সৌরভময়ী, আনন্দ অর্পায়িত্রী, কোনও অনির্বচনীয়া কল্পতরু-কুসুমমালার মতো বিনা আলাপে কণ্ঠে স্থাপিতা, পরমাহ্লাদবেগ সম্যক্‌ ধারয়িত্রী সুধারসধারার মতো (রাধা নাম) কারও দ্বারা বিনা জপে (নামী রাধাকে) বক্ষে নিক্ষিপ্তা, অকপট ভীরুতাহেতু মেঘগর্জন জনিত অতিত্রাসের সঞ্চারে অভদ্র ক্ষোভে মর্দিতা, অতএব আপন স্বতন্ত্রতায় বিনা উৎকণ্ঠাতেও কণ্ঠাবলম্বিতা রাধাকে প্রাপ্তিমাত্রে মনোজ্ঞ শোভন

৯০। তামথ কৃষ্ণেন সহ সহচর্য্যো হসিতোৎকটাঃ কটাক্ষ-বিক্ষেপেণ পশ্যন্ত্যঃ শৃন্বন্ত্যশ্চ স্বমমানস্তং মানস্তং চাভিলাষং সফলমিব মন্যমানা মানাতীতসম্মাননয়া জলধরোর্জ্জিতগর্জিত-গরিমাণং স্বসখীং শ্রাবয়িত্বা শ্রাবয়িত্বা সসঙ্কোচং পূজয়ামাসুঃ॥

৯১। 'ধন্যোঽসি ঘনরসদ! রসদ এবাসি, ত্বমুচিত এব চিতঃ এবমস্য তব বর্ণমিত্রস্য মিত্রস্য নবং কমলিনীবৃন্দারিকাবৃন্দানাং মৈত্রীকরণেন যদিয়ং মে দুরারাধাঽমেদুরা রাধা হুঙ্কারমাত্রেণৈব কৃষ্ণকণ্ঠং প্রাপিতাস্তি ভবতাঽবতা পরমসৌভাগ্যম্' ইতি সখীজন-সোৎপ্রাসপ্রাসবিদ্ধহৃদয়েব ভয়োপরমে পরমেণাঽঽগ্রহেণ তত্তুরসো রসোদধেরিবাপি বহির্বুভূষয়া ভূষয়ামাস যদি স্বমাত্মানম্, তদা প্রসভেন

পরিমলমামোদম্; মাদো হর্ষস্তস্য ধানামর্পয়িত্রীম্; সুরতরুকুসুমমালামিত্যখিল-বাঞ্ছিত-সম্পাদকত্বেন সুখস্পর্শদত্বেন ব্যজ্যমানালিঙ্গনসৌষ্ঠব-সভাজনত্বেন বিশিষ্ট-সৌন্দর্যাধায়কত্বেন চ। আলাপমর্পণবাকাম্। পরমাহ্লাদস্য রভসং বেগম্ আ সম্যগ্ ধারয়তীতি স্বার্থণ্যন্তাৎ পচাদ্যচ্, তাম্। সুধারামিতি নিরতিশয়াস্বাদাধায়কত্বেন বৈপরীত্যেন যন্নামঘটকাক্ষরদ্বয়-বাচ্যত্বেন চ। অকপটং নির্ব্যাজমেব পটতা ভীরুতয়া প্রাপ্নুবতাঽতিসাধ্বসেন হেতুনা সাধু যথা স্যাত্তথাঽসম্ভিস্ত্রাসজস্ত-স্বাদভত্রৈর্মিথ্যাভূতৈর্নাভিক্ষোভৈর্ললিতাং মর্দিতাম্। অতএবানায়ত্তিরনধীনতা তদ্বশাদপাঙ্গুৎকণ্ঠং বিনাপ্যুৎকণ্ঠামধিকণ্ঠং কণ্ঠে কৃতোঽবলম্বো যয়া তাম্। অলমত্যর্থম্। বামা মনোজ্ঞা লক্ষ্মীঃ শোভা যস্য তেন ভুজমণ্ডলেন। কীদৃশেন? জবস্য বেগস্য লম্বো মিলনং যত্র তেন। রসাদানন্দজাড্যাদপরমন্যৎ ন বিবিদে, ন জ্ঞায়তে স্ম॥

৯০। স্বমমানস্তং দুঃখং শ্যন্তঃ খণ্ডয়ন্ত্যঃ। মনসি ভবং মনসে হিতং বা মানস্তম্; মানং পরিমাণং তদতীতয়াঽপরিমিতয়া সম্মাননয়া স্বসঙ্কোচং শ্রাবয়িত্বা গময়িত্বা; 'শ্রু গতৌ' তালব্যাদিরপি॥

৯১। তব বর্ণমিত্রস্যাস্য মৈত্রীকরণেন কর্ত্রা ত্বং চিতো ব্যাপ্তঃ;—"চিতং ছন্নে ত্রিষু" ইতি মেদিনী। কমলিনী-বৃন্দারিকাঃ শ্রেষ্ঠকমলানি শ্রেষ্ঠসুন্দর্যশ্চ। বৃন্দারকনাগকুঞ্জরৈঃ পূজ্যমানমিতি সমাসঃ। মিত্রস্য সূর্যস্য সখ্যুশ্চ। মমেয়ং সখী রাধা। মে ইতি জাত্যা একবচনম্। দুরারাধা দুঃসাধ্যা, কুতঃ? অমেদুরা—অবচস্করত্বাৎ কঠোরেত্যর্থঃ। ততঃ সা

ভুজবলয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করে বিরাজমান ব্রজরাজকুমার দীপ্তি পেতে লাগলেন—আনন্দজাড্যে অপর অন্য কিছু জ্ঞান থাকল না।

৯০। অতঃপর উৎকট হাসিতে উচ্ছলিত সখীগণ কটাক্ষ নিক্ষেপে কৃষ্ণসহ মিলিত রাধাকে অবলোকন করে দুঃখের অবসানে মনোজাত অভিলাষ যেন সফল হয়েছে এরূপ মনোভাবে সঙ্কোচ ছেড়ে নিজ সখীকে শুনিয়ে শুনিয়ে অপরিমিত সম্মানের সহিত মেঘের ক্রোধ-গর্জন-গরিমাকে স্তব করতে লাগলেন।

৯১। হে ঘনঘটা, দেহকান্তি সম্বন্ধে তোমার মিত্র এই কৃষ্ণের মিত্রতা সম্পাদনের উপায়নে তুমি পরিপূর্ণ—ঠিকই তুমি রসদই বটে—ধন্য তোমাকে, তোমার এ-মিত্র নব শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণেরও মিত্র, যে কারণে এই আমাদের দুঃসাধ্যা কঠোরা রাধা তোমার হুঙ্কার মাত্রেই তোমার মিত্র কৃষ্ণের কণ্ঠলগ্না হয়ে গেল—তোমার পরমসৌভাগ্যের জয় জয়কার হল। এইরূপে যেন সখীজনের উপহাসরূপ অস্ত্রবিদ্ধা হয়ে ভয়ের উপরমে পরমাগ্রহে সেই বক্ষ রসসাগরের মতো হলেও তার থেকে বের হয়ে

সভেন গ্রহবিশেষেণাশেষেণামোদেন কৃষ্ণেন চ তস্যাশ্চিত্রিতলতোপবনানীব ন জাতপত্রাঙ্কুরভঙ্গানি কপোলচুম্বনানি, যমুনাজলানীব কজ্জলশোভাগ্লানিকরাণি নয়নচুম্বনানি, ভক্তিরস-রসিক-হৃদয়মিব সমক্ষ-তয়াঽবকরাগমধরপানম্, দ্বিতীয়া হিমকরলেখেব অলক্ষ্যমাণলাঞ্ছনা দশন-নখপদ-পদবী, সুপ্রতিষ্ঠিতশিব-লিঙ্গসম্মাননমিব সদামোদকর-কমলপূজন-জনিত-পরভাগং স্তনযুগপরামর্শনম্, শুক্তিসংপুটা ইবাক্ষুণ্ণমুক্তা-বলীকাঃ পরিরম্ভাঃ, বিষমবিষধরীধারণমিব সাহসমাত্রপ্রতিপাদকং রোমলতাপরিশীলনম্, তীর্থসলিলমিব স্পর্শমাত্রেণৈব কৃতার্থম্মন্যতাকারি-নাভিহ্রদপরিসরকরপ্রদানম্, মোক্ষ ইব পরমদুঃশকো নীবিমোক্ষশ্চ কৃতানি ॥

তদ্রসো বহির্ভূষয়া বাম্যাবিষ্কারেণ যদি স্বমাত্মানং ভূষয়ামাস, তদা কৃষ্ণেন প্রসভেন হঠেন তস্যাঃ কপোলচুম্বনা-দীনি কৃতানীত্যন্বয়ঃ। গ্রাসঃ কুন্তনামাস্ত্রভেদঃ। সভেন সদীপ্তিনা; গ্রহবিশেষেণ সুরত-তন্ত্রোক্ত-বেণী-চিবুকাদি-ধৃতি-বিশেষেণ। অশেষেণ সম্পূর্ণেন। ন জাতঃপত্রাণামঙ্কুরাণাং ভঙ্গো যত্র তানি। পক্ষে, পত্রাঙ্কুর আকল্পভেদঃ। মুগ্ধালক্ষণ-নায়িকায়ামতিভীরুত্ব-স্বভাবায়াং প্রথম-সম্ভোগস্য তথৌচিত্যাৎ; তস্যা মধ্যাপ্রগল্ভয়োরিব সম্ভোগগাঢ়ত্বাসহিষ্ণুত্বাৎ। কজ্জলশোভায়া গ্লানিকরাণি; পক্ষে, অগ্লানিকরাণি। সমক্ষতয়া প্রত্যক্ষতয়ৈব; অবকরৈর্দোষৈরগমগম্যম্,—'গমের্ডঃ' কর্মণ্যপি বাহুল্যাৎ। যদ্বা, অবকয়ান্ ন গচ্ছতি ন প্রাপ্নোতীতি তথা। পক্ষে, সম্যগক্ষতো যাবকরাগোঽপি যত্র তৎ। লাঞ্ছনং কলঙ্কং চিহ্নং চ। অধরে দশনস্য স্তনয়োর্নখরাণাং যৎ পদং চিহ্নং তস্য পদবী পদ্ধতিঃ। সদামোদকরৈঃ কমলৈ-র্যৎ পূজনম্; পক্ষে, সদামোদং যৎ করকমলং তেন পূজনং স্পর্শনং তেনৈব জনিতঃ পরভাগঃ শোভা যস্য তৎ। অক্ষুণ্ণা

আসার ইচ্ছায় নিজেই নিজেকে যদি বাম্যভাবে বিভাবিত করে তুললেন, তখন হঠের সহিত দীপ্ত ভাবে বেণীচিবুকাদি ধারণবিশেষের দ্বারা অশেষ আনন্দে মত্ত কৃষ্ণ রাধার কপোলে চুম্বন করলেন প্রথম সম্ভোগোচিত সাবধানে যাতে চিত্রে অঙ্কিত লতা-উপবনের মতো পত্রাঙ্কুর আকল্প মুছে না যায়, নয়নে চুম্বন করলেন এমনভাবে যাতে যমুনাজল শ্যামকান্তিতে যেমন কজ্জলশোভার 'গ্লানিকরাণি' অর্থাৎ নিন্দাকারী হয় তেমন এ কজ্জলশোভার 'অগ্লানিকরাণি' অর্থাৎ অনিষ্টকারী না হয়, অধরপান করলেন এমন আলতোভাবে যাতে ভক্তিরস-রসিকের হৃদয় যেমন সাক্ষাৎ দোষশূন্য তেমনই যাবকরাগ অক্ষত থাকে, দ্বিতীয়ার চাঁদরেখায় যেমন কলঙ্কচিহ্ন থাকলেও চোখে পড়ে না তেমনই অধরে দশনচিহ্ন ও স্তনে নখচিহ্ন-পদ্ধতি অঙ্কিত হলেও চোখে না পড়ে, আনন্দোচ্ছল করকমল-স্পর্শে উৎফুল্ল পয়োধরযুগল ধারণ-কার্যটিও সম্পন্ন হয়ে গেল—সুগন্ধী কমলে পূজন জনিত শোভাবিশিষ্ট সুপ্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ সম্মাননার মতো সম্মাননা করতে গিয়ে, মুক্তাসম্পুট যেমন অখণ্ডিত মুক্তাপূর্ণ তেমনই আলিঙ্গন করলেন এমন আলতোভাবে যাতে মুক্তামালা অখণ্ডিতই থেকে যায়, বিষম বিষধরী ধারণের মতো সাহস-প্রতিপাদক রোমলতা-পরিশিলন কার্যটিও সমাধা হল, তীর্থসলিলের মতো স্পর্শমাত্র কৃতার্থ-ম্মন্যতাকারী নাভিহ্রদে করপ্রদান কার্যও নিষ্পন্ন হয়ে গেল, জ্ঞানীর মোক্ষপ্রাপ্তির মতো পরমদুষ্কর নীবিমোচন কার্যটিও সমাধা হয়ে গেল।

৯২। ততস্তস্যা অপি ব্রহ্মেব নেতি নেতি নিষেধসিদ্ধং বচনং তড়িদ্দামেব উৎপত্যৈব লীয়মানং কটাক্ষ-বিক্ষেপণং গিরিনির্ঝরজলমিব উৎসবাহিতাদরাস্রবৎ বিলোকিতম্; গোবর্দ্ধনসানব ইব স্বন-বাচাল-মণিকটকাঃ করকম্পাঃ; বর্ষাশিখরীব অভঙ্গুর-পয়োধরঃ প্রতিপরিরম্ভঃ; মলয়ানিল ইব মৃদুস্পন্দঃ; বসন্তদিন-করাতপ ইব দরঘর্মকীলালঃ; কিসলয়কলাপ ইব মৃদুলীলাকরকম্পঃ; তড়াগ ইব বিপুলকভঙ্গশ্চ দেহঃ সমজনি ॥

৯৩। ততশ্চ দূরাদালোকয়ন্তীনামালীনামালীনানাং দ্বারোপকণ্ঠে কণ্ঠ-গৃহীতাং কৃষ্ণেন তাং নতাং

অনপনীতা; পক্ষে, অচ্ছিন্না মুক্তাবলী যেষু তে। রোমলতাপরিশীলনং স্তনাধ আরভ্য রোমাবলী বর্ত্মনা করচালনম্। কৃতানীতি কৃতশ্চ কৃতাশ্চ কৃতঞ্চ কৃতানি; 'নপুংসকমনপুংসকেন' ইত্যাদিনা নপুংসকত্বম্ ॥

৯২। নেতি নেতীতি রতারম্ভে। কটাক্ষেতি কিঞ্চিদসহিষ্ণুতা-ব্যঞ্জনায়। উৎসবেত্যাদি রতঃ ধ্যে উৎসে প্রস্রবণে বাহিতং চ তৎ অদরং অনল্পং যথা স্যাত্তথা স্রবচ্চেতি তৎ। "উৎসঃ প্রস্রবণম্" ইত্যমরঃ। পক্ষে, উৎসবেন রতোৎসবে-নাহিতমর্পিতম্। অদরাস্রমনল্পাস্রং তদ্বৎ তদ্যুক্তম্; কটকং গিরিনিতম্বো বলয়ং চ। প্রতিপরিরম্ভঃ শ্রীরাধাকর্ত্তৃকঃ; মৃদুস্পন্দ ইত্যাদি রতোপান্তে। মৃদুস্পন্দো মন্দগতিঃ, জাতস্তম্ভভাবশ্চ। দরঘর্মকীলাল ঈষদ্ঘর্মজলকণকো জাতস্বেদ-ভাবশ্চ। মৃদুলীলানাং বিলাসানামাকরো যেন তথাভূতঃ কম্পো যত্র সঃ; পক্ষে, মৃদুলীলয়া করকম্পো হস্তগতকম্প-ভাবো যত্র সঃ; বিপুলঃ কস্য জলস্য ভঙ্গস্তরঙ্গো যত্র সঃ; পক্ষে, বিশিষ্টো পুলকস্বরভঙ্গো যত্র সঃ ॥

৯৩। দ্বারস্য উপকণ্ঠে সমীপে আ ঈষৎ লীনানাং নিহ্নুতবতীনাং তাং রাধাং হ্রীভরেণ লজ্জাতিশয়েন নতাং

৯২। অতঃপর ব্রহ্ম যেমন বেদে 'নেতি-নেতি' নিষেধপর বাক্যে সিদ্ধ তেমনই রস ও ভাবের এ-মিলনরঙ্গে রতোৎসবারম্ভে মহাভাবময়ীর বাক্য 'না-না' এরূপ নিষেধপর বাক্যে পর্যবসিত হয়ে গেল অর্থাৎ তাঁর মুখে শুধু 'না-না' বাক্যই স্ফুরিত হতে লাগল। (মধুর রসে অনুভাব) তাঁর কটাক্ষ-নিক্ষেপ তড়িদ্দামের মতো ক্ষণিকের তরে চমকে উঠে উঠেই লীন হয়ে যেতে লাগল। (মধুর রসের সাত্ত্বিক) অতঃপর পর্বতের ঝরণাজল যেমন প্রস্রবণের ধারায় নীচে নেমে আসে প্রবল বেগে তেমনই তাঁর নয়নে প্রেমাশ্রু অবিরল ধারায় ঝরতে লাগল, গোবর্দ্ধনশিখরের মণিময় নিতম্বদেশ যেমন কোলাহলে ঝঙ্কৃত হতে থাকে তেমনই তাঁর কম্পমান করদেশ মণিবলয়ে ঝঙ্কৃত হতে লাগল—বর্ষাকালের পর্বতশিখর যেমন 'অভঙ্গুর-পয়োধরঃ' অর্থাৎ কখনও মেঘশূন্য হয় না তেমনই রসময়ীকৃত প্রতি-আশ্লেষে (অনুভাবে) পয়োধরের অভঙ্গুরতা ক্ষুন্ন হচ্ছিল না। (সাত্ত্বিক) আরও পরে মলয়ানিল যেমন মৃদুমৃদু প্রবাহিত হয় তেমনই স্তম্ভের উদয়ে তাঁর অঙ্গের গতি হয়ে এল মৃদু, বসন্ত দিনের সূর্যতাপ যেমন অল্প অল্প ঘর্মজলের উদয় করায় তেমনই স্বেদ ভাবের উদয়ে তাঁর অঙ্গে অল্প অল্প ঘর্মজল দেখা দিতে লাগল, নবপল্লবগুচ্ছ যেমন কম্পনে বিলাসের আকরভূমি হয়ে উঠে তেমনই কম্পভাবে তাঁর হস্ত মৃদু কম্পনের লীলা ভূমি হয়ে উঠল, জলাশয় যেমন বিপুল জলতরঙ্গময় তেমনই স্বরভঙ্গভাবে বিপুল পুলকে তাঁর কণ্ঠের স্বর গদগদ হয়ে এল।

৯৩। কৃষ্ণের দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা, নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার জন্য চেষ্টান্বিতা, লজ্জাতিশয়ে

স্থীস্তরেণ নির্ভরেণ নির্জাতাং প্রিয়বয়স্যাং বয়স্যাপ্রস্তেন নূতনতয়া প্রগাঢ়রসাসহেঽনবস্থিতামনবস্থিতামনবধানপরাং প্রিয়তমাগ্রহে গ্রহেণ কেনাপ্যভিভূতামিব কশ্চিদালাপ আসীদিতরেতরম্॥

৯৪। যথা— 'অয়ময়ং সখি ভাতি কিশোরয়ো-,র্নবকিশোরবরঃ সুরতোৎসবঃ।
অয়মিহ প্রতিপত্তিবিমূঢ়তাং, গত ইব প্রতিভাতি মনোভবঃ॥

৯৫। অস্যাস্তু, চিরমনোরথ এব চিরাৎ ফলন্, ফলভরেণ মনো ব্যথয়ন্নিব।
অহহ দুঃসহ এব ভবত্যহো, সুখতয়াপি চ দুঃখতয়াপি চ॥'

৯৬। ততশ্চ স্বকৃতাপসরণ-রণ-শ্রমাদেব প্রবল-বলমানশ্বাসাং শিথিলকচহস্তাং হস্তাম্বুজেন দধতীং শ্লথমানাং নীবীং নীবীং যথা ক্রুটিতৈকাবলিকাবলিকামস্তব্যস্তামিব সতৃষ্ণেনাপি কৃষ্ণেনাপি কৃতরতোপরমেণ পরমেণ প্রণয়েন নিবদ্ধে কেশপাশে পাশেন নিবদ্ধায়াং নীবৌ, গ্রথিতে চ তারে হারে, হাপিতে

কুঞ্চনপরাম্, বয়সি নবযৌবনে, অপ্রসেত্যস্য ভাব আপ্রস্তং তেনানবধানপরামানন্দমত্তাম্, প্রিয়তমস্যাগ্রহে রমণাগ্রহে সতি অতিবাম্যসাধকেন কেনাপি গ্রহেণ পরাক্রান্তামিব॥

৯৪। সুরতোৎসবোঽপি নবকিশোরবরঃ প্রাপ্তপ্রথমযৌবনারম্ভমাত্রঃ। অতস্তাদৃশমনোভবোঽপি প্রতিপত্তিবিমূঢ়তামিব গতঃ, আনন্দজাড্যং প্রাপ্ত ইব॥

৯৫। সুখতয়াপীতি ফলন্ সন্; দুঃখতয়াপীতি পূর্বদশায়ামফলন্ সন্, অতঃ সদৈব দুঃসহ এবৈষ ভবতীত্যর্থঃ॥

৯৬। স্বেনৈব কৃতমপসরণং পরাজিত্য পলায়নমিব যত্র তথাভূতে রণে সুরতসংগ্রামে যঃ শ্রমস্তস্মাৎ। কচহস্তঃ কেশসমূহঃ; "পাশঃ পক্ষশ্চ হস্তশ্চ কলাপার্থাঃ কচাৎ পরঃ" ইত্যমরঃ। নীবীং যথা মূলধনমিব, "স্ত্রীকটীবস্ত্রবন্ধেঽপি নীবী

নতা, অতিশয় রমণীয়া, নবীনতা হেতু প্রগাঢ় রস অসহনে ও অনবস্থিত নবযৌবন-সুখভারে আনন্দমত্তা, প্রিয়তমের রমণাগ্রহে অতিবাম্যসাধক কোনও গ্রহের দ্বারা যেন অভিভূতা সখী রাধাকে ঐ দূরে দ্বার সমীপে গোপনে থেকে সখীগণ অবলোকন করতে করতে নিজেদের মধ্যে পরস্পর এইরূপ আলাপ করতে লাগলেন—

৯৪। ঐ যে ঐ যে দেখ সখি, সম্মুখে দীপ্তি পাচ্ছে কিশোর কিশোরীর নবকিশোরবর রতোৎসব লীলা। আর ঐ যে ওদিকে দেখ সখি, প্রতীতি হচ্ছে যেন এ-লীলায় মদন দাঁড়িয়ে আছে কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায়।

৯৫। আর এদিকে আমাদের সখীর চিরকালের মনোরথ আজ চিরকালে ফলবান্ হয়ে ফলভারে যেন মনকে ব্যথিত করে তুলছে। অহো কি আশ্চর্য, সুখে-দুঃখে দু অবস্থাতেই এঁর মনোভিলাষ বেগ হায় হায় দুঃসহই হয়ে পড়ছে।

৯৬। এরপর সখীগণ দেখলেন—নিজে নিজেই পরাজিত হয়ে যেন পালিয়ে যাওয়া রতিরণের পরিশ্রমে রাধার শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে প্রবল ঝড়ের বেগে, কেশকলাপ তার শিথিল হয়ে পড়েছে, শ্লথমান নীবি মূলধনের মতো তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন করে, প্রিয় একনরী হারশ্রেণী তাঁর ছিন্নভিন্ন

চ করকমলেনামলেনাম্বুনি ঘর্ম্মজে, নর্মজেন বচসা সরসীক্রিয়মাণামবলোক্য সহচর্য্যঃ সহ চর্য্যয়া প্রণয়স্মিতনিরীক্ষণরূপয়া ক্ষণরূপয়া কৃষ্ণকথয়া পুরত উপতস্থিরে ॥

৯৭। স্থিরেব কিঞ্চিদথ সা বিধুমুখী নতমুখী ন তদাননানি পশ্যন্তী পশ্যন্তী চ ভ্রূকুটিকুটিলেন কটাক্ষেণান্তরান্তরা তাভিরথোচে,—'এহি সখি ! গৃহং যামো, যামো হ্যবশিষ্যতে, শিষ্যতেহ বিরমতু রতি-কলাগুরোরস্য গুরোরস্যরহস্যশিক্ষায়াম্, কিমপরং বিলম্বসে, লম্বসে বা ন কথং কেলিতল্পাৎ' ইতি সপরি-হাসহাসভাষিণীঃ স্বসখীঃ কপট পটদ্ভ্রূকুটি-কুটিলাক্ষমলসলসতা ভুজামৃণালেন কেশকলাপ-সৌরভ্য-গর্ভকেণ গর্ভকেণ তাড়য়ন্তীড়য়ন্তী চ স্বলাবণ্যবিশেষমশেষমনারতং কৃষ্ণস্য মনসা ন সারস্যমুচা কৃত-কৃতকরুষা পরুষাপি পরমসরসমনা মনাক্ স্মিতা 'অস্মি ত্বাদৃশীনামীদৃশীনামীহিতকাপট্য-নাট্যনায়িকা-

---

পরিপণেঽপি চ" ইত্যমরঃ। ক্রটিতা একাবলীনামাবলী শ্রেণী যস্যাস্তাম্, উভয়ত্রৈব প্রিয়ত্বাদনুকম্পায়াং ক-প্রত্যয়ঃ। কৃষ্ণেনাপি কৃষ্ণশব্দশ্চ সত্তার্থো ণশ্চানন্দঃ, ইত্যর্থবশাদানন্দপ্রদেনাপি তারে মুক্তাময়ে ঘর্মজেঽম্বুনি করকমলেন হাপিতে দূরীকৃতে সতি প্রণয়াদিরূপয়া চর্যয়া আচরণেন ক্ষণরূপয়োৎসবভূতয়া ॥

৯৭। তাসামাননানি ন পশ্যন্তী। কুতঃ? নম্রমুখী, প্রাপ্তসম্ভোগত্বেন সলজ্জেত্যর্থঃ। অন্তরা অন্তরা পশ্যন্তী চ। ভ্রূকুটিকুটিলেনেতি ভবতীভিরেবাস্য হস্তে বলান্নিক্ষিপ্তায়া মম সতীব্রতধ্বংসনং কৃতমিতি ভাবঃ। যামঃ প্রহরঃ, শিষ্যতা শিষ্যত্বম্, গুরা উদ্যমেন, 'গুরী উদ্যমে' ভাবে ক্বিপ্। উরস্যমুরসি ভবং যদ্রহস্যমালিঙ্গন-প্রত্যালিঙ্গনাদি তস্য শিক্ষায়াম্। কপটেন পঠন্ত্যা প্রাপ্নুবত্যা ভ্রূকুট্যা কুটিলে অক্ষিণী যত্র তদ্ যথা স্যাদেবম্, কেশকলাপস্য সৌরভ্যং গর্ভে যস্য তেন

হয়ে ঝুলছে—রাধার কি এক আস্তব্যস্তের মতো অবস্থা। এ-রতিরণে কৃষ্ণ সতৃষ্ণ হলেও, এ তাঁর আনন্দপ্রদ হলেও তিনি উহা সমাপ্তি করে দিয়ে পরমপ্রণয়ে কেশপাশ বেঁধে দিলেন, রজ্জুতে নীবি বেঁধে দিলেন, মুক্তাহার গেঁথে দিলেন, নির্মল করকমলে ঘর্মজল মুছিয়ে দিলেন, নর্মবাক্যে প্রিয়াকে সরস করে তুললেন। এ-অবস্থায় রাধাকে দেখে সখীগণ প্রণয়স্মিত-নিরীক্ষণরূপ সেবা করতে করতে এই উৎসব বিষয়ক কথা বলতে বলতে সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেন।

৯৭। কিঞ্চিৎ সুস্থির হওয়ার পর সেই বিধুমুখী প্রাপ্ত-সম্ভোগের লজ্জায় নতমুখী হওয়াতে সখীদের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন না, তবে মধ্যে মধ্যে 'তোমরা এঁর হাতে বলপূর্বক আমাকে নিক্ষেপ করে আমার সতীব্রত ধ্বংস করলে তো' এরূপ অর্থব্যঞ্জক কটাক্ষ হানছিলেন। এতে তখন সখীগণ বললেন—'এসো সখী ঘরে যাই, রাত এক প্রহর মাত্র বাকী, উদ্যমের সহিত কান্তের আলিঙ্গন-প্রত্যালিঙ্গনাদি অধ্যয়নে এই রতিকলা-গুরুর শিষ্যত্ব তোমার এখানেই বিরমিত হউক, আর বিলম্ব করছ কেন, কেলিশয্যা থেকে নেমে আসছো না কেন?' এইরূপ সপরিহাসহাসভাষিণী নিজ সখীগণকে কপটতায় কুঞ্চিত ভ্রূকুটিকুটিল নয়না রাধা অলসতায় ভরা ভুজমৃণালে কেশকলাপ-সৌরভ্য-বাসিত মালা দ্বারা তাড়না করতে লাগলেন। এতে যে লাবণ্যবিশেষের প্রকাশ হল তার স্তুতি করালেন তিনি কৃষ্ণের দ্বারা নিরন্তর মনে মনে অশেষে-বিশেষে। সরসতা অবর্জিত কৃত্রিম

ক্রীড়াশালভঞ্জিকা, ভঞ্জিকা স্বাধিনতায়াঃ কিলাহং যদা যদালপথ বিপথ-বিশিষ্টপথয়োরথ যোগ্যং তদেব দেবতাবাক্যমিব করবাণি, কিমিতি মাং সম্প্রতি সম্প্রতিপত্তিমূঢ়াং কুরুথ। কয়া বাত্রাগতং কয়া বা নাগম্যতে' ইতি কোমলালাপেন যদি কিঞ্চিদুক্তবতী, তদা তদাকর্ণনেনাপূর্বেণ সন্তাপচ্ছিদ্দুরবাপ-মোদমেদুরদুরবস্থিতমনাঃ কৃষ্ণঃ 'শুভবতীনাং ভবতীনাং প্রসাদতঃ সাদতঃ কিলাহং বিমুক্তোঽস্যা বচন-সুধা-সুধারাপরিশীলনেন' ইতি বদন্ পারিতোষিকমিব তাভ্যো জনং জনং প্রতি প্রতিপন্নপ্রণয়ঃ প্রণয়তি স্ম পরিষ্বঙ্গং যদি, তদা তদালোচ্য চেতসা চেতসারস্যা বচসা চ সা পরিহাসবতা সবতা পীযূষশীকরানিব কিমপি মন্দমধুরং মধুরঞ্জি নিজগাদ,—'অধুনা গলিতহৃদূষণা দূষণাভাববত্যো ভবত্যো ভবন্তি নাপরং পরিহসিষ্যন্তি' ইতি ॥

৯৮। তাশ্চ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গমনির্বৃতিনির্বৃতিভাজো নিজসখীসুখসমীক্ষণ-সমনুভূতমপি ভূতমপি বর্তমান-

---

গর্ভকেণ মাল্যেন; "কেশমধ্যে তু গর্ভকঃ" ইত্যমরঃ। কৃষ্ণস্য মনসা প্রযোজ্যকর্ত্রী ঈড়য়ন্তী স্তাবয়ন্তী হলাবণ্যবিশেষম্, তদানীং সখী-তাড়ন-চেষ্টোত্থমশেষং সম্পূর্ণম্। ন সারস্যমুচা সরসতামমুঞ্চন্ত্যা কৃতয়া কৃত্রিমরুষা পরুষা কঠোরাপি। ক্রীড়াশালভঞ্জিকা খেলনপুত্তলিকা অস্মি। স্বাধীনতায়াঃ স্বাতন্ত্র্যস্য ভঞ্জিকা স্বয়মেব নাশকর্ত্রী। কুত এতদিত্যত আহ—যদেতি। সন্তাপানাং ছিদুরো দুরবাপো দুর্লভশ্চ মোদ আনন্দস্তেন মেদুরং সান্দ্রস্নিগ্ধমতৃপ্তিবশাদ্দুরবস্থিতঞ্চ মনো যস্য সঃ। সাদতঃ সন্তাপাৎ। চেতসা চ মনসাপি; ইতসারস্যা প্রাপ্তরসা, বচসা চ বাক্যেনাপি সা রাধা। কীদৃশেন? পীযূষশীকরান্ সবতোৎপাদয়তা; 'ষু প্রসবৈশ্বর্যয়োঃ' ইতি ভৌবাদিকোঽয়ম্। উষণং পীড়া; 'উষ রুজায়াম্' গলিতমনঃপীড়া ইত্যর্থঃ ॥

ক্রোধে কঠোর হয়েও পরমসরস মনে একটু হেসে রাধা বললেন—'যেরূপ তোমরা সেইরূপই তোমাদের অভিনীত কাপট্য-নাট্যনায়িকা আমি, আজ তোমাদের হাতের খেলনপুত্তলিকা হয়ে গেলাম, নিজেই নিজের স্বতন্ত্রতা ছেরে দিলাম, তোমরা যখন যেমন বিপথের বা বিশিষ্টপথের যোগ্য কথা বলেছ তা দেববাক্যের মতো পালন করেছি, তবে কেন সম্প্রতি আমাকে এই নায়ককে অঙ্গীকার করিয়ে বোকা বানিয়ে দিচ্ছ। হ্যাঁ, বলতো কুঞ্জাভ্যন্তরে সখীদের মধ্যে এখন কে বা এল আর কে বা এল না।' এরূপ কোমল বাক্যে যদি কথাগুলি বললেন তখন সন্তাপদূরকারী, দুর্লভ আনন্দে স্নিগ্ধ, অতৃপ্তিতে দুরবস্থিতমনা কৃষ্ণ বললেন—'মঙ্গলময়ী তোমাদের প্রসাদে আমি সন্তাপ-বিমুক্ত হলাম এঁর বচনসুধা-সুধারা আস্বাদনে।' এরূপ প্রণয়-বিভোর কৃষ্ণ পারিতোষিকের মতো তাঁদের জনে জনে যদি আলিঙ্গন দান করতে লাগলেন তখন তা দেখে চিত্ত-মধ্যে সরসতা প্রাপ্ত হয়ে রাধা বাক্যে পরিহাস মাখিয়ে অমৃতবিন্দুসম মন্দ মধুর মধুরঞ্জি কথায় কিছু বলতে লাগলেন—'অধুনা তোমাদের মনোপীড়া গলিত হয়ে খসে পড়ল তো, এখন তোমরা অন্যের দোষদর্শন দোষ থেকে মুক্ত হলে তো, অতঃপর আর অন্যকে পরিহাস করবে না।'

৯৮। সখীগণ কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গজনিত আনন্দের সেবা প্রকাশ্যেই করে নিজ সখীর সুখদর্শন-অনুভব

মিব পুনরাত্মানুভবেন বিদাঞ্চক্রুঃ ॥

৯৯। অথ সা বিভাবরী বিভা-বরীয়সী ভূত্বাপি যামা যামাবশেষতয়ৈব সদোষা দোষাখ্যামপি সমাসসাদ, সসাদতয়া যতস্তাঃ প্রিয়সখীমাদায় কৃষ্ণভবনান্নিজভবনং সমাসেদুঃ ॥

১০০। অথ বিভাতায়াং বিভাবর্য্যাং বিভাবর্য্যাং শ্যামামাগতাং বীক্ষ্য বীক্ষ্যমাণেনাত্মনোঽন্যভাবেন বিস্মিতাং স্মিতাংশুধৌতাধরামধোমুখী বিধুমুখী বিধুরিতা হ্রিয়া যদি বভূব তদা শ্যামাপি মাপিত-মাপিত-নবর-নবরমণীয়-কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গ-সঙ্গত-পারভাগ্যাঽপারভাগ্যাম্ভোধিমাত্মানমেব জানতী ন তীব্রং কিমপি পপ্রচ্ছ ॥

১০১। 'অয়ি! কস্মাদকস্মাদস্মদালোকেন লোকেন নানুভূতাং ভূতাণ্ডবকারিণীমিব দশাং দধত্যা বিলক্ষণ-লক্ষণয়াঽপত্রপয়া কলাকলাপবিচক্ষণে! চক্ষণে তব হৃদয়ম্ ॥

৯৮। কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসেন নির্বৃতিরানন্দঃ, তস্যা নির্বৃতিরনাবরণং তদ্ব্যাজঃ; ভূতমপ্যতীতমপি বর্তমানমিবেতি ঈদৃশং সুখমেতদস্মৎসখী এবাধুনাপি প্রাপ্নোত্বিত্যাশাস্তির্দ্যোতিতা ॥

৯৯। বিভাবরী রাত্রিঃ, বিভয়া কান্ত্যা বরীয়সী শ্রেষ্ঠা ভূত্বাপি যামস্ত্বেকপ্রহরমাত্রস্তেবাযামোঽবশেষো যস্তা-স্তত্তয়া সদোষা দোষযুক্তা দোষাখ্যাং দোষেতি নাম। যতো হেতোস্তাঃ সখ্যঃ সসাদতয়া সাবসাদত্বেন ॥

১০০। শ্যামাং কীদৃশীম্? বিভয়া বর্যাম্। মাপিতং মানং মা প্রমা, তামাপিতম্। নবরং কেবলম্, নবরমণীয়স্য কৃষ্ণস্যাঙ্গসঙ্গাৎ সঙ্গতং মিলিতং পারভাগ্যং পরভাগো যয়া সা; চাতুর্বর্ণ্যাদিত্বাৎ স্বার্থে ষ্যঞ্; ন তীব্রং কিন্তু কোমল-মিত্যর্থঃ ॥

১০১। অস্মদালোকেন সত্যৈবাপত্রপয়া লজ্জয়া তব হৃদয়ং চক্ষণে, 'ক্ষণু হিংসায়াম্', হিংসায়াং প্রবৃত্তো

অতীত হয়ে গেলেও পুনরায় এখন নিজের সাক্ষাৎ অনুভবে বর্তমানের মতো মনে করতে লাগলেন (অর্থাৎ মনে হতে লাগল আমাদের সখী ঈদৃশ সুখ এখনও যেন পাচ্ছেন)।

৯৯। অতঃপর সেই রাত্রি অন্ধকারিতায় শ্রেষ্ঠ হলেও বিস্তারে একপ্রহরমাত্র অবশেষ হেতু দোষে লিপ্ত হওয়াতে দোষা (রাত্রি) নামে অভিহিতা হল, যেহেতু সখীগণ বিরহ-অবসন্ন ভাবে প্রিয় সখীকে নিয়ে কৃষ্ণের কুঞ্জভবন থেকে বের হয়ে নিজ ভবনে এসে পৌঁছে গেলেন।

যাবটে শ্যামাসখীসঙ্গে রসোদ্গার :

১০০। অতঃপর রাত্রি প্রভাত হলে শোভায় শ্রেষ্ঠা, রাধার নিজের মধ্যে অন্যভাবের যে প্রকাশ দেখা যাচ্ছে তাতে বিস্মিতা, হাসির কিরণধোয়া অধরবিশিষ্টা শ্যামাকে আসতে দেখে চন্দ্রমুখী রাধা যদি লজ্জায় ব্যাকুল হয়ে অধোমুখ হয়ে রইলেন তখন শ্যামাও কেবল উপযুক্ত বিচারশক্তি দ্বারা যেন নব রমণীয় কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গলব্ধ অপার ভাগ্য-জলনিধির পরাবধি বলে নিজেকে মনে করতে লাগলেন। তাই কোমলভাবে এইরূপ বলতে লাগলেন—

১০১। 'হে কলাকলাপ বিচক্ষণে রাধে! বলতো কোন্ কারণে আমাকে দেখবার সঙ্গে

১০২। কিঞ্চ, অলসবলিতমঙ্গং স্বাবসাদং ব্যনক্তি, গ্লপিতমিব মৃণালীকন্দলং দোর্দ্বয়ং তে।
দশনবসনমেতন্নীরসং গণ্ডপালী, লুলিতললিতপত্রা প্রক্রমঃ কস্তবৈষঃ॥

১০৩। কিঞ্চ, অভিনবলতিকেব বাতরুগ্না, নবনলিনীব মতঙ্গজেন ভুগ্না।
মৃদুতরনবমালিকেব ধূতা, মদমধুপেন বিলক্ষ্যসে ত্বমদ্য॥

১০৪। অপি চিরমভিলষ্যমাণ এব, প্রণয়িনি কোঽপি সুদুর্লভো হি লব্ধঃ।
অথ কথমিয়মন্যথাঽস্মদাদেঃ, ফলিতবতী সখি ভাগ্যকল্পবল্লী॥'

১০৫। ইতি প্রণয়রংহসাঽদরসাদর-সাহসসাধুবাদেন পৃচ্ছ্যমানাঽঽচ্ছ্যমানায্য মনসি ন সিদ্ধ-কপটা পটান্তেন মুখমাবৃত্য সা দরবিস্মিতং সাদরবিস্মিতং নিজগাদ,—'শ্যামে! কিং ব্রবীমি,

---

বস্তুবেত্যর্থঃ। কীদৃশ্যা? ভুবঃ পৃথ্বীস্থলোকমাত্রস্যৈব তাণ্ডবকারিণীং হর্ষনাটাকারয়িত্রীমিব দশাং দধত্যা ধারয়ন্ত্যা। তত্র হেতুগর্ভসম্বোধনম্—হে কলাকলাপবিচক্ষণে! ইতি॥

১০২। নীরসং নীরাগম্॥

১০৩। বাতরুগ্ণেত্যঙ্গবিন্যাসানামস্তব্যস্ততা ম্লানতা চ। মতঙ্গজেন ভুগ্নেতি দশন-নখক্ষতাদি। মদমধুপেন ধূতেতি স্বনায়কসাক্ষাৎ সম্ভোগকৌতুকং সূচিতম্॥

১০৪। ফলিতবতীতি কৃষ্ণেন তব সম্ভোগ এব তস্যাঃ ফলম্, তচ্চানুভব-সাক্ষাৎকারিত্বাৎ প্রত্যক্ষং জাতমিত্যর্থঃ। কল্পবল্লীত্যখিলবাঞ্ছিত-পূরণাৎ॥

১০৫। অদর অনল্পম্, আদরসাহসাভ্যাঞ্চ সহিতং যথা স্যাত্তথা সাধুবাদেন পৃচ্ছ্যমানা সতী মনসি আচ্ছ্যমচ্ছতাং

সঙ্গেই তোমার হৃদয় এ জগতে অননুভূতা বিলক্ষণ লক্ষণা লজ্জাতে প্রাণবিয়োজক ব্যাপারে লিপ্ত হয়ে গেল। অহো কি লজ্জা, এ-দেখছি জগতের জনমাত্রকেই যেন হর্ষনাট্য কারয়িত্রী দশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

১০২। আরও, তোমার অলস-জড়িত অঙ্গ নিজ অবসাদ ব্যক্ত করছে, মৃণালের মতো ভুজদ্বয় তোমার যেন ম্লান হয়ে গিয়েছে, ওষ্ঠাধর তোমার হয়ে পড়েছে অলক্তকরাগহীন, তোমার কপোলপ্রান্তে ললিত পত্রভঙ্গ বিমর্দিত দেখা যাচ্ছে—বলতো তোমার এ কোন্ পাঠের প্রথমারম্ভ।

১০৩। আরও, বাত্যা বিপর্যস্তা অভিনব লতিকার মতো, মাতঙ্গদলিত নব নলিনীর মতো, মত্তভ্রমরখণ্ডিতা অতি মৃদুল নব মালিকার মতো এ কি বিপরীত অবস্থা তোমার আজ।

১০৪। হে প্রেমময়ী সখি রাধে! চিরকালের অভিলষিত কোনও সুদুর্লভ বস্তু নিশ্চয়ই লাভ হয়ে গিয়েছে তোমার—আর এ না-হলে কি করেই বা ভাগ্যকল্পবল্লী আমাদের ফলবতীই হল? বল-না।'

১০৫। এইরূপে রাধা প্রণয়বেগে বহুত আদর সাহসের সহিত সাধুবাদে জিজ্ঞাসিতা হলে যেহেতু সব কিছুই শ্যামার নিকট ধরা পড়ে গিয়েছে, কপটতা আর চলবে না, তাই মনে সরলতার

ক্বাহং স্থিতা ক্ব চলিতা ক্ব চ বা স পন্থা, নীতাস্মি কেন নলিনাক্ষি তদীয়পার্শ্বম্।
কিং বা বভূব ময়ি তত্র সমেতবত্যাং, জানাম্যহং যদি তদা ভবতী ন বেত্তি ॥

১০৬। কিঞ্চ, ব্যাপারো মনসশ্চ যত্র ন গতঃ সম্ভাবনাভাবতো
যৎ স্বপ্নঃ কিমথেন্দ্রজালমথবা ভ্রান্তিঃ সুদীর্ঘৈব মে।
তৎ কিং হ্লাদি কিমার্ত্তিদং কিমু দ্বয়ং কিংবা ন তন্নাপি ত-
চ্চেতো বিক্রুতিকারকং চ মনসো মূর্চ্ছাকরং চাভবৎ ॥'

১০৭। অথ সপরিহাসং হাসং হাসমেবাহ শ্যামা—'শ্যামাব্জনয়নে! নয়নেয়মেতৎ। তথা হি—
কেলী-কলাধ্যয়নকৌশলমেকদেব, ন স্যাদতঃ কিমপি নো ভবতী বিবেদ।
ভূয়স্ততঃ সখি বিলাসগুরোঃ সকাশাদ্-,যত্নাদধীষ্ব যদি বিজ্ঞতমাহসি ভূষ্ণুঃ ॥'

বঞ্চনরাহিত্যলক্ষণামানায্য সংগময্য, যতো ন সিদ্ধকপট্টা,—সর্বমেব জ্ঞাতবত্যাং ত্বয্যং কপটাসিদ্ধেঃ। সাদরবিস্মিত-মাদরবিশিষ্ট-স্মিত-সহিতম্; সা রাধাঽদরবিস্মিতমনল্পবিস্ময়যুক্তঞ্চ যথা স্যাত্তথা, হন্ত! কথমনয়া সর্বমেবাভিজ্ঞাতমিত্যেবম্। যদ্বা, আদর-বিস্ময়াভ্যাং সহিতং যথা ভবতি, অদর অনল্পা বীঃ কান্তির্যত্র তাদৃশং স্মিতং যত্র তচ্চ যথা স্যাত্তথা। তদা ভবতী ন বেত্তীতি ভবত্যাঽনুমন্ত্রণং বিনা মম কোঽপি ব্যাপারঃ কদাপি নাভূদেবেত্যত্র ভবত্যেব প্রমাণমিতি ভাবঃ ॥

১০৬। অসম্ভাবিতবস্তুদর্শনলিঙ্গেনাহ—স্বপ্ন ইতি। তস্যাপি জাগরণদশানুৎপত্তিমাশঙ্ক্যাহ—ইন্দ্রজালমিতি। তস্যাপি চিরাস্থায়িত্বমাশঙ্ক্যাহ—সুদীর্ঘা ভ্রান্তিরিতি,—তদতিসুরতচেষ্টিতং ক্রিয়া স্পষ্টং বক্তুমশক্তেঃ। কিং হ্লাদিআহ্লাদকম্, পৌর্বকালিকনিখিলদুঃখপ্রশমনপূর্বকনিস্তুলসুখদত্বেনানুভবাৎ। কিমার্তিদং পীড়াদায়ি ঔত্তরকালিক্যা মহোৎকণ্ঠায়াঃ কারণভূতত্বেনাধুনা বিচারতো দুঃখদত্বেনৈবানুভূতত্বাৎ। কিংবা উভয়মাহ্লাদার্ত্ত্যোর্দায়কম্,—তদানীমমপ্যপরিমিত-সুখানুভবতদুৎকণ্ঠানুভবয়োর্দুর্বারত্বাৎ। ন তন্নাপি তন্ন হ্লাদি নাপ্যার্ত্তিদঞ্চেত্যর্থঃ। তদৈবাপ্যুৎকণ্ঠাবাহুল্যেন হ্লাদাংশা-বরণাৎ, হ্লাদ-বাহুল্যেন চোৎকণ্ঠাবরণাদিত্যেবং চ নির্বক্তুমশক্নুবতী কেবলমনুভবমাত্রমাহ—চেত ইতি ॥

১০৭। হাসং হাসং হসিত্বা হসিত্বা। নয়ে নীতৌ নেয়ং নেতুমর্হম্, এতদ্বচনং ন্যায্যমেবেত্যর্থঃ। নো বিবেদ,

---

ভাব টেনে এনে বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢেকে নিয়ে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হয়ে (এ জানলো কি করে?) আদর মাখান মুচকিহাসিভরা মুখে বললেন—'হে নলিনাক্ষি শ্যামে, কি আর বলব বল, আমি কোথায় ছিলাম, কোথা চললাম, সেই পথই বা কোথা, কে নিয়ে যাচ্ছিল তদীয় পার্শ্বে, সেখানে মিলিত হবার পরই বা আমার কি দশা হ'ল—এ-সব যদি জানতামই সখি তবে কি আর তুমি জানতে না।

১০৬। আরও, যেখানে মনের ব্যাপার পৌঁছায় নাই, ভাবের সম্ভাবনা হয় নাই তা কি আমার স্বপ্ন, বা ইন্দ্রজাল, অথবা সুদীর্ঘ ভ্রান্তি। ও কি আহ্লাদক, কি আর্তিদ, কিম্বা উভয়ই, অথবা ও সব কিছুই নয়—এ আমি কিছুই বলতে পারি না। ও যে আমার চিত্তের বিক্রুতিকারক ও মনের মূর্চ্ছাকারক হল—এইটুকু মাত্র অনুভবের বিষয় হয়ে আছে আমার।'

১০৭। অতঃপর সপরিহাসে হাসতে হাসতে শ্যামা বললেন—'হে নীলকমলনয়নি রাধে, এ কথা সত্যই বটে, কেলিকলা-অধ্যয়নকৌশল একদিনে আয়ত্ত হয় না, তাই তোমার কিছু বোধগম্য

১০৮। অথ সৌভাগ্যসারাধিকা সা রাধিকা সরসতরং সতরঙ্গ-রঙ্গবতীব কিঞ্চিদুবাচ,—

'মাতঃ পরং সুমুখি যামি তদীয়-পার্শ্বং, দূরাদসৌ নয়নবর্ত্মনি বর্ত্তনীয়ঃ।

অধ্যেতু নাম ভবতী তত এব তন্তে, পাণ্ডিত্যমেব মনসো রসদং মম স্যাৎ॥'

১০৯। তদা তদাচক্ষাণায়াঃ সপরিহসিত হসিত-সিত-কিরণ-জ্যোৎস্নাস্নপিতে দশনবাসসি ললিতা ললিতাক্ষরং নিজগাদ,—'উচিতং চিতং হি তত্রভবত্যা ভবত্যা রসপাঠোপদেশেন॥

১১০। কিঞ্চ, শিষ্যায়িতং প্রথমমত্র যয়া তদীয়-,ভঙ্গে প্রযাতু পঠিতুং কথমন্যশিষ্যা।

তেনাঽনয়া সহ কৃশোদরি দীর্ঘমেব-,মধ্যেতুমর্হসি বিলাসগুরুং তমেত্য॥'

নাজ্ঞাসীৎ। ভুক্ষুর্ভবিত্রী॥

১০৮। সতরঙ্গ-রঙ্গবতীবেতি শ্যামা পরিহাস-সুধাংশূদয়মুপলভ্য তস্যা রঙ্গসিন্ধুরুচ্ছলিত ইবেত্যর্থঃ। অসৌ নয়ন-বর্ত্মতঃ সকাশান্নিবর্ত্তনীয়ঃ, ততো বিলাসগুরোঃ সকাশাৎ। তৎ তস্মাদ্‌ভবত্যেবাধ্যেতু স্মরতু, পুনঃপুনরাবৃত্ত্যাঽভ্যস্যত্বি-ত্যর্থঃ। 'ইক স্মরণে' ইত্যস্য রূপম্! ততশ্চ বিস্মরণশীলায়া মম তেনাপি পুনরপি তাদবস্থ্যমেব ভবিষ্যতি। অতো ভবত্যা মেধাবিন্যা এব তত্রাধিকার ইতি ভাবঃ। ততশ্চ তে তবৈব পাণ্ডিত্যং মম মনসো রসদং স্যাৎ। সৌহার্দাদৈক্যাদেবেতি ভাবঃ॥

১০৯। তৎ প্রতিবচনমাচক্ষাণায়াঃ কথয়ন্ত্যাস্তস্যাঃ সপরিহসিতং যদ্ধসিতং পরিহাসসহিতং যদ্ধসিতং হাস্যং তদেব সিতকিরণশ্চন্দ্রস্তস্য জোৎস্নায়া স্নপিতে সতি দশনবাসসি অধরে ললিতা নিজগাদ রাধাং প্রতীত্যর্থঃ। উচিতং চিতং যোগ্যমেব প্রস্তুতমিত্যর্থঃ॥

১১০। তদীয়ভঙ্গে তৎকর্ত্তৃকে ভঙ্গে সতি স্বাধ্যায়নস্যেত্যর্থঃ। অন্যা চাসৌ শিষ্যা চেত্যন্যশিষ্যা, অনয়া শ্যাময়া॥

হয় নাই, যদি তুমি এ বিষয়ে বিজ্ঞ হতে চাও তবে হে সখি, পুনরায় সেই বিলাসগুরুর নিকট থেকে যত্নে পাঠ গ্রহণ কর।'

১০৮। অতঃপর সৌভাগ্যসারে অধিকা, শ্যামার পরিহাস-চন্দ্রোদয়ে যাঁর রসসিন্ধু উচ্ছলিতা সেই রাধিকা অতি সরসভাবে এরূপ বললেন—'হে সুমুখি, অতঃপর আমি আর তাঁর পাশে যাবো না, তাঁকে নয়নপথের দূরে রাখব—অতএব হে মেধাবিনি, তুমি সেই বিলাসগুরুর নিকট খোলাখুলি বার বার পাঠ অভ্যাস কর—তোমার পাণ্ডিত্য আমার আনন্দদায়ক হবে।'

১০৯। তখন শ্যামার কথার উত্তর দিতে দিতে হাস্য-পরিহাস-চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় রাধার ওষ্ঠাধর ধুয়ে যেতে থাকলে ললিতা ললিত অক্ষরে বললেন—'পূজনীয়া আপনি, রসপাঠোপদেশের দ্বারা যোগ্য প্রস্তাবই রেখেছেন।

১১০। আরও, যে প্রথম শিষ্যা হয়েছে সে যদি নিজের অধ্যয়ন ভঙ্গ করে দেয় তবে অপর শিষ্যের কি করে পাঠ নিতে প্রবৃত্তি হবে। তাই বলছি হে কৃশোদরি, এই শ্যামার সঙ্গে গিয়ে সেই বিলাসগুরুর নিকট দীর্ঘকাল ধরে এরূপ পাঠের অভ্যাস করাই তোমার উচিত হবে।'

১১১। ইত্যেতস্মিন্নেব কালেঽকালেরিতাং বাত্যামিবাগতাং কটূকৃতাননাং ননান্দরমভিবীক্ষ্য সর্বাসু চকিতাসু তাসু প্রতিভা-প্রতিভাসমানেব ললিতৈব 'শিষ্যায়িতং প্রথমম্' ইত্যাদি-পাদত্রয়ানন্তরমনন্ত-রভসাদেবম্ 'অধ্যেতুমর্হসি বিধায় গুরূপসত্তিম্' ইতি যদা পপাঠ, পাঠস্বরমুপশ্রুত্য সা সুখরা সুখরাগ-মাসামালোক্য বিতর্কয়ন্তী নিজগাদ,—'ললিতে! কিং শিক্ষয়সি?'

১১২। সাহ,—'গুরূপসত্তিম্।' সাপ্যাহ,—'শিষ্যায়িতং প্রথমমিত্যাদেঃ কোঽর্থঃ?' সাহ,—'প্রথম-মনয়া গুরুজনেন যদুক্তং তদ্গৃহীত্বৈব ভঙ্গো দত্তঃ। একাকিসাধ্যং ন তদিত্যনয়া সার্দ্ধং তদধ্যেতুমর্হসি' ইত্যুক্তম্॥

১১৩। সাপ্যথাহ,—'ললিতে! কথমধুনা পরলোকালোকায় সমুদ্যুক্তাসি?' শ্যামাহ,—'আবাল্য-মেবৈষা পরলোকায় সমুদ্যুক্তা চ। তৎ কথমধুনেত্যুচ্যতে?'

১১৪। সাহ,—'শ্যামে! ন জানাসি শ্যামানুরাগিণ্যঃ খল্বেতাঃ।' শ্যামাহ,—'অয়ি! সুপ্রসিদ্ধ-

---

১১১। ন বিস্মতেঽস্তো নাশো যস্য তথাভূতাদ্রভসাদ্ভয়েনাপ্যনষ্টপাঠস্বরবেগাদিত্যর্থঃ। সুখরাঽতিতীক্ষ্ণস্বভাবা। সুখরাগং সুখাসক্তিম্॥

১১২। গুরুজনেন হিতোপদেষ্টৃ-শ্বশ্রবাদি পুরন্ধ্রীজনেন। ভঙ্গ ইতি ভঞ্জনক্রিয়াপেক্ষয়ৈব কর্মকর্ত্তৃকত্বে ক্তপ্রত্যয়ঃ॥

১১৩। পরলোকালোকায় পরপুরুষদর্শনায়, পরলোকায় স্বধর্মপ্রাপ্যস্বর্গাদিলোকায়, সমুৎ সানন্দা যুক্তা বিবেকবতী॥

১১১। এরূপ বলতে বলতেই তৎকালে অকালে প্রবাহিত ঝড়ের মতো আগতা কটুভাষিণী ননদিনীকে দেখে তাঁরা সকলেই সচকিতা হয়ে উঠলে প্রতিভায় উজ্জ্বলা ললিতাই 'যে প্রথম শিষ্যা হয়েছে' ইত্যাদি চরণত্রয়ের অনন্তর ভয় পেলেও অবিচ্ছেদে অবিকৃত কণ্ঠবেগে যদি পাঠ করে চললেন 'তার গুরুর শরণাগত হয়ে পাঠের অভ্যাস করা উচিত' এরূপ কথা, তখন সেই পাঠস্বর শুনে অতি তীক্ষ্ণ স্বভাবা ঐ ননদিনী সখীদের সুখরঞ্জিত দেখে সন্দেহের উদ্রেকে বললেন—'ললিতে কি শেখান হচ্ছে?'

১১২। ললিতা উত্তর দিলেন—'গুরু-শরণাগতি।' উল্টা প্রশ্ন হলো—'ঐ যে বললে প্রথম শিষ্যা ইত্যাদি কথা, ও সবের কি অর্থ?' তিনি উত্তর দিলেন—'বলছিলাম কি—এ-কে গুরুজনেরা যা শিখিয়েছিল তা ধরে নিয়েও ছেরে দিল। সে শিক্ষা একাকী সাধ্য নয়, তাই বলছিলাম শ্যামার সহিত তা অধ্যয়ন করাই উচিত।'

১১৩। কুটিলা বললেন—'তোমরা তো দেখছি আজকাল পরলোকের অর্থাৎ পরপুরুষের জন্য আনন্দে ব্যস্ত হয়ে পড়েছ, ব্যাপার কি?' শ্যামা বললেন—'এঁরা তো আবাল্যই স্বর্গাদি পরলোকের জন্য আনন্দে লেগে রয়েছে। তবে তুমি 'অধুনা' বললে কেন?'

১১৪। কুটিলা বললেন—'শ্যামে, অহো তুমি দেখছি জান না, এরা যে সব 'শ্যামানুরাগিণ্যঃ'

মেবৈতদাবাল্যমেবৈতাসাং ময্যনুরাগিত্বম্।' সাহ,—'শ্যামে! কৃষ্ণপক্ষপাতিকলাঃ সকলাঃ সর্বদৈতাঃ।' শ্যামাহ,—'নাপ্যেতৎ, ন হি কৃষ্ণপক্ষপাতিন্যঃ কলাঃ সর্বদা চিত্রভাস্বরাঃ স্বরাগতা ইব শোভন্তে।' সাহ,—'কৃষ্ণবর্ত্মগাঃ কিলৈতাঃ।' শ্যামাহ,—'ক তাবদত্র কৃষ্ণবর্ত্মা, স তু কালিয়দমনরজন্যামেব প্রবুদ্ধ আসীৎ॥'

১১৫। সাহ,—'শ্যামে! মাং পরীক্ষসে? পীতাম্বরানুরাগিণ্যো হ্যেতাঃ।' শ্যামাহ,—'মা হঠকারিণ্যেবং বাদীঃ। প্রত্যক্ষবিরুদ্ধমেতৎ। নীলারুণাম্বরপ্রিয়াঃ খল্বিমাঃ।' সাহ,—'শ্যামে! ব্রজরাজতনয়ে শ্রদ্ধাবদ্ধা বহুধৈবৈতাঃ প্রতীয়ন্তাম্।' শ্যামাহ,—'অত্যলীকমেবৈতৎ। ব্রজস্থ-রাজতস্য নয়ে কথমমূঃ শ্রদ্ধালবঃ?'

১১৬। সাহ,—'হরিণাপহৃতমানসা হ্যেতাঃ।' শ্যামাহ,—'ক তাবদত্র হরিণঃ। তদ্বাচালে! বাচা

১১৪। ময্যনুরাগিত্বমিতি শ্যামায়াং ময্যনুরাগিণ্য ইত্যেব ওচ্ছন্দব্যুৎপত্তির্বোধিতা। কৃষ্ণস্য পক্ষপাতিনী কলা শিল্পং যাসাং তাঃ। কৃষ্ণপক্ষো যঃ শুক্লপক্ষেতরস্তৎপাতিন্যঃ কলাশ্চন্দ্রসম্বন্ধিন্য ইতি কৃষ্ণপক্ষপাতি-কলাপদস্যার্থঃ। সর্বদা চিত্রভাস্বরাশ্চিত্রকান্তিময্য ইতি সর্বদৈতা ইত্যস্যার্থঃ;—চিত্রং কির্মীরকল্মাষশবলৈতাশ্চ কর্বুরে" ইত্যমরঃ। স্বরেভ্যঃ ষড়্জাদিভ্য আগতাঃ কলা মধুরাস্ফুট-ধ্বনয় ইব তে যথা সর্বদা চিত্রভাস্বরাঃ শোভন্তে, তথা নেতি। কৃষ্ণবর্ত্মগাঃ কৃষ্ণস্য বর্ত্মগামিন্যস্তস্মৈ স্বসম্ভোগদানার্থমিতি ভাবঃ। কৃষ্ণবর্ত্মা বহ্নিস্তত্র গমনম্। অস্য কথমাসাং ব্রবীষীতি ভাবঃ॥

১১৫। ব্রজরাজস্য তনয়ে কৃষ্ণে রমণার্থং যা শ্রদ্ধা তয়া বদ্ধাঃ। ব্রজস্থেতি—ব্রজস্য রাজতম্ রজতস্য বিকারঃ সমূহো বা তস্য নয়ে গ্রহণে॥

অর্থাৎ কৃষ্ণ অনুরাগিণী।' শ্যামা বললেন,—'অয়ি, এতো সুপ্রসিদ্ধই আছে যে শ্যামা সখী আমাতে এরা আবাল্যই অনুরাগিণী।' কুটিলা বললেন—'এরা সব সদা 'কৃষ্ণপক্ষপাতিকলাঃ' অর্থাৎ এরা সব সদা কৃষ্ণের পক্ষপাতী শিল্পকুশলা।' শ্যামা বললেন—'এ তো হতে পারে না, কারণ কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্রের কলাতো সব সময়েই বিচিত্র কান্তিতে সুশোভিতা হয় না—সা-রে-পা-ধা ইত্যাদি স্বরে গাওয়া কলধ্বনির মতো।' কুটিলা বললেন—'এরা সব 'কৃষ্ণবর্ত্মগাঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণপথগামিনী।' শ্যামা বললেন—'আরে, এখানে আবার 'কৃষ্ণবর্ত্মগাঃ' অর্থাৎ দাবাগ্নির কি প্রশ্ন এলো, সে তো কালিয়দমন রজনীতেই জাগ্রত হয়েছিল মাত্র।'

১১৫। কুটিলা—শ্যামে, আমাকে পরীক্ষা করছ? এরা নিশ্চয়ই 'পীতাম্বরানুরাগিণ্যো' অর্থাৎ পীতাম্বর কৃষ্ণের অনুরাগিণী।' শ্যামা বললেন—'হঠকারিণীর মতো কথা বল না, এতো প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ। এরা যে নীলারুণ অম্বর পছন্দ করে সে তো প্রত্যক্ষদৃষ্টই।' কুটিলা বললেন—শ্যামে, এঁরা ব্রজরাজ-তনয়ে রমণশ্রদ্ধায় বহুধা বদ্ধা—আমার কথায় তুমি বিশ্বাস কর।' শ্যামা বললেন—'তাহা মিথ্যা কথা। 'ব্রজরাজতনয়ে'= ব্রজস্থ-রাজতস্য নয়ে অর্থাৎ ব্রজের রৌপ্যালঙ্কার গ্রহণে কি করে এদের লবমাত্র শ্রদ্ধা হতে পারে, এরা যে মণিমাণিক্যে ভরা।'

১১৬। কুটিলা বললেন—'এরা সব নিশ্চয়ই 'হরিণা' অর্থাৎ কৃষ্ণের দ্বারা অপহৃত মানসা।'

লেলিহ্যসে বৈদগ্ধ্যম্, ন তু তে তদস্তি, তদ্বিরম বিরম ॥'

১১৭ । সাহ,—'শ্যামে ! তবৈব বৈদগ্ধী দগ্ধীকরোতি মে মনঃ। তৎ কথয় কথমপরাপরাহর্বিলক্ষণ-লক্ষণমস্যা বপুরিদং রাধায়াঃ !'

১১৮ । 'শ্যামাহ,—'সৌভাগ্যদং মৃগদৃশাং শশিখণ্ডমৌলি, যদ্দৈবতং প্রথমবর্ণবিহীনমেকম্।
আরাধনায় কিল তস্য ধৃতব্রতেয়ং, ম্লানং ততঃ কুসুমকোমলমঙ্গমস্যাঃ ॥'

১১৯ । সাহ,—'ক্ব সা দেবতা ?' শ্যামাহ,—'অজ্ঞে ! সাঽধুনা সাধুনা ভাবেন মনোময্যেব; ময্যেব বিশ্বস্তা সতী মাঽন্যথা শঙ্কিষ্ঠাঃ ॥'

১২০ । ইত্যেবং সত্যেবং স রসময় সময়ঃ সমপাদি যদি, তদা বদনবিজিতচন্দ্রা চন্দ্রাবলিরপি

---

১১৬ । হে বাচালে ! বাচা বাক্যেন, তদ্বৈদগ্ধ্যম্ ॥

১১৭ । অপরস্মাদপরস্মাদহ্নো বিলক্ষণং লক্ষণং যস্য তৎ ॥

১১৮ । শশিনঃ খণ্ডং মৌলৌ যস্য তৎ। কীদৃশম্ ? প্রথং চন্দ্রশেখরত্বেন খ্যাতম্। অবর্ণ আক্ষেপস্তেন বিহীনম্;—"অবর্ণাক্ষেপনির্বাদ-"ইত্যমরঃ। প্রথমেন বর্ণেন শকারেণ বিহীনমিতি বাস্তবোঽর্থঃ ॥

১১৯ । সা দেবতা, অধুনা ইদানীম্ ॥

১২০ । অভিনববয়সি কৈশোরে আভির্নিজবয়স্যাভিঃ সহাভ্যাসমাসাদ্য নিকটং প্রাপ্য সান্ত্বমানং ব্যজ্যমানং যদি

শ্যামা বললেন—'হরিণা !' আরে এখানে হরিণ কোথা পেলে, তাই বলি হে বাচালে, তুমি বাক্যের দ্বারা বৈদগ্ধী পুনঃ পুনঃ লেহন করে চলেছ বটে, কিন্তু ওতো তোমার নাই, কাজেই এবার ওর বিরাম দেও।'

১১৭ । কুটিলা বললেন—'আমার তো নেই-ই বৈদগ্ধী, যা আছে সে তো তোমারই। তোমার বৈদগ্ধী দগ্ধীভূত করে দিচ্ছে আমার মন। আচ্ছা বলতো সখি এবার—কি করে অন্য অন্য দিন থেকে বিলক্ষণ-লক্ষণবিশিষ্ট হ'ল রাধার এ-বপু আজ।'

১১৮ । শ্যামা বললেন—'হরিণ নয়নাদের সৌভাগ্যদায়ী ক্ষোভরহিত চন্দ্রশেখর বলে প্রসিদ্ধ এক দেবতা আছে, শিরে যাঁর অর্দ্ধচন্দ্ররেখা—তাঁর আরাধনার জন্য ধৃতব্রত হয়ে আছে এ, তাই কুসুম কোমল অঙ্গ এর ম্লান হয়ে গিয়েছে।' (এখানে উপরের যথাশ্রুত অর্থ—'প্রথমবর্ণবিহীনমেকম্' 'প্রথম্'= প্রসিদ্ধ+'অবর্ণ বিহীন'= ক্ষোভরহিত। বাস্তবার্থ—প্রথম+বর্ণ+বিহীন অর্থাৎ 'শশীখণ্ড-মৌলী'র প্রথমবর্ণ 'শ' বাদ দিয়ে থাকল শীখণ্ডমৌলী, শীখণ্ডমৌলী বাক্যের অর্থ ময়ূর পুচ্ছ শিরে যাঁর অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। তাহলে বাস্তবার্থ এই আসছে যে শিরে ময়ূর পুচ্ছধারী এক দেবতার জন্য ধৃতব্রতিনী রাধা।)

১১৯ । কুটিলা বললেন—'কোথায় সেই দেবতা ?' শ্যামা বললেন—সে ইদানীম্ শিষ্ট হয়ে মনের মধ্যে ঢুকে গিয়ে মনোময়ী হয়ে আছে; আমাকে বিশ্বাস কর, অন্য কোন শঙ্কা কর না।

১২০ । এদিকে এরূপ চলতে থাকলে সেই বর্ষাকাল যদি রসময় হয়ে উঠল তখন চন্দ্রবিজয়িনী-

নিজবয়স্যাভিরভিনব-বয়স্যাভিরভিনবরাগবতীভিরেব নিজকলাকলাপপ্রখ্যাপনেন কৃষ্ণাঙ্গসঙ্গসঙ্গররঙ্গমঙ্গলা-ভ্যাসমভ্যাসমাসাদ্য সাদ্যমানং চকার, বিচকার বিবিধ এব তদা কুলজা কুলজাতিশীলাদ্যনপেক্ষয়াঽক্ষয়া-মোদকরঃ কোঽপি মধুররসময়ঃ সময়মানসঙ্কোচঃ সকলসকলকমলমুখীনাং চ ॥

১২১। এবং জলদসময়ে রসময়ে রসিকো রসিকোরসি কোবিদঃ কলাকলাপে স খলু ব্রজপুর-পুরন্দরনন্দনো রমতে স্মরমতে স্ম ॥

১২২। ততশ্চ তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণ আতিষ্ঠদ্গু তিষ্ঠদ্গুরুগৌরবো গুরুজনান্তিকমেব তিষ্ঠতি দিনন্দিন-মায়তীগবমায়তীগবন্ধুনিকরৈঃ সমং বনাদায়াতি, যাতি স্ম বর্ষাসময়ঃ ॥

চকার, তদা কোঽপ্যনির্বাচ্যো বিবিধো বিচকার, বিকারো রোমাঞ্চাদ্যনুভাবোঽভূদিত্যর্থঃ। কথম্ভূতঃ? কুলজাসম্বন্ধিনাং কুলাদীনামনপেক্ষয়াঽক্ষয়মামোদমানন্দং করোতীতি সঃ। কুলাদিনৈরপেক্ষ্যাদেব সম্যগয়মানঃ সঙ্কোচো যত্র সঃ। এবং চন্দ্রাবল্যের্যথায়মুক্তস্তথান্যাসামপি জ্ঞাতব্য ইত্যাহ—সকলেতি। সকলানাং সর্বাষামেব কলাসহিত-কমলমুখীনাং চ ॥

১২১। উপসংহরতি—স কৃষ্ণো রসিকানাং গোপীনামুরসি স্বয়ঞ্চ রসিকঃ, স্মরমতে কামতন্ত্রমতে রমতে স্ম, অরমত। যতঃ কলাকলাপে কোবিদঃ পণ্ডিতঃ ॥

১২২। তত্র কালবিভাগমাহ—তস্মিন্ জলদসময়ে, আতিষ্ঠদ্গু গুরুজনান্তিকং তিষ্ঠতি তিষ্ঠন্তি গাবো যস্মিন্ তং কালমভিব্যাপ্য, প্রাতরিত্যর্থঃ। যতস্তিষ্ঠদ্গুরুগৌরবস্তিষ্ঠন্তি গুরূণাং মাতাপিত্রাদীনাং গৌরবাণি স্বলালন-প্রদান সম্মান-নাদিলক্ষণানি যত্র সঃ। দিনং দিনং প্রতিদিনং তথা আয়তীগবম্, আয়ত্য আগচ্ছন্ত্যো গাবো যত্র তস্মিন্নায়তীগবম্, তিষ্ঠদ্গুপ্রভৃতিত্বাৎ সাধুত্বম্। আয়ত্যামুত্তরকালে আয়তিদীর্ঘা বা যা ঈর্লক্ষ্মীস্তাং গচ্ছন্তীতি তথা তে চ বন্ধুনিকরাশ্চ

মুখী চন্দ্রাবলীও অভিনব কৈশোর বয়সে অভিনব রাগবতী নিজ সখীগণসঙ্গে কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করে তাঁর অঙ্গসঙ্গযুদ্ধরঙ্গের মঙ্গল অভ্যাস যদি প্রকাশ করতে লাগলেন তখন তাঁদের অঙ্গের কোনও অনির্বচনীয় প্রেমবিকার দেখা দিল, যা কুলবতীগণের অক্ষয় আমোদকর, মধুর রসময়, কুলাদির নিরপেক্ষতার দরুণ সম্যক্ আগত সঙ্কোচবিশিষ্ট হল—এই একই প্রকারে অন্যান্য কলাবিশিষ্টা কমলমুখী গোপীগণও কৃষ্ণের নবসঙ্গমপ্রাপ্তা হলেন।

১২১। এইরূপে রসময় বর্ষাকালে নিখিল কলাকলাপে বিদগ্ধ ব্রজপুরপুরন্দর নন্দন রসিকা গোপীগণের বক্ষে কামতন্ত্রমতে বিহার করতে লাগলেন।

১২২। (এই বর্ষাবিহারের সময়-সূচী বলা হচ্ছে—)

অতঃপর বর্ষাকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিদিন প্রাতঃকালে যে পর্যন্ত গোগণ গোশালায় থাকে সে পর্যন্ত গুরুজনদের নিকটেই থাকেন—সেই সময়টি গুরুজনদের নিজ লালন-সুযোগদানরূপ সম্মাননাদি করেন। তথা গোগণ বন থেকে যে সময়ে ঘরে ফিরে আসে সেই সায়ংকালে শোভায় উচ্ছলিত বন্ধুগণের সহিত বন থেকে ঘরে ফিরে এসে গুরুজনদের নিকট অবস্থান করে সাধুত্ব দেখান, মধ্যাহ্ন ও রাত্রিকালে গোপীদের সঙ্গে বিহার করেন।

১২৩। ততশ্চৈবং বিলসতি সতি সকলসৌভগবতি ভগবতি নিজসেবোপরমে পরমে দুঃখেঽত্তুঃ খে ভঙ্গমিব সমন্তত এব জলদাঃ।

১২৪। ততশ্চাসন্নেঽসন্নে নিজসেবাসময়ে 'স ময়েহ সেবনীয়ঃ' ইত্যুৎকণ্ঠয়োৎকমনা ইব বিকসদ্বদনসারসা সা রসাদিব বিমলকাসারা কাসারাপায়সীমন্তিতজম্বালাঽবালামোদমেদুরহংসহংসকা কলকূজিতসারস-সারসনা দলদিন্দীবরবরলোচনা শরদ্বধূঃ সমুপসসাদ ॥

১২৫। ততশ্চ প্রক্ষালিতঘনজম্বালমিব নভস্তলম্, সুজনমনাংসীব সুপ্রসন্নানি সলিলানি, উত্তমশ্লোকশ্লোকা ইব লব্ধবিকাশাঃ কাশাঃ, নিশানিশাত ইব নিশাকরঃ, কৃতোদ্বর্ত্তনানীব নক্ষত্রাণি, বিকসিত-

---

তৈঃ সমং সহায়াতি গৃহম্; "আয়তিস্তু স্ত্রিয়াং দৈর্ঘ্যে আচারাগামি-কালয়োঃ" ইতি মেদিনী। তেন মধ্যাহ্ন-নিশীথাদৌ ভ্রমণমিতি ॥

১২৩। নিজসেবায়া উপরমে সতি পরমে দুঃখে জাতে খে আকাশে ভঙ্গমিবাদুর্দত্তবন্তঃ ॥

১২৪। ততশ্চ নিজসেবাসময়ে আসন্নে সতি। কীদৃশে? অসন্নেঽবিশীর্ণে স শ্রীকৃষ্ণো ময়া ইহ বৃন্দাবনে সেবনীয়ঃ স্বসমৃদ্ধ্যা সন্তোষণীয় ইত্যুৎকণ্ঠয়োৎকমুৎকৃষ্টং কং সুখং যত্র তথাভূতং মনো যস্যাঃ সেব শরদ্বধূঃ সমুপসসাদ। কীদৃশী? বিকসদ্বদনসারসং মুখপদ্মং যস্যাঃ সা, পক্ষে, বিকসদ্বদনাঃ সারসাঃ পক্ষিণো যস্যাং সা। সা ইতি ছেদঃ, রসাদনুরাগাদিব বিমলো নির্মলঃ কস্য সুখস্যাসারো যস্যাং সা; পক্ষে, রসং বর্ষাবৃষ্টং জলং প্রাপ্যেব বীন্ পক্ষিণো মলন্তি ধারয়ন্তীতি তথাভূতাঃ কাসারাঃ সরাংসি যস্যাং সা; 'মলমল্ল ধারণে' পচাদ্যচ্। কস্য জলস্যাসারাপায়ে সতি আসারাংশনাশে বা সতি সীমন্তিতঃ সীমন্তীভূতো জম্বালো পঙ্কো যস্যাঃ সা, অবালৈঃ প্রৌঢ়ৈরামোদৈর্মেদুরাঃ স্নিগ্ধা হংসা এব হংসকঃ পাদকটকো যস্যাঃ সা; কলং কূজিতং যেষাং তে সারসা এব সারসনং কাঞ্চী যস্যাঃ সা ॥

শরৎঋতু বিহার ঃ

ঋতু বর্ণনা ঃ

১২৩। অতঃপর এইরূপে সকল সৌভাগ্যবান্ ভগবান্ বিহার করতে থাকলে নিজ সেবা সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল বলে আকাশের চতুর্দিকে মেঘ পরম দুঃখে যেন পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে সরে পড়ল।

১২৪। অতঃপর নিজ সেবাসময় আসন্ন হলে শ্রীকৃষ্ণকে এখন নিজ সেবাসম্ভারের দ্বারা সন্তুষ্ট করা উচিত এরূপ উৎকণ্ঠায় যেন অপরিসীম সুখরাশিপুরিত মনে শরদ্বধূ এসে উপস্থিত হ'ল। গৃহবধূ যেমন প্রফুল্লিত মুখকমলের দ্বারা বিশিষ্টা তেমনই বৃহৎচঞ্চু মুখো সারস পক্ষীর দ্বারা অধ্যুসিতা, যেন অনুরাগ থেকে নির্মল সুখসম্পদধারাশালিনী গৃহবধূর মতো বর্ষার জল পেয়েই পক্ষীধারয়িতা সরোবর-সম্পদশালিনী, বর্ষার জলধারাপাত অপগমে একপ্রান্তেমাত্র সীমিত পঙ্কবিশিষ্টা, অতিশয় আনন্দস্নিগ্ধ হংসরূপ পদকটকা, কলকূজিত সারসরূপ কাঞ্চিবিশিষ্ট, ফুল্লেন্দীবররূপ বরলোচনা সেই শরদ্বধূ হ'ল নয়নমনোলোভা।

১২৫। ঘনপঙ্ক যেন ধুয়ে গিয়েছে এমন নির্মল আকাশতল, সুজন মনের মতো সুনির্মল

সপ্তচ্ছদামোদমেদুরা বনশ্রীঃ, অপগতমানকালুষ্যাঃ প্রমদা ইব ক্রমতনুসংকমলা ধবলা বলাহকততীঃ, সিতসূক্ষ্মসিচয়বিততীর্বিততীকৃত্যেব বর্ষাঽঽসারসারস্যাপসারণে বিততে দ্যোততে দ্যোরমণী তপস্বিনী ॥

১২৬। অপি চ, তরঙ্গিণীনাং রঙ্গিণীনাং বর্ষাসখীবিরহতো হতোদকপ্রাচুর্যাদপ্যকুল্যানাং কুল্যানাং শ্রেণয় ইব বহিরবলোক্যন্তে পুলিনবীথয়ঃ, কিংবা স্বচ্ছতয়ৈব তাসাং বহিঃ প্রকাশিতাঃ শুদ্ধা হৃদ্বৃত্তয় ইব ॥

১২৭। সুললিতলেখানাং লেখানাং চ মনোহরাণাং চরতামনুকূলমনুকূলগিরাং গিরাং দেব্যা চ কথয়িতুমশক্যশ্রিয়াং মদকলকলহংস-সারসারস-সরস-মনোরথ-রথ-চরণ-কুরর-কঙ্ককারণ্ডবাদীনাং চরণ-চিহ্নচিত্রিতানি সৈকতানি, অমল-কমল-কহ্লার-হল্লক-হল্লীশকোপদেশ-পেশলস্তরলতরললিত-তরঙ্গ-শীকর-

---

১২৫। উত্তমশ্লোকস্তভগবতঃ শ্লোকা যশাংসি ; নিশয়া শাণস্থানীয়য়া নিশাতস্তেজিত ইব ; "নিশিত-ক্ষুত-শাতানি তেজিতে" ইত্যমরঃ। সপ্তচ্ছদঃ 'ছাইতন' ইতি খ্যাতঃ, 'শতপনা' ইতি পাশ্চাত্ত্যে চ খ্যাতঃ। দ্যোরেব রমণী তপস্বিনী সতী দ্যোততে। কদা ? বর্ষাভবেনাসারেণ সারস্তং সরসতৈব সরাগতা তস্যাপসারণে বিততে বিস্তৃতে সতি ; 'শৃঙ্গারাদৌ বিষে বীর্যে গুণে রাগে দ্রবে রসঃ" ইত্যমরঃ। বীতরাগোচিতং পরিধানীয়মাহ—বলাহকততীর্মেঘশ্রেণীরেব সিতসূক্ষ্ম-বস্ত্রততীর্বিততীকৃত্য বিস্তার্য। বলাহকততীঃ কথম্ভূতাঃ ? গতমানক্রোধাঃ প্রমদা ইব ক্রমেণ হ্রসন্তি হ্রাসবন্তি কমলানি মুখরোধকমালিন্যানি জলানি চ যাসাং তাঃ ; "সুখশীর্ষজলেষু কম্" ইতি বিশ্বঃ ; "সলিলং কমলং জলম্" ইত্যমরঃ ॥

১২৬। তরঙ্গিণীনাং নদীনাং হতং যদুদকস্য প্রাচুর্যং তস্মাদ্ধেতোরপ্যকুল্যানাং ক্ষুদ্রনদীত্বমপ্রাপ্তানাম্, "কুল্যাল্পা কৃত্রিমা সরিৎ" ইত্যমরঃ। পুলিনবীথয়ঃ কুল্যানাং শ্রেণয় ইব অস্থ্নাং সমূহ ইব ; "কীকসং কুল্যমস্থি চ" ইত্যমরঃ পুলিনানাং শ্বেতিম্না কদাচিদম্লানত্বং ব্যজ্যতেতি পুনরন্যথোৎপ্রেক্ষতে—কিং বেতি ॥

১২৭। সুললিতা লেখা শ্রেণী চঞ্চুচরণকল্পিতা রেখা বা যেষাং তেষাং লেখানাং চ দেবানামপি ; "দিবিষদো লেখাঃ" ইত্যমরঃ। অনুকূলং কূলে কূলে চরতাম্, মদকলা মত্তাঃ কলহংসাশ্চ সারাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সারসাশ্চ সরসো মনোরথো

সলিল, ভগবানের যশের মতো শুভ্রতায় চতুর্দিক ভরিয়ে দেওয়া কাশফুল, শানে যেন শানিত এমন উজ্জ্বল চন্দ্র, অঙ্গে লাগান বিলেপন দ্রব্যের মতো উজ্জ্বল নক্ষত্র, প্রস্ফুটিত ছাতিম ফুলের সৌরভে স্নিগ্ধ বনশোভা, ক্ষীয়মান মানবিশিষ্টা প্রমদার মতো ক্রমক্ষীয়মান জলধরা মেঘমালা, বর্ষার ধারাসম্পাতবেগের অপসারণ বেড়ে গেলে পাতলা মেঘশ্রেণীরূপ শুভ্র সূক্ষ্ম বস্ত্ররাশি পরিধানে যেন তপস্বিনী বেশে দীপ্তা আকাশ-রমণী—এতসব প্রসাধনে শরদ্বধূর রূপ হল অতি মধুর।

১২৬। আরও এই শরতের আগমনে তরঙ্গিণী নদী রঙ্গিণী বর্ষাসখীর বিরহে জলের অপ্রাচুর্যতা হেতু ক্ষুদ্র নদীতে পরিণত হয়ে গেল, এর মাঝে মাঝে, অস্থির মতো দৃশ্যমান্ পুলিনশ্রেণী জেগে উঠল, অথবা তরঙ্গিণীর স্বচ্ছজলে যেন বাইরে প্রকাশিত হয়ে পড়ছে তার শুদ্ধা হৃদ্বৃত্তি।

১২৭। সুললিত রেখা রচয়িতা চঞ্চুচরণবিশিষ্ট, দেবতাগণেরও মনোহারী, কূলে কূলে বিচরণশীল, বাগ্‌দেবীও প্রকাশে অক্ষম এমন শোভাযুক্ত মত্ত কলহংস - শ্রেষ্ঠ সারস - সরস মনোরথ-বিশিষ্ট চক্রবাক্-কুরর-বক-হংসাদির চরণচিহ্নে চিত্রিত তরঙ্গিণীর পুলিন—অমল কমল-কহ্লার-হল্লককে

নিকর-নির্ভর-মন্থরো মন্থরো জনমনসামজ-নমন-সামগ্রীসমবেত ইব সমুপসন্নসমীরণঃ সমীরণশ্চেতি ॥

১২৮। তত্র সকলবিলক্ষণলক্ষণসমেতায়ামুপেতায়ামুপেত্য বনপরিসরং বিরতজলধরাগমং রাগ-মঞ্জুলমেদুরাঽদূরালোকলোকরমণীয়মহসারস্যদেন স্যদেন ধেনূনামনুস্মৃতিমাসাদ্য সহ সহচরৈঃ খেলতা লতা-তরুবীথিবীথিষু সর্বদাবলাকামদেন কামদেন বিলোলবিকসিতবিমলপরিমলপ্রিয়কমালেন মদকলকলাপি-কলাপিবর্হভূষণেন কনকনিকষকষণবসনবিদ্যুতা বিদ্যুতাভিরামেণ মুরলীধ্বনি-স্তনিত-পরম্পরয়া পরয়া মদমস্থুরমণ্ডলীমন্ডিতো নর্ত্তয়তাঽঽর্ত্তয়তা চ খগমৃগাবলিং নির্ঝরয়তা রয়তাদবস্থ্যেন গিরিকন্দরতো দর-

---

যেষাং তে, রথচরণাশ্চক্রবাকাশ্চ নিকৃষ্টত্বাদপ্রাপ্তবিশেষণাঃ কুররাদয়শ্চ তেষাম্, কহ্বো বকঃ. কারণ্ডবস্তদ্ভেদঃ। নির্মলানাং কমলাদীনাং হল্লীশকস্য নাট্যবিশেষস্যোপদেশে পেশলো দক্ষঃ। অতএব তরলতরাণাং ললিততরঙ্গাণাং শীকরনিকরস্য নিঃশেষভরেণ মন্থরো মন্দগতিঃ। অতএব সৌগন্ধ্যশৈত্যমান্দ্যৈর্জনমনসাং মন্থং মন্থনং রাতি দদাতীতি সঃ, অজস্য শ্রীকৃষ্ণস্য নমনং নমস্কারস্তস্য যা সামগ্রী রিক্তহস্তেন বন্দনমযুক্তমিতি হল্লীশকমুপদিশ্য লব্ধা দক্ষিণারূপা পরাগশীকরাদিকা তয়া সমবেত ইব। অতএব সমুপসন্নং সম্যগীরণং প্রবেশো যস্য সঃ ॥

১২৮। অথ তত্র ভগবতো বিলাসং বর্ণয়িষ্যন্ তৎসম্বন্ধেন শরদোঽপি শোভাবৈলক্ষণ্যমাহ—তত্রেতি। তত্র শরদি বনপরিসরমুপেত্য খেলতা তেন শ্রীকৃষ্ণেন ঋত্বোর্বর্ষাশরদোঃ সন্ধিরিব কারয়ামাস ইত্যন্বয়ঃ। উপেতায়ামুপসন্নায়াম্, স্যদেন বেগেন। কথম্ভূতেন ? রাগেণানুরাগেণ মঞ্জুলানাং মেদুরাণাং স্নিগ্ধানামতএবাদূরালোকানামদূরদর্শানাং তন্নিকট-বর্তিনামিত্যর্থঃ। তাদৃশলোকানাং রমণীয়ো যো মহস্তাদৃশদর্শনোৎসবস্তেন সারস্যদায়িনা। অনুস্মৃতিমনুগতিমাসাদ্য প্রাপ্য। লতাতরূণাং বীথয়ঃ শ্রেণয়স্তাসাং বীথিষু পদবীষু। বর্ষালক্ষণ-ব্যক্ত্যর্থং শ্রীকৃষ্ণং জলদসময়রূপত্বেন বিশিনষ্টি। সর্বদাঽবলানাং রমণীনাং কামদেন কন্দর্পসমর্পকেণ; পক্ষে, বলাকায়া বকপংক্তের্মদো মত্ততা যতস্তেন। কামদেন সুখদেন; পক্ষে, কামোদ্দীপকেন। প্রিয়কমালা কদম্বস্রক্ কদম্বপংক্তিশ্চ। মদকলা মত্তাশ্চ তে কলাং নৃত্যাদি-বৈদগ্ধীমাপ্নুবং

হল্লীশক-নৃত্য উপদেশে দক্ষ, অতি চঞ্চল ললিত তরঙ্গের জল কণার অতিভারে মন্থরগতি, সৌগন্ধ্য-শৈত্যাদি গুণে জনমনের মন্থনকারী, শ্রীকৃষ্ণের পূজন সামগ্রী কমলপরাগাদিতে বাসিত ভাবোচ্ছল সমীরণ—এ দুই-এ সজ্জিতা হল শরদ্বধূ।

শরৎবিহারে বেণুগীত :

১২৮। উপরে বর্ণিত সকল বিলক্ষণ লক্ষণ বিশিষ্ট হয়ে উপস্থিত শরৎ ঋতুতে শ্রীকৃষ্ণ মেঘের আগমনরহিত বনপ্রদেশে উপস্থিত হয়ে অনুরাগে মঞ্জুল স্নিগ্ধ অতএব তন্নিকটবর্তী জনের তাদৃশ রমণীয় দর্শনোৎসবের দ্বারা সরসতাদায়ী বেগে ধেনুবৃন্দের পশ্চাদনুসরণ করে সহচরগণের সহিত লতাতরুশ্রেণী সুশোভিত পথে খেলতে-খেলতে বর্ষাশরৎ দুই ঋতুর সন্ধি ঘটিয়ে দিলেন। (এই বনবিহারী শ্রীকৃষ্ণকে বর্ষাঋতুরূপে বিশেষিত করা হচ্ছে এখানে শরতের মিত্র বর্ষার লক্ষণ ব্যক্ত করবার জন্য)—গোপরমণীদের কামদায়ী (বর্ষা যেমন বলাকার মত্ততাদায়িনী), ভক্তজন সুখদায়ী (বর্ষা যেমন কামের উদ্দীপনাদায়িনী), অতি চঞ্চল প্রস্ফুটিত বিমল পরিমলভরা কদম্বমালায় রমণীয় (বর্ষা যেমন ঐ রূপ কদম্বপুষ্পচয়ে রমণীয়া),

তোয়ং সরসয়তাঽঽয়তায়তেন সারস্যেন তরুলতাঃ সরিতাং চ স্থগিতপ্রবাহতয়াঽহতয়া জাতপূরেণাম্বুপূরেণাম্বুজবনীমুৎসারয়তা সারয়তা চ পুলিনবীথীঃ, পরিতশ্চ শ্যামলতয়া শ্যামলয়তা হরিতো নিবৃত্ত্যাগতেনেব পুনরপি জলদসময়েন রসময়েন রতিপ্রদেন ব্রজমৃগনয়নাপাঙ্গশরদিতেন শরদি তেন ঋতুসন্ধিরিব কারয়ামাসে ॥

১২৯। অথ কস্মিন্নপি দিবসে—

চিকুরনিকরচঞ্চচ্চারুবর্হাবতংসঃ, শ্রবসি দধদুদেজৎকুণ্ডলে কর্ণিকারম্।
কনককপিশবাসা বৈজয়ন্তীং দধানো, ন্যবিশত নটরাজশ্রীঃ স বৃন্দাবনান্তঃ ॥

প্রাপ্তুং শীলং যেষাং তথাভূতাশ্চ যে কলাপিনস্তেষাং বর্হং শিখণ্ডো ভূষণং শিরোঽবতংসো যস্য তেন; পক্ষে, তেষাং বর্হং ভূষয়তীতি তেন,—বর্ষাস্বেবতচ্ছোভোদয়াৎ। কনকনিকষং নিকষপরীক্ষিতং স্বর্ণং কষতি স্বশোভয়া তিরস্করোতীতি তদ্বসনমেব বিদ্যুদ্যত্র তেন। বিশিষ্টয়া দ্যুত্যা দীপ্ত্যাঽভিরামেণ। স্তনিতং মেঘগর্জনম্; আর্তয়তা মুহুরাস্বাদনেনাপ্যতৃপ্তং কুর্বতা গিরিকন্দরতঃ প্রসৃতং দরতোয়মল্পজলমপি। রয়স্য বেগস্য তাদবস্থ্যং যথা বেগ আগতস্তথৈব স্থিতঃ, ন তু প্রসৃত ইতি তদবস্থত্বং নিস্পন্দত্বমিত্যর্থঃ। তেন হেতুনা নির্ঝরয়তা নির্ঝরং কুর্বতা, জাড্যেন পরিতঃ প্রসরণাভাবাৎ, "পর্বতাৎ ক্রুত্বা একত্র স্থিতে বহুজলে নির্ঝরঃ" ইত্যমরটীকা; আয়তায়তেন দীর্ঘদীর্ঘেন সারস্যেন দ্রৌত্যপরম্পরয়েত্যর্থঃ। সরিতাং নদীনাং স্থগিতপ্রবাহতয়া হেতুনা পরিতঃ প্রসরণাভাবাদম্বুপূরেণ পূর্বতঃ প্রসৃত-জলপ্রবাহেণ জাতঃ পূরঃ পূরণং তেনাম্বুজবনীমুৎসারয়তা জলবৃদ্ধ্যনুসারেণ বর্দ্ধনাদূর্ধ্বমুত্থাপয়তেত্যর্থঃ। অহতয়েতি স্থগিত-প্রবাহতয়েত্যস্য বিশেষণম্, অপরাস্ততয়েত্যর্থঃ। পুলিনবীথীশ্চ সারয়তা জলবৃদ্ধ্যৈব লুপ্তাঃ কুর্বতেত্যর্থঃ। 'স্থগতৌ' ণ্যন্তঃ। গতত্বমত্র লুপ্তত্বম্। সর্বত্রৈব মুরলীধ্বনিস্তনিতপরম্পরয়েত্যয়ং হেতুরনুবর্ত্যঃ। বর্ষালক্ষণঞ্চ স্পষ্টম্। শ্যামলতয়া নিজশ্যামলিম্না পরিতশ্চ হরিতঃ সর্বা দিশঃ শ্যামলয়তা শ্যামলবর্ণাঃ কুর্বতা। ততশ্চ জলদসময়েন নিবৃত্ত্যাপি পুনরাগতেনেবেত্যুৎপ্রেক্ষা ব্রজস্য

নৃত্যাদি কলানিপুণ মদমত্ত ময়ূরের পুচ্ছের মুকুটে শোভন (বর্ষা যেমন ঐরূপ ময়ূরের পুচ্ছ শোভায় বিভূষিতা) নিকষ পাথরে পরীক্ষিত স্বর্ণবিজয়ী পীতাম্বররূপ বিদ্যুৎশালী (বর্ষা যেমন বিদ্যুৎশালিনী), বিশিষ্ট দ্যুতিতে অভিরাম (বর্ষা যেমন চপলা চমকে অভিরাম) মুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণ মুরলী ধ্বনিরূপ মেঘগর্জনপ্রবাহে মদমত্ত ময়ূরমণ্ডলীকে চতুর্দিকে নৃত্য করাচ্ছেন, পক্ষীমৃগাদিকে মুহুর্মুহু আস্বাদনের অতৃপ্তিতায় ভরিয়ে দিচ্ছেন, গিরিকন্দর-চুয়ান অল্প জলকেও জাড্যভাবে প্রবাহ-স্থগিতে একত্রিত করে বৃহৎ জলাশয়ে পরিণত করে দিচ্ছেন, দ্রবীভাবের পরম্পরায় তরুলতার সরসতা সম্পাদন করছেন, নদীর প্রবাহকেও স্থগিত করে দিলেন বটে কিন্তু ও পরাজয় স্বীকার না করে সম্মুখে প্রসরণ অভাবে পূর্বপ্রবাহিত জলে স্ফীত হয়ে উঠছে আর তার সাথে সাথে তাল রেখে বর্দ্ধিত কমলবনকে উপরে ভাসিয়ে তুলছে, আর পুলিনশ্রেণীকে ঐ স্ফীত জলে ডুবিয়ে লুপ্ত করে দিচ্ছে। তারপর চলে গেলেও পুনরায় মুরলীধ্বনিতে ফিরে আসা রসময় রতিপ্রদ বর্ষাঋতুর সহিত শরৎঋতুর সন্ধি ঘটিয়ে দিলেন ব্রজমৃগনয়নাদের অপাঙ্গশরে খণ্ডিত রসময় রতিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণ।

১২৯। অতঃপর কোনও একদিন—

১৩০ । চরণকমলচিহ্নৈরঙ্কুশাম্ভোজ-বজ্র-,প্রভৃতিভিরতিচিত্রৈশ্চিত্রয়ন্ ক্ষৌণিবক্ষঃ ।
অধরকিসলয়াগ্রে বেণুমাধায় ধীরং, ব্যতনুত শরদর্হং মালবশ্রীপ্রগাণম্ ॥

১৩১ । কিঞ্চ, বিম্বাধরারুণকরাঙ্গুলিকান্তিপূরৈঃ, পূর্ণোদরান্তবিবরেণ বহিঃ সরদ্ভিঃ ।
সা মালবশ্রিয়মিব প্রতিলঙ্ঘ্য কামং, রাগাবলীং তনুমতীং বমতীব বংশী ॥

১৩২ । কিঞ্চ, স্ফুরতাধরপল্লবেন মন্দং, বিকসদ্ভির্দশনাংশুভিঃ স্মিতেন ।
রমণীমুখসৌভগং প্রপেদে, মুরলীরন্ধ্রমনেন চুম্ব্যমানম্ ॥

১৩৩ । কিঞ্চ, যেয়ং মুরলী—
সরন্ধ্রা নীরন্ধ্রা ভবতি মুখরাগৈর্মধুপাতেঃ
কঠোরা সারস্যং গময়তি কঠোরান্তরমপি ।

মৃগনয়নানাং হরিণাক্ষীণামপাঙ্গশরৈর্দিতেন খণ্ডিতেন ॥

১২৯ । বেণুবাদনবিলাসোৎসবেশং তং বর্ণয়তি—চিকুরনিকরেতি । চূড়াসূচনম্, (১৩৯শ-শ্লো০) 'চূড়াচুম্বিত-চন্দ্রকৌ' ইতি বক্ষ্যতে চ । বৈজয়ন্তীং পঞ্চবর্ণময়ীং মালাম্ ॥

১৩০ । ধীরমচপলম্ ; শ্রেষেণ বেণোরপি তচ্ছিদ্রতয়ৈব গানে পাণ্ডিত্যমিব জাতমিত্যুৎপ্রেক্ষা চ ব্যঞ্জিতা ॥

১৩১ । বিম্বাধরস্যারুণকরাঙ্গুলীনাঞ্চ কান্তিপ্রবাহৈঃ স্বয়ং পূর্ণা সতী সা বংশী উদরস্যান্তর্বিবরেণ তত্র মাতুমসম্ভবাদিব বহিঃ প্রসরদ্ভিস্তৈর্মালবশ্রিয়ং প্রস্তুতমেকমাত্রং রাগং প্রতিলঙ্ঘ্যেব কামং যথেষ্টং রাগাবলীং রাগশ্রেণীং তনুমতীং মূর্তিমতীং সতীং বমতীব ॥

১৩২ । মুরল্যা রন্ধ্রম্, অনেন শ্রীকৃষ্ণেন চুম্ব্যমানং সৎ রমণ্যা মুখস্য সৌভগং প্রপেদে প্রাপ । তত্র কৃষ্ণনিষ্ঠমনুভাব-সারূপ্যমেব লিঙ্গমাহ—স্ফুরতেত্যাদি ॥

চঞ্চল চিকুরনিকরে শিখিপুচ্ছ-শিরোভূষণ, কর্ণের চঞ্চল কুণ্ডলে কর্ণিকার পুষ্পাভরণ, পরিধানে কনক পীতাম্বর, আর গলে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করে নটরাজের মতো শোভন শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন ।

১৩০ । অত্যাশ্চর্য চরণকমলচিহ্ন অঙ্কুশ-পদ্ম-বজ্র প্রভৃতি দ্বারা ক্ষৌণিবক্ষ চিত্রিত করতে করতে অধর পল্লবে বেণু ধারণ করে শরৎকালোপযোগী মালবশ্রীরাগ ধীরে ধীরে বাজাতে লাগলেন শ্রীকৃষ্ণ ।

১৩১ । বংশী পূর্ণ হয়ে গেল অরুণ বিম্বাধর ও করাঙ্গুলীর কান্তিপ্রবাহে, উদরমধ্যে আর যেন স্থান-সঙ্কুলান না হওয়াতে ঐ প্রবাহ ছিদ্রপথে বাইরে প্রসারিত হতে লাগল—তাতে মনে হতে লাগল যেন সেই বংশী প্রস্তুত একমাত্র মালবশ্রীরাগকে উল্লঙ্ঘন করত যথেচ্ছ বহু মূর্তিমতী রাগশ্রেণী উদ্গিরণ করছে ।

১৩২ । আরও, মন্দমন্দ স্ফুরিত অধরপল্লবে ললিত, প্রকাশমান্ দন্তকিরণে উজ্জ্বল, মুচকি হাসিতে ঝলমল শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা চুম্বিত হয়ে মুরলীরন্ধ্র রমণীমুখের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হল ।

অতূষ্ণীকা তূষ্ণীকয়তি মৃগ-পক্ষি-প্রভৃতিকং
স্বয়ং বংশে জাতা বিকলয়তি সদ্বংশজবধূঃ ॥

১৩৪। কিঞ্চ, স্বয়ং শূন্যাপ্যন্তর্বহু বহতি রাগব্যতিকরং, দধাত্যেকং পর্ব প্রকটয়তি পর্বাণি শতশঃ। কলান্ ধত্তে রম্যান্ বিকলয়তি সর্বং জগদহো, মুরারের্বংশীয়ং জড়য়তি সমুল্লাসয়তি চ ॥

১৩৫। কিঞ্চ, কলো যস্যাঃ সূক্ষ্মো বিলসতি বিসারী ত্রিভুবনে
বিশত্যন্তঃ-শ্রোত্রং সকলতনুপীড়াং রচয়তি।
রসং নানাকারং সহজমধুরোঽপ্যেষ তনুতে
কদাচিৎ পীযূষং বিতরতি কদাচিদ্বিষমপি ॥

১৩৬। অন্তঃ স্তম্ভয়তি দ্রুতং দ্রবয়তি দ্রাগদ্রিমদ্রিং দ্রবন্
শুষ্কানপ্যবনীরুহঃ কিসলয়ত্যামূলমুন্মূলিতান্।
ব্রহ্মানন্দলয়ং গতানপি মুনীনুচ্চৈঃ সমুচ্চাটয়-
ত্যাশ্চর্য্যস্য নিধানমেষ জয়তি শ্রীকৃষ্ণবেণুধ্বনিঃ ॥

১৩৩। বিকলয়তি ব্যাকুলীকরোতি ॥

১৩৪। কলান্ মধুরাস্ফুটনাদান্ ॥

১৩৫। নানাকারং কান্তাদীনাং যথাস্বং স্থায়িভাবানুগতং পীযূষং সংযোগে, বিষং বিচ্ছেদে ॥

১৩৬। কিঞ্চ, ধর্মবিপর্যয়বত্ত্বেন বস্তুজাতমনুভাবয়তীত্যাহ—অন্ত ইতি। স্তম্ভয়তীতি স্তম্ভোঽদ্রিধর্মঃ, অদ্রিমদ্রিং

১৩৩। আরও এই যে মুরলী দেখছো—

এ সছিদ্র হলেও নিঃছিদ্র হয়, নিজে কঠোর হলেও কঠোর অন্তঃকরণ জীবজগতকেও সরস করে তোলে, নিজে মুখর হয়ে মৃগপক্ষী প্রভৃতিকে নীরব করে দেয়, একটি বংশখণ্ডমাত্র হয়েও সদ্বংশজাত বধূগণকে ব্যাকুল করে দেয় মধুপতির মুখ রাগের গুণে।

১৩৪। আরও মুরারির এ মুরলী অহো স্বয়ং শূন্য হয়েও ধারণ করছে রাগপ্রবাহ, নিজে একটিমাত্র গাঁটবিশিষ্ট হলেও প্রকাশ তো করছে শত শত উৎসব, নিজে ধারণ করছে রসময় কলধ্বনি অথচ জগতকে দিচ্ছে বিকল করে, যুগপৎ জড় ও সমুল্লসিত করে তুলছে।

১৩৫। যাঁর সূক্ষ্ম কলধ্বনি ত্রিভুবনময় বিস্তার হয়ে বিলাস করছে, কানের ভিতর প্রবেশ করে সকল তনুকে পীড়িত করে তুলছে, সহজ মধুর হলেও শ্রোতার ভাবানুসারে নানাকারে প্রকাশিত হচ্ছে—কখনও পীযূষ কখনও বিষ বিতরণ করছে।

১৩৬। যাঁ জলকে দ্রুত স্তম্ভিত করে দিচ্ছে, প্রতি পর্বতকে দ্রুত দ্রবীভূত করে দিচ্ছে ধাবিত হয়ে গিয়ে, শুষ্ক হয়ে পড়ে আছে যে বৃক্ষ তাকেও অঙ্কুরিত নবপত্রে আমূল ছেয়ে দিচ্ছে, ব্রহ্মানন্দে লীন হয়ে আছে যে মুনি তাঁকেও নিরতিশয় উচাটন করে তুলছে—আশ্চর্যের ভাণ্ডার সেই

১৩৭। তমাস্বাদ্যস্বাদ্যমাস্বাদ্য মাদ্যন্ত ইব দ্যন্ত ইব সকলসন্তাপং স্থাবরতামাপুরস্থাবরাঃ পুরস্থা বরাঃ সীমন্তিন্যশ্চ গণশোঽগণশোভাভরনির্ব্যূঢ়ানুরাগপরভাগপরভাগধেয়ধেয়সৌশীল্যাঃ পরস্পরং সমবাসনাঃ সমবাসনাথিত-পরম-সৌহৃদা হৃদা পরিরভ্য রভ্যমাণমানসবিকারাস্তমেব বংশীকলমুদ্দিশ্য মুদ্দিশ্যমানকলপদাঃ পদার্থভূত-শ্রীকৃষ্ণগুণগণগণনকলয়া কলয়ামাসুর্দিনসমাপনম্ ॥

১৩৮। তথা হি—কিং ব্রূমোঽক্ষিমতোঽক্ষিসৌভগমহো যদ্রাম-দামোদরৌ
বৃন্দারণ্যবিহারিণাবভবতাং গোচারণে গোচরৌ।
স্নিগ্ধাপাঙ্গতরঙ্গরিঙ্গিতকৃপাতুঙ্গীকৃতানন্দথু-
বেণুধ্বানবিধানধূনিতধরাধৈর্য্যাবহার্য্যশ্রিয়ৌ ॥

প্রতিপর্বতং দ্রবন্ গচ্ছন্ সন্, দ্রবয়তীতি দ্রৌত্যতস্তোধর্মঃ,—ইত্যেবম্ ॥

১৩৭। তং বেণুধ্বনিম্, আস্বাদ্যস্বাদ্যং আস্বাদেষু মধ্যে সুষ্ঠু আদ্যং মুখ্যমাস্বাদ্য তন্মাধুর্য্যমনুভূয় মাদ্যন্ত ইবানন্দমত্তা ভবন্ত ইব, অতএব সকলসন্তাপং দ্যন্ত ইব খণ্ডয়ন্ত ইব, অস্থাবরাঃ পক্ষিমৃগাদয়ঃ স্থাবরতাং তদীয়জাড্যধর্মমাপুঃ প্রাপুঃ। তথা পুরস্থা ব্রজপুরে স্থিতা বরাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সীমন্তিন্যঃ সুন্দর্যস্তু গণশঃ প্রতিযূথমেবাগণোঽগণ্যঃ শোভাভরো যত্র তদ্যথা স্যাত্তথা, নিঃশেষেণ ব্যূঢ়ো যোঽনুরাগ-পরভাগঃ প্রেমোৎকর্ষঃ, ততএব যৎ পরং শ্রেষ্ঠং ভাগধেয়ং ভাগ্যং তস্মাদেব ধেয়ং ধারণার্হং সৌশীল্যং যাসাং তাঃ সমবাসনাস্তুল্যবাসনাঃ, অতএব পরস্পররোচকস্বভাবত্বাদেব সমবাসা একস্থানাস্থিতয়শ্চ তাঃ। নাথিতং প্রার্থিতং পরমসৌহৃদমন্যোন্যং যাভিস্তথাভূতাশ্চেতি তাঃ। মুদাঽনন্দেন দিশ্যমানানি নির্দিশ্যমানানি কলানি মধুরাণি পদানি 'কিং ব্রূমঃ' ইত্যাদি সুপ্‌তিঙন্তবৃন্দানি যাভিস্তাঃ কলয়ামাসুশ্চক্রুঃ ॥

১৩৮। অত্রৈকৈকস্যা যূথাধিপায়া দ্বিশো দ্বিশঃ পদ্যগ্রন্থনপ্রায়েণ তত্র কাশ্চিৎ প্রথমং নিজভাবং প্রকটমুদ্‌ঘাটয়িতুমতিশঙ্কিতচিত্তা অন্যজনবৎ সামান্যতো বিলাসমাত্রবর্ণনেনান্যালক্ষিতং নিজরসৌৎকর্থ্যং স্বসখীম্বেব কিঞ্চিদ্‌ব্যঞ্জয়ন্ত্যাহ

শ্রীকৃষ্ণের বেণুধ্বনি সর্বোৎকর্ষের সহিত বিরাজিত হউন।

১৩৭। আস্বাদনীয় বস্তুর মধ্যে মুখ্য আস্বাদ্য সেই শ্রীকৃষ্ণ-বেণুধ্বনি আস্বাদন করে যেন আনন্দ-মত্ততা প্রাপ্ত, ও সকলসন্তাপমুক্ত জনের মতো অস্থাবর পক্ষীমৃগাদি স্থাবরতা প্রাপ্ত হ'ল; আর প্রতি যূথেই অগণিত সংখ্যক, শোভায় অত্যোজ্জ্বল, চরমকষ্ঠাপ্রাপ্ত প্রেমোৎকর্ষ হেতু শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবতী, তথা ধেয়-ধারণযোগ্য সৌশীল্যবিশিষ্টা, সমবাসনাবিশিষ্টা বলে একত্রে অবস্থিতা, পরমসৌহার্দমাত্র প্রার্থনাকারিণী ব্রজপুরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীগণ পরস্পর আলিঙ্গন করে বেগবান্ মানসবিকারগ্রস্ত হয়ে সেই বংশীধ্বনিকে লক্ষ্য করে সমুল্লাসে 'কিং ব্রূমো' ইত্যাদি সুমধুর পদ ব্যক্ত করতে লাগলেন, যার শব্দ-প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হল শ্রীকৃষ্ণের গুণাবলী। এই সব পদের কীর্তন চাতুর্যের দ্বারা দিনমান্ কাটিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁরা। যথা—

১৩৮। (এখানে এক এক যূথেশ্বরীর দুই দুই করে শ্লোক আছে—তার মধ্যে প্রথমে কোনও এক প্রধানা যূথেশ্বরী নিজ ভাব পরিস্ফুটরূপে উদ্ঘাটন করতে অত্যন্ত শঙ্কিত-চিত্তা হয়ে সাধারণ জনের উদ্দেশ্যে যেন বলা হচ্ছে এরূপ সামান্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমাত্র বর্ণনমুখে অলক্ষিতভাবে নিজ সখীর

১৩৯। চূড়াচুম্বিতচন্দ্রকৌ বিলসিতাবালোলয়া মালয়া
দীব্যদ্দিব্যতমালপত্ররচনাবত্যুজ্জ্বলৌ ধাতুভিঃ।
প্রত্যঙ্গং কৃতমণ্ডনৌ স্তবকিভিশ্চিত্রৈর্লতাখণ্ডকৈ-
স্তন্বাতে নয়নোৎসবং নটবরৌ রঙ্গপ্রবিষ্টাবিব ॥

১৪০। ধন্যা ধয়ন্তি মুখপঙ্কজমস্য দৃগ্‌ভ্যাং, চুম্বন্তি তৎ কিমপি ধন্যতরাস্ত একে।
তে নাম কে মুরলিকা-পরিপীতশেষং, যেঽস্যাধরং সুমুখি ধন্যতমাঃ পিবন্তি ॥

—কিমিতি। অক্ষিমতো নেত্রধারিণো জনস্যাক্ষোঃ সৌভগং কিং ব্রূমোঽনির্ব্যাচ্যত্বাদ্বক্তুং ন শক্নুম ইত্যর্থঃ। তাবৎপশ্যন্ত্যো বয়মেব দুর্ভগনেত্রা ইতি ভাবঃ। রামদামোদরাবিতি রামোল্লেখো নিজভাবগোপনার্থমেব, তচ্চ বিবিক্তেঽপি তত্রাকস্মাদ্‌ভিন্নজাতীয়জনপ্রবেশাপাতশঙ্কয়োত্তরোত্তরবাক্যেষু তু প্রেমবৈকল্যাত্তদশক্তিরপি জ্ঞেয়া। স্নিগ্ধৈরপাঙ্গতরঙ্গৈরিঙ্গিতা গমিতা জ্ঞাপিতা যা কৃপা তয়া তুঙ্গীকৃত আনন্দথুরানন্দস্তত্রত্য-সমস্তদ্রষ্টৃজনানাং যাভ্যাং তৌ, তত্র বয়মেব বঞ্চিতা ইতি ভাবঃ। ধ্বনিতং খণ্ডিতং ধরায়াঃ পৃথিব্যা ধরাস্থ-সমস্তলোকস্যাপি বা ধৈর্যং যাভ্যাং তৌ। তত্রাস্মাকং কা কথেতি ভাবঃ। অহার্যা অব্যয়া শ্রীঃ শোভা যয়োস্তৌ। তথা চ (ভা০ ১০।২১।৭) "অক্ষণ্বতাং ফলমিদম্" ইতি মূলপদ্যম্ ॥

১৩৯। তমালপত্রং তিলকম্, ধাতুভির্মনঃশিলাদিভিঃ, তথা (ভা০ ১০।২১।৮) "চূতপ্রবাল-" ইতি ॥

১৪০। অন্যাঃ প্রকটমেবোৎকণ্ঠমানাঃ নিঃশঙ্কা এবাহুঃ—অস্য শ্রীকৃষ্ণস্য, ধয়ন্তি পিবন্তি দৃগ্‌ভ্যাং দূরত এব পশ্যন্তিমাত্রমিত্যর্থঃ;—তন্মুখপঙ্কজং চুম্বন্তি দৃগ্‌ভ্যামিত্যস্যানুষঙ্গঃ, ন তু স্বমুখেনৈবত্যর্থঃ। একে মুখ্যা জনাস্তে তে নাম কে

নিকট নিজ রসোৎকণ্ঠা যৎকিঞ্চিৎ ব্যঞ্জিত করে বলছেন—'কিমিতি')

অহো চক্ষুষ্মান্‌গণের চক্ষুর সৌভাগ্যের কথা আর কি বলবো, এখানেই এর পরিসমাপ্তি—বৃন্দারণ্যে বিহরণকারী স্নিগ্ধ অপাঙ্গ-তরঙ্গে বিজ্ঞাপিতা কৃপাদ্বারা দ্রষ্টৃজনের আনন্দ তুঙ্গীকৃতকারী, বেণুধ্বনির বিধানে জগতের সকল জনের ধৈর্য্যনাশকারী, অব্যয় শোভায় রমণীয় শ্রীরামদামোদরকে যাঁরা গোচারণকালে নয়নগোচর করছে। (এমন সৌভাগ্যে আমরা বঞ্চিতা—এইরূপে নিজের দৈন্য ব্যঞ্জিত হচ্ছে।)

১৩৯। ময়ূর পুচ্ছে চুম্বিত চূড়ায় শোভন, দোলায়িতা মালায় বিলসিত, দীব্যাতিদীব্য তমালপত্র-রচনায় রম্য, গৈরিকধাতুতে তিলক-রচনায় অতি উজ্জ্বল, স্তবকিত চিত্রবিচিত্র লতাখণ্ডে প্রতি অঙ্গ অলঙ্কৃত রামদামোদর যেন রঙ্গস্থলে নটবরের মতো প্রবেশ করে জনগণের নয়নোৎসব বিস্তার করলেন।

১৪০। (অন্য কোনও যূথেশ্বরী পরিস্ফুট উৎকণ্ঠায় নিঃশঙ্ক হয়ে বলছেন—)

এঁর মুখপঙ্কজ দূর থেকে নয়নকোনে দর্শনমাত্র করেন-যে, সে ধন্য। নয়ন কোনে চুম্বন করেন-যে, সে কোনও ধন্যতর। আর হে সুমুখি, সেই কোনও মুখ্যজন ধন্যতম যে মুরলিকার পান-অবশেষ

১৪১ । ধন্যাসি ভো মুরলি যৎ পরিপীয়মাণা, শ্যামেন তদ্দশনচন্দ্রিকয়াসি দিগ্ধা।
স্নিগ্ধা সতী মণিতবৎ কলকূজিতানি, সন্তম্বতী ভুবনমুত্তরলীকরোষি ॥

১৪২ । তেষাং বা দশনানাং কিমাভিরূপ্যং নিরূপয়ামঃ ; তথা হি—
পাপচ্যমানদরদাড়িমবীজরাজী, রাজীবমধ্যময়ি চেত্তুররীকরোতি।
ইন্দুদরং বিশতি চেৎ কুরুবিন্দ-পঙ্ক্তি-,র্দন্তাবলিঃ কিল তদস্য তুলাং বিভর্ত্তি ॥

১৪৩ । অত্যন্তসাহসবতী মুরলী যদেষা, কৃষ্ণাধরং পিবতি যঃ পরকীয়পেয়ঃ।
কিং সৌভগং তদনয়াতনি যেন রত্নং, যত্নং বিনাপি পুরতঃ স্বয়মেতি যস্যাঃ ॥

ইতি ন তেষাং সৌভাগ্যং বক্তুং শক্লোমীত্যর্থঃ। হে সুমুখি! সখি! ইতি ত্বদাদিকা বয়ং শোভনমুখধারিণ্যোঽপি তদপ্রাপ্ত্যা বিফলমুখ্য এবেতি ভাবঃ ॥

১৪১ । নন্থ শশ্বদ্বিহারিণি! প্রতিদিনমেব তেন কান্তেন তথা দীব্যন্তী তর্হি ত্বমেব ধন্যতমাসীতি ? তত্রাহ,— তত্রানুরাগপ্রৌঢ়িম্না তস্য মুহুরনুভূতত্বেঽপ্যননুভূতত্বমননেনালীকবাদিনি! কদা মে তথা সৌভাগ্যং জাতমিতি তত্রৌৎসুক্যমেব ব্যঞ্জয়ন্তী তৎসম্বন্ধবতীং মুরলীমেব সম্বোধ্য স্তৌতি—ধন্যাসীতি। মণিতং সুরতধ্বনিঃ ॥

১৪২ । 'দশনচন্দ্রিকয়াসি দিগ্ধা' ইত্যনুস্মৃতং তদ্দশনসৌন্দর্যং বিশেষেণাহ—তেষাং বেতি ॥

এঁর অধর পান করেন—তার সৌভাগ্যের কথা বলতে পারছি না। (আমরা সকলে শোভন মুখ-ধারিণী হয়েও তার অপ্রাপ্তিতে বিফলমুখী—এইরূপ আক্ষেপধ্বনি)।

১৪১। (গোপী যেন বলছেন—'হে নিরন্তর বিহারিণি, প্রতিদিন তুমি সেই কান্তের সঙ্গে ক্রীড়া করে বেড়াচ্ছ, অতএব তুমিই ধন্যতমা—উত্তরে মুরলী যেন বলছে—এ তোমার অনুরাগ প্রৌঢ়ি, মুহুর্মুহু অনুভূত হলেও অননুভূতের মতো মনে হচ্ছে, তাই বলছি হে মিথ্যাবাদিনি, তোমার মতো সৌভাগ্য আমার কবে বা হলো'—এইরূপ ঔৎসুক্যের ভাব প্রকাশক মুরলীকেই যেন সম্বোধন করে গোপী বলছেন 'ধন্যাসি'—)

হে মুরলী মিথ্যা নয় সত্যই তুমি ধন্যা, যেহেতু শ্যাম যখন তোমাকে চুম্বন করতে থাকে তখন তার দশনচন্দ্রিকায় আপ্লুতা ও স্নিগ্ধা হয়ে রমণীগণের সুরতধ্বনির মতো কলকূজন বিস্তারে ভুবনকে অতি চঞ্চল করে তুলছ তুমি।

১৪২। (পূর্ব শ্লোকে দশনচন্দ্রিকায় আপ্লুতা—এ কথা বলতেই মনে এসে গেল দশনের সৌন্দর্যের কথা তাই বলছেন—)

তাঁর দশনের সাদৃশ্য কোন্ উপমায় নিরূপন করব ? তবে শোন—পরিপক্ক পুষ্ট দাড়িমবীজরাজি যদি কমলগর্ভ অঙ্গীকার করে নেয়, অথবা কুরুবিন্দরাজি যদি পূর্ণচন্দ্রোদরে প্রবেশ করে তবেই এ-দন্তাবলীর উপমা হতে পারে। (এরূপ তো হবার নয় তাই এ নিরুপম।)

১৪৩। (অতঃপর তাঁদের মধ্যে কোনও একজন ঈর্ষাবশে বেণুসৌভাগ্য বলছেন—'অত্যন্তেতি'।)

১৪৪ । বংশীতশেষরসশীকরসম্প্রয়োগা-,দ্যম্ভঃ প্রফুল্লকমলাবলিলোমহর্ষাঃ।
স্তম্ভন্তি রুদ্ধতরসম্ভরবঃ প্রসূন-,মাধ্বীকলোচনজলাঃ পরিতো রুদন্তি ॥

১৪৫ । ধন্যা জয়ত্যয়ি মহী মহিতা মহিম্না, কৃষ্ণস্য যচ্চরণচিহ্ন-বিচিত্রবক্ষাঃ।
বংশীরবামৃতরসৈঃ সরসান্তরেব, যাঽজস্রমেব যবসাঙ্কুররোমহর্ষা ॥

১৪৬ । বৃন্দাবনস্য মহিমা ন হি মাদৃশীনাং, গম্যো যদত্র মুরভিন্মুরলীরবেণ।
স্বান্তং বিলাস্য মৃদুলাস্যময়ূর্ময়ূরাঃ, স্পন্দং জহুস্তরুলতা মরুতা হতাশ্চ ॥

১৪৩। অথ তত্র তস্যৈ কাচিদীর্ষ্যন্তীব তৎসৌভাগ্যমভিনন্দতি—অত্যান্তেতি। যঃ কৃষ্ণাধরঃ পরকীয়পেয়ঃ সাজাত্যেন গোপিকানামেব পানার্হ ইত্যর্থঃ, অতনি ব্যস্তারি। তথা চ (ভা· ১০।২১।৯) "গোপ্যঃ কিমচরদয়ম্" ইত্যাদি ॥

১৪৪। যস্যাঃ পীতশেষো যো রসস্তস্য শীকরস্যাপি সংপ্রয়োগাৎ মুরলীবাদনানন্তর-স্নানাবগাহনাদিভিরধরে প্রবাহসংযোগাৎ রুদ্ধতরসো রুদ্ধবেগাস্তরবস্তত্তীরস্থাস্তজ্জলং মূলদ্বারেণাকর্ষন্তঃ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্ত্যভিমানবন্ত ইতি ভাবঃ। তথা চ (ভা· ১০।২১।৯) "যদবশিষ্টরসম্" ইত্যাদি ॥

১৪৫। অন্যা তদ্বিরহভীতা তন্নিত্যসংযোগং কাময়মানেবাহ—ধন্যেতি। জয়তি ব্রহ্মলোকাদিভ্যোঽপ্যুৎকর্ষেণ বর্ত্ততে মহী শ্রীবৃন্দাবনসম্বন্ধাৎ সর্বাপীত্যর্থঃ। চরণচিহ্নেতি—একেনাবয়বেনালঙ্কৃতেনাবয়বী অলঙ্কৃত ইব চরণচিহ্নালঙ্কৃতেন বক্ষঃস্থলরূপবৃন্দাবনপ্রদেশেন কৃৎস্নাপি মহী ধন্যেত্যর্থঃ। অত্র বিচিত্রেতি বক্ষ ইত্যাভ্যাং তস্যাঃ কুচযোশ্চিত্রকঞ্চুলিকা-নির্মাণং তেনৈবেত্যভিব্যজ্য সৈব সদা স্বাধীনকান্তেতি সূচয়তি চ, যা অন্তঃসরসৈব, অত্রাপ্যজস্রমেব রাত্রিন্দিবমপি কৃষ্ণবিচ্ছেদাসম্ভবাদিতি ভাবঃ ॥

মুরলী অত্যন্ত সাহসবতী, যেহেতু পরকীয়া-পেয় কৃষ্ণাধর জাতি হিসাবে গোপীকাদেরই পানযোগ্য, অথচ তা পান করছে এ—এ মুরলী কোন্ সৌভাগ্য বিস্তার করে রেখেছে, যার বলে যত্ন বিনাও রত্ন মিলে যাচ্ছে সম্মুখে।

১৪৪। শ্রীকৃষ্ণের স্নানকালে মুরলীর পীত-অবশেষ রসবিন্দুর সঙ্গে মধুর মিলন হেতু যমুনাদিনদী প্রফুল্লকমলশ্রেণীরূপ রোমাঞ্চভাব প্রাপ্ত হয়, স্তম্ভভাবে রুদ্ধবেগ হয়ে যায়, আর তটের তরুশ্রেণী মূলদ্বারে ঐ রসবিন্দুর সংযোগ লাভে পুষ্পমধুরূপ প্রেমাশ্রুবিশিষ্টা হয়ে চতুর্দিকে রোদন করে। (বৃক্ষবংশে মুরলীর জন্ম তাই বৃক্ষশ্রেণীর বংশগৌরবেই যেন প্রেমাশ্রুপাত।)

১৪৫। (অন্য কোনও কৃষ্ণবিরহভীতা গোপী কৃষ্ণের নিত্যসংযোগ কামনাপরা হয়ে বলছেন—'ধন্যা জয়ত্যয়ি'।)

এই ধরণী ধন্যা, ব্রহ্মলোকাদি থেকেও উৎকর্ষের সহিত এ বিরাজমানা, নিজের মহিমায় এ পূজিতা। কেননা তারই বক্ষস্থলরূপ শ্রীবৃন্দাবনকে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর চরণচিহ্নে চিত্রবিচিত্র করছেন (এ যেন স্বাধীনকান্তার স্তনোপরি পত্রভঙ্গ-কঞ্চুলিকা রচনা), তাঁর বংশীরবামৃত রসে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে অন্তরে অন্তরে যেন জারিত, ও তৃণাঙ্কুররূপ রোমাঞ্চে যেন পুলকিত করছেন।

১৪৭ । কিং দুশ্চরং চরিতমালি তপো মৃগীভিঃ, পশ্যন্তি যাঃ সমুরলীকলমাস্যমস্য ।
অক্ষ্ণোঃ প্রকামকমনীয়গুণত্বমাসাং, মা সাম্প্রতং ভবতি সম্প্রতি সম্প্রতীহি ॥

১৪৮ । সৌভাগ্যভাগিয়মহো সখি কৃষ্ণসারী, সারীকরোতি নয়নে সহ-কৃষ্ণসারা ।
বংশীনিনাদমকরন্দভরং দধানং, কৃষ্ণাস্যপঙ্কজমশঙ্কিতমাপিবন্তী ॥

১৪৯ । ধন্যা বিমানবনিতা জনিতানুরাগা, প্রাগাস্তগাঢ়রতিভিঃ পতিভিঃ পরীতাঃ ।
লীলাকলক্বণিতবেণুমবেক্ষ্য কৃষ্ণং, ধৈর্য্যাদথাবরুরুহুর্মুহুর্মুহুশ্চ ॥

---

১৪৬ । মুরভিদঃ শ্রীকৃষ্ণস্য মুদিরাকৃতের্মুরলীনাদরূপগর্জনেনায়ুঃ প্রাপুঃ মরুতাহতাশ্চালিতা অপি ; তথা চ (ভা০ ১০।২১।১০) বৃন্দাবনং সখি ভুবঃ” ইতি। ততশ্চ “অদ্রিসাম্বরতাল্পসমস্তসত্ত্বম্” ইতি দৃষ্ট্যা তরুলতাশব্দেন শুকস্থা বিহগাদয়ো লক্ষ্যন্ত ইতি ॥

১৪৭ । অন্যা স্বদর্শনোৎসুক্যং সখ্যামভিব্যঞ্জয়ন্ত্যাহ—কিমিতি। মাসাম্প্রতং নাযোগ্যং সম্প্রতীদানীমেব সম্প্রতীহি সম্যক্ প্রতীতিং যাহি। তথাহি (ভা০ ১০।২১।১১) “ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়ঃ” ইতি ॥

১৪৮ । তাস্বেব কাঞ্চিন্নিকটবর্তিনীমালক্ষ্যোৎকপোষণায়েনাহ—সারীকরোতীতি চিৎপ্রত্যয়াৎ, ইতঃপূর্বং নয়নে শ্রেষ্ঠে নাভূতামিত্যর্থঃ। সহকৃষ্ণসারেতি কৃষ্ণ এব সারো যস্যেত্যন্বর্থনামত্বং তস্যোচিতমেব, মৎপতিস্তু তদ্বিপরীতধর্মাতি-দুষ্টো বেতি ভাবঃ। অশঙ্কিতমিতি অহং তু সায়ং ব্রজাগতমপি তং পত্যাদিশঙ্কয়া ন সম্যক্ পশ্যামীতি ভাবঃ ॥

১৪৯ । ন চ স্বপতি-সহিতায়া এব মৃগ্যাঃ কৃষ্ণেঽনুরাগঃ পশুত্বেন বিশেষবিবেকাভাবাদিতি বাচ্যম্, যতঃ কে বা

---

১৪৬ । বৃন্দাবনের মহিমা মাদৃশ জনের জ্ঞানের অগোচর, যেহেতু এখানে মুরারির মুরলীরবে ময়ূরগণ নিজ হৃদয় মধ্যে বিলসিত হয়ে মৃদু মৃদু নাচতে লাগল, আর তরুলতাশ্রেণী বাতাসে আন্দোলিতা হয়েও স্তব্ধভাবে নিস্পন্দা হয়ে পড়ল।

১৪৭ । (অন্য কোন যূথেশ্বরী নিজের দর্শনোৎসুক্য নিজ সখীকে প্রকাশ করে বললেন—)

হে সখী, মুরলীর কলগানে কমনীয় কৃষ্ণানন যাঁরা দর্শন করছে সেই মৃগীগণ কি দুশ্চর তপস্যাই না-করেছিল। এদের নয়নের প্রচুর কমনীয়তাগুণের কথা প্রসিদ্ধই আছে—যদি এ-কথা তোমার অযোগ্য বলে মনে হয় তবে এইবার সম্যক্ প্রতীতি করে নেও।

১৪৮ । হে সখি, অহো কত সৌভাগ্যের অধিকারিণী এই কৃষ্ণসারীগণ—বংশীনিনাদ-মকরন্দ-ভারবাহী কৃষ্ণমুখকমল এরা পান করছে অশঙ্কিতভাবে পতি কৃষ্ণসারগণের সহিত—এরা নয়নকে পরমশ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করছে। (এর ধ্বনি—আমাদের তো সে সৌভাগ্য নাই - আমাদের পতিগণ তো বিপরীত ধর্মী, এদের পতিদের মতো তো কৃষ্ণকে সার করে নাই, বরঞ্চ উল্টা অতি দুষ্ট—আমরা তো স্বায়ংকালে তাঁর ঘরে ফেরার পথে অসঙ্কোচে তাঁকে দর্শন করতে পারছি না।)

১৪৯ । ('স্বপতির সহিত মৃগীগণের কৃষ্ণানুরাগের কথা এখানে উঠাতে পার না, পশুত্ব হেতু এরূপ বিশেষ বিবেকের অভাব রয়েছে এদের'— তোমার এরূপ পূর্বপক্ষ টেকে না, কারণ বিবেকবানই

১৫০ ।　বিস্রংসমানচিকুরাঃ শ্লথমাননীব্যো, দেব্যো ধৃতিব্যসনতো নিখিলা দিবীব ।
আরিপ্স্যমানমমরদ্রুমপুষ্পবর্ষং, বিস্মৃত্য হন্ত ববৃষুর্নয়নাম্ভ এব ॥

১৫১ ।　অর্দ্ধাবলীঢ়যবসাঙ্কুরশোভিদন্তাঃ, সোৎকণ্ঠমুন্মিষিতনেত্রমুদীর্ণকর্ণম্ ।
চিত্রার্পিতা ইব পতন্তমিবামৃতৌঘং বেণুধ্বনিং শ্রুতিপুটে গময়ন্তি গাবঃ ॥

১৫২ ।　চূষন্তি চূচুকমহো ন ন সন্ত্যজন্তি, বৎসা নয়ন্তি ন পয়ঃকবলং গলাধঃ ।
বংশীকলাহৃতহৃদাং সখি নৈচিকীনাং, স্নেহস্নুতস্তনরসো শরয়ৈব পীতঃ ॥

বিদগ্ধশিরোমণয়োঽপি জনাঃ কৃষ্ণে নানুরজ্যন্তীত্যপ্রস্তুতপ্রশংসয়া কাচিদাহ—ধন্যেতি । বিমানবনিতা বিমানচারিণ্যো দেবাঙ্গনাঃ, শ্লেষেণ তাসামপি মানং বেণুনাদো লুম্পেদেব, অস্মাকন্তু কা কথেতি ভাবঃ । জনিতানুরাগা ইতি তা এব বনিতাপদ-বাচ্যতামর্হন্তি, নান্যা ইতি ভাবঃ ।—"বনিতা জনিতাত্যর্থানুরাগায়াং চ যোষিতি" ইত্যভিধানাৎ । তথা চ (ভা০ ১০।২১।১২) "কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য" ইতি ॥

১৫০ । দিবীব নভসি বর্ত্তমানা এব ॥

১৫১ । অন্যা তু বেণুমাধুর্য্যং প্রাণিমাত্রাণামপি মুদা চিত্তাকর্ষকমিতি বদন্তী প্রেমসামান্যরীতিমালম্ব্য বিজাতীয়ভাববতীরপি গাস্তত্র প্রস্তৌতি—অর্ধাবলীঢ়েতি । তথা চ (ভা০ ১০।২১।১৩) "গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গত-" ইতি ॥

১৫২ । কিঞ্চ, আহারবিহারমাত্র-প্রসক্তানাং বৎসানামপি তত্র মহান্ প্রেমোদয় ইতি সশীৎকারমাহ—চূষন্তীতি ।

বা কে এমন বিদগ্ধশিরোমণি আছে যে কৃষ্ণের অনুরাগী না হয়—এইরূপ প্রস্তুত প্রশংসায় কোনও যূথেশ্বরী বলছেন—'ধন্যেতি' ।)

দেবাঙ্গনাগণ ধন্যা, কৃষ্ণে জাতানুরাগা এরা গাঢ় রতিপ্রাপ্ত পতিগণে পরিবৃত অবস্থায় লীলায় কলধ্বনিত-বেণুতে মোহন কৃষ্ণকে দর্শন করে দ্রুত ধৈর্যচ্যুত হয়ে বার বার মোহিত হয়ে পড়ছেন ।

১৫০ । ধৈর্যপাপ নিঃশেষ হয়ে গেলে আকাশে বিদ্যমানা অবস্থাতেই দেবাঙ্গনাগণের কেশদাম খুলে পড়ে যেতে লাগল, নীবি শ্লথ হয়ে যেতে লাগল—বাঞ্ছিত কল্পপুষ্পবৃষ্টি ভুলে গিয়ে হায় হায় নয়ন জলই বর্ষণ করতে লাগলেন তাঁরা ।

১৫১ । ('বেণুমাধুর্য প্রাণীমাত্রেরই চিত্তাকর্ষক হয়ে থাকে'—এ কথা বলতে গিয়ে কোনও গোপী প্রেমসামান্য-রীতি অবলম্বনে ধেনুবৃন্দ বিজাতীয়ভাববতী হলেও তাদের কথাই এখানে বলা হচ্ছে—)

অর্দ্ধচর্বিত ঘাসের অঙ্কুরে শোভিত দন্তবিশিষ্টা, উৎকণ্ঠায় নিমীলিত নেত্রা ধেনুবৃন্দ কান খাড়া করে চিত্রার্পিতের মতো স্তব্ধ হয়ে অমৃতপ্রবাহবৎ পতিত বেণুধ্বনি শ্রুতিপুটে ধারণ করছে ।

১৫২ । (আরও আহারবিহার আসক্তা বৎসগুলিরও মহান্ প্রেমোদয় হল—তাই বলা হচ্ছে—)

অহো, বৎসগণ না-চূষছে পালান, না-ছেড়ে দিচ্ছে, না-গলাধঃকরণ করছে স্তনগ্রাস—বংশীর কাকলিতে অপহৃত মনা ধেনুবৃন্দের স্নেহস্নুত স্তনধারা ধরাই পান করে নিচ্ছে ।

১৫৩ । বংশীকলং কলয়তোঽস্য নিপীয় দৃগ্ভ্যাং, রূপামৃতং পুনরমুষ্য রসানুভূত্যা।
ধ্যায়ন্তি মীলিতদৃশঃ সখি বদ্ধমৌনং, বদ্ধাসনং মুনয় এব পতত্রিণোঽমী ॥

১৫৪ । ন স্পন্দতে সখি ন রৌতি নবীক্ষতেঽন্য-'ন্নান্যচ্ছৃণোতি ন জিঘৎসতি পক্ষিসঙ্ঘঃ।
রোমাঞ্চবানিব মুদা গরুতং ধুনানো, বংশীকলাস্বদনমেব পরং করোতি ॥

১৫৫ । স্রস্তে রথাঙ্গকলহংসবিচিত্রচেলে, প্রব্যক্তসৈকতনিতম্বমুদীর্ণফেনম্।
আবর্ত্তবর্ত্তিতঘনভ্রমিভিঃ সমীয়েঽ-,পস্মার এব মুরলীনিনদৈর্নদীভিঃ ॥

ন চূষন্তি, ন চ সংত্যজন্তি। নমু তর্হি বৎসাগ্রহমন্তরেণ তস্মাত্তরোঽপি কিং প্রস্রবন্তি? তত্রাহ—বংশীকলেতি। ধরয়ৈব ভুম্যৈব; তথা চ (ভা° ১০।২১।১৩) "শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ" ইতি ॥

১৫৩। অপরা চ তিরশ্চাং মধ্যেঽপ্যতিচপলানাং পক্ষিণামপি মহাধীরমুখ্যচিহ্নমালক্ষ্য কিঞ্চিদনুমিমানা সবিস্ময়মাহ—বংশীকলমিতি। কলয়তো ধারয়তঃ, অস্য কৃষ্ণস্য; তথা চ (ভা° ১০।২১।১৪) "প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ঃ" ইতি ॥

১৫৪। প্রেমানুভাববিশেষৈস্তৈব মুনিত্বগমকতামপ্যাহ—ন স্পন্দত ইতি। স্তম্ভাখ্যোঽনুভাব এব সমাধিলক্ষণগমকঃ, ন রৌতীত্যাদিভিশ্চতুর্ভিবিষয়ান্তরারোচকত্বমেব বাগাদীন্দ্রিয়প্রত্যাহারজ্ঞাপকম্, রোমাঞ্চবানিত্যুভয়ত্র ভক্তিসূচকম্, তদ্-রাহিত্যে সতি মুনিত্বস্যাপি বৈফল্যজ্ঞাপনায় ন জিঘৎসতি, ন ভোক্তুমিচ্ছতি। গরুতং পক্ষম্ ॥

১৫৫। তদেবং মুরল্যাঃ সর্বেষ্বপি রসেষূদ্দীপকত্বে শৃঙ্গারে ত্বতিবৈশিষ্ট্যেন তৎ কথয়ন্তী স্বীয়ং ভাবমেব ব্যাচক্ষাণা কাচিদচেতনাঽপি নদীং প্রস্তৌতি—স্রস্তে ইতি। রথাঙ্গাঃ কলহংসাশ্চৈব বিচিত্রং চেলং পরিধানীয়বস্ত্রং তস্মিন্

১৫৩। (অন্য কোনও কোনও গোপী পক্ষীগণের মধ্যেও অতি চঞ্চল পক্ষীরও মহা ধীরতা মুখ্যচিহ্ন লক্ষ্য করে কিঞ্চিৎ অনুমান করে সবিস্ময়ে বলছেন—'বংশীকলমেতি')

হে সখি, ব্রজের পক্ষীগণ ওঁর বংশীকলনাদ কর্ণপুটে ধারণ করে, নয়নে ওঁর রূপামৃত পান করে, পুনরায় ওঁর রস অনুভব করে মুনিগণের মতো নয়ন নিমীলিত করে ধ্যান করতে লাগল—মৌনী হয়ে স্থির হয়ে বসে।

১৫৪। হে সখি, পক্ষীগণ না এদিকওদিক চলাচল করছে, না-কিচিরমিচির করছে, না-অন্য কিছু দেখছে, না-অন্য কিছু শুনছে, না-খেতে ইচ্ছা করছে, রোমাঞ্চের ভাবে পাখা ফুলে ফুলে উঠছে তাদের আনন্দে—কেবল বংশীকলনাদই আস্বাদনে তারা তন্ময় হয়ে আছে।

১৫৫। (এইরূপে মুরলী সর্বরসে উদ্দীপন-বিভাব হলেও শৃঙ্গাররসে তার অতি বৈশিষ্ট্য, সেই কথা বলবার জন্য নিজের ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কোনও গোপী অচেতন নদীকে লক্ষ্য করে বলছেন—'স্রস্তে')

মুরলীনাদ শ্রবণে যমুনাদি নদী ঘূর্ণি-আলোড়িত ঘোর ঘূর্ণিপাকরূপ কামশরাঘাতে যেন মৃগীরোগগ্রস্ত হয়ে পড়ল, তাদের চক্রবাক্-কলহংসরূপ বিচিত্র বস্ত্র লুটুপুটি খেতে লাগল, বালুকাময় পুলিনরূপ নিতম্ব যেন বিবস্ত্র হয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ল, নদীবক্ষরূপ মুখে ফেনা নির্গত হতে লাগল।

১৫৬ । বীচীকরৈঃ সরসিজাঞ্জলিমর্পয়ন্ত্যঃ, কৃষ্ণাঙ্ঘ্রিপঙ্কজযুগং বহুমানয়ন্ত্যঃ।
সচ্ছীকরৈঃ শিশিরয়ন্তি রসেন বংশী-,নাদপ্রহৃষ্টমনসঃ সখি শৈবলিন্যঃ ॥

১৫৭ । আচ্ছাদয়ন্ শরদশীতকরস্য তাপং, ছত্রায়িতঃ স্ববপুষায়মচেতনোঽপি।
সংসর্পতি প্রতিপথং পরিতঃ প্রসর্পন্, মৈত্রীং বিভাবয়তি মেঘরুচীহ মেঘঃ ॥

১৫৮ । কর্পূরপূরপরমাণুসমেন বারাং, শীতেন শীকরভরেণ বিসারিণাং যঃ।
গোচারণশ্রমমপাকুরুতেঽনুগায়ন্, বংশীমমুষ্য ঘন এব নিসর্গবন্ধুঃ ॥

১৫৯ । স্নিগ্ধেষু শাদ্বলতলেষু পদারবিন্দ-,স্যন্দীনি বল্লভতমাকুচকুঙ্কুমানি।
বক্ষোরুহেষু চ মুখেষু চ রূষয়ন্ত্যো, ধন্যাঃ পুলিন্দসুদৃশঃ সুরসা ভবন্তি ॥

ধ্বস্তে সতি তেষামপি ভাববৈবশ্যেন পুলিনাদ্বহিঃপ্রদেশান্তর্লুঠনাৎ প্রব্যক্তং সৈকতং সিকতাময়পুলিনমেব যেন তদ্যথা স্যাদেবম্। অপস্মারোঽত্র কামশরাঘাতজনিতো ব্যাধিবিশেষ এব সমীয়ে সংপ্রাপ্তঃ ॥

১৫৬। শৈবলিন্যো নদ্যঃ ; তথা চ (ভা° ১০।২১।১৫) "নদ্যস্তদা তদুপধার্য" ইতি ॥

১৫৭। এবং নদ্যো যথা নায়িকাত্বাভিমানবত্যো নিজসচ্ছীকরাদিভিস্তস্য ভূতলগততাপং কাময়ন্ত্যঃ সেবন্তে, তথা মেঘোঽপি সখ্যাভিমানেন নভস্তলগতং তাপং শময়ন্ সেব্যমানো লক্ষ্যতে, অতঃ কে বা তদ্দাস্যং ন কুর্বন্তি, কেবলং বয়মেব তত্র বঞ্চিতা ইত্যভিব্যঞ্জয়ন্তী কাচিদাহ—আচ্ছাদয়ন্নিতি। শরদশীতকরস্য শারদসূর্যস্য মেঘস্যেব রুক্ কান্তির্যস্য তস্মিন্নিতি সাবর্ণ্যমেব মৈত্রীহেতুঃ, তথা জগত্তাপশমকত্বাদিকং চ জ্ঞেয়ম্। ইহ শ্রীকৃষ্ণে ॥

১৫৮। যঃ কৃষ্ণঃ, অমুষ্য শ্রীকৃষ্ণস্য ; তথা চ (ভা° ১০।২১।১৬) "দৃষ্ট্বাতপে" ইতি ॥

১৫৬। সে সখি, বংশীনাদে আনন্দোচ্ছলমনা নদীগুলি তরঙ্গরূপ হস্তে কমলাঞ্জলি অর্পণ করতে করতে কৃষ্ণপদকমলযুগলকে বহুমানন করতে করতে শীতল জলকণায় রসভরে শীতল করে দিচ্ছিল।

১৫৭। (এইরূপে যেরূপ নায়িকা-অভিমানবতী নদী নিজ শীতল জলবিন্দুর দ্বারা কৃষ্ণের ভূতলগত তাপ দূর করে সেবা করছে, তথা মেঘকেও সখী-অভিমানে নভোতলগত তাপ দূর করে সেবা করতে দেখা যাচ্ছে, অতএব কে বা তার দাস্য না করে, কেবল আমরাই বঞ্চিতা—এইরূপ ভাব প্রকাশ করতে গিয়ে কোনও গোপী বলছেন—'আচ্ছাদয়ন্নিতি')।

ছত্রাকারিত নিজ দেহের দ্বারা শারদসূর্যতাপকে আচ্ছাদন করে এই মেঘ অচেতন হলেও চতুর্দিকে সঞ্চালিত হয়ে প্রতি পথে পথে গমন করছে মেঘকান্তি কৃষ্ণে মৈত্রী প্রকাশ করে।

১৫৮। শ্রীকৃষ্ণ বংশী বাজাতে বাজাতে কর্পূরধূলিপ্রবাহের পরমাণুসম-চতুর্দিকে বিস্তারিত মেঘজলের গুড়ি গুড়ি প্রবাহে গোচারণ-শ্রম অপনোদন করছেন। মেঘই কৃষ্ণের নিসর্গ বন্ধু।

১৫৯। (হায় হায় সর্বজগৎ কৃষ্ণমাধুর্য-আস্বাদনে ধন্য, কেবল আমরাই তাতে বঞ্চিতা, এরূপে সর্বমুখ্যতমা কোনও গোপী মাদন-ভাবোদয়ে সদা ভোগ করলেও তদ্গন্ধমাত্র আধারের স্তুতি করছেন—

১৬০ ।　হন্তাধিকার্য্যনধিকারিতয়া ন ভেদঃ, সর্বাভিলাষসদনে মধুরিম্ণি তস্য ।
যুক্তং পুলিন্দসুদৃশো যদিহানুরক্তা, রাগস্য চ প্রকটনে হ্যয়মেব মার্গঃ ॥

১৬১ ।　যঃ কন্দকন্দরপয়ঃফলধাতুরাগৈঃ, ক্রীড়োপযোগিভিরসৌ ভজতেঽনুবেলম্ ।
গোবর্দ্ধনো গিরিবরঃ স হি মাধবস্য, লীলাসখশ্চ সখি ভাগবতোত্তমশ্চ ॥

১৬২ ।　যস্যাশ্রয়ং কৃতবতাং সখি বদ্ধতৃষ্ণঃ, কৃষ্ণস্তনোত্যভিমতং মতমেতদেব ।
শ্রেয়ঃ সিসাধয়িষবো ন বিনা সহায়ং, যোগ্যাশ্চ তদ্‌ঘটয়িতুং কুশলা ভবন্তি ॥

---

১৫৯ ।　হন্তৈব সর্বজগদেব প্রাপ্তকৃষ্ণমাধুর্যার্ণবানুশীলনতয়া ধন্যং কেবলমেকৈবাহং তত্র বঞ্চিতেতি সর্বমুখ্যতমা কাপি সদা ভোগেঽপি তদ্‌গন্ধমাত্রাধারস্তুতিরত্যুজ্জ্বলনীলমণিলক্ষিত-মাদনভাবোদয়েনাহ—স্নিগ্ধেষ্বিতি । অত্র যদ্যপি বল্লভতমা স্বয়মেব, তথাপ্যনুরাগস্যাতিপ্রৌঢ়িম্না স্বস্য তথাত্বানমুভবাদপরেতি ভাবনাপদারবিন্দাৎ স্যন্দিনীতি রতিসময়ে লগ্নাদ্যাসন্নিত্যর্থঃ । রাষয়ন্ত্যো লিম্পয়ন্ত্যঃ । বক্ষোরুহেষ্বিতি তচ্চরণার্পণস্যৈবাভিমানঃ, মুখেষ্বিতি তৎসৌরভ্যলোভ-পারবশ্যেন ॥

১৬০ ।　অধিকার্যনধিকারিতয়েতি স্বস্যাপি তত্র যোগ্যতাস্থাপনেনাশ্বাসনং যুক্তমিত্যত্র হেতুঃ—সর্বাভিলাষেতি । রাগস্য প্রকটন ইতি স্বস্যাযোগ্যত্বে জ্ঞাতেঽপি লোভস্তু ভবদেবেতি ভাবঃ । তথা চ (ভাং ১০।২১।১৭) "পূর্ণাঃ পুলিন্দ্যঃ" ইতি ॥

১৬১ ।　পুলিন্দীপ্রস্তাবেনানুস্মৃতং তদাস্পদস্য শ্রীগোবর্ধনস্য ভূরিসৌভগং বর্ণয়ন্তী ভঙ্গ্যা তত্রৈব স্বাভিসারোৎসুক্য-মপি সখীষভিব্যঞ্জয়ন্ত্যাহ—যঃ কন্দেতি । লীলাসখশ্চেতি কন্দরাদীনাং ক্রীড়োপযোগিত্বাৎ সখ্যম্, ভাগবতোত্তমশ্চেতি কন্দপয়ঃফল-ধাত্বাদ্যুপচারৈঃ পরিচরণাদ্‌দাস্যম্ ॥

'স্নিগ্ধেষ্বেতি') ।

পুলিন্দসুন্দরীগণই ধন্যা, তাঁরা কৃষ্ণপদারবিন্দ থেকে স্নিগ্ধ ঘাসের মাথায় লেপটানো তদীয় প্রিয়তমার (সেই প্রিয়তমা রাধা নিজে হলেও অনুরাগ আতিশয্যে অন্য নায়িকার কথা বলছেন।) কুচকুঙ্কুম কুচে ও মুখে লেপন করতঃ সুরসা হয়ে উঠছে।

১৬০ ।　কৃষ্ণমাধুর্য সকলেরই অভিলাষের বিষয়, অহো এতে অধিকারী অনধিকারী বিচার নাই—পুলিন্দরমণীগণ যদি এতে অনুরক্ত হয়ে থাকে তবে এ যুক্তিযুক্তই হয়েছে। রাগপ্রকাশের এই তো (লোভই তো) একমাত্র উপযুক্ত পথ। (নিজের অযোগ্যতা জানা সত্বেও লোভ তো হয়েই থাকে—এইরূপ ভাব এখানে প্রকাশ করা হয়েছে)।

১৬১ ।　(পুলিন্দরমণীর প্রস্তাবে মনে পড়ে গেল কৃষ্ণলীলাস্থল গোবর্দ্ধনের কথা—তাঁর মহা সৌভাগ্যের বর্ণনামুখে ভঙ্গীক্রমে সেখানেই নিজের অভিসার-ঔৎসুক্যও সখীর নিকট প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন—'যঃ কন্দেতি')।

হে সখি, এই যিনি ক্রীড়োপযোগী কন্দ-কন্দরা-জল-ফল-ধাতুরাগের দ্বারা নিরন্তর ভজনা করে সেই গোবর্দ্ধন গিরি মাধবের লীলার সহায় এবং ভাগবতোত্তম।

১৬৩। অথাতিমানবতয়া নবতয়া চ সদা সদাক্ষিণ্যং বলবতা বতানুরাগেণ পরমধন্যা ধন্যাদয়ঃ কুলকন্যাঃ কুলকন্যায়বিদোঽপি বিদোঽপি ন গোচরমুৎকলিকামুৎকলিকামিব বিভ্রত্যোঽভ্রত্যোঘে মন্দাক্ষস্ত মন্দাক্ষস্তদাঃ পরস্পরং পরম্পরাপ্রাপ্তপ্রাক্তন-প্রণয়েন সমালিঙ্গন্ত্যঃ সমভাষন্ত ॥

১৬৪। বংশীকলঃ কিল হরেঃ সখি সিদ্ধবীর্য্যো, বস্তুস্বভাবপরিবৃত্তিকরো হি মন্ত্রঃ।
নিশ্চেতনত্বমুদপাদি সচেতনানাং, যচ্চেতনত্বমুপপন্নমচেতনানাম্ ॥

১৬২। বৈষ্ণবোত্তমানুবৃত্ত্যৈব বিষ্ণোঃ প্রাপ্তিরিতি সিদ্ধান্তয়ন্তীব তত্র শ্রীগোবর্দ্ধনানুবৃত্তেস্তু সাক্ষাৎ কৃষ্ণবশী-কারিত্বলক্ষণমতিবৈশিষ্ট্যমানয়ন্তী তত্রৈব স্বস্যা অপি সংজিগমিষাং প্রাণসখ্যাং সূচয়ন্ত্যাহ—যস্যেতি। মতমেতদেবেতি সাত্বততন্ত্রপ্রামাণ্যাদপীতি ভাবঃ। যোগ্যাশ্চ যোগ্যা অপি; তথা চ (ভা০ ১০।২১।১৮) হন্তায়মদ্রিরবলাঃ" ইত্যাদি। 'পূর্বাহ্লাদৌ পরোঢ়ানামালাপমনুরাগজম্। সমাপ্য পূর্বরাগোত্থমনূঢ়ানামথাহ তম্॥ নন্বেতাভির্ব্রজস্থাভিঃ কৃষ্ণে বন-বিহারিণি। নদীমেঘপুলিন্দ্যাদেস্তথা ভাবস্তদাত্মজঃ॥ জ্ঞাতঃ কথং শৃণু প্রৌঢ়ভক্তস্যাপ্যমলে হৃদি। ঋতমেব স্ফুরত্যাসাং মূর্ত্তপ্রেম্ণাস্তু কিং পুনঃ॥

১৬৩। অতিমানবতয়া লোকোত্তরতয়েত্যর্থঃ। সদা নবতয়া নিত্যনূতনত্বেন হেতুনা বলবতা প্রবলেনানুরাগেণ প্রেম্ণা সদাক্ষিণ্যং পরস্পরহৃদয়োদ্ঘাটনলক্ষণ-সারল্যসহিতং যথা ভবত্যেবমভাষন্ত। উৎকলিকামুদ্গতাং কলিকামিব ভুক্তের্য়ান্তস্তত্ত্বামুৎকলিকামুৎকণ্ঠাং বিভ্রত্যো ধারয়ন্ত্যঃ, যতো বিদোঽপি বিজ্ঞস্যাপি ন গোচরম্, আবিষ্টলিঙ্গত্বাৎ পুংত্বম্। বিদঃ কথম্ভূতস্য? কুলকং সমবায়ন্তস্য ন্যায়ং বিত্তে, এতাঃ সমবেতা ভূত্বা নূনং কিঞ্চিন্মন্ত্রয়ন্ত্য ইতি বিচারয়তীতি তথা তস্যাপি। ইদানীন্তু বেণুগানারম্ভে প্রেমবৈবশ্যাৎ মন্দাক্ষস্য লজ্জায়া ওঘে বেগে সমূহে বা, অভ্রতি গচ্ছতি সতি 'অভ্র গতৌ' ইতি ধাতোঃ। মন্দোঽক্ষাণাং করচরণাদীন্দ্রিয়াণাং স্তদো বেগো যাসাং তাঃ। স্তম্ভাদিসাত্ত্বিকোদয়াদিতি ভাবঃ॥

১৬২। (মহাভাগবতের অনুসরনেই বিষ্ণুপ্রাপ্তি হয়ে থাকে এই সিদ্ধান্ত করতে গিয়ে সেখানে শ্রীগোবর্দ্ধনের সেবাতে যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণবশীকারিতা লক্ষণ আছে সেই বৈশিষ্ট্যকে স্বীকার করে সেখানেই নিজেরও মিলনেচ্ছ. প্রাণসখীর নিকট সূচনা করছেন—'যস্যেতি'।)

হে সখি, যাঁরা শ্রীগোবর্দ্ধনের আশ্রয় নেয় শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের মনোভিলাষ পূরণে বদ্ধতৃষ্ণ হয়ে যান, ইহাই আমাদের মত। (সাত্বত প্রমাণেও ইহাই জানা যায়)।

বংশীনাদ শ্রবণে ধন্যাদি কন্যাগণের প্রেমবৈবশ্যতা ঃ

১৬৩। অতঃপর অলৌকিক বলে নিত্য নবনব রূপে প্রকাশমান থাকায় প্রবল নবানুরাগে পরমধন্যা, পুষ্পকুঁড়িতে গোপন মধুর মতো, মিলন-ন্যায়বিদ্ পণ্ডিতেরও অগোচর গোপন উৎকণ্ঠায় আকুলা ধন্যাদি কন্যাগণ যাঁদের করচরণাদি ইন্দ্রিয় বেণুগানারম্ভে প্রেম-বৈবশ্যতা হেতু লজ্জার বেগে স্তম্ভিত হয়ে ছিল, ইদানীং পরস্পর পরম্পরা প্রাপ্ত প্রাক্তন প্রণয়ে আলিঙ্গন করতে করতে বলাবলি করতে লাগলেন—

১৬৪। হে সখি, হরির বংশীনাদ সিদ্ধবীর্য, বস্তুস্বভাব পরিবর্তনকারী এক প্রসিদ্ধ মন্ত্র,

১৬৫। দৃশ্যতাঞ্চ তদেতৎ—

স্তভ্নন্তি হন্ত হরিণাশ্চ গবাং গণাশ্চ, বৃক্ষৌকসশ্চ সরিতশ্চ জলেচরাশ্চ।
ভূমিভৃতশ্চ সখি ভূমিরুহশ্চ ভূশ্চ, স্নিহ্যন্তি চ প্রকটয়ন্তি চ রোমহর্ষম্॥

১৬৬। যং কালকূটমিব কালকরং করালং, কালেন কালিয়রিপুঃ কলয়াঞ্চকার।
তং কালি কালয়তু কেলিমতী কুলীনা, বংশীকলং কিল কুলস্য কলঙ্ককীলম্॥

১৬৪। উদপাদি উৎপাদয়ামাস। বংশীকলঃ কর্ত্তা, তথা যদ্‌যতো বংশীকলাৎ॥

১৬৫। তদেতৎ স্বভাবপরিবর্ত্তনং দৃশ্যতামিতি দূরস্থমপি তত্তৎ সর্বং সাক্ষাৎক্রিয়মাণমিবাভিপ্রয়ন্তি স্তভ্নন্তীতি। হরিণাদীনাং পঞ্চানাং জঙ্গমানাং স্তম্ভঃ স্থাবরধর্মঃ, তথা ভূমিভৃদাদীনাং ত্রয়াণাং স্থাবরাণাং স্নেহাশ্রুপাতরোমহর্ষৌ জঙ্গমধর্মৌ। বৃক্ষৌকসঃ পক্ষিণঃ, জলেচরা মীনাদয়ঃ, ভূমিভৃতঃ শৈলাঃ সর্বত্র চকারা ভাবোদয়ে সর্বেষামেব প্রাধান্যসূচকাঃ। শৈলানাং ভুবশ্চ তৃণাঙ্কুরোদ্গমনির্ঝরাদিভ্যাং পুলকাশ্রুপাতৌ। বৃক্ষাণান্তু মুকুলোদ্গম মকরন্দাভ্যাম্। তথা চ (ভা॰ ১০।২১।১৯) "অস্পন্দনং গতিমতাম্" ইতি॥

১৬৬। নন্বস্তু নাম হরিণাদীনাং তিরশ্চামল্পধিয়াং তথা ভূভৃদাদীনাং চ ততোঽপি জ্ঞানাভাবান্নিকোটৌ প্রাপ্তবেথানাং তথাত্বং দোষানাধায়কমেব। কিঞ্চ, বিশিষ্টপরামর্শশালি-নৃজাতিষ্বপি কুলকুমার্যস্তু স্বধর্মরক্ষার্থমপি যত্নতো ধৃতিমালম্বেরন্নেবেতি তত্র সবিচারমাহুঃ—যমিতি। কালেন কৈশোরপ্রাপ্ত্যা যং বংশীকলং কলয়াঞ্চকারাভ্যস্তবান্, কালিয়রিপুঃ কালকূটমূলখণ্ডকোঽপি কালকূটমিব কালকরং মৃতিপর্যন্তদশাপ্রাপকম্, অতএব করালং ঘোরম্। হে আলি! সখি! তং কা কুলীনাপি কালয়তু বারয়তু, প্রত্যুত কেলিমতী সতীতি কেলীনাং ভাবিত্বেঽপি তত্র নিশ্চয়দার্ঢ্যেনৈব নিত্যযোগার্থকমতুপা তদৌৎসুক্যস্যাপি দুর্নিবারত্বং ধ্বনিতম্। যদ্বা, কেলিমতী তেন প্রাপ্তসুরতাপি কান্ত্যা তৃপ্তিং বিভাব্য ধৃতিমালম্বতামিত্যর্থঃ। বয়ং তু তদপ্রাপ্তিমুর্মুরজ্বালিতা এবেতি ভাবঃ॥

সচেতনের অচেতনতা, আর অচেতনের সচেতনা জনয়িতা।

১৬৫। তাই বলছি ঐ দেখ-না স্বভাব পরিবর্তন—

হে সখি, হরিণনিকর-গোগণ-বৃক্ষবাসিপক্ষীকুল-নদীনিবহ এবং জলচরচয় স্তম্ভিত হচ্ছে (অর্থাৎ জঙ্গম হয়েও স্থাবরধর্ম প্রাপ্ত হচ্ছে), আর এদিকে পর্বত-বৃক্ষ-ভূমি বিগলিত হচ্ছে, রোমাঞ্চের প্রকাশ করছে (অর্থাৎ স্থাবর হয়েও জঙ্গমধর্ম প্রকাশ করছে)।

১৬৬। (হরিণাদি অল্পবুদ্ধি, পর্বতাদি তো আরও আবৃত-চেতন তাদের ভাব পরিবর্তন এমন আর কি—তাই বিশিষ্ট বুদ্ধিমতী কুলকুমারীগণ স্বধর্মরক্ষার্থে যত্নবতী হয়ে আরও বিচার করছেন—'যমিতি')।

কৈশোর প্রাপ্তিতে কালিয়রিপু কালকূটের মতো মৃতিপর্যন্ত দশাপ্রাপক অতিঘোর যে বংশীকাকলী অভ্যাস করতে লাগলেন, হে সখি, সেই বংশীকাকলীকে কোন্ কুলবতী রমণী বাধা দিতে সমর্থ হয়? কেউ তো হয়ই না, প্রত্যুত কেলিমতী হয়ে পড়ে—এ বংশীকাকলী কুলের কলঙ্ককীলক। (আমরা তো তাঁর অপ্রাপ্তিতে জ্বলে পুড়ে মরে যাচ্ছি)।

১৬৭। স্মরত স্মরতরলমানসং মানসম্পত্তিসমদং সমদং দহ্যমানেন হৃদয়েন হৃদয়েন হৃদয়েনমতি-রুচিরং রুচিরঞ্জিত-সকলভুবনতলং বনতলং গতমগতমহোৎসবং ব্রজরাজনন্দনম্॥

১৬৮। সুস্নিগ্ধদীর্ঘঘনকুঞ্চিতকেশপাশং, মন্দভ্রমদ্‌ভ্রমরকাবলিভব্যভালম্।
সুভ্রূলতং স্বলকমুন্নতচারুনাসং, শ্রেয়ং ভবিষ্যতি কদাস্য তদাস্যপদ্মম্॥

১৬৯। কিঞ্চ, মাধুর্য্যসিন্ধুমধি যস্য ভবেন্নিপাত-,স্তৎ কেবলং মধুরিমাণমুরীকরোতি।
উষ্ণীষ-সীমনি সহেলগতা মুরারে-,র্গোচ্ছন্দরজ্জুরপি মজ্জতি রম্যতায়াম্॥

১৭০। কিঞ্চ, রত্নোল্লসন্মকরকুণ্ডলতাণ্ডবেন, বিভ্রাজমানতমমস্য কপোলবিম্বম্।
তাম্বুলগন্ধিরদনচ্ছদবন্ধুজীবৈ-,র্ধন্যাঃ পরং প্রমুদিতাঃ পরিপূজয়ন্তি॥

১৬৭। অথ (গী° ২।৬২) "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে" ইতি তত্ত্বশাস্ত্রোক্তদৃষ্ট্যা তৎপ্রাপ্তিসাধনং তদ্‌ধ্যানমেবেতি নিশ্চিন্বন্ত্যস্তদেব সৌহার্দেন স্বীয়াঃ প্রতি বিদধানা ইবাহুঃ—স্মরতেতি। মানস্য সর্বজনকৃতস্যাদরস্য সম্পত্ত্যা সমদং প্রস্তুতত্বাদৌচিত্যেন ব্যঞ্জিতবেণুগানগর্বং সমেন সর্বাসামস্মাকমৈকমত্যা তুল্যেন তৎপ্রাপ্ত্যভাবাদ্ দন্দহ্যমানেন হৃদয়েন মনসা স্মরত। কীদৃশম্? হৃদয়েনং হৃদয়নাথম্। অগতোৎসবং নিত্যমহোৎসবযুক্তম্॥

১৬৮। অতএব স্মরণার্থমিবাকেশমাচরণাঙ্গং মুখ্যমুখ্যাঙ্গং সনিজাভিলাষোদ্‌গারং বর্ণয়ন্তি—সুস্নিগ্ধেতি। ভ্রমরকা ললাটালকা॥

১৬৯। গবাং ছন্দরজ্জুঃ পাদবন্ধনরজ্জুঃ, সা চ পীতপট্টসূত্রময়ী মুক্তালম্বিতচমর্যগ্রা জ্ঞেয়া॥

১৭০। তাম্বুলগন্ধীতি তৎপূজনসাধন-তাদৃশপুষ্পাণামেতদেব সৌগন্ধ্যমিতি ভাবঃ॥

১৬৭। ('বিষয়-ধ্যানকারী চিত্ত বিষয়ে, আর আমার ধ্যানকারী চিত্ত আমাতে আসক্ত হয়'—এই তত্ত্বশাস্ত্রোক্ত কথানুসারে তৎপ্রাপ্তি সাধন যে ধ্যান তা নিশ্চিত আছে। তাই ভালবেসে যেন নিজ সখীকে সেই সাধন শিক্ষা দিচ্ছেন—)

দহ্যমান হৃদয়ে সকলে মনে মনে স্মরণ কর বনতলে বিরাজমান নিত্যমহোৎসবযুক্ত আমাদের হৃদয়নাথ এই ব্রজরাজনন্দনকে—যিনি কামে চঞ্চলমানস, সর্বজনকৃত আদরসম্পত্তিতে - বেণুগানের উৎকর্ষতায় গর্বিত, অতি রুচির, এবং আপন অঙ্গকান্তিমাধুর্যে সকল ভুবনতলরঞ্জক।

১৬৮। (অতএব স্মরণের প্রয়োজন মতো কেশ থেকে চরণপর্যন্ত মুখ্য মুখ্য অঙ্গ নিজ অভিলাষোদ্‌গারের সহিত বর্ণন করা হচ্ছে—)

সুস্নিগ্ধ ঘন কুঞ্চিত কেশপাশ, মন্দ মন্দ উড়ন্ত চূর্ণকুন্তলে রমণীয় ললাট, সুন্দর রোমাবলীযুক্ত ভ্রূলতা, উন্নত চারু নাসা—এত সৌন্দর্যভরা এর এই মুখপদ্ম কবে আমাদের ঘ্রাণের বিষয় হবে।

১৬৯। আরও, মাধুর্যসিন্ধুমধ্যে যে বস্তুর পতন হয় তা কেবল মধুরিমাই অঙ্গীকার করে নেয়। এই দেখ-না উষ্ণীষসীমায় অবহেলায় গত মুরারির গোপদবন্ধনরজ্জু ও রমণীয়তায় ভরে গিয়েছে।

১৭০। আরও, ধন্যা সেই রমণী যে তাম্বুলগন্ধী রাঙা ওষ্ঠাধররূপ বাঁধুলিপুষ্পের দ্বারা

১৭১। কিঞ্চ, শ্রীবৎসকৌস্তুভ-রমাবনমালিকানাং, লক্ষ্মীভরেণ পরয়াপি চ হারভাষা।
বিভ্রাজমানপরিণাহমমুষ্য বক্ষঃ, কা নাম বামনয়নেচ্ছতি ন প্রবেষ্টুম্ ॥

১৭২। কিঞ্চ, জানুদ্বয়ীলবণিমামৃতমুদ্দিধীর্ষুঃ, পার্শ্বস্থয়োর্মদমনোভবনাগযূনোঃ।
শুণ্ডাদ্বয়ীব ভুজয়োর্দ্বিতয়ীয়মস্ত, কস্যা বিলোড়য়তি হন্ত ন হৃত্তড়াগম্ ॥

১৭৩। কিঞ্চ, আবেল্লিতং সুবলিতাবলিভির্বলীভি-,র্মুষ্টিপ্রমেয়মপি পুষ্টমিবৌজসা যৎ।
লগ্নং মুহুস্তদবলগ্নমমুষ্য নোঽন্ত-র্হা হন্ত তৎ কৃশমিদং চ কৃশীকরোতি ॥

১৭৪। কিঞ্চ, লাবণ্যকল্পতরুকোটরকল্পনাভী,-নির্যত্তনুভ্রমররাজিরিবোন্মুখীয়ম্।
রোমাবলির্মলিনিমানমহো বহন্তী, হা হন্ত কালভুজগীব দদংশ হৃন্নঃ ॥

১৭৫। কিঞ্চ, শোণারবিন্দরুচিনিন্দকমঙ্ঘ্রিযুগ্মং, বজ্রাঙ্কুশধ্বজসরোরুহ-লক্ষ্মলক্ষ্মি।
মঞ্জীররত্নকিরণোল্লসদঙ্গুলীকং, বক্ষস্তটীমহহ ভূষয়িতা কদা নু ॥

১৭১। পরিণাহো বিশালতা ॥

১৭২। জানুদ্বয়ীতি ভুজয়োরাজানুলম্বিতত্বেনাগ্রাভ্যাং স্বত এব তৎস্পর্শস্তথাত্বেনোৎপ্রেক্ষিতঃ ॥

১৭৩। সুবলিতা আবলির্যাসাং তাভির্বলীভিরাবেল্লিতমাবেষ্টিতম্ ; যদ্বা, পূরক রেচক-শ্বাসানুরোধেনাবেল্লিতমীষৎ কম্পিতম্, ওজসা বলেন তদবলগ্নং মধ্যভাগো নোঽস্মাকমন্তর্মনসি লগ্নং সৎ কৃশমপ্যন্তঃ কৃশীকরোতি, ঔৎকণ্ঠ্যাত্মক-তাড়নেনেতি ভাবঃ। যদ্বা, স্বয়ং কৃশমপি সদন্তদপি কৃশং করোতি ॥

১৭৪। লাবণ্যকল্পতরোঃ কোটরকল্পা যা নাভিস্ততো নির্যতী নির্গচ্ছন্তী তনুঃ সূক্ষ্মা ভ্রমররাজিরিব মলিনিমানং বহন্তী রোমাবলিরুন্মুখী সতী তদীয়হৃদয়পর্যন্তং গচ্ছন্ত্যাপি নোঽস্মাকমেব হৃদয়ং কালভুজগীব দদংশ ॥

রত্নদেদীপ্যমান মকরকুণ্ডলের তাণ্ডবনৃত্যে অত্যুজ্জ্বল জলবুদ্বুদসম তাঁর গাল পরমানন্দে বার বার পূজা করছে।

১৭১। আরও, শ্রীবৎস-কৌস্তুভ লক্ষ্মীরেখা-বনমালার শোভাভরে, এবং মণিমুক্তাহারে অত্যুজ্জ্বল তেজে দীপ্তিমন্ত এঁর বিশাল বক্ষে কোন্-না সুন্দরী প্রবেশ করতে ইচ্ছা করে।

১৭২। জানুদ্বয়ের লাবণ্যামৃত তুলে আনতে ইচ্ছুক, মত্তমদনকরিযুবার শুণ্ডদ্বয়ের মতো ঐ যে ওঁর দুই পার্শ্বে দুই ভুজ—হায় হায়, ও কার না হৃত্তড়াগ আলোড়িত করে ?

১৭৩। সুবলিত বলিরেখাবলীতে আবেষ্টিত, মুষ্টিপ্রমাণ হয়েও বলে যা পুষ্ট তদীয় সেই কটিদেশ আমাদের অন্তঃস্থলে মুহুর্মুহু লগ্ন হয়ে ওকে হায় হায় কৃশ করে দিচ্ছে নিজে কৃশ হয়েও।

১৭৪। লাবণ্য কল্পতরু-কোটররূপ নাভীনির্গত, ও ভ্রমররাজির মতো অহো সূক্ষ্ম রোমাবলী তদীয় বক্ষ পর্যন্ত উঠে গিয়েও হায় হায় দংশন করল এসে আমাদের বক্ষকে কালভুজঙ্গের মতো।

১৭৫। বজ্র-অঙ্কুশ-ধ্বজ-কমল চিহ্নে শোভিত, নূপুরের রত্নকিরণে উল্লসিত অঙ্গুলীদলবিশিষ্ট রক্তকমলকান্তিনিন্দী অঙ্ঘ্রিযুগল অহো কদা আমার বক্ষতটকে ভূষিত করবে।

১৭৬। ইত্যেবমুৎকণ্ঠমানাঃ কণ্ঠমানায্য জীবিতমিব তা এতা এতা ইবানুরাগপরভাগেণ কথং কথঞ্চিচ্ছরদং গময়িত্বা তরঙ্গময়িত্বাতরঞ্চোৎসাহস্য সাহসস্যরয়ং গতা অহহেমং তং হেমন্তং সমাসেতুঃ॥

১৭৭। ততশ্চ মূলমিলিত-দরপরিশিষ্ট-বিশিষ্টবিকচসৌগন্ধিক-গন্ধিক-পিপাসয়েব নম্র-কম্র-কপিশ-পিশঙ্গকণিশশালিশালিক্ষেত্রস্য, দরাঙ্কুরিত-নির্যবস-যব-সহিত-গোধূম-ধূমলিতোদারকেদার-কেবলবলমান-শোভস্য, মেদুরতরকুস্তুম্বুরুস্তম্বরুচিরমধুরামধুরাবনেঃ, সুস্নিগ্ধবাস্তুকবাস্তবস্য, দিক্ষু দিক্ষু বলদিক্ষুবলজবল-জনিতলক্ষ্মীকস্য, সহসো মাসস্য শস্যসম্পত্তিপ্রথমে প্রথমেঽপি স্বভাবসিদ্ধা ভাবসিদ্ধাবুৎকণ্ঠয়াপিতজীবিতা

১৭৫। বজ্রাদিভির্লক্ষ্মভির্লক্ষ্মীঃ শোভা যস্য তৎ, অঙ্ঘ্রিযুগ্মং কর্তৃ, বক্ষস্তটীমিত্যস্য পূর্বশ্লোকস্থেন ন ইতি পদেনানুষঙ্গঃ; ভূষয়িতা ভূষয়িষ্যতি॥

১৭৬। জীবিতং জীবনং কণ্ঠমানায্য কণ্ঠগতপ্রাণা ইবেত্যর্থঃ। এবং পূর্বরাগে দশম্যা দশায়াঃ প্রাগ্‌ভাবপ্রাপ্তিরুক্তা, কেবলমাশয়ৈব নিরুদ্ধজীবিতা ইতি ভাবঃ। অনুরাগপরভাগেন মহাপ্রেমোৎকর্ষেণ তাঃ প্রসিদ্ধা এতা গোপকন্যা এতা ইবান্যত্রৌপম্যাভাবাদনন্বয়ালঙ্কারোঽয়ম্, তদপ্যুৎসাহস্যাতরং দুস্তরং তরঙ্গময়িত্বা প্রাপ্য, সহসেত্যস্য ভাবঃ সাহসং তস্য রয়ং বেগং গতাঃ কাত্যায়ন্যর্চনব্রতার্থমিত্যর্থঃ। অহহেতি সুকুমারীণামপি তাদৃশং তপ ইতি খেদে! তং প্রসিদ্ধমিমং তথা ভাবোদয়েন সাক্ষাদিবোপসন্নং হেমন্তং তন্নামর্ত্তুং প্রাপুঃ॥

১৭৭। ততশ্চ সহসো মাসস্য হেমন্তর্ত্তোঃ প্রথমে সহোমাসে মার্গশীর্ষমাসি সহমিলিতা এব তাঃ প্রসিদ্ধা ধন্যাদিকন্যা উমায়াঃ সেবনমারেভিরে ইত্যন্বয়ঃ।—"সহো বলিষ্ঠেঽপি চ মার্গশীর্ষহেমন্তয়োশ্চাপি সহাঃ প্রদিষ্টঃ" ইতি বিশ্বঃ। মাসশব্দেন ঋতুবিধানমুপচারাৎ তদবয়বত্বাদ্যমকশোভার্থম্; যদ্বা, সহসো মাসস্যেতি ব্যধিকরণষষ্ঠ্যৌ, ততশ্চ সহসো হেমন্তঋতোর্মাসস্য মধ্যে যঃ সহোমাসস্তত্রেত্যর্থঃ। কীদৃশস্য? মূলে মিলিতং মূলমাত্রলগ্নং দর-পরিশিষ্টমীষদবশিষ্টম্, বিকচসৌগন্ধিকগন্ধিপ্রফুল্লকহ্লারতুল্যগন্ধং কং জলং তস্য পিপাসয়েব তৎপাতুমিচ্ছয়েব নম্রা নতাঃ কম্রাঃ কমনীয়াঃ কপিশপিশঙ্গকণিশশালিনো জাতিভেদেন কপিশবর্ণ-পিশঙ্গবর্ণ-মঞ্জরীযুক্তা যে শালয়ো ধান্যানি তেষাং যত্র তস্য। দরাঙ্কুরিতৈর্জাতাল্প-

---

১৭৬। এইরূপে উৎকণ্ঠান্বিতা যেন কণ্ঠগতপ্রাণা মহাপ্রেমোৎকর্ষে যেন চিত্রবিচিত্রা সেই প্রসিদ্ধা ধন্যাদি কন্যাগণ কষ্টেসৃষ্টে কোন প্রকারে শরৎঋতু কাটিয়ে দিয়ে উৎসাহের দুস্তর তরঙ্গে পড়ে কাত্যায়নী-অর্চনব্রতার্থ সাহসের বেগ প্রাপ্ত হয়ে হায় হায় সেই প্রসিদ্ধ হেমন্ত ঋতুতে এসে পৌঁছে গেলেন।

ধন্যাদিকন্যাগণের কাত্যায়নীব্রত আরম্ভ ঃ

১৭৭। (অতঃপর হেমন্ত ঋতুর প্রথম অগ্রহায়ণ মাসে একসঙ্গে মিলিতা সেই প্রসিদ্ধা ধন্যাদি কন্যাগণ উমার সেবা আরম্ভ করলেন—)

মূলেমাত্র ভূমিলগ্ন-জলের উপর ঈষৎ জাগা, বিশিষ্ট প্রফুল্ল কহ্লারসুগন্ধী জলপানেচ্ছায় যেন অবনতা, এবং কমনীয়া কপিশ-পিশঙ্গবর্ণের মঞ্জরীযুক্ত শালিধানের ক্ষেত্রে রমণীয়— ঈষৎ অঙ্কুরিত তৃণহীন যবের সহিত মিলিত গমগাছে ধূমলিত, বৃহৎ ক্ষেত্রের দ্বারা শোভোচ্ছল, এবং যে সময়ে স্নিগ্ধ ধনিয়াগুচ্ছের সৌন্দর্যের সহিত শোভনা মৌরির মিলনে পৃথিবী মাধুর্যবতী হয়ে উঠে সেই কাল বিশিষ্ট— বাস্তুভূমির

ইব সাধকাভিমানজুষোঽমানজুষো বিহিতসঙ্গোপনা গোপনাথতনয়ো নয়োপপন্নঃ 'পতির্নো ভূয়াৎ' ইতি সঙ্কল্প্য সহোমাসে সহোমাসেবনমারেভিরে ॥

ইত্যানন্দবৃন্দাবনে কৈশোরলীলালতাবিস্তারে ঋতুবিহারে
রাধানবসঙ্গমো নামৈকাদশঃ স্তবকঃ ॥১১॥

····—❦—····

স্তুরৈর্নির্ষবৈর্নিস্তুর্ষৈর্যবসসহিতগোধূমৈর্ধূমলিতা ধূমলবর্ণীকৃতা যে উদারকেদারা বৃহৎক্ষেত্রাণি তৈরেব কেবলং বলমানা শোভা যস্য তস্য, কুস্তুম্বুরূণাং ধন্যাকানাং স্তম্বৈর্গুচ্ছৈ রুচিরাস্তৎসাহিত্যেন শোভনা যা মধুরা মধুরিকা মহুরীতি প্রসিদ্ধা-স্তাভির্মধুরা মাধুর্যবতী অবনিঃ পৃথ্বী যতস্তস্য। সুস্নিগ্ধানি বাস্তুকানি বাস্তুভূময়ো যৈস্তানি, বাস্তুকানি শাকবিশেষা যত্র তস্য, দিক্ষু দিক্ষু বলন্তি ইক্ষুবলজানীক্ষুক্ষেত্রাণি তৈর্বলেনৈব জনিতোৎপাদিতা লক্ষ্মীঃ শোভা যস্য তস্য। সহোমাসে কীদৃশে ? শস্য-সম্পত্ত্যা প্রথা খ্যাতা মা শোভা যস্য তস্মিন্। স্বভাবসিদ্ধা অপি নিত্যসিদ্ধা অপি ভাবসিদ্ধ্যৈ কৃষ্ণকান্তাস্বরূপো যো ভাবস্তস্য সিদ্ধিনিমিত্তে সাধকাভিমানজুষঃ, অমানা অপরিমাণা জুট্ প্রীতির্যাসাং তাঃ ॥

ইতি শ্রীমদানন্দবৃন্দাবন-টীকায়াং শ্রীসুখবর্ত্তিন্যামেকাদশ-স্তবকসঙ্গমনম্ ॥১১॥

····০)(০····

সুস্নিগ্ধতাদায়ী বাস্তুশাকের জনন-কালবিশিষ্ট— এবং দিকে দিকে বিস্তারিত ইক্ষুক্ষেতের সৌন্দর্যভরে রমণীয় হেমন্তঋতুর শস্যসম্পত্তির দ্বারা বিখ্যাত শোভাযুক্ত অগ্রহায়ণ নামক প্রথম মাসে নিত্যসিদ্ধা হলেও কৃষ্ণকান্তাভাবের সিদ্ধির জন্য সাধকাভিমানকারিণী, এবং অপরিসীম প্রীতিবিশিষ্টা ধন্যাদি কন্যাগণ উৎকণ্ঠায় যেন কণ্ঠাগতপ্রাণা হয়ে গোপনতা রক্ষা করে 'নীতিপরায়ণ গোপতনয় আমাদের পতি হউক' এরূপ সঙ্কল্প করে সকলে মিলিত হয়ে উমার সেবা আরম্ভ করলেন।

ইতি শ্রীআনন্দবৃন্দাবনে কৈশোর লীলালতা বিস্তারে ঋতুবিহারে
রাধানবসঙ্গম নামক একাদশ স্তবক

॥ জয় শ্রীরাধে ॥